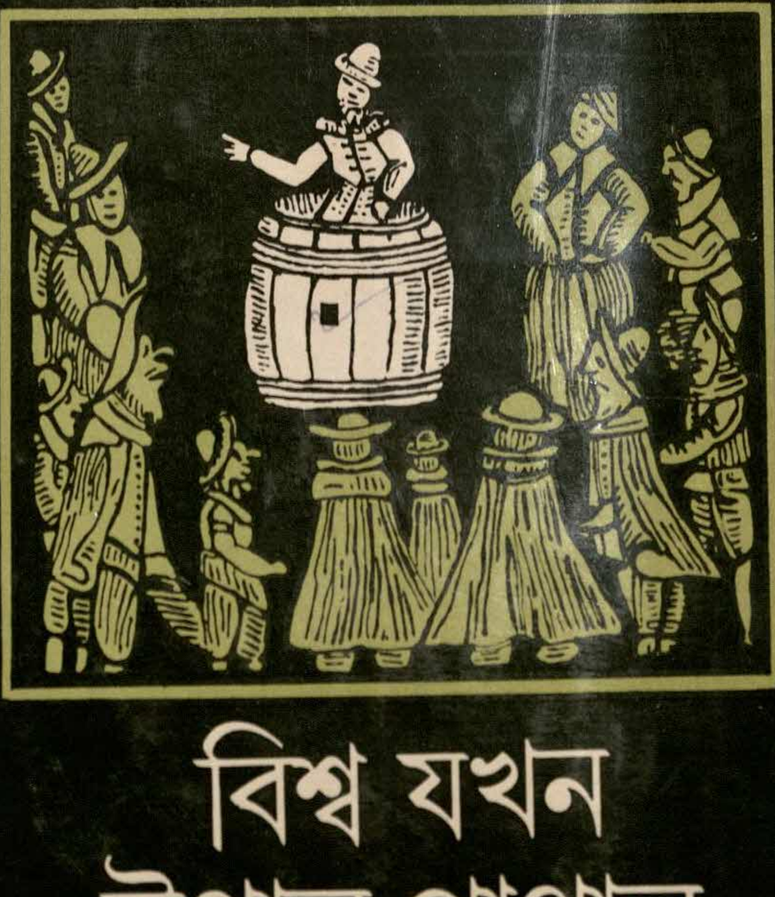
ক্রিস্টোফার হিল



বিশ্ব যখন উথাল পাথাল

ইংরেজ বিপ্লব চলাকালীন র‍্যাডিকাল ভাবধারা প্রসঙ্গে

সতের শতকের মাঝামাঝি ইংলণ্ডে যে-সব বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠী দুনিয়া বদলের কথা ঘোষণা করেছিল সদর্পে, তীব্র আবেগে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটির ভাবধারা ছিল চরম র‍্যাডিক্যাল মনোভাবাপন্ন। ডিগার, র‍্যান্টার, লেভেলার, কোয়েকার বা ঐরকম অন্যান্য গোষ্ঠীরা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক, সবধরণের প্রচলিত ধারণা বা তথাকথিত পরম্পরাগত বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল। চেয়েছিল চিরাচরিত একরৈখিক সমাজের চেহারা-চরিত্রের পরিবর্তন, একটা সামগ্রিক বিপ্লব। এই সমস্ত গোষ্ঠীর মানুষরা ছিল বেশিরভাগই একেবারে নিচের তলার দরিদ্র জনসাধারণ। আর যেহেতু তারা ছিল বিত্তহীন, অশিক্ষিত, তথাকথিত 'অভদ্র' তাই বোধহয় তাদের ভাবনা-ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কদাচিৎ। ঐ-সব গোষ্ঠীর আপাত-চরম ভাবনার পেছনের যুক্তি খুঁজেছেন ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার হিল। আর সেই সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজেছেন আমাদের চলতি সমাজের ভাবধারার। যদিও ঐ সব গোষ্ঠীর অনেক ধারণা, চিন্তা, দাবি অগ্রাহ্য করেছে, বাতিল করেছে সমাজের উঁচুতলার মানুষরা সামাজিক বিধির সর্বনাশের আশঙ্কায়—যেমনটি আমাদের আজকের যুগের র‍্যাডিক্যালবাদের ক্ষেত্রে সচরাচর ঘটে থাকে।

'বিশ্ব যখন উথাল'-এর পরিধি শুধু ঐ সব গোষ্ঠীর বিশ্বাসের কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে-সামাজিক অবস্থা বা যে-সৃষ্টিশীল আবেগ তাদেরকে বিপ্লবের পথ দেখিয়েছিল তারও কাহিনী। আর শ্রেণী সম্পর্ক অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের সম্পর্ক, ভবঘুরে 'ছন্নছাড়া' মানুষের ভূমিকা, যৌন স্বাধীনতার সপক্ষে ও ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল জেহাদ, মিলটন ও বুনিয়ানের সৃষ্টিশীল কল্পনা ও এগিয়ে থাকা ভাবনার প্রকাশ এ সমস্তই এবং এমনই সব নানান আশ্চর্যজনক উপাদান যে বিরাট বিপ্লবের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল তারই চিত্রকল্প এই বই। আর এ শুধু সতের শতকের ইংলণ্ডে সংঘটিত ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের চিত্রকল্প নয়—এ হলো সেই সব মানুষের প্রবল আশঙ্কা আর জাগরণের কাহিনী যাদের তীব্র আবেগ ও যুক্তি পৌঁছে দিতে চেয়েছিল আরো ব্যাপক র‍্যাডিক্যাল চিন্তাভাবনা-সমৃদ্ধ এক জগতে।

ISBN 81-7074-161-0
দাম : ১৫০.০০ টাকা

✓ 1

বিশ্ব যখন উথাল পাথাল

ইংরেজ বিপ্লব চলাকালীন র‍্যাডিকাল ভাবধারা প্রসঙ্গে

ক্রিস্টোফার হিল

বিশ্ব যখন উথাল পাথাল

ইংরেজ বিপ্লব চলাকালীন র‍্যাডিকাল ভাবধারা প্রসঙ্গে

কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী

কলকাতা

A Bengali Translation of The World Turned Upside Down by Christopher Hill (complete and unabridge) by arrangement with Gower Publishing Company Limited, Gower House, Craft Road, Aldershot, Hampshire GU11 3HR, England. This book is for sale and distribution in India only.

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৫

ISBN 81-7074-161-0

অনুবাদ : অমলেন্দু সেনগুপ্ত

সম্পাদনা : তরুণ বসু

প্রকাশক : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২

টাইপসেট : ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিকস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২এ, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৬৯

মুদ্রিত : প্রিন্টোক্রাপ্ট ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা- ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় নিবেদন	৭
সূচনা-মন্তব্য	৯
সংক্ষেপ-সূচি	১১
১. ভূমিকা	১৩
২. ভূর্জপত্র ও আগুন	১৭
৩. ছন্নছাড়া মানুষ	৩২
৪. প্রচারক ও সেনানী	৪৪
৫. উত্তর ও পশ্চিম	৫৬
৬. ভবিষ্যদ্‌বক্তাদের জাতি	৬৬
৭. লেভেলার ও সাচ্চা লেভেলার	৮১
৮. পাপ ও নরক	১২২
৯. সীকার ও র‍্যান্টার	১৩৬
১০. র‍্যান্টার ও কোয়েকার	১৭০
১১. স্যামুয়েল ফিশার ও বাইবেল	১৮৯
১২. জনওয়ার ও আইন	১৯৬
১৩. উন্মাদদের ভুবন	২০২
১৪. মিস্ত্রী ধর্মোপদেষ্টা ও যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শন	২০৯
১৫. নোংরা বেহায়া চুম্বন	২২২
১৬. মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবন	২৩৪
১৭. পুরোনো জগতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা	২৪৯
১৮. উপসংহার	২৬১
পরিশিষ্ট :	
১. হবস ও উইনস্ট্যানলি—যুক্তি ও রাজনীতি	২৭৯
২. মিলটন ও বুনিয়ান—র‍্যাডিকালদের সঙ্গে কথোপকথন	২৮৫
নাম-শব্দসূচি	৩০১

সম্পাদকীয় নিবেদন

রডনি হিলটন সম্পাদিত ইংরেজ ইতিহাসে জনপ্রিয় গণবিদ্রোহ (Popular Rebellions) সিরিজের প্রথম বই ক্রিস্টোফার হিল-এর *দ ওয়রল্ড় টারনড় আপসাইড ডাউন : র‍্যাডিকাল আইডিয়াজ ডিউরিং দ ইংলিশ রেভোলিউশন*;এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ *বিশ্ব যখন উথাল পাথাল : ইংরেজ বিপ্লব চলাকালীন র‍্যাডিকাল ভাবধারা প্রসঙ্গে*। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। প্রকাশক : মরিস টেম্পল স্মিথ লি· লণ্ডন। বইটির পুনরমুদ্রণ বেরোয় ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৩-এ, ঐ একই প্রকাশন সংস্থা থেকে। এরই হুবহু বাংলা সংস্করণ *বিশ্ব যখন উথাল পাথাল*।

শিল্প বিপ্লবের আগে ষোড়শ সপ্তদশ শতক জুড়ে ইংলণ্ডে যে বিরাট বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল, যে-বিপ্লবকে বলা যেতে পারে শিল্প বিপ্লবের জননী, সেই সময়কার নানান গোষ্ঠীর উথাল পাথাল করা চিন্তা-ভাবনা-কাজ, ধর্ম-রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-সমাজ বা সামাজিক-অর্থনৈতিক বা চেতনার দুনিয়া বদলের যে মহা-আয়োজন, তারই খুঁটিনাটি, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার দলিল এই গ্রন্থ। এর প্রধান বিশেষত্ব হলো এই, রাজা-বাদ্‌শা বা তথাকথিত ওপরতলার মুষ্টিমেয় হাতে গোণা মানুষের কাহিনী নয়, বরং ঠিক উলটো, একেবারে নিচের তলার মানুষ, অজানা-অচেনা দরিদ্র ভবঘুরে চাষী-মজুর-এর দলের কথাই বারবার, ঘুরে ফিরে এসেছে—এসেছে তাদের সামাজিক-মানসিক ভেতর-বাইরের দ্বন্দ্বের কথা। দেখাতে চেয়েছেন অধ্যাপক হিল, সমগ্র-ব্যবস্থাকে উলট-পালট ঘটানোর মতো বিপ্লব যখন ঘটে তখন তার প্রভাব এই তথাকথিত নিচুতলার মানুষের মধ্যেও বা কেমন কাজ করে, যার ফলে তারা, চিরাচরিত একরৈখিক সমাজের চেহারা-চরিত্র বদ্‌লে ফেলে তারা গড়তে চায় এক নতুন সমাজ—যে-সমাজ ঐ বঞ্চিত মানুষদেরই হাতে গড়া সমাজ ; আজকের দিনে যাকে বলা যায় শ্রেণীহীন সমাজ—যার মূল মন্ত্র সব মানুষেরই অধিকার সমান। গোটা ইংরেজ বিপ্লবে এই ভাবনাই নানাভাবে নানা মতে বারবার এসেছে—রূপকথার মতো অধ্যাপক হিল সে-কথাই শুনিয়েছেন সে-সময়কার নানান দলিল-দস্তাবেজ-তথ্যাদি ঘেঁটে। একুশ শতকের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েও মনে হয় সে-সব কথা আজো কী ভীষণ প্রাসঙ্গিক, সে-সব কথা বোঝা আজো কী ভীষণ জরুরি।

বইটির বাংলা সংস্করণে প্রতি পৃষ্ঠাতেই পাদটীকা রাখা হয়েছে। সূত্র গ্রন্থের উল্লেখ বাংলা হরফে ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে—ঠিক একইভাবে বই-এর শুরুতে দেওয়া সংক্ষেপসূচিও তৈরি করা হয়েছে। মূল লেখার মধ্যে ইংরেজি বই-এর নাম কোথাও কোথাও বাংলা করা হয়েছে; সে-সব জায়গায় ইংরেজি নামটিও ইংরেজি হরফে বা কোথাও কোথাও বাংলা হরফে ইংরেজিতে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। তবে বাংলা হরফে হুবহু ইংরেজি লেখার সময় য-ফলা র-ফলা উ, ঊ, ই, ঈ-কার সংক্রান্ত সমস্যা এড়ানো গেল না—এড়ানো গেল না জায়গার নাম, ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রে উচ্চারণ সংক্রান্ত সমস্যাও। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দ-সূচিতে দুটি বানানই রাখা

হয়েছে ভুল বোঝার অবকাশ যাতে না-থাকে সে-কারণে। মূল বই এবং পাদটীকায় বই-এর নামের ক্ষেত্রে বাঁকা হরফ ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট অধ্যায়ে উদ্‌ধৃত কবিতাংশের কিছু কিছু অনুবাদ করে দিয়েছেন দেবস্মিতা চক্রবর্তী। ছাপাছাপির জগতে ফটোটাইপ সেটিং-এর সুবিধে [-অসুবিধে] থাকা সত্ত্বেও ছাপাছাপি এবং অন্যান্য যে-সব দোষ ত্রুটি রয়ে গেল তার দায় একান্তই সম্পাদকের।

১৮ নভেম্বর ১৯৯৪

সূচনা-মন্তব্য

খুব কম কাজই আছে যা ইতিহাস লেখার চেয়ে অনেক বেশি সহায়ক। বই-এর প্রচ্ছদপটে লেখকের নাম লেখা থাকে বড় বড় হরফে, আর সমালোচকও খুব সঙ্গত কারণেই লেখকের ভুল সিদ্ধান্ত বা বক্তব্যকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন ; কিন্তু লেখক ছাড়া আর কেউই ভালোভাবে জানেন না তার পূর্বসূরী অন্যান্যদের পরিশ্রমী কাজকর্মের 'পরে ঐতিহাসিকের কাজ কতটা নির্ভরশীল। এখানে সে-রকম জনাতিনেক লেখকের নাম করতে চাই যাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। এঁরা হলেন শ্রী এ· এল· মরটন, যিনি র‍্যান্টারদের সম্পর্কে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বইটি রচনা করেছেন। এছাড়াও তার সপ্তদশ শতকের র‍্যাডিকাল ভাবধারা ও ব্লেক সম্পর্কে গবেষণা কাজটি প্রায় সমান মূল্যবান ; ড· জি· এফ· ন্যুটাল, যাঁর পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা সপ্তদশ শতকের ধর্মীয় ইতিহাসের নানান গলি-ঘুঁজির ভেতর থেকে এযাবৎ বহু অনালোকিত ও অনালোচিত দিক উন্মোচিত করেছে ; এবং শ্রী কে· ভি· টমাসের *রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক* গ্রন্থটি সপ্তদশ শতক সম্পর্কে বহু প্রচলিত ভাবনার বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে, আমাদের নতুন ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। র‍্যান্টারদের সম্পর্কে শ্রী ফ্রাঙ্ক ম্যাকগ্রেগরের গবেষণা-কাজ তদারকি করতে পেরে এবং কোয়েকারদের সম্পর্কে অধ্যাপক ডব্লিউ· এ· কোল-এর গবেষণা গ্রন্থটি পড়তে পেরে ও তাঁদের উভয়ের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করে আমি যথেষ্ট লাভবান হয়েছি। এছাড়াও অনেকের কাছেই আমি ঋণী যাদের নাম উল্লেখ করেছি পাদটীকায়। ড· বার্নার্ড ক্যাপ, শ্রী পিটার ক্লার্ক, শ্রীমতী কে· আর· ফার্থ, ড· এ· এম· জনসন, ড· আর· সি· রিচার্ডসন ও অধ্যাপক অস্টিন উলরিক—এঁরা প্রত্যেকেই তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার আগেই আমায় দেখতে ও তার থেকে প্রয়োজনীয় উদ্‌ধৃতি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। ড· রবিন ক্লিফটন, অধ্যাপক সি· এইচ· গেয়র্গ ও ড· পি· জে· আর· ফিজাক্‌কারলে, শ্রীমতী জোয়ান থার্স্ক ও অধ্যাপক সি· এম· উইলিয়মস এ-বিষয়ে আমার বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বাধিত করেছেন। অধ্যাপক রডনি হিলটন নানা ভুলত্রুটি শুধরে দিয়েছেন শুধু নয়, বইটি সুখপাঠ্য করার কাজেও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। যে-সময় আমি বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে ব্যস্ত থেকেছি সে-সময় বলিয়ল-এ আমার সহকর্মীরা আমায় শিক্ষা-সংক্রান্ত ছুটি মঞ্জুর করেছেন। এজন্যে আমি তাঁদের কাছে ও কলেজ সেক্রেটারি শ্রীমতী ব্রিজেট পেজ-এর কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য শ্রীমতী প্যাট লয়েডের, যিনি গোটা বইটির পাণ্ডুলিপি টাইপ করেছেন এবং আমার বহু বানান ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। বইটি প্রকাশের সময় স-যত্ন প্রুফ দেখায়ও তার সাহায্য পেয়েছি প্রভূত। আমার এই কাজে যারা ধন্যবাদার্হ তাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি হলেন আমার স্ত্রী, যদিও অবশ্যই তাঁরই ধন্যবাদ প্রাপ্য সকলের আগে।

১৬ অক্টোবর ১৯৭১

এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে রডনি এবং বি, এ, ডি,-কে
যাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ছাড়া যে-বই কখনই লেখা হতো
না—তাদের উদ্দেশে।

সংক্ষেপ-সূচি

পাদটীকায় ব্যবহৃত সংক্ষেপ সূচি

এ· এইচ· আর·	*এগ্রিকালচারাল হিস্ট্রি রিভিউ*
ব্রেথওয়েট	ডব্লিউ· সি· ব্রেথওয়েট, *দ ফার্স্ট পিরিয়ড অফ কোয়েকারইজম* (১৯১২)
সি· জে·	*কমনস' জার্নালস*
সি· এস· পি· ডি·	*ক্যালেন্ডার অফ স্টেট পেপারস (ডোমেস্টিক)*
ই· এইচ· আর·	*ইংলিশ হিস্টোরিক্যাল রিভিউ*
ফেনস্টানটন রেকর্ডস	সম্পাদনা—ই· বি· আন্ডারহিল, *রেকর্ডস অফ দ চার্চেস অফ ক্রাইস্ট গ্যাদারড অ্যাট ফেনস্টানটন*, ওয়রবয়েজ অ্যান্ড হেক্সান, ১৬৪৪-১৭২০ (হানসার্ড নোলয়স সোসাইটি, ১৮৫৪)
এইচ· অ্যান্ড ডি·	সম্পাদনা—ডব্লিউ· হালার ও জি· ডেভিস, *দ লেভেলার ট্রাকটস*, ১৭৪৭-১৬৫৩ (কলম্বিয়া ইউ· পি·, ১৯৪৪)
এইচ· এম· সি·	হিস্টোরিক্যাল ম্যানাসক্রিপটস কমিশন
আই· ও· ই· আর·	সি· হিল, *ইনটেলেকচুয়াল অরিজিনস অফ দ ইংলিশ রেভোলিউশন* (অক্সফোর্ড ইউ· পি·, ১৯৬৫)
জে· এম· এইচ·	*জার্নাল অফ মডার্ন হিস্ট্রি*
এল· জে·	*লর্ডস' জার্নালস*
পি· অ্যান্ড পি·	*পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট*
পি· অ্যান্ড আর·	সি· হিল, *পিউরিটানিজম অ্যান্ড রেভোলিউশন* (পান্থার সংস্করণ)
স্যাবাইন	সম্পাদনা—জি· এইচ· স্যাবাইন, *দ ওয়র্কস অফ জিরার্ড উইনস্ট্যানলি* (কর্নেল ইউ· পি·, ১৯৪১)
এস· অ্যাণ্ড পি·	সি· হিল, *সোসাইটি অ্যাণ্ড পিউরিটানিজম ইন প্রি-রেভোলিউশনারি ইংলণ্ড* (পান্থার সংস্করণ)
টি· আর· এইচ· এস·	*ট্রানসাকসানস অফ দ রয়াল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি*
ইউ· পি·	ইউনিভার্সিটি প্রেস
ভি· সি· এইচ·	*ভিক্টোরিয়া কাউন্টি হিস্ট্রি*
উলফ	সম্পাদনা—ই· ডি· উলফ, *লেভেলার ম্যানিফেস্টোস অফ দ পিউরিটান রেভোলিউশন* (১৯৪৪)
উডহাউস	সম্পাদনা—এ· এস· পি· উডহাউস, *পিউরিটানিজম অ্যাণ্ড লিবার্টি* (১৯৩৮)
তু·	তুলনীয়
সম্পা·	সম্পাদনা

তাঁরা থিসালনিকাতে আসলেন ············ আর পল ····· রীতি অনুযায়ী কারণসহ তাদের শাস্ত্রের কথা বুঝিয়ে বললেন ······· এবং তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রধানা মহিলাও ছিলেন। কিন্তু যে-সব ইহুদিরা তা বিশ্বাস করল না, তারা বাজারের কয়েকজন বদ লোক সঙ্গে নিয়ে জোট পাকিয়ে গোলযোগ বাঁধাল, তারপর নগরের মধ্যে তর্জনগর্জন শুরু করল, ······ কাঁদতে লাগল, এভাবে যারা জগৎ সংসার লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে, তারা এখানেও এসে উপস্থিত হয়েছে।

দ অ্যাক্টস অফ অ্যাপস্টোল [প্রেরিত] ১৭।১-৬

১ ভূমিকা

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেখানে যা থাকার কথা আমি সেখানে তা রাখার চেষ্টা করেছি। আর শুধু যে যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছি তা নয় তার স্থানচ্যুতিও ঘটতে দিই নি। অর্থাৎ পা মাথার জায়গায় এবং মাথা পায়ের জায়গায় ন্যস্ত করি নি। তবুও হয়তো যে-অপরাধে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ (সাধু পল) দোষী সাব্যস্ত, সে-অভিযোগ আমার বিরুদ্ধেও উত্থাপিত হবে যে, আমি দুনিয়াটাকে ওলট-পালট করে দিচ্ছি। যা অন্যরা প্রাসাদশীর্ষে স্থাপিত করে—আমি তা বসিয়েছি ভিতে এবং যা ভিতের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত আমি তা ন্যস্ত করেছি তার শীর্ষে।

হে ন রি ডে নি, *গ্রেস, মার্সি অ্যান্ড পীস্* (১৬৪৫) (*ফেনস্টান্টন রেকর্ডস্*,-এ পৃ. ৪২২)

গণবিদ্রোহের ইতিবৃত্ত ইংরেজ জাতির ঐতিহ্যের প্রধান অঙ্গরূপে বিগত কয়েকশতক জুড়ে স্বীকৃত। তার মধ্যে সপ্তদশ শতকের মধ্যদশক বৃহত্তম গণঅভ্যুত্থানের কাল বলে চিহ্নিত। লং পার্লামেন্টের সেনাবাহিনী কীভাবে সাঙ্গপাঙ্গ-সহ প্রথম চার্লসকে যুদ্ধে পরাজিত করে ও রাজাকে বধ করে স্বল্পমেয়াদী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল সে-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে ও তার পরের বছরগুলিতে যদিও পার্লামেন্টের স্বপক্ষে ছিল প্রবল জনসমর্থন ; কিন্তু সেই গণবিদ্রোহের দীর্ঘমেয়াদী সুফল সবই ভোগ করেছে ভূস্বামী .ও বণিককুল। সমাজের নিম্নবর্গীয় যারা অর্থাৎ জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ জনের কপালে কিছুই জোটে নি। এবং তাদেরই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়াসী আমি।

ইংরেজ বিপ্লবের অন্তর্গত আপাত গুরুত্বহীন ঘটনা ও চিন্তাভাবনা নিয়ে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থখানি রচিত। সমকালীন সমস্যাবলীর মোকাবিলায় জনসাধারণের দল-উপদলগুলির তরফ থেকে নিজস্ব কায়দায় সমাধান খোঁজার প্রয়াসকে অনুধাবন করাটাও বর্তমান গ্রন্থের উপজীব্য। প্রসঙ্গত,যাদের তাগিদে জনসাধারণ রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিল—এ-জাতীয় সমাধান-প্রয়াস উক্ত কর্তা-ব্যক্তিদের আদৌ মনঃপূত হয় নি। পাঠক যথার্থ প্রেক্ষিত অর্জনের জন্য অধ্যাপক ডেভিড আন্ডারডাউন-এর সদ্য প্রকাশিত *প্রাইডস্ পার্জ* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৭১) বইখানি এর সঙ্গে পাঠ করলে বিশেষ উপকৃত হবেন। আমি যে সময়ের কথা লিখতে বসেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হলেও ঐ বইখানির আখ্যানবস্তুও একই সময়ের। তিনি দেখেছেন প্রাসাদ-চূড়া থেকে, আর আমি তাকাচ্ছি মাটির সঙ্গে সেঁটে থাকা কীটের মতো। তাঁর আর আমার নির্দেশ-সূচির অন্তর্গত ব্যক্তি-তালিকাও সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বিপ্লবের আওতায় সংঘটিত যাবতীয় গণবিদ্রোহগুলিই আমার বিষয়বস্তু এবং তার মধ্যে কিছু জানা, কিছু অজানা। লেভেলার, ডিগার ও পঞ্চম রাজতন্ত্রী বলে পরিচিত গোষ্ঠীগুলি দিয়েছে নতুন ধরনের রাজনৈতিক সমাধান ; আর ডিগার গোষ্ঠী তো নতুন ধরনের অর্থনৈতিক সমাধানের প্রস্তাবও দিয়েছে। বাপতিস্ত, কোয়েকার ও মগল্‌টোনিয়া প্রমুখ বিভিন্ন গোষ্ঠী খুঁজেছে ধর্মীয় প্রশ্নের সমাধান। তা ছাড়া সামাজিক সব ধরনের প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাসের প্রতি সংশয় প্রকাশ করেছে সীকার, র‍্যান্টার ও ডিগার প্রমুখ গোষ্ঠীগুলি। অবশ্য রাজনীতি, ধর্ম ও সাধারণ সংশয়বাদ প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ-রেখা টানাটা বোধ হয় বিভ্রান্তিজনক। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ধর্ম সম্প্রদায় হিসাবে বাপতিস্ত ও কোয়েকাররা টিকে থাকবে এবং অন্যদের বিলুপ্তি

ঘটবে। ফলত আমরা অজ্ঞাতসারেই এই ইংরেজ গোষ্ঠীগুলির গোড়ার যুগের ইতিহাসকে ১৬৪০-এর দশক ও ১৬৫০-এর দশকের কাল বিধৃত রূপরেখায় পিঞ্জরাবদ্ধ করার প্রয়াসী। আসলে যে ঐ যুগে সব কিছুই তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল তা দেখানোই এই বইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ, ১৬৪৫ থেকে ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত কালে ইংলণ্ডের প্রায় সব কিছুকে কেন্দ্র করে অনেক ওলট-পালট ঘটে যায় সব কিছুর মূল্যায়ন নিয়ে তর্কবিতর্ক ও উল্টেপাল্টে দেখার প্রবণতা মাথাচাড়া দেয়। প্রশ্ন ওঠে যাবতীয় পুরোনো প্রতিষ্ঠান, পুরোনো বিশ্বাস ও পুরোনো মূল্যবোধ নিয়ে। এক সমালোচনা-মুখর গোষ্ঠী থেকে অপর সমালোচনা-মুখর গোষ্ঠীর দিকে শুরু হয় মানুষের অবাধ চলাচল। ১৬৫০-এর দশকের গোড়ার দিকের একজন কোয়েকারের সঙ্গে একজন লেভেলার, র‍্যান্টার বা ডিগারের যে সাযুজ্য দেখা যায় ততটা নয় আবার সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডস্-এর বর্তমান অনুগামীদের সঙ্গে।

আমাদের কাহিনীর সূত্রপাত এমন একটা সময়ে যখন রাজার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টপক্ষীয়রা জিততে চলেছে এবং ভূস্বামী ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা গৃহযুদ্ধে পার্লামেন্টের পক্ষাবলম্বন করেছিল, তাদের আশা, তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো সমাজের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজতে পারবে এবং আরোপ করতে পারবে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা। তারা যদি প্রতিহত না হতো তাহলে ইংলণ্ড সরাসরি চলে যেত ১৬৮৮ সালের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের যুগে। অর্থাৎ, স্থাপিত হতো সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রসহ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব অনুসৃত হতো সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতি তৈরি হতো মুনাফা শিকারের উপযোগী ঝক্কিঝামেলাহীন জগত। কিন্তু তার পরিবর্তে সূচিত হলো এমন এক যুগ যেখানে গৌরবময় বিশৃঙ্খলা ও বৌদ্ধিক উত্তেজনার জয়জয়কার। জিরার্ড উইনস্ট্যানলির ভাষায়, 'অনলে নিক্ষিপ্ত ভূর্জপত্রের মতো যেন পুরোনো পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে'[১] কথাটি আক্ষরিকভাবে সত্য। শুধু যে পুরোনো সমাজকর্তৃত্ব বিন্যাসকে নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিল তা নয় ; এমনকি প্রোটেস্ট্যান্ট নৈতিকতাকে ঘিরেও শুরু হলো নানা সমালোচনা। ধীরে ধীরে সব কিছু নিয়ন্ত্রণের আওতায় ফিরে এল অলিভার ক্রমওয়েলের প্রোটেক্টরেটের মাধ্যমে। আবার ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে কায়েম হলো ভূস্বামীদের শাসন ও তার পিছু পিছু রাজা ও বিশপদের প্রভুত্ব।

অতিসরলীকরণের ঝুঁকি নিয়েই বলতে হয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ইংলণ্ডে আসলে দুটি বিপ্লব ঘটেছিল। একটার ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্র অধিকার স্বীকৃত হয়। বিলুপ্ত হয় সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থা ও স্বেচ্ছাচারী কর-ব্যবস্থা। পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা, সকলের জন্য একই আইন ও স্বৈরাচারী আদালতের বিলোপসাধন প্রভৃতি এই বিপ্লবের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ সম্পত্তিবান শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম হলো, নিরঙ্কুশ হলো উক্ত শ্রেণীর ভাবাদর্শ—প্রোটেস্ট্যান্ট নৈতিকতার জয়যাত্রা। তাছাড়াও আর একটা বিপ্লবের অস্তিত্ব ছিল যা কিন্তু কখনো ঘটে নি। যদিও তার অশনিসঙ্কেত মাঝে মাঝেই পাওয়া গিয়েছে। যদি তা ঘটত তাহলে প্রতিষ্ঠিত হতো সম্পত্তির যৌথ মালিকানা। রাজনৈতিক ও আইনানুগ প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে ঘটত গণতন্ত্রের প্রসার। বিলুপ্ত হতো রাষ্ট্রীয় চার্চ এবং প্রত্যাখ্যাত হতো প্রোটেস্ট্যান্ট নৈতিকতা।

বিপ্লবের আওতায় বিদ্রোহের পদধ্বনি তারই ফলশ্রুতি, র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার চমকপ্রদ প্রসার। এ দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হলো বর্তমান গ্রন্থের অভীষ্ট। বর্তমান সদা পরিবর্তনশীল কিন্তু অতীত অপরিবর্তনীয়। যুগে যুগে ইতিহাস নতুন করে লেখা হয়ে থাকে এবং প্রতিটি প্রজন্ম কেবল অতীত নিয়ে নানা প্রশ্ন খুঁচিয়ে তোলে। সাজুয্য খোঁজে অতীতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আর নতুন করে বেঁচে ওঠে পূর্বসূরিদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সম্ভারের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে। উনবিংশ শতকের শেষাশেষি ও বিংশ শতকের গোড়ায় যখন

১. স্যাবাইন, পৃ. ২৫২।

রাজনৈতিক গণতন্ত্র ইংলণ্ডে কায়েম হয়, তখন যেন লেভেলারদের চিন্তাধারাকে বেশি কাছাকাছি মনে হয়েছিল। বিংশ শতকের সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারায় ডিগারদের সঙ্গে আত্মীয়তার আভাসও যেন কষ্ট-কল্পিত নয়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে জাত ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ মানস সম্পদ প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার আসন তিন-চারশো বছর একাধিপত্যের পর বর্তমানে নড়ে উঠেছে। আজ তাকে ঘিরে যখন নানা প্রশ্ন ও সংশয় মাথা তুলেছে আমরা তখন নব অনুরাগসহকারে চর্চা করতে পারি ডিগার, র‍্যান্টার প্রমুখ সপ্তদশ শতকীয় বিভিন্ন দুঃসাহসিক চিন্তাধারার জনকদের ইতিবৃত্ত, যাঁরা সেদিন প্রোটেস্ট্যান্ট নৈতিকতার কাছে নতজানু হন নি।

ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের আকারে প্রধান ঘটনাগুলির রূপরেখা এখানে বর্ণিত হলো। বিভিন্ন প্রমাণ-অপ্রমাণ নিয়ে ভুরি প্রমাণ আলোচনা করেও ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের সারমর্মকে পরিবর্তন করা যাবে না। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ সর্বদা পরিবর্তন সাপেক্ষ এবং সেটা নির্ভরশীল আমাদের বর্তমান জীবনচর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। অতএব পুনর্বিচার সম্ভব তো বটেই এবং সেটা দরকারও। যেমন অধ্যাপক বারাক্লু বর্তমানকালের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা বোধ সম্পর্কে আমাদের সজাগ হতে এবং তাঁকে অতিক্রম করে ইতিহাস চর্চার ভৌগোলিক সীমানা সম্প্রসারণের তাগিদ জানিয়েছেন। সুতরাং গণতন্ত্রের সমীপবর্তী অভিজ্ঞতার আলোয় আজ মনে হয় আমাদের অধিকাংশ ইতিহাসই লেখা হয়েছে সমগ্র জনসমাজের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সম্পর্কে এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। অতএব ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে চাই শুধু গভীরতা নয় বিস্তারও।

অতীতের লোকজন যাকে 'পাগলামির নামান্তর' বলে ঔদ্ধত্য ও উন্নাসিকতার সঙ্গে উড়িয়ে দেয় পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু সেই অবজ্ঞাত অংশের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে অন্য আরেক জগৎ। খ্রিস্টের সহস্র বৎসরব্যাপী রাজত্বের যুগে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে জন মিলটন, স্যার হেনরি ভেন, ভাবাসর পাওয়েল ও জন রোজার্সের দৃঢ় প্রত্যয়ের যৌক্তিকতা ও স্বাভাবিকত্ব বর্তমান সমাজ জীবনেও যে অবাস্তব মনে হয় না তার মূলে রয়েছে সর্বশ্রী ল্যামন্ট, টুন ও ক্যাপের প্রশংসনীয় গবেষণাকার্য। অ্যালকেমি, জ্যোতিষচর্চা ও যাদুবিদ্যার মতো অপ্রাকৃত বিষয়গুলিও যে স্যামুয়েল হার্টলিব থেকে স্যার আইজাক নিউটন পর্যন্ত যুক্তিবাদী মানুষদের কাছেও অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হয় নি তার মূলে রয়েছে ড. ফ্রান্সেস ইয়েটস্, অধ্যাপক রট্টানসি ও সর্বশ্রী ওয়েবস্টার এবং টমাসের মূল্যবান গবেষণাকার্য। এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, কেবল শ্রীযুত এ. এল. মর্টন ও শ্রীযুত ফ্রাঙ্ক ম্যাক্‌গ্রেগর প্রমাণ করেছেন যে, র‍্যান্টারদের চিন্তাধারা এখনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা হয়তো বর্তমান কালেও প্রাসঙ্গিক।

ঐতিহাসিকরা অবশ্যই 'পাগলামির নামান্তর' জাতীয় বক্রোক্তিগুলি সযত্নে এড়িয়ে চলবেন। কারণ পাগলামিও সৌন্দর্যবোধের মতো, যে দেখছে তার দেখার ভালোমন্দের ওপর নির্ভরশীল। সপ্তদশ শতকে নিশ্চয়ই পাগলের অভাব ছিল না ; কিন্তু আধুনিক মনোবিদ্যার কল্যাণে আমরা জানি যে, পাগলামি আসলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই আর এক নাম। যে সমাজ তাকে পাগল বলছে, তার চেয়েও সুস্থ সেই তথাকথিত 'পাগলাটি'। অনেক লেখকই জানতেন যে, সম্মানিত সমকালীনদের চোখে তাঁর মতামত অসহ্য রকমের উদগ্র ; অতএব আরো আকৃষ্ট করার জন্য তিনি আরো বেশি করে পাগল সাজতেন। বিংশ শতকে জর্জ বার্নাড শ ঠিক এ-কাজ করেছিলেন, যদিও ভিন্ন কায়দায়।[২]

তাছাড়া নির্বোধ আচরণও মধ্যযুগের সমাজে সামাজিক-ক্রিয়ার এক বিশিষ্ট অঙ্গ। 'শ্রোভ মঙ্গলবার', 'নির্বোধদের ভোজ', 'নির্বোধ দিবস' প্রভৃতি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সমাজ-কর্তৃত্ব ও সামাজিক শুচিতাবোধকে উল্টেপাল্টে দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়। আসলে এটা ছিল বিক্ষোভ নির্গমনের নিরাপদ রন্ধ্রপথ। মাঝেমাঝে নানা *হৈহুল্লোড়ের* পর লোকের কাছে

২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের অধ্যায় ১৩।

সমাজশৃঙ্খলা খানিকটা সহনীয় বলে মনে হতো।[৩] সপ্তদশ শতকীয় চিন্তাধারার নতুনত্ব হচ্ছে—জগতকে *পাকাপাকিভাবে* উল্টে দেওয়া যায়। কোকেন দেশের স্বপ্নরাজ্য অথবা স্বর্গলোক এখনই এই মর্ত্যলোকেই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব।

ইংলণ্ডের মুদ্রণ স্বাধীনতার সেই স্বল্পমেয়াদী সুবর্ণযুগে পাগলরা সব কিছুকে ছাপার হরফে প্রকাশ করতে পেরেছিল যা তারা আগেও পারে নি পরেও পারে নি। ১৬৪১ সালের আগে ও ১৬৬০ সালের পর সেন্সর আইন ছিল রীতিমতো কড়া। এর মধ্যবর্তী সময়ে মুদ্রণযন্ত্র দামেও সস্তা এবং সহজেই স্থানান্তর যোগ্যও। প্রকাশন সংস্থা তখনো মূলধনী কারবারের আকার নেয় নি। প্রয়াত কুমারী আইরিশ মর্লি বলছেন, যখন মুদ্রণকার্য নিম্নবিত্তদের আওতায় ছিল ·তখন লেভেলারপন্থী লেখক, মুদ্রক ও পুস্তিকা বিক্রেতাদের মধ্যে কি সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্কই না গড়ে ওঠে![৪] গেয়র্গ কালভার্টের মতো মুদ্রকরা র‍্যাডিকাল পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশের জন্য কত ঝুঁকিই না নিয়েছেন![৫] ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, নানা মুদ্রিত সামগ্রীতে বাজার যখন ছয়লাপ তখন একটু উদ্ভট জিনিস ছাপা হলে তার কাটতি ভালো হতে বাধ্য। অন্তত সপ্তদশ শতকের লোকেদের কাছে যে-সব চিন্তাভাবনা গুরুত্বপূর্ণ ঠেকেছিল আজকের ঐতিহাসিকরা যদি তার মধ্যে সারবস্তু খুঁজে দেখেন, তাহলে খুব বেশি ভুল করা হবে না। যদি অযৌক্তিক বলে সে-সব আমরা এক কথায় উড়িয়ে দিই তাহলে সমাজের অন্তর্লোকের অভিজ্ঞতার্জন থেকে বঞ্চিত হবো। এটাই সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন শ্রীযুত কে. ভি. টমাস তাঁর *রিলিজয়ন অ্যান্ড দ ডিক্লাইন অব ম্যাজিক* গ্রন্থখানিতে। অতীতের মানুষজনকে তাদেরই মতো করে গ্রহণ করা ও বোঝার জন্য অতিরিক্ত কুণ্ঠাপ্রকাশ এখন অনাবশ্যক।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে চিন্তাভাবনা যে শুধু সমাজকে প্রভাবিত করে তা নয় তারা সংশ্লিষ্ট সমাজের সত্য-স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত করে। সে কারণে, চিন্তাভাবনার নিছক দার্শনিক তত্ত্ব ঐতিহাসিকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক যদিও এবিষয়ে সকলেরই নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে। যেমন এবিষয়ে আমার পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে পাঠক অচিরেই অবহিত হবেন।

১৬৪০ থেকে ১৬৬০ সালের মধ্যে ইংরেজ বিপ্লবসংশ্লিষ্ট যে-সব অপ্রচলিত ভাবনারাশির উদ্ভব ঘটে—সেগুলি পর্যালোচনা করার মাধ্যমে তদানীন্তন ইংরেজ সমাজ জীবনের গভীরে দৃষ্টিপাত করাই হলো এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তার পরে কিন্তু সেন্সর-আইন কড়াকড়িভাবেই চালু হয় এবং নাশকতামূলক কোনো চিন্তাধারা প্রচারিত হওয়ার আর কোনো সুযোগ ঘটে নি। আমাদের প্রয়াস যদি সফল হয়, তাহলে সেই অনন্য-সাধারণ স্বাধীনতার যুগের ইংরেজ সমাজের ছবিই যে শুধু ফুটে উঠবে তা নয় তার আগে ও পরের যুগের তথাকথিত 'স্বাভাবিক' যুগের চেহারাও ধরা পড়বে। স্বাভাবিক কারণ, আমরা আবার সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দেব। আমরা হয়তো এই বইয়ের অপরিচিত ও অর্ধপরিচিত লোকজনদের অনেককেই কাছের মানুষ বলে চিনতে পারব। পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত প্রথম চার্লস অথবা পীম্ অথবা জেনারেল মঙ্ক প্রমুখ তথাকথিত ইতিহাস সৃষ্টিকারীদের চেয়ে এই মানুষদের ভাষা অনেক সহজবোধ্য বলে মনে হবে। চিন্তার রাজ্যে এটাই হবে সত্যিকারের ওলট-পালট।

৩. ই. ওয়েলসফোর্ড, *দ ফুল* (১৯৩৫) নবম অধ্যায়।
৪. আই. মর্লি, *আ থাউজ্যান্ড লাইভস্* (১৯৫৪) পৃ. ৭৮।
৫. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের ১৮ অধ্যায়।

২ ভূর্জপত্র ও আগুন

চার্চের শত্রুরা মহাত্মা সন্তপুরুষদের প্রতি এজাতীয় ভাষায় নিন্দা করে থাকেন : হ্যাঁ, এরাই সেই লোক যারা দুনিয়া ওলট-পালট ঘটাতে চায়, যার ফলে গোটা জাতি বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় মেতে উঠবে। চার্চ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গোলমাল দেখা দেবে। এ জাতীয় লোকজন ও ধর্মসভাকে অতএব দমন করা হোক। ...যাতে আমরা সত্য ও শান্তি ও প্রশাসন আবার ফিরে পেতে পারি।

উ ই লি য় ম ডে ল, *দ বিল্ডিং, বিউটি টিচিং অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অফ দ ট্রুলি ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল চার্চ* (১৬৪৬) *সেভারেল সারমনস্* (১৭০৯) পৃ. ১০৯-এ।

১ সা মা জি ক অ শা ন্তি

আমি অন্যত্র বলার চেষ্টা করেছি যে, ১৬৪০-এর পূর্বেই ইংলণ্ডে শ্রেণীবৈরিতার বৃহত্তর পটভূমি রচিত হয়েছিল ; যা সচরাচর ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করতে অনিচ্ছুক।[১] ভূস্বামী ও অভিজাতদের প্রতি সাধারণ মানুষের 'তিক্ত ও অবিশ্বাসী' মনোভাব সর্ম্পকে একজন স্কট ভাষ্যকার ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে মন্তব্য করেন।[২] অন্যপক্ষের মনোভাবও একই। কেবলমাত্র জমিদার-শাসকগোষ্ঠীই অস্ত্রধারণের অধিকারী। 'ছোটোলোক ও চাকরবাকরদের' ভেবেচিন্তেই আরক্ষাবাহিনীর বাইরে রাখা হতো।[৩] ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় সমস্ত স্থায়ী বাসিন্দাদের সামরিক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়। সে-সময় হারফোর্ডশায়ার থেকে নালিশের পর নালিশ আসতে থাকে যে, চাকরবাকরদের সৈনিক বানানোর ফলে তারা ক্রমশ বেচাল হয়ে উঠেছে। এবং আগের মতো নিখুঁত বশ্যতার সঙ্গে প্রভুদের হুকুম তামিল করতে তারা অনিচ্ছুক।[৪] ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যখন জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে, আমার ধারণা, তখন লণ্ডন নগরী 'ছন্নছাড়া' (masterless) মানুষদের একটি বিরাট আড্ডাখানা। তারা সব জমিতে বেড়া দেওয়ার (enclosure) ফলে উৎসাদিত মানুষজন এবং ভবঘুরে ও দাগী অপরাধী। তাদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেখে সমকালীন মানুষজন সন্ত্রস্ত।[৫] ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে আয়ারল্যান্ডে উপনিবেশ বিস্তারের স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে, 'দরিদ্র ও অপরাধপ্রবণ মানুষ, যারা জনকল্যাণের পথের কাঁটা, তাদের সেখানে চালান দেওয়া দরকার। তার ফলে বিদ্রোহের

১. "দ মেনি হেডেড় মনস্টার ইনলেটটিউডর অ্যান্ড আর্লি স্টুয়ার্ট পলিটিক্যাল থিংকিং"—*ফ্রম দ রেনেসা ট্যু দ কাউন্টার-রিফর্মেশান : এসেজ ইন অনার অফ গারেট মাটিংলে*, সি, এইচ কার্টার সম্পাদিত (১৯৬৮), পৃ. ২৯৬ - ৩২৪-এ।
২. জন বার্কলে, *আইকন আনিমোরাম্* (১৬১৪) টি. মে কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত (১৬৩১)। পৃ.১০৪—৮
৩. এল বয়নটন, *এলিজাবেথান মিলিশিয়া*, ১৫৮৮ - ১৬৩৮ (১৯৬৭), পৃ. ৬২, ১০৮ - ১১, ১১৯, ২২০ - ২১, ২৪৯ - ৫০, *দ আর্ল অফ হার্টফোড'স্ লেফটেনেন্সি পেপার্স*, ১৬০৩-১৬১২, ডব্লিউ. পি.ডি.মার্ফি সম্পাদিত, (উইল্টশায়ার রেকর্ড সোসাইটি, ১৯৬৯) পৃ. ৭২।
৪. সি. রাসেল, *দ ক্রাইসিস অফ পার্লামেন্টস* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৭১) পৃ.২৪৪। আমি শ্রীযুত রাসেলের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ ঐ কাউন্টির নাম হেয়ারফোর্ডশায়ার—যা তার বইয়ে ছাপার ভুলে হার্টফোর্ডশায়ার হয়ে গেছে। এটির দিকে তিনিই প্রথম আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
৫. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৩৩-৪, ৩অধ্যায়।

উপাদানগুলিকে শহরের আঙিনা থেকে উৎখাত করা যাবে।'[৬] একই যুক্তিতে ভার্জিনিয়াতেও পরবর্তীকালে 'ইতর মানুষের দঙ্গল' চালান দেওয়া হয়। বিচক্ষণ হুকার-এর মতে, 'প্রাণশক্তির মাত্রাতিরিক্ত গতিচাঞ্চল্য' অতিশয় বিপজ্জনক। বিশেষ করে সে-সব লোকের বেলায় 'যাদের মন খটখটে শুকনো জ্বালানির মতো সর্বদা হট্টগোল, বিদ্রোহ আর দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য মুখিয়ে রয়েছে।' তাঁর মতে, সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষজনের মধ্যে এ-জাতীয় দৃষ্টান্ত বিস্তর।[৭] টাইন তীরবর্তী নিউক্যাসেলের লোকজনের মধ্যে অবশ্যই তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে। আমরা জানতে পারি যে, ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে দরিদ্রজনেরা যে কোনো অছিলায় ও যে কোনো অভাব-অভিযোগের তাড়নায় হট্টগোল ও রাজদ্রোহে মেতে উঠতে চায়।[৮]

স্টুয়ার্ট সমাজে প্রায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ পরিব্যাপ্ত। ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে একজন সৈনিকের বাকিংহামের ডিউককে খুন করার ইচ্ছে জাগে। পারলে সে রাজাকেও খুন করে বসে; যাতে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় অথবা নিদেনপক্ষে বোহেমিয়ার রাজাকে সিংহাসনে বসানো যায়।[৯] দু-বছর পর সত্যিই যখন ফেলটন বাকিংহামের ডিউককে খুন করল, তখন তার জনপ্রিয়তা একেবারে তুঙ্গে। অনেকেই ফেলটন বলে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকে। 'রাজা ও তার দাম্ভিক অনুচররা হলো শয়তানের সাঙাৎ' : ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইয়র্কশায়ারবাসী এক কামারের মন্তব্য। 'তাতে আমার কি বা যায় আসে?'—এ কথাও সে বলে।[১০]

১৬২০ থেকে ১৬৫০-এর বছরগুলিতে অর্থনৈতিক দুঃখ-কষ্টের আতিশয্যে শ্রেণীবৈরিতা তীব্রতর হয়। অধ্যাপক বাউডেন-এর মতে, অর্থনৈতিক দিক থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এটা সবচেয়ে ভয়ংকর সময়।[১১] তার জন্য দায়ী সরকারের বেচাল অর্থনৈতিক পরিচালনা পদ্ধতি। ১৬৩০-এর দশকে একচেটিয়া ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থা কার্যকর করার ফলে জীবনধারণের ব্যয়-মাত্রার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। এ-জাতীয় একটি প্রকল্পকে লক্ষ্য করে ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে এক পুস্তিকায় বলা হয় : 'জাতির ওপর লুঠতরাজ ও জোরজুলুমের' দাপট চলেছে। প্রশ্ন করা হয়, যে-সব গরীব ফলওয়ালি, ঝাড়ুদার, কাগজকুড়ানি ও সব ধরনের মানুষ যারা, লণ্ডনের শহরতলী অঞ্চলগুলি নতুন রাজকীয় অধিগ্রহণের হাত থেকে মুক্তি ক্রয়ের জন্য বিছানাপত্তর ও জামাকাপড় বন্ধক দিয়েছে ও বিক্রি করেছে তাদের সংখ্যাটা কত? সব কিছু করার পরেও দেখা গেল সবটাই ভাঁওতা। এভাবে জোরজুলুম করে রাজার ভাণ্ডার ফুলে ফেঁপে উঠেছে।[১২]

এসব হয়তো প্রচার যা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে স্কট আক্রমণ ঠেকাবার জন্য চার্লস যে সেনাবাহিনী জড়ো করেছিলেন তাদের নিচ প্রবৃত্তি সন্দেহতীত।(এক বিক্ষুব্ধ রাজভক্তের ভাষায়, 'গায়ে যাদের জামা নেই'[১৩]) এমন সব সাধারণ লোকজন ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের দুদফা নির্বাচনেই রাজার বিপক্ষে অস্বাভাবিক রকমের সক্রিয়তার পরিচয় দেয়। নির্বাচনী প্রচারে প্রায়শই শ্রেণীবৈরিতার চেহারা প্রকট হতো। এভাবে দেখা যায় স্বল্পমেয়াদি পার্লামেন্টের নির্বাচনের বেলায় হাই ওয়াইকোম্বের চারজন প্রার্থীই ছিলেন রাজার

৬. ডি. বি. কুইন্, *দ এলিজাবেথান অ্যান্ড দ আইরিশ* (করনেল ইউ. পি., ১৯৬৬) পৃ.১৫৭।
৭. আর. হুকার, *অফ দ লজ্ অব একক্লেসিয়াসটিক্যাল পলিটি* (এভরিম্যান সংস্করণ) খণ্ড ২, পৃ.৫-৬
৮. আর.ওয়েলফোর্ড, *হিস্ট্রি অব নিউক্যাসেল অ্যান্ড গেটস্‌হেড* (১৮৮৪-৮৭) খণ্ড ৩, পৃ.৩১৫-১৬। এছাড়াও দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.৬০.৫ অধ্যায়।
৯. সি. ওমান, *এলিজাবেথ অফ বোহেমিয়া* (১৯৬৪) পৃ.২৯৪।
১০. এম. অ্যাশলে কর্তৃক উদধৃত, *লাইফ ইন স্টুয়ার্ট ইংল্যাণ্ড* (১৯৬৪), পৃ.২১-২২।
১১. জন থার্স্ক সম্পা.—, *দ অ্যাগ্রারিয়ান হিস্ট্রি অফ ইংল্যাণ্ড অ্যান্ড ওয়েলস্*, খণ্ড ৪, *(১৫০০-১৬৪০)* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯৬৭) পৃ.৬২০-২১
১২. রবার্ট হোয়ার্টন, *আ ডিক্লারেশান টু গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ার্লাণ্ড, সিউইং দ ডাউনফল অফ দেয়ার প্রিন্সেস, অ্যান্ড হোয়ারফোর ইট ইজ কাম আপন দেম* (১৬৪৯) পৃ.৩।
১৩. *লাওনডেস এম এস এস* (এইচ.এম.সি.) পৃ.৫৪৯।

বিরুদ্ধবাদী। তারমধ্যে আবার দুজন হলেন স্থানীয় অভিজাত গোষ্ঠী-বিরোধী, 'জনপ্রিয় দল' প্রার্থী।[১৪] এসেক্সে 'রগচটা ছোটোলোকের দল', যদি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে এই কাউন্টি থেকে নির্বাচিত না হয় তাহলে 'ভদ্রলোকদের টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে' বলে তারা ভয় দেখাতে থাকে। বাকিংহামশায়ারের অন্তর্গত গ্রেট মার্লোতে 'সাধাসিধে পোশাক পরা এক নিচপ্রকৃতির গ্রামীণ লোকের' নেতৃত্বে মাঝিমাল্লা, মুটেমজুর ও দোকানদার প্রমুখ 'সাধারণ শহরবাসীরা' স্থানীয় একজন রাজভক্ত জমিদারের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রার্থী খাড়া করে এবং সে জয়ী হয়।[১৫]

লং পার্লামেন্ট রাজার মুখোমুখি হয়ে যখন বুঝল যে, রাজা তাদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করবে না, তখন তারা শাসক গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিমণ্ডলের বাইরের জনসমর্থন লাভের তাগিদ অনুভব করে। যে কোনো সংকটকালীন পরিস্থিতিতে লণ্ডনের মানুষ শোভাযাত্রার আকারে ওয়েস্টমিনিস্টারের দিকে ঝাঁক বেঁধে যেতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের অধিকাংশই হয় রদ্দি নয়তো মাঝারিমাপের লোক। কেউ অল্ডারম্যান, বণিক বা কমন-কাউন্সিলের সদস্য নয়।...পোশাক আশাক তাদের সাদামাটা কিন্তু মুখের ভাষা মোটেই তা নয়। (যেমন ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে একজন ভিস্তিওয়ালা লর্ড মেয়রের মুখের ওপর বলে দিল : এখন পার্লামেন্টের যুগ—সুতরাং লর্ড মেয়র তার ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছু নয়।) 'ভদ্রলোকদের—বিশেষ করে রাজার পার্ষদবর্গের প্রতি সাধারণ নাগরিকের ঘৃণা এত তীব্র যে, তারা শহরে আসতেই ভরসা পায় না। যদি তারা আসে তাহলে তাদের কপালে রয়েছে অপমান আর গালমন্দ'।[১৬] ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে রচিত হয় মহতী ভর্ৎসনাপত্র। এক রাজভক্তের মতে এটা 'জনগণের প্রতি আবেদন পত্র'[১৭] ছাড়া কিছু নয়। কথাটি মিথ্যে নয়, কারণ এটা বিপুল সংখ্যায় মুদ্রিত হয় ও সারাদেশে বিলি করা হয়। পার্লামেন্টের বিরোধী দলের সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাবলী বাইরে প্রকাশিত হতো ও ব্যাপকভাবে সেগুলি ছড়ানো হতো। আমরা নিশ্চিত যে, ঐ-সব বক্তৃতাবলী ভাঁটিখানায় ও শুঁড়িখানায় পড়া ও আলোচনা হয়েছে। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে সমস্ত কাউন্টির তরফ থেকে পার্লামেন্টের সপক্ষে সযত্নে সংগঠিত গণ-দরখাস্ত জড়ো হতে থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে সমবেত করার এটা একটা অভিনব ও কার্যকর পন্থা।

গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে—রাজা অথবা পার্লামেন্ট—পক্ষ বিচারের সময় বিত্তবান সমাজ নিশ্চয়ই তখনকার সামাজিক অবাধ্যতার কথা মাথায় রেখেছিল। শ্রীযুক্তা প্রেস্টউইচ আমাদের জানাচ্ছেন, মিডলসেক্সের আর্ল, লায়ওনেল ক্রানফিল্ডের প্রতিনিধি রিচার্ড ডাওডেসওয়েল-এর রাজভক্তি নিশ্চয়ই সামাজিক স্থিতাবস্থার জন্য উদ্বেগপ্রসূত—তা মোটেই রাজা বা চার্চের প্রতি অনুরাগবশত নয়। তিনি অক্টোবর ১৬৪২-এ লিখছেন : মানুষের বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যমবর্গীয় লোকদের মুখচোখ এতই বদলে গিয়েছে যে, একগাছি খড়কুটো নাড়াচাড়া করলেই গোটা দেশে আগুন জ্বলে উঠবে। এবং যে কোনো লোকের বাড়িঘর ও ধনসম্পত্তি লুঠপাট হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।[১৮] ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে স্যার জন পট্স্, স্যার সাইমন্ড

১৪. এল. জে. অ্যাশফোর্ড, *দ হিস্ট্রি অফ দ বরো অফ হাই ওয়াইকোম্বে* (১৯৬০) পৃ.১৩৩-৩৪। আমি ড. এ.এম. জনসনের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তিনিই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এদিকে যে, এই নির্বাচন হয় সর্ট পার্লামেন্টে, লং পার্লামেন্টে নয়।

১৫. *সি.এস.পি.ডি*, ১৬৩৯-৪০, পৃ.৬০৮-৯ ; এম. আর. ফ্রিয়র, 'দ ইলেকশন অব গ্রেট মার্লো ইন ১৬৪০', *জে এম. এইচ.* পৃ.৪৩৪-৪৫।

১৬. উইলিয়ম লিলি, *সেভারেল অবজারভেশানস্ অন দ লাইফ অ্যান্ড ডেথ অব কিং চার্লস্* (১৬৫১) এফ মেজারস সম্পাদিত *সিলেক্ট ট্র্যাক্টস* (১৮১৫), খণ্ড ১, পৃ.১৬৯-৭০-এ। এম. জেমস, *সোস্যাল প্রব্লেমস অ্যান্ড পলিসি ডিউরিং দ পিউরিটান রেভোলিউশন* (১৯৩০) পৃ. ৩৭৫।

১৭. [ব্রুনো রিভস্], *অ্যাংলিয়া রুইনা* (১৬৪৭) পৃ.১৭৬।

১৮. এম. প্রেস্টউইচ, *ক্রানফিল্ড : পলিটিক্স্ অ্যান্ড প্রফিটস্ আন্ডার দ আর্লি স্টুয়ার্টস* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৬৬) পৃ.৫৬৯, ৫৭৭।

ডি'ইউসকে লিখছেন, 'যখনই জনগণেশের দ্বারস্থ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হবে তখনই আমার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে।' অতএব তখনো তিনি আপসের মাধ্যমে শান্তির সূত্র হাতড়াচ্ছিলেন।[১৯] যখন সত্যিই যুদ্ধ বাধল পট্‌স্ ও ডি'ইউস উভয়েই পার্লামেন্টের পক্ষ নিলেন। তখনো কিন্তু শেষের ব্যক্তিটি ভাবছেন : সব রকম অধিকার ও সম্পত্তির মালিকানা এবং *আমার তোমার*—গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে এই মানসিকতার অবসান ঘটবে। আমরা এখনো জানি না ছোটোলোকরা ধনী ও অভিজাতদের সব কিছু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে কিনা। কারণ, এরা এখনই বলা আরম্ভ করেছে : সবাই তো মানুষ—তবে কেন একদলের হাতে এত কিছু থাকবে আর অন্যদের কিছুই থাকবে না।[২০] ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে নর্দাম্পটনশায়ারের একজন ধর্মাচরণ বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী বলে উঠল : কেন তোমরা জন্ম ও বংশগৌরবের কথা বল? চলতি বছরের মধ্যেই দেখতে চাই যাতে ইংলণ্ডে কোনো ভদ্রলোক না থাকে।[২১]

গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে ধর্মীয় আদালত ও সেন্সর ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। বিচারকরা আর ভ্রাম্যমান আদালতের কাজে বেরুত না। প্রকৃত যুদ্ধ আসলে কিন্তু ততখানি বিধ্বংসী নয় ; অন্তত সে-সময় জার্মানিতে যা ঘটেছিল তার তুলনায়। কিন্তু কতকগুলি অঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। গ্লসটারশায়ারের রাজপক্ষীয়রা নির্বিচারে সমস্ত বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মালপত্র লুঠ করতে থাকে। কারণ, ধরে নেওয়া হতো যে,'বস্ত্র ব্যবসায়ী মাত্রেই বিদ্রোহী।'[২২] ১৬৪৩ ও ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাকিংহামশায়ারের ভার্নে পরিবারের খাজনা আদায়ে ঘাটতি পড়ল শতকরা দশ ভাগ।[২৩] গ্লসটারশায়ার থেকেই ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে রিচার্ড ডাওডেসওয়েল দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন : প্রজারা এমন ধরনের লোক যে, তারা আর সমাজপতিদের খাতির করে না। না দেখলে এটা বিশ্বাসই করা যায় না।[২৪]

গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে প্রথম চার্লস পার্লামেন্টের সমর্থকদের এই বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন : অবশেষে সাধারণ মানুষ নিজেদের জন্য সাম্য ও স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসী হবে। তারা চিরাচরিত অধিকার, সম্পত্তির মালিকানা, বংশমর্যাদা ও গুণের কদর—সব কিছুই ধ্বংস করবে।[২৫] তার তিন বছর আগেই স্কট কবি ড্রামন্ডের মনেও একই দুশ্চিন্তা বাসা বেঁধেছিল। তাঁর জিজ্ঞাসা : এই প্রবল উত্তেজনা ও বিরোধ কি শেষ পর্যন্ত *ক্রীতদাস অভ্যুত্থানে* পরিণত হবে না? কৃষক, চাষাড়ে মানুষ ও ছোটোলোকেরা অস্ত্র হাতে অভিজাত ও ভদ্রলোকদের গিলে খাবে না? তাদের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে না? আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা নতুন এক সনদের চুক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবে না?[২৬] 'আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার' অর্থ হচ্ছে ভদ্রলোক শ্রেণী স্কটল্যান্ড ও ইংলণ্ডে বিদ্রোহ উস্কে দিয়ে প্রচলিত সমাজবিন্যাস বা কর্তৃত্ববিন্যাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চিরাচরিত বশ্যতার রেওয়াজ। এসব পরিণতির জন্য একমাত্র ভদ্রলোকরাই দায়ী। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির আশঙ্কা যে,মধ্যচাষীদের নিচুতলার

১৯. ডি. আন্ডারডাউন, *প্রাইড'স পার্জ*, পৃ.৬০।
২০. পি. ঝাগোরিন কর্তৃক উদ্‌ধৃত *দ কোর্ট অ্যান্ড দ কান্ট্রি* (১৯৬৯) পৃ. ৩২৩।
২১. [রিভস্], *অ্যাংলিয়া রুইনা*, পৃ.৯৬। ('ভদ্রলোকের সংখ্যা, নোরফোকে হবে, ডুমুরের ফুলের মতো'—প্রায় গত বছর আগে কেন্ট-এর এক ডাকাত কথাটা বলেছিল)।
২২. ই. ওয়রবার্টন, *প্রিন্স রুপার্ট অ্যান্ড দ ক্যাভেলিয়ার্স* (১৮৪৯) খণ্ড ২, পৃ.১০৪-৫। *বিউফোর্ট এম এস এস* (এইচ. এম. সি.) পৃ. ২৩, এখানে একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তু.—এডওয়ার্ড হাইড, আর্ল অফ ক্লারেনডন, *হিস্ট্রি অফ দ রেবেলিয়ন*, সম্পা.—ডব্লিউ. ডি. ম্যাকরে (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৮৮৮) খণ্ড ২, পৃ. ৪৬৪।
২৩. এস. আর. গার্ডিনার, *দ গ্রেট সিভিল ওয়ার* (১৮৯১-৩), খণ্ড ৩, পৃ.২০৯।
২৪. প্রেস্টউইচ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৭০।
২৫. ১৮ জুন, ১৬৪২—উনিশটি প্রস্তাবের জবাবে প্রথম চার্লসের উত্তর।
২৬. ডব্লিউ. ড্রামণ্ড, *দ ম্যাজিক্যাল মিরর* (১৬৩৯) *ড্রামণ্ড অফ হথর্নডেন* (১৮৭৩)-এ ডি.ম্যাসন কর্তৃক উদ্‌ধৃত, পৃ.৩০৬।

মানুষজন এক তৃতীয় শক্তি হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলবে। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে এসব ঘটছে যখন কয়েকদল গ্রাম্য লাঠিয়াল ইংলণ্ডের গোটা পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে সর্বত্র রাজতন্ত্রী ও পার্লামেন্টপক্ষীয়দের সমানভাবে পিটতে থাকে। অবশেষে নিয়মিত বেতনভোগী ও কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ নিউ মডেল আর্মির সহায়তায় তাদের ছত্রভঙ্গ করা হয়। যুদ্ধের গোড়ার দিকে যিনি রাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে গণবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই বার্মিংহামবাসী কর্মকার টিংকার ফকস্ সম্ভবত মধ্যাঞ্চলে নিজেকে স্বতন্ত্র তৃতীয় শক্তির প্রতিভূ হিসাবে খাড়া করেন। শেষ পর্যন্ত নিউ মডেল আর্মি এসে তাঁকে কোণঠাসা করে।[২৭]

যে নিউ মডেল আর্মি গড়ার প্রস্তাবে রক্ষণশীল গোষ্ঠী প্রবল আপত্তি জানায়, শেষ পর্যন্ত এই বাহিনীই স্থিতাবস্থার রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। যে-সব পার্লামেন্ট সদস্য তার পক্ষে ভোটদান করেন তাঁদের মতলব নিঃসন্দেহে তাই ছিল। কিন্তু ১৬৪৭-এর জুন মাসে নিউ মডেল আর্মি সদর্পে ঘোষণা করে, 'আমরা নিছক ভাড়াটে সৈন্য নই।' আসলে এরা সামরিক উর্দি-পরা আটপৌরে মানুষ—তাদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি। এবং এই অনন্য-সাধারণ সেনাবাহিনীর ঢালাও আলোচনা-সমালোচনার রেওয়াজ থাকার দরুন তাদের রাজনৈতিক চেতনার মান অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে বিকশিত হয়।

২ নিম্নবর্গীয়দের ধর্মদ্রোহিতা

এ-জাতীয় শ্রেণীবৈরিতার অভিব্যক্তির সমান্তর বহমান যাজকদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী এক লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা। বেশি অতীতের কথা নয়, এমন কি ষোড়শ শতকেও জন উইক্লিফ প্রবর্তিত, প্রচলিত ধর্মাচরণ-বিরোধী ভাবধারার জনপ্রিয়তা লোলার্ডদের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল ছিল। অধ্যাপক এ.জি. ডিকেন্স দেখিয়েছেন, কিভাবে একজাতীয় জনপ্রিয় বস্তুতান্ত্রিক সংশয়বাদের আশ্রয়ে লোলার্ডদের প্রভাব টিকে ছিল। তাতে একজনের মনে হতে পারে ষোড়শ শতকে নয়, এ ধরনের ভাবধারা ভলত্যার-এর যুগে মানাত ভালো।[২৮] ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে একজন ছুতোর দ্রব্যান্তরকরণ (transubstantiation), দীক্ষাস্নান, স্বীকারোক্তি প্রভৃতি মেনে নিতে অস্বীকার করে। এবং বলে যে, পাপ করলে মানুষের নরকবাস অবধারিত নয়। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে ওয়েকফিল্ডবাসী একজন বলে , 'তথাকথিত ধর্মাচারের পবিত্রতায় আস্থা রাখার চেয়ে বরং একটি বাছুরকে বেদীর ওপর দাঁড় করিয়ে আমি পুজো করব। ভগবান রুটির আকারে আবির্ভূত হবে!— ··· সেদিন চলে গেছে।'[২৯] গোড়ার যুগের এক লোলার্ডের ভাষায়, ধর্মযাজকরা জুদাসের চেয়েও বদ। জুদাস তো তিরিশ পেন্সের জন্য যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল ; যাজকরা যে আধপেনির বিনিময়ে দলে দলে মানুষকে বিকিয়ে দিচ্ছে।[৩০] আরেকজনের মতে, 'যতদিন না যাজকদের মুণ্ডু কাটা হচ্ছে ততদিন সাধারণ মানুষের ভালো কিছু হবে না।' ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে একজন উত্তর ইয়র্কশায়ারবাসী যুক্তি দেখায় : 'গ্রামদেশে একটা কথা আছে যে, মানুষ খোলামনে মাথা উঁচু করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে যদি নিজের পাপের স্বীকারোক্তি করে, তাহলেই চলবে। পুরুতের মধ্যস্থতা অনাবশ্যক।' ডিউসব্যারীর এক পশম সংগ্রাহক বিষয়টা আরো খোলসা করে

২৭. জে. ডব্লিউ. উইল্‌স্-বুণ্ড, 'আ সিভিল ওয়ার পার্লামেন্ট সোলজার : টিংকার ফক্স', *অ্যাসোসিয়েটেড আর্কিটেকচারাল সোসাইটিজ রিপোর্টস অ্যান্ড পেপারস*, খণ্ড ২৫, পৃ.৩৭৩-৪০৩।

২৮. এ. জি. ডিকেন্স, *লোলার্ডস্ অ্যাণ্ড প্রোটেস্টান্টস ··· দ ডায়োসিজ অফ ইয়র্ক*, ১৫০৯-৫৯ (১৯৫৯) পৃ.১৩।

২৯. ঐ, পৃ.৯, ১৭। জেমস নেইলার, পরে যার কথা বহুবার আসবে, তিনি জন্মেছিলেন উইকফিল্ডের কাছে। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৮১-৯২, ১০ অধ্যায়।

৩০. জে. এ. এফ. টমসন, *দ লেটার লোলার্ডস্* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৬৫) পৃ.২৪৭; এ-ধরনের উপহাস তখন প্রচলিত : দ্র.—ডিকেন্স, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮।

বলে: সে যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে কোনো যাজকের কাছে স্বীকারোক্তি করবে না। কারণ 'তার দু-তিন দিন পর পুরুতমশায়ও মেয়েটিকে নিজের সেবায় লাগাবে।'[৩১] পুনরুত্থানে অবিশ্বাস, ভগবান বা শয়তানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং যা ঘটে তা প্রকৃতিরই দান—এ-জাতীয় ধারণার ব্যাপক সংক্রমণ ঘটেছিল ষোড়শ শতকের শেষাশেষি এক্জিটার ধর্মপ্রদেশের মানুষজনের মধ্যে। এ-ধরনের বহু দৃষ্টান্ত, এলিজাবেথ ও প্রথম দুই স্টুয়ার্ট রাজাদের যুগ থেকে সংকলিত করেন শ্রীযুত কে. ভি. টমাস। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকীয় প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে উড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা—সবই লোলার্ডদের প্রভাবজাত—বলাটা ভুল হবে। যে-সব ঐতিহাসিক এ-ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হয়ে মহাবিব্রত এবং এগুলিকে মাতাল আর পাগলের কাণ্ড বলে উড়িয়ে দিতে চান তিনি তাঁদের সঙ্গে বিতর্ক জুড়ে দেন।[৩২]

এ-ধরনের লোকদের শত্রুরা সচরাচর আনাবাপতিস্ত বা ফ্যামিলিপন্থী বলে অভিহিত করে থাকে। ইওরোপে এসব অভিধা-র বহুল প্রচলন থাকলেও ইংলণ্ডে এগুলি হাল্কাচালেই বলা হয়ে থাকে। কারণ, আমাদের যাবতীয় তথ্যের সূত্র ধর্মীয় আদালতের বিরুদ্ধবাদী নথিপত্র।[৩৩] আনাবাপতিস্ত মতবাদের সারকথা হচ্ছে, নাবালকদের কখনো দীক্ষিত করা উচিত নয়। দীক্ষাস্নান ও চার্চে প্রবেশাধিকার কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। জাতীয় চার্চ, যার সঙ্গে সমস্ত নরনারীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য তার মর্মবস্তুকে নিশ্চয়ই আহত করে, এ-ধরনের উক্তি। কারণ, তারা চার্চকে একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। যার প্রাণপুরুষ হিসেবে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী। বর্তমান চার্চের বিকল্প হিসাবে আনাবাপতিস্তরা চায়, বিশ্বাসীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ধর্মমণ্ডলী গড়ে তুলতে। টাইথি বা ধর্মকর যা একজন বিশ্বাসীর উপার্জনের এক দশমাংশ, রাষ্ট্রীয় চার্চের যাজকদের ভরণপোষণের জন্য দেয় যুক্তিসঙ্গতভাবেই তার বিরুদ্ধে আনাবাপতিস্তদের প্রবল আপত্তি। শপথ গ্রহণে তাঁদের অনেকের ভীষণ আপত্তি কারণ, তাঁদের মতে, এর দ্বারা পার্থিব বিচার প্রণালীর সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে একাকার করে ফেলা হবে। কেউ কেউ আবার যুদ্ধ ও সামরিক কর্তব্য-কর্ম থেকে দূরে থাকতে চান। অনেকেই আবার সাম্য ভাবনাকে সমস্ত রকমের সম্পত্তির ব্যক্তি-মালিকানা উচ্ছেদ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। 'আনাবাপতিস্ত' নামটিকে সাধারণভাবে এবং অহেতুক, প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধীদের সমার্থক বলে ধরা হয়।

'ফ্যামিলি অফ লভ'-এর সদস্যবৃন্দকে 'ফ্যামিলিস্ট' বলাটা বোধ হয় যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত। যিনি শিখিয়েছেন স্বর্গ ও নরক এই পৃথিবীতেই রয়েছে—মুনস্টারে ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে জাত সেই হেনরি নিকলেসের অনুরাগীরাই এই ফ্যামিলিস্ট। জানা যায় যে, আমস্টারডাম অভ্যুত্থানের নায়ক মুনৎসের-এর সহযোগী ছিলেন নিকলেস।[৩৪] তাঁর সম্বন্ধে পিউরিটান ধর্মযাজক জন নিউস্টাব বলেন : হেনরি নিকলেস ধর্মকে উল্টো করে বসিয়েছেন। তিনি মর্ত্যের মৃত্তিকায় স্বর্গকে স্থাপিত করেছেন। ভগবানকে বানিয়েছেন মানুষ আর মানুষকে ভগবান।[৩৫] ফ্রান্সিস বেকনের মতো ফ্যামিলিস্টরাও বিশ্বাস করেন যে, আদম ও ঈভের স্বর্গচ্যুতির আগের অবস্থায়

৩১. ডিকেন্স, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১২, ৪৭-৪৮।
৩২. কে. ভি. টমাস, *রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক* (১৯৭১) পৃ.১৬৮-৭০।
৩৩. সি. বুরেজ, *দ আর্লি ইংলিশ ডিসেন্টার্স* (কেমব্রিজ ইউ, পি, ১৯১২) ২ খণ্ড, নানাস্থান দ্রষ্টব্য। এইচ. এফ. এম. প্রেসকট, *মেরি, টিউডর* (১৯৫২) পৃ. ১০৮।
৩৪. ডি. বি. হেরিয়ট, 'আনাবাপটিজম্ ইন ইংল্যাণ্ড....' *ট্রানজ্যাকশনস্ অফ দ কনগ্রেগেশনাল হিস্ট্রি সোসাইটি*, খণ্ড ১২, পৃ.২৭১।
৩৫. জে, নিউস্টাব, *দ কন্‌ফ্যুটেশন অব মনস্ট্রাস অ্যাণ্ড হরিবল্ হেরেসিজ্ টট বাই এইচ. এন* (১৫৭৯)—*স্টাডিজ ইন মিস্টিক্যাল রিলিজিয়ন* (১৯০৯) গ্রন্থে আর. এম. জোনস্ কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ.৪৪৩।

অর্থাৎ মানব-মানবী আবার সেই নিষ্পাপ জীবনে ফিরে যেতে পারে। তাঁদের শত্রুদের মতে,তাঁরা খ্রিস্টের মতোই পূর্ণতার দাবিদার। তাঁরা সম্পত্তির যৌথ মালিকানার পক্ষপাতী ; এবং বিশ্বাস করেন যে,সমস্ত বস্তুই প্রকৃতিজাত এবং বিশ্বাসীর ঐশীশক্তি থাকলেই ধর্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মোদ্ধার সম্ভব।[৩৬] তাঁদের সম্পর্কে উইলিয়ম পার্কিনসের অনুযোগ : তাঁরা বাইবেলকে রূপকের পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছেন এবং এমনকি স্বর্গ থেকে মানুষের পতনকেও তাই।[৩৭] জনৈক ভ্রাম্যমান ডাচ কামার ক্রিস্টোফার ভিট্‌টেলস ইংলণ্ডের সর্বত্র 'ফ্যামিলিবাদের' বীজ ছড়িয়ে দেন। ১৫৭০-এর দশকে যত্তো ভ্রাম্যমান ব্যবসাদার, অথবা 'গোয়ালা, বস্ত্রব্যবসায়ী এবং ঐ ধরনের ছোটোলোক শ্রেণীর মানুষদেরই' ফ্যামিলিপন্থী বলে চিহ্নিত করা হতো। তাঁদের মতে, ধর্মযাজকদের হওয়া উচিত ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষদের মতো ভ্রাম্যমান। ফ্যামিলিপন্থীর সংখ্যা ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেখা যায়, রোজই বাড়ছে। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে দেখা যাচ্ছে, ইলি ধর্মপ্রদেশে তাঁরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বর্তমান ; তাছাড়া ইস্ট অ্যাঙ্গলিয়া ও উত্তর ইংলণ্ডে তাঁদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। ধর্মজগতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের পক্ষে তাঁদের নির্মূল করা দুঃসাধ্য যেমন তাঁদের পূর্বসূরী লোলার্ডদের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব হয় নি ; কারণ ধরা পড়লেই তারা তৎক্ষণাৎ অনুতাপ প্রকাশ করে কিন্তু নিজেদের মতামত বর্জন করতে আদৌ রাজি নয়। তাঁদের অন্যতম গোষ্ঠী—'ফ্যামিলি অফ মাউন্ট'রা ছিল আরো চরমপন্থী। তারা না আস্থাশীল প্রার্থনার মহিমায়,না বিশ্বাস করে শরীরের পুনর্জীবনবাদে। ইহজীবন ব্যতিরেকে স্বর্গ ও নরকের আদৌ অস্তিত্ব আছে কিনা, এবিষয়েও তারা সন্দিহান। তাদের মতে, মানুষের আনন্দময় সত্তাই হলো স্বর্গ আর মানুষী বিষাদ, শোক-তাপ যন্ত্রণারই অন্য নাম—নরক।[৩৮]

লোলার্ডদের নিম্নবর্গীয় সংশয়বাদী চিন্তাধারার পরিণতি স্বরূপ ফ্যামিলিবাদ হলো মূলত যাজকতন্ত্র বিরোধী আটপৌরে মানুষের ধর্মবিশ্বাস। এই কারণে এটি এলিজাবেথীয় সমাজের মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ; যেহেতু, বহু ধর্মমণ্ডলীর বিত্তশালী এবং আত্মবিশ্বাসের অধিকারী সদস্যবৃন্দ চিরাচরিত যাজকতন্ত্রের হাঁকডাকের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এলিজাবেথের সমকালীন বেশ কিছু ধর্মপল্লীর লোকজন ফ্যামিলিবাদের মধ্যে নাশকতার কোনো কারণ খুঁজে পায় নি। ধর্মমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ তাদের যাজক মহোদয়কে যাবতীয় আচারানুষ্ঠান বর্জন করা ও রাষ্ট্রীয় চার্চের জোব্বা খুলে ফেলার জন্য চাপাচাপি করত।[৩৯] রোমের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালীন বিভিন্ন পরিবর্তনকামী সংস্কারের ফলে অবাধ ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চার্চের নিপীড়নমূলক যন্ত্রের সমূল উচ্ছেদ সাধিত হবে বলে আশা জেগেছিল। এই আশা কিন্তু নির্মূল করে দিল এলিজাবেথীয় বন্দোবস্ত। যেখানে ক্ষমতাসীন বিত্তবান শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় বিশপ ও যাজকসম্প্রদায় পরিপুষ্ট সেখানে প্রোটেস্টান্ট চার্চের চরিত্র ভিন্নতর হতে পারে কি? মোহান্তদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যাবতীয় পরিবর্তনকামী সংস্কারের প্রতিবন্ধক। এই যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে পিউরিটানদের আক্রমণাত্মক সমালোচনা কখনো কখনো প্রচারধর্মী অতিশয়োক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখনই খুঁটিয়ে দেখা গেছে তখনই সেগুলি আশ্চর্যরকম যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিশপ ও

৩৬. স্ট্রাইপ, *অ্যানালস্*, খণ্ড ২, ভাগ ১, পৃ. ৫৬৩; তু.—*সি.এস.পি.ডি.*, ১৬৪৮-৪৯ পৃ.৪২৫।

৩৭. পার্কিনস্, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ.৩৯২; তু.—আমার *অ্যান্টি-ক্রাইস্ট ইন সেভেনটিনথ-সেঞ্চুরি ইংল্যাণ্ড*, পৃ. ১৪২-৩, ১৪৫।

৩৮. স্ট্রাইপ, *অ্যানালস*, খণ্ড ২, ভাগ ১, পৃ. ৪৮৭ ; ভাগ ২, পৃ. ২৮৯ ; সম্পা.—এ. পীল, *দ সেকেণ্ড পার্ট অফ আ রেজিস্টার* (১৯১৫) খণ্ড ১, পৃ. ২৩০ ; জে. রজার্স, *দ ডিসপ্লেয়িং অফ অ্যান হরিবল সেক্ট* ; তু.—জে. ও. ডব্লিউ. হাউয়িস, *স্কেচেস অফ দ রিফর্মেশন অ্যান্ড এলিজাবেথান এজ টেকেন ফ্রম দ কনটেমপোরারি পালপিট* (১৮৪৪) পৃ. ২০০ ; জি. এইচ.উইলিয়মস, *দ র‍্যাডিকাল রিফর্মেশন* (ফিলাডেলফিয়া, ১৯৬২) পৃ. ৪৭৯-৮৪, ৭৮৮-৯০।'ইলি হলো ভ্রান্তি ও উপসম্প্রদায়ের দ্বীপ'—এ-বিষয়ে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৩৭ ।

৩৯. পি. কলিনসন, *দ এলিজাবেথান পিউরিটান মুভমেন্ট* (১৯৬৭) পৃ.৯২-৯৭।

যাজকদের জনপ্রিয়তা-হানিকর তথ্যাদি বিরুদ্ধবাদীরা নয়—তাঁদের পক্ষের লোকেরাই জুগিয়েছে।

বিশপ কুপার *ইংলণ্ডের জনগণের উদ্দেশে ভর্ৎসনাবাক্য* (১৫৮৯)-[*অ্যাডমনিশন টু দ পিপল অফ ইংলণ্ড*] এর মুখবন্ধে বলছেন : 'আজকাল "*বেশিরভাগ মানুষ*" ভগবানের চার্চের যাজকের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বৈরিতা, ঘৃণা ও বিরূপতা প্রকাশ করে থাকে।' তাঁর মতে, বিশেষ করে সাধারণ মানুষজন যাদের মধ্যে 'ধর্ম সম্বন্ধে পৌত্তলিকসুলভ বিরূপতা বাসা বেঁধেছে' তারাই এ-জাতীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকে। 'ধর্মযাজকের প্রতি তাদের প্রবল ঘৃণা।'[৪০] একই ধারণার বশবর্তী হয়ে আর্চবিশপ স্যান্ডি বলেন : 'অত্যন্ত নিচমনা লোকদের চোখে ভগবানের বাণী প্রচারকগণ ঘৃণার্হ।'[৪১] ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় আদালতে একজনকে অভিযুক্ত করা হলো ; কারণ সে একজন পুরুতের চেয়ে একজন চোর বা একজন উকিল অথবা ওয়েলস্‌বাসীকে বেশি বিশ্বাসভাজন বলে মনে করে।[৪২]

রিচার্ড হুকারের অনুযোগ : আমরা যদি স্থিতাবস্থার পুজারী হয়ে থাকি তাহলে মানুষের যাবতীয় বদ্ধমূল অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে হবে। লোকে মনে করে, নিজেদের পদোন্নতি অথবা বর্তমান পদ-কে বজায় রাখার খাতিরেই আমরা বর্তমান ব্যবস্থার সমর্থক।[৪৩] ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে টমাস ব্রাইটম্যান জোর দিয়ে বলেন যে, যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বেশির-ভাগ মানুষ খাপ্পা।[৪৪] যবের ছাতু প্রস্তুতকারক জনৈকের বিচারকাহিনী (এপ্রিল, ১৬৩০) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রধান ধর্মাধিকরণের এজলাসে দাঁড়িয়ে অভিযুক্ত ঐ ব্যক্তি জানায় যে, সে কখনো টুপি খুলে বিশপদের সম্মান জানাবে না। তাকে বলা হয় যে, 'তুমি অবশ্যই প্রিভি-কাউন্সিলারদের সামনে টুপি খুলবে।' তার উত্তরে সে বলে, 'তোমরা যেহেতু প্রিভি-কাউন্সিলার, তাই আমি আমার টুপি খুলছি। যেহেতু তোমরা জানোয়ারেরও অধম তাই আমি আমার টুপি মাথায় দিচ্ছি।'[৪৫] এই ঘটনার চার বছর পর বাকিংহাম-শায়ারের অন্তর্গত কলন্‌ব্রুক-এর জোয়ান হবি অনুচ্চার্য ভাষায় সদর্পে ঘোষণা করে : 'আমি ক্যান্টারবেরির মহামহিম প্রভুর এক কানাকড়িও ধার ধারি না। আমি সেদিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন তাকে ফাঁসিকাঠে লটকানো হবে।'[৪৬] (জোয়ান কথিত সেই মহামহিম প্রভু লড-কে সত্যিই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এর ঠিক এগারো বছর পর ; তখন অবশ্য জোয়ান জীবিত ছিল কি-না জানা নেই আমাদের।)

যখনই সুযোগ এসেছে তখনই মূর্তি ভাঙার ধুম পড়েছে। তার থেকেই চার্চ-প্রতিষ্ঠানের সার্বিক জনপ্রিয়তা-হানির ঘটনা সহজেই অনুমেয়। ১৬৩০ থেকে ১৬৪০-এর দশক পর্যন্ত ধর্ম-বেদীর রেলিং চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে বারংবার। বেদী কলুষিত করা হয়েছে, ধর্মকার্যসংক্রান্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং শুয়োর ও ঘোড়াদের দীক্ষাস্নাত করানো হয়েছে। ১৬৪৪

৪০. টি, কুপার, *অ্যান অ্যাডমনিশন টু দ পিপল্ অফ ইংল্যাণ্ড* , ই. আরবার সম্পাদিত (১৮৯৫) পৃ.৯, ১৭৫; তু.—পৃ. ১০২-৩, ১১৮-১৯, ১৩৯, ১৪৪-৪৫, ১৪৮, ১৫৯। বাঁকা হরফ আমার।

৪১. এল. স্টোন কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *দ ক্রাইসিস অফ দ অ্যারিস্টোক্রাসি, ১৫৮৮-১৬৪১* (অক্সফোর্ডে ইউ. পি., ১৯৬৫) পৃ. ৪০৬ ; কলিনসন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৭।

৪২. এফ. ডব্লিউ, এক্স, ফিনচাম্, নোটস ফ্রম দ একক্লোজিয়াসটিক্যাল কোর্ট রেকর্ডস্ অ্যাট সামারসেট হাউস, *টি. আর. এইচ. এস.*, ৪র্থ ক্রম (১৯২১) পৃ.১৩৬।

৪৩. হুকার, *অফ দ লজ্ অফ একক্লেজিয়াসটিকাল পলিটি* (এভরিম্যান সংস্করণ) খণ্ড ১, পৃ.১৪৮ তু. আই. ওয়ালটন, *দ লাইফ অফ মি. রিচার্ড হুকার* (১৬৫৫) *লাইভস* (ওয়ার্ল্ডস ক্লাসিক সং.) পৃ. ৮৫-তে।

৪৪. ব্রাইটম্যান, *দ রিভিলেশন অফ সেন্ট জন ইলাস্ট্রেটেড* (৪র্থ সংস্করণ, ১৬৪৪) পৃ.১৩৯। প্রথম প্রকাশ তার মৃত্যুর পর ১৬১৫-য়; ব্রাইটম্যান ১৬০৭ সালে মারা যান।

৪৫. *কোর্ট অ্যান্ড টাইমস্ অব চার্লস ১* আর. এস. উইলিয়মস সম্পাদিত(১৮৪৮) খণ্ড ২, পৃ.৭২।

৪৬. ল্যামবেথ এম. এস. ৯৪৩, পাদটীকা ৭২১। পরবর্তী লেখায় কলনব্রুক বারবার ফিরে আসবেন। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৯৫, ৭ অধ্যায়।

খ্রিস্টাব্দে *দ সোলজার্স ক্যাটেসিজম*-এ প্রশ্ন তোলা হয় : 'আমাদের সৈনিকরা যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই ক্রস আর মূর্তি ভাঙছে—কাজটা কি তারা ভালো করছে?' তারই সঙ্গে সলজ্জ উত্তর : 'আমি মেনে নিচ্ছি যে কিছুই হুড়মুড় করে করা উচিত নয়। কিন্তু এও তো দেখছি যে, ভগবান স্বয়ং সংস্কার আন্দোলনের হাতিয়ার সৈনিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সুতরাং কুসংস্কার আর পৌত্তলিকতার নিদর্শন—যাবতীয় সৌধকে ধ্বংস করাটা কিন্তু ভুল নয়। আর যেহেতু এই কাজ আগে থেকে না করে ম্যাজিস্ট্রেট ও যাজকরা তাদের কর্তব্যে অবহেলা করেছে।'[৪৭] অনেক আগে থেকেই সৈনিক সাধারণকে যাজক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব পালনের ভার নিতে উৎসাহিত করা হয়।

১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে সারা দেশের প্রতি দশটি ধর্মপল্লীর অন্তত একটি থেকে যাজকদের তথাকথিত 'কলঙ্কজনক' আচরণের বিরুদ্ধে প্রায় ন-শটি অভিযোগ আনা হয়। যেহেতু তার বেশিরভাগই এসেছে প্রধানত দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল থেকে, যাজকদের অনাচার সে-সব জায়গায় নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি রকমের। ক্লারেন্ডন জানাচ্ছেন যে, ধর্মপল্লীর সবচেয়ে নোংরা ও পাজি লোকরা যদি তাদের যাজকদের বিরুদ্ধে হাউস অফ কমন্সের কাছে নালিশ করে, তাহলে যাজকদের নিশ্চিতভাবেই অনাচারী বলে অভিযুক্ত করা হবে।[৪৮] ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি রাজপক্ষীয় পুস্তিকায় বলা হয় যে, 'প্রতিটি ধর্মপল্লীর তলানি আর গাঁজলা-র অংশভুক্ত যারা' তারাই 'চিরায়ত যাজক সমাজের' বিরুদ্ধে দরখাস্ত পেশ করেছে।[৪৯] ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে 'চেমস্‌ফোর্ডের কাছে যখন এই সুসংবাদ আনা হয় যে, হাউস অফ কমন্সের কক্ষে বিশপতন্ত্রকে ভোটাধিক্যে খর্ব করা হয়েছে, তখন আনন্দের আর অবধি থাকে না।' এবং 'রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় বহ্ন্যুৎসব।'[৫০] ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে দেখা যাচ্ছে, রাজতন্ত্রী ও পার্লামেন্ট-সমর্থক নির্বিশেষে *সব* যাজকদেরই সৈনিকরা সর্বস্বান্ত করছে। এবং তা দেখে রাজতন্ত্রী যাজক মহলে দারুণ সোরগোল। ১৬৪০-এর দশকে খোদ লণ্ডন শহরেই বিশপ ও যাজকদের কুখ্যাতির প্রচুর দৃষ্টান্ত নজরে আসে।[৫১] এসব কিছু মিলিয়ে বিপ্লবের প্রাক্কালে চার্চ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ইতিবৃত্ত রচিত হয়। শিক্ষার প্রসার ও ভক্তমণ্ডলীর ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাস (বিশেষ করে শহরের) ও যাজক সম্প্রদায়ের অক্ষমতা ফুটে ওঠে এসব ঘটনা থেকে। খেদোক্তি প্রকাশ করেন টমাস অ্যাডামস : 'ইংরেজি জানে এরকম লোক প্রায় চোখেই পড়ে না। চার্চে যাবার উপযুক্ত স্ত্রীলোকের দর্শন মেলে কদাচিৎ ; অথচ তারাই যাজকদের শেখাবার স্পর্দ্ধা রাখে। হয় তোমরা যা শুনতে চাও তাই আমরা আমাদের ভাষণে বলব নতুবা যা বলব আমরা তা তোমরা শুনবে না।'[৫২]

সাধারণ নরনারীর ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় আদালতের অসঙ্গত হস্তক্ষেপ সম্পর্কে এমন সব অভিযোগ আসতে থাকে, আজকের দিনে যেগুলি অসহনীয়-র পর্যায়ে পড়ে। ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টপক্ষীয় সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন অফিসার অতীতের কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, 'আর্চবিশপ লডের কট্টর সমর্থকদের সৌজন্যে স্কট ও ইংরেজ ভদ্র-অভদ্র সব মানুষেরই চোখে বিশপরা ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে।' ছুটির দিনে কাজ করা বা লাইসেন্স ছাড়া বিয়ে করা কিংবা

৪৭. *দ সোলজার্স ক্যাটেসিজম* (১৬৪৪) পৃ.২০-২১।
৪৮. ক্লারেনডন, *হিস্ট্রি অফ দ রেবেলিয়ন*, খণ্ড ১, পৃ.৪৪৯।
৪৯. [অজ্ঞাতনামা] *এ লেটার ফ্রম মার্কুরিয়াস সিভিকাস টু মার্কুরিয়াস রাস্টিকাস* (১৬৪৩)। *সমারস' ট্রাক্টস* (১৭৪৮-৫১) খণ্ড ৫, পৃ. ৪১৫-য় ; তু.—জে. নালসন, *অ্যান ইমপার্শিয়াল কালেকশান* (১৬৮২) খণ্ড ২, পৃ. ৭৬০।
৫০. [রিভস] *অ্যাংলিয়া রুইনা*, পৃ.২৬।
৫১. [ডব্লিউ. চেস্টলিন] *পার্সিক্যুটিও আনডেসিমা* (১৬৮১) পৃ.৪, ৬-৭; (প্রথম প্রকাশ : ১৬৪৮) ; ই. এল. ওয়ারনার, *দ লাইফ অফ জন ওয়ারনার, বিশপ অফ রোচেস্টার* (১৯০১) পৃ. ৩৩ ; পি. বারউইক, *লাইফ অফ ড. জন বারউইক*, সম্পা. জি. এফ. বারউইক (১৯০৩) পৃ. ১৭৭।
৫২. টি. অ্যাডামস, *ওয়র্কস* (১৬২৯-৩০) পৃ.৭৬।

ব্যভিচারের ভিত্তিহীন অভিযোগে যাকে-তাকে ধর্মীয় আদালতে হাজির করার বাড়াবাড়িকে লোকে ভালো চোখে দেখত না। চার্চের অফিসারদের কখনো সাধারণ মানুষের পকেট হাল্কা করার অজুহাতের অভাব ঘটত না।[৫৩]

অতএব ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড এডমন্ড ক্যালামি যখন হাউস অফ কমন্সের সভায় বলেন : 'লোকে বলছে যে যাজকরা হলো বোবা কুকুর—লোভী কুকুর—হাজার খেলেও যাদের পেট ভরে না।'— কথাটা নতুন কিছু শোনাচ্ছে না।[৫৪] তাদের আরো অভিযোগ যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যাজকরাও 'যাবতীয় জাগতিক ভোগ্যদ্রব্যের' বেলায় শাসকশ্রেণীর লোকদের মতোই সমান আগ্রহী।[৫৫] পৃষ্ঠপোষকতার কল্যাণে, 'যারা আদৌ যোগ্য নয় তারাই ধর্মপল্লীর উচ্চতম পদে আসীন এবং ভক্তদের তারা খুশিমতো ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকে।'[৫৬] ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে টমাস হবস লিখছেন, 'ধর্মের নামেই অত্যন্ত নিম্নমানের লোকেরা স্বাধীনতার বিরোধিতা করে থাকে।'[৫৭]

১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন যাজকতন্ত্র সম্পর্কে উইলিয়ম টিন্ড্যালের অভিযোগ, তারা রাজা ও লর্ডদের বলছে, 'সব কিছু একাকার করার জন্যে এই পাতকীরা প্রথমে আমাদের শেষ করবে এবং তারপর আসবে তোমাদের পালা।'[৫৮] একই যুক্তি এলিজাবেথের সমকালীন বিশপ ব্যানক্রফ্‌টের মুখে। এবং সেটাই হয়ে দাঁড়াল বাঁধাবুলি। অস্বাভাবিক রূঢ়তার সঙ্গে রিচার্ড হুকার মন্তব্য করেন, 'যে কোনো বিত্তশালী মানুষের উপাধির মতো বিশপের পদও জীবিকাভিত্তিক।'[৫৯] ১৬৫০-এর দশকে প্রথম জেমসের যুৎসই বচনটি উৎকলিত করেন জনৈক বিশপ, 'বিশপ না থাকলে রাজাও থাকে না এবং অভিজাতরাও অস্তিত্বহীন।' 'আর দেখ তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।'[৬০] লং পার্লামেন্টের সভায় প্রদত্ত অলিভার ক্রমওয়েলের প্রথম নথিবদ্ধ বক্তৃতায় দেখা যাচ্ছে যে, তিনি চার্চ ও রাষ্ট্রের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ধারণাটিকে নস্যাৎ করেছেন।[৬১] ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে বিশপ-কর্তৃত্বকে অব্যাহত রাখার যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের যুক্তি মোটেই ধর্মীয় নয় বরং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত।

সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষিত করার চেষ্টা যে অত্যন্ত ঝুঁকি সাপেক্ষ সে-বিষয়ে উভয়পক্ষই সজাগ। কিন্তু মোদ্দা ব্যাপারটি হচ্ছে সাধারণ লোকদের সশস্ত্র না করে তাদের ওপর করভার না চাপিয়ে রাজপক্ষীয়দের পরাজিত করা আদৌ সম্ভব নয়। লেভেলারপন্থী রিচার্ড ওভারটন কল্পনার চোখে দেখছেন যে, পার্লামেন্টপন্থীদের নেতা বলছেন, '"সাধারণ মানুষদের সঙ্গে পেতে হবে এবং সে-সব যাজকদের চাই যারা একদম নিচের ধাপে রয়ে গিয়েছে।" "কেন এবং কিভাবে?" তবে "আমাদের অবশ্যই নজর রাখতে হবে যাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে গিয়ে না পড়ে।"'[৬২] প্রায় সিনিকের ভাষায় জন সেলডন বলেন, 'যদি লোকে মনে করে যে, তারা ধর্মের তাগিদ ছাড়া অন্য কোনো কারণে অস্ত্রধারণ করেছিল তাহলে উত্তমমধ্যম না দিলে তাদের সদ্‌বুদ্ধির উদয় হবে না। এ ছাড়া তুমি যাই বল না কেন তারা তোমায় বিশ্বাস করবে

৫৩. এ[ডমন্ড] হল্‌, *আ স্ক্রিপচারাল ডিস্‌কোর্স অন দ অ্যাপোসটাসি অ্যাণ্ড দ অ্যান্টিক্রাইস্ট* (১৬৫৩)।
৫৪. ই. ক্যালমি, *ইংলণ্ডস্‌ লুকিং-গ্লাস* (১৬৪২) পৃ.৫৯।
৫৫. ই. হাউ, *দ সাফিয়েন্সি অফ দ স্পিরিটস্‌ টিচিং* (৮ম সংস্করণ, ১৭৯২) পৃ. ৫১এবং অন্যান্য স্থানে। ১৬৩৯ সালে নেদারল্যাণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়।
৫৬. সি. এইচ ফার্থ সম্পাদিত *লাডলোস্‌, মেময়ার্স* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৮৯৪) খণ্ড ১, পৃ.৩৬৭।
৫৭. টি. হবস্‌, *ফিলজফিক্যাল রুডিমেন্টস্‌* (১৬৫১) স্যার ডব্লিউ. মোলস্‌ওয়র্থ সম্পাদিত (১৮৩৯-৪৫) *ইংলিশ ওয়ার্কস* খণ্ড ২, পৃ.৭৯-তে।
৫৮. টিণ্ডাল, *ডক্‌ট্রিন্যাল ট্রিটাইজেস* (পারকার সোসাইটি, ১৮৪৮) পৃ.২৪৭।
৫৯. হুকার, *ওয়র্কস্‌* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৮৩৬) খণ্ড ৩, পৃ.৪০২।
৬০. জি. গুডম্যান, *দ কোর্ট অফ কিং জেমস্‌ ১* (১৮৩৯) খণ্ড ১,পৃ. ৪২১।
৬১. ডব্লিউ নোটেনস্টাইন সম্পাদিত *জার্নাল অফ স্যার এডমণ্ড ডি' ইউইস*(ইয়েল ইউ.পি., ১৯২৩) পৃ.৩৪০।
৬২. উলফ, পৃ.১১৮-১৯।

না।' ধর্ম প্রসঙ্গে ফ্রান্সিস অস্‌বোর্ন বলছেন, 'ধনীদের চেয়ে গরীবদের সে লড়াইয়ে অবদান কিছু কম নয় যেহেতু সেটা নতুন পৃথিবীর জন্য লড়াই যদিও তা নিয়ে তাদের ততটা মাতামাতি নেই।'[৬৩]

যে-সব ধর্মপ্রচারক বলেছেন ভগবানের সমর্থন রয়েছে পার্লামেন্টপক্ষীয়দের দিকে এবং রাজা প্রথম চার্লসের মনোগত অভিপ্রায় যাই হোক, তাঁর সরকার কার্যত রোমক খ্রিস্ট বিরোধীদের স্বার্থের সংরক্ষক তাঁদের নিষ্ঠা নিশ্চয়ই সব সন্দেহের উর্ধ্বে। রাজপক্ষীয়রা নিশ্চয়ই 'খ্রিস্ট-বিরোধী সম্প্রদায়'।[৬৪] এ-ধরনের প্রচার যাঁরা করেন, সে-সব ধর্মপ্রচারকের পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। ফক্সের *অ্যাক্টস অ্যান্ড মনুমেন্টস্‌* উত্তরসূরি লোলার্ড ধর্মদ্বেষী, মেরি-যুগের শহীদদের ভাবধারায় প্রেটেস্ট্যান্ট মতাদর্শের বীজ রোপিত করেছে এবং গরীবরাই যে খ্রিস্ট বিরোধীদের বিরুদ্ধাচরণে অনন্য—এ-ধারণাটিও প্রমাণসিদ্ধ করেছে। এক শ্রেণীর ইংরেজ প্রোটেস্টান্ট নিজেদের ভগবানের বরপুত্র বলে দাবি করতে থাকেন।[৬৫] তিরিশ বৎসরব্যাপী (১৬১৮-৪৮ খ্রিস্টাব্দ) যুদ্ধ আসলে ইওরোপ ভূখণ্ডে (প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে) জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম। এই যুদ্ধ বাইবেলের ভাষ্যকারদের অন্যতম এক প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে যে, অচিরেই পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে।[৬৬] অতএব খুবই স্বাভাবিক যে, যে-সব ধর্মপ্রচারক বিশ্বাস করেন যে, প্রথম সরকার হলো খ্রিস্ট বিরোধী এবং গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে চার্লসের প্রলয় আসন্ন—তাঁরা তাঁদের ভক্তমণ্ডলীকে পার্লামেন্টের পক্ষ সমর্থন করতে বলবেন।

খ্রিস্টের রাজত্ব আসন্নপ্রায়—এই প্রত্যাশাকে তাঁরা উদ্দীপ্ত করেন এবং এই আশা পোষণকারীদের অন্যতম জন মিলটন। ঐতিহ্যবাহী ধারণা হলো, গরীবরাই সংকটের কাণ্ডারী যেহেতু বড়লোকদের তুলনায় তারাই ভগবানের বেশি কাছের মানুষ। যেটা বিপজ্জনক সেটা হলো, বহু ধর্মপ্রচারকের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এই ধারণা জাগিয়ে তোলার প্রয়াস। 'খ্রিস্টীয় রাজত্বের মর্মবাণী সংখ্যাগরিষ্ঠদের কণ্ঠ থেকেই প্রথম উচ্চারিত হবে, কারণ তারাই হলো খ্রিস্ট বিরোধীদের ও মোহান্তদের চক্ষুশূল।' এসব উক্তি করেছেন যিনি, তিনি হলেন এক স্বাধীন নেতা ধার্মিক-প্রবর মোটেই একজন চরমপন্থী র‍্যাডিকাল নন যার ধারণায় ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দেই সব কিছুর শেষ।[৬৭] এই জাতীয় বহু ধর্মোপদেশ পার্লামেন্ট-সমর্থকদের পক্ষে বিতরিত হয় যা প্রায় আপ্তবাক্যের মতো শোনায়।

কিঞ্চিৎ কল্পনাশক্তি থাকলেই বোঝা যাবে যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের সময় এ-ধরনের আশ্বাসবাণীর ফল কি হতে পারে, বিশেষ করে, পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে ইতিহাসে এই প্রথম সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ নেবার জন্য ডাক দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই প্রথম, প্রথাসিদ্ধ ধর্মপ্রচারকরা বলছেন, খ্রিস্টের রাজত্ব আসন্ন ; আরো বলছেন, 'তোমরা যারা সাধারণ মানুষ ও নিচে পড়ে রয়েছ খ্রিস্টের আদর্শকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে তোমাদেরই'।[৬৮] এসব ঘটছে এমন একটা সময় যখন সেন্সরব্যবস্থা ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়েছে এতদিন ধরে নির্যাতিত যে-সব সম্প্রদায়, তারা প্রকাশ্যে মিলিত হচ্ছে এবং কারিগর-ধর্মপ্রচারকরা (mechanic preachers) তাদের ওপরওয়ালাদের উপদেশমালাকে

৬৩. জে. সেল্ডেন, *টেব্‌ল টক্‌* (১৮৪৭), পৃ.১৯৬-৯৭ ; এফ. অসবোর্ন, *পলিটিক্যাল রিফ্লেকশনস আপন দ গভর্নমেন্ট অফ দ টার্কস, মিসোলেনিয়াস ওয়র্কস* (১৭২২) খণ্ড ২ পৃ. ২৩৮-এ।

৬৪. দ্র.—আমার, *অ্যান্টিক্রাইস্ট ইন সেভেনটিনথ-সেঞ্চুরি ইংলণ্ড* (অক্সফোর্ড, ইউ. পি. ১৯৭১) পৃ.৭৮-৮৮।

৬৫. এই পরম্পরার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায় ফক্স ও ব্রাইটম্যানের ভূমিকার ব্যাপারে দ্র.—শ্রীমতী কে. আর. ফার্থ-এর অক্সফোর্ড ডি. ফিল গবেষণাপত্র, 'দ অ্যাপোক্যালপটিক ট্রাডিশন ইন আর্লি প্রোটেস্ট্যান্ট হিস্টিরিওগ্রাফি ইন ইংলণ্ড অ্যান্ড স্কটল্যাণ্ড, ১৫৩০-১৬৫৫' (১৯৭১)।

৬৬. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৬৯-৭৩.৬অধ্যায়।

৬৭. [টমাস গুডউইন] *আ গ্লিম্পস্‌ অফ সিয়নস্‌ গ্লোরি*, উড্‌হাউস-এ, পৃ.২৩৪।

৬৮. উডহাউস, *পরোক্ত।*

নিজেদের মতো করে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পরেছে। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে স্যার এডওয়ার্ড ডেরিং বলছেন : 'নিচুমনারা এখন নানা কল্পলোকের আশায় ভরপুর। যখন আশার আর সীমা পরিসীমা থাকবে না তখন কি দাঁড়াবে?'[৬৯] এই দুর্ভাবনা থেকেই স্যার এডওয়ার্ডের স্বল্পমেয়াদী র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার অবসান ঘটল। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে একজন রাজভক্তের মন্তব্য : 'ধর্মদ্রোহিতা হলো যে কোনো বিদ্রোহের পূর্বসূরী' ; তিনি আরো বলছেন :

> অরাজকতার গোড়ার দিকে, ভয়াবহ স্বাধীনতা আর অধিকার মঞ্জুরের আর্জি নিয়ে পার্লামেন্টের দরবারে যখন অপবিত্র ইতর লোকেরা উপস্থিত হয়েছিল, তখন একদল শুধু যে প্রতিবেশীদের ওপর হামলাবাজিকে নীরবে মেনে নিয়েছিল তাই নয়—এমন কি তারা উল্লাস প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। আসলে তারা আনাড়ি যাদুকরের মতো, আদর্শের প্রতি অত্যধিক অনুরাগবশত এমন সব শক্তিকে জাগিয়ে তোলে, যাদের আর তারা বশে রাখতে পারল না। ফলে গরীব জনতা উভয় শিবিরের বিত্তবানদের ধরাশায়ী করল... [৭০]

ঐ বছরেই একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করছে আর একজন রাজভক্ত : 'সব রকমের মানুষ যেন এক জাতের কল্পরাজ্য ও সীমাহীন স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর—বিশেষ করে ধর্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে।'[৭১]

১৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে হাউস অফ কমন্সের সভায় এক ভাবগম্ভীর বক্তৃতায় স্টিফ্যান মার্শাল বলেন : '*লোক সাধারণের অভিমত হচ্ছে*, বেশিরভাগ অভিজাত, ম্যাজিস্ট্রেট, নাইট, ভদ্রলোক ও জ্ঞানীগুণী মানুষেরা পাক্কা বিশ্বাসঘাতক ও ঈশ্বরদ্রোহী।'[৭২] একজন পিউরিটান যাজকও এর চেয়ে কড়াভাষা উচ্চারণ করতে পারে না। অতএব এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, পার্লামেন্টের চৌহদ্দির বাইরের লোকজনদের এসব কথার অর্থ স্পষ্ট এবং তারা সেই অনুযায়ী যা যা করার, করেছে। তাদেরকে নতুন করে বলে দিতে হবে না যে *জনবাণীই ঈশ্বরের বাণী।* তা ছাড়া শ্রেণীসত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপের ঘটনাও নতুন কিছু নয়। সেই ১৬২০-এর দশকেই অবজ্ঞাত র‍্যাডিকাল চিন্তাবিদ টমাস স্কট তাঁর *জনবাণী* পুস্তিকায় বৃহৎ জমিদার গোষ্ঠীকে 'স্পেনীয়' অর্থাৎ খ্রিস্টান-বিরোধী চক্র বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৭৩] ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপ্রচারকরা উদ্ধৃত করছেন : 'যখন আদি-মানব আদম মাটি কোপচ্ছিল, আর সুতো কাটছিল আদি-মানবী ঈভ তখন ভদ্রলোক আবার কে ছিল?'[৭৪] অতএব ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রিস্টোফার ফিক যখন ঘোষণা করেন যে, রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রে 'খ্রিস্টের প্রতি বৈরিভাব' নিহিত, তখন তিনি মৌলিক কিছু বলছেন না। এটা আসলে প্রচলিত ধারণার পরিণতরূপ মাত্র।[৭৫]

লোকসমাজে নিহিত বস্তুতান্ত্রিক সংস্কারবাদ ও যাজকতন্ত্র বিরোধী ঐতিহ্যের ধারাটি বেশ পুরোনো। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মানুষের অন্তরই যিশুর আবাসস্থল ফ্যামিলিপন্থীদের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়মূল। কোনো এক সম্প্রদায় আবার রাষ্ট্রীয় চার্চের বিরোধী। তাছাড়া যাজকদের পেট ভরাবার জন্য ধর্মকর আদায়ের বিরোধিতাও ছিল ব্যাপক। সবশেষে, যে পৃষ্ঠপোষকতার রেওয়াজের ফলে শাসকশ্রেণীর দ্বারা ধর্মযাজক নিযুক্তিকরণের প্রথা ছিল তাকেও ভালো

৬৯. স্যার ই. ডেরিং, *আ কালেকশন অফ স্পিচেস্* (১৬৪২) পৃ.১৬৬।
৭০. *বিউফোর্ট এম এস এস*, (এইচ.এম.সি) পৃ.২৩, ২৭-৮।
৭১. [চেস্টলিন] *'পার্সিকিউটিও আনডেসিমা'*, পৃ.৮।
৭২. এস. মার্শাল, *রিফর্মেশন অ্যান্ড ডেসোলেশন* (১৬৪২) পৃ. ৪৫।
৭৩. টি. স্কট, *ভক্স পপ্যুলি* (১৬২০) ; *দ সেকেণ্ড পার্ট অফ দ ভক্স পপুলি* (১৬৪২) পৃ. ১৬।
৭৪. *পোর্টল্যাণ্ড এম এস এস*. (এইচ. এম. সি.) খণ্ড ৩, পৃ.৮৬ : তু.—স্যার টমাস অ্যাস্টন, *আ সার্ভে অফ প্রেসবিটারি* (১৬৪১)।
৭৫. টি. এডওয়ার্ডস্, *গ্র্যাংগ্রীনা* ভাগ ৩, (১৬৪৬) পৃ.১৪৭-৪৮।

চোখে দেখা হতো না।[৭৬] তার ওপর পিউরিটান ধর্মযাজকরা জাগিয়ে তুলেছিল ধর্মরাজ্যের অবশ্যম্ভাবিতার আশা। সুতরাং অবাক হওয়ার কারণ নেই যে, সেন্সর প্রথার বিলুপ্তি ও ধর্মীয় উদারতার প্রচলনের ফলে নানা মত ও পথের প্লাবন বয়ে গেল যা নিয়ে মানুষ এতদিন চুপিসারে কথা বলত। সুইজারল্যান্ডের মতো ইংলণ্ডেও 'নিচুশ্রেণীর লোকজন তাদের ওপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘলালিত ঘৃণার আতিশয্যবশত গভীর আগ্রহ ভরে আনাবাপতিস্ত চিন্তাধারায় আপ্লুত হলো।[৭৭] ১৬২০-এর দশকে এক শহুরে ধর্মসভায়, আনাবাপতিস্তদের 'শিক্ষা হচ্ছে সব মানুষই সমান ; প্রভু-ভৃত্যে কোনো তফাৎ নেই', এই কথা বলে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে চমকে দিলেন উইলিয়াম গোগ্।[৭৮]

১৬৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে নিম্নবর্গীয়দের ধর্মদ্রোহী চিন্তাধারার প্রতি ফ্যামিলিপন্থীদের পক্ষপাতই হলো সমকালীন প্রগতিবাদের অন্যতম কষ্টিপাথর। জন মিলটন ছিলেন ফ্যামিলিপন্থীদের পক্ষসমর্থনকারী। 'ফ্যামিলি অফ লভে'র শত্রুদের উদ্দেশে লেভেলারপন্থী উইলিয়ম ওয়লউইনের প্রশ্ন : 'জিজ্ঞেস করি আপনারা কোন্ পরিবারের লোক?'[৭৯] ইটনের জন হেলস্ বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই বলেন : 'আজ হোক বা কাল হোক, ঐ সব মহৎ চিন্তাধারা একদা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে।'[৮০] হেলস্, গ্রেট-ট্যু-এর অন্তর্গত এক জনবিরল ধর্মপল্লীর ফকল্যান্ড-বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের অন্যতম সদস্য। তাঁরা মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে বিভিন্ন উদারনীতিবাদী তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁরা যখন শুধু কথাই বলছেন তখন ওয়লউইনের মতো শত শত মানুষ লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন আলোচনা করছেন সংগঠিত হচ্ছেন এবং 'বিশ্বময়' ঐসব 'মহৎ চিন্তাধারা' ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। তাঁরা জাগতকে প্রায় উল্টে দেবার কাছাকাছি পর্যায়ে চলে আসেন এতখানি কাছে যে, গৃহযুদ্ধের সময় গ্রেট-ট্যু গোষ্ঠী রাজপক্ষীয়দের সমর্থন জানায়।

প্রতিবাদী ধর্ম সম্প্রদায়গুলি ভক্তমণ্ডলীর সাধারণ সদস্যদের দ্বারা যাজক নির্বাচন এবং স্বেচ্ছাদানের ভিত্তিতে তাদের ভরণপোষণের দাবি জানায়। অনেকে আবার পৃথক যাজক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তাও অনাবশ্যক মনে করে এবং তার পরিবর্তে একজন জ্ঞানীগুণী সাধারণ গৃহস্থকে ঐ কাজে নিযুক্তিকরণেরও পক্ষে যে কিনা প্রতি রবিবার ধর্মোপদেশ দান করবে ও সপ্তাহের বাকি ছয়দিন নিজের হাতে পরিশ্রম করবে। তাদের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে সব ধরনের প্রোটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠীর প্রতি সহনশীলতা, ধর্মীয় সেন্সর প্রথা ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রথার বিলোপ এবং ধর্মসভার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শৃঙ্খলা পদ্ধতি প্রবর্তন। চার্চে অনুসৃত ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপের অনেকগুলিই তাদের মতে অবান্তর। তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে জাতীয় চার্চের বিলোপ ঘটবে এবং তার জায়গা নেবে এক একটি স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মসভা যাদের মধ্যে ক্ষীণতম যোগসূত্রটুকুই কেবল বজায় থাকবে। যার দ্বারা 'পাপ' ও 'ধর্মদ্রোহিতা' চিহ্নিত হয়ে থাকে এ-জাতীয় কোনো একমাত্রিক চিন্তাধারার উদ্ভব চার্চের মতানুযায়ী ঘটবে না। মধ্যবিত্ত ও তার নিচের তলার মানুষজনের চিন্তাভাবনার ওপর সব রকমের নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটবে।

৭৬. দ্র.—আমার, *ইকোনমিক প্রবলেমস্ অফ দ চার্চ* (অক্সফোর্ড ইউ.পি, ১৯৬৫), নানাস্থান দ্রষ্টব্য এবং মার্গারেট জেমস, 'দ পলিটিক্যাল ইমপর্টেন্স অফ দ টিথস কন্ট্রোভার্সি ইন দ ইংলিশ, রেভোলিউশন, ১৬৪০-১৬৬০', *হিস্ট্রি*, খণ্ড ২৬, পৃ. ১-১৮।
৭৭. আর. ব্লোম, *দ ফ্যানাটিক হিস্ট্রি* (১৬৬০) পৃ.৫।
৭৮. ডব্লিউ. গোগ্, *অফ ডোমেস্টিকাল ডিউটিজ* (১৬২৬) পৃ.৩৩১-৩২।
৭৯. [ওয়ালউইন] *দ পাওয়ার অফ লভ* (১৬৪৩) হাল্লার, *ট্রাকটস অন লিবার্টি ইন দ পিউরিটান রেভোলিউশন* ১৬৩৮-১৬৪৭ (কলম্বিয়া ইউ. পি., ১৯৩৩) খণ্ড ২, পৃ. ২৭৩ ; এবং মিলটনের জন্য দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৮৯, পরিশিষ্ট ২।
৮০. জে. অব্রে, *ব্রিফ লাইভস্* (অক্সফোর্ড ইউ পি. ১৮৯৮), খণ্ড ১, পৃ.২৭৯ ; ফ্যামিলিজম সম্পর্কে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.২২-৪.এই অধ্যায়।

১৬৪০-এর দশকে ধর্মীয় আদালতের জায়গায় প্রেসবিটারীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা—'নিপীড়নমূলক ধর্মকর আদায়ের প্রথা বজায় রাখার কারণে তাকে মিশরীয় দাসত্বের শৃঙ্খল' বলে অভিহিত করা হয়।[৮১] তার বিরুদ্ধে প্রবল বিরূপতা দেখা দেয়। এবং তার বিরোধিতা করে লিলবার্ন ধর্মযাজকদের 'শয়তানের প্রতিনিধি' বলে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীকালে এক পুস্তিকায় যাজকদের 'শয়তানের কুখ্যাত অনুচর' বলেওসম্বোধন করা হয়।[৮২] ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে লেভেলারপন্থী রিচার্ড ওভারটনের সুচিন্তিত মন্তব্য : 'চার্চের পরিচালন-ব্যবস্থায় জবরদস্ত মোহান্ত প্রথা চালু না থাকলে রাষ্ট্রীয় জীবনে জনগণের ওপর অভিজাতকুলের স্বৈরাচারী শাসন বেশিদিন অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।'[৮৩] ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে পাদরী উইলিয়ম ডেল-এর মনে হয়েছে, 'যাজক সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় বচন ও প্রভুত্বের চেয়ে গুরুভার জোয়াল আর কখনো কোনো স্বৈরাচারী শাসকও চাপাতে পারে নি।'[৮৪] অতএব রাষ্ট্র থেকে চার্চকে বিচ্ছিন্ন করার দাবিতে নিহিত,যাজককুলকে বশে আনার প্রয়াস যাতে তাদের নিপীড়নমূলক কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। অনিবার্যভাবেই এবং অতি-অনিবার্যভাবেই স্বতন্ত্র ধর্মসভা পত্তন সংক্রান্ত আলোচনা ধর্মের বেড়া ডিঙিয়ে চলে আসে রাজনীতির অঙ্গনে। ১৬৪০-এর দশকের নবলব্ধ স্বাধীনতার মাদকতা কোনো সীমাই যে আর মানতে চায় না।

রাজপক্ষীয় প্রচারমূলক অভিযোগগুলিকে সতর্কভাবে যাচাই করা উচিত। গৃহযুদ্ধের গোড়ার দিকের, চেমসফোর্ডবাসী আটপৌরে মানুষদের চিন্তাধারা সম্পর্কে ব্রুনো রিভস-এর বর্ণনা কিন্তু প্রনিধানযোগ্য। কারণ পরবর্তীকালে সেগুলি সুচিন্তিত তত্ত্বের আকার নেয়; তাই সেগুলির সংক্ষিপ্তসার এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। যেমন, এসব ছোটোলোকের মতে, রাজা একটা বোঝা বিশেষ। নিউ টেস্টামেন্টে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের কোনো স্থান নেই। খ্রিস্টের দৃষ্টিতে বন্ধনও নেই মুক্তিও নেই। অভিজাততন্ত্র বা ভদ্রসমাজ বলে আলাদা কোনো সামাজিক মর্যাদা থাকতে পারে না। এগুলি সব 'নৃতাত্ত্বিক ও পৌত্তলিক অভিধা।' প্রকৃতি ও ধর্মশাস্ত্রে এ-ধরনের কোনো অনুশাসন নেই যার দ্বারা একজনের *বার্ষিক* উপার্জন হবে এক হাজার পাউন্ড এবং আর একজনের এক পাউন্ডেরও কম। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞ ও অন্ধ বানানো হয়েছে; তাই তারা অভিজাত ও ভদ্রলোকেদের চাকর ও দাস। 'কিন্তু ভগবানের করুণায় তারা এখন চক্ষুষ্মান এবং তারা খ্রিস্টীয় স্বাধীনতার মহিমা উপলব্ধি করেছে।' ভদ্রলোকেদেরও দস্তুর মতো খেটে খেতে হবে। পণ্ডিতিয়ানা ভগবদবাণীর শত্রু ; সবচেয়ে ভালো হতো যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় না থাকত এবং বাইবেল ছাড়া সব বই পুড়িয়ে ফেলা হতো। যে কোনো জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি বিশেষকে, ধর্মসভা আচার্যের বেদীতে বসিয়ে দিতে পারে।[৮৫] বর্ণনাটি হয়তো ঈষৎ অতিরঞ্জিত, কিন্তু এ-জাতীয় চিন্তাভাবনা আমাদের কাহিনীতে বারে বারে স্থান পাবে।

'একটা বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে, জগতের নিঃস্ব, সরল ও নগণ্য মানুষরাই বলদর্পীদের একদিন বেকায়দায় ফেলবে'—লেভেলারপন্থী রিচার্ড ওভারটন এই মন্তব্যের মাধ্যমে টমাস গুডউইন প্রমুখ ধর্মপ্রচারকদের কথারই পুনরুক্তি করেছেন মাত্র। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রচারিত মুক্ত *সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রতি.... অবক্ষয়দুষ্ট প্রতিনিধিসভা তথা হাউস অফ কমন্সের একটি আবেদনপত্রে* পূর্বোক্ত কথাগুলি স্থান পেয়েছে।[৮৬] ওভারটনের রাজনৈতিক বিবৃতি বিশেষ

৮১. লাডলো, *মেময়ার্স*, খণ্ড ১, পৃ.৫৪৫-৪৬।
৮২. জে.লিলবার্ন, *লণ্ডনস লিবার্টি ইন চেইনস* (১৬৪৬) পৃ. ৪২ ; [অজ্ঞাত]*লাইট সাইনিং ইন বাকিংহ্যামশায়ার* (১৬৪৮) পৃ. ১৬, স্যাবাইন-এ, পৃ. ৬২২। এই পুস্তিকাটির জন্য দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৮৮, ৭ অধ্যায়।
৮৩. আর. ওভারটন, *আ রিমনস্ট্র্যান্স অফ মেনি থাউজ্যাণ্ড সিটিজেন্স্* (১৬৪৬) পৃ.১২, হালার, *ট্র্যাক্টস অন লিবার্টি*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৬২-তে।
৮৪. ডেল, *সেভারেল সারমনস্ অ্যান্ড ডিসকোর্সেস* (১৭০৯) পৃ.৬৩৮।
৮৫. [রিভস] *অ্যাংলিয়া রুইনা*, পৃ.২৭।
৮৬. উলফ, পৃ.১৮৮।

করে নিউ মডেল আর্মির সশস্ত্র আটপৌরে মানুষদের উদ্দেশে প্রচারিত। একই বছরে পুটনিতে সমবেত সাধারণ সৈনিকদের প্রতিনিধিরা দাবি জানায় 'যেহেতু রাজ্যের দরিদ্র ও নগণ্য মানুষদের দৌলতেই রাজ্যপাট অক্ষুণ্ণ রয়েছে;' সুতরাং 'ইংলণ্ডের সবচেয়ে নিঃস্ব মানুষটির' নিজের পছন্দসই সরকার গঠনের অধিকার রয়েছে।'[৮৭] ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে জিরার্ড উইনস্ট্যানলি চাইছেন, 'গরীবদের আগে চিহ্নিত করে তাদের কাজের জন্য সম্মানিত করা হোক, কারণ তারাই উপলব্ধি করেছে সততার মহিমা আর ধনীরা হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতার শত্রু।' 'ভগবদবাণী প্রথম দরিদ্রদের কাছেই পৌঁছেছে বলে তারা ঈশ্বরের আশিসধন্য।'[৮৮] কিন্তু পিউরিটান ধর্মপ্রচারকদের ভাষার সঙ্গে এসবের আপাত মিল বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, উইনস্ট্যানলি কথিত 'সততার ভাষা', 'ভগবদবাণী' প্রভৃতির আসল অর্থ হলো সাম্যবাদ অর্থাৎ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিলোপসাধন। 'যদি তুমি প্রকৃত মহিমার সন্ধানী হও তাহলে যাও জগতের চির-অবহেলিত মানুষদের কাছে...গণ্যমান্যদের মধ্যে খ্রিস্টের প্রকৃত আবাসভূমি হতে পারে না। কারণ, এত জমকালো ভবন তাঁর জন্যে নয়। তিনি জন্মেছেন গবাদি পশুর জাবনায়। এই পৃথিবীর দেহে-মনে রিক্ত ও অবহেলিত মানুষের মাঝেই খ্রিস্ট বিরাজ করেন।'[৮৯]

৮৭. উডহাউস, পৃ.৫৫-৫৭, ৬১, ৬৯-৭১ ; পুটনি বিতর্কের বিষয়ে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.৫০-১, ৪ অধ্যায়।
৮৮. স্যাবাইন, পৃ.৩৩৭, ১৮১-২।
৮৯. ঐ, পৃ.৪৭৩-৭৪ ; এছাড়াও দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের ৭ অধ্যায়।

৩ ছন্নছাড়া মানুষ

যে-সব ভবঘুরে কিছুই করে না শুধু রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় বা যে-সব দুষ্টপ্রকৃতির লোক টাকা পেলে যে কোনো লোকের ভাড়া খাটতে রাজি যে কোনো খারাপ কাজ করার জন্য—এই জাতীয় লোকদেরই আমরা সচরাচর বদমাস ডেকে থাকি। এসব অধঃপতিত, গুবরে পোকার মতো বদমাসদের যে কোনো ছোটো-বড় শহরে দেখতে পাওয়া যাবে। যে শহরে তারা ঢুকবে সেখানেই তারা হট্টগোল আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধাবে।

জেনেভা বাইবেল, অধ্যায় ১৭.৬-এর পৃষ্ঠা-প্রান্তে লেখা মন্তব্য।[১]

১ সচলতা ও স্বাধীনতা

অকুণ্ঠ আনুগত্য ও নির্ভরতার বন্ধনভিত্তিক প্রভু ও ইতরজনের সম্পর্কই সামন্তসমাজের মর্মবস্তু। কর্তৃত্ব বিন্যাসের কাঠামোয় পীনদ্ধ সমাজজীবনে কেউ কেউ প্রভু আর বাকিরা সব ভৃত্য। মিডলটন রচিত নাটকের অন্যতম কুশীলবের জিজ্ঞাসা: 'তুমি কার লোক?' তার উত্তরে বলা হচ্ছে, 'মহাশয় আমি একজন ভৃত্য—আমার কিন্তু কেউ প্রভু নয়।' এ-ধরনের অবিশ্বাস্য উক্তির ফলে পুনরায় জিজ্ঞাসা, 'তা কি করে সম্ভব'?[২] বস্তুত, প্রায় স্থানু কৃষিসমাজের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে স্থানিক বশ্যতা ও নিয়ন্ত্রণ; যার অর্থ হলো, কোনো জমি বা ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রভু-নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব। এই মডেলের সঙ্গে বাস্তব অবস্থা সবসময় একাত্ম নয়। ষোড়শ শতকের সমাজদেহে লেগেছে গতির আবেগ আর তখন ছন্নছাড়া লোকদের (masterless men) চোর-ডাকাত বলে মনে করা হতো না যদিও তাদের সংখ্যা ভয়াবহ আকারে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় তের হাজারে। তাদের বেশিরভাগই আবার উত্তরাঞ্চলের লোক ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দের সরকারি সূত্রে জানা যায়। ১৬০২-এর এক আন্দাজি হিসেবে জানা যায় খোদ লণ্ডন শহরে এদের সংখ্যা তিরিশ হাজারের মতো।[৩] যা-ই তাদের সংখ্যা হোক, এ-ধরনের মানুষেরা কারো ভৃত্য নয়- অথচ এরা বেখাপ্পা স্বভাবের এবং সমাজের স্থিতিশীলতার পক্ষে ভয়ংকর বিপজ্জনক।

প্রথমত, এরা স্বভাব দুর্বৃত্ত, ভবঘুরে ও ভিক্ষুক গোটা গ্রামাঞ্চল যারা চষে বেড়াচ্ছে। কখনও তারা কাজ খুঁজছে অথচ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলে এদের কোনো কাজ দেওয়া যাচ্ছে না এবং এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ব্যয়সংকোচের তাগিদে লর্ডরা সংসারের কাজের লোক ছাঁটাই করেছে। মুনাফার লোভে তারা বাস্তু থেকে উচ্ছেদ করেছে প্রজাদের অথবা ঠিকে বন্দোবস্ত করেছে কিছু লোকের সঙ্গে। প্রথমযুগের পুঁজি-নির্ভর বস্ত্র ব্যবসায়ের

১. জেনেভো বাইবেলের ১৭.১-৬ অধ্যায়-এর অনুমোদিত সংস্করণ, দ্র.—এই অধ্যায়ের শীর্ষলেখ। জেনেভা বাইবেলে উল্লিখিত দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে 'র‍্যাডিকাল ধর্মভাবাপন্ন' ও 'সাধারণ ভবঘুরে'—উভয়েই অন্তর্ভুক্ত। জেনেভা বাইবেলের পৃষ্ঠা প্রান্তদেশে লেখা মন্তব্যের উদ্দেশ্য হলো : গণবিদ্রোহে উদ্ভূত অভিযোগগুলি মিথ্যে প্রতিপন্ন করা, প্রজাতন্ত্রের ধারণাকে ধ্বংস করে দেওয়া, ধর্মীয় র‍্যাডিকালদের থেকে দূরে থাকা এবং এই সব ধারণা ভবঘুরে নিচুতলার লোকজনদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। শাসনকর্তারা বা এই মতের সমর্থনকারীরা জেনেভা বাইবেলের এই সংস্করণটি কাজে লাগিয়েছেন প্রায়শই ধর্মীয় র‍্যাডিকাল ও ভবঘুরেদের জন্যই।

২. টি. মিডলটন, *দ মেয়র অফ কুইনবরো*, অঙ্ক-২, দৃশ্য-৩ প্রথম প্রকাশ : ১৬৬১ ; যদিও মিডলটন মারা যান ১৬২৭-এ।

৩. জে. স্ট্রাইপ, *অ্যানালস অফ দ রিফর্মেশন.....ডিউরিং কুইন এলিজাবেথ'স হ্যাপি রেন* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৮২৪) খণ্ড ১, ভাগ ২, পৃ. ২৯৬ ; সম্পা.—ডব্লিউ· টাইট, *ডায়েরি অফ জন ম্যানিংহাম* (কামডেন সোসাইটি, ১৮৬৮) পৃ. ৭৩।

তেজী-মন্দার খেলায় অল্প কিছু লোক লাল হয়ে গেছে এবং বাকিদের ঘটেছে সর্বনাশ। আনাড়ি হতভাগারা পথে বসেছে। তারাই ষোড়শ শতকে শাসককুলের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে যদিও তারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পক্ষে তেমন বিপজ্জনক নয়। ভবঘুরেরা চার্চে যায় না এবং তাদের কোনো সামাজিক পঙক্তিতে ফেলাও যায় না। এসব কারণে কালভিনপন্থী শাস্ত্রকারদের ভাষায়, এরা হলো 'অভিশপ্ত প্রজন্মের মানুষ'।[৪] ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে আইন করে যত্তো সব বদমাস, ভবঘুরে আর ভিখারিদের প্রতি রবিবার চার্চে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক করা হলো। কিন্তু কোনো সংজ্ঞাতেই এদের আদর্শনিষ্ঠ বলা যাবে না। চুরি-ডাকাতি করতেই শুধু পারে তারা পারে না সংঘবদ্ধ বিদ্রোহে সামিল হতে। ১৬৪০-এর দশক পর্যন্ত সম্পত্তিওয়ালাদের এ-ধরনের ভবঘুরেদের দিকে মুখ তুলে তাকাবার অবসর মেলে নি। এতদিন তারা ছিল শুধু আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা আর কিছু নয়। যদিও সমাজের এই তলানিদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে যথেষ্ট দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তারা চুরি করলেও, তাদের প্রাপ্য সাজা হোক—এটা কখনো সাধারণ মানুষ চাইত না। তারপর বৈপ্লবিক যুগ এসে গেলে নানান পুস্তিকায় তখন লেখা হলো যে, বিভিন্ন সংশোধন কেন্দ্রের হালচাল এমন যে, ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধের চেয়ে, সৎ লোকদেরও সম্মান এবং আত্মমর্যাদা ধ্বংস করে তাদের ভবঘুরে ও ভিক্ষুক হতে প্ররোচিত করবে।[৫]

দ্বিতীয়ত, ১৫০০ – ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের জনসংখ্যা আটগুণ বৃদ্ধি পায়। মধ্যযুগীয় আইনভঙ্গকারীদের পক্ষে যা ছিল সবুজ পাতায় ছাওয়া বৃক্ষবহুল অরণ্য, ষোড়শ শতকের ভবঘুরেদের পক্ষে লণ্ডন শহরও তাই অর্থাৎ আত্মগোপন করার আদর্শ জায়গা। গতর খাটাবার মতো লোকের সংখ্যা অন্য জায়গার তুলনায় লণ্ডনে অনেক বেশি। দাতব্যের আয়োজনও কম নয় এবং অসদুপায়ে উপার্জনের অনেক পথ এখন উন্মুক্ত। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ও সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে লোকে হঠাৎ টের পেল যে, অপরাধজগতের এক গোপন ভূখণ্ড রয়েছে। এই জগতের বাইরের চেকনাই বড়ো বেশি প্রচারিত; তাসত্ত্বেও যারা কখনো ওস্তাদ হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবে না সেই ডক শ্রমিক, ভিস্তি, রাজমিস্ত্রী ও কারিগর প্রমুখ শ্রমজীবীদের জগতের তুলনায় তার গুরুত্ব এক্কেবারে অকিঞ্চিৎকর। (১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত শিক্ষানবীশী আইনের বলে অ-স্বাধীন কারিগরদের দক্ষতা-নির্ভর শিল্প থেকে বাইরে রাখা হয়।) আমাদের ক্ষেত্রে যেটা প্রাসঙ্গিক তা হচ্ছে, এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী এক্কেবারে দারিদ্রসীমার কাছাকাছি অবস্থান করছিল হয়তো বা তার নিচেও।[৬] এদের ওপর কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক প্রভাব আদৌ খাটে কি না সন্দেহ, যদিও এরা সপ্তদশ শতকে কথিত 'জনতা'র অংশ। পীমের ক্ষেত্রে এদের সমর্থন লাভের প্রয়োজন না হতে পারে; তবে চল্লিশ বছর পরে কিন্তু স্যাপ্টস্‌ব্যরীর দরকার পড়ল এদের সমর্থনের। কিন্তু এই তথাকথিত 'জনতা' আসলে অরাজনৈতিক এদের নানাসময় ইচ্ছে-মতো কাজে লাগানো হয়েছে। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেসবিটারীয়রা এদের কাজে লাগিয়েছে।[৭] ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজপক্ষীয়রা এবং রানী অ্যানের আমলে চার্চ ও রাজার লোকেরা কাজে লাগিয়েছে। জেনেভা বাইবেলের পৃষ্ঠাপ্রান্তে যা লেখা আছে অর্থাৎ 'যে কোনো লোক টাকা দিয়ে যে কোনো খারাপ কাজে এদের লাগাতে পারে'[৮]—কথাগুলি আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। এদের অস্তিত্ব সবসময় ভীতি উদ্রেককারী, বিশেষ

৪. *পি অ্যান্ড আর*, পৃ.২২৭-২৯ ; *এস. অ্যান্ড পি.*, পৃ. ৪৫৭।

৫. যেমন, পিটার চেম্বারলিন, *দ পুওর ম্যানস্ অ্যাডভোকেট* (১৬৪৯) পৃ. ৪৭।

৬. অন্যান্য শহরেও এ-জাতীয় লোকজন বাস করত কিন্তু তারা সহজেই নিয়ন্ত্রিত হতো শাসকশ্রেণীর কাছে, স্থানীয় ভদ্রলোকে-বাবুমশাইদের সহায়তায়।

৭, আমরা সম্ভবত, শহুরে জনতা ও শহরতলীর স্বাধীন মানুষের মধ্যে একটা পার্থক্য করে নিতে পারি। অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর ১৬৪৭-এ সাউথওয়ার্কের অধিবাসীরা সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে—শহুরে কিছু 'মস্তানে'র সহায়তায়, প্রেসবিটারীয় নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার জন্য। (বি. হোয়াইটলক, *মেমোরিয়ালস অফ দ ইংলিশ অ্যাফেয়ার্স* [১৬৮২] পৃ. ২৬৩-৫). দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৪৮, ৪ অধ্যায়।

৮. আলোচ্য অধ্যায়ের প্রারম্ভিক স্তবক (শীর্ষলেখ) দ্রষ্টব্য।

করে অর্থনৈতিক সংকটের সময়।

প্রোটেস্ট্যান্টদের এক উপ-সম্প্রদায়ের অংশবিশেষকেও এক ভিন্ন গোত্রের ছন্নছাড়া মানুষ বলা যায়। এরা সব যাজক ও জমিদারদের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন, এক আঁটোসাটো ধরনের সমাজ কাঠামোর মডেল অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় চার্চ থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ। এই উপ-সম্প্রদায়গুলি শহরেই বেশি শক্তিশালী যেখানে তারা সাধারণ মানুষের জন্য দানসত্র খুলেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট বহিরাগত দিন-মজুরেরাও রয়েছে, জীবিকার নিশ্চয়তা যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। রয়েছে কারিগর শ্রেণীর লোকজন, শিক্ষানবীশ আর কঠোর পরিশ্রমী মানুষ, যারা ভাবে এই ঈশ্বর-পরিত্যক্ত জগতে তারাই একমাত্র সেরা লোক। আইনগত বাধা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে এসব গোষ্ঠী নিজেদের ভাইদের জন্য সমাজসেবা ও দরিদ্রসেবার কাজে উদ্যোগী হয়। ইহলোক ও পরলোকের জন্য তারা সামাজিক বীমা ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করতেও কসুর করে না।[৯] এরা স্থির-সংকল্প ও আত্ম-নির্ভরতা-সম্পন্ন মানুষ। নীতিগতভাবে ভগবান ও মানুষের মধ্যে অন্য কোনো কিছুর হস্তক্ষেপের বিরোধী। বিশাল শহর ও নগরের জনসমুদ্রে বিলীন হয়ে গিয়ে তারা সামন্তপ্রভুদের নাগালের বাইরে বাস করে। তাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধনের কারণ একটিই তারা কেবলমাত্র ভগবানের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ; তার জায়গায় কোনো পার্থিব আনুগত্যের অনুশাসনে বিশ্বাসী নয়।

'সর্বশক্তিমান প্রিন্স' রানী এলিজাবেথকে আর্চবিশপ গ্রিণ্ডাল জানাচ্ছেন: 'স্বর্গে যিনি বাস করেন তিনি আরো শক্তিশালী।'[১০] ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার হেনরি স্লিংশবী হান্টিংডনের আর্লকে জানাচ্ছেন, 'ইংলণ্ডের কোনো লর্ডকেই তিনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না, একমাত্র 'স্বর্গীয় প্রভু' ছাড়া।'[১১] যারা রানীর বশংবদ অথচ ভগবান ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, তাদের সম্পর্কে মার্টিন মারপ্রিলেটের কটাক্ষ লক্ষণীয়।[১২]শেষের তিনটি কথার ঝাঁঝ থেকে ফুটে ওঠে ভবিষ্যতের সংকেত, যেদিন দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক রূপে প্রথম চার্লসের শিরচ্ছেদ ঘটবে। বৈপ্লবিক দশকের দিনগুলিতে শাণিতযুক্তি প্রয়োগের আত্মপ্রত্যয় ক্রমশ নিচের স্তরের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে জন গুডউইনের যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় তার শিরোনাম হলো *ভগবান একজন সদাশয় প্রভু*। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম ডেল বলছেন : ভগবানকে যিনি ভয় করেন, আর কাউকে ভয় না-করলেও তাঁর চলবে। তিনি নিজে উঁচুতলার লোকদের ভয় করেন না।[১৩] ফেয়ারফ্যাক্স-কে, ১৬৪৯-এর জুনে ডিগারপন্থীরা জানাচ্ছেন: 'আমরা সর্বশক্তিমান প্রভু স্বয়ং ভগবানকেই আমাদের রাজা ও রক্ষাকর্তারূপে বেছে নিয়েছি।'[১৪] ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফেনস্টানটনের এক কৃষকের আশংকা যে, সে যদি বাপতিস্তদের দলে ভিড়ে যায় তাহলে তার প্রভু তাকে জমি থেকে খেদিয়ে দেবেন। হেনরি ডেনি তাকে আশ্বস্ত করলেন: 'ভগবানে আস্থা রাখ কারণ তিনি শ্রীযুত বেডউইচের চেয়ে ভালো জমিদার'।[১৫] ঐ বছরে শ্রীমতী মার্গারেট ফেল স্বামীকে জোর দিয়ে বলছেন: 'তোমার অন্তরে যিনি রয়েছেন, তিনি, বাইরে যিনি রয়েছেন, তাঁর চেয়ে বেশি শক্তিশালী।'[১৬] 'যিনি অন্তরে রয়েছেন' কথাটির অর্থ ভগবান এখন সকলের নাগালের মধ্যে। তিনি এখন শুধু শীর্ষস্থানীয় সামন্তপ্রভু বা রাজাধিরাজ নন। সমস্ত

৯. এই সম্প্রদায় 'প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের জন্যে প্রতিটি ঘরে ঘরেই যথেষ্ট ভালো কাজ করেছে।'—কে. ভি. টমাস বলেছেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৩ ; তু.—*এস. অ্যান্ড পি.*, পৃ. ২৮৬-৭, এবং বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৭০, ১৮ অধ্যায়।

১০. জে. স্ট্রাইপ, *লাইফ...অফ...এডমণ্ড গ্রিণ্ডাল* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৮২১) পৃ.৫৭২।

১১. স্টোন কর্তৃক উদধৃত, *দ ক্রাইসিস অফ-অ্যারিস্টোক্রাসি*, পৃ.২৬৫।

১২. মারপ্রিলেট , *দ এপিটোম* (১৫৮৯)।

১৩. ডেল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮।

১৪. স্যাবাইন, পৃ. ২৮৪।

১৫. *ফেনস্টানটন রেকর্ডস্*, পৃ.৮২।

১৬. ইসোবেল রস, *মার্গারেট ফেল* (১৯৪৯) পৃ.১১৯।

সাধুসন্তদের মধ্যেই তিনি রয়েছেন, তিনি সর্বশক্তিমান এবং তার শক্তির অংশ তিনি সকলের মধ্যে বিতরণ করেন।

চতুর্থত, ছন্নছাড়া মানুষ বলতে বোঝায় লণ্ডনের গরীবদের সমান্তর গ্রামের গরীব। তারা কুটিরবাসী—সাধারণের জমি, পতিত জমি অথবা বনের মধ্যে কোনো রকমে মাথা গুঁজে বাস করে। পূর্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মতো তারাও ষোড়শ শতকের ইংলণ্ডের জনসংখ্যা-স্ফীতির দাপটে কাহিল। নতুন শিল্পের উদ্ভব অথবা পুরোনোর সম্প্রসারণজনিত কারণে তারা কখনো উপকৃত—কখনো বা ক্ষতিগ্রস্ত। আগের সেই উন্মুক্ত চাষের আওতায় জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই মানুষেরা কোনোরকমে আধা বে-আইনী জীবনের পরিবেশে প্রাণটুকু ধরে রেখেছে। মাথার ওপর কোনো প্রভু নেই যার প্রতি বশ্যতা জানাতে হবে এবং বিনিময়ে পাবে নিরাপত্তা। জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রথাসিদ্ধ অধিকারটুকু কোনো রকমে বজায় রেখে তারা বেশ কিছুকাল টিকে থাকতে পারল। খনিজ এলাকা, কয়লা-খাদ, পাথর-খাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কুলি-মজুররা কুটির নির্মাণ করে বাস করতে থাকে। ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দের আইন মোতাবেক, চার একর সংলগ্ন জমি ছাড়া কুটির নির্মাণ অবৈধ।[১৭] অবশ্য কুলিদের ঝোপড়িগুলি ঐ আইনের আওতার বাইরে। এরাই বাড়তি শ্রমশক্তির কাঁচামাল। এ-ধরনের অনিয়মিত শ্রমশক্তিকে কাপড়ের ব্যবসা, মোজা বোনা, লোহা তৈরি অথবা কয়লা তোলা—সব কাজেই লাগানো হয়। যতদিন বাজার ভালো, ততদিন এসব মেহনত-নির্ভর মানুষরাও কিছুটা স্থিতিশীলতার স্বাদ পায়। কিন্তু যখনই বড় রকমের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, অরণ্য নিধন ও জলাভূমি নির্মূলের হিড়িক পড়ে তখন এসব দুর্ভাগা মানুষের কষ্টের অবধি থাকে না। ততদিন তারা সমাজ-জীবনের ফাঁকফোকরে কোনোরকমে টিকে থাকে এবং ভিনদেশের আগন্তুকদের কল্যাণে এদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে ক্রম-বর্ধমান।[১৮]

রবিনহুড-গাথায় ও শেক্‌স্‌পীয়ারের 'আর্ডেনের অরণ্যে' আরণ্যক স্বাধীনতার মহিমা কীর্তিত। এবং এলিজাবেথীয় ও জ্যাকোবীয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার অনিবার্য কুশীলব জ্ঞানী 'অরণ্যবাসী'। তার সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা সন্ধানী মানুষের অরণ্যের কোলে ফিরে যাওয়ার সমকালীন প্রবণতার।[১৯] অরণ্য নিধনের তালে তালে ভূমিস্বত্বের অবাধ অধিকার স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। ফলে, অন্তত চতুর্দশ শতকে স্বাধীন কারিগর ও আইন বহির্ভূত লোকের সহাবস্থান অরণ্য অঞ্চলে এক পরিচিত দৃশ্য।[২০] ম্যাসিংগারের *দ গার্ডিয়ান*-এ (১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে অনুমতিপ্রাপ্ত) দেখা যায় নেপলস্‌বাসী বলে পরিচিত ডাকাতরা আসলে 'ভদ্রসভ্য ইংরেজ চোরদের' কুটুম্ব-স্থানীয় এবং তারা অরণ্যের স্থায়ী বাসিন্দা। এরা রাজা ও তাঁর আইনের ধার ধারে না। যারা গরীবের মুখ মাটিতে চেপে ধরে, সাধারণের জমি বেড়া দিয়ে আত্মসাৎ করে, জমির বন্ধকী কারবার করে, 'লোহা কারখানার মালিক যারা অরণ্যসম্পদ ধ্বংস করে। জাহাজ নির্মাণের জন্য যারা গাছ কাটে', ঠগবাজ দোকানদার ও মদ্য ব্যবসায়ী—এদের ওপর ডাকাতি করতে এরা ওস্তাদ। এরা কিন্তু কখনো ভুলেও খাজনার বোঝায় জেরবার চাষী, বাজারের অভাবী লোক, মুটে অথবা স্ত্রীলোকের ক্ষতি করে না।[২১] ঐ যুগের লোকপ্রিয় গাথাকাহিনীতে 'দুঃসাহসী অপরাধ

১৭. রবার্ট পাওয়েল, *আ ট্রিটাইজ্ অফ....কোর্টস্ লীট'* (১৬৪২) পৃ.৫২-৫৩।

১৮. থার্স্ক, *অ্যাগ্রারিয়ান হিস্ট্রি*, খণ্ড ৪, পৃ.৩৮, ৯৫-৯৯ ; পি. এ. জে. পেটি, *দ রয়াল ফরেস্টস অফ নর্দাম্পটনশায়ার* (নর্দাম্পটনশায়ার রেকর্ড সোসাইটি, ১৯৬৮) পৃ. ১৪২-৭, ১৫৮, ১৬২-৩, ১৭১।

১৯. আর. এইচ. হিলটন, 'দ অরিজিনস অফ রবিন হুড', *পি. অ্যান্ড পি.*, ১৪ ; এম. এইচ. কীন, 'রবিন হুড—পিজ্যান্ট অর জেন্টলম্যান?', *ঐ*, ১৯ ; ডি. এম. বারজারন, *ইংলিশ সিভিক পিজ্যান্ট্রি* (১৯৭১) বিশেষত পৃ. ৫৬, ৭০-১, ৮২।

২০. হিলটন, *দ ডিক্লাইন অফ সার্ফডম* (ইকোনমিক হিস্ট্রি সোসাইটি, ১৯৬৯) পৃ. ১৯-২৩ ; জে. বিরেল, 'পিজ্যান্ট ক্রাফটসমেন ইন দ মেডিয়েভাল ফরেস্ট', *এ. এইচ. আর.*, খণ্ড ১৭, পৃ. ৯১-১০৭।

২১. পি. ম্যাসংগার, *প্লেজ [Plays]* (১৮৯৭) পৃ.৪৬৯, ৪৮৭ ; তু.—*ইংলণ্ডস হেলিকন*, ১৬০০ (১৯৪৯) পৃ. ১৯৭-৮।

কার্যের' প্রতি সহানুভূতির উল্লেখ দেখেছেন ফার্থ।[২২] অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত।

আর্ডেনের ' অরণ্য হলো ভ্রাম্যমান কামার, পেরেক-কারিগর, শেক্‌সপীয়ারীয় সাধাসিধা গেঁয়োলোক, টিংকার ফক্স ও তার সমর্থকবৃন্দ এবং কভেন্ট্রির র‍্যান্টার গোষ্ঠী সকলেরই আশ্রয়স্থল। রিচার্ড বাক্সটার (উরস্টারশায়ারের অন্তর্গত)ডাডলে অঞ্চলের কাছাকাছি 'অস্বাভাবিক জনাকীর্ণ গ্রামাঞ্চলের' কথা উল্লেখ করেছেন। 'সেখানে বন আর সাধারণের জমি—পেরেক, কাস্তে প্রভৃতির কারিগর আর মজুর-কামারদের ঘিঞ্জি বসতি প্রায় একটা পুরো গ্রামের চেহারা নিয়েছে।' 'তাঁতি, দর্জি ও এ-জাতীয় পেশার লোকজনদের জ্ঞানগম্যি বেশি এবং তারা ধার্মিক প্রকৃতির হয়ে থাকে—গরীব জমির গোলামদের তুলনায়।' 'লণ্ডনের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ ও আসা-যাওয়ার ফলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভদ্রতাবোধ ও ধর্মভাবের আধিক্য দেখা যায়।'[২৩]

পঞ্চমত, চতুর্থ শ্রেণীর ছন্নছাড়া মানুষের চেয়ে ভিন্নতর অবস্থান ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ীকুলের—যাদের মধ্যে ফেরিওয়ালা, গাড়ওয়ান থেকে মুটে ও ফড়ে শ্রেণীর সব মানুষই রয়েছে। আজকের তুলনায় তখন বাজারের পরিধি সীমাবদ্ধ; ফলে গ্রাম্য-কারিগরের সংখ্যা আজকের চেয়ে অনেক বেশি।[২৪] আকালের সময় তারা খদ্দেরের আশায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঘুরে বেড়াত। অধ্যাপক এভারিটের মতে, এই লোকেরা অনুর্বর অঞ্চল ও বনভূমি নির্বিচারে চষে বেড়াত। তারাই হয়তো বৈপ্লবিক ধর্মীয় ভাবধারা চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে থাকবে, যেমন করেছিল গোড়ার যুগের ফ্যামিলিপন্থীরা। এই শ্রেণীর মানুষজনের মধ্যে রয়েছে তাঁতি, ঝুড়িওয়ালা, গাইয়ে, বোতলওয়ালা ও ছুতোর প্রভৃতি বিচিত্র পেশার লোক—জীবিকার তাগিদে যারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছে।[২৫] 'গোটা দেশে চষে বেড়িয়ে' অক্সফোর্ডশায়ারের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের (১৫৯৬) কাহিনী প্রচার করেছিল একজন গাড়োয়ান ও একজন যাঁতাকলওয়ালা।[২৬] স্কট কভেনেন্টপন্থীরা ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে ভ্রাম্যমান বণিকদের মাধ্যমে 'ইংলণ্ডে খবর পাঠানো ও সমর্থন সংগ্রহের' চেষ্টা করেছিলেন বলে বলা হয়। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে রী-হাউস ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ আনা হয়।[২৭] প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যরা নিশ্চিতভাবেই (১৬৩৭-৩৮) মালবাহকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন।[২৮] মফস্বলের সরাইখানা ও ভাঁটিখানাগুলি ছিল বহিরাগতদের সংবাদ বিনিময় ও আলাপ-আলোচনার প্রধান আস্তানা। গৃহযুদ্ধের সময়, অধ্যাপক এভারিটের মতে, সাধারণত মফস্বলের সরাইখানাগুলিতে সেনা মোতায়েন করা হয়।[২৯]

বনভূমি ও গোচারণভূমি এবং উন্মুক্ত সমতলভূমির মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে, এ-তথ্যের জন্য যাঁদের কাছে আমরা সবিশেষ ঋণী সেই ড.থার্স্ক ও অধ্যাপক এভারিট আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বনভূমি ও গোচারণ ভূমি,

২২. সি. এইচ. ফার্থ, *এসেজ্ হিস্টোরিক্যাল অ্যাণ্ড লিটারেরি* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৩৮) পৃ.২৫ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.২৫৮,১৭ অধ্যায়।

২৩. সম্পা.—এম. সিলভেস্টার, *রেলিক্যুইয়া বাক্সটেরিনা* (১৬৯৬) খণ্ড ১, পৃ. ১৪, ৮৯ ; বাক্সটার, *পুওর হাসব্যাণ্ডম্যান'স অ্যাডভোকেট,* সম্পা. এফ. জে. পোওইক (১৯২৬) পৃ. ২৬-৭, ১৬৯১ সালের রচনা ; তু.—ভি. এইচ. টি. স্কিপ, 'ইকোনমিক অ্যান্ড সোস্যাল চেঞ্জ ইন দ ফরেস্ট অফ আর্ডেন', ১৫৩০-১৬৪৯', *এ. এইচ. আর.*, খণ্ড ১৮. সাপ্লিমেন্ট, পৃ. ৮৪-১১১।

২৪. তু.—ডাব্লউ.জি.হস্‌কিনস্, *দ মিডল্যাণ্ড পিজ্যান্ট* (১৯৫৭) পৃ.২০৪।

২৫. এভারিট, থার্স্ক-এর *অ্যাগ্রারিয়ান হিস্ট্রি* পৃ.৪৬৩, ৫৬২-৬৩, ৫৭৩ ; স্ট্রাইপ, *অ্যানালস*, খণ্ড ২, ভাগ ১, পৃ. ৪৮৭।

২৬. *সি· এস. পি. ডি.* ১৫৯৫-৭ পৃ.৩৪৩-৪৪ ; তু.—আমার *রিফর্মেশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন* (পেঙ্গুইন সং.) পৃ. ৯৩-১০০।

২৭. জে. নেলসন, *অ্যান ইম্পার্শিয়াল কালেকশান* (১৬৮২) খণ্ড ১, পৃ.২৮৫ ; সম্পা.—এ. ব্রাউনিং, *মেমোয়ার্স অফ স্যার জন রেরেসবি* (১৯৩৬) পৃ. ৩০৯ পাদটীকা।

২৮. *প্রিভি কাউন্সিল রেজিস্টারস্* ১৬৩৭-৩৮ (১৯৬৭) পৃ.৪৩৪, ৪৫৭, ৫২১, ৫২৩।

২৯. এ. এভারিট, *চেনজ্ ইন দ প্রভিন্সেস্ ইন দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি,* (লেসিস্টার ইউ. পি., ১৯৬৯) পৃ.৪২।

আয়তনে আজকের তুলনায় অনেক বড়ো ছিল। প্রধানত উত্তর এসেক্স, ওয়েল্ড, উইল্‌টশায়ারের 'পনির' উৎপাদনকারী অঞ্চল, ইয়র্কশায়ার ও ল্যাংকাশায়ারের শিল্পাঞ্চল এবং শেরউড, আর্ডেন, নিউ ফরেস্ট, নর্দাম্পটনশায়ারের অরণ্যভূমি ও পার্বত্যাঞ্চল তার অন্তর্গত। অধ্যাপক এভারিটের চোখে 'অনুর্বর অঞ্চল ও বনভূমি অধ্যুষিত ধর্মজেলার ভক্তসমাজের গতিচঞ্চল প্রবণতার পাশাপাশি সমতলের ধর্মজেলাগুলির ভক্তদের অপেক্ষাকৃত স্থানু ও বশ্যভাবাপন্ন।'[৩০] (যেহেতু তারা 'অপেক্ষাকৃত স্থানু' স্বভাবের, তাই আমি সে-সব সরল সাদাসিধে গৃহস্থ চাষীদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা করতে চাই না। গোটা সমাজকে টেনে আনা হয়তো ঠিক নয়, তবুও মনে হয়, সেটা অনিবার্য হয়ে পড়ে বই লিখতে গেলে, বিশেষ করে যেখানে সামাজিক ও বৌদ্ধিক পরিবর্তনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পাঠকের মনে রাখা উচিত যে, সমতলের ধর্মজেলাগুলির গৃহস্থ চাষীরাই গ্রামীণ মানুষের মধ্যে সংখ্যাগুরু।) অনুর্বর ও বনভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি প্রায়শ সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলির নাগালের বাইরে থাকত। বিরাট ধর্মজেলায় হয়তো বহু দূরে দূরে এক-আধটা ভজনালয়ের অস্তিত্ব ছিল; অতএব সেখানকার লোকজন যাজক ও জমিদারের আওতার বাইরে থেকে মুক্ত জীবনযাপন করত। এসব অঞ্চলে সামন্ততন্ত্রসুলভ বশ্যতার রেওয়াজ প্রায় ছিলই না। তাই গ্রামীণ শিল্পের চাহিদা মেটানোর জন্য সস্তায় দিন-মজুর সংগ্রহে কোনো বাধা আসত না সেখান থেকে। অব্রে আমাদের জানাচ্ছেন, বনচারী 'ছোটোলোকেরা কোনো আইন-কানুনের ধার ধরে না; তাদের মাথার ওপর কেউ নেই এবং নির্ভরও করে না তারা কারও ওপর।' এসব অঞ্চলই সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকের বেশিরভাগ বিদ্রোহের ঘটনাস্থল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উইল্‌টশায়ার ও ডীনের বনাঞ্চল ।

ড. থার্স্ক ও অধ্যাপক এভারিটের মতে, গীর্জার পরিমণ্ডলের বহুদূরে বনভূমি অথবা গোচারণ জমিতে বসবাসকারীরা র‍্যাডিকাল ধর্ম-চিন্তা অথবা 'ডাইনিবিদ্যার' জন্য যেন মুখিয়ে রয়েছে। (রবিনহুড লোকগাথার উল্লেখযোগ্য উপাদান যাজক বিদ্বেষ।[৩১]) ওয়েল্ড হলো 'সেই অন্ধকারে ডুবে থাকা অঞ্চল, যেখানকার বাতাসে ভাসছে মত বৈষম্য ও বিদ্রোহের বীজানু'—এই ধারণা টমাস এডওয়র্ডস দ্বারা সমর্থিত। নর্দাম্পটনশায়ারের ঘন বসতিপূর্ণ বনাঞ্চল গ্রামীণ পিউরিটান সম্প্রদায়, বিভিন্ন আজব ধর্মগোষ্ঠী ও ডাইনিবিদ্যাচর্চার ঘাঁটি।[৩২] সপ্তদশ শতকের গোড়ায় যখন অরণ্য নিধন করা হচ্ছে, উইল্‌টশায়ারের 'পনির' উৎপাদক জেলা তখন হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ঐ অঞ্চল তখন কম রোজগেরে আংশিক সময়ের বয়নশিল্পী ও নাস্তিকদের আড্ডাখানা।[৩৩] এডওয়ার্ড কথিত 'ভ্রান্তি ও ধর্মীয় উপসম্প্রদায়ের দ্বীপ' ইলি অনেকদিন ধরেই নিচুতলার লোকজনের অধার্মিকতা ও বিদ্রোহ প্রবণতার কেন্দ্র যতদিন না 'জলাভূমির প্রভু' অলিভার ক্রমওয়েল এসে সাধারণ মানুষকে উদ্দীপিত করছে। চল্লিশের দশকে সীকারপন্থীদের ঘাঁটিও এই ইলি অঞ্চল—তখন এটা কিছুকালের জন্য উইলিয়ম আরবেরির সদর দপ্তর। জলাভূমি জলশূন্য করার সময় পর্যন্ত, বলা হয় যে, অক্সহোম দ্বীপের বাসিন্দারা কার্যত ছিল সব পৌত্তলিক। ১৬৫০ - ৫১ খ্রিস্টাব্দে তারা সতেজে লেভেলারপন্থীদের সমর্থন

৩০. থার্স্ক, *অ্যাগরারিয়ান হিস্ট্রি*, পৃ. ৫৪, ১১১-১২, ৪১১-১২, ৪৩৫, ৪৬৩ এবং নানাস্থান দ্রষ্টব্য ; ডি. জি. সি. অ্যালান, 'দ রাইজিং ইন দ ওয়েস্ট', *ইকোনমিক হিস্ট্রি রিভিউ*, সেকেন্ড সারমন, খণ্ড ৫, পৃ. ৭৬-৮৫ ; জি. আর. লিউইস, *দ স্টাননরিস* (হারভার্ড ইউ. পি., ১৯২৪) পৃ. ১৭৪-৫ ; তু.—আমার *রিফর্মেশন টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন*, পৃ. ৬২-৩, ৮৯।

৩১. জে. সি. হোল্ট, 'দ অরিজিনস অ্যান্ড অডিয়েন্স অফ দ বালাডস অফ রবিনহুড', *পি. অ্যান্ড পি.*, ১৮ পৃ. ৯।

৩২. থার্স্ক, *অ্যাগরারিয়ান হিস্ট্রি*, পৃ. ১১২, ২৫১ ; এভারিট, *চেঞ্জ ইন দ প্রভিন্সেস ইন দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি*, পৃ ২২-৩ ; *দ কমিউনিটি অফ কেন্ট অ্যান্ড গ্রেট রেবেলিয়ান* (লেসিস্টার ইউ. পি., ১৯৬৬) পৃ. ৮৬, ২২৫, ২৯৭ ; 'ননকনফরমিটি ইন কান্ট্রি পেরিশেস', *এ এইচ. আর.*, খণ্ড ১৮, সাপ্লিমেন্ট, পৃ. ১৭৮-৯৯ ; এডওয়র্ডস, *গাংগ্রীনা*, ভাগ ৩, পৃ. ৯৮ ; পেটি, *রয়াল ফরেস্টস অফ নর্দাম্পটনশায়ার*, পৃ. ১৭৩।

৩৩. ই. কেরিজ, 'দ রিভোল্টস ইন উইল্টশায়ার এগেনস্ট চার্লস ১', *উইল্টশায়ার আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্ড ন্যাচারাল হিস্ট্রি ম্যাগাজিন*, খণ্ড ৫৭ (১৯৫৮) পৃ. ৬৬-৭১ ; *ভি. সি. এইচ. উইলটশায়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪০৬-৭, ৪১২-৪, ৪১৭, ৪২৭, ৪৩১-২।

যুগিয়েছিল।[৩৪] মধ্য-পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কোয়েকারপন্থীরা কাম্বারল্যান্ডের 'জলাভূমিতে ঝাঁকে ঝাঁকে জড়ো হতো।'[৩৫]

অধ্যাপক ওয়ালৎসেরের মতে, ছন্নছাড়া জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে পিউরিটানসুলভ অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা-বোধের কল্পনা অচিন্তনীয়। তারা চায় মানুষ নিজের মধ্যে একজন প্রকৃত প্রভুকে আবিষ্কার করুক এবং কঠোর সংযম পালনের মাধ্যমে এক নতুন ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে উঠুক। ধর্মান্তর, সন্তের পর্যায়ে উত্তরণ, অবদমন ও যৌথ শৃঙ্খলা—অস্থির সমাজব্যবস্থার একমাত্র প্রতিষেধক। এই পথেই সৃষ্ট হবে নতুন মানুষ, তারপর নতুন সমাজ। তাঁর মতে, জ্যাকোবিন এবং বলশেভিকরাও একই পরিস্থিতির ফসল।[৩৬] এই উপমার মনোহারিত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমার মতে, ছন্নছাড়া-বৃত্তি প্রসঙ্গে অধ্যাপক ওয়ালৎসার একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। যা একদলের চোখে ভীতিপ্রদ ও উদ্বেগজনক তা অন্যদের পক্ষে এক বিশেষ সুযোগ, যদিও তার সাহায্যে সমাজের ওপরতলায় আরূঢ় হওয়া যায় না। ছন্নছাড়া মানুষ কারও ভৃত্য নয়; অতএব এই প্রবণতা তাদেরই সাজে যাদের কাছে নিরাপত্তার চেয়ে স্বাধীনতাই বেশি কাম্য। রিচার্ড ব্রোমের গ্রন্থ *এক ফূর্তিবাজ নাবিক (আ জোভিয়াল ক্রিউ)*-এ সপ্তদশ শতকীয় ইংলণ্ডের ভিক্ষুক-জীবনযাত্রার জয়গান রয়েছে যার বর্ণনা আদৌ রোমান্টিক নয় যদিও আঙ্গিক রোমান্টিকধর্মী। আর ভিক্ষুকরা হলো :

দেশের মধ্যে একমাত্র মুক্ত মানুষ;
কোনো আইনের ধার ধারে না, ধর্মেরও নয়।
তাদের প্রাচীন রীতিনীতি অক্ষত ও অটুট।
তারা একজোট কিন্তু বিদ্রোহী নয়।[৩৭]

ইংলণ্ডের গ্রামীণ জীবনের আপাত মসৃণ আস্তরণের নিচে আর এক দৃশ্য উন্মোচিত। দিগন্ত বিস্তৃত চোখ জুড়ানো সবুজ সমতলভূমি জুড়ে বনচারীদের দাপাদাপি যাদের মধ্যে রয়েছে ভ্রাম্যমান কারুশিল্পী ও রাজমিস্ত্রী, জীবিকাসন্ধানী বেকার নারী-পুরুষ, ভেসে বেড়ানো নটুয়া ও বাজিকর, ফেরিওয়ালা ও হাতুড়ে বদ্যি, ভবঘুরে ও যাযাবর মানুষ। তারা সাধারণত লণ্ডন ও বড় শহরগুলিতেই জড়ো হতো। কখনো বা যে-সব জায়গায় চার্চের কর্তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে নতুন বসতি গড়ে উঠেছে অথবা যেখানে জনমজুরের চাহিদা রয়েছে সে-সব পুরোনো বসতি-অঞ্চলেরও তাদের পদার্পণ ঘটত। সৈন্য ও নৌ-বাহিনীর লস্কর সংগ্রহ করা হতো এই আরণ্যক মানুষদের মধ্যে থেকে। তাদের একাংশ নিশ্চয়ই আয়ার্ল্যান্ড অথবা আমেরিকার নতুন বসতকারী যারা জমি ও স্বাধীন চাষীর মর্যাদালাভের জন্য যে কোনো ঝুঁকিপুর্ণ কাজ করতে প্রস্তুত অতি-জনাকীর্ণ ইংলণ্ডে যা প্রায় অসম্ভব। ইংলণ্ডে সমতলবাসী ছাড়া বাকিরা সবাই এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াবে এটা ধরেই নেওয়া হয়। এবং কৃষিপ্রধান গ্রামগুলি থেকে আহরিত জনসংখ্যার সরকারি হিসেব তাই পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয় ; যেহেতু সেখানকার জীবনযাত্রা বনভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলের তুলনায় অধিকতর স্থিতিশীল। শ্রীযুত পিটার ক্লার্কের মতে যে-সব পরিবারে ভাঙাগড়া চলে অবিরাম, সেগুলি প্রকৃত অর্থে পরিবার নয়।[৩৮]

৩৪. কে. ভি. টমাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২, ১৬৫ ; এ. এল. মর্টন, *দ ওর্য়ল্ড অফ দ র‍্যান্টারস* (১৯৭০) পৃ. ১৩০ ; জে. ডি. হিউজেস, 'দ ড্রেনেজ ডিসপিউটস ইন দ আইল অফ অক্সহোম', *দ লিংকনশায়ার হিস্টোরিয়ান*, খণ্ড ২, পৃ. ১৩-৩৪ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৩-৪, ২ অধ্যায়, পৃ. ৯১, ৭ অধ্যায় এবং আরবেরি-র জন্য দ্র.—পৃ. ১৪২-৫, ৯ অধ্যায়।

৩৫. জে.টি.রট্ সম্পাদিত *দ পার্লামেন্টারি ডায়েরি অফ টমাস বার্টন* (১৮২৮), খণ্ড ১, পৃ.১৭০।

৩৬. এম. ওয়ালৎসের, *দ রেভোলিউশন অফ দ সেইন্টস্* (হার্ভাড ইউ. পি., ১৯৬৫) বিশেষত পৃ.৩০৮-১৬।

৩৭. আর. ব্রোম, *দ ড্রামাটিক ওয়র্কস্* (১৮৭৩), খণ্ড ৩, পৃ.৩৭৬ ; নাট্যাভিনয় ১৬৪১ ; প্রথম প্রকাশ : ১৬৫২।

৩৮. পি. ক্লার্ক ও পি. স্ল্যাক সম্পাদিত *ক্রাইসিস অ্যাণ্ড অর্ডার ইন ইংলিশ টাউনস্*, ১৫০০-১৭০০ (১৯৭১) পৃ.১৫৪ ; তু.—এ. ম্যাকফারলন, *দ ফ্যামিলি লাইফ অফ র‍্যালফ জোসেলিন* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯৭০) পৃ. ৮৯, ১১৪, ২০৫-৬, তার এই সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে।

অস্থির চলমান 'জনতা'কে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার জন্য আইন-শৃঙ্খলার অধিকর্তারা (J.P.) বে-আইনী ভাঁটিখানাগুলিকে উৎখাত করার জন্য যুগ যুগ ধরে ব্যর্থ চেষ্টা করে আসছে। কারণ, ঐ ভাসমান মানুষদের মধ্যেই তো যত্তো বিক্ষুব্ধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ভ্রাম্যমান ধর্মপ্রচারকরা গা ঢাকা দিয়ে থাকে। অনুকূল আধ্যাত্মিক পরিবেশে ভাসমান কারুশিল্পীই হয়তো ভ্রাম্যমান ধর্মযাজকে রূপান্তরিত হবে। যা ঘটছে ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে গোপনে ও চল্লিশের দশকের মুক্ত পরিবেশে—প্রকাশ্যে। ওয়াল্টার ক্র্যাডক বলছেন, ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়েলসে এ-ধরনের যাজকের সংখ্যা আটশো।[৩৯] ভ্রাম্যমান যাজকের পক্ষে অতি সহজেই ভ্রাম্যমান ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভাব ঘটা সম্ভব ছিল। অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও তাতে আর্থিক সুবিধা ছিল বিস্তর ; যেমন অনেকদিন পর্যন্ত উইলিয়ম ফ্র্যাংকলিন ও মেরি গ্যাডবেরির খাওয়াপরার ব্যবস্থা শিষ্যরাই করেছিল।[৪০] কাজেই, জে. পি.-রা ভবঘুরে বিরোধী আইন ও আচরণবিধি—এ-জাতীয় ত্রাণকর্তা, কোয়েকার যাজক ও বাপতিস্ত সবজান্তাদের বিরুদ্ধে যে প্রয়োগ করবে—এটাই তো স্বাভাবিক। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ভবঘুরে বৃত্তি নিরোধক আইন সমানভাবে সবরকমের 'চির ভ্রাম্যমান ব্যক্তি'র বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। কোয়েকার সম্প্রদায়ের অভিযোগ : এই আইনের বলে তারা 'স্বয়ং খ্রিস্ট ও সন্তপুরুষদের'ও ধরে রাখবে।[৪১]

জনসংখ্যা-বিশেষজ্ঞরা আরো একটু ঐ যুগের অধ্যাত্মবাদী আত্মজীবনী ও সাময়িকপত্রের দিকে মনোযোগী হলে পারতেন। কারণ তদানীন্তন সমাজের ঢিলেঢালা চেহারা সমর্থিত হয় ঐসব সূত্র থেকেই। জানা যায়, কিভাবে ছিন্নমূল মানুষেরা গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কখনো নিজের এবং কখনো বা সস্ত্রীক অন্নসংস্থান করে বিনা আয়াসে। স্থায়ী আস্তানা বানানোর জন্য মাঝেমধ্যে তারা কিছু টাকাও রোজগার করে ; অথবা অস্থায়ী আস্তানা গড়ে এমন সব জায়গায়, যেখানে অস্থায়ী শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে। শ্রীযুক্তা ক্লার্কসন তাঁর র‍্যান্টারপন্থী স্বামীর সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন ; আবার কখনো বা একজন নাবিকের বউ-এর মতোই বাড়িতে স্বামীর প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন। স্বামী লরেন্স দূরে কোথাও নারীসঙ্গে মেতে থাকলেও নিজের বৈধ পত্নীকে টাকা পাঠাতে কসুর করতেন না। উইলিয়ম ফ্রাংকলিন অর্থোপার্জনের জন্য লণ্ডনে যেতেন মাঝে মাঝে আর স্ত্রী মেরি গ্যাডবেরি হ্যাম্পশায়ারে 'ত্রাণকর্তা' স্বামীর ভাবমূর্তি ধরে রাখতেন।[৪২]

২ বনাঞ্চল ও সাধারণের জমি

সমসাময়িকদের অভিযোগ, বনভূমি ও পতিত জমি যাবতীয় আলস্যের উৎসস্থল। এলিজাবেথীয় জরিপকার রকিংহ্যাম বনাঞ্চলের কুটিরবাসীদের সম্বন্ধে বলছেন : 'তারা যতদিন গবাদি পশুর ভরসায় অলস জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে পারবে ততদিন তারা কোনো মেহনতে রাজি হবে না।' 'সাধারণের গোচারণভূমি আসলে ঝোপড়িবাসীদের আলস্য ও ভিক্ষুকবৃত্তিকে অব্যাহত রাখে।' কারণ, 'লুকিয়ে বনের গাছ কাটা, ধরা পড়লে ঘুষ দেওয়া ও বেড়া ভাঙা প্রভৃতি অপরাধের প্রতি করুণা দেখানো ও সাজা না-দেওয়ার ফলে যাবতীয় দুষ্ট ও অলস লোকরা আরো আশ্‌কারা

৩৯. ডব্লিউ.ক্র্যাডক্, *গ্ল্যাড টাইডিংস* (১৬৪৮), পৃ.৫০।

৪০. এন. কোহন্, *দ পার্সুইট অফ দ মিলেনেনিয়াম্* (১৯৫৭) পৃ.৩৩০-৩৩ ; এছাড়াও দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ২৪৪, ১০ অধ্যায়।

৪১. সম্পা.—এন. পেনি, *এক্সট্রাকটস ফ্রম স্টেট পেপারস রিলেটিং টু ফ্রেন্ডস* (১৯১৩) পৃ. ৪৩ ; তু.—ই. বারো, *দ মেমোরেবল ওয়র্কস অফ আ সন অফ থান্ডার অ্যান্ড কনসোলেশান* (১৬৭২) পৃ. ৫০০ ; বারটন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ২, পৃ. ১১২-১৪।

৪২. ক্লার্কসন, *দ লস্ট শিপ ফাউণ্ড* (১৬৬০) কোহন-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ· ৩৪৬-এ ; ঐ, পৃ. ৩৩২, ক্লার্কসন-এর জন্য দ্র.—পৃ ১৫৭-৬০ ৯ অধ্যায়।

জে. পি. (J. P.) জাস্টিস অফ পিস—আইনশৃঙ্খলার অধিকর্তা—এরপর থেকে 'জে.পি.'উল্লেখ করা হবে।

পেয়ে যায়।'[৪৩] নর্দাম্পটনশায়ারের গরীব লোকজন 'বনভূমি ও মরু অঞ্চলে পরোপজীবীর মতো বসবাস করে থাকে। চুরি তাদের নিত্যকর্ম ও তাদের মধ্যে অনবরত জন্মাচ্ছে যত্তো ভবঘুরে আর বদমাসদের ছানাপোনারা।' 'ভিক্ষুক সংখ্যা বৃদ্ধির হার' রোধ করতে হলে বন সাফ করা ও জমিতে বেড়া দেওয়া একান্ত জরুরি।[৪৪] ডীনের বনাঞ্চলে 'অসংবৃত বাক্য ও অসংযত জীবনযাপনে অভ্যস্ত' লোকেরা বাস করে। তারা নিজেদের ও কাছাকাছি কাউন্টিতে বসবাস না করে স্রেফ বদমাইসি করার আড়াল হিসেবে এই জায়গাটা আশ্রয়ের জন্য বেছেছে।'[৪৫] ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে হাউস অফ কমন্সের প্রতি রাজা প্রথম জেমস-এর পরামর্শ হচ্ছে যে, তাদের কর্তব্য হবে পতিত জমি, সাধারণের গোচারণ ভূমি এবং বিশেষ করে বনভূমি-অঞ্চল থেকে যাবতীয় ঝোপড়ি উচ্ছেদ করা। কারণ, সেগুলি 'চোর বদবাস ও ভিক্ষুকদের পাঠশালা ও আশ্রয়স্থল।'[৪৬]

অরণ্য নিধন ও খোলা জমিতে বেড়া দেওয়া অতএব জাতীয় কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত। এটা হবে নিষ্কর্মা গরীবদের পক্ষে শাপে বর এবং চটজলদি লাভের মুখ দেখবে ঘেরা জমির বড়লোক মালিক। প্রথম জেমস-এর মতে, সেজমুরের জলাভূমি উদ্ধার 'একটা ধর্মানুষ্ঠানে'র সামিল।[৪৭] ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে স্যামুয়েল হার্টলিব বলছেন : 'বহুশত একর পতিত ও বন্ধ্যা জমি এবং বহু সহস্র অলস হাতের সম্পদে ইংলণ্ড বলীয়ান। যদি উভয় সম্পদের উৎকর্ষসাধন সম্ভব হয় তাহলে ভগবানের আশীর্বাদে ইংলণ্ড আজকের তুলনায় অধিকতর ধনশালী দেশে পরিণত হবে।'[৪৮] ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, জমিতে বেড়াদানের ফলে উৎপাদক সমাজে এমন সব বহু নতুন মানুষ যুক্ত হবে যারা এতদিন জাতির সম্পদ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি না-ঘটিয়ে শুধু তার অপচয় ঘটিয়েছে।[৪৯] কিন্তু একজন ঝোপড়িবাসী বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেছে একজন গৃহভৃত্যের তুলনায় ; কারণ শেষের মানুষটিকে নতুন জায়গায় কাজ করতে গেলে পূর্বতন প্রভুর কাছ থেকে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে হতো।[৫০] সাধারণের অধিকার-বিচ্যুত একজন মজুরকে আর একজন সাধারণ অধিকারসম্পন্ন মানুষের তুলনায় নিয়োগকর্তার ওপর বেশি নির্ভরশীল হতে হতো। অ্যাডাম মুর জমিতে বেড়াদানের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন : 'তার ফলে গরীব লোকজন আরো বেশি পরিশ্রম করতে আগ্রহী হবে, যাদের এতদিন ভয় দেখিয়েও কঠিন পরিশ্রমের কাজে লাগানো যায় নি।'[৫১]

এসব কারণে অবস্থাপন্ন লোকেরা ঝোপড়িবাসীদের অপছন্দ করত। গৃহযুদ্ধের ফলে মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে এবং তার সাথে সাথে বে-আইনী ঝোপড়িগুলিতে 'নতুন নতুন উটকো বহিরাগতদের' আবির্ভাব ঘটে যারা 'সৎ নির্দোষ বিনয়ী পরিশ্রমী চাষী গৃহস্থদের চেয়ে' বেশি অর্থবান এবং দুর্বিনীতও বটে। 'মাছি আর উকুনের মতো গরীবেরা সংখ্যায় বাড়ে এবং আমরা জমিতে বেড়া না-দিলে ওরা সব কিছু খেয়ে শেষ করবে।'[৫২] ঝোপড়িবাসীরা

৪৩. থার্স্ক, *অ্যাগ্রারিয়ান হিস্ট্রি*, পৃ. [৩৫]। ৪৪. পেটিট, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৩৩।

৪৫. সি. ই. হার্ট, *দ ফ্রি মাইনার্স অফ দ ফরেস্ট অফ ডীন* (গ্লসেস্টার ১৯৫৩) পৃ.১৭৪-৭৫।

৪৬. ই.আর.ফস্টার, *প্রোসিডিংস্ ইন পার্লামেন্ট*, ১৬১০ (ইয়েল ইউ. পি., ১৯৬৬), খণ্ড ২, পৃ.২৮০-৮১। তু·—*কমন ডিবেটস* ১৬২১, সম্পা·—এফ· এইচ· রেলফ এবং এইচ· সিম্পসন (ইয়েল ইউ· পি·, ১৯৩৫) খণ্ড ২, পৃ· ৩৩২, খণ্ড ৫ পৃ· ১১৩।

৪৭. টি. জি. বার্নস-এর *সামার সেট, ১৬২৫ - ৪০* (১৯৬১) থেকে উদধৃত, পৃ.১৫১।

৪৮. স্যাবাইন-এ উদ্ধৃত এস হার্টলিব, '*লণ্ডনস চ্যারিটি স্টিলিং দ পুওর অরফ্যানস*, পৃ.১৪।

৪৯. এস ফোত্রে, *ইংলন্ডস্ ইনটারেস্ট অ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট* (১৬৬৩) প.১৯ - ২০ ; তু.—অ্যাডাম মুর, *ব্রেড ফর দ পুওর* (১৬৫৩) পৃ. ৬।

৫০. ই.এম.ট্রটার, *সেভেনটিন্‌থ সেঞ্চুরি লাইফ ইন-কান্ট্রি প্যারিশ* (১৯১৯) পৃ.১৩৫ - ৩৯।

৫১. এ.ম্যুর, *ব্রেড ফর দ পুওর*, পৃ.৩৯ ; তু.—পৃ.৬।

৫২. সিউডোমিসমাশ, *কনসিডারেশনস কনসার্নিং কমন ফিল্ডস অ্যান্ড এনক্লোজার* (১৬৫৩) ; জন মুর, *দ ক্রাইং সিন অফ ইংলণ্ড অফ নট কারিং ফর দ পুওর* (১৬৫৩) পৃ. ১১। বেড়াদানের সপক্ষে উকালতির কারণে অভিযোগপূর্ণ মন্তব্য-র উল্লেখ করেছেন মুর, কিন্তু 'সিউডোমিশমাশ'-এ এমন কোনো অভিযোগ করা হয় নি যাতে মনে হয় তিনি ভুলক্রমে তা হাজির করেছেন। এছাড়াও তু.—ব্লিথ, *দ ইংলিশ ইমপ্রুভার ইমপ্রুভড* (১৬৫২), ভূমিকা ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

জরিপওয়ালাদের দুচোখের বিষ—এই পেশাটার কুখ্যাতির এটাও অন্যতম কারণ।[৫৩] ১৬৪৬-৬০ খ্রিস্টাব্দে, শ্রীযুত অসবোর্ন দেখছেন যে, জে. পি. মহোদয়রা ঝোপড়িবাসীদের উচ্ছেদ করার কাজে জোর তৎপরতা শুরু করেছে। তারা তাদের আস্তানাগুলি ভেঙেচুরে দিচ্ছে। এই ঘটনা ঘটছে বিশেষ করে হারফোর্ডশায়ার, মিডলসেক্স ও ওয়ারউইকশায়ার অঞ্চলে।[৫৪] ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে এই দৃশ্য প্রায় সর্বত্র।[৫৫] ১৬৫০-এর দশকের আর একটি বিভেদসূচক ঘটনার কথা জানা যায়। গরীবদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সেনাবাহিনী বাকি বেতন আদায়ের জন্য সমস্ত বনাঞ্চল বিক্রি করার জন্য চাপ দিতে থাকে। গরীব মানুষ জানে জমিতে একবার বেড়া দিলেই সেগুলি বিক্রি করার চেষ্টা চলবে।[৫৬]

অতএব বনাঞ্চল, সাধারণের জমি ও পতিত জমি সংক্রান্ত প্রশ্নে দুটি পরস্পরবিরোধী নীতির আবির্ভাব ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তালে তালে ঝোপড়ির সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং বনের গাছকাটারও ধুম পড়ে যায়। বড়লোকরা প্রায়ই সাধারণের জমি গবাদি পশুতে ভরিয়ে দেয়। 'নতুন অতি-লোভী ভদ্রলোকরা' সাধারণ জমির ওপর অধিকারকে লাভজনক করার জন্য ঝোপড়িগুলি কিনে নিতে থাকে।[৫৭] 'শীতকালে যখন "সাধারণের জমি" ফসলশূন্য হয়ে যাবে তখন তাদের নিজস্ব জমির মজুত ফসল সংরক্ষিত থাকবে। অতএব অনশনই একমাত্র গরীবের বিধিলিপি যেহেতু তাদের ভাঁড়ার একেবারে শূন্য এবং সংরক্ষণেরও কোনো সুযোগ নেই।'[৫৮] এ-সমস্ত নানান কারণে জমিতে সার দেওয়ার রীতি ছিল না। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য গরীবরা সাধারণের জমি থেকে গোবর কুড়িয়ে নিত।[৫৯] 'সাধারণের জমির পরিমাণ যতো কম হবে, গরীবের সংখ্যাও ততো কম হবে'—লিখছেন একজন সহৃদয় মানুষ, স্যামুয়েল হার্টলিব।[৬০]

অনেকদিন আগে, সেই ১৫৩০-এর দশকে স্টার্কির প্রস্তাব ছিল, পতিত জমি উদ্ধার করে সেখানে গরীব মানুষের বসতির ব্যবস্থা করা হোক।[৬১] অন্যদিকে, বন কেটে বসত ও জমিতে বেড়া দেওয়া অথবা জলাজমি উদ্ধার প্রভৃতি রাজকীয় প্রকল্প—যা ১৬৪০-এর আগে অনুসৃত হয়—তার পরিণাম ভালো হয় নি। কারণ, এর ফলে জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে যায় এবং সাধারণের অধিকার পদদলিত হয়। বড়ো ও বাচ্চাদের দীর্ঘদিনের খেলার মাঠ বিলীন হয়ে যায়। প্রাচীনপন্থীদের খেদোক্তি, এর ফলে দীর্ঘাকৃতি ধনুকের তীরন্দাজদের স্বাভাবিক নৈপুণ্য বিনষ্ট হয়েছে।[৬২] এই নীতির ফলশ্রুতি, মানুষকে দিনমজুর হতে বাধ্য করা, অনেকের মতে, যা প্রায় ক্রীতদাসত্বের সামিল। ('তোমরা কি মনে কর যে, আমরা আমাদেরকে এবং আমাদের বাচ্চাদের এই ঘাম ঝরানো পেশা নিতে বলব?') কর্মসংস্থান নিশ্চয়ই বাড়বে কিন্তু তার সঙ্গে বাড়বে শ্রেণীগত ব্যবধান।[৬৩] বনে পশু-শিকার সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১৬৩০-এর দশকে কড়াকড়িও লক্ষিত হয়। ঝোপড়িওয়ালা ও অস্থায়ী বনবাসীদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে

৫৩. জে. নর্ডেন, *দ সার্ভেয়ার্স ডায়ালগ* (১৬১৮) পৃ. ৮-১১, ১১৩-১৪ ; তু.—*পি. অ্যান্ড আর.*, পৃ. ১৯০ ; সম্পা.—আর. ডি. র‍্যাটক্লিফ, *দ কোরলে সার্ভে* (ল্যাঙ্কাশায়ার অ্যান্ড চেশায়ার রেকর্ড সোসাইটি, খণ্ড ৩৩, ১৮৯৬), পৃ. ৫৫।
৫৪. বি অসবোর্ন, *জাস্টিস্ অফ দ পিস*, ১৩৬১ -১৮৪৮ (স্যাপ্টসব্যরি, ১৯৬০) পৃ.১২০ - ২৪।
৫৫. বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৫৩, ১৭ অধ্যায় দ্র—
৫৬. *পি. অ্যান্ড আর.*, পৃ. ১৭৯, ১৯০-৩ ; স্যাবাইন, পৃ. ৩৬৩-৪, ৬৩৮ ; ডি. এ. জনসন এবং ডি. জি. ভাইজে, *স্টাফোর্ডশায়ার অ্যান্ড দ গ্রেট রেবেলিয়ান* (স্টোক-অন-ট্রেন্ট, ১৯৬৪) পৃ. ২৬-৭, ৬৬-৭।
৫৭. এ মুর, *পূর্বোক্ত* পৃ.৩২ ; স্যাবাইন, পৃ. ৫০৬।
৫৮. জে. স্মিথ, *ইংলণ্ডস্ ইমপ্রুভমেন্ট রিভাইভড়* (১৬৭০) পৃ.১৮।
৫৯. এ. মুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৭।
৬০. এস. হার্টলিব, *লিগ্যাসি অফ হাজব্যান্ড্রি* (১৬৫৫) পৃ.৪৩
৬১. কে. এম বার্টন সম্পাদিত *আ ডায়লগ বিটুইন রেজিনাল্ড পোল অ্যান্ড টমাস লুপসেট* (১৯৪৮) পৃ.১৪০ - ৪১।
৬২. ডি. ব্রেইলসফোর্ড *স্পোর্ট অ্যান্ড সোসাইটি* (১৯৬৯) পৃ.৯ ; বয়নটন, *দ এলিজাবেথান মিলিশিয়া*, পৃ.৬৮।
৬৩. এ. মুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭ ; জে. থার্স্ক, 'সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি এগ্রিকালচার অ্যান্ড সোস্যাল চেন্জ', *এ. এইচ. আর.*, খণ্ড ১৮, সাপ্লিমেন্ট, পৃ. ১৬৯।

আইনভঙ্গকারীদের জন্য কঠোর সাজা বরাদ্দ হয়।[৬৪]

খুব স্বাভাবিক কারণেই বন কেটে বসত ও জমিতে বেড়াদান প্রকল্পের বিরুদ্ধে ১৬৪০-এর পূর্বে জনরোষ ফেটে পড়তে থাকে। চল্লিশের দশকে যখন ঐ প্রকল্পগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষও তাদের পুরোনো অধিকার সজোরে আঁকড়ে ধরে। ১৬৩১-এ, রাজকীয় নীতির বিরুদ্ধাচারী মধ্য-পশ্চিম কাউন্টি অঞ্চলের বিদ্রোহীদলগুলোর স্বাভাবিক আশ্রয়স্থল হলো ডীনের বনাঞ্চল। ১৬৪০-এর জুলাই মাসে সেনাবাহিনীতে জোর করে নাম লেখানো লোকগুলি খাপ্পা হয়ে স্টাফোর্ডশায়ারের নীডউড বনভূমির বেড়া উপড়ে ফেলে।[৬৫] গৃহযুদ্ধের সময় বনাঞ্চলীয় আইন অকেজো হয়ে পড়ে—বনের কাঠ ও পশু যথেচ্ছ চুরি যায়।[৬৬] খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি ও শ্রমিক সংগ্রহের তাগিদে পতিত জমি ও অরণ্যভূমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা—সপ্তদশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের কৃষি সংক্রান্ত লেখকদের কাছে কিন্তু স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছে। ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল অফ স্টেটকে জানানো হয় যে, 'পশুপালন ও কৃষির মঙ্গলসাধনই বনভূমিতে বেড়াদানের প্রধান লক্ষ্য। সাধারণের অধিকারসমূহ তার পক্ষে ক্ষতিকারক।'[৬৭] পুস্তিকা লেখকরা এখন উপলব্ধি করছেন যে, সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে নজর দিতে হবে। তাদের মধ্যে 'বেশ কয়েকজন' জমিতে বেড়াদানের পক্ষে, যদিও 'অধিকাংশরা' তার বিপক্ষে।[৬৮]

সাধারণের অধিকারসংক্রান্ত নানা আইনগত জটিলতাও রয়েছে। আইনজীবীদের মতে, মেরটন ও ওয়েস্টমিনিস্টার-২ আইন বলে পতিত জমিতে মালিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৬৯] কিন্তু ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত আইন পতিত জমি ও সাধারণ জমিতে ছোটোখাটো ঝোপড়িওয়ালাদের স্বত্ব সংরক্ষিত করেছে। ১৬০৫ সালের বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের ফলেই কেবল পতিত জমির ওপর সাধারণের অধিকার অস্বীকৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ডিগারদের বক্তব্য হলো, কেবলমাত্র 'রাজার বিশেষ অধিকারে বলীয়ান এক প্রাচীন প্রথা ব্যতীত' কোনো আইন সাধারণ জমির ওপর সাধারণের স্বত্বকে অস্বীকার করে নি।[৭০] কমন্স সভায়, পিটার চেম্বারলিন বলেন যে, 'ইতিমধ্যেই গরীবদের স্বার্থ তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে।'[৭১] এই 'স্বার্থ' বিমূর্ত আইনের বলে যৌক্তিক অথবা অযৌক্তিক যাই হোক না কেন, ১৬৪০-এর পূর্বে কার্যকর হয় নি। টমাস অ্যাডমস বলছেন, 'যদিও আইন এ-ধরনের বেড়াদান নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু একবার দেওয়া হয়ে গেলে তাকে উপড়ে ফেলার কথা তো বলে নি।'[৭২] কিন্তু ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের পর সাধারণ মানুষ নিজেদের হিম্মতে তাদের অধিকার কার্যকর করতে থাকে। শ্রীমতী হিপকিন বলছেন, 'লিংকনশায়ারে যখন মানুষজন সাধারণের অধিকার পদদলিত করার বিরুদ্ধাচারণ

৬৪. পেনরি উইলিয়মস, 'দ অ্যাক্টিভিটি অফ দ কাউন্সিল ইন দ মার্চেস আন্ডার দ আর্লি স্টুয়ার্টস', *ওয়েলশ হিস্ট্রি রিভিউ*, খণ্ড ১, পৃ. ১৪১ ; ডব্লিউ· শেফার্ড, *ইংলণ্ডস ব্লেম* (১৬৫৬) পৃ. ২০১-২ ; স্যাবাইন, পৃ. ৬১২।

৬৫. ডি.পেনিংটন, 'স্ট্রাফোর্ডশায়ার ইন সিভিল ওয়ার পলিটিক্স', *নর্থ স্ট্রাফোর্ডশায়ার জার্নাল অফ ফিল্ড স্টাডিজ*, খণ্ড ৫, পৃ.১৫।

৬৬. পেটিট, *রয়াল ফরেস্টস* পৃ.৪৭ - ৪৯, ১১৫, ১১৯, ১২৫।

৬৭. *সি·এস·পি·ডি*, ১৬৫৪, পৃ·৭১ - ৭২।

৬৮. এ.মুর, *পূর্বোক্ত*, বিশেষত সাধারণ ও জলাভূমির প্রভুদের প্রতি উৎসর্গীকৃত; সিউডোমিশমাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৭-৮; লী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭-৯, তু.—জে. থার্স্ক, 'সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি এগ্রিকালচার অ্যান্ড সোস্যাল চেনজ' পৃ. ১৬৭-৯।

৬৯. স্যার এফ.পোলক ও এফ.ডব্লিউ.মেইটল্যান্ড, *হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯১১), খণ্ড ১, পৃ. ৬২৭।

৭০. উইনস্ট্যানলি, *আ ওয়াচওয়ার্ড টু দ সিটি অফ লণ্ডন অ্যান্ড দ আর্মি* (১৬৪৯) স্যাবাইন-এর পৃ. ৩২২-এ ; আর. কোস্টার, *আ মাইট কাস্ট ইনটু দ কমন ট্রেজারি* (১৬৪৯) *ঐ*, পৃ. ৬৫৬।

৭১. চেম্বারলেন, *দ পুওর ম্যানস্ আডভোকেট*, পৃ.৫-৬।

৭২. টি.অ্যাডামস্, *ওয়র্কস*, পৃ.৫৪।

করে—তাদের দৃঢ়তা দেখে লেভেলারদের কথা মনে পড়ে যায়।'[৭৩] এমন কি যখন পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে পতিত জমিতে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হলো—তখনই প্রাচীন প্রথা বিরহিত নতুন সম্পর্কের উদ্ভব হয়। আগের চেয়ে বিশেষ করে বৈপ্লবিক দশকগুলির অশান্ত সময়ের চেয়েও বেশি প্রতিযোগিতার চাপ এসে পড়ল ভূমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে।[৭৪] উইনস্ট্যানলির মতে, সমস্ত পাট্টা জমির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে, 'নর্মান বিজয়ের সময় থেকে সাধারণ পতিত জমিকে বেড়া দিয়ে টুকরো টুকরো করে বিলি করার মাধ্যমে।'[৭৫]

লেভেলার ও ডিগারদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কারও পর্যুদস্ত। ১৬৪৯-এর পর লং পার্লামেন্টের ভগ্নাবশেষ 'রাম্প পার্লামেন্ট' (Rump Parliament) বহু ধারাবাহিক প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার চেষ্টা করে নি। সে-সময় পুলে (Poole) অঞ্চলের র‍্যাডিকালপন্থী পার্লামেন্ট সদস্য কর্নেল জন পাইন 'সাধারণের জমি থেকে গরীবদের অধিকার হরণের কাজকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন।' অন্যদিকে, জলাভূমি উদ্ধার ও চোরাশিকারের কবল থেকে হরিণকে রক্ষা করার জন্য আইন পাশ হয়।[৭৬] পতিত জমি থেকে জ্বালানি সংগ্রহের অধিকার জে. পি.-রা খর্ব করে।[৭৭] ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে আইনের যে খসড়া উথাপিত হয়, তাকে বেড়াদান বন্ধ করার জন্য শেষ আইনগত ব্যবস্থা বলে সাধারণত বলা হয়। এই আইনের আসল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণের জমিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে পতিত জমির উৎকর্ষ সাধন ও জলশূন্য হওয়ার প্রবণতা রোধ করা।[৭৮]

৭৩. জি.এম. হিপকিন, 'সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কনডিশনস্ ইন হল্যান্ড ডিভিসন অফ লিংকনশায়ার', *রিপোর্টস অ্যান্ড পেপারস অফ দ আর্কিটেকচারাল সোসাইটিস অফ লিংকনশায়ার, ইয়র্কশায়ার, নর্দাম্পটনশায়ার অ্যান্ড লিস্টারশায়ার*., খণ্ড ৪০ (১৯৩০-৩১) পৃ.২৩৬।

৭৪. আর.এইচ.টনি *দ অ্যাগ্রারিয়ান প্রবলেম ইন দ সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরি* (১৯১২) পৃ.১৪১।

৭৫. স্যাবাইন, পৃ.৩৮৭।

৭৬. আন্ডারডাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬১, ২৮৪; পাইন-এ সুরক্ষিত ছিল কোয়েকার ও অন্যান্য র‍্যাডিকালরা (*ঐ*, পৃ. ৩৬, ৩১৭)। পুলে ছিল র‍্যান্টারদের কেন্দ্র। কিন্তু পাইনের র‍্যাডিকালইজমের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল : তিনি লেভেলারদের এবং জঙ্গলের রাজকীয় বেড়াদানকে যারা উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল তাদের বিরোধিতা করেছিলেন (*ঐ*, পৃ. ৩২৯)।

৭৭. ই.এইচ.বেটস্ হার্বিন সম্পাদিত, *সামারসেট কোয়ার্টার সেশনস্ রেকর্ডস*, ১৬৪৬ - ১৬৬০, (সামারসেট রেকর্ড সোসাইটি, ১৯১২) পৃ.২৮৬।

৭৮. এ.এইচ.জনসন; *দ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ স্মল ল্যান্ডওনার* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯০৭) পৃ.৪৭।

৪ প্রচারক ও সেনানী

হয়তো সেদিন আসবে...
যবে মিথ্যার জয়গান গাইবে
ইংলন্ডের ইতরজনতা ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে
অচিরেই তারা বিশ্বাস করবে সৈনিকের প্রতিটি কথা
যা সন্ত ও দেবদূতের শিক্ষার চেয়েও অর্থবহ।

যো শে ফ ব মঁ, *সাইকি* (১৬৪৮), *কমপ্লিট পোয়েমস থেকে*, সম্পা.,এ. বি. গ্রোসার্ট (হিল্ডসেইম, ১৯৬৮) খণ্ড ২, পৃ. ৬৭.

১ নি উ ম ডে ল আ র্মি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ছন্নছাড়া মানুষের যে দলটিকে আমি আমার আলোচনার বাইরে রেখেছি তারা হলো 'নিউ মডেল আর্মি'। ছন্নছাড়া মানুষের সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে রাজনীতি সচেতন ও সবচেয়ে স্বল্পমেয়াদী অংশ এরা। ড. থার্স্ক ও অধ্যাপক এভারিটের অনুমান, অনুর্বর ও অরণ্য-অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষরাই ছিল গৃহযুদ্ধের সময় পার্লামেন্টপক্ষীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যাগুরু অংশ।[১] স্ট্রাফোর্ডশায়ারের গোড়ার দিকের যুদ্ধে 'একজন সাদামাটা লোকে'র নেতৃত্বে 'জলাভূমি অধ্যুষিত' অঞ্চলের এক ঝাঁক মানুষ প্রধান ভূমিকা নেয়।[২] ১৬৪২ সালে ল্যাংকাশায়ার অঞ্চলে, 'পেন্ডেল ও রোজেন্ডেল অরণ্য দুটির গাঁট্টাগোট্টা চোয়াড়ে লোকগুলি একটা হেস্তনেস্ত করার সংকল্প নেয়'।[৩] আর ইলি-র অধিবাসীরা ক্রমওয়েলের সেনাবাহিনীতে দলে দলে নাম লেখায়।

নিউ মডেল আর্মি নজিরবিহীন। সাধারণত জেলখানার কয়েদী ও অপরাধ জগতের মানুষদের মাঝখান থেকে সেনাবাহিনীতে লোক সংগ্রহ করা হতো। সবাই নাহলেও অফিসার ও অশ্বারোহী বাহিনীর লোকেরা নিউ মডেল আর্মির স্বেচ্ছাসেবী। এই বাহিনীর সামাজিক গঠন নিয়ে আলোচনা খুব কমই হয়েছে। কিন্তু অনেকের ধারণায়, ইংলণ্ডের সর্বস্তরের মানুষ নিয়ে গঠিত এই বাহিনী প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে হাউস অফ কমন্সের চেয়েও এগিয়ে।[৪] সংগঠন গড়া ও অবাধ আলোচনার স্বাধীনতার দৌলতে এই সেনাবাহিনী রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার পরিবর্ধন কেন্দ্র।[৫] যুদ্ধ জয়ের পর যখন অনিবার্য অবকাশের পালা   সেই সময় সাধারণ সৈন্যদের চিন্তাভাবনা দ্রুত বিকশিত হয়। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীতে, ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিজমার উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়ার দাবি ওঠে।[৬] ঠিক তার দু-বছর আগে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন জর্জ উইদার প্রশ্ন করেন,

১. থার্স্ক, *অ্যাগ্রারিয়ান হিস্ট্রি* পৃ. ৪৩৫, ৫৬২-৬৩, ৫৭৩।
২. ডি. এইচ. পেনিংটন ও আই. এ. রুটস সম্পাদিত, *দ কমিটি অ্যাট স্টাফোর্ড, ১৬৪৩-১৬৪৫*, (ম্যানচেস্টার ইউ. পি., ১৯৫৭) পৃ. [৫২]।
৩. ই. ব্রকসপ, *দ গ্রেট সিভিল ওয়র ইন ল্যাঙ্কাশায়ার, ১৬৪২-১৬৫১*, (১৯১০) পৃ. ৬০।
৪. উইলিয়াম সেজউইক, *আ সেকেণ্ড ভিউ অফ দ আর্মি রেমোস্ট্রেন্স*, (১৬৪৯) পৃ. ৫-৭ ; [অজ্ঞাত], *দ আর্মিস ভিনডিকেশন অফ দিস লাস্ট চেঞ্জ* (১৬৫৯) পৃ. ২-৬।
৫. *রেলিক্যুইয়া ব্যাক্সটারিনা*, খণ্ড ১, পৃ. ৫৩।
৬. দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৮৭, ৭ অধ্যায়।

কেন রাজভক্ত ভদ্রসন্তানদের সমস্ত জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে তাদের সাধারণ কৃষকের স্তরে নামিয়ে আনা হবে না? 'এটাই তো সঠিক স্তর যেখানে সৎ মানুষেরা জন্মসূত্রে স্থিত। অবশ্য তারা তারও উপযুক্ত নয়; তারা যে স্বাধীন মানুষকে দাস বানাবার চেষ্টার মাধ্যমে লর্ড ও নাইট উপাধি লাভ করেছে।'[৭]

সেই গতি চঞ্চল যুগে নিউ মডেল আর্মি জঙ্গমতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তারা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত চষে বেড়িয়েছে। অচেনা অজানা মানুষজনের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছে। নিউ মডেল আর্মির পাদরিরা শুধু সৈনিকদের নয়, অসামরিক নাগরিকদের ধর্মসভায়ও পৌরোহিত্য করেছে। যতই সময় এগিয়েছে সাধারণ সেনারাও ক্রমবর্ধমান হারে পৌরোহিত্যের কাজে অংশ নিয়েছে। ভ্রাম্যমান যন্ত্রবিদ্ (mechanic) ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে এ-ধরনের যাজকদের মিল লক্ষণীয়। হিউ পিটার, জন সল্টমার্শ, উইলিয়ম আরবেরি, জন ওয়েবস্টার[৮] হেনরি পিনেল, টমাস কোলিয়ার ও উইলিয়ম ডেলের মতো র‍্যাডিকালপন্থী সজ্জন—যারা আমাদের কাহিনীর অন্যতম চরিত্র—তারা সবাই সেনাবাহিনীর যাজককুলের অন্তর্গত। *শ্রীযুক্ত পিটারের ইংরেজ-জাতির যুদ্ধ সম্পর্কীয় শেষ প্রতিবেদন* (১৬৪৬)-এ বিভিন্ন সংস্কারমুখী প্রস্তাব স্থান পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে 'কৃষকদের স্বাধীনতার মর্ম বোঝানোর ভার নিতে হবে সেনাবাহিনীকে'।[৯] সল্টমার্শের মতে, 'খ্রিস্টীয় রাজ্যের প্রজাদের কর্তব্য শুধু আনুগত্য প্রদর্শন নয়; আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, পরামর্শ, ভবিষ্যদ্‌বাণী ও ভোটদানে অংশগ্রহণ প্রভৃতিও তার কর্তব্য'।[১০] উইলিয়ম আরবেরি যখন ১৬৪৬ সালে অক্সফোর্ডে বিতর্ক সভায় সওয়াল করেন যে, 'তথাকথিত যাজকদের জনসমক্ষে ধর্মোপদেশ দানের অধিকার একজন জ্ঞানী-গুণী সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি হতে পারে না'—তিনি সৈনিক সাধারণের ভরসায় কথাগুলি বলছেন।[১১] ১৬৪৭-এর ডিসেম্বরে হেনরি পিনেল অলিভার ক্রমওয়েলের মুখের ওপর প্রচারকদের (agitator) পক্ষ সমর্থন করে কথা বলেন।[১২] টমাস কোলিয়ারেরও লেভেলারদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মোপদেশদান প্রসঙ্গে তিনি লেভেলার-কর্মসূচির বেশ খানিকটা সামনে হাজির করেন; যেহেতু সেগুলি 'ঐশী অভিপ্রায় অনুসারী'।[১৩] আরবেরির মতো তিনিও ইহুদিদের প্রতি সহিষ্ণু আচরণের পক্ষপাতী।[১৪] ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে দেখা যাচ্ছে, অক্সফোর্ডের ধর্মসভাতেও (শ্রোতাদের অধিকাংশই সৈনিক) ডেল বলছেন : আসল ক্ষমতা আপনাদের—জনগণের। ধরে রাখুন তাকে হাতছাড়া করবেন না। কোলিয়ার ও আরবেরির মতো ডেলও মনে করেন সরকারি চার্চের যাজকরা সব খ্রিস্ট-বিরোধী।[১৫]

জনগণের সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের জনক যে শেষপর্যন্ত সেনাবাহিনী ও তার জন্মস্থান যে লণ্ডন

৭. জি. উইদার, *দ স্পীচ উইদাউদ ডোর* (১৬৪৪), পৃ. ৫।
৮. ওয়েবস্টারের যাজকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, যদিও তিনি নিজেকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন 'সেনাবাহিনীর শেষদিককার একজন যাজক' ও কর্নেল সাটেলওয়র্থের রেজিমেন্টের একজন সার্জেন বলে।(ডব্লিউ. এস. উইকস, *ক্লিথোরা ইন দ সেভেনটিন্‌থ সেঞ্চুরি*, ক্লিথোরা [?১৯২৮] পৃ. ১৭৬।)
৯. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬।
১০. উডহাউস, পৃ. ১৮৪, এছাড়াও এই অধ্যায়ের শেষাংশ পৃ.৫৩ দ্র.।
১১. [এফ. ছিনেল], *অ্যান অ্যাকাউন্ট গিভেন টু দ পার্লামেন্ট বাই দ মিনিস্টারস সেন্ট বাই দেম টু অক্সফোর্ড* (১৬৪৬ [-৭]) পৃ. ১৩-১৮ ; তু.—এডওয়ার্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৫০ ; এছাড়াও বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৪২-৩, ৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১২. এইচ. পিনেল, *এ ওয়র্ড অফ প্রফেসি কনসার্নিং দ পার্লামেন্ট, জেনারেল অ্যাণ্ড দ আর্মি* (১৬৪৮) পৃ. ২-১৭।
১৩. উডহাউস, পৃ. ৩৯০-৬।
১৪. টি কোলিয়ার, *অ্যান আনসার টু আ বুক রিটেন বাই ওয়ান রিচার্ড সান্‌ডার্স* (১৬৫২) পৃ. ৪১ ; দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৪২-৬, ৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৫. [অজ্ঞাত], *আ ভিনডিকেশান অফ সার্টেন সিটিজেনস* (১৬৪৬) পৃ. ৬-৯। ডেল কর্তৃক প্রকাশিত ধর্মোপদেশের বয়ানের সঙ্গে উদ্‌ধৃত বক্তব্যের বিষয় এক নয়, কিন্তু তাঁর মতে, সমস্ত সন্তদেরই ছিল আত্মার শক্তি ; তু.—আমার *অ্যান্টিক্রাইস্ট ইন সেভেনটিন্‌থ সেঞ্চুরি ইংলণ্ড*, পৃ. ৯৭-৮, ১২৪।

নগরী, তার জন্য প্রেসবিটারীয় ও প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত যাজক সম্প্রদায়ই দায়ী। ধর্মোপদেশ দান প্রসঙ্গে উইলিয়ম ব্রিজ বলেন : যদি রাজকুমার বিশ্বাসভঙ্গ করেন এবং প্রজাদের সংরক্ষণের পরিবর্তে তাদের খুনোখুনির মধ্যে ঠেলে দেন, তাহলে প্রজাদের নিজেদের হাতেই ক্ষমতা তুলে নিতে হবে। না, এটা অবৈধ নয়; কারণ তারাই ক্ষমতার আসল মালিক।[১৬] সশস্ত্র বিদ্রোহের সপক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য এসব ধ্যানধারণা প্রচারের প্রয়োজন ছিল; অবশ্য যারা এসব ছড়িয়েছিলেন তাঁরা ভাবেন নি যে, নিম্নবর্গীয় মানুষজন সত্যিই এসব বিশ্বাস করবে। যিনি ক্রমান্বয়ে পূর্বাঞ্চলীয় সংস্থার জেনারেল, ম্যাঞ্চেস্টারের আর্ল ও নিউ মডেল আর্মির প্রধান সেনাপতি স্যার টমাস ফেয়ারফ্যাক্সের খাস পুরোহিত ছিলেন সেই এডওয়ার্ড বাওলেজ বলছেন : 'আমি গণতন্ত্র-দানবের থেকে শত যোজন দূরে; আমি জনগণকে বলি তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে তারা যেন দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হয়।'[১৭] কিন্তু হায়! লোকে যেই দেখল তাদের মহলের অন্তত একটা দরজা খোলা তারা সেই খোলা দরজা দিয়ে সবেগে ধেয়ে এল। উইনস্ট্যানলির দাবি : আটপৌরে মানুষজনও 'জাতির অংশ' এবং ভদ্রলোক ও যাজকদের সমান অধিকার তাদেরও প্রাপ্য।[১৮] বাক্সটার প্রায়ই লোককে বলতে শুনেছেন : 'যতদিন নাইট আর ভদ্রলোকরা আমাদের জন্য আইন তৈরি করে চলবে ততদিন দুনিয়ার মঙ্গল নেই। তাদের ভয়েই তো আইন মানি। আসলে তো কষ্টই পাই। তারা তো জানে না লোকের ব্যথা। যতদিন না আমাদের মতো লোকের পার্লামেন্ট তৈরি হচ্ছে, যা আমাদের দুঃখ কষ্ট বুঝবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নেই।'[১৯] ১৬৪১-৪৩-এ যখন পার্লামেন্টে প্রচারকরা জনগণের প্রতি আবেদন জানায়, তারা তখন এতসব ভাবে নি। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে: মার্চমন্ট নেডহ্যাম বিচক্ষণতার সঙ্গে লিখছেন : 'জনগণ বলতে আমরা বিভ্রান্ত পাঁচমেশালি লোকদের মনে করি না।'[২০]

পার্লামেন্ট ও প্রেসবিটারীয় যাজকবৃন্দ সেনাবাহিনীর হালচাল দেখে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন। তারা বিশেষ করে সেই সব পাদরির ওপর ক্ষুব্ধ, যখন নাকি নিম্নবর্গীয়দের শান্ত রাখা দরকার—উল্টে তখন তাদের ক্ষেপিয়েই চলেছে। ১৬৪৭-এর বসন্তকালে পার্লামেন্ট বকেয়া বেতন চুকিয়ে না দিয়ে সেনাবাহিনীর একাংশকে যখন বরখাস্ত করে ও বাকিদের আয়ারল্যান্ড অভিযানে পাঠাতে উদ্যত হয় তখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। তারা এমন কি, ওপরওয়ালার আদেশ পালন করতে গিয়ে যুদ্ধ চলা-কালীন কৃতকর্মের জন্য আইননুগ সাজাপ্রাপ্তি থেকে সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য অব্যাহতি-আইনও পাশ করে নি। ১৬৪৭-এর এপ্রিলে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় বলা হচ্ছে, 'প্রতিটি জেলা আদালতে আমাদের সৈনিক বন্ধুদের লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে'। সে সম্পর্কে পনেরটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। এমন কি রাজার বিরুদ্ধে মন্তব্য করার জন্য পর্যন্ত তাদের অভিযুক্ত করা হয়।[২১]

এ-জাতীয় প্ররোচনার মুখোমুখি হয়ে ১৬৪৭-এর মার্চের শেষাশেষি সাধারণ সৈনিকরা, নিজেরাই একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য এগিয়ে আসে। অফিসারদের তারা বলে,'আমাদের সঙ্গে

১৬. ডব্লিউ. ব্রিজ, *দ উন্ডেড কন্‌সায়েন্স কিউওরড*, (১৬৪২) পৃ. ৪-৫, ৪১-৪, ৫৩।

১৭. ই. বাউল্‌স্, *প্লেন ইংলিশ* (১৬৪৩) পৃ. ২৫-৬। আমি এই সূত্রটির জন্য অধ্যাপক সি.এম. উইলিয়মস-এর কাছে ঋণী।

১৮. স্যাবাইন, পৃ. ৩৭১, ৩০৫।

১৯. বাক্সটার, *দ হোলি কমনওয়েলথ* (১৬৫৯) পৃ. ২৩১।

২০. *মার্কুরিয়াস পলিটিকাস*, ৮৭, ২৯ জানুয়ারি – ৫ ফেব্রুয়ারি ১৬৫২, পৃ. ১৩৮৫ ; *দ কেস অফ দ কমনওয়েলথ*, (১৬৪৯) পৃ. ৭১, ৬৯, ৭৯। এই সূত্রটি আমি পেয়েছি শ্রীযুত আই. ম্যাকক্যালমান-এর কাছে।

২১. [অজ্ঞাত], *অ্যাপোলজি অফ দ অ্যাজিটেটরস অফ এইট রেজিমেন্টস অফ হর্স* (২৮ এপ্রিল ১৬৪৭); জে. রাশওয়ার্থ, *হিস্টোরিক্যাল কালেকশনস* (১৬৮), খণ্ড ৬, পৃ. ৪৭৯ ; সি. এইচ ফার্থ সম্পাদিত *ক্লার্ক পেপারস* (কামডেন সোসাইটি), খণ্ড ১, (১৮৯৪) পৃ. ৭ ; এইচ ক্যারি সম্পাদিত *মেমোরিয়ালস অফ দ গ্রেট সিভিল ওয়র* (১৮৪২) খণ্ড ১, পৃ. ২৩৪ ; *সি. জে*, খণ্ড ৫, পৃ. ৩৪৫ ; ফ্রান্সিস হোয়াইট.*কপি অফ আ লেটার সেন্ট টু হিস এক্সেলেন্সি স্যার টমাস ফেয়ারফ্যাক্স* (১৬৪৭) পৃ. ৮।

কাজ করবে তো এগিয়ে এসো, নয়তো আমাদের কাজ আমাদেরই শান্তিতে করতে দাও'।[২২] অশ্বারোহী বাহিনী প্রতিটি রেজিমেন্ট থেকে দুজন করে প্রচারক-প্রতিনিধি (agitator) নির্বাচিত করে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। মে মাসের মাঝামাঝি দেখা যাচ্ছে, পদাতিক বাহিনীও পেছিয়ে নেই তারাও ততদিনে সংগঠিত হয়েছে। একটি সমাবেশ সফল করার জন্য 'মাথাপিছু চার পেন্স করে দান করল পদাতিক বাহিনীর লোকেরা।' আমরণ সংহতির প্রতীক হিসেবে সৈন্যরা বাম বাহুতে লাল ফিতে বাঁধল।[২৩] পরবর্তী কালে লিলবার্ন লিখছেন : 'প্রায় সব অফিসারের আচরণ পুরুষ মক্ষিকা বা সাপের মতো। তারা নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে।'[২৪] অনেক গড়িমসির পর অধিকাংশ অফিসার সাধারণ সৈন্যদের অনুসরণ করল। তাদের আসল উদ্দেশ্য 'সেনাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা ও যতদূর সম্ভব অবাঞ্ছিত ঘটনাবলী প্রতিহত করা।'[২৫] প্রচারকরাও ফেয়ারফ্যাক্সকে সেনাবাহিনীর সাধারণ সমাবেশের আদেশ দিতে অনুরোধ জানালেন; নতুবা 'আমরা ঐ কাজ করতে বাধ্য হবো'—এ-কথাও তাঁরা জানিয়ে দিলেন। সমর পরিষদ কথাটি গুরত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ করলেন; তাঁদের মতে জেনারেল যদি এই কাজ না করেন, তাহলে প্রচারকরা নিজেরাই তা করবে।[২৬]

এই হচ্ছে সেসময় যখন ৩ জুন, নিউ মার্কেটে সাধারণ সমাবেশের ঠিক আগের দিন কর্নেল জয়েস্ 'অশ্বারোহী বাহিনীর কমিটি প্রেরিত একদল ঘোড়াসওয়ার সঙ্গে নিয়ে'[২৭] রাজাকে বন্দী করল। অলিভার ক্রমওয়েল আগে থেকেই জানতেন যে, চার্লস অক্ষত থাকবেন। কিন্তু সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন, মনে হয়, প্রচারকদের পক্ষ থেকেই ঘটেছে। তার এক সপ্তাহ আগে ফেয়ারফ্যাক্স বৃথাই চেষ্টা করেছেন যাতে সৈন্যদের প্রকাশ্য সভা-সমাবেশ প্রভৃতি না ঘটে। জয়েস্ ও তার লোকজন যখন রাজাকে হোলম্বি হাউস থেকে সরাচ্ছিল তখন তাদের আইনানুগ ক্ষমতা কিছু ছিল না। চার্লস যখন জয়েস্‌কে তার কাজের হুকুম-নামা দেখাতে বললেন, সে তখন তার পেছনে সারিবদ্ধ সৈন্যদের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। আগেরদিনও যখন তাদের আচরণের জন্য কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়,সেনারা সবাই একসঙ্গে উত্তর দেয় ; 'আমরা সবাই আদেশ পালন করছি।'[২৮] কোনো জেনারেলই পাঁচশো অশ্বারোহী সেনার সেনাপতি করে একজন কর্নেটকে পাঠাতে পারে না। অতএব ফেয়ারফ্যাক্স কি ঘটেছে জানতে পারলেন যখন, তখনই একজন কর্নেলকে দায়িত্বভার দিয়ে পাঠালেন। ইতিমধ্যে জয়েস্‌ও জানাল : 'প্রচারকদের জানা দরকার যে আমরা নিজেদের নামে কিছু করি নি, যা করেছি তা গোটা সেনাবাহিনীর নামেই করেছি।'[২৯]

রাজাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে জয়েস্ যখন নিউ মার্কেটে পৌছোল, তখন প্রচারকদের মতে, সেখানে সাধারণ সমাবেশের অনুষ্ঠান চলছিল। সমগ্র পরিস্থিতি তখন প্রচারকদের

২২. [অজ্ঞাত] *অ্যান অ্যাপোলজি অফ দ সোলজার্স টু অল দেয়ার কমিশন অফিসারস* (১৬৪), উড্‌হাউস কর্তৃক উদ্‌ধৃত, পৃ. [২১]।
২৩. রাশওয়ার্থ, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৮৫ ; [অজ্ঞাত] দ রেডরিবনড–নিউজ ফ্রম দ আর্মি (২৭ মে ১৬৪৭) পৃ. ৫।
২৪. লিলবার্ন, *জোনাস ক্রাই ফ্রম দ হোয়েলস বেলি* (১৬৪৭) পৃ. ১৪।
২৫. *দ ভিনডিকেশন অফ দ অফিসারস*, রাশওয়ার্থ, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৬৯ ; তু. *ক্লার্ক পেপারস*, খণ্ড ১, পৃ. [১৯] : 'ঐসব প্রস্তাব স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের জন্যেই উঠে ছিল যার শুরু হয়েছিল শুধু সৈন্যদের মধ্যে থেকে' ; উডহাউস, পৃ. ৩৯৭, ৪৩৭-৮, ৪৫৩ ; উল্‌ফ, পৃ. ৩৬০।
২৬. রাশওয়ার্থ, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৯৮ ; এইচ. এন. ব্রেলসফোর্ড, *দ লেভেলারস অ্যান্ড দ ইংলিস রেভোলিউশন* (৯৬১) পৃ. ৯৬।
২৭. হোয়াইটলক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৩।
২৮. রাশওয়ার্থ, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৬, পৃ. ৫১৪।
২৯. *ক্লার্ক পেপারস*, খণ্ড ১, পৃ. ১২০ ; তু.—*আ ট্রু ইমপারশিয়াল ন্যারেটিভ* (১৭ জুন ১৬৪৭) পৃ. ৩ ; লিলবার্ন, *অ্যান ইমপিচমেন্ট অফ হাই ট্রিসন এগেনস্ট অলিভার ক্রমওয়েল* (১৬৪৯) পৃ. ৫৪ ; ক্যারি, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ১, পৃ. ২২৪ ; গার্ডেনার, *সিভিল ওয়র*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৭৩ ; হোয়াইটলক, *পূর্বোক্ত* , পৃ. ২৫৩।

পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এবং ১৬৪৭-এর ৫ জুনের বৈঠকে যে সেনাপরিষদ গঠিত হয় 'তাতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এ-জাতীয় সেনাপতিরাই শুধু স্থান পায়, ...আর থাকে প্রতিটি রেজিমেন্ট থেকে নির্বাচিত দুজন কমিশনড় অফিসার ও দুজন সাধারণ সৈনিক।' অফিসার ও সৈন্যরা অঙ্গীকার করে যে, 'দাবি আদায়ের নিশ্চয়তা অর্জিত না-হওয়া পর্যন্ত তারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে না বা নিজেদের মধ্যে বিভেদ ঘটতে দেবে না।'[৩০] অশ্ব-সেনারা 'ভিন্নমতালম্বী অফিসারদের টিটকারি দিয়ে ময়দান থেকে বার করে দেয়; কয়েকজনকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়, জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয় এবং ধরে মারে।... সেইসময় শুধুমাত্র পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই অফিসারদের স্বীকৃতি দেওয়া হতো। সেনা-সাধারণ যেটুকু তাদের ওপর ন্যস্ত করেছে তার বেশি ক্ষমতা তাদের ছিল না।'[৩১]

আমি যে বিবরণ দিলাম তা প্রধানত প্রচারক অথবা লেভেলার-পন্থীদের জবানিতে বলা। তার সত্যাসত্য নির্ধারণ করাটা অনাবশ্যক; যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য লেভেলার প্রচারক কল্পকাহিনী অনুধাবন করা কারণ লোকে ঐসব ঘটেছিল বলে বিশ্বাস করত। ব্রেইলস্ফোর্ড সঠিকভাবেই বলেছেন : ১৬৪৭ সালের আগে কি পরে, কি ইংরেজ সেনাবাহিনীতে কি ইওরোপীয় সেনাবাহিনীতে গণতন্ত্রের এ-ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ কখনো ঘটে নি। এবং তার সঙ্গে কেবল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশদেশের শ্রমিক ও সেনা-পরিষদের গঠনের সঙ্গে তুলনা চলে।'[৩২] সাধারণ সৈন্যরা তলা থেকে নিজেদের সংঘবদ্ধ করেছে এবং তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে মধ্য চাষী অধ্যুষিত অশ্বারোহী বাহিনীর রেজিমেন্ট। খসড়া দরখাস্তের বয়ানে রয়েছে নানা রাজনৈতিক ও সামরিক প্রসঙ্গ। ১৬৪৭-এর গ্রীষ্মে প্রচারকরা, লেভেলারপন্থী জন হ্যারিসকে নিজেদের মুদ্রাকর রূপে মনোনীত করে এবং তাদের জোরালো প্রভাবের দৌলতে জন হ্যারিসের প্রেস গোটা সেনাবাহিনীর ছাপাখানায় পরিণত হয়। আর, সেনাবাহিনীর র‍্যাডিক্যাল অংশের সঙ্গে অসামরিক র‍্যাডিক্যাল লোকজনের যোগাযোগ নিবিড়তর হয়। সেনাবাহিনীর কাছে লন্ডন শহরের হকার ও ফেরিওয়ালাদের পক্ষ থেকে পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের আবেদন আসতে থাকে[৩৩] কয়েকটি কাউন্টি থেকেও একই আহ্বান আসে। পরবর্তীকালে ক্লিম্যান্ট ওয়াকার বলেন যে, 'ধর্মকর, জমিতে বেড়াদান ও জমির স্থায়ীস্বত্ব সংক্রান্ত জরিমানা আদায়ের রেওয়াজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঐ সমস্ত আবেদন-পত্রের বিষয়বস্তু। সেগুলি মূলত প্রচারকদের 'প্রেরণা'র ফলশ্রুতি। প্রচারকরা অভিজাত ভদ্রলোকেদের সমাজ ও যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের উৎসাহিত করেছে...এমনকি প্রচারকরা রাজতন্ত্রকেও নির্মূল করতে চেয়েছে যেহেতু একজন রাজকুমার কখনো ভিখারি, ঝালাইওয়ালা ও মুচিদের রাজা হতে পারে না।'[৩৪] এভাবে উৎসাহিত হয়ে সেনাবাহিনী লন্ডনের দিকে এগিয়ে চলে। এখন চূড়ান্ত রাজনৈতিক সংঘাত আসন্ন। সেনাবাহিনী যদিও ফেয়ারফ্যাক্স ও অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু এই সংঘাতের মুহূর্তে আসল উদ্যোগ সাধারণ সেনাদের হাতে। এবং তাদের সঙ্গে লন্ডনের লেভেলারপন্থীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। লিলবার্নের প্রভাবধীন লণ্ডন নগরীর শ্রমিক কারিগররাও 'প্রচারক' নিযুক্ত করেছে।[৩৫]

৩০. উডহাউস, পৃ. ৪০৩।

৩১. উল্‌ফ, পৃ. ২৪৩-৬ ; তু.—ফেয়ারফ্যাক্স, *সর্ট মেমোরিয়ালস*, ই.আরবার সম্পাদিত *অ্যান ইংলিশ গ্রামার* (১৮৯৫-৭) খণ্ড ৮, পৃ. ৫৬৯, ৫৭২।

৩২. ব্রেলসফোর্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮১, ৪১০-১২। সমগ্র ব্রেলসফোর্ডের মধ্যে ১০ অধ্যায়টি প্রয়োজনীয়।

৩৩. [অজ্ঞাত], *লন্ডনস ল-লেস লিবার্টি.....প্রেজেন্টেড টু দ অ্যাডজুটেটরস অফ দ আর্মি* সেপ্টেম্বর ১৬৪৭)।

৩৪. সি ওয়াকার, *হিস্ট্রি অফ ইন্ডিপেনডেন্সি* (১৬৬১) খণ্ড ১, পৃ. ৫৯। প্রথম প্রকাশিত ১৬৪৯-এ।

৩৫. জি. আনউইন, *দ গিলডস অ্যান্ড কোম্পানিস অফ লন্ডন* (১৯২৫) পৃ. ৩৩৮-৯।

২ লেভেলার ও সেনাবাহিনী

বহুলকথিত লেভেলার-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করার ইচ্ছে নেই আমার। আমি বলতে চাই, সংগঠিত আন্দোলন ও তার নেতাদের দেখলেই কেবল চলবে না। বৃহত্তর পরিমণ্ডলের কথা ভাবতে হবে আমাদের তা যতই অস্বচ্ছ ও অপরিণত হোক না কেন। নানা তথ্যের ভগ্নাংশটুকুও আমাদের কুড়িয়ে নিতে হবে। এভাবে আমরা দেখতে পাবো যে, ১৬৪৫-এর অগাস্টে এক রাজভক্ত সংবাদপত্র পার্লামেন্টপন্থী *মার্কারিয়াস ব্রিটানিকার্স*-এর বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর। কারণ, '*মার্কারিয়াস ব্রিটানিকার্স* সামাজের যত তলানি অর্থাৎ নিকৃষ্ট লোকজনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।...যা কিছু মহৎ তাকে গালমন্দ করে সাপ্তাহিক বিনোদনের খোরাক যোগাচ্ছে।' *মার্কারিয়াস ব্রিটানিকার্স*-এর মতে 'সেনাবাহিনী ও ছোটোলোক পঙ্গপালদের উচিত ভণ্ডযাজকদের চেয়েও সংস্কারকার্যে বেশি অগ্রসর হওয়া।' রাজভক্ত ক্যাভেলিয়রা হলো সামাজিক পরগাছা, সৎ পরিশ্রমের মর্ম কি তারা জানে না।[৩৬] ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিষী উইলিয়ম লিলি ঘোষণা করলেন যে,অভিজাত ও ভদ্রলোকরা, যারা কয়েক পুরুষ ধরে সমাজের মাথায় চড়ে বসেছিল তারা এখন ডুবতে বসেছে। আর তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : 'নিকৃষ্ট ধরনের মানুষরা ক্রমশ মাথায় চড়ছে।'[৩৭] এ-ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী সমকালীন জনমতের নির্ভুল ব্যারোমিটার বিশেষ। ১৬৪৭-এর অগাস্ট নাগাদ এক পুস্তিকাকার লেখেন, প্রজাদের ওপর অভিজাত ও ভদ্রলোকরা যে তাদের আগেকার ক্ষমতা ও দাপট হারিয়েছে শুধু তাই নয় তাদের মানসম্ভ্রমও খোয়া গিয়েছে।'(একবার খাজনা চুকিয়ে দেওয়ার পর) কোনোপ্রজাই তার জমিদারকে অন্য পাঁচজনের চেয়ে আলাদা করে দেখে না একেবারেই না।'[৩৮]

সুতরাং ১৬৪৭-এর জুলাইয়ে রিচার্ড ওভারটন যখন বেশ আস্থার সঙ্গে বলছেন, 'এই পৃথিবীর গরীব সরল ও নগণ্য মানুষরাই পারে শক্তিমান ও বলবানদের নাস্তানাবুদ করতে', তখন তিনি নিশ্চয়ই ফক্সি-র ঐতিহ্যে লালিত পিউরিটান যাজকদের কথারই পুনরাবৃত্তি করছেন। কারণ পিউরিটানদের চোখে নিম্নবর্গীয় মানুষরাই খ্রিস্টের একনিষ্ঠ সৈনিক। তাছাড়া তাঁর উক্তির অন্যতম লক্ষ্য নিশ্চয়ই সেনাবাহিনীর লোকজন যাদের তিনি অফিসারদের বিরুদ্ধে সরাসরি আহ্বান জানান।[৩৯] লেভেলারপন্থী উইলিয়ম ওয়ালউইনও মনে করেন, 'পার্লামেন্টের সপক্ষে বড়মাপের কাজকর্ম যা হয়েছে তা করেছে আটপৌরে মানুষজন্।' ওয়ালউইন নাকি আরো বলেছেন যে,'একজন মানুষ পাবে দশহাজার পাউন্ড আর একজন যে নাকি যোগ্যতর এবং দেশের ও দশের কাজে সুপটু তার দাম দুই পেনিও হবে না—এর থেকে বড় বিবেকহীনতার দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে।'[৪০]

লন্ডনবাসী লেভেলারপন্থীরা এই আটপৌরে মানুষদের নেতা হতে চেয়েছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের বাড়াবাড়ি ও সামরিক শক্তির প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের জন্য তারা সমালোচিত। কিন্তু ১৬৪৭-এর, বসন্তকালে দেখা যাচ্ছে প্রচারকদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নিবিড়তর হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর মধ্যেও তাদের যথেষ্ট বন্ধু জুটে গিয়েছে। এই স্তরে তাদের মধ্যে কয়েকজন অন্তত বুঝেছিল যে, রাজনীতিতে কার্যকর ভূমিকা নিতে গেলে তাদের সবচেয়ে

৩৬. *মার্কুরিয়াস অ্যান্টি ব্রিটানিকাস*, ৩ (অগাস্ট ১৬৪৫) ; *মার্কুরিয়াস ব্রিটানিকাস*. ১৭, ৪২, ৬৩, ১৩০ (১৬৪৫) এই সূত্রটি আমি পেয়েছি শ্রী ইয়ান ম্যাক্‌ক্যালম্যান-এর গবেষণাপত্র—সাংবাদিক ও চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়ের লেখক মার্চমন্ট নেডহ্যাম ১৬২০-১৬৭৮, -এর রচনা সম্পর্কে আলোচনা—থেকে। এজন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

৩৭. ডব্লিউ লিলি. *দ স্টারি মেসেঞ্জার* (১৬৪৫) পৃ.২৩; তু.— *অস্ট্রোলজিক্যাল প্রেডিকশন*(১৬৪৮) পৃ. ১৭।

৩৮. [বি.?] নিকলসন. *দ লইয়ার্স বেন*. (১৬৪৭) পৃ. ৫।

৩৯. এই গ্রন্থের ৩ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪০. *ওয়ালউইন্স উইলস* (১৬৪৯), পৃ. ৩০০, ৩০২। ওয়ালউইন বলেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধের গল্পগুলি সংগৃহীত হয় ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে (*ওয়ালউইনস জাস্ট ডিফেন্স*, ১৬৪৯, ঐ, পৃ. ৩৫৩-য়)

আগে সেনাবাহিনীকে কবজা করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৬৪৭-এর জুলাইয়ে ওভারটন বলছেন, 'সাধারণ মানুষের রক্ষক ও মুক্তিদাতা রূপে একমাত্র বৈধ ও দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠান।'[৪১] তার দুমাস পরে লিলবার্ন বলেছেন, 'বলপ্রয়োগের শক্তিছাড়া আর কোনো শক্তির অস্তিত্ব আজকের ইংলন্ডে নেই। একদল অশ্বারোহী বাহিনী যা করবে সেটাই হবে সঠিক ও নীতিসম্মত, যেমন একজন বিচারক যা করে থাকেন সেটাই বিধিসম্মত।'[৪২] ১৬৪৭-এর গ্রীষ্মকালে বোধহয় বাছবিচার না করেই সেনাবাহিনীতে লোক ঢোকানো হয়। লেভেলারপন্থী ক্যাপ্টেন উইলিয়ম ব্রে-র মধ্যস্থতায় সেনাদলে কিছু র‍্যাডিকাল রাজনীতির লোকের অনুপ্রবেশ ঘটে।[৪৩] পরবর্তীকালে ক্রমওয়েল বলেন, 'এক তৃতীয়শক্তির উদ্ভব ঘটে যা ছিল কল্পনারও বাইরে। তারা তরবারি ছাড়া অন্য কোনো শক্তির শাসনাধিকারকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়।' তিনি বিশেষ করে মেজর হোয়াইটের কথা বলছেন; ডি. এম. উলফের ভাষায় যিনি হলেন 'একজন কট্টর লেভেলার।'[৪৪]

৯ সেপ্টেম্বর ফেয়ারফ্যাক্সের নিজস্ব রেজিমেন্টের প্রচারক হোয়াইটকে সেনাপরিষদ থেকে বিতাড়িত করা হয়। কারণ, তিনি মনে করেন, 'বর্তমানে একমাত্র তরবারির হিম্মৎ ছাড়া দেশে আর কোনো ক্ষমতাকেন্দ্রের অস্তিত্ব নেই।' এটা তাঁর নিছক ব্যক্তিগত ধারণা নয়; যেহেতু ক্যাপ্টেন ব্রে এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। গার্ডেনারের ভাষায় যিনি অফিসার মহলে তৃতীয় গোষ্ঠীর মুখপত্র সেই রেইনবরো তাঁকে 'পদাঘাতে বিতাড়িত করা হতে পারে' বলে আশংকা প্রকাশ করেন সেনাপরিষদের সভায়।[৪৫] লিলবার্ন যাঁর কথা শুনে চমকে ওঠেন, সেই হিউ পিটারের মতো কাঠখোট্টা ভাষায় নিশ্চয়ই হোয়াইট—জোর *যার* মুল্লুক তার—এই তত্ত্ব প্রচার করেন নি।[৪৬] হোয়াইট বিশদভাবে ফেয়ারফ্যাক্সের কাছে ১৬৪৭ সালে ও তারপরের বছর তাঁর চিন্তাধারা ব্যক্ত করেন। হোয়াইট লিখছেন : 'তরবারির জোরে রাজা ও তাঁর লোকজনদের পরাজিত করা হচ্ছে। আমার বিশ্বাস যে, তরবারির দ্বারাই ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে, ভগবানের পরেই যারা ক্ষমতার আদি উৎস, সেই জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া সম্ভব।' তিনি আরো মনে করেন নর্মান বিজয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রণীত যে সমস্ত আইন সাম্যের পরিপন্থী সেগুলি বাতিল যোগ্য। ফেয়ারফ্যাক্স কে তিনি বলেন, পার্লামেন্ট নয়, সেনাবাহিনীর সঙ্গে পবিত্রচুক্তিই হলো ফেয়ারফ্যাক্সের যাবতীয় ক্ষমতার উৎস। ব্যক্তি-চার্লসের প্রতি তাঁর কোনো বিরূপতা নেই, তাঁর বিরোধ রাজসিংহাসনের সঙ্গে। উইলিয়ম আরবেরি আরো একধাপ এগিয়ে ১৬৪৯ সালের জানুয়ারিতে বলেন, 'অন্যধরনের প্রতিনিধিদের' অস্তিত্ব যদি বিধিসম্মত হয় তাহলে সেনাবাহিনীর ক্ষমতাও বৈধতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। লেভেলারপন্থীদের মতে, গৃহযুদ্ধের আবর্তে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অচল এবং যতদিন সেটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন বিরাজ করবে প্রকৃতির রাজত্ব। এবং সেই সময়ের জন্য সেনাবাহিনীই হবে একমাত্র বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারী। কিন্তু সেই কর্তৃত্বকে জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার জন্যই ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যবহার করতে হবে। এটাই 'জনগণের চুক্তির' সারমর্ম রাষ্ট্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য লেভেলার-প্রস্তাবিত নতুন সামাজিক চুক্তি। এবং এই তত্ত্বটি ১৬৪৭-এর অক্টোররে সমর পরিষদের সভায় পরিবেশিত হয়।[৪৭]

৪১. উলফ, পৃ. ১৮৪।
৪২. *টু লেটার্স রাইট বাই লেফটেনান্ট-কর্নেল জন লিলবার্ন...টু কর্নেল হেনরি ম'রটেন* (১৬৪৭) পৃ. ৬।
৪৩. জন নেলিয়ার, কোয়াটার-মাস্টার থেকে ক্যাপ্টেন, *দ নিউমার্কেট কর্নেল* (১৬৪৯) পৃ. ৪-১১ ; *পেপারস ফ্রম দ আর্মি* (অক্টোবর, ১৬৪৭)।
৪৪. ডব্লিউ. সি. অ্যাবট সম্পাদিত *রাইটিংস অ্যান্ড স্পীচেস অফ অলিভার ক্রমওয়েল* (ইয়েল ইউ· পি·, ১৯৩৭ -৪৭) খণ্ড ১, পৃ· ৫০৭ ; উলফ, পৃ· ৪৬।
৪৫. গার্ডেনার, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৬৩, ৩৭০ ; উডহাউস, পৃ. ১৫। এছাড়াও এই গ্রন্থের এই অধ্যায় পৃ. ৫২-৩, দ্রষ্টব্য।
৪৬. *দ গ্রান্ড প্লী অফ লেফটেনান্ট-কর্নেল জন লিলবার্ন* (১৬৪৭) পৃ. ১৯।
৪৭. হোয়াইট, *দ কপি অফ আ লেটার*, পৃ. ৭, ১১-১২ ; গার্ডেনার, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৪, পৃ. ৩০২-৩ ; উডহাউস, পৃ. ১৭৪।

২৮ অক্টোবরের পরে পুটনির জমায়েতে অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে 'জনগণের চুক্তি'-সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে কয়েকদিন ধরে আলোচনা চলে। গণতন্ত্রের মৌল তত্ত্ব নিয়ে উল্লেখটুকু মাত্র পাঠকদের জানানো হচ্ছে এর বেশি নয়। প্রচারকরা যদি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করতেন তাহলে গণতন্ত্রের সপক্ষে সামরিক একনায়কত্ব-কেন্দ্রিক এক লেভেলার-তত্ত্ব নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশ করত। পরবর্তীকালে লেভেলারপন্থীরা সেনাবাহিনীর হিংসাত্মক কার্যকলাপকে অনুমোদন করে নি; কারণ তার অপপ্রয়োগ ঘটছিল। কিন্তু পুটনির জমায়েতে যখন বিতর্ক চলছে ততদিনে কিন্তু প্রচারকদের নেতৃত্বের ভূমিকা নিঃশেষিত; যা তারা মার্চ থেকে অগাস্ট পর্যন্ত গৌরবের সঙ্গে পালন করে আসছিল। অফিসারদের পাল্লায় পড়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে এই অজুহাতে পাঁচটি অশ্বারোহী রেজিমেন্টের প্রচারকদের তাদের নির্বাচকরা ফিরিয়ে আনে। তাদের জায়গায় নতুন প্রতিনিধি পাঠানো হয়। নবাগতরা 'জনগণের চুক্তি' শীর্ষক প্রস্তাবটি সেনাপরিষদের সভায় উত্থাপিত করে।

সেনাপরিষদের সভায় যে বিতর্ক চলেছিল তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমাদের জানা নেই। একটা পর্যায়ে গিয়ে সবাই মেনে নেয় যে সাধারণ সমাবেশ আহূত হবে; যেখানে প্রচারকদের অভিপ্রায় ছিল জনগণের চুক্তি সম্পর্কে সমগ্র সেনাবাহিনীর সম্মতি আদায় করা। সমগ্র সেনাবাহিনী এবং চাকরবাকর ও ভিখারি ছাড়া সবাইকে ভোটাধিকারের আওতায় এনে 'জনগণের চুক্তি'র সংশোধিত রূপ দান করা হয়। প্রকৃতির রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ সাধারণতন্ত্রকে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে রূপায়িত করা হবে—এটাও ঠিক হয়। কিন্তু ক্রমওয়েল ও আয়ারটন সঠিক মুহূর্তে প্রতি-আক্রমণ শুরু করেন। পূর্বতন প্রচারকদের নতুন কর্মপন্থা বাতিল বলে ঘোষণা করে।[৪৮] জেনারেলরাও কোনো রকমে নিজেদের কর্তৃত্ব আবার কায়েম করে। ৮ নভেম্বর প্রচারকদের নিজ নিজ রেজিমেন্টের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সেনাপরিষদের সভা এক পক্ষকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। একটি সাধারণ সমাবেশের পরিবর্তে তিনটি পৃথক সমাবেশ আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হয়।

এখন কিন্তু জুনের ছক বিস্ময়করভাবে বানচাল হবার মুখে। সে-সময়ে উদ্যোগ ছিল সাধারণ সেনাদের হাতে। প্রচারকদের হাতে রাজা বন্দী। এবং অফিসাররাও সেনাবাহিনীর সংহতি রক্ষার খাতিরে নিউমার্কেটের সমাবেশে পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে। আর যখন ১১ নভেম্বর সেনাবাহিনীর কবল থেকে রাজা প্রথম চার্লসের পলায়নের খবর এল তখন ইতিমধ্যেই সাধারণ সৈন্যদের ঐক্যে ফাটল ধরেছে। কিছুদিন ধরেই র‍্যাডিকালপন্থীরা রাজাকে পুনরায় আটক-করা নিয়ে বৃথাই আলোচনা করছিল। কারণ রাজার পলায়ন প্রসঙ্গে সন্দেহ হয় সেনাবাহিনীর বড়কর্তাদের যোগসাজশে এটা ঘটেছে।[৪৯] নতুন করে আবার গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিল। সেনাবাহিনীর ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে; কিন্তু তার অর্থ জেনারেলদের কাছে র‍্যাডিকালদের আত্মসমর্পণ। যে সাধারণ জমায়েতকে ঘিরে প্রচারকদের বিরাট আশা ছিল, তার পরিবর্তে তিনটি পৃথক জমায়েতের ব্যবস্থা হলো। বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো এবং তার সাথে রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কিত কিছু ভাসা ভাসা ঘোষণাবাণী। ফেয়ারফ্যাক্স বললেন, হয় এসব মেনে নাও নয়তো আমি পদত্যাগ করব। ক্ষোভে দুঃখে প্রচারকরা গলা চড়িয়ে বলে উঠল : 'আপনি অনেকদিন ধরে কাগজ খেয়ে রয়েছেন।' [অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই; শুধুমাত্র রিপোর্টের ভিত্তিতে চলেন।] লেভেলার ওয়াইল্ডম্যানজোর দিয়ে বললেন : 'আপনি চাইলে নতুন অফিসার বানাতে পারেন।'[৫০] কিন্তু তদানীন্তন পরিস্থিতিতে নতি স্বীকার করা ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়। আদেশ লঙ্ঘন করে দুটি

৪৮. উডহাউস, পৃ. ৪৫২-৫ ; ব্রেল্সফোর্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৮-৯ ; *পেপারস ফ্রম দ আর্মি* (অক্টোবর ১৬৪৭)।
৪৯. গার্ডেনার, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৪, পৃ. ১৬-১৭।
৫০. উডহাউস, পৃ. ৪৪২, ৪৫৪।

রেজিমেন্ট যখন ওয়ের-এর কাছাকাছি কর্কবুশ ফিল্ডের প্রথম খণ্ড–জমায়েতে যোগ দিতে চাইল, তখনই শুরু কিছু ছোটোখাটো সংঘর্ষ। সেই সমাবেশে উপস্থিত সেনাদের মধ্যে একমাত্র ক্যাপ্টেন ব্রে ছিলেন পদমর্যাদায় সর্বোচ্চ। জানা যায় যে, ব্রে বলেছিলেন, 'এই রাজ্যে জেনারেলই সব কর্তৃত্বের মালিক। এবং তাঁকেও অভ্রান্ত বলা চলে না।'[৫১] কিন্তু সামরিক শৃঙ্খলা দ্রুত ফিরিয়ে আনা হয়। প্রতিটি রেজিমেন্টের সামনে 'জনগণের চুক্তি' পাঠ করা তো হলোই না, উল্টে প্রাইভেট রিচার্ড আর্নল্ড-কে মাথায় গুলি করে মারা হলো। দুদিন পর আর একটি খণ্ড জমায়েতে (কিংসটনের কাছাকাছি) সমবেত রেজিমেন্টের সেনারা 'এক কথায় আদেশপালন ও বশ্যতা স্বীকারের' ইচ্ছা প্রকাশ করে; যদিও এতে অবাক হবার কিছু নেই। ব্রে-কে গ্রেপ্তার করা হলো এবং তার সাথে লেফট্যানেন্ট কর্নেল উইলিয়ম আয়ারস্, উইলিয়ম এভারর্ড, উইলিয়ম টমসন ও অন্যান্যদেরও।[৫২]

সুতরাং সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য লেভেলারদের যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ঘুরিয়ে দেখলে এটা স্পষ্ট, পাঁচটি অশ্বারোহী রেজিমেন্টের প্রচারকদের ফিরিয়ে আনা ও তাদের জায়গায় নতুন লোক পাঠানোর পেছনে লিলবার্নের পরামর্শ ছিল।[৫৩] ঘটনাগুলি এত দ্রুত ঘটছিল যে, সাধারণ সেনারা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। তারা শুধু নিজেদের পাওনা গণ্ডা ও সাজা থেকে অব্যাহতি লাভের কথা ভেবেছে। তাছাড়া তাদের অনেকের মধ্যে রাজতন্ত্রী ঝোঁক থাকাও অমূলক কিছু নয়। ('কে বলতে পারে রাজা একবার সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসলে পর বেতনভূক্ সৈন্যরা তাঁকে সমর্থন জানাবে না। ওয়েরে আহূত সমাবেশে বেশ কিছু রেজিমেন্টের সেনারা কি রাজা ও স্যার টমাসের নামে জয়ধ্বনি দেয় নি?) নতুন প্রচারকদের ঘোষণাগুলি থেকে মনে হয় তারা আগাগোড়া আত্মরক্ষামূলক।[৫৪]

ওয়েবের সমাবেশের পর সেনাবাহিনীর সাধারণ পরিষদের সভা মাঝেমধ্যে বসেছে; তবে সেগুলি উদ্দেশ্যবিহীন ও সেখানে চলেছে বড় কর্তাদের একাধিপত্য। এবং নতুন বছর শুরু হতে না হতেই সেনাপরিষদ শূন্যে মিলিয়ে যায়। ১৬৪৮-এর ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বরে পূর্বতন প্রচারকদের নেতৃত্বে সেনা বিদ্রোহ ঘটে। এপ্রিলে রিচ-পরিচালিত রেজিমেন্টে পুনর্নিযুক্ত প্রচারকরা যখন 'জনগণের চুক্তি' কায়েম করার সপক্ষে আবেদনপত্র প্রচার করে, তাদের তখনই অফিসাররা ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গৃহযুদ্ধের সময়ে ও তার আগে জেনারেলরা বেশ বিচক্ষণ কায়দায় নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখে। ১৬৪৮-এর গ্রীষ্মে 'সবরকমের স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে জনগণের স্বাধীনতা' কায়েম করার জন্য হেনরি মার্টেন ও লেভেলারপন্থী লেফট্যানেন্ট কর্নেল আয়ার অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেনাদের নিয়ে একটি রেজিমেন্ট গড়ে তোলেন। 'বার্কশায়ার ও অন্যান্য কাউন্টির আটপৌরে মানুষজন' ও যতসব 'হীন ও নিচ প্রকৃতির মানুষে'র মধ্যে এই বাহিনীতে নাম লেখাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বেসরকারি বাহিনীর লোকদের সরকারি সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার ফলে তারাও চুপসে যায়।[৫৫]

প্রাইডের বহিষ্কার ও রাজার প্রাণদণ্ড যার পরিণাম, সেই দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের রাজনৈতিক সংকটের সময় আয়ারটন সাধারণ সৈনিকদের গণ-দরখাস্ত কে নিজের রাজনৈতিক অভিসন্ধি

৫১. আর. এল, *দ জাস্টিস অফ দ আর্মি এগেনস্ট ইভিল-ডোআরর্স ভিনডিকেটেড* (১৬৪৯) পৃ. ১-৪।

৫২. হোয়াইটলক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮০। আয়ার্স, এভারর্ড ও টম্পসনের জন্যে দ্র. বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৫২, ৯৩-৪, পৃ. ২০৭-৮। উইলিয়ম টম্পসন, ১৬৪৭-এর সেপ্টেম্বরে বেশ ঝামেলায় পড়েন একটি জোচ্চুরি বিবাদে জড়িয়ে পড়ার কারণে। কিন্তু এটা ছিল তাঁকে বহিষ্কারের একটা ছল। 'তাঁর রেজিমেন্টের সৈন্যরা অবশ্য তাঁর পাশে ছিল যুদ্ধের পরেও (আর. এল., *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭-৯) তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৯১-৪।

৫৩. লিলবার্ন, *দ জাগলার্স ডিসকভারড* (১ অক্টোবর ১৬৪৭)

৫৪. [উয়াইল্ডম্যান] *পুটনি প্রজেকটস*, (১৬৪৭) পৃ. ২৭ : *লেটার ফ্রম দ অ্যাজিটেটরস অফ দ ফাইভ রেজিমেন্টস অফ হর্স* (২৮ অক্টোবর ১৬৪৭) : *লেটার ফ্রম দ অ্যাজিটেটরস অফ দ আর্মি* (১১ নভেম্বর ১৬৪৭) ; উডহাউস, পৃ. ৪৫২।

৫৫. ব্রেলসফোর্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪২-৩ ; আন্ডারডাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৮, ২৯৮।

পূরণের কাজে ব্যবহার করেন। বড়কর্তারা গোড়ায় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবজ্ঞাভরে ব্যবহার করে পরে লেভেলারপন্থীদের ছুঁড়ে ফেলে দেন। কারণ ক্রমওয়েলের মতে, আর 'তাদের ভয় করার কোনো কারণ নেই।'[৫৬] প্রজাতন্ত্র লর্ডসভার বিলোপ প্রভৃতি লেভেলারদের কয়েকটি কার্যক্রম আঙ্গিক হিসাবে গৃহীত হয়। কিন্তু তা দিয়ে রক্ষা হলো না লেভেলার-কল্পিত গণতন্ত্রের সারবস্তু, যা দিয়েই কেবল রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ বিধিসম্মত বলে গ্রাহ্য হতো। লেভেলার নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো। সেনাবাহিনীর কয়েকটি র‍্যাডিকাল রেজিমেন্ট প্ররোচিত হয়ে বৃথাই বিদ্রোহের ঝাণ্ডা ওড়াল। ১৬৪৯-এর মে মাসে তাদের নির্মূল করা হয়। সেনাগণতন্ত্রের অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত আর এর সঙ্গে লেভেলাররাও কার্যত পর্যুদস্ত হয়।

রয়ে গেল শুধু কিংবদন্তী এবং শহিদের এক দীর্ঘ তালিকা। কর্কবুশ ময়দানে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন রিচার্ড আর্নল্ড। ১৬৪৯-এর ২৭ এপ্রিল গুলিতে নিহত রবার্ট লকিয়ারের শেষযাত্রা লন্ডন নগরীতে বিপ্লবের বৃহত্তম রাজনৈতিক শোভাযাত্রা হিসেবে গণ্য হয়। ১৫ মে বার্ফোডে কর্নেট টমসন এবং দুই কর্পোরাল চার্চ ও পার্কিন্সকে গুলি করে মারা হলো। তার তিনদিন পর বার্ফোডে শহিদ উইলিয়ম টমসনের ভাই, ওয়েলিংবরোর কাছে এক জায়গায় নিহত হলেন। ১৬৫১ পর্যন্ত ব্রে-কে বন্দীশালায় আটক রাখা হলো। ১৬৪৯-এর মে মাসের পর প্রচারকদের কথা আর শোনা যায় নি ১৬৫৯-৬০-এ তাদের আবার আত্মপ্রকাশ না-ঘটা পর্যন্ত।[৫৭] ক্রমওয়েল, আয়ারটন ও হোয়াইটদের মতো দুরাত্মারা এখন বহাল তবিয়তে বিরাজমান। বার্ফোডের ঘটনা প্রসঙ্গে আলোচনা চালাতে গিয়ে হোয়াইট বিশ্বাসভঙ্গ করেছিল বলে শোনা যায়। বিশ্বাসঘাতকতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, 'জুডাস ডেনি'—বিদ্রোহী রেজিমেন্টগুলির অন্যতম সেনানায়ক—যে নাকি নতজানু হয়ে নিজের চামড়া বাঁচিয়েছে। সে উপরন্তু বার্ফোড গীর্জাঘরে সতীর্থ বন্দীদের কাছে অনুতাপের আহ্বান জানিয়ে ধর্মোপদেশ দান করে। এর পরে বাপতিস্ত যাজকের ভূমিকায় তার সঙ্গে আমাদের ফের দেখা হবে।

কিংবদন্তী বলছে, জনগণের যে সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে অঙ্গীকার করেছিল তারা শেষপর্যন্ত মেকিয়াভেলিতুল্য ধূর্ত জেনারেলদের বিশ্বাসঘাতকতার কাছে হার মানল। জেনারেলদের চোখে, সেনাবাহিনী তাদের নিজস্ব স্বার্থ-গন্ধী লক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পেশাদার সামরিক যন্ত্র মাত্র। জনগণের বিশ্বাসভঙ্গ করে জেনারেলরা ভগবানের প্রতিও বিশ্বাসঘাকতা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ১৬৪৭-এর ২৮ অক্টোবর সেনাবাহিনীর প্রাক্তন যাজক জন সল্টমার্শ লিখছেন : 'তোমাদের কাছে জনগণের যা ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা ছিল তা তোমরা পূরণ কর নি।..... জাগতিক বুদ্ধি তোমাদের প্রতারিত ও প্রলুব্ধ করেছে।'[৫৮] তার কয়েক সপ্তাহ পর প্রায় মরমর অবস্থায় প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তিনি ইলফোর্ড থেকে উইন্ডস'রে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে ফেয়ারফ্যাক্সকে (মাথার টুপি না খুলে) এ-কথাটা বলার জন্যে যান : 'ভগবান এখন তাদের প্রতি বিরূপ এবং তাদের পক্ষে উন্নতি করাও সম্ভব নয় কারণ তারাও ভগবানকে পরিত্যাগ করেছে এবং এটাই তাদের মূল নীতি।'[৫৯] বর্তমান গ্রন্থের বহু কুশীলব নিউ মডেল আর্মিতে প্রথম পাঠ নিয়েছেন। উইলিয়ম ডেল, উইলিয়ম আরবেরি, জন ওয়েবস্টার, হেনরি পিনেল ও টমাস কোলিয়ার ছিলেন সেনাবাহিনীর পাদরি। তাছাড়াও ছিলেন পঞ্চম রাজতন্ত্রী জন স্পিট্‌লহাউস ও ডিগারপন্থী এভারর্ড। সেনাবাহিনীতে ছিলেন বোথাম্‌লি, ক্লার্কসন, কোপ্ ও সলমন প্রমুখ র‍্যান্টারপন্থীরা।

৫৬. আন্ডারডাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮-১৯ ; অ্যাবট *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ১, পৃ. ৬৯৮।
৫৭. [অজ্ঞাত] *আ মডেস্ট ন্যারেটিভ অফ ইনটেলিজেন্স* (৫-১২ মে ১৬৪৯) ১৬৫৯-৬০-এর জন্যে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৫১, ১৭ অধ্যায়।
৫৮. উডহাউস, পৃ. ৪৩৮।
৫৯. রাশওয়ার্থ, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৭, পৃ. ৯৪৪-৫।

কোয়েকারপন্থীদেরও হাতে খড়ি নিউ মডেল আর্মি-র পাঠশালায়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেমস্ নেইলার, উইলিয়ম ডিউসবেরি ও অন্যান্যরা এবং সম্ভবত জন বুনিয়ানও।[৬০] এই গোষ্ঠীগুলির হাজারো সমর্থক একই অভিজ্ঞতার শরিক একই অঙ্গীকার ও একই প্রত্যাশায় ঐক্যবদ্ধ। হয়তো কর্নেট জয়েস পদোন্নতির ফলে কর্নেল হয়েছেন এবং জায়গা-জমির দালালিও তাঁর অন্যতম পেশা। আর রাজতন্ত্রীদের সংস্পর্শে এসে সেক্স্বী একজন নোংরা ষড়যন্ত্রীতে পরিণত হয়েছেন কিন্তু তাতেও কিছু যায় আসে না। কারণ বাকিরা থেকে গেল স্মৃতিপটে চিরভাস্বর মূর্তিতে।

সেনাবাহিনী যে ইংলণ্ডের জনগণের তথা ইংলণ্ডবাসী ভগবানের সন্তানদের প্রতিভূ (যা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে)—এই ধারণা পরবর্তীকালে মাঝে মাঝেই সামনে এসেছে।[৬১] কিন্তু ১৬৪৯ সালের পর, গণতন্ত্রীরা নয় ঈশ্বরের রাজত্বে বিশ্বাসীরাই এই ধারণা ব্যক্ত করেছে। গণতন্ত্রীদের রাজনৈতিক পরাজয় চূড়ান্ত, তারা আর মাথা তুলতে পারে নি। ওয়েরের সাধারণ সমাবেশের পর লেভেলারদের এক আবেদনপত্রে বলা হচ্ছে : 'রাজা বনাম আপনাদের (পার্লামেন্ট) বিগত যুদ্ধের আসল নির্ধারক হচ্ছে—আমাদের ওপর রাজা না আপনারা—কারা প্রভুত্ব করবেন। সুতরাং আমাদের মধ্যে শান্তি সংস্থাপনের প্রয়াস বৃথা, যদি না এটা স্পষ্ট ভাষায় ও ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বীকৃত হয় যে, যতদিন না জনগণ অথবা তাদের প্রতিনিধিদের ওপর আইন প্রণয়নের পুরো ক্ষমতা বর্তায় ততদিন একটা জাতির জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে পারে না।' ১৬৪৮-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত *বহু সহস্র দরিদ্র কারিগরের আর্তরব (The Mournfull Cries of Many Thousand Poore Tradesmen)* শীর্ষক লেভেলারপন্থী পুস্তিকায় প্রশ্ন করা হয় : 'গরীব মানুষ কার দাস হবে এ নিয়েই না যত কূটকচালি!'[৬২] দেশের সবচেয়ে রাজনীতি সচেতন্ সৎ ও সর্বস্তরের মানুষের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান সেনাবাহিনীকে অবলম্বন করে গণতান্ত্রিক রাজনীতির যাবতীয় মহড়াও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত। হ্যাঁ তা ব্যর্থই, কিন্তু কিংবদন্তী বলছে, তার জন্য মতাদর্শকে দায়ী করা চলে না কারণ সেগুলি ভ্রান্ত নয়। ব্যর্থ কারণ জেনারেলরা অসম্ভব পাজি, র‍্যাডিকাল নেতারা অত্যধিক বিশ্বাসপ্রবণ ও তাঁদের নেতৃত্বাধীন জনগণের লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত ভাসাভাসা। সপ্তদশ শতকের ভাষায় যাকে পাপ বলা হয়, তারও শক্তি সীমাহীন।

গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরবর্তী প্রয়াসগুলি পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এই আবশ্যিক পটভূমি আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। পরবর্তীকালে ডিগারপন্থীরা চেষ্টা করেছে, ক্রমওয়েলের কাছে আবেদন জানিয়ে, সেনাবাহিনীতে অনুপ্রবেশের। আবার পঞ্চম রাজতন্ত্রীরা যখন দেখল অন্য কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতি ফলপ্রসু হলো না, তখন লক্ষ্যপূরণের জন্য ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে স্বয়ং রাজা যিশুর হস্তক্ষেপ-প্রত্যাশী হয়ে উঠল। সীকার ও র‍্যান্টাররা এবং কিছু পরিমাণ কিন্তু যথেষ্ট ওয়াকিবহাল কোয়েকার যারা রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় ওই 'পাপ' ও তা থেকে মুক্তির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। একজন ঐতিহাসিক বিশেষ করে জানতে চায় ধর্মকর ও রাষ্ট্রীয় চার্চের বিলোপসাধন, আইন ও শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার, শ্রেণীবৈষম্যের প্রতি বিরূপতা এই জাতীয় আর কোন্ কোন্ লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে সব গোষ্ঠী একমত। সাধারণ লক্ষ্য পূরণের পদ্ধতিগত ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে ঘোরতর মতবিরোধ লক্ষণীয়। কারণ তারা বদ্ধ জলাশয়তুল্য নিজ নিজ সামাজিক গণ্ডিতে

৬০. ফার্থ, *এসেস হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড লিটারারি*, পৃ. ১৩০।

৬১. টি. কোলিয়ার, *আ ভিনডিকেশন অফ দ আর্মি রিমোন্সট্রেন্স* (? ১৬৪৯), পৃ. ২৬ ; ডব্লিউ.আরবেরি, *দ লর্ড অফ হোস্টস : অর, গড গার্ডিং দ ক্যাম্প অফ দ সেইন্টস* (১৬৫৩), *দ টেস্টিমোনি অফ উইলিয়ম আরবেরি* (১৬৫৮) পৃ. ২৫-৪২ থেকে উদ্ধৃত।

৬২. উলফ, পৃ. ২৩৭, ২৭৬।

সীমাবদ্ধ এবং সেই ক্ষুদ্র পরিধিতে তাদের যাবতীয় পরিক্রমা। এবং শেষপর্যন্ত তা থেকে তারা মুক্তির রাস্তা খুঁজে পায় নি। 'পাপ' গণমানসে সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন মাত্র।

সেনাবাহিনীর র‍্যাডিকালপন্থীরা একটা বড় সাফল্য অর্জন করেছে। তাদের শত্রু, ক্লিম্যান্ট ওয়াকারের ভাষায় তা হলো :

> তারা সরকার সম্পর্কীয় যাবতীয় রহস্য ও গোপনীয়তা ইতরজনার সামনে (শূয়োরের গলায় মুক্তোর হার পরানোর মতো) ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা সেনাদল ও জনগণ উভয়কেই আত্মোপলব্ধির শিক্ষা দিয়েছে যাতে তারা বুঝতে পারে যে প্রকৃতির রাজত্বের কাছে সব রকমের সরকারই গৌণ। তার ফলে মানুষ এত অনুসন্ধিৎসু ও উদ্ধত প্রকৃতির হয়েছে যে, আর তারা বেসামরিক শাসনকে নম্রভাবে মেনে নেবে না।[৬৩]

৬৩. ওয়াকার, *হিস্ট্রি অফ ইনডিপেনডেন্সি*, খণ্ড ১, পৃ. ১৪০।

৫ উত্তর ও পশ্চিম

হে ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চল! তুমি পরিত্যক্ত—তুমি বন্ধ্যা। মানুষের সমাজে তুমি মহিমাবর্জিত। অথচ তুমিই নির্ঝরের উৎসমূল এবং তোমার আকাশের তারার আলোয় দেদীপ্যমান সমগ্র চরাচর।

এ ড ও য় র্ড বা রো, *ট্রা দ ক্যাম্প অফ দ লর্ড ইন ইংলণ্ড* (১৬৫৫), *দ মেমোরেবল ওয়র্কস অফ আ সন অফ থান্ডার অ্যান্ড কনসোলেশন* (১৬৭২)-এ পৃ. ৬৬

১ দে শে র অ ন্ধ কা রা চ্ছ ন্ন অ ঞ্চ ল

গৃহযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল রাজার পক্ষে এবং দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল পার্লামেন্টের পক্ষে—সুবিদিত এই বিভেদরেখা শুধু ভৌগোলিক নয়। আসলে এটা আপেক্ষিকভাবে পশ্চাৎপদ উত্তর ও পশ্চিম বনাম অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। পার্লামেন্টপক্ষীয়দের ভাষায় উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল 'দেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ।' পিউরিটানপন্থীদের সাগ্রহ পোষকতা সত্ত্বেও সেখানে ধর্মপ্রচার আশানুরূপ ঘটে নি।[১] ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ব্রুক এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : 'কাম্বারল্যান্ড, ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড, নর্দাম্বারল্যাণ্ড এবং বিশেষ করে ওয়েলসে—গোটা শায়ার খুঁজলে একজনও ধর্মযাজকের দেখা মিলবে না।'[২] তার আঠার বছর পর বাক্সটার জোর দিয়ে বলেন 'বহু ইংলণ্ডবাসী এবং বিশেষ করে কর্নওয়াল, আয়ার্ল্যাণ্ড ও হাইল্যাণ্ডের লোকদের মধ্যে একজনেরও দেখা মিলবে না, যে নাকি একটা সাধারণ বিষয়েও যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারে।' তাঁর প্রশ্ন, 'এরা কি সার্বভৌম ক্ষমতালাভের উপযুক্ত বা কমনওয়েলথ শাসনের যোগ্য?'[৩]

কিন্তু সে যুগের অন্যতম প্রহেলিকা হচ্ছে, সবচেয়ে প্রগতিশীল সম্প্রদায় কোয়েকারপন্থীদের কর্মকাণ্ডের সূচনা বলতে গেলে ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চল থেকেই ; এবং ওয়েলসে চোখে পড়ে বাপতিস্তদের জোরালো প্রভাব। আরবেরি বলছেন 'ওয়েলসবাসীরা ইংলণ্ডের নতুন স্বাধীন চার্চের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। তাঁর ভাষায় ইংলণ্ড ও ওয়েলস—দুই দেশেই উত্তরাঞ্চলীয় সন্তদের চোখে বিধিসম্মত চার্চগুলি ধিকৃত। ....উত্তর ইংলণ্ডে জনের অমর মহিমা এবং উত্তর ওয়েলসে স্বয়ং যিশুর চিরভাস্বর আত্মার আবির্ভাবের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের যাবতীয় চার্চের পতন অনিবার্য। ....ঘূর্ণিবায়ু ধেয়ে আসছে উত্তরাঞ্চল থেকে।'[৪] ১৬৫০-এর দশকের গোড়া থেকে বাপতিস্তদের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্রুত প্রভাব বিস্তার লক্ষ্য করা যায় ওয়েলস অঞ্চলে[৫] এবং ইংলণ্ডের সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে

১. আমার প্রবন্ধ—'পিউরিটান অ্যান্ড দ "ডার্ক কর্নার্স অফ দ ল্যাণ্ড"', *টি. আর. এইচ. এস.*, ১৯৬৩, পৃ. ৭৭-১০২; এইচ. ই. বেল ও আর. এল. ওলার্ড সম্পাদিত *হিস্টরিক্যাল এসেজ*, ১৬০০-১৭৫০-এর 'প্রোপাগ্যাটিং দ গসপেল' অধ্যায় (১৯৬৩)-এর, পৃ. ৩৫-৫৯; *এস অ্যান্ড পি*, পৃ. ১৮৬-৯, ২০২।

২. লর্ড ব্রুক, *আ ডিসকোর্স ওপেনিং দ নেচার অফ দ্যাট এপিসকোপাসি হুইচ ইজ এক্সারসাইজড ইন ইংলন্ড* (১৬৪১), হালারের *ট্রাক্টস অন লিবার্টি* খণ্ড ২, পৃ. ১৫১-য়।

৩. বাক্সটার, *দ হোলি কমনওয়েলথ*, পৃ. ৯০

৪. *দ টেস্টিমনি অফ উইলিয়ম আরবেরি*, পৃ. ১২৬; তু— পৃ. ১৩৫-৭, ১৪০; টি. রীস, *হিস্ট্রি অফ প্রাটেস্টান্ট ননকনফরমিটি ইন ওয়েলস (২য় সংস্করণ, ১৮৮৩) পৃ. ৬৭।*

৫. বি. আর. হোয়াইট, 'দ অরগানাইজেশন অফ দ পার্টিকুলার ব্যাপটিস্ট, ১৬৪৬-১৬৬০' *জার্নাল অফ দ এক্লেসিয়াসটিকাল হিস্ট্রি*, খণ্ড ১৭, পৃ. ২১০-১২।

কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি। বারো বলছেন, সমগ্র উত্তরাঞ্চল ভগবানের আলোয় উদ্ভাসিত ; ফলে ইংলণ্ডের শিক্ষাগুরু ও পূজার্চনাদির কদাকার স্বরূপ উদ্ঘাটিত এবং সেই আলো শুধু একটা জাতিকে আলোকিত করবে না 'ভাসিয়ে দেবে দেশের পর দেশ।'[৬] উত্তরাঞ্চলীয় কোয়েকারদের সম্পর্কে বিরুদ্ধপক্ষ একই সুরে কথা বলেন ; যেমন ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে এফরিম পেগিট্ বলছেন : 'সাধারণ লোকদের ওঁচা অংশ নিয়ে' কোয়েকার সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এরা হচ্ছে 'উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে মাথামোটার দল।'[৭] হাল অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে পল হবসন বলছেন : 'উত্তরাঞ্চলে স্বাধীন চিন্তার রেওয়াজ বেড়েই চলেছে।'[৮] হিউ পিটার ও অন্যরা গোড়াতে লক্ষ্য করেন যে, হারফোর্ডশায়ার ও উরস্টারশায়ার প্রভৃতি ওয়েলসের সীমান্তবর্তী কাউন্টিগুলির অবস্থা 'ঈশ্বরের বাণী' প্রচারের পক্ষে অনুকূল। সে-কারণে ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে গ্ল্যামারগন থেকে লণ্ডনে প্রচারক চেয়ে পাঠানো হয়।[৯] যখন কোয়েকাররা ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণের দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ে, তারা তখন কর্নওয়াল কাউন্টি ও ওয়েলস এবং বিশেষ করে গ্লস্টারশায়ার অঞ্চলের অন্ধকারে পড়ে থাকা মানুষজন মূলত তাঁতিদের মধ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।[১০]

আরো ধাঁধা লাগে যখন দেখি, ১৬৩০-এর দশকে আর্চবিশপ নেলি সমস্ত পিউরিটান যাজকদের উত্তরাঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দিলেন।[১১] রাজকীয় সেনাবাহিনী যখন গৃহযুদ্ধের সময় উত্তরাঞ্চল ও ওয়েলস অধিকার করে, তখন বাকিরা ধর্মপল্লী ছেড়ে পালিয়ে যান। অবশ্য উত্তরাঞ্চল ও ওয়েলসে বিশপ মনোনীত যাজকদের অনুপস্থিতির অন্য কারণ দেখিয়েছেন আরবেরি। তিনি বলছেন 'তাঁরা আরো আরামদায়ক আস্তানায় চলে গিয়েছেন যেখান থেকে দুষ্টলোকদের ইতিমধ্যে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আরবেরির ভবিষ্যদ্বাণী 'সন্তরা সে-সব জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত স্থান বাসযোগ্য করে তুলবে..... স্ব-ঘোষিত যাজক নয়, বরং লোকে যাদের যাজক বলে, তারাই সেখানে থাকবে।'[১২] প্রকৃতপক্ষে ১৬৪৬ সাল নাগাদ টমাস এডওয়ার্ডসের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে, 'লোকদের দূষিত ও বিষাক্ত করার জন্য... প্রতিস্পর্ধী চার্চগুলির পক্ষ থেকে.... ইয়র্কশায়ার, উত্তরাঞ্চল...., ব্রিস্টল ও ওয়েলস অঞ্চলে প্রতিনিধিদল পাঠানো হচ্ছে।' 'নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব থাকায় প্রতিবাদী সম্প্রদায়গুলির আসর উত্তরাঞ্চলে দ্রুত বাড়ছে।' ইতিমধ্যে হ্যালিফাক্স-এ এক স্বয়ম্ভু ভক্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। টাউনটন অঞ্চলেও এক বাপতিস্ত ভক্ত সমাবেশ ঘটেছে—যার উদ্যোক্তা টমাস কোলিয়ার। কোলিয়ারের মতো সেনাবাহিনীর পাদরিদের এ-জাতীয় কাজে বিশেষ উৎসাহ লক্ষণীয়। এসব দেখেশুনে এডওয়ার্ডস মন্তব্য করেন : 'সত্যিই এটা পরিতাপের বিষয় যে, শহর-নগরে বেশিরভাগ জায়গা পার্লামেন্ট বাহিনীর দখলে যাওয়াতে সেখানে চলেছে ভ্রান্তি ও ধর্মদ্রোহিতার বাড়াবাড়ি। সমৃদ্ধি ও

৬. বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ১১ ; তু.—এই অধ্যায়-এর শীর্ষলেখ ; তু.—জি. ফক্স, *ম্যানস কামিং আপ ফ্রম দ নর্থ* (১৬৫৩)।
৭. [অজ্ঞাত] *এ ব্রিফ ন্যারেটিভ অফ দ ইরিলিজিয়ন অফ দ নর্দান কোয়েকারস* (১৬৫৩) ; ই. পেগিট, *হেরিসিওগ্রাফি* (৫ম সং. ১৬৫৪) পৃ. ১৩৬।
৮. পি. হবসন, *ফরটিন কোয়ারিস্* (১৬৫৫) মুখবন্ধ ; *ফেনস্টান্টন রেকর্ডস*, পৃ. ৩৫২।
৯. *মি. পিটারস লাস্ট রিপোর্ট অফ দ ইংলিশ ওয়রস* (১৬৪৬) পৃ. ১৩ ; রীস, *প্রোটেস্টান্ট ননকনফরমিটি ইন ওয়েলস*, পৃ. ৯০-৩ ; তু.—ডি.ম্যাথিউ, 'ওয়েলস অ্যাণ্ড ইংলণ্ড ইন দ আর্লি সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরি', *ট্রানস. অনারারি সোসাইটি অফ সিমরোডোরিয়ন*, ১৯৫৫, পৃ. ৩৮।
১০. জি. ফক্স, *দ সর্ট জার্নাল*, (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯২১) পৃ. ৪২ ; এম. কোটে, *কর্নওয়াল ইন দ গ্রেট সিভিল ওয়র* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৩৩), পৃ. ৩৪৭-৮ ; ব্রেথওয়েট, পৃ. ২০৬-১০, ২৩২-৪০, ৩৮৫ ; ই. বি আন্ডারহিল সম্পাদিত *দ রেকর্ডস অফ দ চার্চ মিটিং ইন ব্রডমেড, ব্রিস্টল*, ১৬৪০-১৬৮৭ (হ্যানসার্ড নোলয়স সোসাইটি, ১৮৪৭) পৃ. ৫১৫-১৭।
১১. আর মার্চেন্ট, *দ চার্চ আন্ডার দ ল* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯৬৯) অধ্যায় ২ ও ৪, পৃ. ১৯৫-২০৩, ২৩০।
১২. [এফ. ছিনেল] *অ্যান অ্যাকাউন্ট গিভেন টু দ পার্লামেন্ট*, পৃ. ৩৪।

ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে সব রকমের প্রতিবাদী সম্প্রদায়।'[১৩] ক্ষমতা দখলের এই লড়াইয়ে সেনাবাহিনী তার ভূমিকা পালন করছে ; অথচ পার্লামেন্ট ও প্রেসবিটারীয় যাজক সম্প্রদায়ের পাত্তা নেই। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে বৃথাই হাউস অফ কমন্সের কাছে হার্বার্ট পামার উত্তরাঞ্চলের শূন্য বেদীতে যাজক বসাবার জন্য দরবার করছেন। তিনি বলছেন : 'যদি তোমরা যাজক পাঠাও তাহলে চার্চগুলি হবে তোমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ।' আরবেরির সঙ্গে একমত হয়ে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন, উত্তরাঞ্চলে ভগবানের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য চাই 'আধ্যাত্মিক সেনানায়ক'। এবং তাদের খোরপোষের জন্য মোটারকমের খরচাপাতি করা চাই।[১৪] *মার্কারিয়াস পলিটিকাস*-এর সংবাদদাতা তখনও (নভেম্বর, ১৬৫০) বলছেন, উত্তরাঞ্চলের যাজকরা 'রাষ্ট্রের স্বার্থে সেই পরিমাণ সৎকাজ করবে যা নাকি একটা গোটা শায়ারে এক রেজিমেন্ট সেনাবাহিনীর পক্ষে করা সম্ভব।'[১৫]

এই ত্রুটি দূর করার লক্ষ্যে উত্তরাঞ্চল ও ওয়েলসে ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য একটা কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু ভ্রাম্যমান প্রচারকদের দলে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগই অদীক্ষিত কারিগর শ্রেণীর মানুষ। ফলে, সমগ্র কর্মকাণ্ডের আবহাওয়া প্রেসবিটারীয় যাজক ও ভদ্রলোকদের পক্ষে অসহ্য রকমের র‍্যাডিকাল। ক্লিম্যান্ট ওয়াকারের মতে, তাদের আসল মতলব হলো 'জনসাধারণের মধ্যে রাজতন্ত্র বিরোধী বকলমে (বর্তমান সরকার বিরোধী) ভাবধারা প্রচার করা দেশের সমস্ত সজ্জন মানুষের বিরুদ্ধে যতসব বদমাস ও বিরোধী মতাবলম্বী দঙ্গলকে উত্তেজিত করা তাদের প্রতিটি কাউন্টিতে, সংঘ ও সমিতিতে, সমস্ত লর্ড, ভদ্রলোক, যাজক, আইন ব্যবসায়ী, ধনী ও শান্তিপ্রিয় মানুষদের বিরুদ্ধে এক জোট করা।'[১৬] ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে অ্যান্টনি অ্যাশলে মন্তব্য করছেন যে, তিনি ওয়েলসে যাবার পথে দেখেন 'চার্চগুলির অবস্থা হত-দরিদ্র, দু-বছর যাবৎ কয়েকজন মুদি ও অল্প কয়েকজন লোকের দাক্ষিণ্যে সেগুলি কোনোমতে টিকে রয়েছে।'[১৭]

অধ্যাপক স্টোনের মতে, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের তুলনায় উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে যাজক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা নিতান্ত কম। ফলে, এই দুই জনপদের মধ্যে সংস্কৃতিগত ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে।[১৮] অতএব উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলণ্ড সংলগ্ন এলাকায় ধর্মজীবনে র‍্যাডিকাল ভাবধারার হঠাৎ উদ্‌গমনের কারণ আদপেই দক্ষিণের পিউরিটান মতবাদের প্রভাবজনিত নয়। তার কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। চিরাচরিত দক্ষিণী ইংরেজ মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেসবিটারীয় গোত্রভুক্ত পিউরিটান ধর্মাচরণের সামান্য কিছু প্রভাব উত্তরের (ল্যাংকাশায়ার, নিউক্যাসেল, ওয়েস্ট রাইডিং) কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে চোখে পড়ে। ওয়েলসের সীমানা বরাবর উরস্টারশায়ার ও হার্ফোর্ডশায়ারে হার্লের প্রভাবাধীন এলাকাটুক বাদ দিলে সমগ্র ওয়েলসের অন্যত্র তার কোনো অস্তিত্ব নেই। এখানে স্যার টমাস 'ঈশ্বরানুরাগী যাজক প্রেরণ করেছেন এবং তাদের সর্বশক্তি দিয়ে সহায়তা করেছেন। ফলে, পৃথিবীর এক কোণায় তাঁর নিজস্ব এক চিলতে জায়গাটুকু ধর্মের পীঠস্থানরূপে খ্যাত।'[১৯] কিন্তু চিরাচরিত প্রেসবিটারীয় ধ্যান-ধারণার

১৩. এডওয়ার্ডস, *গ্রাংগ্রীনা* (১৬৪৬), খণ্ড ১, পৃ. ১২৩, ১২৫, ২১৬ ; খণ্ড ২, পৃ. ১২২ ; খণ্ড ৩, পৃ. ৪১, ৫২-৩ ; আন্ডারডাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪ ; তু.—আমার 'প্রোপাগেটিং দ গসপেল', এই গ্রন্থের পৃ. ৫৫, ৪ অধ্যায় ও পৃ. ৩৯, ৩ অধ্যায়

১৪. এইচ পামার, *দ ডিউটি অ্যান্ড অনার অফ চার্চ রেস্টোরার্স* (১৬৪৬) পৃ. ৪২-৭।

১৫. *মার্কারিয়াস পলিটিকাস*, ২৩ (৭-২৪ নভেম্বর ১৬৫০) পৃ. ৩৩১-২। আমি এই সূত্রটির জন্যে শ্রীযুত ম্যাকক্যালম্যান এরকাছে ঋণী ; তু.—আর. হাওয়েল, *নিউক্যাসেল আপন টাইন অ্যান্ড দ পিউরিটান রেভোলিউশন* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৬৭) পৃ. ২১৮-২২।

১৬. সি. ওয়াকার, *হিস্ট্রি অফ ইনডিপেনডেন্সি*, ভাগ ২, পৃ. ১৫৬।

১৭. কে. এইচ. ডি. হালে, *দ ফার্স্ট আর্ল অফ শ্যাফট্‌সবেরি* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৬৮), পৃ. ৯৭।

১৮. স্টোন, 'দ এডুকেশনাল রেভোলিউশন', *পি.অ্যান্ড পি.*, ২৮, পৃ. ৪৭।

১৯. ডব্লিউ. নোটেস্টাইন, *ইংলিশ ফোক* (১৯৩৮), পৃ. ২৭৫।

অনুপস্থিতির অর্থ এই নয় যে, ঐসব অঞ্চলে কোনো জনপ্রিয় ধর্মান্দোলনের অস্তিত্ব ছিল না বা গণ-বিদ্রোহের ঐতিহ্য ছিল না।

অধ্যাপক ডিকেন্স ও শ্রীযুত টমাস লোলার্ড ঐতিহ্যের শক্তিশালী প্রভাব লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁদের মতে, ইয়র্কশায়ারের ওয়েস্ট রাইডিং অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য তার আধিক্য। অধ্যাপক বার্বুর দেখিয়েছেন যে, এসব অঞ্চলে গোড়ার দিকে কোয়েকার সম্প্রদায় বেশ শক্তিশালী ছিল ; এবং ১৫৩৬-৩৭-এ সংশ্লিষ্ট জনপদ 'পিলগ্রিম অফ গ্রেস'-এর বিষয়বস্তুর জনপ্রিয় উপাদানের উৎসভূমি। উত্তরাঞ্চল থেকেই 'রবিন হুড' লোকগাথা উদ্ভূত।[২০] জানা যায় যে, ফ্যামিলিপন্থীদেরও উত্তরাঞ্চলে বেশ রমরমা অবস্থা। এবং তাছাড়া রয়েছে ওয়েস্ট রাইডিং অঞ্চলে গ্রিন্ডেলটোনীয় সম্প্রদায় যাদের কথায় আমি এখনই আসব। ফ্যামিলিপন্থী ও কোয়েকারদের মাঝামাঝি এদের অবস্থান।[২১] হঠাৎ করে তাদের কথা আমরা জানতে পারি, যখন তারা কোনো একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে যেমন, ১৬২০-এর দশকের গোড়ার দিকে একবার অ্যান্টিনোমীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের এমন ঘটেছিল। অ্যান্টিনোমীয়রা সে-সময় বার্নস্ট্যাপল্ অঞ্চলে গৃহস্থ বাড়িতে গোপনে মিলিত হতো। প্রধানত ভৃত্য শ্রেণীর নারী-পুরুষ ও নিচুতলার লোকজন নিয়ে এই গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।[২২] সাধারণভাবে ইংলণ্ডের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ ডরসেট, গ্লস্টারশায়ার, উরস্টারশায়ার, স্রফশায়ার, উইলটশায়ার প্রভৃতি অঞ্চলে ১৬২০-এর দশকের শেষাশেষি জমিতে বেড়াদানের (enclosure) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রবল অভ্যুত্থানের আকার নেয়। এ-সব অঞ্চলেই ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে লাঠিয়ালদের আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। ক্লারেন্ডনের জবানি থেকে জানা যায় ইয়র্কশায়ার, ল্যাংকাশায়ার, চেশায়ার, উত্তর ওয়েলস, ডীনের বনাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কাউন্টিগুলির সাধারণ লোকজনের মধ্যে পার্লামেন্টের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল।[২৩] অন্যান্য সূত্র থেকেও এই ধারণার সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৪] এমন কি, ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে কার্লাইলের মতো পাণ্ডববর্জিত জায়গায় 'বদমাস ইতরজনেরা' পার্লামেন্টের পক্ষ নিয়ে শহর দখলের চেষ্টা করে এবং 'ঘোড়ার পিঠে ভিখারিদের বসায়।'[২৫]

এই সব পর্যালোচনা থেকে একটা রহস্যের মীমাংসা হয় যে, 'কেন নিউ মডেল আর্মি ভগবান ও রাষ্ট্রের সেবায় দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত চষে বেড়াবার সময় এমন সব খ্রিস্টানের দেখা পেয়েছে, যারা ঈশ্বরের বাণী সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল অথচ সে-সব জায়গায় ভগবদবাণী প্রচারের জন্য কোনো বিধিসম্মত প্রচারক ছিল না।'[২৬] ল্যাংকাশায়ার ও চেশায়ার অঞ্চলের পিউরিটান মতবাদ সম্পর্কে বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ-পণ্ডিত ড. রিচার্ডসনের মতে, উক্ত মতবাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল বাজার-শহরে ও গোচরণ-ভূমি প্রধান অঞ্চলে। ড. থার্স্কের অনুমানও তাই। তাঁরও নজরে এসেছে যে, ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পিউরিটান মতবাদ বলতে শহরের কোনো এক ব্যক্তিবিশেষের বা নেহাৎই প্রচারকেন্দ্রিক ঘটনা ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে যে,

২০. ডিকেন্স, *লোলার্ডস অ্যাণ্ড প্রোটেস্টান্টস ইন দ ডায়োসিস অফ ইয়র্ক*, নানা অংশ দ্রষ্টব্য; টমসন, *দ ল্যাটার লোলার্ডস*, নানা অংশ দ্রষ্টব্য; এইচ. বার্বুর, *দ কোয়েকারস ইন পিউরিটান ইংলণ্ড* (ইয়েল ইউ. পি., ১৯৬৪) পৃ. ৮৬। এই গ্রন্থের পৃ.২১ ও ৩৫,৩ ও ২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২১. দ্র.—পৃ. ৬২-৫ এই অধ্যায়ের শেষাংশ।

২২. জে. এফ. চান্টার, *দ লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস অফ মার্টিন ব্লেক* (১৯১০) পৃ. ৫২।

২৩. ক্লারেনডন, *হিস্ট্রি অফ দ রেবেলিয়ন*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬১, ৪৬৪, ৪৭০-২ ; খণ্ড ৩, পৃ. ৮০, ১২৯-৩০ ; খণ্ড ৫, পৃ. ৪৭২।

২৪. *পি. অ্যান্ড আর.*, পৃ. ২১-৩, ২০৭-৮ ; সি.হিল ও ই. ডেল সম্পাদিত, *দ গুড ওল্ড কস্* (১৯৪৯) পৃ. ২৩৯ ২৪৯-৫৪, ২৭৮-৯।

২৫. আই. টুলি, *আ ন্যারেটিভ অফ দ সীজ অফ দ কার্লাইল ; কার্লাইল ট্রাকটস*, -এ সম্পা. এস. জেফারসন (১৮৪০) পৃ. ১-৩।

২৬. ডেল, *সেভারেল সারমনস*, পৃ. ৭৯।

গৃহস্থেরা তার দিকে দ্রুত আকৃষ্ট হচ্ছে। এবং তার ফলে, খোদ ধর্মযাজকদের চেয়েও তারা আরো অগ্রসর চিন্তার অধিকারী। প্রায়শই এ-জাতীয় পিউরিটান চিন্তাধারা যাজক বিরোধিতার দিকে মোড় নিতে থাকে। অনুরূপভাবে বহু বৃহৎ ধর্মপল্লীর উপকণ্ঠে অবস্থিত ভজনালয়গুলির কিউরেট বা সহকারী যাজকরা ভরণপোষণের জন্য ভক্তমণ্ডলীর বদান্যতার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সেক্ষেত্রেও গৃহস্থকুল তাঁদেরকে র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার দিকে ঠেলে দিতে চাইত।[২৭]

প্রথাসিদ্ধ মধ্যবিত্তসুলভ প্রেসবিটারীয় পিউরিটান মতবাদ ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলে আসর গাড়তে পারে নি। ওয়েলস ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলণ্ডে তো তার পাত্তাই ছিল না। উত্তরাঞ্চলে পিউরিটান মতবাদের প্রভাব ছিল কতকগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ ; যেমন, পূর্ব-ল্যাংকাশায়ারের গোচারণ-ভূমি প্রধান শিল্পাঞ্চল, ইয়র্কশায়ারের ওয়েস্ট রাইডিং অঞ্চল ও নিউ-ক্যাসেলের আশেপাশে।[২৮] এ-সব অঞ্চলে প্রায়শই খোদ ভক্তমণ্ডলীকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যেত। তারই সঙ্গে দেখা যায়, কিভাবে বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ধর্মপ্রচারকের ভূমিকায় কারিগর শ্রেণীর মানুষ' ও স্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব ঘটছে। গৃহযুদ্ধে রাজকীয় সেনাবাহিনীর পরাজয় ও চিরাচরিত যাজক সম্প্রদায়ের দেউলেপনার জন্য এক ধরনের আত্মিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে যা দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের পুরনো পিউরিটান প্রভাবাধীন এলাকায় ততটা ঘটে নি। অথচ সে-যুগে গোচারণ ও মেষপালন প্রধান অঞ্চলগুলির মানুষজন সুদিনের মুখ দেখেছে। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে ব্লিথ উন্নত ধরনের মেষপালন ও শিল্পোন্নত এলাকা হিসেবে 'উরস্টারশায়ার, ওয়ারউইক্‌শায়ার, স্টাফোর্ডশায়ার, শ্রুফশায়ার, ওয়েলস ও উত্তরাঞ্চলীয় বনভূমি প্রধান অঞ্চলকে' চিহ্নিত করেছেন। ইংলণ্ডের উত্তর ও পশ্চিমমুখী জনস্রোত এবং উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও ওয়েলসের কৃষকদের পাথুরে ঘরবাড়ি দেখে এই সমৃদ্ধির আঁচ পাওয়া যায়।[২৯]

কোয়েকারদের আদি-নেতারা সবাই মধ্যচাষী ও কারিগরদের ঘর থেকে এসেছে এবং এই পরিবেশেই তারা মানুষ। ল্যাংকাশায়ারের কোয়েকার সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে, অতীতে যারা জমিদারী জুলুমের শিকার ও যারা অত্যাচারী রাজভক্ত জমিদারদের বিরোধিতা করে এসেছে। তারা বাড়তি খাজনা, বেগারপ্রথা ও ধর্মকর আদায়ের জবরদস্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে সংঘশক্তির মর্ম উপলব্ধি করেছে।[৩০] ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ জুড়ে লেভেলাররা ল্যাংকাশায়ারে অত্যন্ত সক্রিয়।[৩১] এ-ধরনের লোকেরা আগে থেকেই গোপনে কাজ করতে অভ্যস্ত যা পার্লামেন্ট বাহিনীর জয়লাভের পর হঠাৎ করে রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে, জর্জ ফক্স যখন অশ্বারোহণে উত্তরাঞ্চল পরিভ্রমণে আসেন, তখন তিনি সর্বত্র দেখেন যে, মধ্যচাষীদের ভিড়ে সীকার অথবা 'ছত্রভঙ্গ বাপতিস্ত' লোকজন তাঁর জন্য অপেক্ষারত। ইয়র্কশায়ারের উপত্যকা, ল্যাংকাশায়ার ও কাম্বারল্যাণ্ডের গোচারণ-ভূমি প্রধান শিল্পাঞ্চল সর্বত্র তাঁর একই অভিজ্ঞতা। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে দেখা যাচ্ছে যে, 'ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কাউন্টিগুলিতে কোয়েকার সম্প্রদায়ের ভাবধারা প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।'[৩২] ওয়েলস ও মার্চেস্ অঞ্চলে বাপতিস্তদের

২৭. আর. সি. রিচার্ডসন, *পিউরিটানিজিম ইন নর্থ-ওয়েস্টার্ন ইংলণ্ড : আ রিজিওনাল স্টাডি অফ দ ডায়োসেস অফ চেস্টার টু ১৬৪২* (১৯৭২), নানা স্থান দ্রষ্টব্য।

২৮. ইয়র্কশায়ার, ডুরহাম এবং নরদামবারল্যাণ্ডের লং পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে যে রাজনৈতিক র‍্যাডিকাল ভাবধারার বহু-বিভক্ত মতামত সে-সম্পর্কে অধ্যাপক আন্ডারডাউন মন্তব্য করেছেন। (*পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮-৯)।

২৯. থার্স্ক, *অ্যাগ্রারিয়ান হিস্ট্রি*, পৃ. ৭৫৭-৬০, ৭৮৯ ; 'সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড সোস্যাল চেঞ্জ', পৃ. ১৭০-৬ ; এছাড়া আমার *রিফমেশন টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভেলিউশান*, পৃ. ১৩৮ দ্রষ্টব্য।

৩০. বি জি. ব্লাকউড, 'দ ল্যাঙ্কাশায়ার ক্যাভালিয়ার্স অ্যান্ড দেয়ার টেনান্টস', *ট্রানজ্যাকশনস অফ দ হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অফ ল্যাঙ্কাশায়ার অ্যান্ড চেশায়ার*, বর্ষ ১১৭ ; 'আগ্রারিয়ান আনরেস্ট অ্যান্ড দ আর্লি ল্যাঙ্কাশায়ার কোয়েকারস', *জার্নাল অফ দ ফ্রেন্ডস হিস্টরিক্যাল সোসাইটি*, খণ্ড ৬০, পৃ. ৭২-৬। এ-সম্পর্কে আমি শ্রীযুত ব্লাকউডের বি. লিট গবেষণাপত্র *সোস্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস আসপেকটস অফ দ হিস্ট্রি অফ ল্যাঙ্কাশায়ার, ১৬৩৫-১৬৫৫* দেখার সুযোগ পেয়েছি।

৩১. *দ মডারেট*, ২২-৯ মে ১৬৪৯ ; *সি. এস. পি. ডি.*, ১৩৪৯-৫০, পৃ. ৩৮৫।

৩২. জি. ফক্স, *জার্নাল* (১৯০২) খণ্ড ১, পৃ. ৩০১।

এক বিশেষ সম্প্রদায়ের (Particular Baptists) লোকেরা মানুষের আত্মিক শূন্যতা ভরাট করতে পেরেছে—যদিও কয়েকটি অঞ্চলে কোয়েকার গোষ্ঠী তাদের চেয়েও বেশি প্রভাবশালী।[৩৩] উত্তরাঞ্চলে পঞ্চম রাজতন্ত্রীদের প্রভাব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর—ওপর ওপর খানিকটা ওয়েলসে—যদিও তারা ডেভন ও কর্নওয়াল অঞ্চলে অত্যন্ত শক্তিশালী। শ্রীযুত কাপ-এর মতে, চারিত্রিক দিক দিয়ে পঞ্চম রাজতন্ত্রীবাদ আসলে একটি শহুরে আন্দোলন। ১৬৭০-এর দশকের আগে তিনি অরণ্য-অঞ্চলে এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পান নি।[৩৪] সম্ভবত এই পরিবর্তনবাদী আন্দোলনের চাপে পড়ে সীমান্ত-অঞ্চলের যাজক সম্প্রদায় রিচার্ড বাক্সটারের নেতৃত্বে এক আন্দোলনে সামিল হন। 'নিচুতলা থেকে প্রেসবিটারীয় মতবাদ' জাগিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে তাঁরা কাউন্টি—যাজকদের এক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রতিষ্ঠান—খাড়া করেন।[৩৫]

'জাতির পক্ষে সবচেয়ে বড় আপদ হচ্ছে উত্তরাঞ্চলীয় লোকেরা, আর ডিগার-রা সেখানকার লোক'—এ-কথা ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে বলছেন, সাউথওয়র্কের পার্লামেন্ট সদস্য।[৩৬] স্যামুয়েল হাইল্যাণ্ড প্রধানত জেমস নেইলার ও কোয়েকারদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন। কিন্তু ডিগার সম্প্রদায়ের বেলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, আমরা যতদূর জানি, তাঁর ধারণা ভুল। কিন্তু তাদের প্রধান তাত্ত্বিক উইগান-জাত জিরাড উইনস্ট্যানলি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন অভ্রান্ত। তিনি যদি আরো একটু সচেষ্ট হতেন তাহলে তাঁর তালিকায় প্রেস্টন-জাত র‍্যান্টারপন্থী লরেন্স ক্লার্কসন, ইয়র্কশায়ারবাসী জন সল্টমার্শ (১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে যিনি 'ইংলণ্ডের ফ্যামিলিপন্থীদের প্রধান বলে চিহ্নিত'[৩৭]), জন ওয়েবস্টার ও হেনরি জেসি এবং নর্দামব্রিয়াবাসী জন লিলবার্ন স্থান পেত। তাঁর পর্যালোচনার পরিধি যদি ওয়েলস্ ও তার সীমান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হতো—তিনি হয়তো ভাবাসোর প্পওয়েল, মর্গান লয়েড, ওয়াল্টার ক্র্যাডক, উইলিয়ম আরবেরির কথাও উল্লেখ করতেন। আরো বলতেন গ্লস্টারশায়ারের সোসিনীয় জন বিড্ল, স্ট্রাফোর্ডশায়ারের পঞ্চম রাজতন্ত্রী টমাস হ্যারিসন ও হেনরি ডানভার্সের কথা। উরস্টারশায়ারের লেভেলারপন্থী উইলিয়ম ওয়ালউইন এবং কর্নওয়ালবাসী হিউ পিটার ও জন ক্যারিউ-এর কথাও তাঁর মনে পড়ত।

অনগ্রসর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের ওপর অগ্রসর উত্তর ও পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাবের কাহিনী এখানেই শেষ নয়। অধিবিদ্যাবাদী (metaphysical) কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার কারা? সময়ের দিক থেকে জন ডনের সঙ্গে, তাঁর পূর্বসূরী যিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে কাজকর্ম শেখার জন্য ওয়েলস থেকে লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন—ঠিক এক প্রজন্মের ব্যবধান।[৩৮] তাছাড়াও রয়েছেন ওয়েলসনিবাসী জর্জ হার্বার্ট ও হেনরি ভন, ইয়র্কশায়ারের মার্ভেল,জনৈকের পুত্র ক্রাশাও এবং ওয়েলস-মার্চেস্-জাত ত্রেহার্নে। এই নামের তালিকায় আমরা দ্বিতীয় সারিতে রাখতে পারি চেরবুরির লর্ড হার্বার্ট ও হারফোর্ডবাসী জন ডেভিস। তাছাড়াও রয়েছেন ইনিগো জোনস—যাঁর পূর্বপুরুষ ওয়েলসবাসী এবং বিশেষ করে সেদিনের যুগসন্ধি বেলায়, আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভবের ক্ষেত্রে যার গুরুতর অবদান সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা ক্রমশ বেশি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন—সেই আলকেমি ও যাদুবিদ্যার যুগে, আমরা দেখতে পাই যে অংকশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের

৩৩. হোয়াইট, 'দ অরগানাইজেশন অফ দ পার্টিকুলার ব্যাপটিস্টস, ১৬৪৬-১৬৬০', পৃ. ২০৯-১৩ ; তু.—সি.ই. হোয়াইটিং, *স্টাডিজ ইন ইংলিশ পিউরিটানইজম ফ্রম দ রেস্টোরেশন টু দ রেভোলিউশন* (১৯৩১) পৃ. ৯৮, ১১৭, ২৫৫।

৩৪. বি. ক্যাপ, *দ ফিফথ মনার্কি মেন : আ স্টাডি ইন সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরি মিলিয়েনরিজম* (১৯৭২), পৃ. ৭৬-৭, ৭৯, ২০৬-৭।

৩৫. দ্র.—আমার 'প্রোপাগেটিং দ গসপেল', পৃ. ৫৬ ; হাওয়েল, *নিউক্যাসেল আপন টাইন*, পৃ. ২৪৫-৭ ; ভি. সি. এইচ., *ক্যাম্বারল্যাণ্ড*, খণ্ড ২, পৃ. ৯৪-৫।

৩৬. বার্টন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৫।

৩৭. এস. রাদারফোর্ড, *আ সার্ভে অফ দ স্পিরিচুয়াল অ্যানটিক্রাইস্ট* (১৬৪৮) পৃ. ১৯৪। সল্টমার্শের জন্য দ্র.—এ. এল. মর্টন, *দ ওয়ার্ল্ড অফ দ র‍্যান্টার্স*, পৃ. ৪৫-৬৯।

৩৮. আর. সি. বাল্ড, *জন ডোন* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৭০) পৃ. ২২।

ক্ষেত্রে রবার্ট রেকর্ডে, জন ডা, রবার্ট ফ্লুড, ম্যাথু গইনি, এডমন্ড গান্টার, টমাস ভন এবং উরস্টারের এডওয়ার্ড সমারসেট ও মার্কুইস প্রমুখ বিজ্ঞান সাধকরা। এরা সবাই ওয়েলসজাত অথবা এদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ওয়েলসবাসী।[৩৯] তাছাড়াও রয়েছেন ল্যাংকাশায়ারবাসী জেরে'মিয়া হরোক্স্, নর্দাম্বারল্যান্ডের উইলিয়ম টার্নার এবং হ্যালিফ্যাক্সের হেনরি ব্রিগ্স্ ও হেনরি পাওয়ার। ল্যাংকাশায়ারের ঠিক সীমানায় রয়েছেন টাওনেলে গোষ্ঠীর বিজ্ঞানীরা যাঁরা জর্জ ফক্সের পেন্ডেল হিলে ব্যারোমিটার নিয়ে যান।[৪০] সপ্তম হেনরি ও অষ্টম হেনরি থেকে যার সূত্রপাত ও প্রথম জেমস্ কর্তৃক পরিবর্ধিত এবং নিউ মডেল আর্মির দ্বারা সংসাধিত গ্রেট ব্রিটেনের সংহতি অর্জনের জন্য সেই সাংস্কৃতিক ফলাফলের গভীর পর্যালোচনা সত্যিই মনোগ্রাহী।

২ গ্রি ণ্ডে ল টো নী য় স ম্প্র দা য়

ইংরেজ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে গ্রিণ্ডেলটোনীয়ারাই একমাত্র ব্যতিক্রম কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা মতাদর্শ থেকে নয়, এক জায়গা বিশেষ থেকে যাদের নামের উৎপত্তি। যদিও ১৬১৫ থেকে ১৬২২ পর্যন্ত গ্রিন্ডেলটনের কিউরেট রজার.ব্রিয়ারলির নাম এই আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ; সম্ভবত তাঁরও আগে এই আন্দোলনের জন্ম এবং তাঁর পরেও এই আন্দোলন রীতিমতো টিকে ছিল। ব্রাডফোর্ড থেকে ইয়র্কশায়ারের একদম দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত পেনাইন উপত্যকা ও ক্লীভল্যান্ড উপত্যকা অঞ্চল স্বাধীন ধর্মমতাবলম্বীদের এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এলিজাবেথের আমলেই সম্ভবত এখানে ফ্যামিলিপন্থী মতবাদের প্রথম সূত্রপাত ঘটে ও বিস্তার লাভ করে এবং কালক্রমে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তার সম্পর্কে আগ্রহ বাড়তে থাকে। ব্রিয়ারলি যখন কিউরেট ছিলেন, তখনো দেখা যাচ্ছে, নিজেদের 'ধর্মপল্লীর চার্চের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে [সাতমাইল দূরবর্তী গিগল্স্ উইক] অনেকেই গ্রিন্ডেলটন চলে যাচ্ছে।' নিজের ধর্মপল্লীর বাইরে গিয়েও ব্রিয়ারলি প্রায়শই ধর্মোপদেশ দান করতেন। ১৬২৭ সাল নাগাদ ইয়র্কের কয়েক মাইলের মধ্যে 'গ্রিন্ডেলটোনীয় সম্প্রদায়ের মতের কাছাকাছি' মানুষজন চোখে পড়েছে।[৪১] ব্রিয়ারলি ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে গ্রিন্ডেলটনের দশ মাইল পূর্বে কিল্ডউইকে চলে যান এবং ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে চিরদিনের মতো ধর্মপ্রদেশ ত্যাগ করেন। ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে কিল্ডউইকের কিউরেট নিযুক্ত হন জন ওয়েবস্টার। মাত্র সাত মাইল দূরে কিরবি ম্যালহামে বাস করতেন জন ল্যাম্বার্ট। ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি ধর্মীয় আদালতে বিড়ম্বিত হন তাঁর গ্রিন্ডেলটোনীয় মতবাদের জন্য।[৪২] তিনি তাঁর *এগ্জামেন অ্যাকাডেমিয়ারম* গ্রন্থে ব্রিয়ারলির বিবিধ উক্তি সংকলিত করেন।[৪৩] ১৬৫০-এর দশকে তিনি ল্যাংকাশায়রের লাগোয়া ক্লিথেরোয় একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং মাঝে মাঝে গ্রিন্ডেলটনে গিয়ে ধর্মোপদেশ দান করতেন।[৪৪] গ্রিন্ডেলটনের ক্ষেত্রে যেটা অভিনব—সেটা হলো এখানকার ভক্তমণ্ডলী ধর্ম সম্পর্কে মুক্তমনা। প্রসঙ্গত, ল্যাংকাশায়ারের ভক্তমণ্ডলী সম্পর্কে ড. রিচার্ডসনের মন্তব্য

৩৯. *আই. ও. ই. আর.*, পৃ. ৬৫।

৪০. সি. ওয়েবস্টার, 'হেনরি পাওয়ারস এক্সপেরিমেন্টাল ফিলসফি', *অ্যামবিক্স*, খন্ড ১৫, পৃ. ১৫৭-৯ ; 'রিচার্ড টাওনেলি, দ টাউনেলি গ্রুপ অ্যান্ড সেভেনটিন্থ-সেঞ্চুরি সায়েন্স,' *ট্রানজ্যাকশনস অফ দ হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অফ ল্যাঙ্কাশায়ার অ্যান্ড চেশায়ার*, সংখ্যা ১১৮, পৃ. ৫১-৭৬। পরে আমরা আবার জন ওয়েবস্টারের শরণাপন্ন হবো।

৪১. আর মার্চেন্ট, *দ পিউরিটানস অ্যান্ড দ চার্চ কোর্টস ইন দ ডায়োসিস অফ ইয়র্ক* (১৯৬০) পৃ. ৪০-১, ৪৬।

৪২. *ঐ*, পৃ. ৪০-১, ১২৭-৮। ওয়েবস্টার তাঁর *এগ্জামেন অ্যাকাডেমিয়ারাম* ল্যাম্বার্টকে উৎসর্গ করেন ১৬৫৪-য়। ওয়েবস্টারের জন্য দ্র—বর্তমান গ্রন্থের পৃ· ৪৫, ৪ অধ্যায়, পৃ· ৬৩, এই অধ্যায় পৃ· ১৪৫, ৯ অধ্যায়।

৪৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯১।

৪৪. ডব্লিউ. এস. উইকস, *ক্লিথেরো ইন সেভেন্টিন্থ-সেঞ্চুরি*. [ক্লিথেরো? ১৯২৮] পৃ. ১৭৬।

উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন, ভক্তমণ্ডলীই হলো সেখানকার প্রগতির মূল চালিকাশক্তি। ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রিন্ডেলটনের পাট্টাদার ও দখলিস্বত্বভোগীদের সাধারণের জমি ঘিরে ভাগ করে নেওয়ার জন্য এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঘটনাটি সেখানকার চিরাচরিত স্বাতন্ত্র্যবোধের অন্যতম দৃষ্টান্ত।[৪৫] স্থায়ীভাবে কোনো রেক্টর অথবা ভাইকার সেখানে বাস করতেন না। শুধু ছিলেন একজন কিউরেট যাঁকে সম্ভবত ভক্তমণ্ডলী সমমতাবলম্বী ভেবে ভাড়া করে এসেছে। ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে রজার ব্রিয়ারলি *এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর* বিরুদ্ধে এক পঞ্চাশ দফা অভিযোগপত্র তৈরি হয়। তার মধ্যে কতকগুলি অভিযোগ সম্ভবত কিউরেটের ধর্মভাষণে ব্যক্ত মতামতের চেয়েও বেশি প্রগতিবাদী। অথবা ব্রিয়ারলির মৃত্যুর পর প্রকাশিত রচনাসম্ভারের চেয়েও বেশি অগ্রসর। মনে হয় এ-জাতীয় অভিযোগ, চিন্তার ক্ষেত্রে ভক্তদের প্রকৃত অগ্রগতির নিদর্শন। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে অন্তত তিনজন সাধারণ গৃহস্থকে আবার নতুনতর এক অভিযোগের জালে জড়িয়ে ফেলা হয়। গোপনে সভা করা হলো তার মধ্যে অন্যতম।[৪৬]

১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চাশদফা অভিযোগপত্রের সেই সব বিশ্বাসের মধ্যে

> ১. আত্মিকশক্তি-প্রসূত আবেগ স্বয়ং ঈশ্বরের বাণীর চেয়েও বেশি বিশ্বাসযোগ্য। ২. আত্মিক আবেগ ব্যতিরেকে···ঈশ্বরের বাণী বিশ্বাস করাটা পাপ। ৩. পরম করুণাময় ঈশ্বরের সন্তান প্রতিটি কাজ এমন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে থাকেন যে, কোনো রকম ব্যর্থতাজনিত ক্ষমা প্রার্থনা পাপ। ৭. কোনো সাচ্চা খ্রিস্টান গুরুতর কোনো পাপ করতে পারে না। ১৪. শুদ্ধাত্মা পুরুষ ভগবানের গৌরব অর্জনের অভিলাষী হতে পারে এবং তাঁর ক্ষেত্রে মুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। ৩৩. আত্মিক শক্তিতে সমৃদ্ধ মানুষের কেবল পড়াশুনা, প্রার্থনা ও ধর্মোপদেশ দান ছাড়া আর কোনো জীবিকা নিষ্প্রয়োজন। ৩৮. ধর্মোপদেষ্টা ও ভক্তবৃন্দ—কেউই রাজার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন না ; কারণ তাঁরা তো জানেন না রাজা নির্বাচিত কি-না। ৪৬. আত্মিক শক্তির অধিকারী হলে স্বর্গসুখের প্রয়োজন পড়ে না, পার্থিব সুখই যথেষ্ট।

পাপবোধ জয় করলে বিশ্বাসীদের আর নরকবাসের আতঙ্ক ও মৃত্যুভয় থাকে না, বলছেন ব্রিয়ারলি।[৪৭]

বাইবেলের অক্ষরের চেয়ে আত্মা বড়ো, যাজক নিয়োগ প্রথা তাৎপর্যশূন্য, পাপবোধমুক্ত জীবনযাপন করলে ইহলোকেও স্বর্গলাভের সম্ভাবনা থাকে—এ-সমস্ত ধ্যানধারণার কথা আমরা আবার শুনতে পাবো। এ-জাতীয় চিন্তাধারার আবির্ভাব চিরাচরিত ক্যালভিনবাদকে বেশ জোর ধাক্কা দিল। কারণ, মানুষের নৈরাশ্যের মুহূর্তে ক্যালভিনবাদ তাকে আরো ম্রিয়মান করে। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে টমাস শেপার্ডের বয়স যখন সতের এবং সে গভীর হতাশায় ভুগছে, তখনি সে 'গ্রিন্ডেলটনের খবর শুনল।' তখন তার মনে প্রশ্নের উদয় হলো : 'সত্যিই কি সেই চরম ও পরম পূর্ণতা লাভ সম্ভব?' ধর্মোপদেষ্টাদের তত্ত্বকথাগুলি তো তার কাছে রীতিমতো ভীতিপ্রদ, 'কিন্তু তারা ও তাদের গ্রন্থাদি আইনসিদ্ধ নয় কি?'[৪৮] কিন্তু হঠাৎ করে দীক্ষিত হওয়ার ফলে সে ক্যালভিনের শিবিরেই থেকে গেল এবং পরবর্তীকালে, নিউ ইংলণ্ডের একজন কৃতি যাজকের ভূমিকায় তাকে দেখা যায়। কিন্তু গভর্নর উইনথ্রপের মতে, স্কুল শিক্ষিকা অ্যান হাচিনশনের

৪৫. আর. এইচ. টাওনে ও ই. পাওয়ার সম্পাদিত *টিউডর ইকোনমিক ডকুমেন্টস* (১৯৫৩), খণ্ড ১, পৃ. ৮১-৪।
৪৬. মারচেন্ট, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭ ; টমাস সিপ্পেল, *জুর ভরগেসশিক্টে ডেস কোয়াকেরটুমস* (গিজেন, ১৯২০) পৃ. ২৪-৩০।
৪৭. সিপ্পেল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫৫।
৪৮. 'অটোবায়োগ্রাফি অফ টমাস শেফার্ড', *পাব্লিকেশনস অফ দ কলোনিয়াল সোসাইটি অফ ম্যাসাচুসেটস*, খণ্ড ২৭ (১৯২৭-৩০) পৃ. ৩৬২-৩।

যাবতীয় ভ্রান্ত ধর্মমতের উৎস গ্রিন্ডেলটোনীয় চিন্তাধারা।[৪৯] ১৬৪০-এর দশক জুড়ে যখন গোটা ইংলণ্ডে ক্যালভিন ও তাঁর শাশ্বত বিধান সমালোচনার মুখোমুখি হয়, লোকে তখন, বিশেষ করে গৃহীরা, গ্রিন্ডেলটোনীয় ফ্যামিলিপন্থীদের কথা সাগ্রহে শুনতে থাকে।[৫০] জন ওয়েবস্টারের সঙ্গে ওয়েলসজাত উইলিয়াম আরবেরির যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৬৩০ থেকে ১৬৬৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিম ইয়র্কশায়ার ও পূর্ব ল্যাংকাশায়ারের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর কিউরেট ছিলেন রবার্ট টাউনে ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে গ্রিন্ডেলটোনীয় বলে অভিযুক্ত করা হয়।[৫১] কোয়েকার নেতা জন ক্যাম ও ফ্রান্সিস হাউগিলকে রজার উইলিয়মস্ গ্রিন্ডেলটোনীয় বলে অভিহিত করেন ; যদিও তাঁরা জনসমাজে 'সীকার' বলে পরিচিত। টমাস বানক্রফট ১৬৫৭ সালে কি করে গ্রিন্ডেলটোনীয় শিবির থেকে কোয়েকার শিবিরে চলে যান, তার বিবরণ তিনি নিজেই লিখেছেন।[৫২]

পরিশেষে, যদিও আমি বলেছি, ব্রিয়ারলিকেও অতিক্রম করেছে তাঁর ভক্তমণ্ডলী—কিন্তু ১৬৪০ ও ১৬৫০-এর দশকে তার পথপ্রদর্শন তিনি নিজেই করেছেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর একমাত্র ভালো কবিতা *নিজের মধ্যে গৃহযুদ্ধ (Self civil war)* সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ।

আমি নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি......
আমি নিজের সঙ্গে একেবারেই একমত নই.......
আমি নিজেকে বিশ্বাস করি, আবার অবিশ্বাসও করি.....
আমি নিজেকে নিয়ে আবার নিজেকে বাদ দিয়ে থাকতেও পারি না।[৫৩]

এই অধিবিদ্যাবিষয়ক (metaphysical) কবিতাটির মর্মমূলে রয়েছে ব্রিয়ারলির অন্তরঙ্গ সুহৃদ অ্যান্ড্রু মার্ভেলের 'দ্বৈত হৃদয়।' দুজনেই ইয়র্কশায়ারবাসী। আবার কবিতাটির মূল সুরের সঙ্গে জড়িত ইয়র্কশায়ার, ল্যাংকাশায়ার, কাম্বারল্যাণ্ড ও ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের 'সীকার' ভক্তমণ্ডলীর আত্মিক আলোড়ন ও অসন্তোষ যার জন্যে জর্জ ফক্স ও জেমস নেইলারের বাণী প্রচারের পথ প্রশস্ত হয়। অনুরূপভাবে জন ওয়েবস্টার শিক্ষিত ও প্রথাসিদ্ধ যাজকদের সম্পর্কে গ্রিন্ডেলটোনীয়দের অবিশ্বাস-প্রবণতাকে উচ্চশিক্ষা সংস্কারের প্রগতিশীল কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করেন। জর্জ ফক্সের দৈব পাহাড় পেন্ডেল হিলের পাদদেশে অবস্থিত গ্রিন্ডেলটন।[৫৪] মনে হয়, সপ্তদশ শতকীয় ইংলণ্ডের মানচিত্রে তার স্থান আরো গুরুত্ব সহকারে চিহ্নিত হওয়া উচিত ছিল—যদিও বাস্তবে তা ঘটে নি।

৩ আলোচিত অংশের সারমর্ম

বিজ্ঞানের ইতিহাস রচয়িতারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির 'আভ্যন্তরীণ' ও 'বহিরাগত' কারণগুলিকে তফাৎ করে থাকেন। চিন্তাধারাগঠনের যুক্তিসম্মত স্বাভাবিক বিকাশ একদিকে ও অন্যদিকে সামাজিক চাহিদা এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার তাগিদ—এভাবেও ভাগ করে

৪৯. জি. এফ. ন্যুটাল *দ হোলি স্পিরিট ইন পিউরিটান ফেইথ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স* (অক্সফোর্ড. ১৯৪৬) পৃ. ১৭৮-৮০।
৫০. পেগিট, *হেরিসিওগ্রাফি* (১৬৫৪) পৃ. ৮৭। 'শাশ্বত বিধানে'র সংজ্ঞার জন্য দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১২৫. ৮ অধ্যায়।
৫১. দ্র.—এই গ্রন্থের পৃ. ১৫৯, ৯ অধ্যায়।
৫২. সিপ্পেল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯ ; জি. এফ. ন্যুটাল সম্পাদিত *আর্লি কোয়েকার লেটারস ফ্রম দ সোয়ার্থমোর এম এস এস. টু ১৬৬০ (১৯৫২)* পৃ. ২২৯।
৫৩. আর. ব্রিয়ারলি, *পোয়েমস*, পৃ. ৯৪। *আ বান্ডেল অফ সোল কনভিনসিং.....অ্যান্ড কমফোর্টিং ট্রুথস* (১৬৭৭)-গ্রন্থে।
৫৪. আর. এম. জোনস, *মিস্টিসিজম অ্যাণ্ড ডেমোক্রেসি ইন দ ইংলিশ কমওয়েলথ* (হারভার্ড ইউ. পি.. ১৯৩২) পৃ. ৭৯। এই এলাকা থেকে পার্লামেন্টের পক্ষ সমর্থনের জন্যে দ্র.—এই গ্রন্থের পৃ. ৪৪, ৪ অধ্যায়।

থাকেন। বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। আমি বর্তমান গ্রন্থে ইংরেজ গৃহযুদ্ধোত্তর দশকে যাবতীয় র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার আলোকোজ্জ্বল আবির্ভাবের বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ কারণগুলি অন্বেষণের চেষ্টা করেছি।

৩, ৪ ও ৫ অধ্যায়ে আমি সামাজিক পটভূমির ওপর জোর দিয়েছি ; অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার পরিবেশে লালিত বনভূমি ও গোচারণভূমি প্রধান অঞ্চলে কীভাবে কতকগুলি জনগোষ্ঠী পরিবর্তনবাদী চিন্তাধারার আওতায় এলো, সে-সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 'প্রথম ধনতান্ত্রিক যুগের সামাজিক জঙ্গমতার প্রতিনিধি ভ্রাম্যমান বণিক, কারিগর, ফেরিওয়ালা, কর্তৃত্ব বিন্যাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনে বেখাপ্পা ছন্নছাড়া মানুষ, ভবঘুরের দল ও শহুরে গরীব—এরা সবাই সামাজিক পটভূমির অন্তর্গত। গৃহযুদ্ধের প্রবল অভিঘাতে সমাজ ও ব্যক্তির গতিধারা আকস্মিক এবং বিস্ময়করভাবে বেড়ে গেল। নিউ মডেল আর্মিকেও চলমান ছন্নছাড়া মানুষের সংগঠন বলা চলে। ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ভ্রাম্যমান কারিগর ও বণিকরা ভ্রাম্যমান যাজকের অভিধা পেল, তারই সঙ্গে নিউ মডেল আর্মি হয়ে ওঠে ধর্মীয় স্বাধীনতার পথিকৃৎ। এই বাহিনীর আওতায় রয়েছে কারিগর শ্রেণীর ধর্মযাজক ও রাতারাতি গড়ে ওঠা গীর্জা। গোটা দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা যাবতীয় অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত র‍্যাডিকাল গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তারা যোগসূত্র স্থাপন করে ও তাদের বলভরসা যোগায়। অপেক্ষাকৃত নির্জন উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের বেলায় সে-কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সামাজিক চলমানতার এটা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

নিউ মডেল আর্মি একটা দেশলাই বাক্সের মতো, যা বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ করেছে। কিন্তু অগ্নিকাণ্ড একবার শুরু হওয়ার পর দেখা গেল, চারপাশে দাহ্যপদার্থের অভাব নেই। এর তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য তদানীন্তন ইংলণ্ডের যাবতীয় পরিবর্তনকামী ও স্বাধীন ধর্মচিন্তার বিকাশধারাকে জানা দরকার। তারমধ্যে কতকগুলি ধর্মীয় এবং বাকিরা ধর্মনিরপেক্ষ। এই ধ্যানধারণাগুলির মধ্যে কিছু লোলার্ড ঐতিহ্যপ্রসূত , কিছু মহাদেশীয় এবং কিছু ষোড়শ-সপ্তদশ শতকীয় ইংলণ্ডের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজজীবনের গর্ভজাত। কিছু ঐতিহ্যের সন্ধান করা হয়েছে ২ অধ্যায়ে এবং বাকিগুলি ৬, ৭ ও ৮ অধ্যায়ে আলোচিত। ১৬৪০ ও ৫০-এর দশকের প্রমত্ত স্বাধীনতার যুগের যাবতীয় উপাদান মিলিয়ে এমন এক রসায়ন সৃষ্টি হলো যার থেকে অভূতপূর্ব নতুন সব উপাদানের জন্ম।

৬ ভবিষ্যদ্‌বক্তাদের জাতি

অশিক্ষিত সাদামাঠা লোকজন আমাদের শেখানোর বাইরে অন্য কোনো উপায়ে জ্ঞান সঞ্চয় করে, এটা চলতে দেওয়া যায় না—সেই গর্ববোধ ও অহমিকার বশে আমি *গ্যাংগ্রীনা* লিখেছি। আমরাই যাবতীয় তত্ত্ব ও শিক্ষামালার প্রকৃত ব্যাখ্যাতা এবং তার দৌলতেই তো আমাদের পূর্বপুরুষরা বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির ওপর কর্তৃত্ব করেছেন। আজ যদি তারা একে অপরকে শেখানো আরম্ভ করে, তবে তো সেই কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে—সেই ভয়েই আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি। নানাসূত্রে ধনার্জন ও ধর্মকর থেকে আহরিত বিপুল বৈভব পাছে খোয়া যায়—সেই দুশ্চিন্তাও আমায় রচনাকার্যে প্রণোদিত করেছে। এ-সব যে ঘটতে যাচ্ছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি, কারণ স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সব কিছুই উল্টে-পাল্টে দেখছে।

উ ই লি য় ম ও য় ল উ ই ন, *শ্রীযুত এডওয়ার্ডসের ভবিষ্যদ্‌বাণী (আ প্রেডিকশান অফ মি. এডওয়ার্ডস হিজ কনভারশেসন অ্যান্ড রিকান্টেশন* [১৬৪৬]).... হ্যালার-এর *ট্র্যাক্টস্ অন লিবার্টি* খণ্ড ৩, পৃ. ৩৪৩।

১ জ্যো তি ষী ও স্ব র্ণ যু গ - ক ল্প না

সপ্তদশ শতকীয় ইংলণ্ডের বেশিরভাগ নরনারী তখনো কুহকের জগতে বাস করছে , যেখানে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ভগবান ও শয়তানের সমান দাপট। ডাকিনী, পরী ও তুক্‌তাক্ অধ্যুষিত তাদের জগৎ। তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে রাজার করস্পর্শে দুরারোগ্য গণ্ডমালা-রোগেরও আরোগ্য সুনিশ্চিত। মেরিওনেৎশায়ারে ১৬০৭ সা অ্যারাইজ ইভানসের জন্ম। তিনি বলছেন যে, ধুরন্দর ব্যক্তি অথবা জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে—ফাঁসি হবে কি-না জানতে চাওয়াটা চোরদের মহলে রেওয়াজে পরিণত।[১] বেশিরভাগ গ্রামেই 'ধুরন্দর ব্যক্তি' ওরফে পরোপকারী জাদুকর (White witch) ছিল। চিকিৎসক অথবা আইন ব্যবসায়ীর চেয়ে তাদের পরামর্শ সুলভে পাওয়া যেত। যে বিশেষ জগতের তারা বাসিন্দা তার স্বকীয়তা বিবেচনায় আনলে মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনে অলৌকিক হস্তক্ষেপের অনিবার্যতাও সহজবোধ্য হবে। আমরা নিয়ম মেনে চলা জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী যেখানে সপ্তদশ শতকীয় 'ভগবানের লীলা' কালেভদ্রে ঘটে। সামাজিক বীমা, উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা—বিশেষ করে অনুভূতিনাশক ঔষধের প্রয়োগ, প্লেগ রোগের বিলুপ্তি—কম দাহ্য ইঁটের বাড়ি-ঘর, গবাদি পশুর জন্য শীতকালীন মজুত খাদ্য ভাণ্ডার যার ফলে বসন্তকালেও অনশনের সমস্যা নেই—সব মিলিয়ে আজ মানুষের জীবন আমূল রূপান্তরিত। অর্থাৎ সার্বিক নিরাপত্তার আচরণে আজকের জীবন সুরক্ষিত। ১৬২০-এর দশকে বস্ত্রশিল্পে দেশ জোড়া মন্দার ধাক্কায় গলাকাটা প্রতিযোগিতার ধুম পড়ে। 'মানুষ নিজের জোরে যা খুশি তা করতে পারে এবং যে পেছিয়ে পড়ে সে শয়তানের খপ্পরে পড়ে'—এ জাতীয় নতুন ধ্যান-ধারণা জন্মানোর ফলে মধ্যযুগীয় গ্রামীণ জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তাবোধও বিঘ্নিত হয়। ড.ম্যাকফারলেনও শ্রীযুত টমাসের মতে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ডাইনী নির্যাতনের হিড়িক পড়ে যায় ; কারণ মানুষ নিজেদের দায়ী না

১. এ. ইভানস, *দ ব্লাডি ভিশন অফ জন ফার্লে* (১৬৫৩), পৃ. ৩৯।

করে তাদের যাবতীয় অপরাধের বোঝা ডাইনীদের ওপর চাপিয়ে দেয়।[২]

বিশ্রামবার-লঙ্ঘনকারী ও অন্যান্য পাপীদের বিরুদ্ধে ভগবানের বিধান সম্পর্কে, অলিভার ক্রমওয়েলের স্কুল শিক্ষক ও বন্ধু ড. টমাস বিয়ার্ড বিপুল পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের কতকগুলি কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কীভাবে সরাসরি কঠোর দণ্ডবিধান করে থাকেন। আহত ব্যক্তির রক্তে নিষিক্ত রুমাল দিয়ে 'অস্ত্রখানি' আবৃত করলে রক্তপড়া বন্ধ হয় এ-জাতীয় পরোপকারী জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন স্যার ওয়ালটার র‍্যালে, স্যার ফ্রান্সিস বেকন ও স্যার কেনেলম্ ডিগ্‌বি প্রমুখ সুজন যাঁরা পরবর্তীকালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো-পদ অলঙ্কৃত করেন। এ-ধরনের বিশ্বাস জন লকেরও ছিল।[৩] প্রথম যুগের বিজ্ঞানকে জাদুবিদ্যার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। তাই নিকৃষ্ট জাদুকর, জ্যোতিষী ও অ্যালকেমিবিদ্‌দের বিকল্পরূপে উৎকৃষ্ট যুক্তিবাদীদের বাহবা জানানো চলে না। জন আব্রে বলছেন, গৃহযুদ্ধ-পূর্ব 'অন্ধকার দিনগুলিতে জ্যোতিষী, গণিতজ্ঞ ও ঐন্দ্রজালিক সব একাকার।'[৪] জিওর্দানো ব্রুনো, জন ডী, জোহান কেপ্‌লার, টাইকো ব্রাহে সবাই জাদুকর। এমন কি ১৬৪৮ সালেও রয়্যাল সোসাইটির ভাবী সম্পাদক, জন উইলকিনস্ 'গাণিতিক জাদুবিদ্যার' বিশেষজ্ঞরূপে ডী ও ফ্লডের নাম উল্লেখ করেছেন। এলিজাবেথের যুগে কারো স্বর্ণতৃষ্ণা জেগে উঠলে, সে হয় স্পেনীয় নৌবহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত অথবা অ্যালকেমিচর্চায় মন দিত। প্রথমটার দিকে ঝুঁকেছিলেন স্যার ওয়াল্‌টার র‍্যালে দ্বিতীয়টার দিকে জন ডী এবং স্যার উইলিয়ম সিসিল উভয় ক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

এটা ঠিক যে, পরিশেষে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ সাদা-কালো নির্বিশেষে সব ধরনের ভোজ্‌বাজি, তকতাক, বশীকরণ, জাদুমন্ত্র উচ্চারণ ও প্রেমোদ্দীপক লালসা প্রভৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে। অগুন্তি ধর্মোপদেশের মাধ্যমে দ্রব্যান্তরকরণের নিন্দাবাদ, খ্রিস্টীয় নৈশভোজ উৎসবের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে বস্তুবাদী সংশয়ী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে। তার ফলে অলৌকিকত্ব সম্পর্কে যাবতীয় শ্রদ্ধা ভক্তি তলিয়ে যায় অতীতের গহ্বরে। কিন্তু সাধারণ নরনারীর মোহমুক্তি তখনো বেশ সুদূরেই। সেই ফাঁকে পূর্বতন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতদের করণীয় কাজগুলি যা তাদের উত্তরসূরীরা অবজ্ঞা করেছে সেগুলির বেশিরভাগই গিয়ে পড়েছে ধুরন্ধর ব্যক্তিদের হাতে। জেমস্ ও প্রথম চার্লসের স্নেহধন্য বাকিংহামের ডিউকের নিজস্ব জ্যোতিষী ছিলেন ড. ল্যাম্ব। অলিভার ক্রমওয়েল, হোয়াইট লক, রিচার্ড ওভারটন প্রমুখ পেশাদার রাজনীতিবিদ্‌রাও জ্যোতিষীর পরামর্শ নিতেন।[৫] পিউরিটান যাজক জন প্রেস্টনের জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রগাঢ় আস্থা।[৬] রয়্যাল সোসাইটির অন্যতম ফেলো ইলিয়াস্ অ্যাশমোল রীতিমতো জ্যোতিষচর্চা করতেন। এটা লক্ষণীয় যে, রয়্যাল সোসাইটির জন্মেরও দশ বছর আগে লণ্ডন শহরে তৈরি হয়েছে জ্যোতিষী-সমিতি। ১৬৪০ সালের পর 'যাজক সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ' আর জনগণের জন্য জ্যোতিষ-পুস্তকের প্রকাশনা রোধ করতে পারল না যা সম্ভব হয়েছিল এর আগে।[৭] পুরোনো ও নতুন ভবিষ্যদ্‌বাণীসহ বিপুল সংখ্যায় সেগুলির আবির্ভাব ঘটে। জনচিত্ত হরণকারী বেশি মাত্রায় বিতর্কমূলক ও প্রচারধর্মী পঞ্জিকা মাত্র দুই পেন্সের বিনিময়ে অঢেল বিকোতে থাকে। পঞ্জিকা রচয়িতারা গৃহযুদ্ধে পক্ষাবলম্বনের ফলে তাদের ব্যবসা বেশ লাভজনক হয়ে ওঠে।

২. এ. ম্যাকফারলেন, *উইচক্রাফট ইন টিউডর অ্যান্ড স্টুয়ার্ট ইংলণ্ড* (১৯৭০) পৃ. ২০১-৬, ২৪৪-৫২ ; *দ ফ্যামিলি লাইফ অফ র‍্যালফ জোসেলিন* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯৭০) পৃ. ১৭৬-৭, ১৯৩ ; টমাস, *পূর্বোক্ত*, বিশেষত দ্র.—পৃ. ৬৩৮-৪০। এছাড়াও—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৩৯, ১৬ অধ্যায়।

৩. *আই. ও. ই. আর*, পৃ. ১৪৯।

৪. আরবেরি, *ব্রিফ লাইভস্*, খণ্ড ১, পৃ. ২৭।

৫. টমাস, *পূর্বোক্ত*, বিশেষত অধ্যায় ৯।

৬. এস. ক্লার্ক, *লাইভস অফ থার্টি-টু ইংলিশ ডিভাইনস* (১৬৭৭) পৃ. ৭৬।

৭. সি. এইচ. জোস্টেন সম্পাদিত *ইলিয়াস অ্যাশমোলে*, ১৬১৭-১৬৯২ (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৬৬), খণ্ড ১, পৃ. ২১-২।

১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত উইলিয়াম লিলি রচিত শ্বেত নৃপতির ভবিষ্যদ্বাণী *(Prophecy of the White King)* প্রকাশের মাত্র তিন দিনের মধ্যে ১৮০০ কপি নিঃশেষিত হয়।[৮] জ্যোতিষশাস্ত্র-নির্ভর পঞ্জিকার চাহিদা বাইবেলের চেয়েও বেশি। সমসাময়িকদের মতে, অন্য কিছুর চেয়ে ঐগুলির জন্যেই রাজপক্ষীয়রা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৯] আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আজ বিচার করা সহজ—সপ্তদশ শতকীয় বিজ্ঞানের কোনটা 'যৌক্তিক' আর কোনটা তা নয়। কিন্তু ঘটনা ঘটে যাবার পর আমাদের আধুনিক জ্ঞান যেন বেকন, বয়েল ও নিউটনের বিচারবুদ্ধিকে অনুকম্পার চোখে না দেখে। প্রকৃতি রাজ্যের নিয়ম বুঝতে পুরো একটি শতক কেটে যায়। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরাও অন্য মানুষের চেয়ে বেশি আগ্রহ ভরে বিজ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগে।[১০]

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ফুলার লিখছেন, ইংরেজ মাত্রেই 'পকেটে একটা পুরানো ভবিষ্যদ্বাণী বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মতলব হাসিল করার জন্য সেটা তারা যখন-তখন বার করে দেখাচ্ছে যদিও দ্ব্যর্থক ভাষায় লেখা ভবিষ্যদ্বাণী প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়শই ভুল প্রমাণিত হচ্ছে।' একই সুরে বলছেন বিশপ হ্যাকেট : 'মার্লিনের চেয়ে বড় দরের কেউ উচ্চারণ করেন নি—এ-জাতীয় অসার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি আমরা ইংরেজরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছি।'[১১] মার্লিন, মাদার শিপটন এবং আরো অনেকের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের হিসেবের বাইরেও বহু লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল। ১৬৫০-এর দশকে পঞ্চম রাজতন্ত্রী গোষ্ঠী—ওদের তো বটেই, তার সঙ্গে সিবিলীয় ভবিষ্যদ্বক্তা, নস্ত্রাদামুস, প্যারাসেলসাস ও অন্যান্য জ্যোতিষবচন প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করেছে।[১২]

বৈপ্লবিক দশকগুলিতে পুরোনো ভবিষ্যদ্বাণী, অবস্থা বুঝে ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন লিলি। তাঁর শ্বেত নৃপতির ভবিষ্যদ্বাণী আসলে মার্লিন-উচ্চারিত এক ভবিষ্যদ্বাণীর পরিবর্তিত সংস্করণ।[১৩] 'রাজকীয় ক্ষমতা সংযত করা' সম্পর্কে লিলি জ্যোতিষ-গণনার ভিত্তিতে প্রথম চার্লস ও অক্সফোর্ড পার্লামেন্টকে ওয়েস্টমিনিস্টারে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান এবং রাজার পরাজয় ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তাঁর বারংবার ভবিষ্যদ্বাণী, শেষপর্যন্ত—যা বলা হয়েছে তাই ঘটাল।[১৪] নেসবীর যুদ্ধ যেন লিলির পক্ষে সৌভাগ্যসূচক সমাপতন ; কারণ চার্লসের ভরাডুবি সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সেই যুদ্ধের দিনেই প্রকাশিত হয়। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের একজন সদস্য বলছেন : 'তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সৈনিকদের, দেশের সমস্ত সৎ মানুষের ও আমাদের মতো বহু পার্লামেন্টপক্ষীয়দের মনোবল জোরদার করেছে।'[১৫] তার তিন বছর আগে লিলির জন্য পার্লামেন্ট পঞ্চাশ পাউন্ড পুরস্কার ও একশ পাউন্ড বার্ষিক পেনশন মঞ্জুর করেছে। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে আরাইজ ইভানস্ লিখছেন, 'লিলি তখনো কিছু জানত না এখনো কিছু জানে না। পার্লামেন্টপক্ষীয়রা তাকে যেমন লিখতে বলেছে, সে তেমন লিখেছে।'[১৬] ইভানস্ কিন্তু তখন লিলির প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ভবিষ্যদ্বক্তারূপে তাঁর তেমন নামডাক

৮. এইচ. এফ. ফ্রেচার, *দ ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অফ জন মিল্টন*, (ইলিনয়স ইউ. পি.) খণ্ড ২, (১৯৬১) পৃ. ৫৫৭ ; এইচ.রুশে, 'মেরলিনি অ্যাংলিকি : অ্যাস্ট্রোলজি অ্যান্ড প্রোপাগান্ডা ফ্রম ১৬৪৪ টু ১৬৫১', ই. এইচ. আর, খণ্ড ৮০, পৃ. ৩২২-৩৩।
৯. টমাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪, ৩৪৩।
১০. বর্তমান গ্রন্থের ১৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১১. টি ফুলার, *চার্চ হিস্ট্রি অফ গ্রেট ব্রিটেন* (১৬৫৫) খণ্ড ২, পৃ. ৩১৬ ; জে. হ্যাকেট, *স্ক্রিনিয়া রেসারটা* (১৬৯২) খণ্ড ২, পৃ. ২২৬।
১২. ডি. পুল সম্পাদিত *পিউরিটানস, দ মিলিয়েনিয়াম অ্যান্ড দ ফিউচার্ অফ ইস্রায়েল* (কেমব্রিজ, ১৯৭০), পৃ. ১১১।
১৩. ডব্লিউ. লিলি, *আ কালেকশন অফ এনশেন্ট অ্যান্ড মডার্ন প্রফেসিজ* (১৬৪৫)।
১৪. লিলি, *প্রফেটিক্যাল মেরলিন* (১৬৪৪) পৃ. ২৪ ; *সুপারন্যাচারাল সাইটস্ অ্যান্ড অ্যাপারিশনস্* (১৬৪৪)।
১৫. রুশে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫, ৩৫২।
১৬. এ. ইভান্স, *দ ভয়েস অফ কিং চার্লস* (১৬৫৫) পৃ. ৪১।

ছিল না। জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য লিলি অনেক কিছুই করেছেন। তিনি নিজে যা লিখেছেন, তাতে তাঁর রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র বিরোধী মনোভাব বেশ প্রকট এবং ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ডের মধ্যবর্তী ও কেন্দ্রবর্তী সেনাবাহিনীর মুখপাত্রে পরিণত।[১৭] মহা উৎসাহভরে তিনি ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, 'সব রকমের কর আদায় বন্ধ করা হবে ও সব কিছুর ওপর কর্তৃত্ব করবে ভালোবাসা।'[১৮]

রিফর্মেশন আন্দোলন জনসাধারণের প্রতি বিরাগভাজনের ভবিষ্যদ্বাণীর ভাবধারা উজ্জীবিত করে। আর মধ্যস্থের দরকার নেই—ব্যক্তি মানুষের বিবেকই শেষ কথা ; অতএব ভগবান স্বয়ং তাঁর পছন্দসই মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন। তখন সে মানুষটির কাজ হবে ভগবানের বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভগবানের চোখে সবাই এক ; তাই তিনি ধনী জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে কথা না বলে, কথা বলেছেন জন নক্সের সঙ্গে। আর জন নক্স নিজে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছেন তাঁকে ভবিষ্যদ্বক্তায় পরিণত করার জন্য। তার ফলে সকলের কাছেই নক্স বরণীয়।[১৯] রাজা ও রাজপুত্ররা যদি ব্যর্থকাম হন তাহলে লুথার, কালভিন্, নক্স-এর মতো সাধারণ লোকেরা দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা পারেন ইতিহাসকে ঢেলে সাজতে।

ইংল্যান্ডের বৈপ্লবিক দশকগুলিতে নতুন হলেও ভবিষ্যদ্বক্তার পেশাটি বেশ জমে ওঠে। তারা একাধারে গ্রহনক্ষত্রের ব্যাখ্যাতা, আবার অন্যদিকে প্রাচীন লোকগাথা ও বাইবেলের ভাষ্যকার। অতএব জনমানসের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীর ভূমিকা অনুধাবন করার গুরুত্ব আমাদের কাছে অপরিসীম। এ-প্রসঙ্গে সেলডেনের মন্তব্য : 'স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী মানুষের পক্ষে একান্ত হিতকর। তাতে মানুষের সাহস বাড়ে ; সে তখন যে কোনো বিপদের মাঝে অথবা প্রেমিকার জন্য নির্ভয়ে ঝাঁপ দেয়। সফল হলে তো কথাই নেই ; তাহলে সেগুলির কদর বাড়ে, আর বিফল হলে সে ওগুলি নিয়ে বা নিজেকে নিয়ে আর মাথা ঘামায় না।'[২০] হবস্-ও তাঁর গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে মন্তব্য করেন যে, 'অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃত ঘটনার আসল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'[২১] ড. লেকের মতে বাইবেলকে ইতিহাস অথবা ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে গ্রহণ করাটা মধ্যযুগের শেষভাগে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিশেষ করে মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবনের দৌলতে পরিনির্বাণতত্ত্বমূলক (Eschatological) ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে ওঠে বিতর্কমূলক প্রোটেস্টান্ট সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ।[২২]

প্রোটেস্টান্ট পণ্ডিতরা বহু কুসংস্কারেরই ভিত নাড়িয়ে দিয়েছেন এবং মাতৃভাষায় লেখা বাইবেলকে তাঁরা জনপ্রিয় করে তুলেছেন। তাই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত অংশগুলি নিয়ে প্রোটেস্টান্টদের মাথা ঘামানোর উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যদ্বাণীর বিজ্ঞান যুক্তিসিদ্ধ করা ও শাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করা। অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী, যদি না তাতে শয়তানের হাত থাকে,[২৩] তাহলে যারাই তা বিশ্বাস করে তাদেরকেই বোকা বানিয়ে ছাড়ত। তাই শেষপর্যন্ত অনভিপ্রেত হলেও বার্নাম অরণ্য ডানসিনানে এসে পৌঁছয়।[২৪] ছাপাখানার দৌলতে ভবিষ্যদ্বাণী হ্যান্ডবিলের আকারে

১৭. লিলি, সুপারন্যাচারাল সাইট্স অ্যান্ড অ্যাপারিশন্স্, পৃ. ৪৭-৮ ; দ্য প্রফেসি অফ দ হোয়াইট কিং, পৃ. ৬ ; দ স্টারি মেসেঞ্জার (১৬৪৫) পৃ. ২৩ ; অ্যান অ্যাস্ট্রলজিক্যাল প্রেডিকশন অফ দ অকারেন্সেস ইন ইংল্যান্ড (১৬৪৮) পৃ. ১৭। ১৮. লিলি, অ্যানুস টেনেব্রোসাস (১৬৫২) পৃ. ৪০।

১৯. জে. রিডলে, জন নক্স (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮) পৃ. ৪০৯, ৪৫১, ৫১৯।

২০. সেলডেন, টেবল টক, পৃ. ১৮৫।

২১. হবস, ইংলিশ ওয়ার্কস, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৯৯ ; তু—টি. স্প্রাট, হিস্ট্রি অফ দ রয়াল সোসাইটি (১৬৬৭) পৃ. ৩৬৪-৫, এই গ্রন্থের পৃ ২৫৭ ১৭ অধ্যায়ে উদ্ধৃত।

২২. জি. লেক, 'দ থিয়োলজি অফ দ্য ট্রু চার্চ', জনপ্রিয় ধর্ম সম্পর্কে পি. অ্যান্ড পি. আলোচনা সভায় পঠিত রচনা, জুলাই ১৯৬৬, পৃ. ৮-১০।

২৩. স্যার ফ্রান্সিস হার্বার্ট এই অভিমত প্রকাশ করেছেন, পোয়েমস, সম্পা.-বি.মেলর (হং কং ইউ. পি., ১৯৬১) পৃ. ৮৩-৪।

২৪. তু.—পীলী-র এডওয়ার্ড ১, যেখানে লেলউইলেনও একইরকমভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর কাছে বোকা বনে গেছেন (সম্পা. এ.ডাইস, ড্রামাটিক অ্যান্ড পোয়েটিক্যাল ওয়ার্কস অফ রবার্ট গ্রীন অ্যান্ড জর্জ পীলী, ১৮৬১, পৃ.৪১০)।

নিল এবং তারই সঙ্গে অনাবৃত হলো তাদের অন্তর্নিহিত যাবতীয় অসঙ্গতি ও ভ্রান্তি।[২৫] এ-জাতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী সৃষ্ট স্বাধীনতার স্বাদ শেষ পর্যন্ত মরীচিকায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু বাইবেলের উপলব্ধি যদি যথার্থ হয় তাহলে নিয়তি ও অদৃষ্টবাদ থেকে মানুষের মুক্তি সুনিশ্চিত। ভগবানের উদ্দেশ্য উপলব্ধি এবং তার সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস যে-অন্ধশক্তি জগতকে চালাচ্ছে, তার হাত থেকে সে পরিত্রাণ পাবে এবং এমনকি সময়ের পিঞ্জর থেকেও সে পাবে মুক্তি।[২৬]

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই পণ্ডিতরা বাইবেলের অন্তর্গত ভবিষ্যদবাণীগুলি বিচার করে দেখেছেন। এই কাজ সম্পাদন করেছেন নেপিয়ার, ব্রাইটম্যান, মেডি, উশহার নিউটন-এর মতো গণিতজ্ঞ এবং কালনির্ঘন্ট-রচয়িতারা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীকেও বিজ্ঞানের মর্যাদায় ভূষিত করা যায় ; যেমন হবস্ রাজনীতিকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন। শেষপর্যন্ত উভয় আশাই ব্যর্থ হয় ; তাই বলে তাঁরা কিন্তু অবজ্ঞার পাত্র নন। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ সকলের মুখেই এক কথা· ১৬৫০-এর দশকের মধ্যেই হেস্তনেস্ত একটা কিছু ঘটবে। খ্রিস্ট বিরোধীদের পতন ঘটবে সম্ভবত যিশুর দ্বিতীয় আবির্ভাব ঘটবে এবং সহস্র বৎসরব্যাপী যিশুর রাজত্ব আসন্নপ্রায়। এর অন্তরালে কাজ করেছে ১৬৪০-এর দশকের গোড়ার দিকের পিউরিটান যাজকদের প্রত্যয়সিদ্ধ কর্মতৎপরতা ও আশাবাদী উদ্দীপনা। পরবর্তীকালে তাদের মনে হয়েছিল এই আশা অলীক। সেদিন কিন্তু তারা খ্রিস্ট বিরোধীদের বিরুদ্ধে ভগবানের লড়াই লড়ার জন্য সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে।[২৭]

বেকন ও অন্যান্যরা বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করেছেন কারিগরী দক্ষতা আয়ত্ব করার জন্য যা মুখে মুখে ওস্তাদরা তাদের চেলাদের শিখিয়েছে। মিশরীয় বিজ্ঞান বা গুপ্তবিদ্যা যা প্রকৃতি থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এক পরম্পরাগত বিজ্ঞান, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস লোকসমাজে বদ্ধমূল ছিল। অনুরূপ ধারণা চলে আসছিল প্রাচীন জ্ঞানবাদীদের (Gnostics) যুগ থেকে· প্রতিটি ধর্মগ্রন্থের পবিত্র পাঠ্যাংশের অন্তর্নিহিত অর্থ বর্তমান যা শুধু দীক্ষিত পাঠক ও বিদ্বান ব্যক্তিদের বোধগম্য। বাইবেলের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকীয় পাঠকবর্গ চেয়েছে, যাবতীয় রহস্যের আবরণ উন্মোচিত করে ওঝা-গুনিনদের আসন টলিয়ে দিতে—সে তাঁরা যাজকই হোন অথবা আইনবিদ্ বা পণ্ডিতই হোন।[২৮] চাইলেই *যে-কেউ* ভগবদ্‌বাণী উপলব্ধি করতে সক্ষম, যদি সে মন দিয়ে অধ্যয়ন করে ও ভগবানের করুণার অধিকারী হয়। এই সৎ প্রোটেস্ট্যান্ট উক্তির অকাট্যতায় তারা বিশ্বাসী। এবং তারা মনে করে, সমকালীন ঘটনা প্রবাহের যাবতীয় রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে বাইবেল গ্রন্থে।

বইয়ের দাম বাড়লেও বাইবেলের দাম অপেক্ষাকৃত সুলভ। জোসেলিন জানাচ্ছেন ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে বাইবেলের দাম তিন শিলিং দুই পেন্স।[২৯] জেনেভা-বাইবেলের পকেট সংস্করণ ছিল লোকের নিত্যসঙ্গী—যা তারা নিভৃতে বাড়িতে পড়ত অথবা গির্জাঘরে বা ভাঁটিখানায় তর্ক বাধলেই পকেট থেকে সেটা বার করে তার অংশবিশেষ পড়ে শোনাত। বাইবেল পাঠের বেলায় মানুষের ইতিহাসবোধ কাজ করত না ; বরং অপরিসীম প্রত্যাশা ভরে তারা খুঁজত সময়োপযোগী বাণী ও করণীয় নির্দেশাবলী। ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনপ্রবাসী তরুণ ওয়েলস্‌বাসী অ্যারাইজ

২৫. ই. এল. আইজেনস্টাইন, 'দ অ্যাডভেন্ট অফ প্রিন্টিং অ্যান্ড দ প্রবলেমস্ অফ দ রেমিনেসন্স', *পি. অ্যান্ড পি.*, ৪৫, পৃ. ৭৮-৯।

২৬. দ্র.—আমার *গডস্ ইংলিশম্যান : অলিভার ক্রমওয়েল অ্যান্ড দ ইংলিশ রেভোলিউশন* (১৯৭০) পৃ. ২২৩।

২৭. দ্র.—আমার *অ্যান্টিক্রাইস্ট ইন সেভেনটিনথ্-সেঞ্চুরি ইংলণ্ড*, নানা স্থান দ্রষ্টব্য, হবস-এর জন্যে দ্র.—পরিশিষ্ট ১।

২৮. তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২১৫-৮, ১৪ অধ্যায়।

২৯. ম্যাকফারলেন, *জোসেলিন*, পৃ. ২৪ ; তু.—জে. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, সম্পাদনা, জি. অফর (১৮৬০) খণ্ড ৩, পৃ. ৭১১।

ইভান্‌স-এর দৃষ্টান্ত এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তিনি জানাচ্ছেন, প্রাক্‌-বিপ্লব দশকে বাইবেলের প্রতি তাঁর মনোভাব কীভাবে বদলে গেল। 'আগে আমি বাইবেলকে দেখতাম ইতিহাস হিসেবে, যা নাকি অন্য দেশে ঘটেছে অন্য মানুষদের নিয়ে যা লেখা। এখন আমি দেখি এর মধ্যে রয়েছে বর্তমানকাল ও আমরা এবং সমকালীন যাবতীয় রহস্যের সমাধান।'[৩০] যারা সেই দিশেহারা সময়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে বিপন্ন, তারাও নিশ্চয়ই একই মনোভাব নিয়ে বাইবেল পাঠ করেছে এবং সংকট ত্রাণের উপায় খুঁজেছে। ১৬৪০ ও ১৬৫০-এর দশক প্রকৃতপক্ষে 'মিস্ত্রী প্রচারকদের' যুগ। বুনিয়ানের মতো সাধারণ গৃহস্থও নতুন আবিষ্কারের উন্মাদনা নিয়ে প্রগাঢ় আস্থা সহকারে বাইবেলের নতুন ব্যাখ্যা প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন। 'আমিই এ যুগের পল' উচ্ছ্বাসভরে বলছেন ইভান্‌স ; কারণ ১৮.৩ নং সর্গে রয়েছে : 'সে একজন কারিগর তাঁবু নির্মাণ তার পেশা। আমি একজন দর্জি।'[৩১] সন্তপুরুষদের সম্বন্ধে উইলিয়ম ডেল বলছেন, 'যাঁরা দুনিয়া ওলট-পালট ঘটিয়েছেন তাঁরা সব দরিদ্র, অশিক্ষিত ও কারিগর শ্রেণীর মানুষ।'[৩২]

যাবতীয় প্রকৃত জ্ঞানের উৎস রূপে বাইবেলের মহিমা সর্বজন স্বীকৃত। তর্কে জেতার জন্য সবাই বাইবেলের অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত করে নিজের যুক্তি জোরদার করত। হবস ও উইনস্ট্যানলির মতো সুজনও নিজেদের যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত *প্রাঞ্জল ও বিশদ* করার জন্য বাইবেলের সাহায্য নিয়েছেন। অ্যারাইজ ইভান্‌স-এর মতো আটপৌরে লোকদের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা ; তাঁরা বাইবেলকে ঐশী-গ্রন্থ রূপে দেখতেই অভ্যস্ত। সমকালীন জীবনের ও একান্ত নিজস্ব যাবতীয় ঝক্কি-ঝামেলা সামলাবার জন্য বিশিষ্ট গ্রন্থটির পাতা থেকে তারা সরাসরি নির্দেশ চাইত। তাদের না ছিল অনুবাদ সমস্যাঘটিত কোনো ধারণা, আর না ছিল ইতিহাসবোধ। অতএব অ্যারাইজ ইভান্‌স ধরে নিয়েছেন, বাইবেলের অন্তর্গত ৮ নং ও ১১ নং প্রত্যাদেশের অংশ দুটি আসলে গৃহযুদ্ধের বর্ণনা। 'আমোসে'র (৮ নং ও ৯ নং) অধ্যায়ের বিষয়বস্তু লং পার্লামেন্ট-পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ। 'আমোস'-এর ৯.১-অধ্যায়-এ বলা হয়েছে : 'দরজার ওপরের লিন্টেল টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে হবে যাতে স্তম্ভগুলি কেঁপে ওঠে।' ইভান্‌স-এর মতে 'লিন্টেল' বলতে এখানে আসলে স্পিকার লেন্‌থলের কথা বোঝানো হয়েছে।[৩৩] কিন্তু জর্জ ফক্স ও বুনিয়ানের মতো লোকরাও এ-জাতীয় অপরিশীলিত ধ্যান-ধারণার শরিক। আসলে তাঁরা মাথা ঘামাচ্ছিলেন সমাজের জরুরি সমস্যাগুলি নিয়ে যার এক্ষুণি সমাধান প্রয়োজন। অতএব তাঁদের সাধারণ বুদ্ধিতে যা সেরা মনে হয়েছে সে-সব হাতিয়ারকেই তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। কট্টর পিউরিটান যাজকরা আবার বাইবেল থেকে মোক্ষম উদ্‌ধৃতি বাছাই করেছে বিশপদের ঘায়েল করার জন্য এবং ধর্মীয় নির্যাতন প্রথা ও ধর্মকর আদায় প্রথা রহিত করার উদ্দেশ্যে। কিছুটা আনাড়ির মতো এবং খানিক বাদসাদ দিলেও ইভান্‌স-এর মতো লোকেরা বেশ যত্ন করে বাইবেল পাঠ করেছে। তাদের উদ্দেশ্য কি ঘটতে চলেছে সেটা জানা ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

এর সঙ্গে আমরা যুক্ত করতে পারি ফ্যামিলিপন্থী-বিশ্বাস, যা আবার কোয়েকার সম্প্রদায়েরও : একমাত্র বিশ্বাসীর অন্তরাশ্রয়ী ভগবৎশক্তির পক্ষেই শাস্ত্রীয় বচনের সম্যক্‌ উপলব্ধি সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে বাইবেলের বাণীর সম্পর্ক একান্তভাবেই প্রত্যক্ষ এবং সে-কারণে প্রাসঙ্গিক। লোকে বাইবেল এত খুঁটিয়ে পড়েছে যে, পরের দিকে তার সম্পর্কে তাদের এক ধরনের নির্বিকারত্ব জন্মায়। *অপার কৃপার বচন* অধ্যায়টি যেন ভগবানের বজ্র যা

৩০. এ. ইভান্‌স, *অ্যান ইকো টু দ ভয়েস অফ হেভেন* (১৬৫৩) পৃ. ১৭।

৩১. ডব্লিউ. ওয়াই. টিন্ডাল, *জন বুনিয়ান, মেকানিক প্রীচার* (নিউইয়র্ক ১৯৬৪) নানা স্থান দ্রষ্টব্য ; এ. ইভান্‌স, *দ ব্লাডি ভিশন অফ জন ফার্লে।*

৩২. ডেল, *সেভারেল সারমনস*, পৃ. ১৪৪ ; তু.—ডেল, *পাওয়ার ফ্রম অন হাই* (১৬৪৫) পৃ. ১৮। শ্রীযুত চার্লস ওয়েস্টার-এর কাছ থেকে আমি এই সূত্রটি পেয়েছি।

৩৩. এ. ইভানস, *আ ভয়েস ফ্রম হেভেন টু দ কমন-ওয়েলথ অফ ইংলণ্ড* (১৬৫২) পৃ. ২৭, ৩৩, ৪৫।

বুনিয়ানের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারা হলো। ইতিহাসের আঙিনার বাইরে বাইবেলের সঙ্গে বিশ্বাসীদের সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হলো যারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে যে, প্রভুর আবির্ভাব আসন্ন ; কেবল তারাই উপলব্ধি করল প্রভুর অভিপ্রায়। অতীতের দিকে ফিরে তাকানো অতীতের নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা (তা ম্যাগনা কার্টা হোক বা বাইবেলই হোক) সব কিছুই সমকালীন বিধি-বন্দোবস্ত ও বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে সমালোচনার উদ্দেশ্যে। যদি তারা পবিত্র শাস্ত্রবাণীর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে সেগুলি বর্জনযোগ্য। যাজককুল ও কেতাবী পণ্ডিতবর্গ চেয়েছিল, বাইবেল-ভাষ্য শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠীর একচেটিয়াভুক্ত রাখতে—মাতৃভাষায় বাইবেল প্রকাশের আগে যা ছিল আর কি। অপরপক্ষে, র‍্যাডিকালদের জোরালো দাবি—যে কেউ আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে এবং তার কল্যাণে ভগবদ্‌বাণী, যে কোনো ঐশী করুণা-বিরহিত নিছক পণ্ডিতের চেয়ে সে বেশি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। লুথার সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য পৌরোহিত্যের দরজা খুলে দিয়ে, শাস্ত্রকারদের নিজেদের চালেই মাৎ করে দিয়েছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতকীয় ইংরেজ র‍্যাডিকালদের ক্ষেত্রে, শাসককুল পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেতাবী ধর্মবিদ্‌দের ভণ্ডামির একমাত্র জবাব—হৃদয়ের ধর্ম।

বাইবেলের স্বকীয় ব্যাখ্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার অর্থ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের চর্চা নয়। আসলে, বাইবেলের নতুন ব্যাখ্যা যাচাই-বিচার করার আসল জায়গা ধর্মসভা। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে জর্জ ফক্সের উত্তর-ইংলণ্ড সফর অতিমাত্রায় সফল ; কেননা সীকার ও গ্রিণ্ডেলটোনীয়দের পুরোনো ধর্মমণ্ডলীগুলির কাছে তাঁর বাণী সাদরে গৃহীত হয়। ধর্মমণ্ডলী সামাজিক গোষ্ঠী বিশেষের কাছে বাইবেলের নতুন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগত উদ্ভটপনাকে দমিয়ে রাখে।[৩৪]

বাইবেলের মনোযোগী পাঠকমাত্রই জগতের অবসান সম্পর্কে নির্বিকার থাকতে পারে না। ১৬৪০-এর দশকের আগ্নেয় পরিবেশে অনেকেরই মনে হয়েছিল, সে-দিনের আর বেশি দেরি নেই। শ্রীযুত ল্যামন্টের মতে, এই ধারণা শুধু র‍্যাডিকালদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাজা জেমস্, স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ও উইলিয়ম চিলিংওয়র্থের মতো বিশিষ্ট মানুষজনও এই ধারণার শরিক।[৩৫] ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন থেকে এক স্কট দেশীয়, রবার্ট বেইলি জানাচ্ছেন, 'শুধু স্বাধীন চার্চের অনুগামীরাই নয়, অন্যরাও.....খোলাখুলি সহস্রবর্ষবাদী (Chiliasts)'[৩৬]। সেন্সর প্রথা ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফক্সি-র *বুক অফ মার্টারস* গ্রন্থখানি লোকের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। আর্চবিশপ লড একদা বইখানির পুনঃপ্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। নেপিয়ার, ব্রাইটম্যান, মেডি ও অ্যলস্টেডের রচনাবলীর ইংরেজী অনুবাদও সহজবোধ্যভাবে এবং তার সংক্ষিপ্তসারও প্রকাশিত হয়। এ-সবই মনে হয়, স্বল্পশিক্ষিত বাইবেল পড়ুয়াদের কাল্পনিক আশাবাদকে ঠেকা দিয়ে খাড়া রাখার জন্য। পার্লামেন্টপক্ষীয় প্রচারকরা সাধারণ মানুষকে ভগবানের স্বপক্ষে লড়াই করার আহ্বান জানায় এবং তারা আশাতিরিক্ত সাড়া পায়। কিন্তু স্বর্ণযুগে বিশ্বাসীদের অস্তিত্ব উভয়স্তরেই পরিলক্ষিত হয়। তার নমুনা দেখা যায় ১৬৫০-এর দশকের লোকপ্রিয় পঞ্চম রাজতন্ত্রীদের উৎকেন্দ্রিকতার মধ্যে—যার পটভূমি ঐ পণ্ডিত সমাজেরই সৃষ্টি। এবং এর ফলে মিলটন খ্রিস্টকে 'অদূর-প্রত্যাশিত রাজা' রূপে অভিহিত করেন।[৩৭]

গোটা ১৬৪০-এর দশক জুড়ে ও ৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে সাধারণ মানুষের মনে খ্রিস্টের আসন্ন সহস্রবর্ষব্যাপী রাজত্বের অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ে যে ব্যাপক ও গভীর প্রত্যাশা

৩৪. তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৬৮-৯ ১৮ অধ্যায়।
৩৫. উইলিয়ম ল্যামন্ট, *গডলি রুল* (১৯৬৯) নানাস্থান দ্রষ্টব্য ; *পি. অ্যান্ড আর.*, পৃ. ৩২৫ ; র‍্যালে, *হিস্ট্রি অফ দ ওয়র্লড* (১৮২০) খণ্ড ১, পৃ. ২০৪ ; ডব্লিউ.চিলিংওয়র্থ, *ওয়র্কস* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৮৩৮) খণ্ড ৩, পৃ. ৩০০ ; তু.—পৃ. ৩৬৯-৮২।
৩৬. আর. বেইলি, *লেটারস অ্যান্ড জার্নালস* (১৭৭৫) খণ্ড ২, পৃ. ১৫৬।
৩৭. মিলটন, *কমপ্লিট প্রোজ ওয়র্কস* (ইয়েল সংস্করণ), খণ্ড ১, পৃ. ৬১৬।

সঞ্চারিত হয় তাকে কোনোমতেই অতিকথনের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। এ-বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।[৩৮] লেফট্যানেন্ট কর্নেল জন জুবেবস্, মেজর ফ্রান্সিস হোয়াইট ও ক্যাপ্টেন উইলিয়ম ব্রে-র মতো লেভেলারদের মধ্যেও তার সংক্রমণ লক্ষণীয়। জর্জ উইদারের মতো কবিও তা থেকে মুক্ত নন। শ্রীযুত টুনের মতে, ১৬৪০-এর দশকের শেষাশেষি এ-জাতীয় প্রত্যাশা তুঙ্গে ওঠে। সে-সময় অবশ্য পঞ্চম রাজতন্ত্রী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে।[৩৯]

অনেকের কাছে প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ড (১৬৪৯) একটি মাত্র কারণে সমর্থনযোগ্য ; তার ফলে রাজা যিশুর আগমনের পথ নিষ্কণ্টক হবে এবং সেটাই হবে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের প্রস্তাবনা। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে রোমের উদ্দেশ্যে জন স্পিট্‌ল্‌হাউস সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন : 'নোল ক্রমওয়েলের সেনাবাহিনী সম্পর্কে সাবধান—না-হলে হিউ পিটার এসে পিটারের চেয়ারে বসে ধর্মোপদেশ দান করবে।' সে-বছরেই অ্যারাইজ ইভান্‌স স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি ফ্রান্স হয়ে রোমে গিয়েছেন। সেখানে শোনেন, 'এক দৈব কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে যতদূর পর্যন্ত তুমি এসেছ—ক্রমওয়েলও ততদূর পর্যন্ত আসবে।'[৪০] ব্রিস্টলবাসী জনৈক বাপতিস্ত ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে শোনেন যে, ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর অবসান ঘটবে—এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর জন্য দু-জন ফরাসীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। এই বাণীর কথা শুনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। কারণ, তিনি ঐ ঘটনার জন্য আদৌ প্রস্তুত নন।[৪১] ১৬৪৮ থেকে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত র‍্যালফ জোসেলিন আসন্ন স্বর্ণযুগ পর্যন্ত যে-সব পুস্তিকা পড়েছেন, তার একটায় বলা হচ্ছে, অলিভার ক্রমওয়েল তুর্কী ও পোপের রাজ্য জয় করবেন। তিনিও ভাবী স্বর্ণযুগের স্বপ্নে বিভোর। ডায়েরিতে তিনি লিখেছেন যে, সবাই বিশ্বাস করে হয় ১৬৫৫ নয়তো ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পৃথিবীর অবসান ঘটবে। তিনি অবশ্য সে-কথা বিশ্বাস করেন না। স্বর্ণযুগ না এলে 'এই প্রজন্ম আর টিকবে না'—কথাটা বলছেন ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে জন টিলিংহাস্ট[৪২] ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন বুনিয়ান ঘোষণা করছেন : 'শেষ বিচারের দিন সমাগত।'[৪৩]

বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও অন্যান্য কারিগর শ্রেণীর মানুষজনের মধ্যে, পঞ্চাশের দশকে, পঞ্চম রাজতন্ত্রী আন্দোলনের জোরালো প্রভাবের কথা বলেছেন ড. ক্যাপ্। তিনি তাদের শ্রেণীচেতনা ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতি বৈরি মনোভাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জন রোজার্স্ 'দুষ্ট প্রকৃতির অভিজাত' এবং 'অপবিত্র ও আস্ফালনকারী ভদ্রলোক'দের গালমন্দ করেন।[৪৪] যাজক, আইন ব্যবসায়ী ও বড়লোকদের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে তাদের কর্মসূচির সঙ্গে লেভেলারদের কর্মসূচির যথেষ্ট মিল রয়েছে। বাইবেল পাঠের জন্য নয় বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্যই তারা নেদারল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ আর স্পেনের সঙ্গে শান্তি চেয়েছে। ড. ন্যুটাল ও অন্যদের মতে, ১৬৫০-এর দশকে কোয়েকার-মতবাদের আবির্ভাব সম্ভব হতো না—তার আগে যদি ভাবী স্বর্গরাজ্য নিয়ে মানুষ প্রবলভাবে মেতে না উঠত—পঞ্চম রাজতন্ত্রী আন্দোলনও যার অন্যতম শরিক।[৪৫] সহজ বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত একজন কোয়েকারকে ড. ফক্স ১৬৫২-য় 'শেষ বিচারের দিন'-এর প্রায়-আসন্ন তারিখ ঘোষণা করার জন্য তিরস্কার করেন।[৪৬]

৩৮. দ্র.—আমার *অ্যান্টিক্রাইস্ট ইন সেভেনটিন্‌থ-সেঞ্চুরি ইংলণ্ড*, নানা স্থান দ্রষ্টব্য।

৩৯. পি. টুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৮।

৪০. জে. স্পিটলহাউস, *রোম রুইন'ড বাই হোয়াইটহল* (১৬৫০) পৃ. ৩৩৯ ; এ. ইভানস্, *অ্যান ইকো টু দ ভয়েস ফ্রম হেভেন* [?১৬৫৩] পৃ. ১১৫।

৪১. আন্ডারহিল, *চার্চ মিটিং ইন ব্রডমেড, ব্রিস্টল*, পৃ.৬০।

৪২. ম্যাকফারলেন, *জোসেলিন*, পৃ. ২৩-৪, ১৮৫, ১৮৯-৯১ ; জে. টিলিংহাস্ট, *জেনারেশন-ওয়র্ক*, ভাগ ৩ (১৬৫৪) পৃ. ৭৩, ১৫৬, ২২৬-৪৯। টিলিংহাস্ট-এর মৃত্যু হয় ১৬৫৫ সালে।

৪৩. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৭২২।

৪৪. বি. এস. কাপ্ কর্তৃক উদ্‌ধৃত, টুন,-এর *পূর্বোক্ত*, গ্রন্থের পৃ. ৭৩-এ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.৯৬, ৭ অধ্যায়।

৪৫. ন্যুটাল *দ ওয়েলশ সেইন্টস*, ১৬৪০-১৬৬০ (কারডিফ, ১৯৫৭) পৃ. ৪৬, ৭০-১।

৪৬. ব্রেথওয়েট, পৃ. ১৪৭। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৭৯, ১০ অধ্যায়।

প্রথম চার্লসের প্রাণনাশের পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তার অনেকটাই ভরাট করে পঞ্চম রাজতন্ত্রীদের মতো কোয়েকার গোষ্ঠীও। তাঁদের বিশ্বাস যে, প্রতিটি মানুষের অন্তরেই খ্রিস্টের সিংহাসন পাতা। রাজনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে যোগসূত্র পরোক্ষ হলেও এ-জাতীয় ধারণার চরিত্র মূলত প্রজাতন্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক।

২ ধর্মীয় সহনশীলতা

১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে টমাস এডওয়ার্ডস মনে করতেন যে, ধর্মীয় উদারতা আর সহনশীলতাই সব নষ্টের মূল। তার ফলে তত্ত্বের বেলায় প্রশ্রয় পাবে সংশয়বাদ, জীবনযাত্রায় দেখা দেবে শৈথিল্য ও পরিশেষে ঘটবে নিরীশ্বরবাদের আবির্ভাব। যদি একবার উদারতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে ধর্মোপদেশের ক্ষেত্রেও সব সময় ভ্রান্তিরোধ সম্ভব হবে না। 'কেউ জানে না কোথায় গিয়ে এসব গোষ্ঠী থামবে অথবা কোন্ নীতি তারা মেনে চলবে।' পরে তিনি ভেবেচিন্তে লিখলেন : 'শত্রুর সাফল্য যখন তুঙ্গে, ব্রিস্টল জয়ের আনন্দে সবাই যখন মাতোয়ারা, এখনকার অবস্থা যেদিন থেকে পার্লামেন্টের উদ্ভব ঘটেছে সেই দিনগুলির চেয়েও বেশি শোচনীয়।'[৪৭] এখন বোধ হয় আমরা বুঝতে পারছি, কেন তিনি এত তলিয়ে দেখেছিলেন।

'ধর্ম সব শক্তির একমাত্র মজবুত স্তম্ভ'—বলেছেন প্রথম চার্লস। বিশপ গুডম্যান লিখছেন : 'চার্চ ও রাষ্ট্র পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক এবং তারা একে অপরকে সহায়তা করে থাকে।' হিউ পিটার রাখঢাক না করেই বলেন : 'রাষ্ট্র যাজকদের বেতন দেয় এবং তারা রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল।'[৪৮] রাষ্ট্রীয় চার্চের কাজ শুধু মানুষকে স্বর্গের রাস্তা দেখানো নয়—তাকে এই পৃথিবীতে পদানত রাখাও বটে। নানা সমাজ ও নানা রকমের চার্চ। তবু রাষ্ট্রীয় চার্চের অবলুপ্তির অর্থ, পুরাতনপন্থীদের কাছে, সব ধরনের সু-ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাওয়া।

সমাজের স্থিতাবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে-সব পার্লামেন্ট-সদস্য প্রচলিত চার্চের পক্ষ সমর্থন করেন—তাঁদের কাজ সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়। চার্চের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় আদালতের কার্যকারিতা একেবারেই ধ্বসে পড়ে এবং তার বিকল্প হিসেবে প্রেসবিটারীয় শৃঙ্খলাব্যবস্থাকে স্থলাভিষিক্ত করার প্রয়াসও ততটা সফল হয় নি। এর ফলে অভূতপূর্ব মুক্তির স্বাদ পায় নিম্নবর্গীয় লোকজন। 'পাপ'-এর দায়ে নির্যাতন ভোগ থেকে তারা এখন মুক্ত। নিজেদের ধর্মসভায় মিলিত হয়ে খুশি মতো আলোচনা করতে পারে তারা—চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা আঁটা যাজকদের খবরদারি ও হুকুমদারি থেকে মুক্তিও পেতে পারে। আর অন্যান্য ধর্মসভার মতো তারা গৃহী বা কারিগর প্রচারকও নিযুক্ত করতে পারে। সব র‍্যাডিকাল গোষ্ঠীই ধর্মকর-প্রথার বিরুদ্ধে।তার ফলে রাষ্ট্রীয় চার্চের ভিত্ই আলগা হয়ে পড়ে। ধর্মপল্লীর সদস্যরা যদি ধর্মকর দিতে আইনত বাধ্য না হয়, তাহলে শুধু যে যাজকদের 'জীবিকা' বিপন্ন হবে তা নয়, ভদ্রলোকদের ভাগেও টান পড়বে। কারণ, ধর্মকর আদায়ের পর তার শতকরা চল্লিশ ভাগ পেয়ে থাকে ভদ্রলোকরা। তাছাড়া চার্চ উৎসাদিত হলে ভদ্রলোকরা আরও এক ধরনের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। যাজকবৃত্তি জীবিকা হিসেবে ভদ্রপরিবারের ছোটো ছেলে অথবা গরীব আত্মীয়ের জন্য সংরক্ষিত থাকত ; এবং তার জন্য তারা অথবা তাদের পূর্বপুরুষ প্রচুর নগদ অর্থ চার্চের ভাণ্ডারে দান করেছে। যদি যাজকদের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কি দশা হবে? তাদের প্রধান কাজ হলো যাজকবৃত্তির শিক্ষা দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও তো ধর্মকরের অন্যতম ভাগীদার।

স্বাধীনচার্চের সনদে স্পষ্ট বলা আছে যে, ভক্তমণ্ডলীর স্বেচ্ছাদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে

৪৭. এডওয়ার্ডস, *গাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৩-৪, ১৮৭-৯ ; খণ্ড ৩, পৃ. ২৬১-২, ২৬৭।

৪৮. স্যর সি. পেট্রি সম্পাদিত, *লেটারস অফ চার্লস* ১ (১৯৩৫) পৃ. ২০০-৬ ; জি. গুডম্যান, *দ কোর্ট অফ কিং জেমস* (১৮৩৯), খণ্ড ১ পৃ. ৪২১ ; এইচ. পিটার, *গুড ওয়র্ক ফর আ গুড ম্যাজিস্ট্রেট* (১৬৫১) পৃ. ১১।

যাজকদের জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। তাই যদি হয়, সে ক্ষেত্রে তো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে মত প্রকাশের বিষয়ে যাজকদের ধর্মসভার সদস্যদের মন বুঝে চলতে হবে। এবং তার ফলে একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি ধারাবাহিকভাবে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে চার্চের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। বাপতিস্ত প্রমুখ প্রতিবাদী সম্প্রদায়গুলির চার্চে তো গৃহী ও যাজকের মধ্যে কোনো সীমারেখাই নেই ;[৪৯] কারণ, সেগুলি অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ধাঁচের। যারা সপ্তাহে ছ-দিনই মেহনত করে 'সেই কারিগর প্রচারকদের' জন্য ধর্মমণ্ডলীর এক পয়সাও খরচ পড়ে না। উপরন্তু তারা শহর ও অধিকাংশ চারণভূমি অধ্যুষিত শিল্পাঞ্চলে ভক্তমণ্ডলীর শ্রোতাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও অবহিত। সাবালকদের দীক্ষাস্নাত করার ক্ষেত্রে বাপতিস্তদের নীতি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হয় নিজে ইচ্ছা প্রকাশ করবে নয়তো সে ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। জাতীয় চার্চের মূল অস্তিত্বই এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে। বাপতিস্ত সংসর্গে থাকাকালীন স্যামুয়েল ফিশার লিখেছেন : 'একবার যদি ধর্মপল্লীর সমস্ত শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান ঠেকিয়ে দিতে পার—তাহলে ছ-শ বছর আগে পোপ সমগ্র খ্রিস্টান জগতে যে ধর্মপল্লীর ঠাঠ তৈরি করেছিল তার বিদায়ের ঘন্টা বেজে উঠবে। তার সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বসে পড়বে যত সংকীর্ণ কলঙ্কের চূড়াওয়ালা গির্জাভবনগুলো। বিলীন হবে যাজকতন্ত্র—ভরণপোষণ সহ তার যাবতীয় অনুষঙ্গ। তথাস্তু, তাই যেন হয়।'[৫০]

১৬৪৫ ও ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে নিউ মডেল আর্মির পাদরি উইলিয়ম ডেল-এর মন্তব্য : 'খ্রিস্টান সমাজের ঐক্য চাই কিন্তু খ্রিস্ট-বিরোধীদের মধ্যে সমতা নয়। কোনো ম্যাজিস্ট্রেটই ধীমান গৃহীর শাস্ত্রালোচনা নিষিদ্ধ করতে পারে না'; 'বিশ্বের বৈচিত্র্যধর্মিতাই বিশ্বের সৌন্দর্য।'[৫১] তিনি পার্লামেন্ট সদস্যদের মুখের ওপর বলেন, চার্চের সংস্কার পার্লামেন্টের কাজ নয়। এটা করবে ধর্মমণ্ডলীর সদস্যরা ; যার মধ্যে হয়তো দেখা মিলবে 'আত্মিক শক্তিতে সমৃদ্ধ একজন দরিদ্র সরল গাঁয়ের লোক যিনি আত্মিক শক্তিহীন শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক, বিদ্বান ও ডক্টরেট উপাধিধারী ব্যক্তির চেয়েও ভগবান সম্পর্কিত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে বেশি সক্ষম।'[৫২] ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে স্যার এডওয়ার্ড ডেরিং বিস্ময়ে ও ক্রোধে হতভম্ব হন যখন একজন নির্ভীক মিস্ত্রী জাতীয় লোক তাঁকে বলল : মহামহিম, আপনি যাকে আপনার মতাদর্শ বলছেন তাতে আস্থা রাখার মতো যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি নিশ্চয়ই আপনার রয়েছে।'[৫৩] এ-ধরনের পরিস্থিতি মেনে নিতে তাঁর মতো লোকের সময়ও লেগেছিল নিশ্চয়ই।

লিলবার্ন যাদের বলেছেন, 'জগতের নিচ ও অখ্যাত লোক' তারাই যে প্রতিবাদী সম্প্রদায়গুলির আসল শক্তি সে-বিষয়ে সমসাময়িক প্রমাণপত্র সুপ্রচুর।[৫৪] ধর্মীয় সহনশীলতার তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের অবদান বহুবার আলোচিত ও বিশ্লেষিত।[৫৫] আমি এখানে মূলত ১৬৪০-এর দশকে যে-সব রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকচিহ্ন সহনশীলতার প্রশ্নটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, শুধু তাই নিয়ে পর্যালোচনায় আগ্রহী। ১৬৪৭-এর মে মাসে, হাউস অফ কমন্সের অধিবেশনে টমাস কেস বলেন,

৪৯. তু.—ডেল, *সেভারেল সারমনস*, পৃ. ২৬৪-৬, ২৭৩-৭।
৫০. এস. ফিশার, *ক্রিশ্চিয়ানিশমাস রেডিভিভাস* (১৬৫৫) পৃ. ২০১। ফিশার-এর জন্যে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের ১১ অধ্যায়।
৫১. ডেল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০, ২৬-৭, ৩৩-৫, ৬০, ৬৪।
৫২. *ঐ*, পৃ. ১৪২। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, হাউস অফ কমন্স তাঁকে কখনও এই ধর্মগীতাটি ছাপানোর আমন্ত্রণ জানায় নি। তথাপি তিনি এটি প্রকাশ করেছিলেন।
৫৩. জন ফর্স্টার কর্তৃক উদধৃত, *হিস্টোরিকাল অ্যান্ড বায়োগ্রাফিক্যাল এসেজ* (১৮৫৮), খণ্ড ১, পৃ. ৩৪।
৫৪. লিলবার্ন, *কাম আউট অফ হার মাই পিপল* (আমস্টারডাম, ১৬৩৯) পৃ. ১৯।
৫৫. বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য—ডব্লিউ. কে. জর্ডন, *হিস্ট্রি অফ রিলিজিয়াস টলারেশন ইন ইংলণ্ড* (৪ খণ্ড, ১৯৩২-৪০) ; উডহাউস, উলফ, এবং হালার, *লিবার্টি অ্যান্ড রিফর্মেশন ইন দ পিউরিটান রেভোলিউশন* (কলম্বিয়া ইউ. পি., ১৯৫৫) নানাস্থান দ্রষ্টব্য।

> যদি প্রতিবাদী সম্প্রদায়গুলিকে স্বাধীনতা দান করা হয়, তাহলে সময় থাকতে জেনে রাখুন....যখন পার্লামেন্ট বা রাজা তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ভোটদান করবে না বা কাজ করবে না, তখন পার্লামেন্ট ও রাজার ক্ষমতা থেকে মুক্তিলাভ এবংঅস্ত্রধারণ করাটা তাদের জন্মগত অধিকার। যেটাকে মিছামিছি বলা হচ্ছে বিবেকের স্বাধীনতা -সেটা আসলে বিষয়-আশয় ঘর-বাড়ি-বউ-ঝি ভাগ করে নেওয়ার স্বাধীনতা।[৫৬]

পরের মাসেই প্রকাশিত এক পুস্তিকায় বলা হয় : 'যারাই স্বৈরাচারী ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধাচারণ করে', তাদেরই 'ধর্মদ্রোহী' ও 'বিভেদকামী' নাম দেওয়া হয়।[৫৭] এই একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হতে থাকে। ফিলিপ হেনরি 'স্বাধীন চার্চের' যে তিনটি জিনিস পছন্দ করেন না তার অন্যতম হচ্ছে 'তারা তাদের ধর্মপল্লীকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখে।'[৫৮] শুধু রাষ্ট্রীয় চার্চ নয়, স্বাধীন চার্চকেও উইনস্ট্যানলি ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির সঙ্গে এক করে দেখেন। তিনি বলছেন : 'তোমাদের চার্চগুলি যেন ঘেরা জমি, কিছু লোক উত্তরাধিকারসূত্রে বেড়ার ভেতরে স্থান পায় আর বাকিদের জায়গা বেড়ার বাইরে।'[৫৯]

অ্যারিওপ্যাজিটিকায় মিলটন স্বাধীন ব্যবসা ও ধর্মীয় সহনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে একটি বহুল পরিচিত অর্থনৈতিক উপমার আশ্রয় নেন। 'সত্য নিয়ে স্বাধীন কারবার।'[৬০] একদিকে 'চার্চ অথবা উপাসকদের কোম্পানি' ও অন্যদিকে 'কর্পোরেশন, সোসাইটি অথবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা তুর্কী বণিক সম্প্রদায়', উভয়ের সাদৃশ্য নিয়ে রজার উইলিয়মসের বিখ্যাত পর্যালোচনাটি যথেষ্ট প্রগতিশীল নয় বলে ডেল সমালোচনা করেন।[৬১] কারণ, প্রকৃত চার্চকে 'মার্সার অথবা ড্রেপার সোসাইটি জাতীয়'সংগঠনের মতো শুধু 'বাইরের চেহারা' দেখে বোঝা যায় না। 'আকাশের নিচে অবাধ মুক্তাঙ্গন' হলো চার্চ। অতএব কার্যনির্বাহীরা অবশ্যই নির্বাচিত হবে—ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়—ধর্মপল্লীর চার্চগুলির বেলায় যা ঘটে থাকে।[৬২]

যখন বলা হয় যে, ধর্মশাস্ত্রের ব্যক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা ও স্বয়ম্ভূ ভক্তমণ্ডলীর অস্তিত্ব ধর্মীয় নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে, তার জবাবে র‍্যাডিকালরা বলে মানুষের অন্তরের আলোই হলো সব কিছু। আলোর সন্তানরা তাকে ঠিকই চিনে নেবে। *অ্যারিওপ্যাজিটিকায়* এটা অনুমিত যে, বিচার-বিশ্লেষণের স্বাধীনতা দিলে, সমস্ত যুক্তিসম্পন্ন মানুষই আজ হোক কাল হোক স্বাভাবিকভাবে একই সত্যের সন্ধান পাবে। অতএব একচেটিয়া-র নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবাধ বাণিজ্যই হলো যাদের অর্থনৈতিক দাবি, তাদের কাছে এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ইপ্রীতিকর। কিন্তু যে-সব বড় বড় শহুরে ব্যবসাদার *গ্যাংগ্রীনা* অথবা *দ হোলি কমনওয়েলথ* থেকে পাঠ নিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বোধ হয় এ-কথা প্রযোজ্য নয়।

বনেদি যাজকতন্ত্রের প্রতি মানুষের পূর্বোল্লিখিত[৬৩] বিরূপতা কিন্তু বিশপকুল ও ধর্ম-আদালতের অপমৃত্যির সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটে নি। যদিও ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় জয়োল্লাসে বলা হয়েছে, 'এখন থেকে কেউ মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না।'[৬৪] ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে নর্দাম্পটনশায়ারে একজন অশ্বারোহী সেনা তরবারিতে হাত রেখে বলে

৫৬. টি. কেস, *স্পিরিচুয়াল হোরডাম ডিসকভারড ইন আ সারমন বিফোর দ হাউস অফ কমনস* (১৬৪৭) পৃ. ৩৪।
৫৭. [অজ্ঞাত] *দ পুওর-ম্যানস অ্যাডমনিশন আনটু অল দ প্লেন পিপল অফ লন্ডন*, ডি. ডব্লিউ. পেটাগোরস্কি কর্তৃক উদ্ধৃত, *লেফট-উইং ডেমোক্রেসি ইন দ ইংলিশ সিভিল ওয়র* (১৯৪০) পৃ. ১১৩।
৫৮. এম. এইচ লী সম্পাদিত, *ডায়োরিস অ্যান্ড লেটারস অফ ফিলিপ হেনরি* (১৮৮২) পৃ. ২৭৭।
৫৯. স্যাবাইন, পৃ. ৪৪৫-৬ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৯৮, ৭ অধ্যায়।
৬০. [অজ্ঞাত] *দ এনশেন্ট বাউন্ডস, অর লিবার্টি অফ কনসাইন্স* (১৬৪৫) উডহাউস কর্তৃক উদ্ধৃত পৃ. ২৫৮।
৬১. রজার উইলিয়মস, *দ ব্লাডি টেনান্ট অফ পারসিকিউশন* (হ্যানসার্ড নোলয়স সোসাইটি, ১৮৪৮), পৃ. ৪৬।
৬২. ডেল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৫, ২৪৬।
৬৩. দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৩-৬, ২ অধ্যায়।
৬৪. [অজ্ঞাত] *দ স্পিরিচুয়াল কোর্টস এপিটোমাইজড* (১৬৪১) পৃ. ১।

ওঠে, 'এই তরবারি কখনো নামিয়ে রাখা হবে না ; ইংলণ্ডে যতদিন একজনও পুরোহিত থাকবে ততদিন অন্তত কয়েকহাজার বার এই তরবারি ওঠাতে হবে।' ঠিক তার পরের এপ্রিলে সাফোকের অশ্বারোহী সেনারা বলাবলি করছিল, 'যতদিন না সমস্ত পুরোহিতের গলাকাটা হচ্ছে' ততদিন কেউ বাহিনী ছেড়ে চলে যাবে না।[৬৫] তার তিন মাস আগে যখন একদল প্রেসবিটারীয় যাজক অক্সফোর্ডে নিউ মডেল আর্মি পরিদর্শনে যায়, 'তখন বহুসংখ্যক সেনা মারমুখি ভঙ্গিতে যাজকদের পেশাগত যোগ্যতার প্রমাণ দাবি করতে থাকে...তারা জানতে চায়, একজন যোগ্যতাসম্পন্ন গৃহী খ্রিস্টানের চেয়ে কি তথাকথিত যাজকদের জনসমক্ষে ধর্মপ্রচার করার বেশি এক্তিয়ার আছে!' সেনাবাহিনীর এহেন আচরণ উইলিয়ম আরবেরির দ্বারা সমর্থিত, যেহেতু তিনি যাজকত্বের অভিধা ত্যাগ করেছেন। যদিও ফ্রান্সিস ছিনেল-এর মতে, তিনি বেতন ভাতা ইত্যাদি যথারীতি নিয়ে থাকেন। স্বাধীন চার্চপন্থী জন গুডউইন ঘোষণা করেন যে, 'প্রেসবিটারির নাম উচ্চারণেই লোকের ঘৃণা উদ্রেক করে।' কিন্তু আরবেরি এর আগেই স্বাধীনচার্চকে প্রকৃত চার্চের তালিকা থেকে খারিজ করে দিয়েছেন।[৬৬] তার মাত্র দু-বছর পর ওয়ালউইন্ লিখছেন : স্বাধীন চার্চের যাজকরা 'উপাসনা করে, প্রচার করে এবং সবই করে টাকার জন্যে ; টাকা না পেলে তারা কিছুই করে না।' লিলবার্নের মতোই তিনি 'স্বাধীন অথবা আনাবাপতিস্ত জাতীয় সমস্ত তথাকথিত চার্চের' প্রতি সমান বিরূপ।[৬৭]

মার্চ, ১৬৪৭-এর লেভেলার-আবেদনপত্র এবং জনগণের তৃতীয় চুক্তিপত্র (মে, ১৬৪৯) উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মকর বিলোপের কথা বলা হয় এবং তার জায়গায় যাজকদের ভরণপোষণের জন্য কোনো বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা চলবে না একথাও বলা হয়। বলা হয়, ধর্মপল্লীর ভক্তবৃন্দকে নিজেদের মনোমতো যাজক নিযুক্ত করার পূর্ণ অধিকার দানের কথাও।[৬৮] র‍্যাডিকালদের মধ্যে অন্তত একজন সমালোচকের অভিমত হচ্ছে : নির্বোধ লোকগুলিকে যত রকম টোপ দেওয়া হচ্ছে, ধর্মকর না দেওয়ার জন্য উশ্‌কানি তার মধ্যে সেরা। প্রতিবাদী সম্প্রদায়গুলি এভাবে তাদের বিষিয়ে দেয় এবং ক্রমাগত ভুলপথে নিয়ে যায়।[৬৯] আরবেরি ঘোষণা করলেন, 'যাজক আর আইনবিদ্‌রা দেশের সবচেয়ে বড় উৎপীড়ক। আমাদের শাস্ত্রপ্রচারকরা মানুষের জমি ও শ্রমের যথাক্রমে এক-পঞ্চমাংশ ও এক-চতুর্থাংশ আত্মসাৎ করে থাকে। মুষ্টিমেয় যাজককে বড় লোক করতে গিয়ে কতজন মানুষকে গরীব হতে হয়েছে? চার্চে আর একজনও প্রকৃত যাজক নেই—ম্যাজিস্ট্রেটই একমাত্র সাচ্চা যাজক এখন। আর নতুন চার্চ বা যাজকের প্রয়োজন নেই—যে কেউ এখন ধর্মোপদেশ দান করতে পারে।[৭০] ডানবার-এর যুদ্ধে জয়লাভের পর সেনাবাহিনীর চাপের ফলে ইংরেজমাত্রেই প্রতি রবিবার ধর্মপল্লীর চার্চে যাওয়ার বাধ্যবাধকতার অবসান ঘটল। র‍্যাডিকালদের এটা একটা বড় রকমের জয়।[৭১]

অধ্যাপক জর্ডন সে-যুগে 'যাজক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এক নির্মম বৈরিতার' জোরালো প্রমাণ পেয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজের দরিদ্র ও অপেক্ষাকৃত নিরুচ্চার সম্প্রদায় তাদের ওপরওয়ালাদের চেয়ে এ-বিষয়ে বেশি সহনশীল।[৭২] শ্রীযুত ম্যক্‌লিয়র লিখছেন : 'প্রথম

৬৫. এডওয়র্ডস, *গাংগ্রীনা*, খণ্ড ৩, পৃ. ১৭৩ ; *পোর্টল্যান্ড এম. এস. এস.* (এইচ. এম. সি.) খণ্ড ৩, পৃ. ১৫৬।
৬৬. [ফ্রান্সিস ছিনেল] *অ্যান অ্যাকাউন্ট গিভেন টু দ পার্লামেন্ট বাই দ মিনিস্টারস সেন্ট বাই দেম টু অক্সফোর্ড* (১৬৪৬ [-৭]) পৃ. ১৩, ১৮ ; জে. জি., *ইনডিপেনডেন্সি গডস ভ্যারাইটি* (১৬৪৭) উডহাউস থেকে উদ্‌ধৃত, পৃ. ১৮৬।
৬৭. [ওয়ালউইন] *দ ভ্যানিটি অফ দ প্রেজেন্ট চার্চেস* (১৬৪৯) এইচ. অ্যান্ড ডি. থেকে উদ্‌ধৃত, পৃ. ২৫৭, ২৬৩-৪ ; লিলবার্ন, *লিগাল ফান্ডামেন্টাল লিবার্টিজ* (১৬৪৯) পৃ. ৩৯।
৬৮. উলফ, পৃ. ১৪০, ৪০৫, ৪০৮।
৬৯. ই. পেগিট, *হেরিসিওগ্রাফি* (১৬৫৪) পৃ. ১৪৬।
৭০. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ৪২, ৫৩, ৯০-১, ৩০৬-৭। শেষের এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গ্রিন্ডেলটোনীয়দের। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৬৩-৪, ৫ অধ্যায়।
৭১. আন্ডারডাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৫।
৭২. জর্ডন, *হিষ্ট্রি অফ রিলিজিয়স টলারেশন ইন ইংলণ্ড*, খণ্ড ৪, পৃ. ৩২০-১, ৩৩০, ৩৫১, ৩৬০।

বৈপ্লবিক দশকের শেষাশেষি এক ধরনের জঙ্গি যাজক-বিরোধিতার রেওয়াজ মানুষের কাছে স্বতঃসিদ্ধ মনে হয়েছে।'[৭৩] কোয়েকারপন্থী এডওয়ার্ড বারো জোর দিয়ে বলেন : 'এ-দেশে যাজক বলে পরিচিত লোকদের কাজ-কারবার ও জীবনযাত্রা দেখে মনে হয়, তারা জাতির জীবনে বৃহত্তম ও শোচনীয়তম উৎপীড়ন বিশেষ। পৃথিবী তাদের দ্বারা উৎপীড়িত ও তার অধিবাসীরা যন্ত্রণায় কাতর।'[৭৪] যাজক ও ধর্ম বিদ্বেষীদের, রিচার্ড বাক্সটার পাপী ও হুল্লোড়বাজের দঙ্গল বলে চিহ্নিত করেন। সাধারণ মানুষজন সম্পর্কে আসলে তাঁর ধারণা মোটেই উঁচু নয়।[৭৫]

জন সল্টমার্শ বলছেন, রাষ্ট্রীয় চার্চে সাধারণ মানুষ শুধু 'ধর্মপল্লীর বাসিন্দা ও ভৃত্য' সেক্ষেত্রে 'খ্রিস্টের চার্চে তারা পরস্পরের ভাই ও সন্তপুরুষ।'[৭৬] উইনস্ট্যানলি নিশ্চিত যে, 'গোটা ধর্মপল্লী, গোটা রাজ্য এমন কি গোটা পৃথিবী ক্রমশ পশুদের দ্বারা অধিকৃত হবে।'[৭৭] তার পাঁচ বছর পর জন স্পিটলহাউস বলেন, 'যাজকরাই যাবতীয় নাস্তিকতা ও খ্রিস্ট বিরোধিতার মূল।'[৭৮] উইনস্ট্যানলি, আরবেরি ও ডেল প্রমুখ সজ্জনদের মতামত কোয়েকার সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি রচিত করে যার সারকথা হলো : বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা আঁটা বলিয়ে-কইয়ে পণ্ডিতবর্গ, যারা সমস্ত ধর্মপল্লীতে রাজত্ব করে, এখন তারা যাই বলুক না কেন তাদের মুখের ওপর কথা বলা বা প্রতিবাদ করার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।'[৭৯]

'জনসমক্ষে তারা যা বলছে তার নিন্দা কর অথবা প্রতিবাদ কর।' প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে শ্রোতারা একতরফা ধর্মোপদেশের সূত্রে বিদ্বান-বিচক্ষণ যাজকের ঐশীবাণী উচ্চারণ শুধু নীরবে শুনেই যাবে তা চলবে না। ধর্মোপদেশ দানের পর আলোচনা চাই। ভক্তমণ্ডলীর কোনো একজন মাতব্বর ব্যক্তি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবে এবং বাকিরা সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। নেদারল্যাণ্ডের 'পিলগ্রিম ফাদারস্'-এর ধর্মোপদেশক (pastor) জন রবিন্‌সন এ-প্রসঙ্গে বলেন যে, আনুষ্ঠানিকভাবে যাজকের উপদেশদান সাঙ্গ হওয়ার পর গুরুজনস্থানীয়দের উচিত বাক্‌পটু শ্রোতাদের কিছু বলতে অনুরোধ জানানো তার ফলে উপস্থিত সকলেরই আত্মিক উন্নতি সাধিত হবে।[৮০] ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে জন কটন বোস্টনের চার্চে সমবেত-উপাসনা পদ্ধতি-প্রকরণের সঙ্গে ভক্তমণ্ডলীর আলোকপ্রাপ্ত সদস্যদের ভবিষ্যদ্‌বাণী উচ্চারণ এবং যাজক ও শ্রোতাদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের রীতিকে যুক্ত করেন।[৮১] ১৬৪০-এর আগে এ-ধরনের অর্থবহ আলোচনার কোনো পরিস্থিতিই ছিল না। বনেদী অধিকার বলে যাজকের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ আর অন্যদিকে নাইটের সহকারী (Squire) ও

৭৩. জে. এফ. ম্যাকলিয়র, 'পপুলার অ্যান্টি-ক্লারিক্যালইজম ইন দ পিউরিটান রেভোলিউশন', *জার্নাল অফ দ হিস্ট্রি অফ আইডিয়াস*, খণ্ড ১৬, পৃ. ৪৫২।

৭৪. বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ৫১৫-৬।

৭৫. বাক্সটার, *দ হোলি কমনওয়েলথ*, পৃ. ৯২-৪, ২২৬-৯।

৭৬. জে. সল্টমার্শ, *দ স্মোক ইন দ টেম্পল* (১৬৪৬)।

৭৭. উইনস্ট্যানলি, *দ ব্রেকিং অফ দ ডে অফ গড* (১৬৪৮) পৃ. ৫৮।

৭৮. জে. স্পিটলহাউস, *দ ফার্স্ট অ্যাড্রেস* (১৬৫৩) পৃ. ১৩।

৭৯. জে. নেইলার, *দ ওল্ড সারপেন্টস ভয়েস, অর অ্যান্টিক্রাইস্ট ডিসকভারড* [? ১৬৫৬] পৃ. ৫ ; তু:-রি [চার্ড] ফা[রনসওয়র্থ] *অ্যান ইস্টার-রিকনকিং.:....দ ডিফারেন্সেস অফ দ মিনিস্ট্রি অফ ক্রাইস্ট অ্যান্ড দ মিনিস্ট্রি অফ দ ওয়র্ল্ড অর অফ অ্যান্টিক্রাইস্ট* (১৬৫৬) নানাস্থান দ্রষ্টব্য।

৮০. জে. রবিনসন, *দ পিপল্‌স প্রী ফর দ এক্সারসাইজ অফ প্রফেসি* (১৬১৮), *ওয়র্কস* (১৮৫১) থেকে উদ্‌ধৃত, খণ্ড ৩, পৃ. ২৯০-৮, ৩০৫-৬, ৩২৫-৩৫।

৮১. জে. কটন, *দ ট্রু কনস্টিটিউশন অফ আ পার্টিকুলার ভিজিয়েবল চার্চ প্রুভড বাই স্ক্রিপচার* (১৬৪২) ; এল. জিফ কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *দ কেরিয়ার অফ জন কটন* (প্রিন্সটন ইউ. পি., ১৯৬২) পৃ. ১৮৫। ভবিষ্যদ্‌বাণী শব্দটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাদের কথা, যারা এলিজাবেথীয় চার্চে এর চর্চা করত। এবং এদের বিরুদ্ধে রানী যথেষ্ট কঠোরতা অবলম্বন করেন ; যেমন এই কারণে তিনি আর্চবিশপ গ্রিন্ডালকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। তাঁর ভয় ছিল অজ্ঞ জনসাধারণও এতে অংশ নেবে। কত দূরদর্শী তিনি ছিলেন।

চার্চের তত্ত্বাবধায়ক (Warden) ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যাজকতন্ত্রের আওতার বাইরে ও নতুন সামাজিক বিন্যাসনির্ভর স্বতঃপ্রণোদিত চার্চের কাজকর্ম চলত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায়। সেখানে থাকত একজন নির্বাচিত যাজক, যিনি হয়তো একজন মিস্ত্রী; কিন্তু আর থাকত না কোনো আনুষ্ঠানিকতার ভড়ং ; অথবা থাকত না কোনো নাইটের অনুচর অথবা পাহারাদার। ১৬৪০-এর দশকের সামাজিক ডামাডোলের সময় নাইটের অনুচর মহোদয় হয়তো পালিয়েছেন এবং সে-জায়গায় নাস্তিক সৈন্যরা এসে শাসকবর্গীয় অভিজাত সম্প্রদায় ও যাজকের বিরুদ্ধে নিচুতলার মানুষদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এতদিন মুখ বুঁজে থাকা ধর্মপল্লীর নীরব শ্রোতাদের পক্ষে এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। 'ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রবর্তন, চার্চকে ভ্রান্তিমুক্ত করার প্রকৃষ্ট উপায়' বলছেন উইলিয়ম ডেল। ধর্মোপদেশ দানের সূত্রে যে কোনো মানুষই ভুল করতে পারে এবং সে ভুলের আর সংশোধন হতো না। কিন্তু যদি ভবিষ্যদ্‌বাণী করার অধিকার সংশ্লিষ্ট সকলের থাকে তাহলে বিশ্বাসীদের মধ্যে যে কেউ ভগবদ্‌বাণী উদ্‌ধৃত করে যাজকের ভুল শুধরে দিতে পারে।'[৮২]

বাপতিস্তচার্চে আলোচনার আসর প্রাতিষ্ঠানিকতায় পরিণত। ধর্মোপদেশ দানের পর শ্রীমতী আটাওয়ে শ্রোতাদের কাছে কারও কোনো প্রশ্ন আছে কি-না জানতে চাইতেন। কারণ, 'এ বিষয়ে স্বাধীনতা দানই ছিল রেওয়াজ।' হেনরি ডেনিও একই পদ্ধতির অনুসারী। বেল অ্যালে বাপতিস্ত চার্চের খোলামেলা বিতর্কের আসরে সবাই অংশ গ্রহণের অধিকারী।[৮৩] জেনারেল বাপতিস্ত চার্চের নিয়ম অনুসারে 'ভক্তমণ্ডলীর উপস্থিতিতে বাকপটুতার উৎকর্ষসাধনে সকলেরই বৈধ অধিকার' বর্তমান। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের সেন্ট বেনেট ফিংক ধর্মপল্লীর ভক্তবৃন্দ জেনারেল বাপতিস্ত চার্চের এডওয়ার্ড বারবারকে নিজেদের উপাসনাগৃহে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর কাজ হবে, যাজক (এডমন্ড ক্যালামি)-এর ধর্মোপদেশকে সমৃদ্ধতর করা এবং প্রয়োজন পড়লে তাঁর ভাষণের ভুলগুলির প্রতিবাদ করা।[৮৪] চার্চে চার্চে ঘুরে বেড়িয়ে এবং ধর্মোপদেশ দানের পর বক্তৃতার ঝড় তুলে হ্যানসার্ড নোলয়স্ রীতিমতো হল্লা বাধিয়ে দেন।[৮৫] এ-ধরনের রেওয়াজ অব্যাহত থাকা যে প্রবল অস্বস্তিদায়ক এটা সহজেই অনুমেয়। ভ্রাম্যমান বাধাদানকারী ও প্রশ্নবাণে জর্জরিত করায় দক্ষ লোকদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালেন যাজক মহোদয়। তাঁর সাধুতার আবরণ ছিন্নভিন্ন এবং ধর্মকর-লোলুপতার জন্য এখন তিনি সমালোচনার পাত্র।

রানী মেরি-র রাজত্বকালে চার্চের উপাসনা-অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করাটা পার্লামেন্টের আইন অনুসারে রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ বলে সাব্যস্ত হয়। 'আর এই আইনের বলে ইংলণ্ডের পুরোহিত সমাজ অন্তিম পার্লামেন্ট পর্যন্ত সুরক্ষিত ছিল।'[৮৬] ধর্মোপদেশ দানের পর কথা বলাটা বৈধ অধিকার রূপে কোয়েকার সম্প্রদায় বরাবর দাবি জানিয়ে এসেছে। তাই ১৬৫৩-র জুলাইয়ে কাম্বারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বুথের উপাসনাস্থলে জর্জ ফক্স ধর্মোপদেশ চলাকালীন আগাগোড়া বসেছিলেন। এবং যাজকের বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং বলেন :

> 'আমি তাঁর কাছে বক্তব্য রাখলাম......এবং তিনি আমার বিরোধিতা করতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, তাঁর গ্লাস (সময়-গ্লাস) ফুরিয়ে গিয়েছে অর্থাৎ নির্ধারিত সময় শেষ। এখন তিনিও যা আমিও তাই। তিনি তাঁর প্রাতঃকালীন নির্ধারিত সময় নষ্ট করার জন্য আমায় দোষী সাব্যস্ত করলেন। তাঁর মতে আমি আইন ভেঙেছি। আমিও তাঁকে

৮২. ডেল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩-৫।
৮৩. এডওয়র্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ১১৬-১৯, ১২৬।
৮৪. বার্কলে, *দ ইনার লাইফ অফ দ রিলিজিয়স সোসাইটিজ অফ দ কমনওয়েলথ* (১৮৭৬) পৃ. ২৯৬, ২৯০।
৮৫. এডওয়র্ডস্, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ৯৭-৮।
৮৬. *এক্সট্রাক্টস ফ্রম স্টেট পেপারস রিলেটিং টু ফ্রেন্ডস*, পৃ। ৪১.—১৬৫৮-র একটি কোয়েকার পিটিশন। দ্র.—নিচের পাদটীকা ৮৮।

বললাম যে, আমার সঙ্গে কথা বলে আমার সময় নষ্ট করে তিনিই আইন ভেঙেছেন।[৮৭]

১৬৫৬ সালের লর্ডস্ ডে অ্যাক্ট (১৫ নং ধারা) চালু না হওয়া পর্যন্ত এই রেওয়াজ চলতে থাকে। উক্ত অ্যাক্টের বলে বাধাদানকারীকে নিরস্ত করার আইন আরো জোরদার হয়।[৮৮]

৮৭. ফক্স , *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ১৬০ ; ১৮৪-৫ ; বার্কলে, *ইনার লাইফ*, পৃ. ২৮১-৭।

৮৮. ওপরের পাদটীকা ৮৬-তে আগেই বলা হয়েছে—এটি পার্লামেন্টের আইন। এই আইন বলে অথবা 'ভ্যাগার‍্যান্সি অ্যাক্ট অফ ১৬৫৬'-র বলে কোয়েকারদের ফাঁসি দেওয়া হতো—গণ্ডগোল পাকানোর কারণে। ১৬৬০-এর আগে তাদের বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ আইন ছিল না। (*স্টেট পেপারস রিলেটিং টু ফ্রেন্ডস*, পৃ. ৩৪৫)।

৭ লেভেলার ও সাচ্চা লেভেলার

সমস্ত মানুষ আজ স্বাধীনতার সপক্ষে....তোমরা যারা ধনী, এটা দেখে তোমরা লজ্জিত এবং এটা অর্জন করতে তোমরা ভীত ; কারণ স্বাধীনতা আসছে চাষাড়ে পোশাকে। ......স্বাধীনতা হলো সেই মানবমূর্তি যা গোটা দুনিয়ায় ওলটপালট ঘটাবে—অতএব তার যে বেশ কিছু শত্রু থাকবে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে! ......যেখানে সকলে একই চিন্তার শরিক ও যাবতীয় পার্থিব ঐশ্বর্যের সকলেই মালিক—প্রকৃত স্বাধীনতা সেখানেই বিরাজ করে। এবং এই কথাই প্রকৃত মানব শিশু খ্রিস্ট সর্বত্র প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, পার্থিব সব কিছুর উৎস তিনিই।

জি. উ ই ন স্ট্যা ন লি, *আ ওয়াচ-ওয়ার্ড টু দ সিটি অফ লন্ডন* (১৬৪৯) স্যাবাইন, পৃ. ৩১৬-৭।

১ সে ন্ট জ র্জ পা হা ড়

১৬২০ থেকে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যেন দুর্বৎসরের মিছিল ;[১] তার মধ্যে আবার চল্লিশের দশক যে সবচেয়ে দুঃসহ। গৃহযুদ্ধজনিত বিপর্যয়ের পিছু পিছু এল একটানা ফসলহানি। ১৬৪৭ থেকে ১৬৫০ পর্যন্ত চলল খাদ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি—প্রাক্যুদ্ধকালীন মূল্যস্তরকে ছাপিয়ে। জীবনযাত্রার ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেল এবং তার পাশাপাশি মজুরির হার রইল পেছিয়ে।[২] করের বোঝা বাড়ল অভূতপূর্ব হারে আর, বিশেষ করে আবগারী শুল্ক ধার্য হলো সাধারণের ভোগ্য বিয়ার ও তামাকের ওপর, বেশ কঠোরতার সঙ্গে। চার্চের জমি, সরকারি জমি ও রাজার খাস জমি ঐ বছরগুলিতে নির্বিচারে বেচাকেনা হতে থাকে। তার ফলে বনেদী জমিদার-প্রজা সম্পর্কে চিড় ধরল। দৃশ্যান্তরে দেখা যায়, সেনাবাহিনী ছাড়া পাওয়া লোকেরা কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা এত বেশি যে, ইয়র্ক শহরের প্রতিবন্ধী সেনাদের জন্য গঠিত বিশেষ সাহায্য তহবিলের অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে হলো।[৩] ১৬৪৮-এর জানুয়ারিতে ওয়াইল্ডম্যান বলছেন, 'গরীব মানুষরা দশ-কুড়ি-তিরিশ জনের এক একটি দলে ভাগ হয়ে রাস্তায় নামে এবং বাজারমুখো খাদ্যশস্যের গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মালিকদের চোখের সামনেই সে-সব ভাগ করে নিতে থাকে আর বলে : তারা তো উপোস করে মরতে পারে না।' 'প্রয়োজনের তাগিদে যাবতীয় আইন ও সরকার শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং ক্ষুধার সামনে পাথরের দেওয়ালও ভেঙে পড়ে।' বহু সহস্র বণিকের আর্তরব (*The Mournfull Cries of Many Thousand Poore Tradesman*) গ্রন্থে ঐ একই মাসে পার্লামেন্ট ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়।[৪] ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে জনৈক পুস্তিকা-লেখক স্বীকার করেন যে, যদি স্বাধীনভাবে মত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকে, তাহলে 'চিন্তাশক্তিশূন্য সাধারণ মানুষের ভোট' রাজার দিকেই যাবে।[৫] খাজনার হার এত চড়া যে, পাট্টাদাররা পর্যন্ত জন-মজুরি আর পশু-পালনের কাজে

১. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২০, ২ অধ্যায়।
২. ডব্লিউ. জি. হসকিন্স, 'হারভেস্ট ফ্লাকচুয়েশনস অ্যাণ্ড ইংলিশ ইকোনমিক হিস্ট্রি, ১৬২০-১৭৫৯', *এ. এইচ. আর.*, খণ্ড ১৬, পৃ. ১৫-৩১ ; তু.—আণ্ডারডাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯০-৭, ২৮১-২।
৩. *ভি. সি. এইচ. ইয়র্ক*, পৃ. ১৭২।
৪. উলফ, পৃ. ৭১, ২৭৮।
৫. [অজ্ঞাত] *সালুস পপুলি সোলুস রেক্স*, ব্রেইলসফোর্ড কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪৫-৬ ; তু.—ওয়াইলডম্যান, বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৫২, ৪ অধ্যায়ে উদ্‌ধৃত।

ভাড়া খাটতে চাইছে।[৬] এই নিয়ে ১৬৪৮-এর ডিসেম্বরে নর্দাম্বারল্যাণ্ডের অশ্বারোহী সেনারা খেদোক্তি প্রকাশ করে।

১৬৪৯ সালের গোড়ার মাসগুলিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে ওঠে বিস্ফোরণোন্মুখ। ঐ বছর জানুয়ারিতে যে আলাপ-আলোচনার পরিণামে রাজার বিচার ও প্রাণদণ্ড হয়—তার সঙ্গে জড়িত হয়ে লেভেলার ও সেনাবাহিনীর র্যাডিকালরা চরম বোকামির পরিচয় দিয়েছে। এবং সেই সুযোগে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর কর্তারা তাদের কর্মসূচী থেকে গণতন্ত্রের সারবস্তু খারিজ করে দিয়ে, শুধু তার প্রজাতান্ত্রিক খোলসটুকু অধিগ্রহণ করে। ১৬৪৮ সালের মারাত্মক ফসলহানির ফলে অনশন ও বেকারী ব্যাপক আকার নেয় এবং বিশেষ করে প্রাক্তন সৈন্যদের মধ্যে তার প্রকোপ বাড়ে অত্যধিক। ১৬৪৯-এর মার্চে লণ্ডন শহরের গরীবদের খাদ্যশস্য ও কয়লা খয়রাতি সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়। ৩ এপ্রিল পিটার চেম্বারলিন জানাচ্ছেন যে, অনেকে রুটির অভাবে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাঁর আশঙ্কা তাদের জন্য যদি কিছু না করা হয়, তাহলে তারা তুমুল কাণ্ড বাধাবে।[৭] সেভার্ন উপত্যকায় ডাণ্ডাধারীদের (Clubmen) পুনরাবির্ভাব ঘটেছে এবং তারা শস্য লুণ্ঠনে ব্যস্ত। খাদ্যের চড়াদাম যখন দুর্ভিক্ষের সীমানা ছুঁয়েছে—তখনি লেভেলাররা প্রচারকদের পুনর্নির্বাচন ও সেনাবাহিনীর সাধারণ পরিষদের বিলুপ্তির দাবি জানাল। 'এর আগে রাজা, লর্ডরা ও কমন্সসভা আমাদের শাসন করেছে এবং এখন করছে জেনারেল, সামরিক আদালত ও কমন্সসভা (House of Commons)। তফাৎটা কোথায় কেউ বলতে পার?'[৮] মার্চের শেষাশেষি লিলবার্ন, ওভারটন, ওয়ালউইন আর প্রিন্সকে গ্রেপ্তার করা হলো। *বাকিংহামশায়ারে আরো আলোর ঝলকানি (More Light Shining in Buckinghumshire)* শীর্ষক পুস্তিকার মাধ্যমে লেভেলাররা সৈন্যদের প্রতি 'যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে সব রকমের স্বৈরাচারকে প্রতিরোধ করার' আবেদন জানায়। বিশেষত আইনজ্ঞ, জমিতে বেড়াদানকারী জমিদার এবং সেনাবাহিনীর যে-সব বড় কর্তা সমাজ সংস্কার চায় না এবং গরীবদের উপকার কিছুই করে নি কোনোদিন[৯] — তারাই হলো আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য।

আয়ারল্যাণ্ডে যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করার জন্য যারা সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত হয়েছে—সে-সব সৈন্যরা পরের মাসে বিদ্রোহ করে বসে। ঠিক একই কারণে দু-বছর আগে সেনাবিদ্রোহ ঘটে—তখন অবশ্য এ-ব্যাপারে জেনারেলদের হাত ছিল। মে মাসে অক্সফোর্ডশায়ার, উইলটশায়ার ও বাকিংহামশায়ার প্রভৃতি অঞ্চলে আরো বড় -আকারে সেনাবিদ্রোহ ঘটে এবং খবর আসে যে, তাদের পেছনে ডাণ্ডাধারী (Clubman) অধ্যুষিত দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জনসমর্থন রয়েছে। ১৪ মে বারফোর্ডে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ক্রমওয়েল ও ফেয়ারফ্যাক্স কড়া হাতে বিদ্রোহী [সেনা]বাহিনীগুলিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। ফৌজী-রাজত্ব এখন সঙ্কটমুক্ত। এবং মন্দের ভালো ভেবে সন্ত্রস্ত পুরাতনপন্থীরা তাকে মদত দিতে থাকে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও লণ্ডনের পুরসভা ফেয়ারফ্যাক্স ও ক্রমওয়েলকে বিশেষ সম্মান জানাতে তখন তৎপর। এই উপলক্ষ্যে যে বিশেষ প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে ভাষণদান প্রসঙ্গে—যারা প্রতিবেশীর জমির দাগ মুছে দিচ্ছে তাদের মুণ্ডপাত করা হয়।[১০] লেভেলারদের ষড়যন্ত্র কিন্তু অব্যাহত এবং তার সঙ্গে পঞ্চম রাজতন্ত্রী চক্রান্তের যুগলবন্দী। কিন্তু বারবার ঝাড়াই বাছাই হওয়া সেনাবাহিনী যতদিন জেনারেলদের শক্ত কবজায় থাকবে ততদিন এসব কিছুই প্রশাসনকে টলাতে পারবে না।

৬. [অজ্ঞাত] *দ হামবল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ ডিজায়ার্স অফ দ সোলজার্স অ্যাণ্ড অফিসার্স অফ দ রেজিমেন্ট অফ হর্স ফর দ কাউন্টি অফ নরদাম্বারল্যাণ্ড*, এই প্রচারপত্রটির জন্য দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৮৮-৯, এই অধ্যায়।

৭. চেম্বারলিন, *দ পুওর ম্যানস অ্যাডভোকেট*, পৃ. ২।

৮. আন্ডারডাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮১ ; উলফ, পৃ. ৩৭১।

৯. স্যাবাইন, পৃ. ৬২৭-৪০। এছাড়াও দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৮৮, এই অধ্যায়।

১০. পেটাগোরস্কি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০।

তথাপি ১৬৪৯ সালের গোড়ার মাসগুলি সম্পত্তিবান মানুষদের পক্ষে ভয়াবহ সময়। বারফোর্ডের পরাজয় যে চরম ও চূড়ান্ত (যা আজ স্পষ্ট)—সেটা তখনও সমসাময়িকদের কাছে আদৌ স্পষ্ট নয়। তারও অনেক পর ১৬৪৯-এর নভেম্বরে, রালফ জোসেলিন জানাচ্ছেন, ডাকাতির ভয়ে লোকে রাস্তাঘাটে বেরুতে ভরসা পায় না। বড়লোকেরা তো নিজেদের বাড়িতেও নিরাপদ মনে করে না। 'আর গরীব লোকরা ভগবানকেও এখন তোয়াক্কা করে না আগে যা দেখা যায় নি'—বলছেন তিনি।[১১] এই পটভূমিতে শুধু লেভেলাররা নয়—পিটার চেম্বারলিন, জন কুক, হিউ পিটার প্রমুখ সুজনেরাও গরীবের সপক্ষে আমূল সামাজিক সংস্কারের দাবি জানালেন। একই দৃশ্যপটে র‍্যান্টারপন্থী অ্যাবাইজার কোপ এবং ডিগার অথবা সাচ্চা লেভেলার আন্দোলনকারীদের কর্মতৎপরতা লক্ষণীয়।[১২]

১৬৪৯ সালের মার্চ অথবা এপ্রিলের কোনো একটি রবিবার। ঘটনাস্থল ওয়াল্টন-অন-টেমসের ধর্মপল্লীর গীর্জাঘর। সবেমাত্র মাস্টার ফোচেৎ তাঁর ভাষণ শেষ করেছেন ; এমন সময় সেখানে ছ-জন সৈন্য এসে হাজির। তারা নানা অঙ্গভঙ্গিসহ তুমুল হৈ চৈ-এর মধ্যে ঘোষণা করে যে : বিশ্রামবার, ধর্মকর, যাজক, ম্যাজিস্ট্রেট ও বাইবেল সবই খারিজ হয়ে গেল।[১৩] ১ এপ্রিল রবিবার—সম্ভবত ঐ একই রবিবার, একদল গরীব মানুষ (যারা তিনমাস পর বিচারের সময় আদালতে শ্রমিক বলে অভিহিত)[১৪] ঐ একই ধর্মপল্লীর অন্তর্গত সেন্ট জর্জ পাহাড়ে সমবেত হয়ে পতিত জমি খনন করতে থাকে। এটা আসলে 'সাধারণ জমি' দখলের প্রতীকী আচরণ। তারই সঙ্গে যুক্ত প্রথাগত পবিত্রতার প্রতি প্রতীকী অসম্মান প্রদর্শন ; যেহেতু রবিবার খননকার্য ধর্মত নিষিদ্ধ। এই ঘটনার সঙ্গে হয়তো সৈন্যদের পূর্বোক্ত আচরণের যোগ থাকতে পারে।[১৫] সৈন্যদের দেখাদেখি ডিগারদের একজন গিয়ে 'এক বোঝা কাঁটা ঝোপ এনে ওয়াল্টন গীর্জার বেদীর ওপর রাখে...যাতে যাজক মহোদয় আর বেদীটির ওপর দাঁড়াতে না পারেন।'[১৬] ডিগারদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল কুড়ি অথবা তিরিশ।একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মন্তব্য : 'তারা সকলকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বলে। তাহলে তারা মাংস, মদ আর কাপড়চোপড় পাবে। ...তারা বলে যে, আগামী দশ দিনের মধ্যে তাদের সংখ্যা চার পাঁচ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে... ; আশঙ্কা হয়, তাদের আরো কিছু মতলব আছে।'[১৭]

সংশ্লিষ্ট এলাকার কথাটি একবার ভাবা যাক। সেন্ট জর্জ পাহাড় লণ্ডন শহরের একেবারেই লাগোয়া। উপনিবেশ তৈরি করতে ইচ্ছুক যে কোনো গরীব মানুষের পক্ষে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে যেখানে 'দলে দলে লোক রাজার হরিণ শিকার করতে যেত' সেই উইন্ডসর অরণ্যের সীমানায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অবস্থান।[১৮] জায়গাটি কিন্তু চাষবাসের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। জমি-বিশেষজ্ঞ ওয়াল্টার ব্লিথ দেখেশুনে বলেন, 'এর চেয়ে হাজারো রকম জমি রয়েছে যার উন্নতি সহজে সম্ভব।' উইনস্ট্যানলিও স্বীকার করেন যে, 'জায়গাটা জীবনধারণের পক্ষে অনুর্বর।'[১৯] যে নিকটবর্তী শহরে বিচারের জন্য স্থানীয় জমিদররা ডিগারদের

১১. ই. হকব্রিফ সম্পাদিত, *ডায়েরি অফ দ রেভা. র‍্যালফ জোসেলিন. ১৬১৬-১৬৮৩*. (কামডেন সোসাইটি. খণ্ড ১৫, ১৯০৮) পৃ. ৭০।

১২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ১৫৫-৭,৯ অধ্যায়।

১৩. ওয়াকার, *হিস্ট্রি অফ ইনডিপেনডেন্সি*, ভাগ ২, পৃ. ১৫২-৩। এছাড়াও দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৪০, ৯ অধ্যায়।

১৪. পেটাগোরস্কি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭২।

১৫. তু.—*এস. অ্যাণ্ড পি.*, পৃ. ২১৩।

১৬. *দ কিংডম'স ফেথফুল অ্যাণ্ড ইমপার্শিয়াল স্কাউট*, ২০-২৭ এপ্রিল ১৬৪৯, পেটাগোরস্কি কর্তৃক উদ্ধৃত, *পূর্বোক্ত*. পৃ. ১৬৪। কাঁটাগাছ ও বুনো গোলাপ হলো 'রক্তমাংসের মানুষের জ্ঞান ও শক্তির' প্রতীক (স্যাবাইন. পৃ. ২৩৭)—উইনস্ট্যানলির *ফায়ার ইন দ বুশ* পরে যে-ধারণাটি আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

১৭. *ক্লার্ক পেপারস*, খণ্ড ৩, পৃ. ২১১।

১৮. এম. এস. হারলে ১৬৪।৯৬ আমি অধ্যাপক সি· এম· উইলিয়মস-এর কাছ থেকে এই সূত্রটি পেয়েছি।

১৯. ডব্লিউ. ব্লিথ, *দ ইংলিশ ইমপ্রুভার ইমপ্রুভড* (১৬৫২) ; তু.—*ভি. সি. এইচ. সারে*, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৬৭, এবং স্যাবাইন, পৃ. ২৬০।

ধরে নিয়ে আসে, সেই কিংস্টন শহরটি হলো খাদ্যশস্যের এক বড় বাজার। র‍্যাডিকাল রাজনীতির এক পুরেনো জায়গা সেটা। ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে মার্টিন মারপ্রিলেট সেখানে এক গোপন ছাপাখানা বসিয়েছিলেন।[২০] সে-সময় শহরের ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন পিউরিটানপন্থী জন উদাল যিনি ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর ভক্তসংখ্যা যে অনেক, সেটা সহজেই অনুমেয়। কিংস্টনের জনৈক কারিগর বিশপ ব্যানক্রফ্‌টকে বলে যে, প্রার্থনায় উচ্চারিত 'তোমার রাজত্ব আসুক' কথাটি আসলে 'প্রতিটি ধর্মপল্লীতে যাজক, চিকিৎসক, মাতব্বর ও ডীকনদের প্রাধান্য থাকুক এবং আমরা যাতে খ্রিস্টের পবিত্র শৃঙ্খলার নামে মাতব্বরদের মান্য করে চলি'—অর্থাৎ এটা একটি পুরোপুরি প্রেসবিটারীয় ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য আবেদনপত্র বিশেষ। কিংস্টনের আর একজন নাগরিকের আশা যে বৃত্তিচ্যুত যাজকদের 'কান ধরে গীর্জাঘর থেকে বার করে দেওয়া হবে।'[২১]

র‍্যাডিকাল ঐতিহ্যের এই ধারাটি কিন্তু রয়ে গেল। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে কিংস্টনে বাকিংহামের হত্যাকারী ফেলটনকে, 'ওহে খুদে ডেভিড, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!' —এই বলে এক বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ জানাল।[২২] তারও সাত বছর পর কিংস্টনকে আর্চবিশপ লডের অতিথি, 'ঘোরতর দলাদলি-প্রবণ শহর' বলে অভিহিত করেন।[২৩] বরাবরের জন্য একজন পিউরিটান পুরোহিত এই শহরে থাকতেন এবং তার সঙ্গে আবার ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে একজন পিউরিটান ধর্মোপদেষ্টাও নিযুক্ত হন। দক্ষিণ দিক থেকে লণ্ডনে যাবার রাস্তা আগলে রয়েছে কিংস্টন এবং তার সেতুগুলি টেমসের এপার-ওপার জুড়ে থাকার জন্য জায়গাটির সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। পার্লামেন্টের পাঁচজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে চার্লস সুরে অস্ত্রাগার পাহারা দেবার জন্য সেখানে সৈন্য মোতায়েন করেন। কিংস্টন,—গৃহযুদ্ধের সময়ের বহু খণ্ড-যুদ্ধের সাক্ষী। জায়গাটি পার্লামেন্টপন্থীদের দখলে যাবার পর সেখানে কাউন্টি কমিটির দপ্তর স্থাপিত হয়। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে যখন সেনাবাহিনী লণ্ডন অভিযান করে ফেয়ারফ্যাক্স কিংস্টনের দিক থেকে টেমস অতিক্রম করার জন্য রেইনবরোকে পাঠান। তাঁর কাজ হবে র‍্যাডিকাল প্রভাবাধীন সাউথওয়র্কের পার্লামেন্টপন্থী সেনাবাহিনীর সমর্থকদের সাথে যোগাযোগ করা। সেই সময় থেকেই সমগ্র অঞ্চলটি সেনাবাহিনীর তৎপরতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। পার্লামেন্টের শুদ্ধিকরণের জন্য প্রচারকদের দাবির সমর্থনে এক ঘোষণাবাণী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অগাস্ট কিংস্টনে সমর পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[২৪]

ডিগাররা উৎসাদিত হওয়ার পরও এই অঞ্চলে র‍্যাডিকাল প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে কিংস্টনের জুরি মহোদয়গণ লর্ড চান্ডোস্‌কে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে মানুষ খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে একজন লর্ড, এই অজুহাত অগ্রাহ্য হয় এবং শাস্তিস্বরূপ তাঁর হাত দুটি অগ্নিদগ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[২৫] পরের বছর জর্জ ফক্স-কে জেমস নেইলার বলেন যে, এই জায়গায় কোয়েকাররা হরদম সভা করে বেড়াচ্ছে।[২৬] ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে

২০. ই. আরবার, *অ্যান ইন্ট্রোডাক্টরি স্কেচ টু দ মার্টিন মারপ্রীট কন্ট্রোভার্সি* (১৮৯৫) পৃ. ৮১, ৯৫ ; কলিনসন, *দ এলিজাবেথান পিউরিটান মুভমেন্ট*, পৃ. ৪৯২। কিংসটন থেকে যখন ছাপাখানাটি উঠিয়ে দেওয়া হয় তখন মুদ্রাকররাও নরদ্যাম্পটনশায়ারের ফাউসলে থেকে সরে যান ওয়েলিংবরো থেকে দীর্ঘ কুড়ি মাইল দূরে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৯৩, এই অধ্যায়।

২১. কলিনসন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫৩, ৩৮৯।

২২. ডি ম্যাসন, *লাইফ অফ জন মিলটন*, খণ্ড ১ (১৮৭৫) পৃ. ১৫০। তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৮, ২ অধ্যায়।

২৩. *সি. এঁস. পি. ডি.*, ১৬৩৫, পৃ. [৪৪]।

২৪. এইচ. ক্যারি, *মেমোরিয়ালস অফ দ সিভিল ওয়র*, খণ্ড ১, পৃ. ১২০ ; *পোর্টল্যাণ্ড এম এস এস.* (এইচ. এম. সি.) খণ্ড ১, পৃ. ৪৮০ ; গার্ডেনার, *গ্রেট সিভিল ওয়র*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৫০ ; উলফ, পৃ. ২০৮ ; অ্যাবোট, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৯৬, ৫৬১।

২৫. *পোর্টল্যাণ্ড এম.এস.এস.*, খণ্ড ৩, পৃ. ২০১ ; সি. এইচ. ফার্থ, *দ হাউস অফ লর্ডস ইন দ সিভিল ওয়র* (১৯১০) পৃ. ২৩৩।

২৬. বার্কলে, *ইনার লাইফ*, পৃ. ৩৪৩ ; সম্পা. এন. পেনি, *দ ফার্স্ট পাবলিশার্স অফ ট্রুথ* (১৯০৭), পৃ. ১৬৭ ; জে. বেসি, *অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট অফ দ সাফারিংস অফ...কোয়েকারস* (১৭৩৩) খণ্ড ১, পৃ. ২৫২-৪।

কোয়েকারপন্থী এডওয়ার্ড বারো কিংস্টনের জেলে বসে অবসর সময়ে ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে আদায়ীকৃত ধর্মকরের মোট পরিমাণের হিসেব করতে থাকেন। সংখ্যাটি গিয়ে দাঁড়ায়—বার্ষিক পনেরো লক্ষ পাউন্ড।[২৭] শেষ বয়সে জর্জ ফক্স প্রায়ই কিংস্টনে গিয়ে থাকতেন।

এই সেই জায়গা যেখানে ১৬৪৩ সাল নাগাদ জিরার্ড উইনস্ট্যানলি এসেছিলেন। সম্ভবত উইগনবাসী জনৈক রেশম ব্যবসায়ীর সন্তান জিরার্ড উইনস্ট্যানলি বস্ত্রশিল্পের একজন শিক্ষানবীশ হিসাবে ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনে আসেন এবং ১৬৩৭-এর মধ্যে তিনি বেশ গুছিয়ে বসেন। কিন্তু সময়টা তখন যতদূর খারাপ হওয়া সম্ভব ততদূরই খারাপ। ১৬৪৩ সালের মধ্যেই তাঁকে 'মেরে ধরে জমি-জায়গা ও ব্যবসা থেকে উৎখাত করা হয়।' ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে দেখা যায় ওয়ালটন-অন-টেমসের বাসিন্দারূপে। তিনি এখানে দৃশ্যত একজন জনমজুর হিসেবে গরু চরাতেন আর ধর্মমূলক পুস্তিকা রচনা করতেন। অবশেষে তিনি স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে তাঁর উপলব্ধি বাইরে প্রচার করার জন্য আদিষ্ট হলেন যার মর্মকথা হলো : 'পার্থিব সম্পদ জাত-গোত্র নির্বিশেষে পৃথিবীর সব মানুষের ভোগের জন্য।'[২৮]

কাউন্সিল অফ স্টেট বা জেনারেল ফেয়ারফ্যাক্সের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি অন্য মানুষের সামনে মাথার টুপি খুলতে রাজি নন। সে-সময় কিন্তু সেন্ট জর্জ পাহাড়ের আশপাশের জমিদাররা ডিগারদের উৎপাতে তিতিবিরক্ত। যদিও একজন 'উত্তরাঞ্চলীয় নারী ভবিষ্যদ্‌বক্তা' অলিভার ক্রমওয়েলকে ডিগারদের প্রসঙ্গে সতর্ক করেছেন যে, 'যদি গরীব সাধারণের উপকারার্থে কিছু করা না হয় তাহলে ইংলণ্ডে নতুন করে ঝামেলা সৃষ্টি হবে।'[২৯] এতেও কিন্তু ক্রমওয়েল অনর্থক ঘাবড়াতে রাজি নন। কিন্তু জমিদাররা চুপ করে থাকার পাত্র নয়। যাজক প্লাট ও অন্যান্য জমিদাররা সুরে অঞ্চলের ডিগার কলোনিতে হামলা করে। সঙ্গে চলতে থাকে অর্থনৈতিক বয়কট আর নানান মামলায় জড়িয়ে ডিগারদের হেনস্থা করা। কিংস্টন আদালতের একজন আমলা বলে : 'যদি ডিগারদের উদ্দেশ্য মহৎ হয়—তাহলে সে এমন জুরি বাছাই করবে, যাতে তারই তৈরি মামলা খারিজ হয়ে যায়।' ডিগারদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগকে কেন্দ্র করে, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এমন কূট তর্ক বেধে গেল যে, মামলাটি শেষপর্যন্ত আইনগ্রন্থে নজির হিসেবে জায়গা পেয়ে গেল। যিনি র‍্যাডিকালদের সপক্ষে যথাসাধ্য করেছেন, সেই সার্জেন্ট ওয়াইল্ডের সওয়াল হলো যে, শেরিফ স্বয়ং দাঙ্গা-হাঙ্গামার তদন্তে অংশ নেন নি— অতএব অভিযুক্তদের মুক্তি দেওয়া হোক। বিচারক তাদের জামিন মঞ্জুর করলেন, কিন্তু অব্যাহতি নয়।[৩০] ডিগাররা সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে ক'বহ্যাম হীথে সরে যাওয়ার পরও তাদের বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত থাকে এবং ১৬৫০ সালের এপ্রিল নাগাদ ডিগার কলোনি বলপূর্বক উৎখাত করা হয়। তাদের ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে, আসবাবপত্র পুড়িয়ে দিয়ে—তাদের মেরে ধরে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ইংরেজ ইতিহাসের এটা একটা সংক্ষিপ্ত ঘটনা যার সঙ্গে জড়িত মাত্র কয়েক ডজন লোক ও তাদের পরিবার। তাদের মধ্যে সবশুদ্ধ তিয়াত্তর জনের নাম আমরা জানতে পারি।

২ সা চ্চা লে ভে লা র

কিন্তু ঐতিহাসিকরা কালক্রমে বুঝতে পারলেন যে, এটা নিছক একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—গোড়ায় যা মনে হয়েছিল। ডিগাররা নিজেদের সাচ্চা লেভেলার বলে পরিচয় দিতে

২৭. বারো, *ওয়র্কস* পৃ. ২৩৪।

২৮. স্যাবাইন, পৃ. ৩১৫ ; তু.— পৃ. ৯৬, এই অধ্যায়।

২৯. *আ মডেস্ট ন্যারেটিভ*, ২৮ এপ্রিল ১৬৪৯, অ্যাবট কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ২, পৃ. ৫৮। যে-সব সাংবাদিক ঐ ঘটনার সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন তাদের ধারণায় ভুল ছিল যে, ডিগাররা ইতিমধ্যেই 'তাদের নতুন বাসভূমি পরিত্যাগ করেছে।'

৩০. ডব্লিউ.স্টাইল, *রিপোর্টস* (১৬৫৮) পৃ. ১৬৬, ৩৬০ ; স্যাবাইন, পৃ.. ২০-১, ৩৬০, ৪৩২।

থাকে এই অভিধাটি প্রথম উচ্চারণ করেন লরেন্স ক্লার্কসন ও পরের দিকে ১৬৪৭ সাল থেকে র‍্যান্টাররা।[৩১] যেদিন রবার্ট লকিয়রের প্রাণদণ্ডের হুকুম হয় সে-দিনই উইনস্ট্যানলির প্রথম ঘোষণাপত্র *সাচ্চা লেভেলার পতাকা আগুয়ান (The True Levellers Standard Advanced)* প্রকাশিত হয়। লেভেলার বলতে কখনো বোঝায় না একটি ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল দল, অথবা বোঝায় না কোনো আন্দোলন যে ভুলটা ঐতিহাসিকরা লেভেলার-তত্ত্বের হদিশ করতে গিয়ে আকছার করে থাকেন। হেনরি ডেনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন : 'আমরা একটা পাঁচমেশালী দল কাজে ও কথায় একের সঙ্গে অপরের যথেষ্ট অমিল নীতিগতভাবেও একের সঙ্গে অন্যের যথেষ্ট ফারাক।'[৩২] লেভেলার-আদর্শের পুরোপুরি সব কিছু মানে না অথচ সমর্থক এরকম বেশ কিছু লোক লণ্ডনেও ছিল। সম্প্রতি বলা হচ্ছে[৩৩], নরমপন্থী লেভেলারদের সংবিধান-মানা উপদলটির নেতৃত্বে ছিলেন লিলবার্ন ও ওয়াইল্ডম্যান। তাছাড়াও ছিল সেনাবাহিনী ও লণ্ডনবাসীদের অন্তর্গত বামপন্থী উগ্রদলের অস্তিত্ব যার অন্যতম সমর্থক হয়তো ওয়ালউইন ও ওভারটন। যাদের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি[৩৪] সেই 'বলপ্রয়োগপন্থী লেভেলার' মেজর হোয়াইট ও ক্যাপ্টেন ব্রে তারা বোধহয় রাজনীতিগতভাবে লিলবার্ন ও ওয়াইল্ডম্যানের চেয়ে বেশি বাম-ঘেঁষা।

লেভেলারদের এই গোষ্ঠীটি সংবিধানগত প্রশ্নের চেয়ে অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে বেশি আগ্রহী যা নাকি ১৬৪০-এর দশকের শেষাশেষি গরীব মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা বড়লোকের বিরুদ্ধে গরীবের এবং হোমরা চোমরাদের বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষ সমর্থন করত। ইংলণ্ডের বহুল প্রচারিত কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদী ধ্যানধারণা যা আনাবাপতিস্ত তত্ত্বের দ্বারা সমৃদ্ধ ও চার্চ অফ ইংলণ্ডের দ্বারা নিন্দিত তার আভাসও সম্ভবত পাওয়া যাবে এই বিশেষ গোষ্ঠীর মুখপাত্রদের বক্তব্য থেকে। এলিজাবেথীয় যুগে, ফ্যামিলি অফ লভ্ ও ফ্যামিলি অফ দ মাউন্ট এ-জাতীয় চিন্তাধারা সঙ্গোপনে পোষকতা করেছে। স্পেনসার ও শেকস্পীয়ারও নিশ্চয়ই এ-জাতীয় সাম্যবাদী প্রচার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সুতরাং বিশপ কুপারও তাহলে ওয়াকিবহাল ছিলেন—যদিও তিনি ১৩৮১ সাল প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তাঁর কালের কথাই লিখেছেন :

> কথিত আছে যে, আদিতে ভগবান যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেন, তখন সব মানুষই ছিল সমান। জমিদারী বলতে যখন কিছু ছিল না, অতএব বাধ্যবাধকতার বন্ধন ও অধঃস্তন প্রজারও অস্তিত্ব ছিল না। জবরদস্তি ও নিষ্ঠুরতার দৌলতে সে-সবের জন্ম হয় আরো পরে। অতএব আমরা কেন দাম্ভিক জমিদার ও ধূর্ত আইন ব্যবসায়ীদের অধীনে ক্রীতদাসের দুঃসহ জীবন যাপন করব, ইত্যাদি?[৩৬]

এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, সদাশয় বিশপ প্রেসবিটারীয় ব্যবস্থাকে দমন করার উদ্দেশ্যে, বদ মতলব নিয়ে এ-ধরনের আবেগপূর্ণ উক্তি বুনেছেন।

৩১. এল. ক্লার্কসন, *আ জেনারেল চার্জ* (১৬৪৭), এছাড়াও দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৫৭-৮,৯ অধ্যায়।
৩২. এইচ. ডেনি, *দ লেভেলারস ডিজাইন ডিসকভারড* (১৬৪৯) পৃ. ৮, আর. হাওয়েল এবং ডি. ই. ব্রিউস্টার কর্তৃক উদ্ধৃত, 'রিকনসিডারিং দ লেভেলারস', *পি. অ্যাণ্ড পি.*, ৪৬, পৃ. ৬৯।
৩৩. সোভিয়েত ঐতিহাসিক অধ্যাপক এম. এ. বার্গ কর্তৃক রুশ ভাষায় প্রকাশিত *লোয়ার-ক্লাস পপুলার মুভমেন্টস ইন দ ইংলিশ বুর্জোয়াস রেভোলিউশন অফ দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি* (মস্কো, ১৯৬৭)।
৩৪. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৫০-৫১,৪ অধ্যায়।
৩৫. ই. স্পেনসার, *দ ফেয়ারি কুইন*, দ্বিতীয় ভাগ, সর্গ ২৯, স্তবক ১৩ ; চতুর্থ ভাগ, সর্গ ১, স্তবক ২৮ ; পঞ্চম ভাগ, সর্গ ২, স্তবক ৩৫-৫২ ; সর্গ ১১, স্তবক ৫৭-৯। উইলিয়ম শেক্সপীয়ার, *কোরিওলেনাস*, ২য় অঙ্ক, দৃশ্য ৩ ; *হেনরি চতুর্থ*, ভাগ ২, ৪র্থ অঙ্ক, বিভিন্ন অংশ। এই পরম্পরার ধারাবাহিকতার সাক্ষ্য-প্রমাণ-এর জন্য দ্র.—আমার দ মেনি-হেডেড মনস্টার' পৃ. ২৯৭-৩০৩।
৩৬. টি. কুপার, *অ্যান অ্যাডমোনিশন টু দ পিপল অফ ইংলণ্ড*, ১৫৮৯, সম্পা. ই. আরবার (১৮৯৫), পৃ. ১১৮ ; তু.—পৃ. ১৪৪-৫, ১৪৮, ১৫৯, ১৬৮-৯।

আত্মগোপনকারী অন্য বহু চিন্তাধারার মতো সাম্যবাদী চিন্তাধারাও ১৬৪০-এর দশকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'গোটা পৃথিবীই সাধু সন্তদের এবং সমস্ত দ্রব্যই সকলের জন্য এবং 'ভদ্রলোক ও ধনীদের সমস্ত জায়গা-জমি সন্তপুরুষদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হওয়া উচিত।'[৩৭] এই ধরনের চিন্তাধারা, ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভিন্ন মতাবলম্বীদের ১৫৩তম ভ্রান্তি হিসেবে টমাস এডওয়ার্ডস চিহ্নিত করেন। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে পিটার চেম্বারলিন বলেন, *'আমার তোমার ধারণা' ('Meum et tuum')* থেকে পৃথিবী জুড়ে এত দল উপদলের সৃষ্টি। সেই আদিম সরলতার যুগ বা খ্রিস্টীয় কল্পলোক পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হলে আগে চাই সব নষ্টের মূল এই লোভ রিপুটির বিনাশ।'[৩৮] ১৬৪৬ সালের গোড়ার দিকে সেনাবাহিনীর ভেতরেও কৃষি-সংস্কারের দাবি ওঠার কথা শোনা যায়।[৩৯] জমিদারদের সম্পত্তির উর্ধ্বসীমা বছরে এক-শ' মার্ক পর্যন্ত বেঁধে দেওয়ার একটি প্রস্তাব, ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের আমলে সম্ভবত কমনওয়েলথ পার্টি, পার্লামেন্টের সামনে পেশ করে বলাবাহুল্য সে-প্রস্তাব গৃহীত হয় নি।[৪০] ১৬৪৭ সালের অক্টোবরে সৈন্যরা দাবি জানায়, ডিউক, মার্কুইস অথবা আর্লের বার্ষিক রোজগার দু-হাজার পাউণ্ডের বেশি যেন না হয় এবং আনুপাতিক হারে অন্য শ্রেণীর মানুষজনেরও উপার্জন সীমা বেঁধে দিতে হবে।[৪১] *ওসিয়ানা* (১৬৫৬) পুস্তকে কৃষি-সংস্কারের সপক্ষে জেমস হ্যারিংটনের বিখ্যাত সওয়ালের সমর্থনে অন্যান্য চিন্তাবিদ্‌রাও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু হ্যারিংটন আসলে বহু পুরাতন দাবিকেই নতুন কলেবরে উত্থাপিত করেছেন।

১৬৪৯ সালের অগাস্টে নেদারল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভার্ড (Tyranipocrit Discovered)* নামে এক বেনামী পুস্তিকায় ভগবান ও প্রকৃতির দান 'যাবতীয় সম্পদ ও জমির সমবন্টন' ও 'সর্বজনীন শিশু শিক্ষার' ব্যবস্থা না করার জন্য ইংরেজ কমনওয়েলথের সরকারকে ধিক্কার জানানো হয়। স্যার টমাস মোরের বক্তব্যের প্রতিধ্বনির আকারে পুস্তিকা লেখক 'ভদ্রবেশী চোরদের' তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। কারণ তারা 'আইনের নামে জোট (combination) তৈরি করে একজন গরীব যখন পেটের দায়ে চুরি করে তখন তাকে ফাঁসিতে ঝোলায় অথচ তারাই বে-আইনীভাবে তাকে সর্বস্বান্ত করেছে।' 'তাঁরা পার্লামেন্টের আইন দিয়েই ওই গরীবদের চোর বানিয়েছে।' বড়লোকদের সম্পত্তি গরীবদের মধ্যে ভাগ হওয়া উচিত এবং প্রতি বছর তার পুনর্বন্টনও বাঞ্ছনীয়। 'যথাসম্ভব সমানভাবেই পার্থিবসম্পদ সকলের মধ্যে বন্টন হওয়া উচিত' *টাইরেনিপোক্রিট*-এর মতে এটাই ভগবান ও প্রকৃতিরাজ্যের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা। কিন্তু তার সঙ্গে দ্রব্য ও জমির ক্ষেত্রেও সমানাধিকার কাম্য ; যাতে 'যুবক, বলবান ও সক্ষম মানুষ পরিশ্রম করবে এবং বৃদ্ধ, দুর্বল ও অসক্ত মানুষেরা বিশ্রাম ভোগ করতে পারে।'[৪২] ঐ বছরেই র‍্যান্টারপন্থী অ্যাবাইজার কোপ্ মন্তব্য করেন, 'তার জন্য এখনো একটু অপেক্ষা করতে হবে ; কারণ যারা দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান অর্থাৎ সমাজের যারা আসল শক্তি তারা শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করে পাশবিক ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য গোটা সমাজ ও মানবিক পরিবেশকে কলুষিত করবে।'[৪৩] ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে লেফট্যানেন্ট উইলিয়ম জ্যাক্সন খুবই বিপদ্‌গ্রস্ত হলেন। তাঁর অন্যান্য গুরুতর

৩৭. এডওয়ার্ডস, *গাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪ ; খণ্ড ২, পৃ. ১৫০-১ ; খণ্ড ৩, পৃ. ১৬।
৩৮. পি. চেম্বারলিন, *আ ভয়েস ইন রহ্‌মা* (১৬৪৭) পৃ. ৪৯-৫৯।
৩৯. জে. এ. এফ. বেক্কারস সম্পাদিত *করেসপণ্ডেস অফ জন মরিস উইথ জোহানেস ডে লেইট* (এসেন, ১৯৭০) পৃ. ১২২, ১৪৯ ; তু.—পৃ. ৪৪, ৪ অধ্যায়।
৪০. ডব্লিউ. কে. জোরডান, *এডওয়ার্ড ফোর : দ ইয়ং কিং* (১৯৬৮) পৃ. ৪৩৩।
৪১. গার্ডেনার, *গ্রেট সিভিল ওয়র*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৭০।
৪২. [অজ্ঞাত] *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভারড* (রটারডাম, ১৬৪৯) *ব্রিটিশ প্যামপ্লেটিয়ারস*, খণ্ড ১, সম্পা. জি. অরওয়েল এবং আর. রেনল্ডস, (১৯৪৮)-এর পৃ. ৮৪-৬, ৯৬, ১০৮।
৪৩. এ. কোপ, *আ ফিয়ারি ফ্লাইং রোল*, ভাগ ২, (১৬৪৯) এন. কোহ্‌ন, *আ পারসুইট অফ দ মিলিয়েনিয়াম* (১৯৫৭) পৃ. ৩৭২-এ। কোপ্-এর আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ১৫৩-৭, ৯ অধ্যায়।

অপরাধের মধ্যে অন্যতম হলো, তিনি স্ত্রীলোকশুদ্ধ 'সব কিছুর সমানাধিকারে' বিশ্বাসী।[৪৪]

১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত পুটনি বিতর্কসভায় রেইনবরো ও সেকস্‌বী সমস্ত পুরুষ মানুষের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি তোলেন। কিন্তু নরমপন্থী অ-সামরিক লেভেলার ওয়াইল্ডম্যান ও পেটি অতদূর পর্যন্ত যেতে রাজি নন। তাঁরা ভোটাধিকারের আওতা থেকে নিঃস্ব ও গৃহভৃত্যদের বাদ দিতে চান। বামপন্থী লেভেলারদের প্রভাব শুধু যে লণ্ডনে ও সেনাবাহিনীতে ছড়িয়েছিল তা নয়, অধ্যাপক বার্গের মতে, গণ-বিদ্রোহের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ জেলাগুলিতেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জন লিলবার্ন তাঁর সমর্থকদের 'ডাণ্ডা আর তালি মারা জুতো' বলে অভিহিত করেছেন। এই অভিধাটি (১৫৪৯)-এ নরফোকে কেট-পরিচালিত বিদ্রোহ, ও লেসিস্টারের ১৫৮৬-র বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি শেকস্‌পীয়ারের *ষষ্ঠ হেনরি* নাটকে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে।[৪৫] ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্যুলার এই আন্দোলনকে ১৩৮১ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেন। তিনি বলেছেন : সে সময় সমস্ত কৃষকই ছিল 'খাঁটি লেভেলার।' তাদের নেতাদের শিক্ষা ছিল, 'কোনো মানুষই *দৈবাধিকারী (Jure divino)* নয় এবং সমস্ত মানুষই সমান।'[৪৬] ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে মিডল্যাণ্ড-বিদ্রোহীদের প্রসঙ্গে 'লেভেলার' ও 'ডিগার' কথা দুটি অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত হয়। বাকিংহ্যামশায়ারের অরণ্য ও শিল্প-অধ্যুষিত কাউন্টিতে জমির বেড়া ভেঙে ফেলার জন্য তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। জনৈক অভিজাত পরিবারের তরুণ বংশধর, র‍্যালফ ভের্নের আশঙ্কা : দেশের যাবতীয় জমির বেড়া ভেঙে ফেলে দিয়ে এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটবে। বাকিংহ্যামশায়ারের বেড়াভাঙা আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল লেভেলাররা।[৪৭] ১৬৪৮-এর ডিসেম্বরে, উইনস্ট্যানলির সাম্যবাদী ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার আগেই স্থানীয় লেভেলার গোষ্ঠী *বাকিংহ্যামশায়ারে আলোর ঝলকানি (Light Shining in Buckinghamshire)* পুস্তিকায় সম্পত্তির সমানাধিকারের দাবি জানায়। 'জন্মসূত্রেই সমস্ত মানুষ সমান সুবিধাপ্রাপ্ত, তাই সমস্ত মানুষই পার্থিব সম্পদ ভোগে সমানাধিকারী ; একের অপরের চেয়ে বেশি সম্পত্তি থাকবে না।'[৪৮]

এই পুস্তিকার অনুসৃতি হিসাবে, সেন্ট জর্জ পাহাড়ে খনন শুরু হওয়ার ঠিক দুদিন আগে ৩০ মার্চ, *বাকিংহামশায়ারে আরো আলোর ঝলকানি'* নামে আর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুরূপ ধারণার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। উইনস্ট্যানলি সম্ভবত বাকিংহ্যামশায়ার পুস্তিকা দুটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য কিছু ঐতিহাসিকের ধারণা, ঐ পুস্তিকা দুটির খসড়া রচনায় নিশ্চয়ই তাঁর হাত ছিল ; যেহেতু বাকিংহ্যামশায়ারের সীমান্তের কয়েক মাইলের মধ্যেই তাঁর বসবাস। কিন্তু এই পুস্তিকার বলিষ্ঠ, রূঢ় ও আক্রমণাত্মক রচনাশৈলী উইনস্ট্যানলির রচনার বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তাছাড়া *বাকিংহামশায়ারে আলোর ঝলকানি* পুস্তিকার লক্ষ্যবস্তু হলো রাজতন্ত্র উইনস্ট্যানলির অতি সরলীকৃত 'রাজশক্তি' নয়। উইনস্ট্যানলির বক্তব্যের চেয়ে *বাকিংহ্যামশায়ারে আরো আলোর ঝলকানি* পুস্তিকাটির বক্তব্য অনেক বেশি রাজনৈতিক এবং এই পুস্তিকার আবেদনও নির্দিষ্টভাবে সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্যে করে।[৪৯] বাকিংহ্যামশায়ারের পুস্তিকা দুটির বেলায় যাই ঘটুক না কেন, ১৬৪৮-এর ডিসেম্বরের

৪৪. সি. এইচ. ফার্থ, *ক্রমওয়েল'স আর্মি* (১৯০২) পৃ. ৪০৮। এছাড়াও দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১৫৩-৪,৯ অধ্যায়, পৃ. ২৩০, ১৫ অধ্যায়।

৪৫. কে. ভি. টমাস, *পূর্বোক্ত* পৃ. ৪০৩, ৪০৭ ; তু.—ব্রেলসফোর্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৯, ২৬৫, এবং আমার 'দ মেনি হেডেড মনস্টার' পৃ. ৩০০ দ্রষ্টব্য।

৪৬. ফ্যুলার, *চার্চ হিস্ট্রি অফ ব্রিটেন* (১৮৪২) খণ্ড ১, পৃ. ৪৫১।

৪৭. ভার্নি করেসপণ্ডেন্স, এ. এম. জনসন উদ্ধৃত, *বাকিংহামশায়ার ১৬৪০-১৬৬০ ; আ স্টাডি ইন কাউন্টি পলিটিক্স* (অপ্রকাশিত ওয়েলশ-এর এম· এ· গবেষণাপত্র, ১৯৬৫) পৃ. ১৬, ২৬১-৩ ; তু.—*মেমোয়ার্স অফ দ ভার্নি ফ্যামিলি ইন দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি*, সম্পা.—এফ. পি. এবং এম. এম. ভার্নি (১৮৯২-৯) খণ্ড ৩, পৃ. ২২১।

৪৮. স্যাবাইন, পৃ. ৬১১।

৪৯. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৮২, এই অধ্যায়।

গোড়ায় প্রচারিত সমধর্মী বক্তব্য সম্বলিত পুস্তিকা *নর্দাম্বারল্যাণ্ডের কাউন্টির অশ্বারোহী বাহিনীর সৈনিক ও অফিসারদের ইচ্ছার বিনীত উপস্থাপনা* রচনার সঙ্গে উইনস্ট্যানলি কোনোভাবেই যুক্ত নন।[৫০]

সেন্ট জর্জ পাহাড়ের ডিগারদের উপনিবেশটি আসলে অন্যত্র অনুসৃত সমকালীন একই ধারার নথিবদ্ধ দৃষ্টান্ত বিশেষ। প্রথমদিকের সংবাদপত্রের পাতায় ডিগারদের লেভেলার-অনুগামী বলে চিহ্নিত করা হয়।[৫১] ১৬৪৯-এর জুনে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় উইনস্ট্যানলির *লর্ড জেনারেলের উদ্দেশে পত্র* লিখিত চিঠির অংশবিশেষের পুনর্মুদ্রণ করা হয় এবং অভিযোগ করা হয় যে, এই কাগজ সেইসব শত্রুরাই বিলি করছে যারা আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তিকে বাধা দিচ্ছে এবং এরা সৎ মানুষজনদের বিভ্রান্ত করছে। যদি তাদের প্রচেষ্টা সফল হয় তাহলে 'আমরা নৈরাজ্যে জড়িয়ে পড়ব এবং অচেনা লোক ও বিদেশীদের অধীনস্থ হবো।'[৫২] একই বছরে 'কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রকাশিত' অপর একটি পুস্তিকায় উইনস্ট্যানলির *ন্যায়পরায়ণতার নতুন বিধি* ও *বাকিংহ্যামশায়ারে আলোর ঝলকানি* এই উভয় *লেভেলার* পুস্তিকা থেকেই নানা অংশ উৎকলিত হয়। লেভেলাররা যে ধর্ম ও সম্পত্তির বিরোধী তা প্রমাণ করার জন্য এই প্রয়াস।[৫৩]

এভাবে বেসরকারি 'লেভেলার চিন্তাধারা ও কাজকর্ম তাদের সংবিধানপন্থী নেতৃত্বের গণ্ডি অতিক্রম করে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যায়। তারা সম্পত্তির মালিকানার প্রশ্নে যে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে তা এই নেতৃত্বের পক্ষে রীতিমতো অস্বস্তিদায়ক। এর থেকে এটা স্পষ্ট যে, পুটনি বিতর্কের সময় লেভেলারদের পক্ষ থেকে তীব্র অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও কেন আয়ারটন তাদের সাম্যবাদ প্রচারের দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। ভোটাধিকারের প্রশ্নে তাদের প্রকৃতিদত্ত অধিকারের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের কথা উল্লেখ করে তিনি তাদের বেশ বেকায়দায় ফেলেন। কারণ জিরার্ড উইনস্ট্যানলির সাম্যবাদী তত্ত্বের ভিত্তি হলো প্রকৃতিদত্ত অধিকার এবং *বাকিংহ্যামশায়ারে আলোর ঝলকানি* পুস্তিকার লেখকের মূল বক্তব্যও তাই। ১৬৪৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে অর্থাৎ ডিগার আন্দোলনের সূত্রপাতের বহু আগে থেকে সাম্যবাদী মতাদর্শ নাকচ করার জন্য লিলবার্নের আপাত ব্যাকুলতার কারণ এবং ১৬৪৯-এর জুনে 'জর্জ পাহাড়ের হতভাগ্য ডিগারদের ভ্রান্ত মতবাদ'কে কেন তিনি বর্জন করেছিলেন তার উত্তর এখানেই রয়েছে।[৫৪] ১৬৪৮-এর ১১ সেপ্টেম্বরের আবেদনপত্রে লেভেলাররা যদিও সম্প্রতিকালের বেড়া দেওয়া জলা-জমি ও সাধারণ জমি থেকে বেড়া উৎখাত বা প্রধানত গরীবদের সুবিধার্থে বেড়া দানের কথা উল্লেখ করেছে[৫৫] কিন্তু এরই সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন, ভূসম্পত্তির সমতাসাধন ও সব কিছু সাধারণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা সংক্রান্ত ধ্যানধারণা এক কথায় নস্যাৎ করে দেয়। সেন্ট জর্জ পাহাড়ে খননকার্য শুরু হওয়ার পনেরো দিনের মাথায়, ১৬৪৯ সালের ১৪ এপ্রিল প্রকাশিত একটি লেভেলার ইস্তাহারে জোরের সঙ্গে বলা হয় যে, 'মানুষের স্থাবর সম্পত্তির সমতাসাধন কখনই আমাদের লক্ষ্য ছিল না, আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো....প্রত্যেক মানুষ যাতে সর্বাধিক নিরাপত্তা সহকারে তাদের সম্পত্তি ভোগ করতে পারে।'[৫৬] ১৬৪৭-এর জুলাইয়ে বেড়া-দেওয়া জমি সাধারণের ব্যবহারে লাগাতে পুনরায় উন্মুক্ত

৫০. পেটাগোরস্কি কর্তৃক উদ্ধৃত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯। ক্রম উল্লেখ— প্রথমে সৈন্যরা, তারপর অফিসাররা।

৫১. পেটাগোরস্কি, *পূর্বোক্ত* পৃ. ১৬৫, ১৭০।

৫২. [অজ্ঞাত] *দ কিং অফ স্কটস ডিক্লারেশন* (১৬৪৯)।

৫৩. [অজ্ঞাত] *দ ডিসকভারার* (১৬৪৯) পৃ. ৯-১৫।

৫৪. লিলবার্ন, *আ হুইপ ফর দ প্রেজেন্ট হাউস অফ লর্ডস* (ফেব্রুয়ারি ১৬৪৭-৮) ; এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ৪৪৯। ১৬৪৭-এ লণ্ডনের কনগ্রেগেশনল সোসাইটি, ১৬৪৮-এ জন কুক ও হেনরি পার্কার—এরা সাম্যবাদী তত্ত্ব থেকে নিজেদের দূরে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন। (*আ ডিক্লারেশন বাই কনগ্রেগেশনাল সোসাইটিস ইন অ্যাণ্ড অ্যাবাউট দ সিটি অফ লণ্ডন*, নভেম্বর ১৬৪৭ ; পেটাগোরস্কি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫০))।

৫৫. উলফ, পৃ. ২৮৮।

৫৬. পেটাগোরস্কি কর্তৃক উদ্ধৃত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১-২।

করার জন্য ওভারটনের দাবি জানানোর ঘটনা ব্যতিক্রম ছাড়া কিছু নয়।[৫৭] লেভেলারদের সরকারি মুখপাত্ররা কিন্তু ১৬৪৯-এ সেনাবাহিনীতে তাদের পরাজয় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পাট্টাদারদের সুরক্ষার সপক্ষে ও জমিতে বেড়াদানের বিরুদ্ধে কোনো দ্ব্যর্থহীন ও চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। স্বাধীন কৃষক-সম্প্রদায় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ১৬৪৮-এর এপ্রিলে ঠিকাপ্রজা ব্যবস্থার অবসানের কথা বলা হয়। 'তার অন্যতম লক্ষ্য যাতে উঠবন্দী প্রজাদের ভীত-সন্ত্রস্ত মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে দেশের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার শত্রুরা তাদের সংঘর্ষের পথে পরিচালিত করতে না পারে।'[৫৮]

ওয়ালউইন সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি বলেছেন, 'যতদিন সব জিনিস সর্বসাধারণের না হচ্ছে ততদিন কোনো কিছু ভালো হবে না, এবং ..... তারপর তাহলে চোর বা লোভী বলে কেউ থাকবে না ; পরস্পরকে প্রতারণা ও গালিগালাজ করা হবে না এবং স্বভাবতই কোনো সরকারেরও প্রয়োজন পড়বে না।' এই অভিযোগ বারে বারে হওয়া সত্ত্বেও ওয়ালউইন কখনো সার্থকভাবে তা নাকচ করতে পারেন নি। ওয়ালউইন একজন নাস্তিক এই অভিযোগের চেয়ে তাঁর স্বাধীনচার্চ ও বনেদী যাজক শত্রুরা 'তিনি যে একজন লেভেলার এবং সমস্ত কিছুর সমানাধিকারের পক্ষপাতী' এই অভিযোগ অনেক গুরুতর বলে মনে করত।[৫৯] মুনস্টারপন্থী আনাবাপতিস্তদের সাম্যবাদী বলে যখন অভিযুক্ত করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রচার চালানো হয় ওয়ালউইন ও ওভারটন উভয়েই তাকে নস্যাৎ করে দেন। (মুনস্টারের আনাবাপতিস্তরা সব আহত মানুষ.....তাদের নিয়ে যত আষাঢ়ে গল্প....শত্রুরা ছাড়া আনাবাপতিস্তদের কাহিনী আর কে লিখেছে?[৬০])

লেভেলারদের মুখপত্র *দ মডারেট* ভূমি সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দিতে থাকে লিলবার্ন যা করেন নি। কোনো বিরূপ মন্তব্য ছাড়াই *সাচ্চা লেভেলারের পতাকা আওয়ান*, *দ মডারেট*-এর পাতায় ছাপা হয়। ধর্মীয় সহনশীলতার প্রশ্নে ধারাবাহিকতা এবং ভোটাধিকারের প্রশ্নে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রাখে লেভেলারদের এই মুখপত্রটি। প্রসঙ্গত,এ দুটি বিষয়েই লেভেলারদের সরকারি নেতারা সময় সময় আপসের পক্ষপাতী।[৬১] (*দ মডারেট*-এর ঘোষণা : যে কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠী পাপের আদি কারণ হলো সম্পত্তি এবং স্বর্গীয় দেবতার বিরুদ্ধে যাবতীয় পাপের কারণও তাই। এই ঘোষণাটি ১৬৪৯-এর গ্রীষ্মের শেষাশেষি লেসিস্টারের আর্লের ক্রোধের উদ্রেক করে। মাননীয় অভিজাত ভদ্রমহোদয় মনে করলেন, কোনো খ্রিস্টান রাষ্ট্রে এ-ধরনের ভাবাবেগের প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আর এ-থেকেই এটা স্পষ্ট যে, এ-জাতীয় মানুষদের চোখে খ্রিস্টান আচরণবিধি বলতে কি বোঝায়।[৬২]) ১৬৫৩ সালে যখন সংবিধানপন্থী

৫৭. উলফ, পৃ. ১৯৪-৫। অক্টোবর ১৬৪৭-এ *দ কেস অফ দ আর্মি* গ্রন্থে পুনর্জাগরণের ডাক দেওয়া হয়। 'সমস্ত ধরনের প্রাচীন অধিকার ও জাগতিক দ্রব্যাদি যা ছিল দরিদ্রদের সামগ্রী কিন্তু এখন তা অন্য লোকেরা আত্মসাৎ করেছে এবং অনাথ দরিদ্রদের বঞ্চিত করে তাদের নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে। এ-সবই আবার ঐ দরিদ্রদের ব্যবহারে লাগাতে দিতে হবে।' (এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ১১৩) : জন কোটিস পুনরুল্লেখ করেন, 'আ প্রেজেন্ট মেমবার অফ দ নেভি', *আ গ্লাস অফ ট্রুথ* (১৬৪৯) পৃ. ২৭-এ।

৫৮. *আ পিটিশন ফ্রম দ অ্যাজিটেটরস অফ কর্নেল রিচস রেজিমেন্ট* (১৬৪৮) পৃ. ৫।

৫৯. এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ৩০২-৩ ; উলফ, পৃ. ১৭৮।

৬০. এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ৩৭৪ ; হালার, *ট্রাকটস অন লিবার্টি*, খণ্ড ২, পৃ. ২৭৫ ; তু.—পৃ. ২৩০। বেনামী লেখা *সর্ট হিস্ট্রি অফ দ আনাবাপতিস্টস অফ হাই অ্যাণ্ড লো জার্মানি* (১৬৪২)-র উল্লেখ করেছেন ওভারটন। যেখানে বলা হয়েছে মুনস্টারের কমিউন-চলাকালীন 'এমন কোনো ১৪ বছরের ওপরের মেয়ে পাওয়া যায় নি যাকে অপবিত্র করা হয় নি'—তথ্যগতভাবে এ-কথা মানা অসম্ভব।(পৃ·২৫)ওয়লউইনও অবশ্যই এটি পড়েছিলেন (হালার, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ২, পৃ. ১০০)।

৬১. *দ মডারেট*, ৪১, ১৭-২৪ এপ্রিল ১৬৪৯, পৃ. ৪০৯, ৪১৬-২১, ৪২৪, জে. ফ্রাঙ্ক কর্তৃক উদ্ধৃত *দ বিগিনিংস অফ দ ইংলিশ নিউজপেপার*, ১৬২০-১৬৬০ (হারভার্ড ইউ. পি., ১৯৬১) পৃ. ১৭৯ ; হাওয়েল ও ব্রিউস্টার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫-৮৬।

৬২. আর. ডব্লিউ. ব্লেনকো সম্পা.—*সিডনি পেপারস* (১৮২৫) পৃ. ৭৮, ৯৪।

নেতৃত্ব শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে এবং লেভেলাররা গোপন ষড়যন্ত্রমূলক সংস্থায় পরিণত হয়েছে তখন 'জনগণের চুক্তি' প্রতিবেদনের চূড়ান্ত বয়ানে সব রকমের উঠবন্দী প্রজাস্বত্বের অবসানের দাবি জানানো হয় জোরালোভাবে।

এ-সমস্ত ঘটনার জন্যে অধ্যাপক বার্গের অভিমতই সমর্থিত হয় ; অর্থাৎ সেই সেন্ট জর্জ পাহাড়ের ডিগাররা হিমবাহ সদৃশ লেভেলারবাদের উপরিতল মাত্র। আর সংবিধানপন্থী লেভেলার নেতৃত্ব যে-সমস্ত গৃহভৃত্য, মজুর, নিঃস্ব ও অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল মানুষদের ভোটাধিকারে বঞ্চিত করতে চেয়েছে উইনস্ট্যানলি তাদেরই পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন।[৬৩] উইনস্ট্যানলি নিজেকে 'ভৃত্য' বলে পরিচয় দিয়েছেন ; যদিও বেশ কিছু ডিগার, ধর্মপল্লীর ভেতরেরগৃহস্থ। উইনস্ট্যানলি আমাদের জানাচ্ছেন যে, খনন কার্যের বিরোধিতা অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় ছাড়াও 'যারা ঘেরা দেওয়া জমিকে নিজের জমি বলত এ-ধরনের দু-একজন লোলুপ নিষ্কর স্বত্বভোগীদের তরফ থেকেও ঘটেছিল।'[৬৪] এটা লক্ষণীয় যে, তা দমন করার আগে পর্যন্ত লেভেলাররা বনেদী রাজতন্ত্রী অঞ্চল, উত্তর ও পশ্চিম থেকে সমর্থন পেতে থাকে ; কর্নিস টিনখনির শ্রমিক থেকে নর্দামব্রিয়ার চাষী তাদের সমর্থনে দাঁড়ায়। ব্রিস্টল, হাল, ইয়র্ক, সমারসেট ও লাঙ্কাশায়ারবাসীদের মধ্যেও তাদের সমর্থকের অভাব ছিল না।[৬৫] এই বিপুল সমর্থন লাভই হয়তো তাদের দমন করার অন্যতম কারণ। একটি সরকারি পুস্তিকায় বলা হয় যে, লেভেলাররা 'ভৃত্যকে প্রভুর বিরুদ্ধে, অধমর্ণকে উত্তমর্ণের বিরুদ্ধে এবং দরিদ্রকে ধনীর বিরুদ্ধে জাগানোর জন্য'[৬৬] চতুর্দিকে প্রতিনিধি পাঠাতে থাকে। যেহেতু উক্ত পুস্তিকায় লেভেলার ও ডিগারদের ইচ্ছাকৃতভাবে একাকার করা হয়েছে, তাই আমরাও বুঝে উঠতে পারছি না যে, এরা লেভেলার না ডিগার প্রতিনিধিদল।[৬৭]

এই পর্যালোচনা থেকে এটা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে যে, কিভাবে লেভেলারদের ১৬৪৯ সালের পর বিভক্ত করে দমন করা হলো। লিলবার্ন ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে স্বাধীন চার্চের কর্তাব্যক্তিদের তফাৎ শুধু মাত্রার যেহেতু উভয়েই সম্পত্তি সম্পর্কের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী। অধ্যাপক ম্যাক্‌ফারসন ইতিমধ্যেই জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, লেভেলার রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি লক-এর অপেক্ষায় ছিল।[৬৮] ১৬৪৯ সালের গোড়াতেই বড়কর্তারা লেভেলারদের প্রজাতান্ত্রিক আলখাল্লা নিজেদের গায়ে চাপিয়ে নেয় ; এবং তারই ফলে সংবিধানপন্থী লেভেলাররা জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু অংশ কৃষকদের দলে টানার আসল ভিত্টি খুইয়ে বসে। বারফোর্ডে তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হওয়ার পর এই দলের কোনো কোনো সদস্য জমিতে বেড়াদানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সপক্ষে সক্রিয় হয় বিশেষ করে অক্সহোম দ্বীপ এবং হাটফিল্ড চেস-এর মতো গোচারণভূমি-অঞ্চলে।[৬৯] কিন্তু তখন তাদের পক্ষে একটা জমিদার-বিরোধী দলে পরিণত হওয়ার মতো সময় আর ছিল না, বড়ই দেরি করে ফেলেছে তারা। তারা কেবলই ক্রমওয়েলের বুলিসর্বস্ব যুক্তিধারাকেই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল। আর ক্রমওয়েল লেভেলার ও সাচ্চা লেভেলার উভয়কেই, নির্বিচারে 'এক ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয় প্রজন্ম' এবং 'পশুর থেকে অল্পই তফাৎ এমন মানুষ' বলে অভিহিত করতে থাকেন।

৬৩. এই মতামত ব্যক্ত করেছেন ডন এম. উলফ তার *মিলটন ইন দ পিউরিটান রেভোলিউশন* (নিউ ইয়র্ক ১৯৪১) গ্রন্থের পৃ. ৩২৪-এ।

৬৪. স্যাবাইন, পৃ. ২৮২, ৩৪৮, ৩৯৩, ৪৩৪।

৬৫. ব্রেলসফোর্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫৫-৬ ; *সি. এস. পি. ডি.*, ১৬৪৯-৫০, পৃ. ৩৮৫।

৬৬. [অজ্ঞাত] *দ ডিসকভারার* (১৬৪৯) পৃ. ৯-১৫।

৬৭. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৯৪-৬, ৭ অধ্যায়।

৬৮. সি. বি. ম্যাকফারসন, *দ পলিটিক্যাল থিওরি অফ পসেসিভ ইনডিভিজুয়ালিজম* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৬২) পৃ. ১৫৪-৯। অধ্যাপক ম্যাকফারসনের সমালোচকরা বলেন যে, তিনি লেভেলারদের যে ছবি এঁকেছেন তা খানিকটা এক-চোখো। কিন্তু সে-তুলনায় অধ্যাপক বার্গের বর্ণনা দু-দিক মিলিয়ে মিশিয়েই।

৬৯. জে. ডি. হিউজেস, 'দ ড্রেনেজ ডিসপিউটস ইন দ আইল অফ অক্সহোম', *দ লিকংনশায়ার হিস্টোরিয়ান*, খণ্ড ২, পৃ. ১৩-১৪।

'সমতার নীতি কি সবাইকে একাকার করে ফেলা নয়?..... প্রজাও কি জমিদারের মতো ঐকই উদার ভাগ্যের অধিকারী? ...এসব মধুর বচন তো দরিদ্র মানুষের কাছে পরমান্ন এবং বাজে লোকরা তো এসব শুনে আনন্দে নেচে উঠতে বাধ্য।'[৭০]

এমনকি ১৬৪৯-এর মে মাসে সলসবারিতে যে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করেছিল তাদেরও জোর দিয়ে বলতে হয় যে, 'তোমাদের ভূসম্পত্তির সমবন্টন' আমাদের লক্ষ্য নয়।[৭১] স্বর্ণযুগে বিশ্বাসী ন্যাথানিয়াল হোমস্ 'এই সমবন্টনের স্বৈরাচারের' বিরোধিতা করেছেন।[৭২] উইলিয়ম হার্টলে ১৬৫১ সালে অভিযোগ করছেন যে, ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীগুলিকে টম্পসনের দল লেভেলার' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। 'ন্যায়পরায়ণতার আদর্শে বিশ্বাসী বহু লোককেই লেভেলার বলে গালাগালি দেওয়া হচ্ছে।' তিনিও মনে করেন যে, সাম্যবাদকে তাঁর অগ্রাহ্য করা উচিত।[৭৩] ১৬৫৩ সালে ব্লিথ-ও মনে করছেন যে, 'সাম্য বা সমানাধিকারের নীতি বর্জন করাই বিচক্ষণতার পরিচায়ক ; ...যদি না তা আমাদের নতুন জেরুজালেমের সন্ধান দেয়।'[৭৪] জেমস্ হ্যারিংটন 'ডাকাত ও লেভেলারদের সমগোত্রীয়' বলে মনে করেন।[৭৫] রজার ক্র্যাবের মন্তব্য হচ্ছে, লোকে বাপতিস্ত জনকে নিন্দা করত যদি তিনি লেভেলার বলে নিজের পরিচয় দিতেন।[৭৬]

জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু দরিদ্র কৃষকদের প্রতি আন্তরিকতার অভাবহেতু লিলবার্ন, সেকসবী ও ওয়াইল্ডম্যানের মতো লোকেরা নীতিহীনভাবে অবলীলায় স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজপক্ষীয়দের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু সাচ্চা লেভেলাররা প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের সপক্ষেই থেকে যায় ; যেহেতু, তাদের মতে, রাজতন্ত্র সামন্তবাদের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। কমনওয়েলথ কম ক্ষতিকর এবং তা প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে কিছুটা সহায়কও বটে।[৭৭] *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভার্ড* গ্রন্থের লেখকের ভাষায় : 'ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং শয়তানের সৃষ্টি রাজা।'[৭৮]

ইংরেজবিপ্লব প্রসূত সমাজব্যবস্থার প্রতি সংবিধানপন্থী লেভেলারদের কোনো মৌলিক বিরোধিতা ছিল না। তারা মেনে নিয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা এবং চেয়েছিল পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর ভেতর গণতন্ত্রের প্রসার। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থের যাবতীয় মনোযোগ সেই সব প্রগতিবাদীদের ওপর নিবদ্ধ, যারা কোনো না কোনোভাবে সেই সমাজের প্রতিষ্ঠান ও মতাদর্শ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। আর তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মেনে নিয়েও সংবিধানপন্থী লেভেলাররা আমাদের কাহিনীর প্রধান কুশীলব নয়। সংবিধানপন্থী লেভেলারদের বৈপ্লবিক দলের চরম বামপন্থী অংশ বলে চিহ্নিত করার দৃষ্টিভঙ্গিরও সংশোধন প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থে যারা মুখ্যস্থান নিয়েছে, তারা লেভেলারদের মতো বিদ্যাবুদ্ধিতে ততো প্রখর নয় বা আদর্শে অবিচল নয়। হয়তো তাদের ধনতন্ত্র-বিরোধিতা পশ্চাৎমুখীন ও নেতিবাচক এবং হয়তো অবাস্তবও। আমার মতে কিন্তু, সাচ্চা লেভেলারদের সেই পর্যায়ে ফেলা যায় না। বরং, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাদের সঠিক মূল্যায়ন একান্তই জরুরি।

৭০. অ্যাবট , *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৩, পৃ. ১৮৪, ৪৩৫-৬।
৭১. *দ অ্যানঅ্যানিমাস ডিক্লারেশন অফ কর্নেল ক্রুপস অ্যাণ্ড কমিসারি-জেনারেল আয়ারটনস রেজিমেন্টস* (১৬৪৯)।
৭২. এন. হোমস, *আ সারমন প্রিচিড বিফোর...টমাস ফুট* (১৬৫০) পৃ. ৩২ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১৭২, ১০ অধ্যায়।
৭৩. ডব্লিউ.হার্টলে, *দ প্যারোগেটিভ পাসিং বেল* (১৬৫১) পৃ. ৯-১০।
৭৪. ব্লিথ, *দ ইংলিশ ইম্প্রোভার ইমপ্রুভড*।
৭৫. জে. হ্যারিংটন, *ওয়র্কস* (১৭৩৭), পৃ. ১৬৬ ; তু.—পৃ. ২৬৪-৫, ৫০২।
৭৬. আর. ক্রাব, *দ ইংলিশ হারমিট* (১৬৫০) *হারলিয়ন মিসেলিনি* (১৭৪৪-৬) খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬২-এ। এছাড়াও দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৭২, ১৮ অধ্যায়।
৭৭. উইনস্ট্যানলি, *ইংলণ্ডস স্পিরিট আনফোল্ডেড* (১৬৫০) সম্পা.—জে. ই. আলমার, *পি. অ্যাণ্ড পি.*, ৪০, পৃ. ৩-১৫-য়। স্যাবাইন-এ নয় ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ২৪৫-৬,১৬ অধ্যায়।
৭৮. *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভারড*, পৃ. ৫৬।

৩ অন্যান্য ডিগার গোষ্ঠী

১৬৪৯-৫০ সালে উইনস্ট্যানলি বিভিন্ন অংশের মানুষদের প্রতি আবেদন জানিয়ে একগুচ্ছ পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং তাঁর এই উদ্যোগ কিছুটা সফল হয়। নর্দাম্পটনশায়ারের ওয়েলিংবরো, কেন্ট-এর কক্স হল[৭৯], বাকিংহ্যামশায়ারের আইভার, হার্টফোর্ডশায়ারের বার্নেট, মিড্লসেক্সের এনফিল্ড, বেডফোর্ডশায়ারের ডানস্টেবল, লিস্টারশায়ারের বসওয়ার্থ এবং গ্লস্টারশায়ার ও নটিংহ্যামশায়ারের অজানা বহু অঞ্চলে ডিগারদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে।[৮০] সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশদ তথ্যের একান্ত অভাব ; তবে ওয়েলিংবরো সম্পর্কে কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। দীর্ঘকালের পিউরিটান ঐতিহ্য সমৃদ্ধ অঞ্চলটির জীবন্ত প্রতিনিধি ব্রুক পরিবার।[৮১] তবে এই অঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষজন ১৬৪২-৪৩ সাল থেকেই কর্তৃপক্ষের হাতের বাইরে চলে যেতে থাকে। তিন বছর পর এডওয়ার্ডস জানান যে, অশ্বারোহী সেনারা সেখানে ধর্মপ্রচারের কাজে রত।[৮২] ১৬৪৯-এর মে মাসে, বারফোর্ডে লেভেলাররা হেরে যাবার পর উইলিয়ম টম্পসন ওয়েলিংবরোর দিকে যাত্রা করেন ; কিন্তু শহরের ঠিক বাইরে ধরা পড়েন ও নিহত হন।

এর দশ মাস পর ওয়েলিংবরোর ডিগাররা যে *ঘোষণাপত্র* প্রচার করে, তা থেকে কোন্ কোন্ শ্রেণী তাদের সমর্থন করেছে সেটা জানা যায়। যাজকপল্লীতে ভিক্ষা করত ১১৬৯ জন, বাণিজ্যে চলেছে ঘোরতর মন্দা, জীবিকা সংস্থান বলতে কিছু নেই। 'ধনীর হৃদয় পাষাণের মতো কঠিন আমরা তাদের দরজায় ভিক্ষা চাইলেও তারা দেবে না। যদি আমরা চুরি করি আইন দেবে মৃত্যুদণ্ড। গরীবের একাংশ অনাহারে ইতিমধ্যেই মারা গেছে ; আর আমরা যারা বেঁচে আছি তাদের পক্ষে, দুর্ভিক্ষে মরার চেয়ে তলোয়ারের ডগায় মরা ভালো।' তাই সুরে অঞ্চলের ডিগারদের মতো তারাও 'বেয়ারশ্যাংকের পতিত জমি খুঁড়ে, সার দিয়ে, বীজ বপন করেছিল।' তাদের উদ্দীপনার যেন শেষ নেই। তারা আরও বলছে : 'যারা প্রথম থেকে শেষ অবধি পার্লামেন্টের শত্রুতা করে এসেছে তারাই আমাদের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছে।' কিন্তু এই উপনিবেশটি সম্ভবত সুরের উপনিবেশ দমনের সমসাময়িক কালেই ধ্বংস করা হয়।[৮৩] এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ১৬৫৪ সাল থেকে ওয়েলিংবরো একটি কোয়েকার কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। একই বছরে স্থানীয় গীর্জায় নানা লোকের ওপর (হিস্টিরিয়ার) ভর হতে

৭৯. স্যাবাইন বলেছেন, কক্স হিল হলো ডোভার-এর পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, কিন্তু কেন্ট-এ যদি কোনো ডিগার সম্প্রদায়ের বাস হতো তাহলে কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, এটি তাহলে ওয়েল্ড-এর মধ্যে অথবা তার খুব কাছেই অবস্থিত। একটা সম্ভাবনা হলো কক্স হীথ, এটি লিনটনের কাছে মেইডস্টোন থেকে ওয়েল্ড-এর রাস্তায় পড়ে। কক্স হীথে বেড়া দান হয় নি উনবিংশ শতক পর্যন্ত ; ১৬৪৬ সালেও ওখানে ক্রিকেট খেলা হতো। অন্য আর একটি সম্ভাবনা হলো কক হিল, এটি মেইডস্টোন ও সাথাম-এর মাঝামাঝি—বক্সলির র‍্যাডিক্যাল ব্রাউনিস্ট গোষ্ঠীরা ছিল এর চারপাশে, এবং পরে এই অঞ্চলটি ডাকাত ও ভবঘুরেদের আস্তানা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠে। (আমি এই মতটির জন্য শ্রী ও শ্রীমতী পিটার ক্লার্ক-এর কাছে ঋণী) এটা ভাবাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না যে, কেন্ট কোনোভাবে হয়ে গেছে বা ছাপার ভুলে হয়েছে। কারণ এসেক্সের কগস্হল একটা খুবই পরিচিত র‍্যাডিক্যালদের কেন্দ্র—যা সপ্তদশ শতকে উচ্চারিত হতো কক্স হল বলে। আইভার পুস্তিকার কক্স হল-এর সূত্র হলো কেন্ট—হয়ত উইনস্ট্যানলির *অ্যান অ্যাপীল টু অল ইংলিশম্যান*-এ (স্যাবাইন, পৃ. ৪১১) একবার উল্লেখিত কক্স হল এর নকল। কেন্ট-এর সপক্ষে জোরালো যুক্তি-র কথা বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৯৪, এই অধ্যায়-এ উল্লেখিত পুস্তিকায় বলা হয়েছে। কিন্তু এটাই অবশ্য শেষ কথা নয়।

৮০. টমাস, 'অ্যানাদার ডিগার ব্রডসাইড', *পি. অ্যাণ্ড পি.*, ৪০, পৃ. ৫৯। ডানস্টেবলের সাধারণের জমির কথা উল্লেখ করেছিলেন ওয়াল্টার ব্লিথ, যা তখন উন্নতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে (*দ ইংলিশ ইমপ্রুভার*, ১৬৪৯, পৃ. ৯০-১))।

৮১. স্ট্রাইপ, *লাইফ অফ হুইটগিফট* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৮২২) খণ্ড ২, পৃ. ১১ ; এস পামার, *দ নন কনফরমিস্টস' মেমোরিয়াল* (১৭৭৫) খণ্ড ২, পৃ. ২৩৫ ; এ. জি. ম্যাথুজ, *ক্যালামি রিভাইজড* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৩৪) পৃ. ১১-১২।

৮২. এডওয়ার্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ২১৫ ; খণ্ড ২, পৃ. ১৭৩;[রিভস] *অ্যাঙ্গালিয়া রুইনা*, পৃ. ৫১-৭।

৮৩. স্যাবাইন, পৃ. ৬৪৯-৫১ ; *সি. এস. পি. ডি.*, ১৬৫০, পৃ. ১০৬।

থাকে।[৮৪] এরা হয়তো র‍্যান্টারপন্থী কোয়েকার অথবা ওয়েলিংবরোর র‍্যান্টাররা ১৬৫৭ সালে ফ্রান্সিস এলিংটনকে, 'তোমরা ও তোমাদের ঈশ্বর চুলোয় যাক্ এবং আমি তোমাদের ও তোমাদের ঈশ্বরকে দু-পায়ে মাড়াই'—এই কথা বলার দায়ে ধর্মবিরুদ্ধতার আইনবলে অভিযুক্ত করেছিল। এ-ক্ষেত্রে এলিংটনের ভাষা কোয়েকারদের মতো শোনাচ্ছে ; কিন্তু বেস্-এর *কোয়েকারদের যন্ত্রণাভোগ (Sufferings of the Quakers)* গ্রন্থে এলিংটনের উল্লেখ থাকলেও তার এই আবেগ কোয়েকারদের চেয়েও র‍্যান্টারদের কাছাকাছি।[৮৫]

কথিত আছে যে, গ্লস্টারশায়ারের অজানা ডিগার উপনিবেশটির অবস্থান সম্ভবত স্লিমব্রিজে, যেখানে ১৬৩১ সালে গৃহযুদ্ধের সময় ও আবার ১৬৫০ সালে 'উদ্ধত জনতা' বারংবার 'জমির বেড়াগুলি ভেঙে' দিয়েছে। ১৬৩৯ সালে নিবলেবাসী জন স্মিথ জানাচ্ছেন যে, স্লিমব্রিজের পতিত জমি থেকে যেখানে বছরে প্রায় ১৫০০ পাউন্ড রোজগার করা যেত, বর্তমানে সেখান থেকে বড় জোর এক পঞ্চমাংশ আয় করা সম্ভব। কারণ সে জায়গাটি এখন 'বহিরাগত দরিদ্র লোকদের আবাসভূমি' এবং শহরটি 'হতদরিদ্র ঝুপড়ি, ভাঁটিখানা ও অলস লোকের আড্ডাখানায়' ভারাক্রান্ত।[৮৬]

ওয়েলিংবরোর উপনিবেশের দেখাদেখি আইভার-উপনিবেশ থেকেও ১৬৫০-এর মে মাসে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়—যা সুরে বা নর্দাম্পটনশায়ারের ইশ্তাহারগুলির ভাষার চেয়েও বেশি গরম ও মারমুখী।[৮৭] *বাকিংহামশায়ারে আলোর ঝলকানি* পুস্তিকা দুটি এবং বারফোর্ডে লেভেলারদের পরাজয়ের সময়ে ১৬৪৯-এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে অ্যালিসবেরিতে অনুষ্ঠিত ডিগারদের এক সমাবেশের পর প্রকাশিত, *বাকিংহামশায়ার কাউন্টির দুঃখী মানুষের ঘোষণাপত্র (A Declaration of the Wel-Affected in the County of Buckinghumshire)*-টি রচনায় সম্ভবত আইভার ডিগারদের ভূমিকা ছিল।[৮৮] ১৬৫৩ সালে কেন্ট থেকে প্রকাশিত *এরকম সময় আগে কখনো আসে নি (No Age like unto this Age)*—অজ্ঞাতনামা এক লেখকের পুস্তিকাটিতেও ডিগারদের প্রভাব বেশ প্রকট। ১৬৪৯-এর জুনে এনফিল্ডে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় এবং আবার ১৬৫৯ সালে এনফিল্ড চেজ-এ জমিতে বেড়া নিয়ে হুজ্জুতি বাধে। এসব দেখে উইলিয়ম কোভেল এনফিল্ড চেজ-এ সমবায় খামার গড়ার যে প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন সেটা নিশ্চয়ই অনেকটা পরিমাণে ডিগার ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত।[৮৯] আর এনফিল্ডও একটি কোয়েকার কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৯০]

১৬৫০ সালের বসন্তকালে কবহ্যাম হীথের ডিগার উপনিবেশে অর্থ ও খাদ্যসংকট দেখা দিলে, উইনস্ট্যানলি ও একুশ জন ডিগারের স্বাক্ষর সম্বলিত সাহায্য প্রার্থনা করে লেখা

৮৪. ডব্লিউ. ডিউসব্যারি, *দ ডিসকভারি অফ দ গ্রেট এমিটি অফ দ সারপেন্ট এগেনস্ট দ সীড অফ দ ওম্যান* (১৬৫৫) পৃ. ৯-১০ ; *টু প্রফেসি অফ দ মাইটি ডে অফ দ লর্ড* (১৬৫৫) ; *ফার্স্ট পাবলিশার্স অফ টুথ*, পৃ. ১৯৪, ১৯৭-৯ ; *সাফারিংস অফ দ কোয়েকারস*, খণ্ড ১, পৃ. ১৭৬-৯, ১৮৬-৭, ১৯০-১ ; ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ২৫০ ; বার্কলে, *ইনার লাইফ*, পৃ. ৩১৩ ; ব্রেথওয়েট, পৃ. ১৭৪।

৮৫. জোয়ান ওয়েক সম্পা.—*নর্দাম্পটনশায়ার কোয়ার্টার সেসনস রেকর্ডস*, ১৬৩০ অ্যাণ্ড ১৬৫৭-৮, (নর্দাম্পটনশায়ার রেকর্ড সোসাইটি, ১৯২৪) পৃ. ১৩৬ ; *সাফারিংস অফ দ কোয়েকারস*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৪৬-৮ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৭৫-৬, ১০ অধ্যায়।

৮৬. ডি. জি. সি. অ্যালান, 'দ রাইজিং ইন দ ওয়েস্ট, ১৬২৮-১৬৩১', *ইকোনমিক হিস্ট্রি রিভিউ*, সেকেণ্ড সিরিজ, খণ্ড ৫, পৃ. ৮২, ৮৪ ; *সি. এস. পি. ডি.*, ১৬৫০, পৃ. ২১৮ ; জে. স্মিথ, *আ ডেসক্রিপশন অফ দ হানড্রেড অফ বার্কলে* (১৭৮৫) পৃ. ৩২৮। কিন্তু স্মিথ তখন শয়তানের পুরোনো ভালো দিনের নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন (*ঐ*, পৃ. ৪৩)।

৮৭. কে. ভি. টমাস, 'অ্যানাদার ডিগার ব্রডসাইড'।

৮৮. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৮৮, এই অধ্যায়।

৮৯. জে. এম. প্যাটরিক, 'উইলিয়ম কোভেল অ্যাণ্ড দ ট্রাবলস অ্যাট এনফিল্ড ইন ১৬৫৯ : আ সেকিউল টু দ ডিগার মুভমেন্ট', *ইউনিভার্সিটি অফ টরান্টো কোয়ার্টারলি*, খণ্ড ১৪ (১৯৪৪-৫) পৃ. ৪৫-৫৭। এনফিল্ডের কর্নেল জয়েসও ছিলেন একজন অন্যতম প্রভাবশালী ক্রেতা। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৫০, ১৭ অধ্যায়।

৯০. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ২, পৃ. ৩৯৬, এবং অন্যান্য স্থান দ্রষ্টব্য।

একখানা চিঠি নিয়ে দু-জন প্রতিনিধিকে বাইরে পাঠানো হয়। এরা কাছাকাছি ও মধ্যাঞ্চলীয় সমস্ত কাউন্টিগুলি চষে বেড়ায় এবং যাবতীয় উপনিবেশ ও সমধর্মীদের কাছে যায়। বাকিংহ্যামশায়ার, সুরে, মিড্‌লসেক্স, হার্টফোর্ডশায়ার, বেডফোর্ডশায়ার, বার্কশায়ার, হান্টিংডনশায়ার, নর্দাম্পটনশ্যায়ার প্রভৃতি অঞ্চল এই দুই প্রতিনিধি ভ্রমণ করে। উল্লেখিত চৌত্রিশটি জায়গার মধ্যে ডানস্টেবল ও ওয়েলিংবরোতে পুরোদস্তুর উপনিবেশ রয়েছে। তাছাড় হানস্লো প্রান্তরে নিউমার্কেট ও হ্যাম্পস্টিড মিলিয়ে ডিগাররা একটা উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে।[৯১] তারা কল্‌নব্রুক ও হ্যারো-অন-হিলে-ও যায় যার সঙ্গে হয়তো উইনস্ট্যানলির কিছুটা যোগাযোগ ছিল।[৯২] তারা ফেনস্টানটন ও ওয়রবয়েজে যায় সেখানে গুলিবিদ্ধ হবার ভয়ে আদর্শত্যাগী বারফোর্ডের লেভেলার নেতা হেনরি ডেনি একটি বাপতিস্ত চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়ারবয়েজ চার্চের বিবরণীতে সুরের ডিগারদের কার্যকলাপের উল্লেখ আছে। সেই সঙ্গে বলা আছে যে, 'সে-সময়ে একদল লোক নিজেদের লেভেলার বলে পরিচয় দিত যাদের মধ্যে আবার জনৈক জর্জ ফস্টার নিজেকে অবতার (Prophet)' বলে ঘোষণা করে এবং বলে যে ধনীরা তাদের সম্পদ দরিদ্রদের সঙ্গে ভাগ করে নেবে।'[৯৩]

এরপর ডিগার প্রতিনিধিদ্বয়কে আমরা হার্টফোর্ডশায়ারের অন্তর্গত পিরটনের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে দেখতে পাই। সেখানে ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে একটানা দশবছর স্থানীয় গীর্জার সরকারি অধ্যক্ষের পদে আসীন ছিলেন হেনরি ডেন্। এবং ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে শরৎকালে পরাভূত উইনস্ট্যানলি পশ্চাদপসরণ করে আশ্রয়ের খোঁজে সেখানে চলে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিল একদল ডিগার যারা আবার লেডি ইলিয়ানরডেভিসের জনমজুরে পরিণত হয়।[৯৪] অতএব নটিংহ্যামশায়ার ও নর্দাম্পটনশায়ার থেকে গ্লস্টারশায়ার ও কেন্ট পর্যন্ত অর্থাৎ ইংলণ্ডের সমগ্র

৯১. স্যাবাইন, পৃ. ৪৪০-১ ; পেটাগোরস্কি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৩। ডানস্টেবল ও ওয়েকুম্ব-এ (অবশ্য পরিদর্শিত) যে প্রার্থনাঘর ছিল, জায়গীররা সেটির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল তাদের পরিদর্শনের সময় অসংগত আচরণের পরও ; যে কিউরেটকে তারা ডানস্টেবলে হাজির করেছিল পরবর্তীকালে সে নিউ ইংলণ্ডে বসবাস শুরু করে। (আই. এম. কালডার, *অ্যাকটিভিটিজ অফ দ পিউরিটান ফ্যাকশন অফ দ চার্চ অফ ইংল্যাণ্ড*, ১৬২৫-১৬৩৩, ১৯৫৭, বিশেষত পৃ. ৪৫, ৪৭, ৫৬ দ্রষ্টব্য)।

৯২. কলনব্রুক-এর জন্যে দ্র.—টমাস, 'অ্যানাদার ডিগার ব্রডসাইড', পৃ. ৫৯-৬০। সেপ্টেম্বর ১৬৪৭-এ লেভেলার উইলিয়ম টম্পসন, পরবর্তীকালে যিনি নিহত হন ওয়েলিংবরোতে, কলনব্রুকে ঝামেলায় পড়েন (দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৫, ৫৪।)। একটি কৌতূহলজনক গল্পের ওপর ভরসা করে হ্যারোর সঙ্গে এই ঘটনার যোগ করা হয়েছে—এবং মরিসসন ডেভিডসন তার দায় অর্পণ করেছেন হ্যারোর রেভারেণ্ড টমাস হ্যানককের ওপর—তার 'কমনওয়েলথ সম্পর্কে প্রখর জ্ঞানের জন্যে' ব্যারেনও তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এও বলা হয় যে, ১৬৫২-য় উইনস্ট্যানলি 'হ্যারো অন-দ-হিল থেকে যাত্রা শুরু করেন ; নটিংহ্যাম থেকে যতদূর সম্ভব তিনি চলে যান এবং সেখানে তিনি "আইন-শৃঙ্খলা"র রক্ষাকারীদের থেকে "দৌড়ে" পালিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান'(এম. ডেভিডসন, *দ উইসডম অফ উইনস্ট্যানলি*, ১৯০৪, পৃ. ২৫ ; এল. এইচ. ব্যারেনস, *দ ডিগার মুভমেণ্ট ইন দ ডেজ অফ দ কমনওয়েলথ*, ১৯০৬, পৃ. ১৪৮)। এই গল্পটা ১৬৫২-র না-হয়ে ১৬৫০-এর গ্রীষ্মের সময়ের হলে বেশ খাপ খেয়ে যায়। হ্যানককের হয়ত তেমন কোনো সূত্র ছিল যা আজ হারিয়ে গেছে। নটিংহামশায়ারের ডিগার উপনিবেশের অস্তিত্ব সম্পর্কেও অবশ্য নিশ্চিত মত দেওয়া হয়েছে, এবং অভিযোগ করা হয় যে, উইনস্ট্যানলি এই সময়ের মধ্যে ফেনি ড্রেটন (জর্জ ফক্স-এর জন্মস্থান)-এর গির্জা অধিকার করেন এবং সেখানকার পুরোহিত নাথানিয়েল স্টিফেন্স-এর সঙ্গে মত বিনিময় করেন। (স্টিফেন্স, *আ প্লেইন অ্যাণ্ড ইজি ক্যালকুলেশন অফ... দ নেইম অফ দ বিস্ট*, ১৬৫৬, পৃ. ২৬৭-৭১ ; *ডি. এন. বি.*, স্টিফেন্স)। স্টিফেন্স থেকে আমরা জানতে পারছি যে, তার পুস্তিকা 'কয়েক বছর আগেই শেষ' হয়ে যায়। (পৃ. ২৯৫)।

৯৩. *ফেনস্টানটন রেকর্ডস*, পৃ. ২৬৯। ওয়রবয়েস নামটি সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি একটি জঙ্গলময় জেলা। ১৫৯৩-এ ওয়রবয়েস-এ এক কুখ্যাত ডাইনি বাস করত। ফস্টার-এর জন্য দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১৬৪-৫, ৯ অধ্যায়।

৯৪. *ফেনস্টানটন রেকর্ডস*, পৃ. [৫] ; পি হার্ডঅ্যাক্রে, 'জিরার্ড উইনস্ট্যানলি ইন ১৬৫০', *হানটিংটন লাইব্রেরি কোয়াটারলি*, খণ্ড ২২, পৃ. ৩৪৫-৯। লেডি ইলিয়ানর, এক একগুঁয়ে ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী এই মহিলা নিজেকে 'ত্রাতা' হিসেবে জাহির করেন। তিনি যা এখানে বলেছেন তার থেকে অনেক বেশি অঞ্চলের অধিকারিণী। দ্র.—টি. স্পেনসার, 'দ হিস্ট্রি অফ অ্যান অ্যানফরচুনেট লেডি', *হার্ভার্ড স্টাডিজ অ্যাণ্ড নোটস ইন ফিলোলজি অ্যাণ্ড লিটারেচার*, খণ্ড ১০, পৃ. ৪৩-৫৯ ; এবং বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২০২, ১৩ অধ্যায়।

দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চল জুড়ে ডিগার-প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির মূলে এই প্রভাবের কিছুটা হলেও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। পঞ্চম রাজতন্ত্রী ও কোয়েকারদের মধ্যে শ্রেণীসচেতনতা সৃষ্টির মূলেও হয়তো এই প্রভাব ক্রিয়াশীল। ব্যপতিস্ত ও স্বাধীন চার্চের পতন এবং যার ফলে শেষ পর্যন্ত কোয়েকার সম্প্রদায়ের লাভবান হওয়া—এই ক্ষেত্রেও নিশ্চয় ডিগার-প্রভাবের পর্যাপ্ত অবদান রয়েছে।[৯৫] মধ্যাঞ্চলের কাউন্টিগুলিকে কেন্দ্র করে কোয়েকার সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও *সত্যের প্রথম প্রকাশক (First Publishers of Truth)* সংকলন প্রকাশনার যুগে যে ডিগার উপনিবেশ অথবা ডিগার সমর্থকরা কাছাকাছি ছিল তাদের কথা একদম বাদ দিয়েই কোয়েকার-ইতিহাসের প্রথমপর্ব রচিত হয়েছে। শ্রীযুত হাডসনের মতে ডিগার প্রভাব মুছে ফেলার এটা একটি প্রচেষ্টা হতে পারে। হয়তো চল্লিশের দশকে উইনস্ট্যানলি মধ্যাঞ্চলের নানা জায়গায় প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন এবং স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তাঁর কিছু যোগাযোগও ঘটে যা পরবর্তীকালে সেন্ট জর্জ পাহাড়ের ডিগাররা কাজে লাগায়।[৯৬]

৪ অরণ্য ও সর্বসাধারণের জমি

আমাদের ধারণায় নিউ মডেল আর্মি যদি রাজনৈতিক গণতন্ত্র শিক্ষার স্বল্পমেয়াদী বিদ্যায়তন হয়ে থাকে—তাহলে সাধারণজমি, পতিতজমি ও অরণ্যাঞ্চল—অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের দীর্ঘ-মেয়াদী অথচ চলনসই জ্ঞান লাভের কেন্দ্র। উইনস্ট্যানলির মতে, ইংলণ্ডের অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ জমি দায়সারাভাবে কর্ষিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে পতিত জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ যা জমিদারপ্রভুরা দরিদ্রদের চাষ করার অনুমতি দিতে অ-রাজি।[৯৭] ইংলণ্ডের পতিত জমিতে যদি যথোপযুক্ত সার প্রয়োগ করা হয়, তাহলে অচিরেই ইংলণ্ড পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী, শৌর্যশালী ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে।শস্যের দাম কমে দাঁড়াবে বুসেল প্রতি ১ শিলিং বা তারও কম (যা সে-সময় ছিল বুসেল প্রতি ৬ বা ৭ শিলিং)।[৯৮] ডিগার কবি রবার্ট কোস্টারের সংযোজন হলো যে, কর্ষিত জমির এলাকা বেড়ে গেলে জমির দাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয়ও কমে যাবে।[৯৯] যে-প্রথার দৌলতে জমিদারবর্গ সাধারণের জমির মালিক এবং দরিদ্রমানুষ সেই জমির চাষের অধিকার থেকে বঞ্চিত, কেবল রাজশক্তির অবসান ঘটলেই সেই প্রথার অবসান ঘটবে বলে উইনস্ট্যানলি মনে করেন।[১০০] তখন কারোর স্বার্থহানি না ঘটিয়ে যৌথ চাষের সঙ্গে অধিকতর পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগের সমন্বয় ঘটিয়ে কৃষির উন্নতিসাধন সম্ভবপর হবে। বর্তমান জনসংখ্যার দশ গুণ মানুষের ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত জমি রয়েছে যার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ নির্মূল করে ইংলণ্ডকে 'শ্রেষ্ঠ জাতি'তে পরিণত করা সম্ভব।[১০১]

১৬৪৮-৪৯-এর সেই নিকরুণ শীতকালে এ-ধরনের পরিকল্পনার কথা উইনস্ট্যানলির কল্পনায় প্রথম উঁকি মারে। এই পরিকল্পনা তাঁর কাছে এত অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় যে, তিনি

৯৫. *দ পারফেক্ট ডাইউরনাল*, ১-৮ এপ্রিল ১৬৫০, টিন্ডাল কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *জন বুনিয়ান, মেকানিক প্রীচার*, পৃ. ২৫৫ ; *ফেনস্টানটন রেকর্ডস*, পৃ. ২৬৯-৭১। পঞ্চম মনার্কি-র জন্য দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.৭২-৪, ৬ অধ্যায়।

৯৬. ডব্লিউ. এস. হাডসন, 'জিরাড উইনস্ট্যানলি অ্যাণ্ড দ আর্লি কোয়েকারস', *চার্চ হিস্ট্রি*, খণ্ড ১২, পৃ. ১৯১-৪।

৯৭. স্যাবাইন, পৃ. ২০০, ৩০৪, ৩৫৬ ; টমাস, 'অ্যানাদার ডিগার ব্রডসাইড', পৃ. ৫৮।

৯৮. স্যাবাইন, পৃ. ৪০৮, ৪১৪ ; হসকিন্‌স, 'হারভেস্ট ফ্লাকচুয়েশনস ইন ইংলিশ ইকোনমিক হিস্ট্রি', ১৬২০-১৭৫৯, পৃ. ২৯।

৯৯. আর. কোস্টার, *আ মাইট কাস্ট ইনটু দ কমন ট্রেজারি* (১৬৪৯) স্যাবাইন-এর পৃ. ৬৫৭-য়।

১০০. স্যাবাইন, পৃ. ৩০৭-৮ ; ৩২২-৩ ; তু.—পৃ. ৪২০। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৪২, ৩ অধ্যায়।

১০১. ঐ, পৃ. ৪১৪, ৫০৭ ; তু.—ই. জি., *ওয়েস্ট ল্যাণ্ডস ইমপ্রুভমেন্ট* [?১৬৫৩] পৃ. ১-৭।

তাকে দৈবাদেশ প্রসূত বলে আখ্যা দেন। আবিষ্ট অবস্থায় তিনি দৈবাদেশ লাভ করেন যে, তাঁকে সর্বত্র এই বার্তা প্রচার করতে হবে : 'একত্রে কাজ কর; একত্রে রুটি ভাগ করে খাও।' 'যে লোক বেতন বা খাজনার বিনিময়ে অন্যের হয়ে কাজ করে, তার কাজ ন্যায়সঙ্গত নয়; ---কিন্তু যারা একত্রে কাজ করে, খায় এবং পৃথিবীকে যৌথ ভাণ্ডার হিসাবে দেখে, তারা সকলের দাসত্বমুক্তি ও সবকিছুর অভিশাপ মোচনে খ্রিস্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে থাকে।' মুখে ও লিখে এই বার্তা প্রচারের পর উইনস্ট্যানলি সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁর উচিত 'এগিয়ে এসে কাজের মাধ্যমে এই বার্তা বাস্তবায়িত করা', 'যারা নিজেদের সাধারণ মানুষ বলে ভাবে', তাদের নিয়ে 'সাধারণের জমি সার দেওয়া ও চাষ করার কাজ' সংগঠিত করা।[১০২]

উইনস্ট্যানলির সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সাধারণের জমিতে যৌথ চাষ প্রবর্তনই সব সমস্যার চাবিকাঠি এবং এটাই হবে গোটা ইংলণ্ডের সমস্ত সাধারণ মানুষকে সাম্যের সমাজে একত্রীভূত করার যাত্রাবিন্দু। যথার্থ এই সিদ্ধান্ত। শ্রীযুত টমাস লিখেছেন : 'সমগ্র ডিগার আন্দোলনকে সঙ্গতভাবেই বলা যায় এক শতকব্যাপী কর্ষণযোগ্য জমির স্বল্পতা ও অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের ফলে, সাধারণ মানুষের উদ্যোগে জঙ্গল ও পতিত জমিগুলির বে-আইনী জবর-দখল প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি।' এবং শ্রীমতী থার্স্ক এর সঙ্গে সঙ্গে ১৬৪৮-৪৯ সালের মন্দাজনিত অস্থায়ী শ্রমিকদের কর্মসঙ্কোচনকেও যুক্ত করেছেন।[১০৩] উইনস্ট্যানলি এমন একটি সম্ভাব্য গণতান্ত্রিক সমাধানসূত্র বার করেছিলেন, যা বৈপ্লবিক দশকের কৃষি আইন সংস্কার, উত্তরাধিকার আইন সংস্কার ও স্থায়ী প্রজাস্বত্বের দাবি-জাতীয় অন্যান্য প্রগতিপন্থী প্রস্তাবগুলির মতো কেবল পশ্চাৎমুখী ছিল না। যারা কেবলমাত্র পতিত জমিতে সাধারণের চিরাচরিত অধিকার বজায় রাখার পক্ষপাতী তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তি অত্যন্ত প্রবল। ইংলণ্ডের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যসংস্থান করতে হলে প্রান্তিক জমিগুলিকেও নিবিড় চাষের আওতায় আনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পুঁজির মালিকদের জমির বেড়াদান নীতি সাধারণ মানুষের অধিকারকে নির্দয়ভাবে পদদলিত করলেও, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় বলে এই নীতির প্রবক্তরা দাবি করে। কিন্তু স্বল্পমেয়াদী পরিসরে এই নীতি চলতি জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে মানুষের দুর্দশা চরমে ওঠে এবং কর্মসংস্থানের বাড়তি সুযোগ স্বাধীন আটপৌরে মানুষদের বিশেষ আকৃষ্ট করতে পারে না।

পতিত জমিতে গরীবদের দ্বারা যৌথ চাষের প্রবর্তন বৃহদায়তন কৃষি, পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সারের সুষ্ঠু ব্যবহারের সুযোগ ঘটাতে পারত। তার ফলে চলতি ব্যবস্থার কোনো রদবদল না ঘটিয়েই ক্রমপ্রসারমান ইংরেজ জনসংখ্যার জন্য বাড়তি খাদ্য জোগাতে পারত। ডিগাররা জমিতে বীট, গাজর ও মটরশুঁটির চাষ করে। এ-জাতীয় ফসলের কল্যাণে শীতকালে আর পশুখাদ্যের অভাব থাকে না জমিতে সারের অভাবও ঘটে না এবং তার ফলে ঘটে সপ্তদশ শতকীয় ইংরেজ কৃষিব্যবস্থায় এক আমূল রূপান্তর।[১০৪] উইনস্ট্যানলির কর্মসূচিতে জমিতে সার দেওয়া ছিল সব চেয়ে জরুরি কর্তব্য ('প্রকৃত ধর্ম ও নিষ্কলুষতা হলো, প্রত্যেকে নীরবে, নিজের মতো সার দিয়ে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়িয়ে চলবে।')

উইনস্ট্যানলি নিজের তৈরি ধাঁধার উত্তর নিজেই বার করেছেন : 'দরিদ্র মানুষ যে দাসত্ববন্ধনের অভিযোগ করে, তাহলো প্রাচুর্য ভরা দেশে তাদের ভাইরাই তাদের বঞ্চিত করে রেখেছে; এক ভাই অন্য ভাইয়ের ওপর এই অন্যায় করতে পারত না যদি লোভ ও দম্ভ রাজাসনে বসে শাসন না করত।[১০৫]

১০২. স্যাবাইন, পৃ. ১৯০, ১৯৪, ২৬২। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.২১২-৩১৪ অধ্যায়।
১০৩. টমাস, 'অ্যানাদার ডিগার ব্রডসাইড', পৃ. ৫৮ ; থার্স্ক, 'সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড ইকোনমিক চেঞ্জ', পৃ.. ১৬৬।
১০৪. ইর্ন্সকেরিজ, *দ এগ্রিকালচারাল রেভোলিউশন* (১৯৬৭) অধ্যায় ৭ এবং ৮।
১০৫. স্যাবাইন, পৃ. ৪২৮, ৫৫৮।

ডিগারদের আচরণ যে চিরাচরিত ঝোপড়িবাসীদের মতো নয়, তারা অন্য ধরনের কিছু করতে চায়—এ কথা রীতিমতো উপলব্ধি করেছিল সেন্ট জর্জ পাহাড়ের আশপাশের অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়। যাজক প্লাট উইনস্ট্যানলিকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, সাধারণের জমিতে গাছকাটার চেয়ে যৌথ চাষ বরঞ্চ ভালো। জমির মালিকের মহানুভবতার দৌলতে ঝোপড়ি বানানো ও জমি দখল করে চাষ করাটা তেমন দোষের কিছু নয়; কিন্তু মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গাছ কাটা হচ্ছে সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার আস্ফালন যা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। ডিগাররা ঠিক তাই চেয়েছিল। তাদের অভিপ্রায়, 'নিজেদের ও দরিদ্র ভাইদের মুখে রুটি জোগাবার জন্য ইংলণ্ডের জমি থেকে উৎপন্ন যাবতীয় সম্পদের ভাণ্ডার নির্মাণ করতে হবে··· নিজেদের শ্রম মাটিতে নিঙড়ে দিয়ে তার ফসল দিয়ে সেই ভাণ্ডারকে পূর্ণ করতে হবে।' ডিগাররা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ম্যানরপ্রভুদের (জমিদার) হুকুম জারি করে : 'আমাদের সকলের বন ও জমি থেকে গাছ কাটা বন্ধ করার।' ডিগারদের যাবতীয় কার্যকলাপের মতো এটা নিছক প্রতীকী প্রতিবাদ নয় এটা একটি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পদক্ষেপও বটে।[১০৬]

১৬৫০ সাল নাগাদ ডিগাররা গির্জা, রাজপরিবার ও রাজপক্ষীয়দের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করার দাবি জানায়। উইনস্ট্যানলি তাঁর *স্বাধীনতার আইন* (*The Law of Freedom*) পুস্তিকায় আরো দাবি জানালেন : পার্লামেন্টের আওতায় জমিজমার যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করা হোক। বিগত শতকের উৎসাদিত মঠগুলির যাবতীয় ভূসম্পত্তি কমনওয়েলথের সাধারণ ভূমি ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।[১০৭] এই শেষ দুটি দাবি প্রচলিত সম্পত্তি-সম্পর্কের গভীরে কামড় বসিয়েছিল। ডিগারদের নিয়ে বিপদ হচ্ছে যে, তারা বাস্তবমুখী কাজে নামানোর জন্য গরীব মানুষদের সংগঠিত করত। বেশ কয়েকটি যৌথ সমাজ-সংগঠন তারা তৈরি করেছিল, সেগুলি যদি টিকে থাকত তাহলে তাদেরও লেভেলারদের মতো ছত্রাকার হতে হতো না। লেভেলারদের চোখে নিউ মডেল আর্মি যা ছিল তারাও সে-রকম সাচ্চা লেভেলার গোষ্ঠী বলে আখ্যা পেত। এবং তাদের শক্তি দেশময় ছড়িয়ে পড়ত।

যৌথভাবে জমিতে সার প্রয়োগ, ডিগারদের কাছে এক ধরনের ধর্মীয় আচার বিশেষ। যাজক লী-এর মতে,'জমিতে ঝোপঝাড় গির্জা বা কমনওয়েলথ সরকারের মতোই অপরিহার্য।' বিবদমান উভয়পক্ষের কাছেই ধর্ম, স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও সরকার প্রভৃতি সব একাকার। লী আরো বলেছেন : 'ভ্রাতাজনেরা, জমিতে বেড়াদানের মতোই' [চার্চের] 'সংস্কার কথাটি শুনলেই একেবারে ক্ষেপে আগুন হয়ে যেত। ···ম্যাজিস্ট্রেট ও মন্ত্রীদের হুকুমনামা সাম্যবাদী জনতার কাছে বর্তমানে ঘোরতর আপত্তিজনক।'[১০৮]

৫ খাঁটি কমনওয়েলথের স্বাধীনতা

উইনস্টানলির মতে, যিশুখ্রিস্ট ছিলেন প্রধান-লেভেলার।[১০৯] উইনস্ট্যানলির চিন্তাধারায় লেভেলারদের বহু ভাবনা-চিন্তা স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর চিন্তাধারা তাদেরও অতিক্রম করে গেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি তীব্র অনীহাবশত খুদে সম্পত্তিওয়ালাদের ভাবনার দিগন্তকেও ছাপিয়ে প্রসারিত তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্য। তিনি বলছেন :

> সৃষ্টির আদিতে মহানস্রষ্টা 'যুক্তি' (Reason), এই পৃথিবীকে সর্বজনভোগ্যা করেন—পশু, পাখি, মাছ এবং তার সৃষ্টির নিয়ন্তা মানুষকে সংরক্ষিত করার তাগিদে।···

১০৬. ঐ, পৃ. ৪৩৩, ২৭২-৪।
১০৭. ঐ, পৃ. ৩৬৩, ৫৫৭-৮, ৫৬০।
১০৮. লী, *এ ভিন্ডিকেশন অফ রেগুলেটেড এনক্লোজার*, পৃ. ২৭-৮ ; দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১৩.১ অধ্যায়।
১০৯. সাবাইন, পৃ. ৩৯০-১, ৪৫৪, ৪৭১।

সৃষ্টির আদিতে একথা বলা হয় নি যে, এক শ্রেণীর মানুষ অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। কিন্তু ... স্বার্থান্ধ কল্পনাশক্তি একাংশের মানুষকে অপরাংশের ওপর প্রাধান্য স্থাপনের শিক্ষা দিল। এবং এভাবেই ...স্বীয় প্রজাতির কাছে এত বেশি পরিমাণে দাসত্ববন্ধনে মানুষ জড়িয়ে পড়ে যা একটি পশুর পক্ষেও সম্ভব নয়। তারপর এই বসুন্ধরা ...শিক্ষক ও শাসকের দৌরাত্ম্যে বেড়া-বন্দী হয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল এবং বাকিদের বানানো হলো... দাস। আর পৃথিবীর সৃষ্টি সকলের জন্য সাধারণ ভাণ্ডার হিসেবে তা কেনা-বেচার প্রক্রিয়ায়, মুষ্টিমেয় মানুষেরা দ্বারা কুক্ষিগত। তারই পরিণতিতে মহান স্রষ্টা অসম্মানিত। তিনিও যেন পক্ষপাতদুষ্ট; কারণ তিনি মুষ্টিমেয়ের স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দিত ও অন্যান্যদের মর্মান্তিক দারিদ্র্যে উল্লসিত। কিন্তু আদিতে এরকম ছিল না...

ম্যানরের-প্রভুদের উদ্দেশে উইনস্ট্যানলির বক্তব্য

এই পৃথিবীতে জমি পরিবেষ্টনের ক্ষমতা ও সম্পত্তির অধিকার অর্জন তোমাদের পূর্বপুরুষদের তলোয়ারের জোরে বলবৎ হয়েছে। তারা প্রথমে তাদের অনুগামী ও সতীর্থদের হত্যা করে, তারপর তাদের জায়গা-জমি চুরি বা লুঠ করে, পর্যায়ক্রমে তাদের সন্তান-সন্ততি বা তোমাদের জন্য রেখে গেছে। আর তাই হয়তো তোমরা চুরি বা হত্যা কর নি কিন্তু যেহেতু তোমাদের তলোয়ারের জোরে এই অভিশপ্ত জিনিস তোমাদের অধিকারে রেখেছ; এবং সে-কারণে তোমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের সাফাই গাইছ। কিন্তু মনে রেখ, তোমাদের পূর্বপুরুষদের সেই পাপ তোমাদের এবং তোমাদের উত্তরসূরী তিন-চার প্রজন্মব্যাপী সন্ততিদের ওপর বর্তাবে; এমনকি তা আরো দীর্ঘ হতে পারে, যতদিন না তোমাদের রক্তাক্ত চৌর্যবৃত্তি নির্মূল করা যাচ্ছে।[১১০]

লেভেলারদের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের যৌক্তিকতাকে উইনস্ট্যানলি অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের দিকে প্রসারিত করে বলেন :

দরিদ্রতম মানুষটিরও ধনী মানুষের মতোই জমিতে ন্যায্য অধিকার রয়েছে... ধরণীকে অবাধ উপভোগের অধিকারই হলো প্রকৃত স্বাধীনতা... যদি কেবল তাদের ধনী অগ্রজদের জমিতে বেগার খাটা ছাড়া ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষের আর কোনো স্বাধীনতাই না থাকে, তাহলে তুরস্ক বা ফ্রান্সের চেয়ে বেশি কি স্বাধীনতা ইংলণ্ডে রয়েছে।'[১১১]

নর্মান য়োক সম্পর্কে লেভেলার তত্ত্ব যেখানে বলছে যে, ইংলণ্ডের প্রয়োজন আবার অ্যাংলো-স্যাক্সন আইন-ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া—উইনস্ট্যানলি সেই ধারণাকেও অতিক্রম করে যান। তিনি ঘোষণা করেন যে, 'ইংলণ্ডের সর্বোত্তম আইনগুলিও একদল মানুষকে অন্যদলের কাছে বেঁধে রাখার জোয়াল ও হাতকড়ি বিশেষ।' 'যে আইনগুলি সমতা ও যুক্তির ভিত্তিতে রচিত নয় যা সকলের নয়, শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই স্বাধীনতা স্বীকার করে রাজার শিরশ্চেদের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও খারিজ করা দরকার।'[১১২] কিন্তু ইংলণ্ডের শাসকবর্গ বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করে নি :

'যখন চার্লস নামক ব্যক্তিবিশেষ রাজকীয় শক্তির প্রতিভূ ছিল তখন সবরকমের লোকই উৎপীড়িত। এই অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য তোমরা ভদ্রলোকরা পার্লামেন্টে সমবেত হয়ে গরীব সাধারণ মানুষকে তোমাদের সহায়তা করার জন্য ডাক দিয়েছিলে....।

১১০. *ঐ*, পৃ. ২৫১-২, ২৬৯।
১১১. *ঐ*, পৃ. ৩২১, ৫১৯-২০, ২৮৮।
১১২. স্যাবাইন, পৃ. ৩০৩, ৩৯০। নরম্যান য়োক সম্পর্কে, তু.—*পি. অ্যাণ্ড আর.*, পৃ. ৫০-১২২।

আজ স্বৈরাচার বৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখাটি কর্তিত এবং সেই ব্যক্তি বিশেষের রাজকীয় ক্ষমতা বিলুপ্ত। কিন্তু হায়, উৎপীড়ন আজও এক মহীরুহ। এবং তা এখনও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে স্বাধীনতার সূর্যালোক আড়াল করে রেখেছে।'

রাজশক্তি, যাজকসম্প্রদায়, আইন-ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং কেনাবেচা সবই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত : 'যদি তার মধ্যে একটার সত্যিই পতন ঘটে, বাকিদেরও অবসান অনিবার্য।'[১১৩]

উইনস্ট্যানলির ১৬৫২ সালের রচনায় নিশ্চয়ই বহু হতাশাচ্ছন্ন বিপ্লবীর অভিমত প্রতিফলিত। তিনি লিখেছেন :

'অতএব তোমরা, কমনওয়েলথের সৈনিকরা, এর দিকে তাকাও। শত্রু তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করতে পারে নি; কিন্তু কৌশলে সে তোমাদের বেকায়দায় ফেলবে যদি না সকলের জন্য স্বাধীনতার প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান না নাও। কেননা যদি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আবার রাজশক্তির প্রত্যাবর্তন ঘটে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে চার্লস তোমাদের ও তোমাদের বংশধরদের কৌশলে জয় করে নিয়েছে; যদিও আপাতদৃষ্টিতে তোমরা তার মুণ্ডচ্ছেদ করেছ।'[১১৪]

১৬৪৯ সালে তিনি ফেয়ারফ্যাক্সকে বলেন যে, ডিগারদের লক্ষ্য কেবল 'নরম্যান শাসনের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলা' এবং স্যাক্সন আইনের পুনঃপ্রবর্তন নয়। 'না, তা নয়', বরং 'পতনের পূর্বেকার বিশুদ্ধ আইন বা ন্যায়পরায়ণতার' পুনরুদ্ধারই হলো লক্ষ্য।[১১৫]

১৬৫২ সালে কবহ্যামের ডিগার উপনিবেশটির পতনের ঠিক দুবছর পরে উইনস্ট্যানলি *স্বাধীনতা আইনের একটি মঞ্চ (The Law of Freedom in a Platform)* শীর্ষক একখানি সাম্যবাদী কমনওয়েলথের খসড়া সংবিধান প্রকাশ করেন। তিনি আগে লিখেছিলেন, 'একদা সব মানুষ স্বাধীনতার দাবিতে জোট বেঁধেছিল। আজ যখন সাধারণ শত্রু অপসারিত, তখন তোমাদের আচরণ কুয়াশায় দিক্‌ভ্রান্ত মানুষের মতো। স্বাধীনতা কি বা কোথায় রয়েছে, তা না জেনে কেবল হাতড়ে বেড়াচ্ছ।' স্বাধীনতা কি তা একমাত্র উইনস্ট্যানলিই তাদের বলতে পারেন। 'প্রকৃত স্বাধীনতা সেখানেই, যেখানে মানুষ তার পুষ্টি ও জীবনীশক্তি লাভ করে। অর্থাৎ প্রকৃতির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমেই তা সম্ভব। ...শরীরের জন্য খাদ্য না থাকার চেয়ে শরীর না থাকাই ভালো।' প্রকৃত মানবিক মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা হবে সেদিন যেদিন সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেদিনই কেবল জমি আর শ্রমের কেনা-বেচা বন্ধ করা সম্ভব হবে।[১১৬] *স্বাধীনতার আইন*এই রচনাটির সারসংক্ষেপ অসম্ভব; অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের নিজেদের উদ্যোগে সেটা পড়ে নিতে হবে। রচনাটির তাৎপর্য শুধু সময়োপযোগী মূল বক্তব্যে কেন্দ্রীভূত নয়—রচনাটির অনুপুঙ্খের বিবরণও অনবদ্য। *স্বাধীনতার আইন* একটি 'সম্ভাবনাময়' দলিল হিসেবে রচিত এবং সেটি অলিভার ক্রমওয়েলকে উৎসর্গীকৃত। যদি তিনি সেটিকে বাস্তবায়িত করেন—এই আশায়। আর তাছাড়া ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে কিভাবেই বা এর উদ্দেশ্য সফল হতে পারত? আপাতদৃষ্টিতে এটা আপসকামী মনোভাব মনে হলেও, সামগ্রিকভাবে সেন্ট জর্জ পাহাড়ে অর্জিত যাবতীয় অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উইনস্ট্যানলির আদর্শমালা সরাসরি এই রচনায় প্রতিফলিত।

শ্রীযুত ডেল যথাযথভাবেই দেখিয়েছেন যে, উইনস্ট্যানলি দুধরনের সাম্যবাদী সমাজের চিত্র

১১৩. স্যাবাইন, পৃ. ৩৫৭, ৩৮১-২ ; তু.—পৃ. ৪৮৪-৬।

১১৪. ঐ, পৃ. ৫৭৩-৪।

১১৫. ঐ, পৃ. ২৯২ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৩২, ১৫ অধ্যায় ও পৃ. ১০৯, এই অধ্যায়।

১১৬. স্যাবাইন, পৃ. ৩১৬, ৫১৯-২০, ৫৯৫-৬ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৭৪-৫,১০ অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ের শুরুতে উদ্‌ধৃত শীর্ষলেখ।

তুলে ধরেছেন।[১১৭] তাঁর নিজের সময়ের সমাজের দোষত্রুটি থেকে এক ধরনের সাম্যবাদী সামাজচিত্র পাওয়া যায়। আর তার সঙ্গে তুলনা করে আর এক ধরনের নৈরাজ্যবাদী সমাজচিত্রও তিনি এঁকেছেন। সমাজে বেচাকেনা না থাকলে ম্যাজিস্ট্রেট বা আইনব্যবসায়ীর অস্তিত্ব বাহুল্য মনে হবে; যেমন যে কোনো সাধারণ মিস্ত্রীরও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা থাকলে যাজকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।[১১৮] আর তখন উইনস্ট্যানলি আশা করেন যে, মার্কসীয় পরিভাষায় যাকে বলে 'রাষ্ট্রের শুকিয়ে যাওয়া'—তাই ঘটবে। 'কি প্রয়োজন আমাদের পরস্পরকে দাসত্ব বন্ধনে বেঁধে রাখার জন্য বন্দী করা, চাবুক মারা বা ফাঁসি দেওয়ার আইনগুলির অস্তিত্বে?' লালসা-ই চুরিকে পাপে পরিণত করেছে। খুনের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও এক ধরনের খুন। প্রাণের স্রষ্টা ঈশ্বরই কেবলমাত্র তা নিতে পারেন।[১১৯] কিন্তু ডিগার উপনিবেশের পতনের পর যখন উইনস্ট্যানলি নতুন সমাজের খসড়া-সংবিধান রচনা করেন, তখন তাতে তিনি আইনও অন্তর্ভুক্ত করেন। কারণ তাঁর ধারণায়, অজ্ঞতাজনিত অপরাধ সম্ভব।' কিন্তু বন্দীশালা নয়; কারণ তাঁর মতে সমস্ত আইনই হবে সংশোধনমূলক। নিপীড়নমূলক নয়।[১২০] তারই সঙ্গে তিনি, 'রাজকীয় দাসত্বের পুনঃপ্রবর্তনের যাবতীয় প্রয়াসকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করার জন্য' ও 'ব্যক্তিবিশেষের মদগর্বী আচরণে'র হাত থেকে সমাজকে বাঁচাবার জন্য সেনাবাহিনী রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী হবে 'গণফৌজ' (popular militia) যা কোনো পার্লামেন্ট বা নির্বাচিত প্রতিনিধির আজ্ঞাবাহী সংগঠন নয়। গণপ্রতিরোধের অধিকারই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।[১২১]

সেন্ট জর্জ পাহাড়ের 'বদমেজাজী নিষ্কর জমিভোগী' এবং তাঁর নিজের দলের র‍্যান্টাররা উইনস্ট্যানলিকে আপস করার উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। এখন তিনি আগের চেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারছেন[১২২] যে, শিক্ষা ও মানিয়ে চলার এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হবে। তিনি প্রস্তাব দেন, ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতি বছর নির্বাচিত হতে হবে এবং তারা 'তাদের প্রভু অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যারা তাদের নির্বাচিত করেছে'—তাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হবে। ওভারসিয়ার বা পরিকল্পনা রচয়িতাদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। দরিদ্র মানুষজনদের তারা সেবা করবে—এই শর্তে তারা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বেতন ও ভাতা পেতে থাকবে। কমনওয়েলথ সংরক্ষণ আইনকে জোরদার করার জন্য নাগরিক অধিকার হরণ ও বাধ্যতামূলক শ্রম প্রভৃতি সাজার ব্যবস্থা রাখা হয়। এমনকি হত্যা, বেচাকেনা, ধর্ষণ, আইন-ব্যবসা বা যাজকবৃত্তি অবলম্বনের জন্য মৃত্যুদণ্ডদানও স্বীকৃতিলাভ করে।[১২৩] ১৬৪৯ সালে উইনস্ট্যানলি লিখছেন : 'সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োগ এমন হতে হবে যাতে অপরাধী অন্যদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ভালোবাসার আইন মেনে চলা সমাজের একজন হয়ে বাস করতে পারেন।' আলস্য-পরায়ণতার শাস্তিস্বরূপ তিনি বাধ্যতামূলক শ্রমদানের ব্যবস্থার পক্ষপাতী; তাঁর মতে অবশ্য দরিদ্রজনের চেয়ে ভদ্রলোকদেরই এই প্রবণতা বেশি।[১২৪] তাঁর আদর্শ কমনওয়েলথে উকিলদের স্থান নেই—জেলখানাও থাকবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জামিনে ছাড়া পাবে (যার লঙ্ঘন মানে কিন্তু একটি গুরুতর অভিযোগে, এবং তার শাস্তি মৃত্যু)।

উইনস্ট্যানলি যেহেতু কোনোরকমের জবরদস্তি দখলচ্যুতির বিরোধী তাই 'যুক্তিহীন অজ্ঞজন' ও 'রূঢ় স্বভাবী'কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বমতে আনার জন্য তিনি সময় দিতে প্রস্তুত ছিলেন।[১২৫]

১১৭. ই. ডেল, 'জিরার্ড উইনস্ট্যানলি অ্যাণ্ড দ ডিগারস', *দ মডার্ন কোয়ার্টারলি*, খণ্ড ৪, পৃ. ১৩৮-৯।
১১৮. স্যাবাইন, পৃ. ২৮২ ; ৫১২ ; তু.—ওয়ালউইন, বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৯৭, ১২ অধ্যায়-এ উদ্ধৃত।
১১৯. স্যাবাইন, পৃ. ২৮৩, ৪৭১-২, ৫১২, ৩৮০, ১৯৭।
১২০. *ঐ*, পৃ. ৫১৫, ৫২৭, ৫৩৫-৯, ৫৬২, ৫৭১-৬।
১২১. *ঐ*, পৃ. ৫৩৯-৪০, ৫৫২-৩, ৫৭২-৩।
১২২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬৯, ৯ অধ্যায় ও পৃ. ২৩১, ১৫ অধ্যায়।
১২৩. স্যাবাইন, পৃ. ৫৫৩-৪, ৫৯১-৯। ধর্ষণ-এর সাজা ছিল মৃত্যুদণ্ড, কারণ এটি শরীরের স্বাধীনতা খর্ব করে।
১২৪. *ঐ*, পৃ. ১৯৩, ১৯৭-৮, ৪৩২।
১২৫. *ঐ*, পৃ. ৫১৫, ৫৫২।

নিঃসন্দেহে একারণেই প্রথম চার্লসের সমর্থক ও জায়গা জমির ফাটকাবাজদের ছাড়া সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষকে ভোটাধিকার দান করা হয়। চার্চে যোগদান করাটা সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ছিল না; অর্থাৎ সর্বজনীন সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিবাহ হবে একটি সামাজিক উৎসব; যা ভালোবাসার তাগিদেই ঘটবে অর্থের জন্য নয়। বার্ষিক নির্বাচনে গঠিত পার্লামেন্ট হবে দেশে সমতারক্ষার সর্বোচ্চ আদালত; যা আবার হবে অন্যান্য আদালত ও সরকারি কর্মচারীদের তত্ত্বাবধায়ক।[১২৬]

হ্যারিংটনের মতো উইনস্ট্যানলিও ভূমিজ সম্পত্তির ওপরেই খুব বেশি রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর বক্তব্য যদিও যৌথ চাষই হলো ইংলণ্ডের যাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ, তবু তিনি অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিকে অবহেলা করেন নি। তাঁর *স্বাধীনতার আইন* পুস্তিকায় উল্লেখকৃত শিল্প তালিকা থেকে জানা যায়, সপ্তদশ শতকীয় ইংলণ্ডের শিল্প বলতে কার্যত বোঝাত প্রাকৃতিক দ্রব্যের সংগ্রহ ও তা রূপান্তর ব্যবস্থা। শহুরে বাজারের শুল্ক-ব্যবস্থার দৌরাত্ম্যে যেভাবে গ্রামের গরীব লোকজন নাকাল হতো তার সমলোচনা করেছেন উইনস্ট্যানলি।[১২৭] বেচাকেনার সম্পূর্ণ অবসান ঘটলে তবেই এই দুরবস্থা ঘুচবে। তিনি সমস্যাগুলি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত করেন যে, বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকবে, যা সোভিয়েত সরকার ১৯১৭ সালে ক্ষমতায় এসে প্রথমেই ঘোষণা করেছিলেন। মজুরি-শ্রম প্রথা অবসানের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হলো, শিক্ষানবীশী অব্যাহত রাখা। সাধারণভাবে উইনস্ট্যানলির ধারণায়, লণ্ডনের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসন ব্যবস্থা 'যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত'—অবশ্য যদি কমকর্তাদের বার্ষিক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকে।[১২৯]

স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা বিষয়টা উইনস্ট্যানলির কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যত দিন না একজন মানুষ 'সমস্ত কলা ও ভাষা' আয়ত্ব করতে পারছে, ততদিন সেটা চালিয়ে যেতে হবে। তাঁর মতে, শিক্ষা হবে (নারীপুরুষ নির্বিশেষে) সর্বজনীন—সপ্তদশ শতকের পক্ষে যা এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। 'শুধু অপরের শ্রম নির্ভর' অর্থাৎ 'অপরের বক্তব্য পড়া, শোনা ও বিবেচনা করার মধ্যেই যাদের জ্ঞানের প্রকাশ সীমাবদ্ধ', এ-জাতীয় কোনো বিশেষজ্ঞ-পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই। শিশুদের জন্য চাই 'কোনো নির্দিষ্ট বৃত্তি বা কায়িক শ্রম নির্ভর কোনো কাজের' প্রশিক্ষণ, তাছাড়া তাদের ভাষা ও ইতিহাস প্রভৃতি শেখাতে হবে।[১৩০] মেয়েরা শিখবে গান-বাজনা, পড়া, সেলাই, বোনা আর সুতো কাটা। আবিষ্কার ও উদ্ভাবন প্রবণতাকে যথোচিভাবে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করা হবে। এ-পর্যন্ত 'কদরের অভাব ও মালিককে শুল্ক দেওয়ায় ভয়ে বহু উদ্ভাবনের কাজ ব্যাহত হয়েছে।' 'রাজকীয় ক্ষমতা জ্ঞানের আগ্রহকে চূর্ণ করেছে এবং এখন আর তার সুন্দরভাবে বিকশিত হওয়ার পথে কোনো বাধা নেই।'[১৩১] প্রতি ধর্মপল্লীতে নির্বাচিত দুজন পোস্টমাস্টারের মাধ্যমে যাতবীয় নতুন উদ্ভাবনের কথা প্রচারিত হবে। যতদূর জানা যায়, এই অভিনব পদটি একমাত্র উইনস্ট্যানলিরই সৃষ্টি। তারা তাদের দায়িত্বাধীন অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য আহরণ করবে; আর তার সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির সমাচারও প্রচার করবে। হার্টলিবের অফিস অফ দ অ্যাড্রেস থেকে হয়তো তিনি মূল ধারণাটা পেয়ে থাকবেন; কিন্তু পরিসংখ্যানগত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি নিশ্চয়ই উইলিয়ম পেটি-র রাজনৈতিক গণিতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন যা সপ্তদশ শতকের শেষাশেষি ইংলণ্ডে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। পোস্টমাস্টাররা এভাবে নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদভাবনের সমাচার

১২৬. *ঐ*, পৃ. ৫৩৬-৪২, ৫৫৬-৭, ৫৯৯।
১২৭. *ঐ*, পৃ. ৫৭৮-৯, ৫২৬ ; তু.—অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা শাসিত ঐ শহরের ওপরে আক্রমণ সম্পর্কে বলা হয়েছে *লাইট সাইনিং ইন বাকিংহ্যামশায়ার*-এ (*ঐ*, পৃ. ৬২০)।
১২৮. স্যাবাইন, পৃ. ৫৬৪, ৫৭১, ৫৮০, ৫৯৫।
১২৯. *ঐ*, পৃ. ৫৪১, ৫৪৮-৯ ; তু.—পৃ. ১৯০-১, ১৯৪-৬, ২৬১-২, ৪২৩।
১৩০. ওয়ালউইনও কারিগরি বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে ছিলেন। (এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ৩৩৬)।
১৩১. স্যাবাইন, পৃ. ৫৭৬-৮০।

সকলের কাছে পৌঁছে দেবে। বহুতর পদ্ধতির মধ্যে এটাও অন্যতম যার দ্বারা উইনস্ট্যানলির সাম্যবাদী সমাজ-সংগঠন আভ্যন্তরীণ বাধাগুলি অতিক্রম করে জাতীয় সংহতি রচনা করবে। বাণিজ্যক্ষেত্রে যাবতীয় গোপনীয়তার অবসান ঘটবে। তার দ্বারা কমনওয়েলথের শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হবে। অন্যরা তখন যুক্তি ও বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ হবে— আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের ভাষায়, কেবল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নয়; বরং উইনস্ট্যানলির ভাষায় 'আমাদের কমনওয়েলথের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য।' এই ভাষা নিশ্চয়ই উইলিয়ম ব্লেক অথবা হার্বার্ট মার্কিউজেরও অনুমোদন লাভ করবে।[১৩২]

উইনস্ট্যানলি যদিও, যারা সেন্ট জর্জ পাহাড়ে ডিগার উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, 'সেই অবহেলিত ও হতভাগ্য মর্ত্যবাসীদের মুখপাত্র'; [১৩৩] কিন্তু তাঁর ভাবনা কেন্দ্রে রয়েছে গোটা সমাজ ও মানবজাতি। তিনি 'ম্যানরের প্রভু ও নর্মান বংশজাত ভদ্রলোকদের' উদ্দেশ্যে সোচ্চারে বলেন! 'হায়! তোমরা সব অভাগা অন্ধ ছুঁচোর দল।' 'তোমরা আমার জীবন কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছ, আমার ক্ষণিকের আবাসস্থল এই দুর্বল শরীরটার স্বাধীনতা হরণ করতে চেয়েছ। কিন্তু আমি লড়াই করছি তোমাদের অন্ধকারের রাজত্ব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে এবং নরকের দরজা খুলে দিয়ে যে শয়তানের বন্ধনে তোমরা বন্দী সে বন্ধনদশা ধূলিসাৎ করে দিতে; যাতে তোমরা, আমার শত্রুরা, শান্তিতে জীবন নির্বাহ করতে পার। একমাত্র এই ক্ষতিটুকুই আমি তোমাদের করতে পারি।'[১৩৪] র‍্যান্টারপন্থী অ্যাবাইজার কোপ-এর মতে, সম্পত্তির অবসান 'এক গৌরবদীপ্ত পরিকল্পনা।' 'তার ফলে ঘৃণিত দম্ভ, হত্যাকাণ্ড, ভণ্ডামি, স্বৈরাচার ও শোষণের পরিবর্তে বিরাজ করবে সাম্য, গোষ্ঠীবদ্ধতা ও সর্বজনীন প্রেম।'[১৩৫] ঠিক একইরকমও উইনস্ট্যানলিও বিশ্বাস করতেন :

> যেখানেই মানুষ একই ধরনের সমষ্টিগত জীবিকার দ্বারা একতাবদ্ধ, সেই দেশ হবে পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী; কারণ তখন তারা তাদের উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য একক মানুষের মতো আচরণ করবে।...আবার অন্যদিকে, সম্পত্তি ও ব্যক্তি স্বার্থের হয়ে ওকালতি দেশ ও বিশ্বের মানুষকে বিভক্ত করে নানা দলে। এবং এটাই সর্বত্র যাবতীয় যুদ্ধ, রক্তক্ষয় আর বিবাদের মূলে। কিন্তু আবার যখন পৃথিবী সকলের সাধারণ সম্পদে পরিণত হবে, এবং তা হবেই, তখন দেশে দেশে এই পারস্পরিক শত্রুতার অবসান ঘটবে, কেউ অন্যের ওপর আধিপত্য চাইবে না, অন্যকে হত্যা করার সাহস কারোর হবে না বা অন্যের থেকে বেশি নেওয়ার ইচ্ছেও কারোর হবে না।'[১৩৬]

৬ ঈশ্বর ও যুক্তি

স্বাধীনতার আইন-এর উপশিরোনামে লেখা : *প্রকৃত শাসকের পুনর্বাসন*। আমাদের 'জমিদার যতদিন থাকবে ততদিন' প্রকৃত মুক্তির 'পুনর্বাসনের কাজ ব্যাহত হবে।'[১৩৭] তাঁর প্রথম পুস্তিকা থেকেই উইনস্ট্যানলি বলে আসছেন যে, সমগ্র বিশ্ব যুক্তি-শৃঙ্খলায় পরিব্যাপ্ত। 'যুক্তি সব প্রাণীর ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর বিদ্যমান কিন্তু তার সব চেয়ে বেশি প্রকাশ মানুষের মধ্যে।' 'যদি

১৩২. *ঐ*, পৃ. ৫৭০-১। এই মতটি উল্লেখ করেছেন ঐ বিশেষ অনুভূতিসম্পন্ন পণ্ডিত মার্গারেট জেমস, *সোস্যাল প্রব্লেমস অ্যাণ্ড পালসি ডিউরিং দ পিউরিটান রেভোলিউশন*, পৃ. ৩০৫।
১৩৩. স্যাবাইন, পৃ. ৪৭৩।
১৩৪. *ঐ*, পৃ. ৩৩৩।
১৩৫. কোহন-এর, *দ পারস্যুট অফ দ মিলেননিয়ম*, পৃ. ৩৭২-এ।
১৩৬. স্যাবাইন, পৃ. ২৬২, ২৫৩-৪।
১৩৭. *ঐ*, পৃ. ১৫২, ১৫৭, ১৬৯, ১৮৬-৭, ২৪৩, ২৬০, ২৯০, ৫৩৪।

তোমার রক্ত মাংসের শরীরকে এই শক্তিমান প্রভু অর্থাৎ তোমার অন্তর্নিহিত সাধুতার অধীনে নিয়ে এসো তাহলে তার কল্যাণে বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গে তোমার একাত্মতা রচিত হবে।' তখনই 'গড়ে' উঠবে পরম আত্মীয়তা যিনি সব কিছুর পরমপিতা তাঁর সঙ্গে।' 'দেহের অভ্যন্তরবাসী আত্মাই তো স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট।'[১৩৮] ১৬৪৯-এর ডিসেম্বরে উইনস্ট্যানলি তাঁর ধর্মমূলক রচনা সংগ্রহের জন্য একটা মুখবন্ধ রচনা করেন যা ১৬৫০ সালে প্রকাশিত হয়। এ-প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, রচনাগুলিকে তিনি বাতিল করছেন না, যদিও বহু বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা এগুলিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। তিনি তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিকেও 'সেই একই শক্তি'-র দ্বারা প্রভাবিত বলেছেন; যা তাঁর প্রথমপর্বের পুস্তিকা রচনাকে অনুপ্রাণিত করেছে।[১৩৯] কিন্তু উইনস্ট্যানলির সর্বেশ্বরবাদের বস্তুগত দিক পরের দিককার রাজনীতিপ্রধান রচনাগুলিতে বেশি পরিস্ফুট।

'সমগ্র সৃষ্টি হলো... ঈশ্বরের বেশভূষা।' 'পিতা হলো সেই সর্বব্যাপী শক্তি যা সর্বত্র বিরাজমান। সন্তান সেই একই শক্তির দ্বারা সৃষ্ট যা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে পরিস্ফুট। তখন সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি মহান আত্মার অধীন হয়ে অবগত হয় যে, এই শক্তি সর্বত্র বিরাজ করছে।' এই অর্থে সমস্ত মানুষই সন্তান হতে পারেন এবং একই বোধ লাভ করতে পারেন। 'এই কর্মকাণ্ডের এটাই হলো চমৎকারিত্ব যে, যখন একজন মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে খ্রিস্টের উপস্থিতি উপলব্ধি করবে, তখন সে নিজের মধ্যেও একই জিনিস উপলব্ধি করবে।' 'খ্রিস্ট বা আলোর বিস্তারের ক্ষমতার তাৎপর্য হলো নিজের সম্বন্ধে প্রকৃতজ্ঞান সঞ্চয় করা; যেহেতু তিনি মানুষের স্বচ্ছ অভিজ্ঞতার উপাদানগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।' শিক্ষাদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপক্ষে মিলটনীয় যুক্তির সমর্থনে এটা একটি জোরালো বক্তব্য।[১৪০] অন্তরের অন্তস্তলে খ্রিস্টের উপলব্ধিটুকু ধারণই যথেষ্ট মানুষের জন্য 'সৃষ্ট বস্তুপুঞ্জ' অর্থাৎ এই পার্থিব জগত ছাড়া আর কোনো ধর্মোপদেষ্টার প্রয়োজন নেই।[১৪১] সমগ্র বস্তুজগতে ঈশ্বর বিরাজমান এই ধারণা পরবর্তীকালে ব্রেহার্নের সমধর্মী বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গে তুলনীয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন যে ঈশ্বরের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এ-বিষয়ে ব্রেহার্নের চেয়েও বেশি বিশ্বাসী ছিলেন উইনস্ট্যানলি। 'যত আমরা বস্তুপুঞ্জের প্রতিটিকে আলাদা করে চিনতে শিখব ততই আমরা বেশি করে ঈশ্বরকেও বুঝতে পারব! মনে হয়, স্পিনোজার এই তত্ত্বের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন উইনস্ট্যানলি।[১৪২] 'দৃশ্য বস্তুগুলির মাধ্যমে উদ্‌ভাসিত হয় ঈশ্বরের অদৃশ্য লীলা' আর এক অর্থে উইনস্ট্যানলির ধ্যানধারণাকে, পারাসেলসীয় যাদু-বিশ্বাসের সমগোত্রীয় বলা চলে।[১৪৩] এ-জাতীয় ধারণাকে র‍্যালে তাঁর *পৃথিবীর ইতিহাস* গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।[১৪৪]

বনেদী ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে উইনস্ট্যানলির কোনো কুটুম্বিতা নেই। তাঁর যাজক বিরোধিতা বিপ্লবের সময়কার অন্য যে কোনো লেখকের (যাজক বিরোধী লেখকসহ) তুলনায় অনেক বেশি নির্মম, ঋজু ও প্রণালীবদ্ধ। উইনস্ট্যানলির প্রশ্ন : 'এর কারণ কি যে, অধিকাংশ লোকই স্বাধীনতা সম্পর্কে এত অজ্ঞ এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনই কমনওয়েলথের আধিকারিক পদে

১৩৮. উইনস্ট্যানলি, *দ সেইন্টস প্যারাডাইস* [? ১৬৪৮] ; পৃ. ৫৪-৭।

১৩৯. উইনস্ট্যানলি, *সেভারেল পিসেস গ্যাদারড ইনটু ওয়ান ভলুম* (১৬৫০) ভূমিকা। ম্যাঞ্চেস্টার-এর ফ্রি রেফারেন্স লাইব্রেরিতে।

১৪০. স্যাবাইন, পৃ. ১৬৪-৭১, ৪৫১ ; তু.—পৃ. ১১২, ১৩০-২, ২৫১, ৪৪৫-৬, ৫০৮-৯।

১৪১. ঐ, পৃ. ২২৪-৫।

১৪২. বি. স্পিনোজা, *এথিকস*, ভাগ ৫, ২৪ অধ্যায় ; এস. হ্যাম্পশায়ার কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *স্পিনোজা* (পেঙ্গুইন সং.) পৃ. ১৬৯-এ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৩০০, পরিশিষ্ট ২।

১৪৩. টমাস ট্যাইমি অনূদিত জে. ডুশ্চেনি-র *দ প্রাকটিশ অফ কেমিক্যাল অ্যাণ্ড হারমেটিক্যাল ফিজিক* (১৬০৫) গ্রন্থের উৎসর্গপত্র, এ. জি. ডিবাস-এর *'দ ইংলিস প্যারাসেলসিয়ানস'* (১৯৬৫) পৃ. ৮৮-৯০ থেকে উদ্‌ধৃত। তু.—বর্তমান গ্রন্থেরপৃ ২০৯-১৩,১৪ অধ্যায়।

১৪৪. পিয়ের লেফ্রানস, *স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে, একরিভেইন* (প্যারিস ১৯৬৮) পৃ. ৪৬২-৪।

নির্বাচিত হবার যোগ্য?' তার উত্তরে তিনি বলছেন, 'কারণ পুরোনো রাজতন্ত্রী যাজকরা মানুষের মধ্যে এমন সব অন্ধ নীতিশিক্ষার অনুপ্রবেশ ক্রমাগতই ঘটিয়ে চলেছে যে, তার ফলে মানুষের মনে অজ্ঞতাই কেবল লালিত হচ্ছে।' যাজকদের মধ্যে অনেকেই মানুষকে শিখিয়েছে যে, প্রথম চার্লস হলেন ভগবানের প্রতিনিধি।[১৪৫] যাজকরা

> মৃত্যুর পর স্বর্গের অধিকারের দাবিদার; তার সঙ্গে আবার এই পৃথিবীতেও তারা স্বর্গসুখ চায়। আর লোকেরা তাদের বড়মাপের পার্থিব সুখ সুবিধা না দিলে তারা তাদের বিরুদ্ধে দম্ভ ভরে তর্জনগর্জন করে।তবুও তারা গরীবদের উপদেশ দেয় যে, তারা যেন নিজেদের দারিদ্র্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে মৃত্যুর পর তারা স্বর্গ লাভ করবে। কিন্তু কেন আমরা এখানেই আমাদের স্বর্গ পাব না (অর্থাৎ সচ্ছল জীবনধারণ) এবং মৃত্যুর পরেও স্বর্গলাভ করব না—যেমন তোমরা কর?.... লোকেরা যখন এভাবে স্বর্গের দিকে চেয়ে আছে যখন তারা মৃত্যুর পরবর্তী স্বর্গসুখ বা নরকযন্ত্রণার কল্পনায় বিভোর, তখন তারা দেখতে পাচ্ছে না তাদের জন্মগত অধিকার কি এবং যতক্ষণ তারা জীবিত রয়েছে ততক্ষণ এই পৃথিবীতে সুখলাভের জন্য তারা কি করতে পারে।[১৪৬]

একজন প্রথানুগ খ্রিস্টান যে মনে করে ঈশ্বর অন্তরীক্ষের ওপারে স্বর্গে থাকেন এবং কল্পনায় তাকে সর্বত্র বিরাজমান দেখে সে আসলে শয়তানরূপী নিজের কল্পনাকেই পূজা করে থাকে।[১৪৭] 'তোমার পরিত্রাতা আসলে তোমার ভেতরের শক্তি, যা তোমাকে তোমার অন্তরের বন্ধনমুক্তি ঘটাবে; আর বাইরের খ্রিস্ট বা ঈশ্বর হলেন মনুষ্যদেহী পরিত্রাতা।'[১৪৮] উইনস্ট্যানলি নিজে ঈশ্বরের পরিবর্তে যুক্তি কথাটি ব্যবহার করতেন; 'কারণ অন্য লোকেদের মতো আমাকেও "ঈশ্বর" কথাটির অন্ধকারে ঢেকে রেখেছিল।' আমাদের সতর্ক হতে হবে, 'নইলে আমরা আমাদের ঈশ্বরকে প্রাণীর দুঃখের স্রষ্টা ভেবে অসম্মান করতে পারি যেমন নরকাগ্নির প্রচারকেরা করে থাকে।'[১৪৯] উইনস্ট্যানলি তাদের ঈশ্বর সম্পর্কে যে ভাষায় বলেছেন তা অনেকটা উইলিয়ম ব্লেকের কল্পিত চরিত্র নোবোড্যাডি-র উক্তির মতো যদি না আমরা ধরে নিই যে সম্পূর্ণভাবে ম্যাকেনীয় দ্বিত্বভাবের অনুসারী যা অবশ্য তিনি নন। উইনস্ট্যানলি 'পুরোহিত ও ধর্মান্ধ অধ্যাপকদের' সম্পর্কে বলেন যে, তারা শয়তানের পূজারী।[১৫০] তিনি 'ঈশ্বর শয়তান' সম্পর্কে উক্তি করেছেন। 'দৃশ্যত খ্রিস্ট অথবা দৃশ্যত ঈশ্বর.... কখনও কখনও শয়তান প্রমাণিত হন।' কিংস্টন আদালতে তিনি তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে[১৫১] বলেন : 'তোমরা যে ঈশ্বরের পূজা কর, এবং যে ঈশ্বর তোমাদের লর্ড, নাইট, ভদ্রলোক ও জমিদার করেছে তা হলো আসলে লোভ।'[১৫২] এই ভগবানই মানুষকে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা দিয়েছে। সে 'মানুষকে যাজকদের ধর্মকর প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেছে।'[১৫৩] এই ঈশ্বর-শয়তানকেই রাষ্ট্রীয় গির্জায়

১৪৫. স্যাবাইন, পৃ. ৫৪৪, ৩৩১।
১৪৬. ঐ, পৃ. ৪০৯, ৫৬৯।
১৪৭. ঐ, পৃ. ১০৭-৮ ; তু.—*দ সেইন্টস প্যারাডাইস*, পৃ. ৫৫ ; স্যাবাইন, পৃ. ৪৫৬।
১৪৮. স্যাবাইন, পৃ. ৪৯৬।
১৪৯. ঐ, পৃ. ১০৫, ২১৯-২০।
১৫০. ঐ, পৃ. ১৬৮ ; তু.—পৃ. ৩৮৩, ৪৭৬।
১৫১. ঐ, পৃ. ২২২, ৪৯৬।
১৫২. ঐ, পৃ. ৩৩২ ; তু.—পৃ. ১৩৭, ১৯৭, ৩২৭, ৪৩৭, এবং কে. ভি. টমাস, 'অ্যানাদার ডিগার ব্রডসাইড', পৃ. ৬১—'এই জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ ওদের ঈশ্বর, অর্থগৃধ্নু।' এইটি একটি বিতর্কের বিষয় বলে ধরে নেওয়া হয়, এই পুস্তিকাটি লেখার পিছনে উইনস্ট্যানলির হাত ছিল অথবা এমন কেউ এটি লিখেছিল যার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ; তু.—কেইন এর সূত্রও ঐ একই পাতায় দেওয়া আছে।
১৫৩. স্যাবাইন, পৃ. ৩৮৫, ৫৩২। উইনস্ট্যানলি এখানে স্পষ্টভাবেই 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর ঈশ্বরের কথা বলেছেন ; তু.—পৃ. ৫৬৯।

আরাধনা করা হয়ে থাকে। 'আমরা গির্জায়ও আসব না। তাদের ভগবানের পুজোও করব না।'[১৫৪]

'যে সম্পত্তির মালিকদের সমর্থন করে এবং যাদের কল্পনাতেই তার সৃষ্টি' উইনস্ট্যানলি এমন ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন এর চেয়ে প্রাঞ্জল আর পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি আর কি হতে পারে। তাঁর চিন্তাধারার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তা 'সমস্ত সরকার, মন্ত্রীপরিষদ ও ধর্মকে ধ্বংস করে দেবে।' তার উত্তরে বেশ শান্তভাবেই উইনস্ট্যানলি বলেন, 'একথা খুবই সত্যি।' *স্বাধীনতার আইনে* তিনি ঈশ্বর ও দেবদূতের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে গৌরব ও নির্যাতনের স্থানগত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন।[১৫৫] যে দর্শন গোড়াতে দিব্যদর্শন দিয়ে শুরু, তা যেন মনে হয় শেষ হচ্ছে বস্তুবাদী সর্বেশ্বরবাদে যেখানে ঈশ্বর বা বিমূর্ত যুক্তি শুধু মানুষের বা প্রকৃতির মধ্যেই পরিস্ফুট। এবং বিমূর্ততার চেয়ে মানুষ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

উইনস্ট্যানলি এই প্রবণতাকে একটি যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তের দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। ভুলত্রুটিসহ জাদুবিদ্যার ঐতিহ্য এবং পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান এই উভয়দিক নিয়ে, তিনি লিখেছেন :

> প্রকৃতির গোপন কক্ষগুলি চেনাই হলো ঈশ্বরের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়া আর সত্যিই যদি আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি জেনে থাক তাহলে জানতে পারবে, আত্মা অথবা জ্ঞান এবং জীবনের শক্তি কিভাবে গতি সঞ্চালিত করে ও বৃদ্ধি ঘটায়। তার অবস্থান মহাকাশের অন্তর্গত বহু গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে এবং তাদের সে পরিচালনা করছে। এবং আকাশের নিচে এই পৃথিবীর ঘাস, মাছ, পশু, পাখি ও মানুষের মধ্যেও এই একই শক্তির আত্মপ্রকাশ। আর সৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌছানোর ভাবনা বা মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় তা জানতে চাওয়া, পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া মানুষের আর কিছু ভবিতব্য আছে কি-না ইত্যাদি এমন এক জাতীয় জ্ঞান যা জীবিত মানুষের পক্ষে আয়ত্ব করা অসম্ভব।[১৫৬]

৮ অতীতকে নিয়ে নব্য পুরাণ

উইনস্ট্যানলিকে ঘিরে বিস্ময়ের যেন শেষ নেই; এবং তার মধ্যে সেরা বিস্ময় হচ্ছে যে, তিনি পৌরাণিক কাহিনীর আকারে বাইবেলের উপাদানগুলিকে কাজে লাগিয়েছেন। এ-বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরী 'ফ্যামিলি অফ লভ'-কে অভিযুক্ত করা হয় এই বলে যে, তারা বাইবেলের বিভিন্ন অংশকে, বিশেষ করে পতনের কাহিনীটিকে রূপকাশ্রয়ী করে তুলেছে।[১৫৭] র‍্যান্টারদের মধ্যে অনেকেও ঠিক তাই করেছে। জোসেফ সলমনের শিক্ষা হচ্ছে যে, প্রকৃত খ্রিস্টান কখনো বাইবেলের মধ্যে ইতিহাসের যথার্থতা খুঁজতে যায় না। 'আত্মিক শক্তির প্রসাদে সে বিশ্বাস করে যে, রহস্যময়তার মধ্য দিয়েই এই ইতিহাস পরীক্ষিত হবে.....খ্রিস্টই আমাদের জন্যে ইতিহাস এবং আমাদের ভেতরের খ্রিস্টই হলেন যাবতীয় রহস্যময়তার আধার।'[১৫৮] অ্যাবাইজার কোপ্ তাঁর প্রথমদিককার এক পুস্তিকায় 'সর্ব গানের সেরা গান' (Song of Songs) চিত্রকল্পটিকে

১৫৪. স্যাবাইন, পৃ. ৪৩৪। তু.—এল ক্লার্কসন, *আ সিঙ্গল আই* (১৬৫০)।
১৫৫. ঐ, পৃ. ৫৬৭-৯, ৪৭১। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৩২, ৮ অধ্যায়।
১৫৬. ঐ, পৃ. ৫৬৫ ; তু.—আর. ও[ভারটন], *মেন হোলি মরটাল* (২য় সং. ১৬৫৫) পৃ. ২৩-৪।
১৫৭. পারকিনস, *ওয়র্কস* (১৬১৭-১৮) খণ্ড ৩, পৃ. ৩৯২ ; এইচ. ক্লাপহাম, *এরর অন দ রাইট হ্যাণ্ড* (১৬০৮) পৃ. ৪৬।
১৫৮. সলমন, *অ্যান্টি-ক্রাইস্ট ইন ম্যান* (১৬৪৭) পৃ. ২৭।

পুরুষরূপী খ্রিস্ট ও নররূপী নারীর মধ্যে যৌনমিলন রূপে চিত্রিত করেছেন।[১৫৯] হাগার ও ইশমাল এবং সারা ও আইজ্যাক প্রমুখের কাহিনী সবই রূপক; আবরেরির মতে কিন্তু 'তারা সবাই সত্যিকারের মানুষ।'[১৬০] কোয়েকারদের সম্পর্কেও এই অভিযোগ আনা হয় যে, 'তারা সবকিছুকেই রূপকাশ্রয়ী করে তুলেছে অথবা তাদের অন্তরে খ্রিস্টের অধিষ্ঠান দাবি করে।'[১৬১] দৃষ্টান্তস্বরূপ তারা পুনরুত্থানের কাহিনীকে এত বেশি পুরাণাশ্রয়ী করে ফেলেছে যে, সহজবুদ্ধিতে যা ধর্মান্তরকরণ সেটাও তাদের মতে পুনরুত্থান।[১৬২]

মনের স্বভাব তখনো মধ্যযুগীয়। ক্যালভিনও শেখালেন যে, ভগবান স্বয়ং শ্রোতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ল্যাটিনভাষায় লেখা শাস্ত্রের রূপকাশ্রয়ী ব্যাখ্যা স্বচ্ছন্দে করতে পারেন যাজক সম্প্রদায় যেহেতু তার অখণ্ড পবিত্রতা সম্পর্কে সবাই সন্দেহমুক্ত। কিন্তু একজন আটপৌরে মিস্ত্রী যখন মাতৃভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত বাইবেলের নিজস্ব রূপকাশ্রয়ী ব্যাখ্যা দিতে থাকে সেটা তখন অন্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়; কারণ, এই গ্রন্থ সকলেরই নাগালের মধ্যে। তাছাড়া, প্রতিবাদী সমালোচকের দৃষ্টিতে যখন বাইবেলকে তন্ন তন্ন করে অধ্যয়ন করা হচ্ছে এবং বাধা বন্ধনহীন মুক্ত বাতাবরণে যখন আলোচনার আসরে সংশয়বাদ বারবার মাথা চাড়া দিচ্ছে ও আসন্ন স্বর্গরাজ্যের কল্পনায় যখন সবাই বিভোর তখন এ-জাতীয় ঘটনা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়।

কোনো কোনো বিষয়ে শুধু মিলটনের নয়, উইনস্ট্যানলি অনুগামী ছিলেন ভিকো এবং ব্লেকের। ধর্মশাস্ত্রের আখ্যানভাগ সম্পর্কে তাঁর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রকট। ওয়ালউইন ও ক্লার্কসনের মতো তাঁরও দৃষ্টিতে স্ববিরোধী কাহিনীগুলি এড়িয়ে যায় নি; যেমন বাইবেল বলছে, আদমের আগেও মানুষের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু বাইবেলকে নিছক হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে উইনস্ট্যানলি নঙর্থক দৃষ্টি থেকে এগুলি বাছাই করেন নি; তাঁর আসল বক্তব্য হচ্ছে আদম-ঈভ কাহিনীকে আক্ষরিক অর্থে নয় আলঙ্কারিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে।[১৬৩] র‍্যান্টার গোষ্ঠী, ক্লিমেন্ট রাইটার এবং কোয়েকারপন্থী স্যামুয়েল ফিশারের মতো তিনিও পরোক্ষভাবে বাইবেলের ঐশীমহিমাকে অগ্রাহ্য করেন।[১৬৪] তিনি কখনো বাইবেলের যথার্থতা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি। 'চোখে পড়ার মতো এ-সব জিনিস থাকলে ভালো, না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই।' 'সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থমালা হচ্ছে চর্মচক্ষুর সামনে তুলে ধরার জন্য অক্ষরে সাজানো আধ্যাত্মিক রহস্যময়তার আলেখ্যময় প্রতিবেদন মাত্র। কিন্তু তার বেশিরভাগকেই দেখতে হলে,বুঝতে হলে, আত্মিক দৃষ্টির প্রয়োজন।' যে-সত্য সম্পর্কে মানুষ ইতিমধ্যেই নিঃসন্দেহ, তাকে আরো ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে বাইবেলকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সম্পত্তির সামাজিকীকরণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে উইনস্ট্যানলি বাইবেলের ৪।৩২ চিহ্নিত অধ্যায়টির সদ্ব্যবহার করতে ইচ্ছুক।[১৬৫]

'কুমারী মাতৃত্বে'র কাহিনী নিশ্চয়ই রূপক এবং পুনরুত্থান কাহিনীও তাই।[১৬৬] 'মাটির চাঙরের তলায় একটি গমের দানা যেমন চাপা পড়ে থাকে তেমনি খ্রিস্টও কবরের মাটির নিচে

১৫৯. [কোপ] *সাম সুইট সিপস অফ সাম স্পিরিচুয়াল ওয়াইন* (১৬৪৯), পৃ. ১০-১১, এবং আরো অন্যান্য পৃষ্ঠা; তু.—রিচার্ড কোপিন, বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬৩. ৯ অধ্যায়ে উদ্ধৃত।

১৬০. ডব্লিউ. ই., *দ ম্যাড ম্যানস প্লী* (১৬৫৩) পৃ. ১ ; তু.—বোথামলি, বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬২. ৯ অধ্যায়ে উদ্ধৃত।

১৬১. জে. কেইন, *ট্রুথ উইথ টাইম* (১৬৫৬)।

১৬২. জি. এফ. নুটাল, *জেমস নেইলার : আ ফ্রেশ অ্যাপ্রোচ* (জার্নাল অফ দ ফ্রেন্ডস' হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, সাপ্লিমেন্ট ২৬) পৃ. ১৪-১৫।

১৬৩. স্যাবাইন, পৃ. ২১০ ; তু.—ওয়ালউইন, এইচ. অ্যাণ্ড ডি.-র পৃ. ২৯৮-এ। জন রজার-এর মতো এলিজাবেথীয় ফ্যামিলিপন্থীদের ভাবনায় ছিল আদম পূর্ববর্তী জগতের 'পরে বিশ্বাসের কথা (*দ ডিসপ্লেইং অফ দ ফ্যামিলি অফ লাভ*, ১৫৭৮) এবং টমাস নাশে-র মতো র‍্যালের আশ্রিত ব্যক্তি টমাস হ্যারিয়টও এই ভাবনার অধিকারী ছিলেন (*ওয়র্কস*, সম্পা.—আর. বি. ম্যাককেরো, খণ্ড ১, পৃ. ২৭১)।

১৬৪. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৮৯-৯৫, ১০ অধ্যায়।

১৬৫. স্যাবাইন, পৃ. ৪৬২, ১১৬, ১২৮-৯, ২০৪ ; তু.—পৃ. ৫৩৬। ১৬৬. স্যাবাইন, পৃ. ৪৮০।

শুয়েছিলেন। তারপর তোমাদের দেহের শক্তিতে তিনি শরীরী হয়ে যাবতীয় দুর্নীতি আর মেঘলোকের ঊর্ধ্বে উঠে দাঁড়িয়ে দুপায়ে মাড়াতে লাগলেন যাবতীয় অভিশাপ; অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এটা অনুভব করতে হবে।' উইনস্ট্যানলির কাছে বোধ হয় এছাড়া পুনরুজ্জীবন অথবা উত্থানের অন্য কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।[১৬৭] মৃতের পুনরুজ্জীবন আমাদের জীবদ্দশায় এই পৃথিবীতেই ঘটে থাকে; শেষবিচারের দিন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং কেউ কেউ এরই মধ্যে স্বর্গরাজ্যে বসবাস করছে।[১৬৮] লোভ-লালসা বর্জন ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই হলো 'নতুন স্বর্গ ও এক নতুন পৃথিবী'। তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে, ইহুদিদের প্রতি আহ্বান বাণী ও ইজরাইলের পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী মূলত, উইনস্ট্যানলির মতে, 'পৃথিবীকে সমবায় ভাণ্ডারে পরিণত করার এ এক উদ্যোগ' আর তার অনুমোদন জ্ঞাপন।[১৬৯] স্বাধীনতা ও শান্তিই হলো মুক্তি (salvation) 'পুত্র ও কন্যার শরীরের মাধ্যমেই খ্রিস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব সংঘটিত হবে। মানুষের অন্তরে অধিষ্ঠিত খ্রিস্ট ছাড়া অন্য কোনো খ্রিস্টের ভজনা তখনই বন্ধ হয়ে যাবে।'[১৭০]

রূপকের অর্থে না গ্রহণ করলে, উইনস্ট্যানলির মতে, ইডেন উদ্যানের কাহিনী, গালগল্প ছাড়া আর কিছু নয়। 'ধর্মপ্রচারকরা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মানুষকে এই বলে ঠকিয়েছে যে, আদম নামের একটি লোক আপেল বলে কথিত কোনো একটি ফল খেয়ে আমাদের সমূহ সর্বনাশ ঘটিয়েছে।' আসলে 'তোমরাই হচ্ছো সেই মানব মানবী যারা নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেছ।' আদম প্রতিটি মানুষের লালসা-শক্তির প্রতীক মাত্র।[১৭১] 'যে আপেল প্রথম মানুষটি খেয়েছে···সেটা আসলে সৃষ্টির বস্তু সম্ভার।' 'আমরা আদমকে প্রতিদিন রাস্তায় চলতে ফিরতে দেখতে পাই।' মার্ভেল অথবা মিলটনের মতো উদ্যানের প্রতীকী রূপ উইনস্ট্যানলির কাছেও অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। ইডেন হলো মানবসমাজ।[১৭২] এই ইডেনেই একদিকে যুক্তি ও অপরদিকে লালসারঞ্জিত কল্পনার অবিরাম দ্বন্দ্ব চলছে । 'মানুষের নিষ্পাপ মন অথবা সরল হৃদয়ের অস্তিত্ব কেবল ছ-হাজার বছর আগে সম্ভব ছিল তা নয়, মানবজাতির প্রতিটি অংশকে যুগে যুগে সেই স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। এই হচ্ছে সেই অঙিনা অথবা স্বর্গ যেখানে মাইকেল ও ড্রাগন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের লড়াই লড়ছে।' এবং সেই লড়াই আজও চলেছে। 'পোপ, শয়তান, পশু অথবা অন্ধকারের শক্তিকে চাক্ষুষ করার জন্য কারও রোমে যাবার দরকার নেই; অথবা অন্য কারো পরামর্শ মতো মাটির নিচে নরক দর্শনেরও প্রয়োজন নেই। অথবা জীবনের আক্ষরিক রূপ খ্রিস্ট দর্শনের জন্য মেঘলোকের ওপরে স্বর্গে যাওয়াও অনাবশ্যক। কারণ মানুষের মধ্যে যে সুরাসুরের দ্বন্দ্ব চলেছে সেখানেই এই দুই বিবদমান শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।"[১৭৩]

বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের চেয়ে আধ্যাত্মিক অর্থবহ কাব্যের ব্যঞ্জনাই উইনস্ট্যানলির কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ তার সহায়তায় তিনি 'পতনে'র পৌরাণিক কাহিনীকে নর্মান বিজয়ের পুরাকাহিনীর সঙ্গে একাসনে বসাতে পেরেছেন, 'ইজরাইল যেভাবে শেষবারের মতো শত্রুর পদানত হলো, ঠিক সেভাবে নর্মানরাও ইংলণ্ডকে পদানত করেছে।'[১৭৪] ঠিক একইভাবে কেইন ও আবেল এবং ইসাউ ও জেকব গল্পকে রূপকের মতো ধরে নিয়ে তিনি ছোটো ভাইকে 'দরিদ্র উৎপীড়িত' লোক ও বড় ভাইকে ধনী নিষ্কর জমির মালিক রূপে চিহ্নিত করেছেন।[১৭৫]

১৬৭. ঐ, পৃ. ১১৩-১১৭, ১৭৩, ২১৫ ; তু.—*দ সেইন্টস প্যারাডাইস*, পৃ. ২১, ৮২-৩।
১৬৮. স্যাবাইন, পৃ. ২২৯-৩১, ২৩৪-৫ ; তু.—পৃ. ৪৬৩, ৪৮৪।
১৬৯. ঐ, পৃ. ১৮৪, ২৬০।
১৭০. ঐ, পৃ. ২৬২, ১৬১-৪, ২৬৪ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের প. ১১০, এই অধ্যায়।
১৭১. ঐ, পৃ. ২০৩, ২১০-১৮ ; তু.—পৃ. ৪৪৬, ৪৫৭ ; *দ সেইন্টস প্যারাডাইস*, পৃ. ৯০-৭, ১২৬-৩৪।
১৭২. ঐ, পৃ. ১৭৬, ১২০, ৪৫৭-৯ ; তু.—পৃ. ২৫১।
১৭৩. ঐ, পৃ. ৪৮০-১, ১৭৬;
১৭৪. ঐ, পৃ. ২৫৯ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১০০, এই অধ্যায়।
১৭৫. স্যাবাইন. পৃ ২৮৮-৯ ; তু.—পৃ. ২৫৩, ২৫৬, ৩২৩, ৪২৫, ৪৯০, ৬৭৩-৫।

সম্ভবত উইনস্ট্যানলির লেখা নয় এমন একটি ডিগার পুস্তিকায় বলা হচ্ছে : 'সমস্ত জমিদারদের মধ্যে কেইন এখনো জীবিত।'[১৭৬] কিন্তু, উইনস্ট্যানলি কল্পিত ছোটো ভাই বলছে, 'জমিতে আমার জন্মগত অধিকার।' ভগবান কোনো মানুষকেই খাতির করেন না। তার জবাবে অন্যান্য সপ্তদশ শতকীয় যাজকদের মতো বড় ভাই শাস্ত্রবচন উদ্‌ধৃত করতে চাইছে। কিন্তু 'যদিও জ্যাকবের হাল খুবই খারাপ—তার সময় এসে গেছে।' সে এখন ইসাউ-এর জায়গা নেবে এবং 'জন্মস্বত্ব ও তার থেকে আশীর্বাদ দুইই সে লাভ করবে।'[১৭৭] দুই ভাই নিয়ে রচিত পুরাণকল্প আরো আলোচনা সাপেক্ষ। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নরফোক থেকে প্রচারিত এক পুস্তিকায় বলা হচ্ছে : 'ইসাউ দিয়ে পুরাতন জগতের অবসান সূচিত হলো।' 'জ্যাকবের রাজত্ব অর্থাৎ সাধুদের রাজত্বে নতুন যুগও সূচিত হলো।'[১৭৮] র‍্যান্টারপন্থী অ্যাবাইজার কোপ্ 'সাধু আবেলের রক্তের' সঙ্গে 'গুলিতে নিহত লেভেলারদের রক্তের' যোগসূত্র স্থাপন করেছেন।[১৭৯] জর্জ ফক্স ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে পুরাণকল্প কাজে লাগিয়েছেন।[১৮০] বুনিয়ান লিখছেন, 'কেইনের জ্ঞাতিগুষ্ঠিরা' হচ্ছে 'জমিদার প্রভু ও শাসকের দল' এবং 'আবেল ও তার প্রজন্মের কাঁধে রয়েছে উৎপীড়নের জোয়াল।'[১৮১]

সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডে ছোটো ভাইদের সমস্যা যে কত বাস্তব ছিল সেটা ড. থার্স্ক দেখিয়েছেন।[১৮২] একমাত্র বড় ছেলেতেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্তাবে—এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ যে কত ব্যাপক এবং তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তা ঐতিহাসিকরাও সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। এই প্রতিবাদের শরিকদের মধ্যে রয়েছেন লেভেলারপন্থী হিউ পিটার, জেমস হ্যারিংটন, উইলিয়ম শেপার্ড, চ্যাম্পিয়ানাস্ নর্থটোনাস্ (১৬৫৫), রবার্ট ওয়াইজম্যান (১৬৫৬), উইলিয়ম কোভেল, উইলিয়ম স্প্রিগ এবং *গণ্ডগোল* (*Chaos*)-এর অজ্ঞাতনামা লেখক। ১৬৬১ সালে ভেনারের পঞ্চম রাজতন্ত্রী বিদ্রোহের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, 'বড় ভাইদের একচেটিয়া ক্ষমতাকে' চূর্ণ করার জন্য এই অযৌক্তিক উত্তরাধিকার আইনকে খারিজ করা।[১৮৩] ১৬৬২ সালের পর জায়গাজমিওয়ালা পরিবারগুলি থেকে যারা কোয়েকার সম্প্রদায়ে যোগদান করেছে সেই নবদীক্ষিতদের অধিকাংশই পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র অথবা কন্যা যারা পিতৃপুরুষের কর্তৃত্ব বরদাস্ত করতে একেবারেই নারাজ।[১৮৪] কিন্তু র‍্যাডিকালরা তার মধ্যে গভীর পৌরাণিক তাৎপর্যের ইঙ্গিত খুঁজে পেল। কারণ, সম্পত্তির পরিমাণ যাই হোক না কেন, তার মধ্যে নিহিত জন্মস্বত্ব পূর্ব পুরুষ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার। সম্পত্তি জন্মগত স্বাধীনতার মর্যাদাবাহী।

১৭৬. টমাস, 'অ্যানাদার ডিগার ব্রডসাইড', পৃ. ৬১।
১৭৭. স্যাবাইন, পৃ. ১৪৯, ১৭৩, ১৭৬-৯, ৫৬৯ ; তু.—পৃ. ১৮৯, ২০৬, ২২৮, ৪৮০। বাইবেলে, জ্যাকব তার বড় ভাইকে ভয় দেখিয়ে তার জন্মগত অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য করে এক বাটি সুপ এর বিনিময়ে—উইনস্ট্যানলি এইটির দিকে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি।
১৭৮. *সার্টেন কোয়ারিজ প্রেজেন্টেড বাই মেনি ক্রিশ্চিয়ান পিপল* (১৬৪৯) উইহাউসের পৃ. ২৪৪-এ।
১৭৯. কোপ, *দ ফিয়ারি ফ্লাইং রোল*, ভাগ ১, পৃ. ১-৫।
১৮০. ফক্স, *দ ল্যাম্বস অফিসার* (১৬৫৯) পৃ. ১৯।
১৮১. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৪৫ ; তু.—মর্টন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯, যিনি নিজের জ্ঞানানুসারেই কোপ ও বুনিয়ানকে মিলিয়েছেন। এছাড়াও জ্যাকব ও ইসাউ-এর জন্যে দ্র.—জি. স্মিথ, *ইংলণ্ডস প্রেসারস, অর, দ পিপলস কমপ্লেন্ট* (১৬৪৫) পৃ. ৪-৫ ; আর. কেপিন, *ডিভাইন টিচিংস*, ভাগ ২ (১৬৫৩) পৃ. ৫২ ; ডব্লিউ স্প্রিগ , *আ মডেস্ট প্লী ফর অ্যান ইকোয়াল কমনওয়েলথ* (১৬৫৯) পৃ. ৫৪ ; কেইন ও আবেল-এর জন্য দ্র —স্যার. এইচ. ভেন, *দ রিটায়ার্ড ম্যানস মেডিটেশনস* (১৬৫৫) পৃ. ১৭৩।
১৮২. জে. থার্স্ক, 'ইয়ংগার সনস ইন দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি,' *হিষ্ট্রি*, খণ্ড ৫৪, পৃ. ৩৫৮-৭৭।
১৮৩. ডি. ভিয়াল, *দ পপুলার মুভমেন্ট ফর ল রিফর্ম ইন ইংলণ্ড, ১৬৪০-১৬৬০* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৭০) পৃ. ২১৭-১৯ ; থার্স্ক, 'ইয়ংগার সনস'. পৃ. ৩৬৯-৭১ ; কোভেল, *আ ডিক্লারেশন আনটু দ পার্লামেন্ট* (১৬৫৯) পৃ. ১৭ ; [অজ্ঞাত] *আ ডোর অফ হোপ* (১৬৬১)।
১৮৪. আর. টি. ভ্যান, 'কোয়েকারইজম অ্যাণ্ড দ সোস্যাল স্ট্রাকচার ইন দ ইনটাররেগনাম', *পি. অ্যাণ্ড পি.*, ৪৩, পৃ. ৯১।

যদিও, জন বুনিয়ানের মতো কেউ কেউ হয়তো এই জন্মস্বত্বকে বিক্রি করতে আগ্রহী ছিলেন।[১৮৫] উত্তরাধিকার সপ্তদশ শতকীয় সমাজের মেরুদণ্ড। আয়ারটনের সম্পত্তির পক্ষে ওকালতি অথবা আজন্ম স্বাধীন ইংরেজদের অধিকারের সপক্ষে লেভেলারদের দাবির মূলে রয়েছে এই উত্তরাধিকার। আদি পাপ-তত্ত্বের নিহিতার্থ হলো আদমের অপরাধের ভাগীদার হবে পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত মানুষ। অনুরূপভাবে আদি-চুক্তি-তত্ত্ব অনুযায়ী ভবিষ্যতের মানুষ চিরদিনের জন্য প্রকৃতির রাজ্যের অধিবাসী মানুষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য থাকবে।[১৮৬]

উইনস্ট্যানলি অন্যান্য লৌকিক বিশ্বাসকেও কাজে লাগান এবং তাদের রূপান্তর সাধন করেন। তারই একটি 'শাশ্বত সুসমাচার' দ্বাদশ শতকের ফিওরের বাসিন্দা জোয়াসিম যার রচয়িতা বলে জানা যায়। উক্ত প্রবচনানুসারে মানবসমাজের ইতিহাস তিনটি যুগে বিভক্ত : পতনের কাল থেকে খ্রিস্টের মৃত্যু পর্যন্ত পিতার যুগ তথা আইনের যুগ; পুত্রের যুগ তথা সুসমাচারের যুগ; তৃতীয় যুগ –আত্মার যুগ অর্থাৎ বর্তমান কাল। এই যুগে পবিত্র আত্মা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাকে চলমান বিধিবিধান থেকে মুক্ত করে। এটা আসলে এক নাস্তিক তত্ত্ব যা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক চার্চের কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে না, তারই সঙ্গে আত্মার স্থান নির্দিষ্ট করে মানুষের ভেতরে এবং শাস্ত্রবচনের ওপরে। ফ্যামিলিপন্থীরা ও জ্যাকব বোহেমি এই তত্ত্বকে কাজে লাগান এবং ১৬৪০-এর দশকে গোটা ইংলণ্ডে এটা ছড়িয়ে পড়ে।[১৮৭]

অসামান্য কল্পনাশক্তির অধিকারী উইনস্ট্যানলি এই রহস্যোদঘাটনমূলক দিব্য দর্শনকে যুক্তিবাদী ও গণতন্ত্রের তত্ত্বে রূপান্তরিত করেন। ভগবানের সঙ্গে যুক্তি এবং যুক্তির সঙ্গে নিখিল বিশ্বের নিয়মের সমীকরণ তাঁর মতে, এটাই মূল বিষয়। তৃতীয় যুগ সবে শুরু এবং 'শাশ্বত সুসমাচার তথা স্বয়ং প্রভু পুত্র কন্যাদের শরীর ধারণ করে রাজত্ব করতে উদ্যত।' নিখিল বিশ্বজুড়ে পরিব্যপ্ত যুক্তির কাছে প্রত্যাবর্তন করবে তাদের হৃদয় ফিরে যাবে 'সেই আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে যা মানুষের যুক্তিকে ঠিক পথে ঠিক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করছে।' যুক্তির নিয়মাধীন প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সন্তান। 'মাঠে বিচরণকারী পশুদের মতো তো আর সে ভগবানকে শাসক রূপে তার বাইরে দেখে না।' কারণ তার শাসক যে বাস করে তারই ভেতরে বিবেক অথবা প্রেম অথবা যুক্তি যে নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন। এটাই খ্রিস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব; যার পর কোনো 'এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে খ্রিস্টত্ব আরোপ করার কথাবার্তা স্তব্ধ হোক্' এবং 'প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত সাধুতা ও প্রজ্ঞার সামনে' সেই প্রয়াস বন্ধ হোক।[১৮৮]

খ্রিস্ট বিরোধী প্রবচনটি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার পুনর্মূল্যায়নেরও ঠিক একইভাবে সূত্রপাত ঘটে। গোঁড়া ধার্মিকদের মতে, পোপ হচ্ছে খ্রিস্ট বিরোধী। আরো যারা বাম-ঘেঁষা পিউরিটান

১৮৫. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ১, পৃ. ২২-৪, ৩৪-৫ ; খণ্ড ২, পৃ. ৪৪২-৫২ ; তু.—জে. লিন্ডসে, *জন বুনিয়ান* (১৯৩৭) অধ্যায় ৯, এবং এ. এল. মর্টন, 'দ ওয়র্ল্ড অফ জোনাথন সুইফট', *মার্কসইজম টু-ডে*, ডিসেম্বর ১৯৬৭, পৃ. ৩৬৯। আইরিশ কৃষকরা নিজেরাই সুইফটকে বিক্রি করেছিল।

১৮৬. স্যাবাইন, পৃ. ৫৩০ ; দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১১৪-৭, ৮ অধ্যায়।

১৮৭. শ্রীযুত মর্টন শাশ্বত সুসমাচারের তত্ত্ব পেয়েছিলেন ক্রিসপ, সল্টমার্শ, কোলিয়ার এবং কোপ-এর রচনায় (*দ ম্যাটার অফ ব্রিটেন*, ১৯৬৬, পৃ. ১০৩)। আমরা এখানে আরো যোগ করছি হেনরি ডেনিকে (এর্ডওয়র্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ১. পৃ. ২৩) ; জন ওয়ার (*অ্যাডামিনসট্রেশনস সিভিল অ্যাণ্ড স্পিরিচুয়াল*, ১৬৪৮, পৃ. ২৩, ৪২—দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.২০৩-৪ ১২ অধ্যায়) ; মেজর-জেনারেল হ্যারিসন (সি. এইচ. সিম্পকিনসন, *টমাস হ্যারিসন*, ১৯০৫, পৃ. ১৩২) ; উইলিয়ম ডেল (*সেভারেল সারমনস*, পৃ. ২৬-৭) ; আইজাক পেনিংটন (*ওয়র্কস*, ৩য় সং. ১৭৮৪, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৯৪-৫০০) এবং জর্জ ফক্স (*দ ল্যাম্বস অফিসার*, ১৬৫৯, পৃ. ১৩)। টমাস এডওয়র্ডস শাশ্বত সুসমাচারের বিশ্বজনীন পরিত্রাণের তত্ত্বের সঙ্গে একীভূত করেছেন (*গাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ২২) : তু.—ব্লেক, *দ এভারলাস্টিং গসপেল* এবং বর্তমান গ্রন্থের পৃ২৮১-২,পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য।

১৮৮. স্যাবাইন, পৃ. ১০০, ১০৫, ১২২, ১৬২-৩, ১৬৯, ১৯৮, ৪৫৩, ৪৫৮। 'আমি আলোকের অর্থ ধরে নিয়েছি মানুষের পবিত্র আত্মাকে, যাকে আমরা যুক্তি (Reason) বলি ; এবং যা কোনো বস্তুকে ঠিকভাবে প্রতিফলিত করে তাকেই আমরা বলি নৈতিকতা' (*লাইট সাইনিং ইন বাকিংহ্যামশায়ার*, স্যাবাইন-এর, পৃ. ৬১১-য়), এটি উইনস্ট্যানলির *ট্রুথ লিফটিং আপ ইটস হেড*-এর প্রতিধ্বনি মাত্র। এবং এই বক্তব্য শেষপর্যন্ত ঈশ্বরই জয়ী হবে—এই ধারণার দিকে দিকনির্দেশ করে (দ্র.—ডব্লিউ এম্পসন, *মিলটনস গড*, ১৯৬১, পৃ. ১৩০-৪৬)।

তাদের মতে সমস্ত বিশপ ও গোটা ইংরেজ চার্চ প্রতিষ্ঠানটিই খ্রিস্ট-বিরোধী। তারা আরো মনে-করে যে, গৃহযুদ্ধ আসলে খ্রিস্ট বনাম খ্রিস্ট বিরোধীদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ। উইনস্ট্যানলি এই ধারণাটিকেও আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে লোলুপতা অথবা আত্মপরায়ণতার আধার সম্পত্তিকেও খ্রিস্ট বিরোধী বলে চিহ্নিত করেন।[১৮৯]

তাঁর মতে 'খ্রিস্ট বিরোধী বন্দী দশার অবসান হতে চলেছে'; কিন্তু গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে খ্রিস্ট বিরোধী শক্তির উৎখাত এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। এখনো 'পশু বনাম পশু এবং লোলুপতা ও দম্ভ বনাম লোলুপতা ও দম্ভের মধ্যে' যুদ্ধ অব্যাহত।[১৯০] 'যে সরকার এই পৃথিবীতে সব কিছু ভোগ করার স্বাধীনতা দেয় ভদ্রলোকদের আর গরীব সাধারণকে তার প্রাপ্য অংশটুকুও দিতে চায় না সে সরকার অলীক ও আত্মসর্বস্ব খ্রিস্ট বিরোধী' অতএব তাকে অবশ্যই উৎখাত করতে হবে। উইনস্ট্যানলি আশা করেন যে, ইংলণ্ডই হবে প্রথম দেশ যে 'পাশবিক রাজকীয় সম্পত্তি'র অবসান ঘটাবে।[১৯১]

যেহেতু উইনস্ট্যানলির ভগবান বহির্জগতে পরিদৃশ্যমান, অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অতিশয় মূল্যবান কারণ তার মাধ্যমে এই জগৎ আমাদের কাছে ধরা দেয়। মানুষকে নিজের মধ্যে বাস করতে হবে, নিজের বাইরে নয়। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাঁচতে হবে –অসার কল্পনা অথবা জনশ্রুতিমূলক তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে নয়। এই নরলোকই ভগবানের উদ্যান যেখানে তিনি মহানন্দে চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন।[১৯২] আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ভগবানকে জানতে-বুঝতে পারি। 'যে কোনো স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ দেখে, শুনে, চেখে, শুঁকে, ছুঁয়ে' ভগবান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।[১৯৩] সেটাই 'সহজ সরল হৃদয়বত্তা অথবা নিষ্পাপ অবস্থা' যখন মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি যার যার মতো সক্রিয় থাকে। যখন মানুষ প্রত্যক্ষ বস্তুপুঞ্জের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তখন কল্পনাশক্তি 'পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে বিপথগামী করে' এবং তার ফলে সূচিত হয় হব্‌স্ কথিত প্রকৃতিরাজ্য যার পরিণাম যুদ্ধের সূচনাকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের জন্য কোনো সুখ থাকতে পারে না ; সেটা সম্ভব তখনই 'যখন স্বার্থান্ধ, অলীক, লোলুপ, প্রাণঘাতী শক্তি' সরে গিয়ে শুধু ভগবান এই জীবন-জগৎ-আত্মা তথা পৃথিবীর অথবা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হয়ে বিরাজ করবে।'[১৯৪] উইনস্ট্যানলি গভীর আবেগভরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বর্গলোকের পার্থিব রূপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, 'ওহে জনশ্রুতি প্রচারকেরা, মানুষকে এই বলে আর প্রতারিত কোরো না যে, যতদিন না এই দেহ ধুলোয় গিয়ে মিশছে ততদিন জানা যাবে না ঐশ্বরিক মহিমা কাকে বলে। আমি তোমাদের বলছি, মহান রহস্যের আবির্ভাব সূচিত হচ্ছে এবং চর্মচক্ষু দিয়েই তাকে প্রত্যক্ষ করা যাবে। এবং মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই সেই মহিমার অংশ লাভ করবে।' 'পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাইরে যাবতীয় দৃশ্যমান মহিমা আসলে ক্ষণস্থায়ী এবং তোমাদের ধর্মপ্রচারক-কথিত স্বর্গলোকও তাই।' স্বর্গ এখানে এবং এই পৃথিবীতে। তাঁর পরিচিত তীব্র শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে, উইনস্ট্যানলি 'দাম্ভিক পুরোহিতদের' ডাক দিয়ে বলেছেন 'তাদের পেশা ছেড়ে দিয়ে' আমাদের ভগবানের কাছে নত হতে।'[১৯৫] আসলে তিনি আক্ষরিকভাবে তাদের নরদেবতার কাছে নতশির হতে বলেছেন। ডিগারদের গানের শেষ পঙ্‌ক্তিটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক : '*এখানেই* মহিমার অস্তিত্ব যেহেতু সবাই ডিগার।'[১৯৬] যদি ভগবান সর্বত্র বিরাজমান হয়, এবং বস্তুই হয় ভগবান তাহলে পবিত্রতা ও পার্থিবতার মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। সর্বেশ্বরবাদ উত্তীর্ণ হয় পার্থিবতায়।

১৮৯. স্যাবাইন, পৃ. ৩৮৫, ২০৩ ; তু.—পৃ. ২৪৮, ২৭০, ৩৩৪, ৩৮৩।
১৯০. ঐ, পৃ. ২৩০, ২৯৭ ; তু.—পৃ. ৪৫৭।
১৯১. ঐ, পৃ. ৩৮৫, ৩৯৫, ৪৭২ ; তু.—পৃ. ৬১৩, ৬৩১, ৬৩৬-৭। দ্র.—আমার *আন্টিক্রাইস্ট ইন সেভেনটিনথ-সেঞ্চুরি ইংলণ্ড*, পৃ. ১১৬-১১৮।
১৯২. স্যাবাইন, পৃ. ৪৫৮-৯, ৪৫২ ; তু.—পৃ. ৪৫৪, ৪৬৮, ৪৭৭-৮। ১৯৩. ঐ, পৃ. ১৬৫ ; তু.—পৃ. ২৫১।
১৯৪. স্যাবাইন, পৃ. ৪৫৫, ৪৮৫-৬ ; তু.—পৃ. ৩৯৯ এবং বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট ১।
১৯৫. ঐ, পৃ. ১৬৯-৭০, ২২৭, ১৪৫। বাঁকা হরফ বর্তমান লেখকের।
১৯৬. ফার্থ সম্পাদিত, *ক্লার্ক পেপারস*, খণ্ড ২, পৃ. ২২৪।

৮ পাপ ও নরক

পাপ ও স্খলন বলে আর কিছু নেই ... অতএব ভয়াবহ, নারকীয়, ধৃষ্ট ও দুর্বিনীত বজ্জাতের মতো কাকে পাপ বলে বা বলে না—তা বিচার করতে বসো না।

অ্যা বা ই জা র কো প, *আ ফিয়ারি ফ্লাইং রোল*, ভাগ ১ (১৬৪৯) অধ্যায় ২।

১ পা প ও স মা জ

ইডেন উদ্যান, আরকেডিয়া অথবা সুবর্ণময় যুগ বা ঐ-জাতীয় কল্পকাহিনী প্রায় অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে প্রচলিত। অতীতের মানুষের জীবন ছিল সুখী ও পাপমুক্ত। কিন্তু সে-জীবন আজ হারিয়ে গেছে এবং বর্তমান মানবজীবন দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির অধীন। মানুষ মূলত পাপী—ভগবানকে তুষ্ট করার জন্য যাগযজ্ঞাদি যাই করা হোক্ না কেন ইহলোকে ভগবানকে কখনো পুরোপুরি তুষ্ট করা যাবে না। সুখের জন্য আমাদের পরলোকের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। প্রতিটি বিশিষ্ট ধর্মের আওতায় পরলোকের একই ছবি—অর্থাৎ এই পার্থিব সমাজেরই প্রতিচ্ছবি : মুষ্টিমেয় মানুষ পরম সুখী ও বাকিরা সবাই যন্ত্রণাবিদ্ধ। অবশ্য মৃত্যুর পর এই অবস্থা উল্টে যেতে পারে। তবে কতকগুলি প্রতিবাদী ধর্ম-আন্দোলন সকলের জন্য নিদেনপক্ষে নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের জন্য ঢালাও মুক্তির দাবি জানিয়েছে। কিন্তু যতদিন বনেদী চার্চ-কর্তৃপক্ষ নিজেদের একচেটিয়া ক্ষমতা অটুট রাখতে পেরেছে ততদিন এ-জাতীয় চিন্তাধারাকে আদৌ বরদাস্ত করতে রাজি হয় নি। ইউরোপে সংস্কার আন্দোলনের পরেও এই অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল।

মান্ধাতা আমলের কলাকৌশল নির্ভর অসম কৃষিসমাজে মানুষ পুরোপুরি প্রকৃতির দয়ায় টিকে থাকত অজন্মা মানেই অনশন। আর মারী-মড়ক ও যুদ্ধবিগ্রহে তারা সদাই বিড়ম্বিত। এহেন অবস্থায় দুর্ভিক্ষ ও মড়ক যে মানুষের পাপের ফল বলে চিহ্নিত হবে এটা তো স্বাভাবিক। যতদিন মানুষের উৎপাদনের কৃৎকৌশল নিম্নমানের এবং প্রকৃতির দয়ানির্ভর ততদিন মানুষ ভগবানের কাছে একান্ত অসহায়। এবং ভগবান প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মতোই দুর্জ্ঞেয় অনিশ্চিত তার আচরণ। দারিদ্র্য ও সামাজিক-মর্যাদাহীনতার মতো পাপও বংশানুক্রমিক। প্রকৃতিকে বশীভূত করার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জনসমাজে জাদুবিদ্যা তখন বিশেষ সমাদৃত। সেটাও কিন্তু পুরোহিতদের করায়ত্ত এবং তার সাহায্যে তারা ভক্তসমাবেশে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করত। মানুষ যখন অসহায় ও হতাশাক্লিষ্ট, তখন সহজেই বোঝানো যেত যে, সে এক মহাপাপী। যেহেতু মানুষ মাত্রেই পাপী, অতএব অবস্থার সুপরিবর্তনের জন্য তার পক্ষ থেকে কোনোরকম চেষ্টা নিরর্থক। যদি অবশ্য তারা কোনো এক পুরোহিতের কাছে গিয়ে উপযুক্ত দান-দক্ষিণাসহ স্বীকারোক্তি করে তাহলে তখনকার মতো পাপের ভার থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব। প্রায়শ্চিত্ত-নিকেতন বা পার্গেটারির সু-বন্দোবস্তের দৌলতে মধ্যযুগীয় চার্চ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করেছে।[১] কিন্তু নগদ টাকার

১. ই. ট্রোয়েলৎস, *দ সোস্যাল টিচিং অফ দ ক্রিশ্চিয়ান চার্চেস*, অনু.—ও. ওঅন, (১৯৩১) খণ্ড ১, পৃ. ২৩৪ ; খণ্ড ২, পৃ. ৯২২।

বিনিময়ে পাপজনিত সাজা থেকে অব্যাহতি দানের বিধান-পত্র (indulgence) বিক্রি করতে গিয়ে চার্চের লোকজন বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলে। অগ্রসর কৃৎ-কৌশলের অধিকারী ব্যবসাদার ও কারিগর সমাজ মুক্তিপত্র নিয়ে এই ঢালাও ব্যবসার নিন্দা করতে থাকে। কারণ তারা ইতিমধ্যে নিজেদের দক্ষতা ও সামর্থ্যের দৌলতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। অথচ এই অর্থবান মানুষেরাই একদা পাপ-মুক্তিপত্রের কেনা-বেচার পৃষ্ঠপোষক ছিল ; আর লুথার যখন এই রেওয়াজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন তখন তারাই হয়ে গেল লুথার-সমর্থকদের প্রধান অংশ।

প্রোটেস্টান্ট ধর্মের আওতায় পাপবোধ মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়। পুরোহিতদের মধ্যস্থতা সেক্ষেত্রে অবান্তর যেহেতু নিজস্ব বিবেকই সব বিশ্বাসীর আপন পুরোহিত। বাইরের প্রায়শ্চিত্তবিধি ও পাপমুক্তির যাবতীয় অনুষ্ঠানাদির জায়গা নিয়েছে অন্তরমথিত অনুশোচনা। তার ফলে, কিছু মানুষ পাপের আতঙ্ক থেকে মুক্ত। যারা নিজের মধ্যে ভগবদ্‌শক্তি অনুভব করে তারা ঈশ্বর-মনোনীত রূপে জ্ঞাত। পুরোহিত ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যম ছাড়াই ভগবান সরাসরি তাদের বিবেকের সঙ্গে কথোপকথনরত। সব মানুষই পৌরোহিত্যের যোগ্য লুথারের এই তত্ত্ব চার্চের কর্তৃত্ব-বিন্যাস বিধ্বস্ত করে মানুষকে ভগবানের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। প্রোটেস্টান্ট ধর্মের মতে কিছু মানুষ মহামুক্তির জন্য নিয়তি নির্ধারিত এবং বাকিদের নরকবাস অনিবার্য। নিয়তিবাদই প্রোটেস্টান্ট ধর্মের আসল কথা এটা ভুল ধারণা ; সমাজে এর ব্যবহারিক গুরুত্ব হচ্ছে, ঈশ্বর মনোনীতেরা *স্বাধীন* মানুষ এবং ঈশ্বরের দয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই তাদের উদ্ভব এই অভিনব তত্ত্বের আত্মপ্রকাশ। অধিকাংশ মানুষই মূক পশু ও জড়বস্তুর মতো দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মৃত্যু জাতীয় প্রকৃতি ও সামাজের অন্ধশক্তির সামনে অসহায়। কারণ, তারা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত। কেবল ঈশ্বর মনোনীতরাই মুক্ত ; কারণ, যে-সব শক্তি বিশ্বকে চালিয়ে বেড়ায় তারা তার কাছে দুর্জ্ঞেয় নয়। ঈশ্বর মনোনীতরা ভগবানের অভিপ্রায় বোঝে ও তার সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং বিশ্ববিধাতার সঙ্গে সখ্যতার কল্যাণে তারা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ইহলোক ও পরলোক উভয় জীবনেই তাদের সমৃদ্ধি যে সুনিশ্চিত এ বিষয়ে তারা আশ্বস্ত।

সন্দেহ-সংশয়ের যন্ত্রণা জর্জর অদৃষ্টবাদের পীড়ন-আতিশয্য থেকে তারা মুক্ত। ঈশ্বরই কেবল জানেন তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে। ফলে, একজনের মুক্তি আবার অন্যজনের হতাশার কারণ।[২] তার জন্য মর্মপীড়া উপযুক্ত পরিস্থিতিতে কারো কারো ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার দৃঢ়সংকল্প থেকে নৈতিক শক্তির বিপুল স্ফূরণ দেখা যায়। বিশ্বাস থাকলেই সব হয় এই নীতিবাক্যটি মানুষকে তার নিজের ভরসায় বাঁচার শক্তি যোগায়। *আপেক্ষিকভাবে* এই তত্ত্বের প্রকৃতি গণতান্ত্রিক ; কারণ পার্থিব বংশ কৌলিন্যের জায়গায় স্থান গ্রহণ করেছে ঈশ্বর মনোনীতদের আধ্যাত্মিক আভিজাত্য। এই তত্ত্বের বলে বলীয়ান এ-যাবৎ অবহেলিত তৃতীয়বর্গের জনসমাজ থেকে উদ্ভূত ঈশ্বর মনোনীত গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের সুশৃঙ্খল সংঘ শক্তির জোরে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে জোরকদমে এগিয়ে যাবার যথেষ্ট সাহস দেখাতে পারল। বলাবাহুল্য, একমাত্র মনোনীত গোষ্ঠীর-ই রয়েছে অর্থনৈতিক মর্যাদা, শিক্ষা ও অবসর যার কল্যাণে তারা ধর্মশাস্ত্রে পারঙ্গম হতে পেরেছে। কেবল মুষ্টিমেয় মানুষজনই স্বাধীন এবং মুষ্টিমেয় মানুষজনই মনোনীত। অবশিষ্ট অবহেলিত জনসমাজ ও ঈশ্বরবিমুখ শাসকগোষ্ঠী থেকে তারা পুরোপুরি স্বতন্ত্র। এবং এই স্বাতন্ত্র্য যে ভগবৎকৃপায় অর্জিত এটাও তারা বিলক্ষণ জানে। অরফলে তারা মনুষ্যেতর প্রাণী ও নবজন্ম-বিরহিত মানুষজনের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বেশি মানবিক গুণসম্পন্ন। আত্ম-মর্যাদাবোধই লুসিফার ও প্রমিথিউসের একমাত্র পাপ এই জাতীয় প্রচলিত মূল্যবোধের আমূল পুনর্মূল্যায়ন তার ফলে জরুরি হয়ে পড়ে।

আমাদের আলোচ্যকালে, একজন প্রোটোস্টান্টের পক্ষে নবদীক্ষা লাভের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আসলে স্বাধীন নব-জীবনের দিকে জোর কদমে এগিয়ে যাওয়ার সামিল। তার পিঠ থেকে পাপের গুরুভার নেমে গেল সে নতুন মর্যাদাবোধে আপ্লুত হলো এবং মানুষ হিসেবে

২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১২৬, এই অধ্যায়।

আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠল। টমাস হুকার তাঁর রচনায় বিষয়টিকে ভালোভাবে উত্থাপিত করেছেন : 'পাপজনিত মর্মপীড়া ও ভগ্নহৃদয় জর্জরিত পৃথিবীতে হঠাৎ এক অদ্ভুত পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগল। বস্তু ও মানুষের দরদাম কল্পনাতীতভাবে বদলে গেল ওলটপালট ঘটে গেল পৃথিবীতে। যা স্বাভাবিক সবকিছু তাই হয়ে দাঁড়াল।' 'বহিরঙ্গ তো মানুষের পাপমনের ছদ্মবেশ তা দিয়ে বিচার কোরো না। মানুষের অন্তর থেকে উদ্ভূত অভিজ্ঞতাই হবে বিচারের মানদণ্ড।'[৩] নবদীক্ষা সমমনোভাবাপন্ন মানুষের সমাজের সঙ্গে একাত্মবোধের মাধ্যমে নতুন শক্তিও সঞ্চারিত করে। প্রথমযুগের ক্যালভিনপন্থীদের মধ্যে একধরনের 'সমষ্টিবাদী' মনোভাব প্রায়শই চোখে পড়ে। সমস্বার্থ ও সম-বিশ্বাসবোধ প্রথমযুগের প্রতিবাদী ভক্তমণ্ডলীকে যথেষ্ট উদ্দীপিত করেছে।

ব্যক্তিগত আত্মবিশ্বাস ও সংহতিশক্তি এই দুই শক্তি মিলে আমাদের আলোচ্যকালের অন্তর্ভুক্ত ক্যালভিনপন্থী ও অন্য সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এক অভূতপূর্ব শক্তির জোয়ার সৃষ্টি করে। মানুষ মুক্তির স্বাদ পায় নরকের ভয় থেকে মুক্তি ;পুরোহিতের কবল থেকে মুক্তি ; পার্থিব কর্তৃত্বের ভয় থেকে মুক্তি ; প্রকৃতির অন্ধশক্তির কবল থেকে মুক্তি ; জাদুশক্তির কবল থেকে মুক্তি। স্বাধীনতার এই স্বাদ হয়তো অলীক ; হয়তো বা এক ধরনের মানসিক আত্ম-প্রতারণা। অথবা অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল মানুষজনের ক্ষেত্রে, স্বাধীনতার এই অনুভূতিটুকু একান্তই বাস্তবানুগ। অলীক স্বাধীনতা বোধও প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে একজন মানুষকে শক্তি যোগাতে পারে ; যেমন অনুকরণ-প্রবণ জাদুবিদ্যা আদিম মানুষকে ফসল ফলাতে সহায়তা করত।

নবদীক্ষা আসলে অভাব-চেতনার জগত থেকে স্বাধীনতা-চেতনার জগতে উত্তরণ সূচিত করে ; *অবশ্যই* এটা প্রত্যক্ষ এবং বিধিবহির্ভূত তার আচরণ। মানুষ চাইলেই যেমন সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না ; তেমনি ইচ্ছা করলেই সে ঐশীকরুণার অধিকারী হতে পারে না। এই অনড় বিশ্ব জগতে ভগবানের হস্তক্ষেপ ব্যতীত কিছুই হওয়ার নয় ; তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার ছোঁয়া না পেলে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব মানুষ পাপী-তাপীদের স্থানুজগতে সেক্ষেত্রে চিরদিন নিস্পন্দবৎ থাকতে বাধ্য।

একজন বিচক্ষণ ভাষ্যকারের মতে, প্রোটেস্টান্ট-ধর্ম মধ্যযুগীয় পাপবোধকে অক্ষত রেখে দিল ; কিন্তু পাপ-মুক্তির জন্য স্বীকারোক্তি ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধি ইত্যাদি মধ্যযুগীয় রক্ষাকবচগুলির অবসান ঘটাল। মানুষ বাইরের পুরোহিতের কবল থেকে মুক্তি পেলেও নিজের অন্তরের পুরোহিত ও পাপের আতঙ্ক থেকে রেহাই পেল না।[৪] যারা চরিত্র বলে বলীয়ান অথবা অত্যন্ত ভাগ্যবান, তারাই কেবল এই টানাপোড়েন সহ্য করতে পারল। নির্জলা প্রোটেস্টান্ট তত্ত্ব আসলে সংগ্রামের সংকট মুহূর্তে অধিকতর প্রযোজ্য সেটি আদৌ স্থিতিশীল সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পক্ষে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তার ওপর এই তত্ত্ব নতুন করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। প্রোটেস্টান্ট তত্ত্ব ঈশ্বর মনোনীত ভাগ্যবানদের অদীক্ষিত মানুষদের থেকে দূরে এক পৃথক আসনে বসিয়েছে। মনোনীত ব্যক্তিরা যেহেতু নিজেরাই নিজেদের পুরোহিত, অতএব স্বীকারোক্তি ও পাপমুক্তিজাতীয় অনুষ্ঠানগুলি অবান্তর। এবং অদীক্ষিত মানুষজনের ক্ষেত্রেও পুরোহিতদের মধ্যস্থতা অচল। কিন্তু সমাজের সংখ্যাগুরু অদীক্ষিত জনসমাজের তাহলে কি দশা হবে? প্রোটেস্টান্ট তত্ত্ব মানুষের পতনজনিত সামাজিক পরিণামের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

যদি আদমের পতনের ফলে পৃথিবীতে পাপ নেমে না আসত, তাহলে প্রতিটি মানুষ হতো সমান এবং সম্পত্তির ওপর সকলের সমানাধিকারও কায়েম হতো। কিন্তু পতনের পর থেকেই

৩. টি. হুকার, *দ অ্যাপ্লিকেশন অফ রিডেম্পশন* (১৬৫৯) পৃ. ৫৫৭। এটি ১৬৪৭-এর আগে লেখা।
৪. জে. মার্লো, *দ পিউরিটান ট্রাডিশন ইন ইংলিশ লাইফ* (১৯৫৬) পৃ. ১৩০-১। এই সূত্রটি মূলত মার্কসই প্রথম উল্লেখ করেন। (*সিলেকটেড এসেজ*, এইচ. জে. স্টেনিং অনূদিত, ১৯২৬, পৃ. ২৭)।

লোলুপতা, অহঙ্কার, ক্রোধ এবং অন্যান্য পাপ বংশপরম্পরায় অব্যাহত। বেশিরভাগ মানুষই চিরদিনের জন্য নরকবাসী এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র শাশ্বত জীবনের জন্য পূর্ব-নির্ধারিত। পতনের অন্যতম পরিণাম হলো নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব। পাপাত্মা মানুষ যাতে একজন আর-একজনকে বিনাশ না করে তা নিবৃত্ত করার প্রয়োজনেই তার সৃষ্টি। অনুরূপভাবে, পাপেরই পরিণামে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব। কিন্তু যেহেতু তার অস্তিত্ব অনিবার্য, অতএব তাকেও সম্পত্তিশূন্য লোকদের লোভ-লালসার নাগাল থেকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং তার জন্য তাদের অবশ্যই দাবিয়ে রাখা দরকার। টিউডর রাষ্ট্রশক্তি মধ্যযুগীয় চার্চের বহুবিধ কর্তব্যকর্ম পালন করতে উদ্যোগী হয়। এ-ধরনের পরম্পরাগত মতবাদ সকলে মেনে নিতে রাজি হয় নি। চার্চ অফ ইংলণ্ড প্রবর্তিত উনচল্লিশ দফা আচরণ-বিধি আদিপাপের অস্তিত্বকে গুরুত্ব সহকারে মেনে নিয়ে সম্পত্তিরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং আনাবাপতিস্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাকে জোরদার করে।[৫]

যতদিন চার্চ ও রাষ্ট্র অভিন্ন থাকবে, ততদিন রাজনীতি প্রসঙ্গে পতনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিবিশেষ যদি পুরোহিত ও চার্চের বিকল্পরূপে নিজের বিবেককে উপস্থাপিত করে, অতএব একই যুক্তিতে সে নিজেকে সরকারের বিরুদ্ধেও খাড়া করতে পারে যেহেতু সরকারের সঙ্গে চার্চ অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত। লুথার বলেন

> নাস্তিকেরা সুসমাচার (Gospel) থেকে কেবল পার্থিব স্বাধীনতা অন্বেষণ করে ; সুতরাং তাদের জন্য সুসমাচার নয় অনুশাসনই (Law) প্রয়োজন। নিদারুণ দাবদাহে যেমন মলয় হিল্লোল, তেমনি সুসমাচার তাপ-পীড়িত বিবেকের কাছে পরম সান্ত্বনা ও আশ্বাসের মতো।... কিন্তু শুধুমাত্র অনুশাসন প্রচার করলে বিবেককে কষ্ট দেওয়া হবে ; শেষপর্যন্ত আমরা দেখব যে, আমরা 'ভগবানের অনুশাসন' ভঙ্গ করেছি।[৬]

এখানে ধর্মশিক্ষা হচ্ছে দুটি মানদণ্ড—ভগবানে বিশ্বাসীদের জন্য সুসমাচার আর অবিশ্বাসীদের জন্য অনুশাসন ; এবং লুথারের দৃষ্টিতে 'বৃহৎ জনসমষ্টি' হলো নাস্তিক।

এই দ্বৈতরূপ একান্তই স্বাভাবিক ; কারণ, ষোড়শ শতকীয় প্রোটেস্টান্ট ধর্ম মোটের ওপর বৈপ্লবিক। 'হে ঈশ্বর! তুমি আমার সহায় হও ! তুমি বিনা গতি নাই।' লুথার কথাগুলি বলেছেন কি-না সেকথা নিস্প্রয়োজন, কিন্তু এই ব্যাকুলতাই তাঁর কাজকর্মে ফুটে উঠেছে। তিনি এবং তার অনুগামীরা আমৃত্যু পোপের স্বৈরাচার অথবা পার্থিব শক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট ধর্মের চরিত্র আদৌ গণতান্ত্রিক নয়। এই মতবাদ যে-*খ্রিষ্টীয়* স্বাধীনতার কথা বলে সে-স্বাধীনতা শুধু ঈশ্বর-মনোনীতদের জন্য সংরক্ষিত। এই দ্বৈত-চরিত্রকে ক্যালভিন সুসংবদ্ধ রূপদান করলেন ; একদিকে তৈরি হলো লুথারতন্ত্রের চেয়েও জোরদার সংগ্রামী হাতিয়ার এবং অন্যদিকে নিম্নবর্গীয়দের জন্য উন্নততর সুশৃঙ্খল সংস্থা। ক্যালভিন লিখছেন : 'ভগবান স্বয়ং যে-বোঝা তাদের পিঠে চাপিয়েছেন, তাকে ফেলে দেবার জন্য ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষদের অস্থিরতা দেখে', সলোমন 'গরীবদের ধৈর্যসহকারে বিধিলিপিকে মেনে নেবার পরামর্শ দেন।'[৭] ভগবান তাদের ওপর ভাগ্যবিড়ম্বনার বোঝা চাপিয়েছেন, কারণ, তারা পাপী। এমন কি দাসত্বের বেলায়ও দ্বৈতরূপ প্রাসঙ্গিক। ক্যালভিনপন্থী উইলিয়ম পারকিনসের মতে, 'পতনের পূর্বে দাসত্ব-প্রথা ছিল সমগ্র প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ অনাচার ; কিন্তু পতনের পরে এটা শুধু প্রকৃতির বিকৃত অংশের বিরুদ্ধে অনাচার।'[৮] ক্যালভিন শিখিয়েছেন যে, ধার্মিকেরা ইচ্ছা করলে নিজেদের ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য ... অথবা জনহিতের জন্য যতরকমের বদমাশ ও

৫. তু.—*দ রিফর্মেশন অফ দ এক্লেসিয়াসটিক্যাল লজ*, সম্পা.—ই. কার্ডওয়েল (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৮৫০) পৃ. ১১, ১৪-১৫, ৩২৮।

৬. *সিলেকশানস ফ্রম দ টেবল টক অফ মার্টিন লুথার*, অনু.—ক্যাপ্টেন হেনরি বেল (১৮৯২) পৃ. ১৩৬-৭।

৭. জে. ক্যালভিন, *দ ইনস্টিটিউটস অফ দ ক্রিশ্চিয়ান রিলিজিয়ন*, অনু.—এইচ. বেভারিজ (১৯৪৯) খণ্ড ১, পৃ. ১৭৮।

৮. পারকিন্‌স, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৯৮।

মড়কের পোকামাকড় জাতীয় লোকদের সাজা দেওয়ার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। কারণ মরণ ছাড়া ঐ মানুষগুলির সংস্কারসাধন অসম্ভব ।'[৯]

র‍্যাডিকাল অংশ ছাড়া সবধরনের প্রোটেস্টান্টরাই এ-সমস্ত ধারণার শরিক। ক্যালভিনপন্থীরাও যেমন মেনে নিয়েছে তেমনি মেনে নিয়েছেন রিচার্ড হুকার।[১০] মানব চরিত্রের সহজাত বিকৃতি রোধ করাই যে সভ্য সরকারের কাজ এই শিক্ষা হবস্-এর আগেই অনুমান করেছিল ইংরেজ ও স্কট প্রেসবিটারীয় সম্প্রদায়। তাদের রাজনৈতিক সহযোগী ও হবস্-এর পূর্বসূরী হেনরি পার্কার ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন : 'আদমের পতনের ফলে অধঃপতিত মানুষ এত উদ্‌গ্র ও অসভ্য জীবে পরিণত হলো যে, ভগবানের অনুশাসন তার বুকে খোদিত থাকা সত্ত্বেও তাকে দুষ্কর্ম থেকে দূরে রাখা ও সামাজিক নিয়মের গণ্ডিতে ধরে রাখা আর সহজসাধ্য নয়।'[১১] তাঁর বিরুদ্ধবাদী স্যার রবার্ট ফিল্‌মার জোর দিয়ে বলেন যে, 'আদমের অস্তিত্ব অস্বীকার না করলে এবং নাস্তিকতার আশ্রয় না নিলে মানব সমাজের জন্য স্বতোৎসারিত স্বাধীনতার কথা ভাবা যায় না।' তাঁর যুক্তি হচ্ছে যে, মানুষের পতনেরও *পূর্বে* রাজনৈতিক ক্ষমতার অস্তিত্ব ছিল।[১২] যে যে-ভাষাই বলুক না কেন, বৃহৎ জনসমাজ মুখর না হওয়া পর্যন্ত সবাই বলেছে সাধারণ মানুষেরা অতিশয় পাজি, এবং সম্পত্তিবান লোকজনেরা নির্দ্বিধায় তাদের দাবিয়ে রাখার কথা বলেছে। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে জন পীম ঘোষণা করেন যে, সম্পত্তি রক্ষার জন্যই আইন। 'যদি তুমি আইন খারিজ করে দাও, তাহলে সব কিছু লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে।'প্রত্যেকে নিজের হাতে আইন তুলে নেবে। *মনুষ্যপ্রকৃতি যেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই কলুষিত* তখন বড় রকমের অনর্থ ঘটতে বাধ্য'।[১৩]

রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন বিত্তবানদের দৃষ্টিতে পতনের পরিণাম ভোগ করতেই হবে। মনুষ্যপ্রকৃতি তার ফলে স্থায়ীভাবেই কলুষিত। মানুষের পাপী সত্তাকে উপেক্ষা করার অর্থ সত্য ঘটনার মুখোমুখি না হওয়া। রক্ষণশীলদের দৃষ্টিতে কু-প্রবৃত্তি মানুষের মনে ঠাঁই নিয়েছে এটা বাইরের সমাজজীবনের অবদান নয়। যৌনমিলনের মাধ্যমে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে পাপ ছড়িয়ে পড়েছে। পিতা থেকে পুত্রের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় পাপের লীলা অব্যাহত। এই ধারণা অনেকটা আদিম যার দৌলতে অনেক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। উত্তরাধিকার-মর্যাদাভিত্তিক সমাজের পক্ষে এই ধারণা কিন্তু মানানসই।

প্রথম যুগের রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা সবাই মিলে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন যে, কোন্ সে সুদূর অতীতের পূর্বপুরুষদের সম্পাদিত চুক্তি যুগ যুগ ধরে তাদের উত্তরসূরীদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। স্যার জন ডেভিস ভগবানকে মানুষের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য করে উপস্থিত করছেন একটি উপমার মাধ্যমে। তিনি বলেছেন, অতীতে একটি কর্পোরেশন যদি চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে যে, বিপথগামী বংশধরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে, তাহলে তার ফলাফল কিন্তু নির্দোষ ভাবী বংশধরদেরও ভোগ করতে হবে।[১৪] পাপের উত্তরাধিকার কিন্তু রাজার দৈবাধিকারের উল্টো পিঠ। মহামুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রেও কিন্তু বিশেষ কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন পড়ে না। অন্যসব মধ্যস্থকে স্থানচ্যুত করে খ্রিস্টের আরোপিত মাহাত্ম্য বিরাজমান ; এবং তার কল্যাণেই কেবল পাপী-তাপীর উদ্ধারলাভ সম্ভব। কিন্তু এই যুক্তিরও দুটো দিক রয়েছে : লেভেলার ও অন্যান্যদের মতে, আজন্ম স্বাধীন সমস্ত ইংরেজেরই এমন এক জন্মগত অধিকার

৯. ক্যালভিন, *ইনস্টিটিউটস*, খণ্ড ২, পৃ. ৬৬৭।

১০. হুকার, *দ লজ অফ এক্লেসিয়াসটিক্যাল পলিটি* (এভরিম্যান সং.) খণ্ড ১, পৃ. ১৮৮।

১১. [এইচ. পার্কার] *অবজারভেশনস আপন সাম অফ হিজ ম্যাজেস্টিজ লেট অ্যানসারস অ্যাণ্ড এক্সপ্রেসেস*, হালার-এর *ট্র্যাক্টস অন লিবার্টির*, খণ্ড ২, পৃ. ১৭৯-এ।

১২. *প্যাটরিআরচা অ্যাণ্ড আদার পলিটিক্যাল ওয়র্কস অফ স্যার রবার্ট ফিল্মার*, সম্পা.—পি. লাসলেট (অক্সফোর্ড, ১৯৪৯) পৃ. ২৮৯-৯০।

১৩. জে. রাসওয়র্থ, *ট্রায়াল অফ স্ট্রাফোর্ড* (১৬৮০) পৃ. ৬৬২। বাঁকা হরফ বর্তমান লেখকের।

১৪. স্যার জন ডেভিস, 'নোশ্চে তেইপশাম', *সিলভার পোয়েটস অফ দ সিক্সটিনথ সেঞ্চুরির*, সম্পা.—জি. বুলিট (এভরিম্যান সং.) পৃ. ৩৬৮-৯-এ।

রয়েছে যা তারা অ্যাংলোস্যাক্সন পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পেয়েছে এবং তা থেকে তাদের বঞ্চিত করাটা অন্যায়।

বংশমর্যাদার চেয়ে সমাজ জীবনে চুক্তির ব্যাপারটা যখন প্রাধান্য অর্জন করছে ক্রমবর্ধমান হারে, তখন উত্তরাধিকারের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করাটা সেকেলে মনোবৃত্তি বলে মনে হয় · যার দৃষ্টান্ত ফিলমারের রাজনৈতিক তত্ত্ব। হবস্ ও লক্ যখন সামাজিক-চুক্তির পরিকাঠামো উপস্থাপিত করেন, তাঁরা কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁদের যুক্তির অবতারণা করেন নি। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকের পিউরিটান ঈশ্বরতত্ত্ব নতুন সামাজিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে তাল রাখার জন্য পারকিনস্ তাঁর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা উদ্ভাবিত চুক্তিবদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করে। এই অভিনব তত্ত্বের মর্মবস্তু : ভগবান একজন পেশাদার আইনজ্ঞের মতো তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের সঙ্গে মহামুক্তির চুক্তি সম্পাদন করেছেন।[১৫] এর পরিণাম কিন্তু উদ্ভট। আর এই নয় যে, আমরা আদমের উত্তরাধিকারী·বলে কষ্ট পাচ্ছি আমরা কষ্ট পাচ্ছি যেহেতু আদম আমাদের প্রতিনিধি। খ্রিস্টের মাহাত্ম্য বাইরে থেকে আরোপিত নয় আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সেটা অর্জন করেছেন।[১৬] কারণ, চুক্তিবদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্বে আদম (এবং খ্রিস্টকে) সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁরাও জনপ্রতিনিধি। তার ফলে এ-বিষয়ে, চুক্তিবদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্বের পরিকাঠামোর বাইরে, আলোচনা বহুদূর বিস্তৃত হয়। যেমন, উইলিয়ম আরবেরির মতে, নিউ মডেল আর্মি 'স্বয়ং ঈশ্বরের সেনাবাহিনী, যার সৃষ্টি নিছক একটিমাত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, আসলে তারাও জন-প্রতিনিধি।'[১৭]

'পাপ'-কর্মের জন্য জরিমানা ধার্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন চার্চ-আদালতের অস্তিত্ব বজায় রেখে, টিউডর যুগের ইংলণ্ডে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সমস্যা সমাধান করার জন্য একধরনের জোড়াতালি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। অবশ্য র‍্যাডিকালপন্থী প্রোটেস্টান্টরা সেগুলিকে নিছক টাকা তোলার মাধ্যম রূপে নিন্দা করতে থাকে। যাজকদের মধ্যে প্রেসবিটারীয় অংশ চার্চ-আদালতকে একেবারে তুলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন ; সেক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেত। ১৫৯০-এর দশকে চার্চ অফ ইংলণ্ডের আওতায় প্রেসাবিটারীয় আন্দোলন পরাজয় বরণ করার ফলে নতুন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়। পিউরিটান যাজকবৃন্দ ধর্মপ্রচার, নৈতিক আচরণ ও একদল কট্টর গৃহী-সমর্থক সৃষ্টির ওপর আরো বেশি করে গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। স্টুয়ার্ট সরকার যত বেশি করে আর্মিনীয়-প্রভাবাধীন হতে থাকে, ততই পিউরিটান ভক্তদের একটি জোরদার দল গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়ে। [প্রসঙ্গত, আর্মিনীয় রা আর্মিনিয়াসের অনুগামীরা সকলের জন্য মহামুক্তি (salvation) কামনা করে। তারা ক্যালভিনপন্থী পিউরিটানদের বিরোধীপক্ষ।] গির্জাঘরে যখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সমূহ মহাসমারোহে পুনরায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে তখন বহু গৃহীভক্ত পিউরিটানদের সমর্থন জানাতে থাকে। কারণ, তাদের মনোভাব শাস্ত্র বিরোধী নয়, যাজক বিরোধী। তারাই আবার ১৬৪০-এর দশকে প্রেসবিটারীয় যাজকতন্ত্র ও আর্মিনীয় গোষ্ঠী উভয়কেই সমান বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু আপাতত পিউরিটান সম্প্রদায় ও গৃহীভক্তদের মধ্যে আঁতাত যথেষ্ট শক্তিশালী।

যে ঈশ্বরতত্ত্বের মতে, ঈশ্বর মনোনীত জনের সংখ্যা হবে মুষ্টিমেয় এবং অন্যদিকে সমস্ত মানুষের জন্য নীতিশিক্ষা প্রচারের প্রয়াস এই দুই আপাতবিরোধী ধারণার মধ্যে সমন্বয়সাধন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। 'বেশিরভাগ বলতে আসলে নিকৃষ্টতম ভাগকেই বোঝায়' উইলিয়ম ক্রাশাউএর এই নীতিবাক্যটি নিশ্চয়ই সমস্ত গোঁড়া ধার্মিকেরই মনের মতো। [১৮] টমাস হুকার

১৫. পেনরি মিলার, *দ নিউ ইংলণ্ড মাইণ্ড : দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৯) ৪০১-৮।

১৬. টি. গুডউইন, *ওয়র্কস* (এডিনবরা, ১৮৬১-৩) খণ্ড ২, পৃ. ১৩০-৩ ; এ. বারজিসে, *দ ডকট্রিন অফ অরিজিনাল সিন* (১৬৫৯) পৃ. ২, ৩৮-৩৯, ৪৬, ১৬৫।

১৭. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ২৫ ; তু.—মিলটন, উদ্‌ধৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৯১, পরিশিষ্ট ২-এ।

১৮. ডব্লিউ. ক্রাশউ, *আ সারমন প্রিচিড ইন লণ্ডন* (১৬১০)।

১৬৩২ সালে 'নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে দ্বিধা করলেন না যে, আটপৌরে লোকজন কি অবিশ্বাস্য অজ্ঞানতার মধ্যেই না বাস করছে।'[১৯] পারকিন্‌স ও অন্যান্য পিউরিটান ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌রা এই সমস্যা নতুন এক যুক্তির মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে, ভগবানের কাছে কাজ নয় কাজ করার ইচ্ছেটাই আসল। যদিও নিজেদের চেষ্টায় আমরা ত্রাণ পেতে পারি না কিন্তু ত্রাণলাভের ব্যাকুল ইচ্ছাই অকাট্য প্রমাণ, যার দ্বারা একজন ঈশ্বর-মনোনীত ব্যক্তিকে চেনা যায়। 'প্রভু চান ভালোবাসা ও সৎকর্ম করার আপ্রাণ প্রয়াস।'[২০] 'যিনি সাধু হতে চান তিনিই সাধু' কথাটি বলেছেন জন ডাউনেম। 'যে অনুশোচনা করতে ইচ্ছুক সে তখনই তা করে ··· যদি তা গ্রহণ করার মতো কোনো ইচ্ছুক মানুষের দেখা পায়।'[২১] স্যার সাইমন্ডস্ ডি-'ইউয়েস ১৬৪১ সালে বলেন : 'আশ্বাস লাভের ইচ্ছা এবং আশ্বাস না পাবার জন্য খেদ উভয়ই সমার্থক এবং তা হলো আশ্বাস'।[২২] তার নিহিতার্থ হচ্ছে, যে মহামুক্তির জন্য ব্যাকুল, সে ধরে নিতে পারে যে, সে মুক্ত। সম্ভ্রান্ত মানুষ মাত্রেই ঈশ্বর মনোনীত ব্যক্তি।

যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হলো তখন গণ-সমর্থনের প্রশ্নটি জরুরি আকার ধারণ করে এবং তখন আর সূক্ষ্ম বাছ-বিচারের অবকাশ নেই। ঈশ্বর-বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যে-ই অস্ত্রধারণ করতে ইচ্ছুক তাকেই সাদরে গ্রহণ করা হবে। নিজেদের অভিমতের স্ববিরোধিতা সম্পর্কে ধর্মপ্রচারকরা কতখানি অবহিত ছিলেন সেটা আমাদের অজানা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সধারণ লোকজনদের, বিশেষ করে সেই সব গরীব ও সরল মানুষদের যারা আসন্ন স্বর্গরাজ্যের আশায় রোমাঞ্চিত হয়, তাদেরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর নিয়ে আসেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই কোনো ক্যালভিনপন্থীরই গণতন্ত্রে আস্থা থাকার কথা নয়। কারণ তার ধর্ম ঈশ্বর-মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়ে অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের ধর্ম। টমাস গুডউইন যিনি 'ইতর জনমণ্ডলীর' কাছে আবেদন জানাচ্ছেন, তিনিও এ-বিষয়ে সজাগ যে, 'সংখ্যাগুরু জনসমষ্টি যেলক্ষ্যের দিকে ধাবমান, তাদের সঙ্গে গড্ডল প্রবাহে ভেসে যাওয়াটা অদীক্ষিত মানসিকতার এক নিশ্চিত লক্ষণ।'[২৩] নর্দাম্বারল্যাণ্ড অথবা ব্যাকিংহামের ডিউক এবং লিস্টার বা এসেক্সের আর্লকে চার্চ-সংস্কারের জন্য অনুরোধ জানানো যেমন অর্থহীন, তেমনি খ্রিস্ট-বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ঈশ্বরবর্জিত জনসমাজে সংগ্রামের আহ্বান জানানো নিশ্চয়ই ততখানি অযৌক্তিক নয়। কিন্তু কাজটা বিপজ্জনক। রাজনীতিতে গৃহীভক্তদের যে যে অংশ গুরুত্বপূর্ণ তাদের ওপর যাজকদের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। পার্লামেন্টের আওতায় ইরাস্তীয়দের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ তীব্রতর হয়। [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইরাস্তীয়দের মতে, ধর্ম-বিষয়ে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কাম্য।] নিউ মডেল আর্মির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যাজকদের নিয়ন্ত্রণের পুরোপুরি অবসান ঘটে।

যতদিন বিতর্ক-বিষয় ছিল রাষ্ট্রীয় চার্চের সক্রিয়তা, পরিপোষক ব্যবস্থা ও জোরদার সেন্সর-ব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে ততদিন যাজককুল ও পার্লামেন্টের সমর্থকদের স্বার্থ অভিন্ন ও অটুট। কিন্তু একসময় যখন এসব ভেঙে খানখান হবে এবং সাধারণ মানুষ পাবে স্বাধীনতার নিষিদ্ধ আনন্দের স্বাদ তখন কি হবে? তারা নিশ্চয়ই নৈতিক সদাচারকে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগের জন্য জবরদস্তিমূলক শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা চাইবে না, অর্থাৎ ধর্মপালদের চোখ রাঙানির জায়গায় প্রেসবিটারীয় কাঁকড়াবিছের বিষাক্ত কামড় খেতে চাইবে না। ১৬৪০-এর আগে ধর্মীয় আদালত বিরক্তিকর হলেও অনেকটা ঢিলেঢালা প্রকৃতির ছিল। অনেকসময় গরীব মানুষ

১৯. টি. হুকার, *দ সোলস প্রিপারেশন ফর ক্রাইস্ট* (১৬৩২) পৃ. ৭০।
২০. পারকিন্‌স, *ওয়র্কস*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৪। এরই প্রতিতুলনা—*ঐ*, খণ্ড ২, পৃ. ৫৩৭। এছাড়াও দ্র.—ভি. কিয়েরনান 'পিউরিটানস অ্যাণ্ড দ পুওর', *পি. অ্যাণ্ড পি.*, ৩, পৃ. ৪৫-৫৩।
২১. জে. ডাউনেম, *ক্রিশ্চিয়ান ওয়রফেয়ার* (১৬০৪) পৃ. ১২০।
২২. সম্পা.—জে. ও. হালিওয়েল, *দ অটোবায়োগ্রাফি অ্যাণ্ড করেসপণ্ডেস অফ স্যার সাইমণ্ডস ডি'ইউয়েস* (১৮৪৫) খণ্ড ২, পৃ. ২৭৮।
২৩. টি. গুডউইন, *ওয়র্কস*, খণ্ড ২, পৃ. ২৯ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৭, ২ অধ্যায়।

জরিমানা না দিয়ে পার পেত। কিন্তু প্রেসবিটারীয় শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা নিয়ে ছেলেখেলা চলে না। তারা ঈশ্বর-বর্জিত আটপৌরে জনমণ্ডলীর ওপর বাধ্যতামূলক সদাচার পালনের দায় জোর করে চাপাবেই। তার ফলে যে, নিম্নবর্গীয় সমাজে যাজকবিরোধী মনোভাব আরো চাঙ্গা হয়ে উঠল শুধু তাই নয়, অ্যান্টিনোমীয়সুলভ সমস্ত প্রকারের নৈতিক অনুশাসনের বন্ধনকে অস্বীকার করার ঝোঁক দেখা দিল। [প্রসঙ্গত, অ্যান্টিনোমীয়দের মতে, বিশ্বাস-ই মুক্তির একমাত্র পূর্বশর্ত।] র‍্যান্টারদের কোনো কোনো অংশের মধ্যে সমস্ত প্রথাসিদ্ধ নৈতিক সংযমকে নাকচ করার প্রবণতা মাথা চাড়া দেয়।[২৪] প্রেসবিটারীয় ধর্মযাজকরা নিশ্চয়ই তাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস নিয়ে যে কোনো নির্যাতনমূলক পদ্ধতি অবলম্বনের সাহস দেখাতেন। এবং সম্পত্তিমূলক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৬৪০, ১৬৫৪, ১৬৫৬ অথবা ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচিত হাউস অফ কমন্সের বেশিরভাগ সদস্যই লং পার্লামেন্টের আওতায় তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। কিন্তু ১৬৪৭ সাল থেকে পার্লামেন্ট নয় সেনাবাহিনীই হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা ; আর প্রেসবিটারীয় ধর্মযাজকদের তো কথাই ওঠে না।

এলিজাবেথীয় বন্দোবস্তের আওতায় যে সংস্কার আন্দোলন মধ্যপথে থেমে যায়, তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য র‍্যাডিকালপন্থী প্রোটেস্টান্টরা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছে। তারা ধর্মীয় আদালত ও যাজক-কর্তৃত্বের যাবতীয় অবশেষ নির্মূল করতে চেয়েছে। পাপ আর আদালতের বিচার্য বিষয় নয়, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় সমস্যাও নয়, পাপ বিশ্বাসীর নিজস্ব সমস্যা। সেটাকে যদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনতে হয়, সে-কাজ করতে হবে গণতান্ত্রিক উপায়ে। স্ব-নির্বাচিত ঈশ্বর-মনোনীত মানুষের ভক্তমণ্ডলী নিজেদের সদস্যদের ওপর নিয়ন্ত্রণের কাজ চালাবে। সাজাদানের পদ্ধতিও হবে পুরোপুরি আত্মিক ধরনের। ঈশ্বর-বর্জিত মানুষদের আইনানুগ রাখাটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ।

কিন্তু সব কিছু যে মাঝপথে থেমে থাকে না এই শিক্ষা নিশ্চয়ই যোড়শ শতকের ইতিহাস র‍্যাডিকালপন্থী যাজকদের দিয়ে থাকবে। মানুষের তেজোদ্দীপ্ত মহান জাগরণের মতোই তো প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনকে গোড়াতে মনে হয়েছিল। লুথারের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের এক দশকের মধ্যেই তাঁকে হতে হলো কৃষক অভ্যুত্থানের মুখোমুখি। আক্রান্ত হলো সম্পত্তির অধিকার এবং ছুড়ে ফেলা হলো যাবতীয় সামাজিক বশ্যতার আচরণ। তার পরের দশকের মধ্যেই মুনৎসেরের নেতৃত্বে আনাবাপতিস্তরা সমগ্র প্রচলিত সমাজ-সংস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ছাপাখানার দৌলতে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সর্বত্র এবং বিশেষ করে শহরের লেখাপড়া জানা মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। লোলার্ডদের বাইবেল যেখানে গড়ে দশজনের কাছে পৌঁছাত, সেক্ষেত্রে টিন্ড্যালের নিউ টেস্টামেন্ট শ-য়ে শ-য়ে ছড়িয়ে পড়ল এবং জেনেভা বাইবেল হাজারে-হাজারে। কিন্তু মুদ্রণ ব্যবস্থা প্রোটেস্টান্ট ধর্মের আঁটোসাটো গড়নকে নষ্ট করে দিল। কারণ পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ কিন্তু গ্রন্থপাঠের বেলায় সেটা কঠিন কাজ। জেনেভা বাইবেলের পকেট-বুক সংস্করণটি পাঠক যখন খুশি নিজের মনে পড়তে পারে নিজের মতো করে তার ব্যাখ্যা করতে পারে। যখনই সাধারণ মানুষকে রাজনীতির আঙিনায় ডেকে আনা হয় সেটা যোড়শ শতকীয় জার্মানিতেই হোক বা সপ্তদশ শতকীয় ইংলণ্ডেই হোক তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই নিজের জন্য মহামুক্তি দাবি করবেই। জার্মান ও ডাচ আনাবাপতিস্তরা স্বর্গ-দুয়ারে হানা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। তাদের মেরে-ধরে আবার বশ্যতার নিগড়ে বেঁধে রাখা হলো ; ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই তাদের জন্য একই ব্যবস্থা। তারা যে লুথার ও ক্যালভিনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল এটাই তো পতিত মানুষের অন্তর্নিহিত ভ্রষ্টাচার। লুথার যখনই জার্মান প্রিন্সদের পোষকতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন তখনই তিনি পার্থিব সরকারকে সমালোচনা করার বিবেকী স্বাধীনতার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ক্যালভিন যিনি জেনেভার সরকার বাহাদুর তিনি শৃঙ্খলাপরায়ণতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ওপর থেকে অনড়

২৪. দ্র.—অধ্যায় ৯ ও ১৫। আমি শ্রীযুত এ. এল. মর্টনের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনার ফলে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি ; তু.—*এস. অ্যাণ্ড পি.*, পৃ. ৪৭৪, এবং সূত্রও ওখানে দেওয়া হয়েছে।

সদাচারের আচরণবিধি চাপাবার পক্ষপাতী হলেন।

১৬৪০-এর দশকে যেই সাধারণ মানুষ নিজস্ব ধর্মমণ্ডলী গড়ে তুলল বনেদী যাজক-কর্তৃত্ব মুক্ত অবস্থায় বাইবেলের আলোকে ধর্মশাস্ত্র ও রাজনীতির সবদিক নিয়ে সোৎসাহে আলোচনা করতে লাগল। মিলটনসহ অনেকেই ঘোষণা করলেন যে, ঈশ্বর মনোনীতদের জন্য কোনো বাধানিষেধ থাকতে পারে না এমন কি বিবাহ বন্ধনের দায়বদ্ধতাও নয়। শাসন-পীড়ন কেবল অদীক্ষিতদের বেলায় প্রযুক্ত হবে। অতএব সংখ্যা ও পরিচিতির দিক থেকে ঈশ্বর-মনোনীতরা এক গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করল। পুটনি-বিতর্ককালে ভোটাধিকার সমস্যাটি সরাসরি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। যেই নিম্নবর্গীয় মানুষেরা অনুভব করল যে, তারাও ঈশ্বর-মনোনীত সেই সঙ্গে মাথা চাড়া দিল অ্যান্টিনোমীয়বাদ নিম্নবর্গীয় ক্যালভিনবাদের প্রতিরূপ। ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের একজন ব্যবসাদার বলে যে, নবজন্ম-প্রাপ্ত মানুষ কখনো পাপ করতে পারে না।[২৫] ১৬৪০-এর দশকে এ-ধরনের মানুষের সংখ্যা ইংলণ্ডে বড় কম ছিল না।

২ পাপের অবলুপ্তি

এই প্রসঙ্গ থেকেই অজানিতে বহু প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে : বাইবেলে কি প্রাঞ্জল ভাষায় বেশিরভাগ মানুষের জন্য নরকবাস অবধারিত বলা হয়েছে? অথবা নিউ টেস্টামেণ্টে কি সকলের জন্য মহামুক্তির ব্যবস্থা হয় নি? প্রকৃতপক্ষে পাপ জিনিসটা কি? ভগবানই কি তার স্রষ্টা? অথবা এটা কি একটা মনগড়া ধারণা? যে স্বভাবে পবিত্র, সব কিছুই কি তার কাছে পবিত্র? মিলটনের অভিমত হচ্ছে যে, 'এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বোঝা হচ্ছে কুসংস্কারের ... যেটা কাল্পনিক ও কাকতাড়ুয়া-মূর্তি-ধারী পাপ থেকে উদ্ভূত।[২৬] এ-প্রশ্নগুলি থেকেই পাপের সামাজিক কর্মকাণ্ডের কথা ওঠে। জর্জ চাপম্যানের বুসি দ'অ্যামবয়েসের মতে, 'জাদুবিদ্যার ধূর্ত তুকতাকের দৌলতে' পাপ সম্পর্কে আতঙ্ক অতিরঞ্জিত আকার নিয়েছে এটা যেন 'ভয় দেখিয়ে পয়সা রোজগারের জন্য খাঁচাবন্দী দানব বিশেষ'।[২৭] চাপম্যান হচ্ছেন র‍্যালের শিষ্য। সম্ভবত এলিজাবেথীয় যুগের শেষাশেষি র‍্যালেগোষ্ঠীর লোকজনদের মধ্যে যে-সব কবিতা বিতরণ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, ভগবান, পরলোক, স্বর্গ-নরক সবই 'অলীক' এবং 'জুজু বিশেষ।' ধর্মও এক ধরনের গালগল্প যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ব্রাত্য-সাধারণকে দাবে রাখার জন্য এসব গালগল্প ভেবে-চিন্তে তৈরি করা হয়েছে।[২৮]

পাপ যদি উদ্ভাবন হয়, তাহলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ এবং সম্পত্তির পাহারাদার রাষ্ট্রব্যবস্থা এসব কি করে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? ১৬৪০-এর দশকে এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার মুখবন্ধ করবে কে? চিরায়ত সূত্রটিকে উইনস্ট্যানলি উল্টো করে সাজালেন : পতন থেকে সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে নি সম্পত্তির উদ্ভব থেকেই পতনের সূচনা। যখন থেকে পৃথিবীতে আত্মপরায়ণতার উদ্ভব, তখন থেকেই মানুষের পতনের সূত্রপাত।'[২৯] 'যখন মানবসমাজ জমি নিয়ে বিবাদ শুরু করে একদল সবই গ্রাস করতে উদ্যত ও বাকিরা পুরোপুরি বঞ্চিত এবং গৃহভৃত্যে পরিণত হয় সেদিন থেকেই মানুষের পতনের শুরু।' দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে চুরি করা ধনীর সম্পত্তি পাহারা দেওয়ার জন্য তৈরি হলো রাষ্ট্র-শক্তি, সেনাবাহিনী, আইন-আদালত, জেলখানা ও ফাঁসী-কাঠ। শ্রম নয় শোষণ-ই অভিশাপ। যদি হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করতে হয় তাহলে মজুরি-শ্রমের অবশ্যই অবসান ঘটাতে হবে।

২৫. জি. বার্নেট, *হিস্ট্রি অফ দ রিফর্মেশন* (৮৫) খণ্ড ৩, পৃ. ৪৬।
২৬. মিলটন, *কমপ্লিট প্রোজ ওয়র্কস* (ইয়েল সং.) খণ্ড ২, পৃ. ২৮।
২৭. চ্যাপম্যান, *কমেডিজ অ্যাণ্ড ট্র্যাজেডিস* (১৮৭৩) খণ্ড ২, পৃ. ৩৯।
২৮. *বাথ এম এস এস.* (এইচ. এম. সি.) খণ্ড ২, পৃ. ৫২-৩, তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১২৩, ১২৭-৮।
২৯. স্যাবাইন, পৃ. ৩৮১ ; তু.—পৃ. ২৫৩-৬২, ৪৫২, ৪৮৯-৯৪।

কেনা-বেচা এবং বাজার নিয়ন্ত্রক যাবতীয় আইন আসলে পতনেরই অংশ বিশেষ। এক স্মরণীয় রচনাংশে, উইনস্ট্যানলি বলেছেন যে, নির্বাচন-তত্ত্ব হলো অসম সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিবিম্ব মাত্র। তিনি বলছেন, 'রাজকীয় সরকার একদিকে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন, অন্যদিকে জন্ম থেকে মৃত্যু, যুগ থেকে যুগান্তে, ভাইয়ে ভাইয়ে বরাদ্দ বঞ্চনা।'[৩০]

প্রোটেস্টান্ট মতবাদের পাশাপাশি জাদুবিদ্যার আত্মপ্রকাশ। ষোড়শ শতকে ও সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে জনসমাজে তার প্রভূত জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় এবং তার মাধ্যমে প্রকৃতিকে বশীভূত করা ও পতনজনিত পরিণাম থেকে উদ্ধার লাভের উপায় মানুষের করায়ত্ত হয়। এই উদ্ধার লাভ শুধু দীক্ষিতজনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেমন প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের আওতায় করুণা লাভের ভাগ্য শুধু ঈশ্বর-মনোনীত মানুষদেরই একচেটিয়া। কিন্তু রহস্য-সন্ধানী হওয়ার পথে কারও জন্য তত্ত্বগত বাধানিষেধ কিছু নেই। প্রোটেস্টান্ট মতবাদের অনুষঙ্গ আকারে ফ্রান্সিস বেকন এই চিন্তাধারার উত্তরাধিকারও অর্জন করেছেন। কারণ যদিও তিনি মানুষের পতনতত্ত্বে বিশ্বাসী তবুও বেকন কিন্তু ক্যালভিনপন্থীদের মতো মানুষের সার্বিক অবক্ষয়তত্ত্বের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। বেকন আলকেমিবিদ ও জাদুবিদ্যাবিদ্ লেখকদের মতোই বিশ্বাস করতেন যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যান্ত্রিক দক্ষতা ও ধারাবাহিক যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে ইডেনের প্রাচুর্য এই পৃথিবীতেই সৃষ্টি করা সম্ভব। তাঁর মতে, পাপ হলো প্রধানত অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের ফলশ্রুতি। পতিত মানুষের অভিশাপ বলে কথিত শ্রমই পুনরুত্থানের প্রধান উপকরণে পরিণত হতে পারে। জর্জ হেক্‌উইলও এই একই অভিমত পোষণ করতেন।[৩১]

অতএব ১৬৪০ সালের পর থেকে বেকনের চিন্তাধারা জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শতক জুড়ে যে আদিপাপের ছায়া গোটা মানবসমাজকে আবৃত করে রেখেছিল সেই ছায়া ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে। আলকেমিবিদ্ ও ক্যালভিনবাদী উভয়েই একটা বিষয়ে একমত যে, মহামুক্তি ঘটে বাইরের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তা সে দৈব পাথরের গুণেই হোক বা ঐশীকৃপার কল্যাণেই হোক। জাদু-আলকেমি সমন্বিত ঐতিহ্য থেকে বেকন আহরণ করেছেন তাঁর অভিনব তত্ত্ব : মানুষ আর অনুগ্রহ নির্ভর নয়; মানুষ মাত্রেই স্বাবলম্বী। এ-জাতীয় চিন্তাধারা ও ইংরেজ বিপ্লবের নাটকীয় ঘটনা-প্রবাহ মিলিত হয়ে মানুষের অতীতমুখী চিন্তার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করে। সেই সুবর্ণযুগ অথবা হারানো স্বর্গরাজ্যের জন্য আর বিলাপ নয়। নিজের চেষ্টাতেই মানুষ এই পৃথিবীর বুকে উন্নততর জীবনযাত্রা গড়ে তুলতে পারে। বেকন শিষ্য কোমিনিয়াস 'ভগবানের হারানো প্রতিকৃতির আদলে মানুষকে' দেখার আশা পোষণ করেন। তার অর্থ, 'স্বাধীন ইচ্ছার হারিয়ে যাওয়া পূর্ণাঙ্গ রূপ যার মধ্যে ভালোকে বেছে নিয়ে মন্দকে বাতিল করা হবে' এই ভাবধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কোমিনিয়াস চেয়েছেন, মানুষ 'মৃত পুঁথির পাতা না উল্টিয়ে সজীব বিশ্বের মহাগ্রন্থখানি নেড়েচেড়ে দেখুক।' তাঁর মতে, স্বাধীন কমনওয়েলথে রাজার অস্তিত্ব অবান্তর।[৩২] ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারকামী একদল পার্লামেন্ট সমর্থক তাঁকে ইংলণ্ডে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

অতএব ১৬৪০-এর দশকের মধ্যে, দেখা যাচ্ছে যে, গোঁড়া ধর্মমত ও আদিপাপ সম্পর্কে গোঁড়া বিশ্বাস-বিরোধী বহুতর ও ভিন্নতর চিন্তাধারা একই লক্ষ্যের দিকে প্রবহমান। ১৬৪৬ সালে প্রকাশিত *ভক্স প্লেবিস* পুস্তিকার অজ্ঞাতনামা লেখকের ভাষায় : 'প্রভু যিশুর কৃপায় যেহেতু সবাই মুক্ত, অতএব সকলেই সমান ও আজন্ম স্বাধীন।' উক্তিটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা তত্ত্বের সঙ্গে অবারিত কৃপালাভের সমন্বয়ের একটি পুরানো উদাহরণ বিশেষ। পুস্তিকাটিতে পতনের

৩০. *ঐ*, পৃ. ১৫৬-৯, ১৯০-৯, ৩০৫, ৩২৩, ৪২৩-৪, ৪৬৪, ৪৯১, ৫৩০ ; তু.—পৃ. ২৭৬।
৩১. *আই. ও. ই. আর.*, পৃ. ৮৯-৯১, ২০০।
৩২. আই.-এ. পোলডফ সম্পাদিত, *সিলেকশনস ফ্রম দ ওয়র্কস অফ জে. এ. কোমিনিয়াস*(প্রাগ, ১৯৬৪) পৃ. ৯৮-৯ ; কোমিনিয়াস, *ন্যাচারাল ফিলজফি রিফর্মড বাই ডিভাইন লাইট* (১৬৫১)। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২১০, ১৪ অধ্যায় পৃ ২১৭-৯ ১৪ অধ্যায়।

প্রসঙ্গটিকে আমলই দেওয়া হয় নি।[৩৩] লিলবার্নও দেন নি।[৩৪] ১৬৪৮-এর সেপ্টেম্বরে, প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত গণ-দরখাস্তে বলা হয় যে, রাজা ও লর্ড জাতীয় অভিধা আসলে 'মানুষেরই সৃষ্টি।' এসবের কোনো প্রয়োজন নেই ; যেহেতু 'ভগবানের চোখে সকলেই সমান।'[৩৫]

প্রাইডের বহিষ্কারের সমর্থনে 'মানুষের অপবিত্র স্বভাবের কলুষকে' অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেন কর্নেল জন পাইন।[৩৬] লেভেলারদের মতে, চরিত্রের কলুষ বা দুর্নীতি পুরোনো শাসক শ্রেণী ও বিপ্লবের সময় পাইন-এর মতো যারা নেতৃত্বে এসেছেন এই দুই দলের মধ্যে বেশি প্রকট। ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, সার্বিক নির্বাচন এবং জনগণের চুক্তির মৌল নীতিগুলি ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের দুর্নীতি প্রবণতাকে রোধ করার জন্য উদ্‌ভাবিত হয়। এতদিন পর্যন্ত রক্ষণশীল মহলের ধারণা ছিল পতনের ফলশ্রুতি স্বরূপ মানুষ মাত্রেই অনাচারী অতএব একমাত্র আইন ও ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারাই মানুষকে সংযত রাখা সম্ভব। এখন দেখা যাচ্ছে, এই চিন্তাধারা পুরোপুরি বাতিল হতে চলেছে। এতদিন সকলে ধরেই নিয়েছিল যে, আইন ধার্মিক-প্রবরদের দ্বারা রচিত এবং ম্যাজিস্ট্রেটরাও ঈশ্বরভক্ত মানুষ। বিপ্লব চলাকালীন আইনসভার কার্যকলাপ প্রকাশ্যে এতদূর সম্প্রসারিত হয় যে, উপরোক্ত ধারণাগুলি ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। ওভারটন রাজনীতিকে ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার বিষয়টাকে আদৌ আমল দিতে রাজি নন। তিনি বলেন, 'আমি কত বড় পাপী বা পাপী নয়' তাতে আমার প্রতিবেশীর কি আসে যায়? তিনি দেখবেন 'আমি কমনওয়েলথের প্রতি কতটা বিশ্বস্ত এবং সেটা আন্তরিক কি-না।'[৩৭] ওয়াইল্ডম্যানের মতে, 'প্রকৃতি রাজ্যের বিচারে একজন আদৌ পাপ করেছে কিনা সেটা বিচার করা খুব শক্ত। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোন্‌টা পাপ—আর কোন্‌টা পাপ নয় সেটা নির্ধারণ করা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে আদৌ সহজ নয়।'[৩৮] এ-ধরনের যুক্তিতর্ক বাস্তবিকই সুদূরপ্রসারী।

ফ্যামিলি অফ লভ ও গ্রিন্ডেলটোনীয়দের মতে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ বাস্তব জীবনেই সম্ভব।[৩৯] কিন্তু ১৬৪০-এর দশকের আগে এ-জাতীয় তত্ত্ব প্রকাশ্যে প্রচারিত হতো না। এখন কোনো কিছুকেই চেপে রাখা সম্ভব নয়। নিম্নবর্গীয় বস্তুতান্ত্রিক সংশয়বাদ ও যাজকতন্ত্র-বিরুদ্ধ চিন্তধারা অ্যান্টিনোমীয় ধর্ম-চিন্তার সঙ্গে একাকার হয়ে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করে। তার ফলে মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের ওপর যাজকদের খবরদারি সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে এবং পাপের ভয়ে সদা-সংকুচিত থাকার অভ্যাস থেকেও মানুষ এখন মুক্ত। এডওয়র্ডসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হেনরি ডেনি ও অন্যরা পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্পর্কে প্রকাশ্যে শিক্ষা দান ও লেখালেখি করতে থাকেন।[৪০] ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালউইন এডওয়ার্ডসকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছেন, 'আমি সত্যিই সমস্ত অন্তর দিয়ে সব মানুষকে ভালোবাসি এবং আমার অকৃত্রিম কামনা হলো যে, সব মানুষ মুক্তিলাভ করুক।'[৪১] আর ১৬৪৮-এ উইনস্ট্যানলিও সমস্ত মানবসমাজের জন্য মহামুক্তি ঘোষণা করলেন। তাঁর মতে, সাধু-সন্তদের শরীরে যদি খ্রিস্টের অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে তো পুনরুত্থান অর্থহীন।[৪২] রিচার্ড কোপিন যুক্তি দেখাচ্ছেন

৩৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪, বিভিন্নভাবে হেনরি মার্টেন, রিচার্ড ওভারটন ও জন লিলবার্নের কথা বলা হয়েছে।
৩৪. লিলবার্ন, *দ ফ্রি-ম্যানস ফ্রিডম ভিনডিকেটেড* (১৬৪৬) পৃ. ১১-১২।
৩৫. উলফ, পৃ. ২৮২।
৩৬. আন্ডারডাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৮।
৩৭. এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ২৩১।
৩৮. উডহাউস, পৃ. ১৬১।
৩৯. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৬২-৪, ৫ অধ্যায়।
৪০. এডওয়র্ডস, *গাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ২৩।
৪১. হালার, *ট্রাকটস অন লিবার্টি*, খণ্ড ২, পৃ. ৩২২ ; তু.—এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ৩৬১।
৪২. উইনস্ট্যানলি, *দ মিস্টিরি অফ গড* (১৬৪৮) পৃ. ১৭, ৩৫-৬, ৫৬-৮ ; *দ ব্রেকিং অফ দ ডে অফ গড*, পৃ. ৩৫।
দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৩১-২, এই অধ্যায়।

যে, ঈশ্বর কর্তৃক মনোনয়ন ও চরম অধঃপতনের বিষয় তো ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় এটা মানুষের অন্তর্নিহিত শুভ ও অশুভ বুদ্ধি-সম্পর্কিত বিচার-বিশ্লেষণ। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মানুষজন যাই হোক না কেন তাদের বাঁচাতে হবে' এই তত্ত্বকে খারিজ করেন। যাজকরা শুধু 'মানুষদের পাপের ফিরিস্তি দিয়ে' জীবিকা নির্বাহ করে এই উক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর নিজস্ব মত ব্যক্ত করেন।[৪৩] *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভার্ড* গ্রন্থের লেখক বিশ্বাস করেন যে, সব মানুষই ঐশী কৃপায় মুক্তি লাভ করবে যদি তারা নিজেদের অন্তরবাসী ঈশ্বরের দিকে তাকায়। বৃথাই অন্যত্র ঈশ্বরের অন্বেষণ।[৪৪] সোসিনীয় জন বিড্‌ল্ আদিপাপ ও অনন্ত নরকের তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেন। এ-কারণে যখন তিনি ঝামেলায় পড়েন, লেভেলাররা তখন তাঁর পক্ষ সমর্থন করে।[৪৫] ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে 'র‍্যাকোভীয় প্রশ্নোত্তর' বইখানার ইংরেজি তর্জমা-গ্রন্থটি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিল পার্লামেন্ট। পরের বছরই *সোসিনাস-এর জীবন (Life of Socinus)* প্রকাশিত হয়। কাউন্সিল অফ স্টেট সোসিনীয় মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য জন আওয়েনকে নিযুক্ত করে। আওয়েন জানাচ্ছেন, 'শহর গঞ্জ গ্রাম সর্বত্রই এই বিষের ছড়াছড়ি।'[৪৬] র‍্যান্টার-মতবাদ গ্রহণ করার আগে থেকেই লরেন্স ক্লার্কসন সকলের জন্য অবারিত করুণার কথা বলে আসছিলেন। র‍্যালের কবিতার মূলভাবের মতো, র‍্যান্টারদেরও অভিমত হচ্ছে যে, মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য পুরোহিত ও শাসকরাই পাপের উদ্‌ভাবক।[৪৭] 'যদি অনন্তকাল ধরেই একই ধারায় ঈশ্বর-মনোনীতদের বাছাই করা হয়ে থাকে তাহলে পুরোহিতরা আমাদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে কেন?' এই জিজ্ঞাসা র'জার ক্র্যাবের।[৪৮] 'পতনের আগে আদম যে অবস্থায় ছিলেন' সেই অবস্থায় ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে জর্জ ফক্স আবার ফিরে গেলেন। তিনি দেখছেন সবাই ঈশ্বরের আলোয় আলোকিত কেউ বাদ নেই।[৪৯] অতএব ঐশী-করুণার ওপর মুষ্টিমেয়র অধিকার তিরোহিত এবং প্রতিষ্ঠিত হলো সর্বজনীনতা।

পাপের অস্তিত্বের সপক্ষে রক্ষণশীলরা জোট বাঁধল। স্যামুয়েল পুরকাসের মতে, পতনের ফলে মানুষ নিষ্কর জমির মালিকের স্তর থেকে করদাতা-মালিকের স্তরে নেমে এলো।[৫০] এটা যদি উল্টে দেওয়া যায় তখন স্বাধীন মানুষেরা কি না দাবি করতে পারে? ১৬৪৩-এর জুলাই মাসে যখন ওয়েস্ট-মিনিস্টারের সাধু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধার্মিক-প্রবররা পার্লামেন্টকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে, 'রাজ্যের সর্বত্র বেশিরভাগ মানুষ পশুসুলভ অজ্ঞতা ও তমসায় আচ্ছন্ন।'[৫১] অবশ্য তাঁদের কথা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করাটা ভুল ; কারণ, প্রেসবিটারীয় সাধুদের মতে যেটা 'পশুসুলভ অজ্ঞতা' সেটা হয়তো 'শাশ্বত বিধান' সম্পর্কে সুস্থ সংশয়বাদী অভিব্যক্তি।[৫২] কিন্তু ক্যালভিনবাদীদের সাময়িক জয়লাভ ও প্রেসবিটারীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠা লাভের ফলে বহুলোকই 'পশুসুলভ অজ্ঞতা' সম্পর্কে নিজেদের

৪৩. কোপিন, *ডিভাইন টিচিংস* (১৬৫৩) ভাগ ২, প. ৫০-১। প্রথম প্রকাশ ১৬৪৯ ; *ট্রুথস টেস্টিমনি* (১৬৫৫) পৃ. ২১, ৩১। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬২-৪। লরেন্স ক্লার্কসনও প্রচার করেছেন বিশ্বজনীন মুক্তিতত্ত্বের কথা : দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ১৫৭-৬০, ৯অধ্যায়।

৪৪. অরওয়েল ও রেনল্ডস-এর, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, নানাস্থান দ্রষ্টব্য, বিশেষত পৃ. ৮২।

৪৫. এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ১৭৫।

৪৬. *হারলিয়ান মিসেলেনি*, খণ্ড ৭, পৃ. ২১৩-২১ ; জে. ওয়েন, *ওয়র্কস* (১৮৫০-৩) খণ্ড ১২, পৃ. ৩, ১৬৪ ; তু.—খণ্ড ১০, পৃ. ৫৬১ ; এইচ. জে. ম্যাকলাকহলন, *সোসিনিয়ানিজম ইন সেভেনটিনথ-সেঞ্চুরি ইংলণ্ড* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৫১) অধ্যায় ১০।

৪৭. ক্লার্কসন, *দ লস্ট শিপ ফাউণ্ড*, নানাস্থান দ্রষ্টব্য ; [অজ্ঞাত] *দ রাউটিং অফ দ র‍্যান্টারস* (১৬৫০) পৃ. ২। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১২০-১, এই অধ্যায়।

৪৮. আর. ক্রাব, *ডাগনস-ডাউনফল* (১৬৫৭) পৃ. ১২।

৪৯. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ২৮, ৩৪।

৫০. পেরি মিলার কর্তৃক উদ্ধৃত, *এরানড ইন্টু দ ওয়াইল্ডারনেস* (হার্ভার্ড ইউ. পি., ১৯৫৬) পৃ. ১১৬।

৫১. রাসওয়র্থ, *হিস্টোরিক্যাল কালেকশনস*, খণ্ড ৫, পৃ. ৩৪৫।

৫২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১২৫, এই অধ্যায়।

মতামত জানাতে বাধ্য হয়। 'মাথার ওপরে একবার ডাণ্ডা নাচানো বন্ধ কর তাহলে লাম্পট্যের অবাধ স্বাধীনতার দরজা সকলের জন্য অবারিত হবে' ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় এই মন্তব্য করা হয়েছে।[৫৩] ১৬৪৯-এ ওয়ালউইনকে বলা হয় যে, 'কোনো রকমের বিচার-বুদ্ধি ও শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞার ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত সব ধরনের বাধা-নিষেধ ও অভাব-অভিযোগের বিড়ম্বনামুক্ত অবারিত ও পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার কথা অকল্পনীয়। সব রকমের দুঃখ-শোক বর্জিত জীবন মানুষের প্রাপ্য ছিল যখন সে পাপ করে নি কিন্তু পাপ করার পরে আর তা ছিল না। অতএব এ-জীবনে যা তাদের প্রাপ্য সেই অংশটুকু মানুষ বুঝে নিক। এর বেশি পেতে হলে যে বিশ্বাস, ধৈর্য, তিতিক্ষা ও ত্যাগের ঐশী-করুণার প্রয়োজন সে আশীর্বাণী কি আমাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে?'[৫৪] 'যদি পৃথিবীর বুকেই স্বর্গের পুনঃসংস্থাপনের কথা ওঠে তাহলে এও জেনে রাখা ভালো যে, ভগবান কিন্তু কখনো মানুষকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন নি।' এই উক্তির সঙ্গে বিশপ গুডম্যান একমত।[৫৫] পাপের সামাজিক কার্যাবলী এর থেকে আরো প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে ডিগারদের বলা হয় যে, তারা কার্য-কারণ সম্পর্ক গুলিয়ে ফেলেছে। 'যেহেতু অভিশাপ উচ্চারণের আগেই মানুষের পতন ঘটেছে তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, (পৃথিবীর জন্মের আগে) আদমের প্রথম অবস্থানের সময়ে মানুষকে ফিরে যেতে হবে এবং সম্পত্তির আবির্ভাব কি তার প্রথম অপরাধের পরিণাম!'[৫৬]

টমাস ফ্যুলার তাঁর *চার্চ হিস্ট্রি* গ্রন্থে ১২৫৪ সালের কথা লিখতে বসে আসলে আরো চার-শ বছরের পরের কথাই ভাবছিলেন :

> বৈষয়িক বিচারে হীনবল কিন্তু মনের দিক থেকে সতেজ ও সক্রিয় এ-ধরনের মানুষেরা তাদের চেয়ে কম গুণসম্পন্ন (তাদের ধারণায়) মানুষদের বাড়বাড়ন্ত দেখে ক্ষুব্ধ। তারা রাজকীয় সরকারের ভুলত্রুটি নিয়েও নানাবিধ অসার যুক্তির অবতারণা করে থাকে। উপরন্তু তারা রাষ্ট্রকে কলুষমুক্ত ও কমনওয়েলথকে ত্রুটিহীন দেখতে চায়। তত্ত্বের দিক থেকে এসব চিন্তা করা সহজ কিন্তু কাজে পরিণত করা অসম্ভব। কারণ মানুষের কল্পিত-ধারণার বাস্তব রূপের সঙ্গে মানুষের অনাচারী প্রবৃত্তির অসঙ্গতি দূর হওয়ার নয়।[৫৭]

রিচার্ড বাক্সটারের মতে, 'এসব প্রজাতন্ত্রী আস্ফালন শেষ পর্যন্ত সর্পকুলকেই পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবে।'[৫৮] ১৬৫৯-৬০ সালের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ে লেখা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত পুস্তিকায় বাক্সটার সম্পত্তিওয়ালাদের ঈশ্বর-ভক্ত ও নিম্নবর্গীয়দের নাস্তিক বলে অভিহিত করেন। হেনরি ডেনির ভাষায়, এসব হচ্ছে 'তাদের মনে নরকাগ্নির আতঙ্ক সৃষ্টি' করার প্রচেষ্টা।[৫৯] ফক্সের বিক্ষুব্ধ অভিব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে পারা যায় না, যখন তিনি বলেন যে, 'সব সম্প্রদায়ের স্বভাব ও মনোবৃত্তি একেবারেই পশুর মতো ; তারা কেবল সারাজীবন চারদিকে পাপই খুঁজে বেড়াল।' প্রচারকরা 'বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে কেবল পাপ পাপ বলে চেঁচিয়ে গেল।

৫৩. [অজ্ঞাত] *সিন কোয়া নন* (১৬৪৭), পৃ. ২, জি. হিউহেনস কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *অ্যান্টিনোমিয়ানিজম ইন ইংলিশ হিস্ট্রি* (১৯৫১) পৃ. ৮০।
৫৪. এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ৩১২।
৫৫. জি. গুডম্যান, *দ টু গ্রেট মিস্টিরিস অফ ক্রিশ্চিয়ান রিলিজিয়ন* (১৬৫৩) পৃ. ৯০।
৫৬. *দ পারফেক্ট উইকলি অ্যাকাউন্ট*, ১৮-২৫ জুলাই ১৬৪৯, পৃ. ৫৮২ ; পেটাগোরস্কি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭২।
৫৭. টি. ফ্যুলার, *চার্চ হিস্ট্রি অফ ব্রিটেন* (১৬৫৫) খণ্ড ২, পৃ. ৬৫-৬।
৫৮. বাক্সটার, *দ হোলি কমনওয়েলথ*, পৃ. ৯২।
৫৯. ডেনি, *গ্রেস, মার্সি অ্যাণ্ড পিস* (১৬৪৫) *ফেনস্টানটন রেকর্ডস*-এর, পৃ. ৩৯৮-এ।

এটাই যেন তাদের একমাত্র কাজ।'[৬০]

সাদামাটা ভাষায় মৌলিক কথা তার নিজস্ব পদ্ধতিতে বলতে পারতেন যিনি, সেই স্যামুয়েল ফিশার লিখছেন : 'তাদের পেশা হচ্ছে পাপের বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জন করে অর্থোপার্জন করা। এই ভাষণই তারা দিয়ে থাকে এবং বেশ সময় নিয়ে এ-বিষয়ে আলোচনা করে তারা দিনটা কাবার করে। এ ছাড়া তাদের করণীয় কিছু নেই এবং জীবিকার্জনের এছাড়া অন্য কোনো পথও তাদের জানা নেই।'[৬১] জর্জ ফক্স এ-জাতীয় ধর্মপ্রচারকদের সম্পর্কে লিখছেন : 'আমরা তাদের কথা শুনে, অর্থ ও শ্রম দুইই দিয়েছি। এখন তারা আমাদের অর্থ পেয়ে ভাবছে, আমরা যতদিন কবরের বাইরে এই পৃথিবীতে থাকব ততদিন পূর্ণাঙ্গ জীবনের জন্য উদ্‌গ্রীব হবো না কারণ আমরা পাপে ভারাক্রান্ত শরীরখানি বয়ে বেড়াতে থাকব.....আহা! কি প্রতারণা!'[৬২] এর জবাবে বুনিয়ান বলছেন, 'এই পৃথিবীর সমস্ত কোয়েকার ও র‍্যান্টার মিলিতভাবে যদি একটিমাত্র পাপ চিন্তার অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে তারা কেইনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার করে উঠবে 'আমার সাজা আমার পক্ষে সহ্যাতীত।'[৬৩] পাপ সম্পর্কে প্রত্যয়-উৎপাদন আসলে অন্তরের দীপ্তির প্রত্যুত্তর। তার দৌলতে সংশ্লিষ্ট মানুষকে সমস্ত ধর্মীয় আচার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা রাখত যাজক সম্প্রদায় এবং এটাই যাজক-কর্তৃত্বের অবশিষ্টাংশ। পরিশেষে, এই অধ্যায়ের সূচনায় কোপের যে উক্তিটি উদ্‌ধৃত করেছি শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সেটা সময়োচিত হয় নি। কারণ, সামাজিক চাপের ফলে পাপের অস্তিত্ব অব্যাহত রইল।

৩ নরক

যদি পাপ ও পতনের সত্যতা সম্পর্কে সংশয়ের উদ্ভব ঘটে থাকে, তাহলে কোনো কিছুই আর পবিত্র বা অলঙ্ঘনীয় নয় ; শাশ্বত বিধানও নয়—এমন কি নরকের অস্তিত্বও নয়। এই শাশ্বত বিধানের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করতে গিয়ে আমরা প্রাইনের কথাই মনে করতে পারি :

> 'অনাদি অনন্তকাল ধরে ভগবান কিছু মানুষের জীবনের ভার নিয়েছেন। তারা তরে গেল। ...কিন্তু বাকিরা ঈশ্বরবর্জিত হয়ে থাকবে আমরণ। এই বর্জনের কারণ কোনো কল্পিত বা কৃত পাপকর্ম ; অ-বিশ্বস্ততা বা বর্জিত মানুষের অনুতাপশূন্যতা নয়। স্বয়ং ঈশ্বরের ইচ্ছা ও খেয়াল খুশিই তার কারণ।'[৬৪]

সংখ্যায় ভারী আমরা যারা ঈশ্বরের দ্বারা এভাবে প্রত্যাখ্যাত যাই করি না কেন আমাদের পরিত্রাণের সব রাস্তাই বন্ধ।

তারাই ঈশ্বর-মনোনীত, এই ভেবে কিছু লোক এই তত্ত্বটিকে গ্রহণ করেছে। অন্যরাও, চিরদিনের জন্য নরকস্থ এই ভেবে অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে এই তত্ত্বটিকে মেনে নিয়েছে। প্রোটেস্টান্ট ধর্ম এসে প্রায়শ্চিত্ত-নিকেতনের (Purgatory) অস্তিত্ব খারিজ করে দিল। এবং প্রতিটি মানুষের সামনে রইল দুটি বিকল্প : শাশ্বত আনন্দ অথবা অনন্ত নরক যন্ত্রণা। এই তত্ত্বকে

৬০. জে. এফ ন্যুটাল কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *দ ওয়েলশ সেইন্টস*, ১৬৪০-১৬৬০, পৃ. ৫৯। নেইলার ১৬৫৪ সালে বলেছিলেন, প্রচারকরা পাপের ওকালতি করে বেড়াচ্ছে (জি. এফ. এবং জে. এন., *সেভারেল পেপারস*, ১৬৫৪, পৃ. ২৫)। ১৬৫৬-য় আলেকজাণ্ডার পারকার এই বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন ভাবাসোর পাওয়েলকে উদ্দেশ্য করে (*আ টেস্টিমনি অফ গড*, ন্যুটাল কর্তৃক উদধৃত, *পরোক্ত*) শেষ পর্যন্ত এটা একটা চলতি রূপ পেয়ে যায় সাধারণের মধ্যে।

৬১. এস. ফিশার, *দ টেস্টিমনি অফ ট্রুথ এক্সলটেড* (১৬৭৯) পৃ. ৬৫০।

৬২. ফক্স, *এপিসটেলস* (১৬৬২) পৃ. ২২২। আর. বি. স্কালটার কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *দ সোসাল আইডিয়াজ অফ রিলিজিয়স লিডারস* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৪০) পৃ. ২৪২।

৬৩. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ২, পৃ. ১৫০।

৬৪. ডব্লিউ. প্রাইন, *আন্টি-আরমিনিয়ানিজম*(১৬৩০) পৃ. ৭২-৫, উডহাউস-এর, পৃ. ২৩২-৩।

যারা আক্ষরিকভাবে মেনে নিল তাদের দুঃখের আর অবধি রইল না। কারণ, তত্ত্বাবধায়ক দেবদূত, মধ্যস্থ স্থানীয় সন্তপুরুষ, তন্ত্র মন্ত্র ও অন্যান্য জাদু রক্ষাকবচ অন্তর্হিত হওয়াতে বিপুল মানসিক যন্ত্রণার চাপ তাদের সইতে হলো।[৬৫] ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি, বুলিংগার লক্ষ্য করছেন যে, 'সরল সাদামাটা লোকজন ঈশ্বর-মনোনীত হওয়ার জন্য একদিকে যেমন লালায়িত আবার অন্যদিকে তারা বিষয়টা নিয়ে অতিশয় উদ্বিগ্ন। কারণ শয়তান সকলের মন ঈশ্বর সম্পর্কে বিষিয়ে দিচ্ছে সে যেন আমাদের মহামুক্তির ব্যাপারে ঈর্ষাকাতর। আমরণ শয়তান আমাদের নিত্যসঙ্গী।'[৬৬] কেউ কেউ ভাবতে পারেন, যে, শয়তানের দরকারটা কি! ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে হেলউইজ্ লিখছেন যে. নিয়তিবাদ 'কিছু লোককে হতাশাচ্ছন্ন করে তুলেছে ; কারণ তারা ভাবছে যে, ভগবান যখন তাদের সমূহ বিনাশের বিধান দিয়েছেন তখন তাদের মুক্তির আর কোনো পথ নেই। আবার অন্যরা এই ভেবে হেলাফেলা করে জীবন কাটাচ্ছে যে, রাখবার হলে ভগবান রাখবে মারবার হলেও ভগবানই মারবে।'[৬৭]

ধর্মীয় বিষাদ ও হতাশা থেকেই শয়তানের কল্পনার জন্ম। এলিজাবেথীয় যুগের লোকজন ও চার্লসের ধর্মোপদেষ্টারা সবাই বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত। রবার্ট বার্টন আবার বিষয়টির চুল-চেরা বিশ্লেষণ করেছেন।[৬৮] আমরা ধর্মমূলক জীবনী ও আত্মজীবনীতে এ-জাতীয় অনুভূতির বিস্তর উদাহরণ দেখতে পাই। তবে কি-না, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হতাশা থেকেই নব-দীক্ষার উত্তরণ ঘটছে। যেমন এরকম কয়েকটি উদাহরণ : ১৬২২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ টমাস শেপার্ড হতাশা থেকে গ্রিন্ডেলটোনীয় পূর্ণতাবাদী নাস্তিকতার আশ্রয় গ্রহণে উদ্যত হন।[৬৯] জন গুডউইন কর্তৃক দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চরম হতাশায় ভুগছিলেন উইলিয়ম কিফিন।[৭০] বৈপ্লবিক সঙ্কট ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে তাল রেখে এ-ধরনের ঘটনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। পঞ্চম রাজতন্ত্রী জন রোজার্স্ নরকের ভয়ে মুষড়ে পড়েন ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন ও আত্মহত্যার কথা ভাবেন।[৭১] ১৬৪৫ সালের আগে জন সল্টমার্শও আত্মহননে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং অবারিত ঐশী-কৃপা-তত্ত্বে দীক্ষিত হয়ে বেঁচে যান।[৭২] ১৬৪৭ সালের পূর্বে শারা ওয়াইট চার বছর ধরে গভীর হতাশায় ভুগছিলেন।[৭৩] ১৬৪৬ সালের কাছাকাছি সময়ে উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিনের মনে হলো যে, ভগবান তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর চিকিৎসক তাঁর দেহ থেকে রক্ত-মোক্ষনের পরামর্শ দিলেন।[৭৪] আইজাক্ পেনিংটন (কনিষ্ঠ) ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অনুভব করলেন যে, তাঁর 'ধর্মবিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, ...ধর্মমণ্ডলী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।' পরবর্তীকালে তিনি জানাচ্ছেন যে, 'কেবল অন্ধকার, মৃত্যু, শূন্যতা, দম্ভ ও মিথ্যা' সর্বত্র বিরাজ করছে।[৭৫] আনা ট্রাপনেল যখন হতাশা ও

৬৫. ডি. পি. ওয়াকার, *দ ডিক্লাইন অফ হেল* (চিকাগো ইউ. পি., ১৯৬৪) পৃ. ৫৯ ; কে. ভি. টমাস, *রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক*, পৃ. ৪৭২, ৪৭৯, ৪৯১-৫০৩।

৬৬. এইচ. বুলিঙ্গার, *ডিকেডস* (পারকার সোসাইটি, ১৮৪৯-৫২) খণ্ড ৪, পৃ. ১৮৭।

৬৭. এ. সি. অ্যাণ্ডারউড কর্তৃক উদ্ধৃত, *আ হিষ্ট্রি অফ দ ইংলিশ ব্যাপটিস্ট* (১৯৪৭) পৃ. ১৩৪।

৬৮. এল. বাব, *দ এলিজাবেথান ম্যালাডি* (মিচিগন, ১৯৫১) বিশেষত পৃ. ৫১-২ ; এইচ. সি. হুইট, *ইংলিশ ডিভোশনাল লিটারেচার ১৬০০-১৬৪০* (ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন স্টাডিজ ইন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার, ২৯, ১৯৩১) পৃ· ৫৪-৫ ; কে· ভি· টমাস, *রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক* পৃ. ৪৭৪-৫, ৫২১ ; আর বারটন, *অ্যানাটমি অফ মেলানকোলি*, নানাস্থান দ্রষ্টব্য।

৬৯. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৬৩-৪, ৫ অধ্যায়।

৭০. ডব্লিউ, ওরমে, *রিমার্কএবল প্যাসেজেস ইন দ লাইফ অফ উইলিয়ম কিফিন* (১৮২৩) পৃ. ১০-১১।

৭১. ই. রজার্স, *লাইফ অ্যাণ্ড অপশানস অফ আ ফিফথ মনার্কি ম্যান* (১৮৬৭) পৃ. ১৩-২০।

৭২. জে. সল্টমার্শ, *ফ্রি গ্রেস* (১০ম সং., ১৭০৯) পৃ. ৪৭-৮। প্রথম প্রকাশ ১৬৪৫।

৭৩. এইচ. জেসি, *দ একসিডিং রিচেস অফ গ্রেস অ্যাডোরনড বাই দ স্পিরিট অফ গ্রেস* (১৬৪৭) পৃ. ২৭।

৭৪. [অজ্ঞাত] *সিউডোক্রিসটাস* (১৬৫০) পৃ. ৬। ফ্রাঙ্কলিন-এর জন্যে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২২৮, ১৫ অধ্যায়।

৭৫. আই. পেনিংটন, *আ ভয়েস আউট অফ দ থিক ডার্কনেস* (১৬৫০) পৃ. ১৯-২০ ; এল. ভি. হগকিন, *গিলেমা : ওয়াইফ অফ উইলিয়ম পেন* (১৯৪৭) পৃ. ৩২।

আত্মহননের চিন্তায় মগ্ন তখন তিনি 'ফ্যামিলিপন্থী উদাত্ত বচনের' দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছিলেন।[৭৬] র‍্যান্টারপন্থী অ্যাবাইজার কোপ ও জ্যাকব বোথামলির জীবনেও এরকম চরম নৈরাশ্যের ঋতু এসেছিল।[৭৭]

১৬৫০-এর দশকে শ্রীমতী রিচার্ড বাক্সটার পরলোক ও বাইবেলের সত্যতা সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে ওঠেন। তাঁর স্বামীও এর আগে অনুরূপ অভিজ্ঞতার শরিক হন।[৭৮] ১৬৫০-এর দশকে টমাস ত্রেহার্নে বাইবেলসহ সমস্ত ধর্মকর্ম সম্পর্কে আস্থা হারিয়েছিলেন।[৭৯] ভাবী কোয়েকারপন্থী উইলিয়ম ডিউসব্যারি ও এডওয়ার্ড বারো এক সময় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন ; যদিও বারো ১৬৫৪ সালে টাইন তীরবর্তী নিউক্যাসেল বাসিনী স্কুল শিক্ষিকা জেন টার্নারের ওপর অত্যন্ত চটে যান। কারণ, সেই ভদ্রমহিলা অত্যন্ত হতাশ হয়ে স্বয়ং ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।[৮০] ১৬৫০-এর দশকে জন ক্রুক নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েন। তিনি আত্মহননের কথা ভাবছিলেন ; কিন্তু হঠাৎ উইলিয়ম ডিউসব্যারির ধর্মোপদেশ শুনে সে যাত্রায় বেঁচে যান।[৮১] ওয়ারিস্টনবাসী জনস্টনও ১৬৫৪ সালে নাস্তিকতার প্রলোভন ও আত্মহত্যার তাগিদের মধ্যে দুলছিলেন।[৮২] সমসাময়িককালে নিউ ইংলণ্ডবাসী মাইকেল উইগলসওয়র্থও বাইবেল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছিলেন।[৮৩] 'যদি একজন জাহান্নামে যাবার জন্য জন্মে থাকে তবে সে জাহান্নামেই যাবে আর যদি পরিত্রাণ তার ভাগ্যে থাকে অবশ্যই সে পরিত্রাণ লাভ করবে।' হেলউইজের এ-হেন নীতিবাক্য শুনে, কথিত আছে যে, কর্নওয়ালবাসী জন রোজার্স আত্মহত্যা করেন।[৮৪] ওয়ালউইন একজন নারীর মনে বাইবেলের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেন।[৮৫]

১৬৪৮ সালে জিরার্ড উইনস্ট্যানলি মন্তব্য করেন যে, দারিদ্র্য থেকেও হতাশার উৎপত্তি ঘটতে পারে।[৮৬] ১৬৪৫ সালে ডাইনী শিকারী ম্যাথু হপকিন্সের দ্বারা যারা নিহত হয়েছিল শ্রীযুত টমাসের মতে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ধর্মীয় হতাশা ও দারিদ্র্যের তাড়নায় শয়তানের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছিল।[৮৭] চরম দারিদ্র্য ও অনাহারের প্রতিকারার্থে পঞ্চম রাজতন্ত্রী জন রোজার্স সমসাময়িককালে জাদুবিদ্যায়, প্রেত-সাধনা ও জ্যোতিষচর্চার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৮৮] টমাস গুডউইন ১৬৫০-এর দশকে যারা হতাশায় ভেঙে পড়েছে তাদের চাঙ্গা করে তোলার জন্য প্রভূত ধর্মোপদেশ দান করেন।[৮৯] *টাইরেনিপোক্রিট*

৭৬. [এ. ট্রাপনেল] *দ ক্রাই অফ আ স্টোন* (১৬৫৪) পৃ. ৮-১০।
৭৭. কোহ্ন, *দ পারসুইট অফ দ মিলিয়েনিয়াম*, পৃ. ৩৫৮ ; জে. বোথামলি, *দ লাইট অ্যাণ্ড ডার্ক সাইডস অফ গড* (১৬৫০) পৃ. ৪৬-৮।
৭৮. জে. টি. উইলকিনসন সম্পা.,—*রিচার্ড বাক্সটার অ্যাণ্ড মার্গারেট চার্লটন* (১৯২৮) পৃ. ১২৮ ; *রেলিক্যুইয়া বাক্সটারিনা*, খণ্ড ১, পৃ. ২১-২।
৭৯. জি. আই. ওয়েড, *টমাস ত্রেহার্নে (প্রিন্সটন ইউ. পি., ১৯৪৪) পৃ. ৪৩-৩।*
৮০. উইলিয়ম ডিউসব্যারি, *দ ডিসকভারি অফ দ গ্রেট এমিটি অফ দ সারপেন্ট এগেনস্ট দ সীড অফ দ ওম্যান* (১৬৫৫) পৃ. ১৭-১৮ ; বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ১৪-১৫, ৪৯ ; তু.—জেন টার্নার, *চয়েস এক্সপিরিয়েন্সেস* (১৬৫৩) পৃ. ২৭-৯।
৮১. *আ সর্ট হিস্ট্রি অফ দ লাইফ অফ জন ক্রুক*, থিউডোর সিপ্পেল-এর উরডেন্ডস কোয়েকারটাম (স্টুটগার্ট, ১৯৩৭) পৃ. ২৩৮।
৮২. ডি. এইচ. ফ্লেমিং সম্পা.— *ডায়েরি অফ স্যার আর্চিবোল্ড জনস্টন অফ ওয়ারিসটন* (স্কটিশ হিস্ট্রি সোসাইটি, ১৯১১-৪০) খণ্ড ২, পৃ. ২৫৯-৬০।
৮৩. ই. এস. মর্গান সম্পা.—*দ ডায়েরি অফ মাইকেল উইগলেশওয়র্থ*, ১৬৫৩-১৬৫৭ (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৫) পৃ. ৪৯, ৫৪, ৫৯।
৮৪. *দ উইকলি ইনটেলিজেন্সার*, ১৮ মার্চ ১৬৫২, জরডন কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, খণ্ড ৪, পৃ. ২৫৬।
৮৫. এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ২৯৮-৯।
৮৬. উইনস্ট্যানলি, *দ সেইন্টস প্যারাডাইস*, পৃ. ৩২-৪।
৮৭. টমাস, *রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক*, পৃ. ৫২১।
৮৮. ই. রজার্স, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯।
৮৯. টি. গুডউইন, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩১৫-৪০ ; খণ্ড ৪, পৃ. ২০৮ ; খণ্ড ৬, পৃ. ১৫৭, ৩৮৫-৯।

ডিসকভার্ড গ্রন্থের লেখক নিয়তিবাদের সমালোচনা করেন ; 'তার সারমর্ম নরকতুল্য অর্থাৎ গভীর নৈরাশ্য।'[৯০] ১৬৫২ সালে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উইনস্ট্যানলি বিশ্লেষণ করে দেখান যে, 'ভগবান, শয়তান, স্বর্গ, নরক, পরিত্রাণ এবং মৃত্যুর পর মানুষের নরকবাস এসব তত্ত্বে'র ফলে, হয় মানুষ গভীর হতাশায় আত্মহননের পথ গ্রহণ করে, নয় তো পুরোহিতের আধিপত্য মেনে নেয়।[৯১] টমাস হব্‌স্‌ অত্যন্ত রেগে গিয়ে প্রেসবিটারীয় যাজকদের নিন্দা করতে থাকেন ; কারণ, তাঁরা 'যুবকদের নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে এই বলে যে, তাদের নরকবাস অনিবার্য। যুবকরাও তাই বিশ্বাস করেছে কারণ একটা সুন্দর জিনিস দেখে তারা খুশি না হয়ে থাকতে পারে না। (যদিও কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে খুশি না হওয়াটাও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।)[৯২]

অতএব মানুষ ঈশ্বরের শাশ্বত বিধান সম্পর্কে শুধু নয়, স্বয়ং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দিহান হয়ে ওঠে। লোডোউইক্‌ মগলটনের জানা-শোনা মহলে অনেকেই ১৬৫০ সাল নাগাদ 'অন্তর থেকেই বলতে থাকে ভগবান বলে কিছু নেই 'আছে শুধু প্রকৃতি।' নিজের মরীয়া অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সে আরো বলে যে, 'আমি পরিত্রাণ নিয়েও মাথা ঘামাই না নরকবাস থেকে অব্যাহতি নিয়েও নয়।' কারণ আমার মতে, 'পৃথিবীতে চিরকাল থাকতে পারলেই অনন্ত আনন্দ লাভ সম্ভব...আমি স্বর্গ নিয়ে মাতামাতি করি না ; অতএব আমায় নরকে যেতেও হবে না।'[৯৩] আমরা এক্ষেত্রে ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত (পুনর্মুদ্রণ ১৬৫৫) ওভারটনের *ম্যানস্‌ মর্টালিটি (Mans Mortallitie)* গ্রন্থ প্রভাবিত মুক্তচিন্তার প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। এটি কোনো নতুন তত্ত্ব নয় ; ষোড়শ শতকে জার্মান আনাবাপতিস্তরাও এই তত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। ১৬৯০-এর দশকের ইংলণ্ডে র‍্যালের শিষ্য টমাস হ্যারিয়ট আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, আদমের পূর্বেও মানুষের অস্তিত্ব ছিল এবং পৃথিবীও অনন্তকাল ধরে বর্তমান।[৯৪] মিলটন ঘুমন্ত-আত্মা-তত্ত্বে বিশ্বাসী। মগল্‌টনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, স্বর্গ সম্পর্কে বনেদী চিন্তাধারা কি অসহ্য রকমের বিরক্তিকর। আর ভীতিপ্রদ নরকের তুলনায় সেটাও তেমন আকর্ষণীয় নয়। এসব থেকে মানুষের মন এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, হয় বস্তুনিষ্ঠ স্বর্গ চাই, নয় তো অবিলম্বে সহস্রবর্ষব্যাপী খ্রিস্টের রাজত্ব চাই ; অথবা স্বর্গ ও নরক মানুষের মনেরই বিভিন্ন অবস্থার প্রতিবিম্ব।

১৬৫০-এর দশকের গোড়ায় জন বুনিয়ান নরকের আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়েন। তখন তিনি ঠিক করেন যে, শয়তান হয়ে অন্যদের ওপর নির্যাতন চালাবেন। কিন্তু তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন : 'সত্যিই কি ভগবান বা খ্রিস্ট বলে কেউ আছেন? পবিত্র ধর্মগ্রন্থের আখ্যানগুলি গালগল্প নয় কি যেগুলির লেখক রাজনীতিবিদ্‌রা?' তারা এসব লিখেছে দরিদ্র ও অজ্ঞ লোকদের ধর্ম ও সরকারের কাছে মাথা নত করাবার মতলব নিয়ে।' ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মনে আরো প্রশ্ন জাগছে : 'তুর্কীদেরও তো ভালো ভালো সব ধর্মশাস্ত্র রয়েছে যেখানে মহম্মদকে ত্রাতারূপে দেখানো হয়েছে। তুমি কি করে বলবে সেসব মিথ্যে?' লক্ষ লক্ষ লোকই তো স্বর্গের সঠিক দিশা জানে না। বুনিয়ান আরো ভাবছেন : আমাদের ধর্মবিশ্বাস, খ্রিস্ট ও ধর্মশাস্ত্র 'সবই যদি মনগড়া হয়ে থাকে?' তাঁর ভাবতে ভালো লাগছে যে, শেষবিচারের দিন বলে কিছু নেই পাপও এমন কিছু মারাত্মক জিনিস নয়। তবে এসবও যেন যথেষ্ট নয় বুনিয়ান বলছেন যে, তাঁর মনে আরো সব খারাপ চিন্তা বাসা বেঁধেছে যেগুলি তিনি প্রকাশ্যে আনতে চান না বা 'উচ্চারণ করার সাহস

৯০. অরওয়েল অ্যাণ্ড রেনল্ডস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯।
৯১. স্যাবাইন, পৃ. ৫৬৭-৭০।
৯২. হবস, *ইংলিশ ওয়র্কস*, খণ্ড ৬, পৃ. ১৯৫-৬।
৯৩. এল. মগলটন, *দ অ্যাক্টস অফ দ উইটনেস* (১৭৬৪) পৃ. ১৮, ২৪-৩৬ ; তু.—পৃ. ৬২। প্রথম প্রকাশ ১৬৯৯। তু.—*দ জার্নাল অফ রিচার্ড নরউড*, সম্পা., ডব্লিউ. এফ. ক্রাভেন ও ডব্লিউ. বি. হেওয়ার্ড (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৫) পৃ. ৬৪।
৯৪. রিচার্ড হার্ডে, *আ থিওলজিক্যাল ডিসকোর্স অফ দ ল্যাম্ব অফ গড* (১৯৫০)। আমি এই সূত্রটির জন্য অধ্যাপক ডি. বি. কুইন-এর কাছে ঋণী।

রাখেন না।'[৯৫] ১৬৪৬ ও ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে জর্জ ফক্সও মাঝে মাঝে হতাশায় মুষড়ে পড়েন এবং ১৬৪৯ সালের আগে তাঁর মনে হয় যে, সব কিছুই 'প্রকৃতি-জাত।' ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে একজন কোয়েকার ফক্সকে জানালেন যে, 'জেরুজালেমে জনৈক খ্রিস্ট মারা গিয়েছিলেন' সংবাদটা একেবারেই ভিত্তিহীন।[৯৬]

মধ্যযুগের লোকপ্রিয় প্রতিবাদী ধর্ম-গোষ্ঠীর অনুগামীরা নরকের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে অথবা ঘুরিয়ে বলতে গেলে দাঁড়ায় অনন্তকাল ধরে লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে শুধু যন্ত্রণা দেবার জন্য এসব সৃষ্টি করাটা কি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উচিত কাজ হয়েছে।[৯৭] ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত চার্চ অফ ইংলণ্ডের নিয়মাবলীতে অস্থায়ী নরকবাস ও পরিশেষে সকলের ত্রাণ এই ধারণাকে নিন্দা করা হয়েছে। (১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে এই ধারাটি বাতিল করা হয়।) 'ফ্যামিলি অফ লভে'র মতে স্বর্গ ও নরক এই পৃথিবীতে আমাদের মধ্যেই বিরাজমান।' ফ্যামিলি অফ দ মাউন্টে'র মতে, আমরা যখন হাসি তখনই স্বর্গ; যখন ব্যথায় বা শোকে কাঁদি তখন নরক।[৯৮] যারা বলে যে, নরক শুধু বিবেকের দর্শন, ১৫৮৫ সালে রানী এলিজাবেথ হঠাৎ গায়ে পড়ে তাদের গালাগাল দিতে থাকেন।[৯৯] ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে সেরবোর্নবাসী এক মুচি জানায় যে, তার মহল্লার (স্যার ওয়াল্টার র‍্যালেও সেখানকার বাসিন্দা) লোকেরা বলাবলি করছে যে, এই পৃথিবীর দারিদ্র্যই হলো নরক।[১০০] আরো পরিশীলিত ভঙ্গিতে র‍্যালের আর একজন শিষ্য মার্লো তাঁর চরিত্র মেফিস্টোফিলিসের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

> নরক সীমাহীন সেটার পরিসর আদৌ সঙ্কুচিত নয়। সেটা আমাদেরই বাসস্থান কারণ আমরা সবাই নরকের বাসিন্দা।[১০১]

মিলটনের শয়তানও একই মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

এডওয়ার্ডসের *গ্যাংগ্রীনা* পড়ে এটা স্পষ্ট হয় যে, যেই সেন্সর-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, অমনি চারধার থেকে অস্বস্তিকর প্রশ্নের ঝড় উঠল। শ্রীমতী আটাওয়ে ও অন্যান্য লোকজন বলা শুরু করল যে, 'মানুষকে অনন্তকাল ধরে কষ্ট দেওয়াটা ভগবানের মহিমার পরিচয় নয়।' সব মানুষেরা বলতে থাকে যে, খ্রিস্ট সকলের জন্য প্রাণ দিয়েছেন যাতে সব নরনারী সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে ও ত্রাণ পেতে পারে। অন্যরা নরক ও শয়তানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে এবং আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে।[১০২] ১৬৪০ সালের পর যখন আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা পঞ্জিকার মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তখন স্বর্গ ও নরকের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত ঘটে।[১০৩] গ্রেট ইয়ারমাউথ নিবাসী জন বগিস্ ১৬৪৬-এর জানুয়ারিতে সরাসরি প্রশ্ন রাখেন : 'কোথায় তোমাদের ভগবান থাকেন? স্বর্গে অথবা মর্ত্যে? নিচে না ওপরে? তিনি কি মেঘের ওপর বসে থাকেন? অর্থাৎ কোথায় তিনি পাছা ঠেকিয়ে বসেন?' অন্যদের মতে, ভগবান নরকেও থাকেন স্বর্গেও থাকেন।[১০৪] ১৬৪৭ সালে

৯৫. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ১, পৃ. ৮-৯, ১৩-১৯, ২২-৬ ; ৩৪-৫ ; খণ্ড ৩, পৃ. ৭১৫ ; তু.—পৃ. ৬৪৬, ৬৮১, ৭১১।
৯৬. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৪, ২২, ২৬ ; ব্রেথওয়েট, পৃ. ৪৫।
৯৭. জি. সি. কোলটন, *ফোরস্কোর ইয়ারস* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯৪৫) পৃ. ৩৪০।
৯৮. স্ট্রাইপ, *অ্যানালস*, খণ্ড ২, ভাগ ১, পৃ. ৫৬৩ ; জ[ন] র[জার্স] *দ ডিসপ্লেইং অফ অ্যান হরিবল সেক্ট* (১৫৭৮)।
৯৯. স্যার জে. ই. নিয়েল, *এলিজাবেথ ১ অ্যাণ্ড হার পার্লামেন্টস*, ১৫৮৪-১৬০১ (১৯৫৭) পৃ. ৭০।
১০০. লেফরান্‌স, *স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে*, পৃ. ৩৮১।
১০১. মার্লোকেও অভিযুক্ত করা হয় এই কারণে যে, তিনিও মোজেসকে জোচ্চোর বলে উল্লেখ করেছেন (সম্পা. জি. বি. হ্যারিসন, *উইলোবি হিজ আভিসা*, ১৫৯৪, ১৯২৬, পৃ. ২১০) ; তু.—জন ফোর্ড-এর *'দিস পিটি সি'জ আ হোর* (প্রকাশিত : ১৬৩৩) গ্রন্থের জিয়োভান্নি ভাবত স্বর্গ অথবা নরক হলো স্বপ্ন (অঙ্ক ৫ দৃশ্য ৫)।
১০২. এডওয়ার্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ২৭, ৩৫, ১১৬-১৯, ২১৮ ; খণ্ড ২, পৃ. ৮, ৫০-১ ; খণ্ড ৩, পৃ. ১০, ২৬, ৩৫-৮, ১১০।
১০৩. *আই. ও. ই. আর.*, পৃ. ৫০-১।
১০৪. এডওয়ার্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ২, পৃ. ১৬৩, খণ্ড ৩, পৃ. ২৫১ 'পাছা' ('Arse') শব্দটি আমি বসিয়েছি, ওখানে এডওয়ার্ডসেরছেঁড়া পাতায় কিছুই ছিল না।

প্রকাশিত আর একটি পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে, মিস্ত্রী -ধর্মপ্রচারকদের মতে, স্বর্গের ঠিকানা হলো এই পৃথিবী। এবং সমস্ত মানুষের মুক্তি নেই এটা খ্রিস্টবিরোধী ধারণা। আর আদি পাপ বলে কিছু নেই।[১০৫] ১৬৪০-এর দশকে হেনরি নিক্লেসের বেশ কিছু ফ্যামিলিপন্থী বইয়ের ইংরেজী তর্জমার পুনর্মুদ্রণ হয়। যিনি শিখিয়েছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে স্বর্গ ও নরক, এবং লিলিফুল উত্তরাঞ্চলে ফুটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেই জ্যাকব বোহেমির রচনাও সে-সময় প্রকাশিত হয়।[১০৬] বোহেমির মতে, ভগবান সকল বিশ্বাসীর অন্তরেই বিরাজমান। বাইবেলের প্রতিটি অক্ষর নয় মূল বিষয়বস্তুর ওপরই গুরুত্ব দেন বোহেমি। বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্গত আরবেরি, ওয়েবস্টার, মগল্টন ও পোর্ডাজ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের চিন্তাধারা প্রভাবিত করেছেন বোহেমি।[১০৭] রিচার্ড বাক্সটার বোহেমি ও কোয়েকারদের একাকার করে দেখেছেন।[১০৮] জর্জ ফক্সের মুরুব্বি বিচারক হোথাম, বোহেমির একখানি জীবনী-গ্রন্থ রচনা করেন। এবং তাঁর ভাই চার্লস (ফক্সের পরিচিত) বোহেমির রচনাবলীর অনুবাদক ছিলেন। ১৬৫৩ সালে স্যামুয়েল হেরিং বোহেমি-তত্ত্ব শিক্ষাদানের জন্য দুটি কলেজ নির্দিষ্ট করতে পার্লামেন্টকে অনুরোধ জানান।[১০৯]

কথিত আছে যে, উইলিয়ম ওয়ালউইন ঘোষণা করেছেন যে, নরক বদলোকের অপরাধী-মন ছাড়া আর কিছু নয়। 'মানুষ হয়তো পার্থিব জীবনে অল্পকালের জন্য একটুখানি পাপ করেছে' তাই বলে কি ভগবান এতটাই নির্দয় হবেন যে, তার জন্যে চিরকাল কষ্ট দিয়ে যাবেন?[১১০] অনন্তকাল ধরে শাস্তি, স্বর্গ-নরক ও শয়তানের অস্তিত্ব এসব এক কথায় উড়িয়ে দেন জিরার্ড উইনস্ট্যানলি।[১১১] তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন জন বিড্ল, উইলিয়ম আরবেরি, পিটার স্টেরি, টমাস টানি, জর্জ ফস্টার, লোডোউইক্ মগল্টন, রবার্ট নরউড ও স্যার হেনরি ভেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।[১১২] ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে টমাস হবসও একই অভিমত ব্যক্ত করেন।[১১৩] র‍্যান্টার এবং ডিগারাও তাই।[১১৪] 'জন্মাবার আগে থেকেই নরকবাসের জন্য মানুষ বিধি-নির্দিষ্ট,' নেইলারের মতে, ভগবান এই কাজ করতেই পারেন না।[১১৫] যে-সব 'দ্বিত্ববাদী' শাশ্বত-সাজা দানের ক্ষেত্রে অবিশ্বাসী অথচ ভগবানের মহিমাই শুধু কীর্তন করে থাকে ১৬৫৩ সালে জনআওয়েন তাদের সমালোচনা করেন। ১৬৫৫ সালে তিনি অনন্ত নরকের অস্তিত্বকে সমর্থন করেন এবং যারা বলে যে, মৃত্যুর পর দেহের অস্তিত্বই থাকে না তাদের তিনি

১০৫. [অজ্ঞাত] *আ ডিসকভারি অফ দ মোস্ট ডেনজারাস অ্যাণ্ড ডামনেবল টিনেটস দ্যাট হ্যাভ বিন স্প্রেড উইথইন দিস ফিউ ইয়ারেস* (১৬৪৭) একটি পাতা।

১০৬. জে. বোহেমি, *সিক্স থিওসোফিক পয়েন্টস*, ১৬২০ (অ্যান আরবোর পেপারব্যাক, ১৯৫৮) পৃ. ৯৮ ; আর. এম. জোনস. *মিস্টিসিজম অ্যাণ্ড ডেমোক্রসি*. পৃ. ১৩৫।

১০৭. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৪১. ৯ অধ্যায়, পৃ. ১৬৫, ৯ অধ্যায়।

১০৮. *রেলিক্যুইয়া বাক্সটেরিনা*, খণ্ড ১, পৃ. ৭৭।

১০৯. সম্পা.—জে. নিককোলস. *অরিজিন্যাল লেটারস অ্যাণ্ড পেপারস অফ স্টেট আড্রেসড টু অলিভার ক্রমওয়েল* (১৭৪৩) পৃ. ৯৯। ব্লেক বোহেমি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসূচক কথা বলেছেন (*পোয়েট্রি অ্যাণ্ড প্রোজ*, নানসাচ সং., পৃ. ২০১)।

১১০. *ওয়ালউইনস উইলস*, এইচ. অ্যাণ্ড ডি.-এর, পৃ. ২৯৬-৭-এ। ব্যাপটিস্ট স্যামুয়েল রিচার্ডসনও ১৬৬০ এ এই একই প্রশ্ন তুলেছিলেন। *আ ডিসকোর্স অফ দ টরমেন্টস অফ হেল*

১১১. উইনস্টানলি, *দ মিস্ট্রি অফ গড*, পৃ. ৫৬ ; *দ ব্রেকিং অফ দ ডে অফ গড*, পৃ. ১১০ ; *দ সেইন্টস প্যারাডাইস*. পৃ. ৮৫-৭, ৯৭-৮, ১০১-৫ ; স্যাবাইন, পৃ. ২১৬-১৯, ৫২৩।

১১২. ডি. পি. ওয়াকার, *দ ডিক্লাইন অফ হেল*, পৃ. ১০৪-৫ ম্যাকল্যাকহলেন *সোসিনিয়ানিজম সেভেনটিনথ-সেঞ্চুরি ইংলণ্ড*, পৃ. ১৮৬, ২০১-২ ; জি. ফস্টার, *দ সাউন্ডিং অফ দ লাস্ট ট্রামপেট* (১৬৫০), পৃ. ৫২-৩ ; মগলটন. *আ ট্রানসেনডেন্ট স্পিরিচুয়াল ট্রিটাইস* (১৬৫১), পৃ. ৪-৫, ৩৮, ৮২-৩ ; *দ ফর্ম অফ অ্যান এক্সকমিউনিকেশন মেড বাই মি. সিডরাচ সিম্পসন....এগেনস্ট ক্যাপ্টেন রবার্ট নরউড* (১৬৫১), পৃ. ২-৩ ; জি. বারনেট, *হিস্ট্রি অফ মাই ওন টাইম* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৮৯৭) খণ্ড ১, পৃ. ২৮৫।

১১৩. টি. হবস, *লেভিয়াথান* (পেঙ্গুইন সং.) পৃ. ৬৪৬, ৬৬১।

১১৪. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের ৯ অধ্যায়।

১১৫. জে. নেইলার, *লভ টু দ লস্ট* (২য় সং. ১৬৫৬) পৃ. ৩১।

বিরোধিতা করেন।[১১৬] ১৬৫৬ সালে ফ্রান্সিস অসবর্নের মনে হচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় চার্চের ক্ষমতাপুষ্ট প্রচলিত বিশ্বাস যখন একবার খারিজ হয়ে গেছে 'তখন লাগাম ছাড়া মানুষের দঙ্গল স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি লাগাবেই'—ঠিক যেমন পিউরিটান যাজকরা তাদের রাজার দৈবাধিকার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে শিখিয়েছে।[১১৭]

ধর্মীয় নির্যাতনের প্রধান খুঁটি হলো নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস। অনন্ত নরকের যন্ত্রণার তুলনায় পার্থিব দুঃখ-কষ্ট কিছুই নয়। আইনের নিষ্ঠুরতাই আসলে নরক যন্ত্রণা। বুনিয়ানের মতে, 'পায়ে বেড়ি, চাবুক মারা ও মানুষের হাতকে আগুনে ঝলসানো' ইত্যাদিকে নরক-যন্ত্রণা ছাড়া আর কি বলা যায়![১১৮] অন্যভাবে বলতে গেলে, অধ্যাপক জর্ডনের মতে, নিম্নবর্গীয় লোকজনদের মধ্যে যে ধর্মীয় উদারতার প্রাধান্য দেখা যায় তার কারণ হলো , তারা অনন্ত নরকবাসের আতঙ্ক থেকে মুক্ত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, নিচেরতলার মানুষদের দাবিয়ে রাখার জন্যই হয়তো নরকের অস্তিত্ব আমদানি করা হয়েছে। শ্রীযুত ডি. পি. ওয়াকারের মতে, পঞ্চম রাজতন্ত্রীরা যে নরকের বিরুদ্ধে এত সোচ্চার তার কারণ হলো, নরক না থাকলে সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে, তা নিয়ে তাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কারণ তারা জানে যে, বনেদী সমাজব্যবস্থা ভেঙে যেতে বসেছে।[১১৯] উইনস্ট্যানলি, র‍্যান্টাররা ও গোড়ার যুগের কোয়েকাররা এই বিশ্বাস থেকে একেবারেই মুক্ত।

উইনস্ট্যানলি ও কোপিন মনে করেন, শেষপর্যন্ত গোটা মানবজাতিই মুক্ত হবে। কারণ, সর্বশক্তিমান ও দয়ালু ঈশ্বর যে তাঁর সন্তানদের অনন্তকাল ধরে কষ্ট দেবেন এ-কথার কোনো মানেই হয় না।[১২০] যে-সব ধারণা উদ্ভূত হওয়ার ফলে সপ্তদশ শতকে নরক-বিশ্বাসের প্রাবল্য কমে আসে শ্রীযুত ওয়াকারের মতে, এই তত্ত্বটিও তার অন্যতম। আমার মতে, তিনি কিন্তু আরো সহজগ্রাহ্য নৈতিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী র‍্যাডিকালদের অবদানের ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। উইনস্ট্যানলির নিজস্ব ধর্ম-চিন্তার যুক্তিসঙ্গত উপসংহার হলো : পতন মানব-সমাজের আবির্ভাবের পূর্বেকার ঘটনা নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধ্যুষিত সমাজের কলুষিত পরিবেশে প্রতিটি মানুষের মধ্যে পতনের বীজ উপ্ত হয়েছে। ভগবান (অর্থাৎ যুক্তি), মানুষ এই পৃথিবীতে পরস্পরের জন্য যে নরক সৃষ্টি করেছে, সেই সত্যিকারের নরক থেকে তাদের উদ্ধার কার্যে রত। নরকের অস্তিত্ব সম্পর্কে উইনস্ট্যানলি হ্যাঁ বা না এককথায় কোনো উত্তর দেন নি। তিনি শুধু বলেছেন , এ-বিষয়ে সঠিক কেউ কিছু জানে না এবং যারা নরক আছে বলে এত জোর দিয়ে বলছেন সেই যাজকরা তো একেবারেই নয়। নরকের অস্তিত্ব মানুষেরই মধ্যে, যেহেতু সমাজ-বিন্যাস নিতান্তই অশুভ প্রকৃতির। এবং যারা তার দ্বারা লাভবান তারা এই সমাজ-গড়নকেই অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট। *লর্ড ফেয়ারফ্যাক্সের কাছে লেখা একটি চিঠি (A Letter to the Lord Fairfax)*-তে উইনস্ট্যানলি স্বর্গকে মানবসমাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১২১] ব্লেকও নিশ্চয়ই এই ধারণার পরিপোষক।

যা ১৬৪০-এর দশকে জর্জ ফক্সকে আকৃষ্ট করেছিল ভগবান বলে কেউ নেই, সব কিছুই প্রকৃতিজাত সেই মতবাদটি ১৬৫০-এর দশকে মগলটন ও তাঁর গোষ্ঠীর লোকজনদেরও

১১৬. জে. ওয়েন, *ওয়র্কস*, খণ্ড ১০, পৃ. ৫৩৮-৯ ; খণ্ড ১২, পৃ. ৫৮১-৭।

১১৭. এফ. অসবোর্ন, *অ্যাডভাইস টু আ সন*(১৬৫৬) *মিসেলেনিয়াস ওয়র্কস*-এর (১৭২২), খণ্ড ১, পৃ. ৯০-৯-এ।

১১৮. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ২, পৃ. ১২৭ ; তু.—আমার *রিফর্মেশন টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন*, পৃ. ৪৩। ২০৪-৬।

১১৯. ওয়াকার, *ডিক্লাইন অফ হেল*, পৃ. ১৮৩, ২৬২-৩ ; তু.—পৃ. ৭২-৩, ৬ অধ্যায়।

১২০. উইনস্ট্যানলি, *দ মিস্ট্রি অফ গড*, নানাস্থান দ্রষ্টব্য ; *দ সেইন্টস প্যারাডাইস*, পৃ. ১৩৩-৪ ; স্যাবাইন, পৃ. ৩৮১, ৪৫৪। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১২৩, এই অধ্যায়। ১৬৪৮-এর পর উইনস্ট্যানলির ভাবনায় ধর্মীয় বিশ্বজনীনতার বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। আসলে তিনি এই ধারণা ছাড়িয়ে আরো অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন।

১২১. স্যাবাইন, পৃ. ২৯০।

মাতিয়ে তোলে।[১২২] এবং লরেন্স ক্লার্কসন, জ্যাকব বোথামলি ও অন্যান্য র‍্যান্টাররা মিলে তাকে আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলেন।[১২৩] উইনস্ট্যানলি ও জোসেফ সলমনের হাতে পড়ে মতবাদটি সর্বেশ্বরবাদী চেহারা নিল। উইনস্ট্যানলি লিখেছেন : 'পরম পিতা যেখানে রয়েছেন খ্রিস্টের শরীরও তার সঙ্গে একাকার হয়ে পৃথিবীর মাটিকে শুদ্ধতর করছে। আর তাঁর আত্মা মিশে রয়েছে সমস্ত সৃষ্টিতে। পরম পিতার নিজস্ব নিকেতনই স্বর্গীয় মহিমার উৎসস্থল।' 'এক বালতি জল সাগর থেকে তুলে আবার সেখানে ফেলে দেওয়ার মতো' খ্রিস্টও পরম পিতার কাছে ফিরে গিয়েছেন।[১২৪] জোসেফ সলমন ভাবছেন, 'ভগবান হচ্ছে সেই পবিত্র ও পরিপূর্ণ সত্তা যার মধ্যে আমরা রয়েছি চলছি ফিরছি। এ যেন এক অদৃশ্য-রক্তস্রোত যা সমগ্র সৃষ্টির গোপন শিরায় ও ধমনীতে প্রবহমান সঞ্জীবনী সুধার মতো।'[১২৫] উইনস্ট্যানলি বা সলমন উভয়েরই তত্ত্বের বিষয়বস্তু দেহী-ভগবানের অস্তিত্বের পক্ষে সমান বিধ্বংসী।

বিমর্ষ টমাস এডওয়ার্ডস যা ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ধর্মীয় উদারতার আত্মপ্রকাশ ঠিক সে-সবই ঘটিয়ে দিল। ১৬৪৮-এর মে মাসে ঘোষিত 'ঈশ্বর নিন্দা বিরোধী হুকুমনামা' নীতিবাদী, যারা 'ত্রয়ী' (Trinity) (পিতা-পুত্র- পবিত্র আত্মা)-র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী অথবা যারা বিশ্বাস করে না যে বাইবেলের প্রতিটি কথা স্বয়ং ভগবানের মুখঃনিসৃত বাণী তাদের সকলের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড জারি করে। কিন্তু তা কার্যকর করা সম্ভব হলো না। ১৬৫২ সালে ওয়াল্টার শার্লেটন বলছেন আজকাল গোটা ইংলণ্ড জুড়ে যত 'নাস্তিক দৈত্য-দানবের' ছড়াছড়ি, কোনোকালে তা দেখা যায় নি।[১২৬] 'এসব মাথামোটা পঙ্গপালদের ঘিরে এত অগুন্তি ধর্মের হাঁকডাক শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে।' মন্তব্য করেছেন রবার্ট বয়েল ঐ একই বছর।[১২৭] তাঁর মতে, এটা একটা বিপর্যয় এবং এটা ঠেকাবার জন্য সারা জীবন তিনি প্রাণপাত করেছেন। ভগবান ও নরকের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাস যে বিপ্লবজনিত বৈচিত্র্য ও বিভ্রান্তিপ্রসূত এ-বিষয়ে ফ্যুলার ও *মানুষের সম্পূর্ণ কর্তব্য (The Whole Duty of Man)* গ্রন্থের লেখক উভয়েই একমত। তাঁরা মনে করেন যে, সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির সংখ্যাবৃদ্ধিও তার জন্য অনেকটা দায়ী।[১২৮] ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস অসবোর্ন লিখেছেন 'ভগবান ও ম্যাজিস্ট্রেট সমভাবেই অধার্মিকের দ্বারা প্রতিটি তাক্-এ লাঞ্ছিত হয়ে বিরাজ করছে।'[১২৯] তিনি নিজেও ঈশ্বর নিন্দুক বলে চিহ্নিত এবং ১৬৫৯ সাল নাগাদ সম্ভবত ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরের তুলনায় বেশি শ্রদ্ধেয় ছিল। ১৬৬২ সালের নিরাপদ দূরত্বে থেকে, সেদিনের কথা ভেবে স্টিলিংফ্লিট মশাই বলছেন যে, 'তখন ধর্মকে গালাগাল না-দিলে ভদ্রলোক হওয়া যেত না এবং নাস্তিকতাই ছিল যুক্তিবাদের লক্ষণ।'[১৩০] বার্নেটও সায় দিয়ে বলছেন যে, 'তখন একটাই ছিল আলোচ্য বিষয় এবং সেটা হলো, 'ধর্মীয় সমস্ত রহস্য ঘেরা বিষয়ই গোটা বিশ্বের অন্ধ-আনুগত্য আদায়ের পুরোহিতসুলভ ছলাকলা।' তাঁর মতে, পুরোহিততন্ত্র তখন একটি কেতাদুরস্ত নিশানা।[১৩১] 'ধর্ম যদি শেষ পর্যন্ত

১২২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১২৮-৯,এই অধ্যায়।

১২৩. ক্লার্কসন, *দ লস্ট শিপ ফাউন্ড*, পৃ. ৩২ ; তু.—হামফ্রে ইলিস, *সিউডোক্রিশটাস* (১৬৫০) পৃ. ৩৭ ; একজন 'দেবদূত ধ্বংসকারী' হেনরি ডিক্সন, যিনি উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিনকে একজন অবতার হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। বর্তমান গ্রন্থের ৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১২৪. স্যাবাইন, পৃ. ১১৪, ১১৭ ; তু.— পৃ. ২১৫-১৭।

১২৫. সলমন, *হাইটস অ্যাণ্ড ডেপথস* (১৬৫১) পৃ. ৩৭-৮।

১২৬. ডি বুশ কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *ইংলিশ লিটারেচার ইন দ আর্লিয়ার সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ২য় সং. ১৯৬২) পৃ. ৩৩৯।

১২৭. আন্ডারডাউন কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩০।

১২৮. টি. ফ্যুলার, *দ হোলি স্টেট* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৮৩১) পৃ. ২৫৭-৬৩ ; *দ ওয়র্কস অফ দ.... অথর অফ দ হোল ডিউটি অফ ম্যান* (১৭০৪) খণ্ড ২, পৃ. ১০৯-১১।

১২৯. বুশ কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৯। ১৩০. এডওয়র্ড স্টিলিংফ্লিট. *অরিজিনস সেকরে* (১৬৬২)।

১৩১. বারনেট, *হিস্ট্রি অফ মাই ওন টাইম* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৮২৩) খণ্ড ৪, পৃ. ৩৭৮ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৯৯, পরিশিষ্ট ২।

ব্যবসাই হয়ে থাকে', *মানুষের সম্পূর্ণ কর্তব্য* গ্রন্থের লেখকের মতে, 'তাহলে এটা সু-বিবেচনাপ্রসূত ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবসা।' এই বহুল পরিচিত লেখক মহোদয়ের নরকের সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।[১৩২]

পিউরিটান শাস্ত্রকারদের শাস্ত্র নিয়ে বেসাতি ও দৈবী-প্রেরণার উৎকট দাবির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ টমাস হব্‌সের সংশয়বাদের আত্মপ্রকাশ। যারা *লেভিয়াথান* পড়ে নতুন উপলব্ধি অর্জন করেছে তারা কখনো রাজনৈতিক সমস্যার উত্তর খোঁজার জন্য একমাত্র বাইবেলকেই বেছে নেবে না ; বরং ধর্মীয় নির্যাতনকে অযৌক্তিক বলে মনে করবে আর বিবেকের ডাকে প্রতিরোধের পথ নেবে। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের সদস্যরা বাইবেলের আখ্যানভাগের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া নিয়ে যে হাসি ঠাট্টা করেছে আমার মতে সেটা র‍্যাডিক্যাল ধর্মবিদ্‌দের প্রচারের জন্য ততটা নয়, যতটা হব্‌সের প্রভাবের ফলে।[১৩৩] এমন কি দশ বছর আগেও তারা এরকম আচরণ করে নি।

নতুন ধর্মমত গ্রহণ, ধর্মীয় বিষাদ ও নৈরাশ্য প্রভৃতি নিয়ে এমন ঢালাও আলাপ-আলোচনার ধুম পড়ে যায় যে যার থেকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বিশিষ্ট মানসিকতার সন্ধান মেলে। এই নবাগত অভিনব মনস্তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম ওয়ালউইন লিখেছেন : 'তোমাদের মধ্যে অনেকেই পাপবোধের গ্লানি ও পাপ থেকে উদ্ভূত ক্রোধের বশে এলোমেলো পদক্ষেপে পথ চলতে থাকো। ভয় ও আতঙ্ক সর্বদা তোমাদের ঘিরে রাখে।' কিন্তু এ-ধরনের ভয় অকারণ ; যেহেতু খ্রিস্ট সব মানুষের মঙ্গলের জন্য দেহত্যাগ করেছেন। তার ছয় বছর পর তিনি উপলব্ধি করলেন যে, 'অতি মাত্রায় উপবাস ও উপাসনার ফলে (যা মানুষের শরীরের পক্ষে সহ্যাতীত) লোকে অলীক দৃশ্য দেখে শোনে ও ভবিষ্যদ্‌বাণী করে।'[১৩৪] শয়তান ও ভীতিপ্রদ যে-সব মুখ মানুষ দেখেছে বলে, উইনস্ট্যানলির মতে, সে-সব যন্ত্রণাক্লিষ্ট বিবেকের আর্তনাদ থেকে সৃষ্ট' এবং নিজস্ব বাসনা-কামনার প্রতিবিম্ব বিশেষ।[১৩৫]

এ-প্রসঙ্গে *স্বাধীনতার অনুশাসন (The Law of Freedom)* গ্রন্থে, উইনস্ট্যানলির বিশ্লেষণ অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ :

> যখন একজন বুঝদার মানুষ ভগবান, শয়তান, স্বর্গ-নরক ও মৃত্যুর পর নরকবাস ইত্যাদি বিজড়িত এক তত্ত্বের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয় যথেষ্ট মনোবলের অধিকারী না হওয়াতে এবং সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে অবহিত না থাকার ফলে সে বার বার সেই তত্ত্বের ভেতরে ঢোকার জন্য মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে অথচ তার তল পায় না। কারণ উক্ত তত্ত্বের ভিত্তি তো জ্ঞান নয়, নিছক কল্পনা। অতএব তা নিয়ে অনবরত মাথা ঘামিয়ে যেটুকু তার জ্ঞান-গম্যি ছিল তাও সে হারিয়ে বসে। এবং ছন্নছাড়া পাগলে পরিণত হয়। যদি সে আমুদে স্বভাবের হয় তাহলে হাসে নাচে গান করে। অনর্গল বকবক করে ও অদ্ভুত সব কথা বলে। সবই কিন্তু তার কল্পনা প্রণোদিত। আর যদি তাকে বিষণ্ণতায় পেয়ে বসে তবে সে দুঃখে ভেঙে পড়ে এবং কেঁদে কেঁদে বলে যে, সে অভিশপ্ত। ভগবান তাকে পরিত্যাগ করেছেন ; অতএব মৃত্যুর পর তার নরকবাস অনিবার্য। তার করণীয় কি সে জানে না। ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করবে কি-না তা-ও সে জানে না। বিপর্যস্ত মানসিকতার শিকার হয়ে এভাবে বহুলোক গলায় ফাঁস লাগায় আত্মহত্যা করে অথবা ডুবে মরে। অতএব এই দৈব-তত্ত্ব, যাকে তোমরা আধ্যাত্মিক মহিমা-যুক্ত ও

১৩২. *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ২, পৃ. ১৬৯, খণ্ড ১, পৃ. ২৬৯।
১৩৩. জনস্টন অফ ওয়ারিস্টন, *ডায়েরি*, খণ্ড ৩, পৃ. ৭১।
১৩৪. হালার, *ট্র্যাক্টস অন লিবার্টি*, খণ্ড ২, পৃ. ২৮৮-৯১ ; এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ২৫৯-৬০।
১৩৫. স্যাবাইন, পৃ. ২১৮।

স্বর্গীয় বলে থাকো—তা দুর্বল, রুগ্ন ও মানসিক অসুস্থতা সম্পন্ন মানুষকে এভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে।[১৩৬]

তিন বছর আগে যখন উইনস্ট্যানলি ভাববিহ্বল অবস্থায় ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন—তার থেকে এখন অনেক দূরে সরে এসেছেন তিনি।

৪ তা র প র কী?

আদি পাপ ও নরক সম্পর্কে বনেদী বিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দিতে পারে এ-ধরনের বহুবিধ চিন্তাধারার কথা আমি উল্লেখ করতে চেয়েছি। নিচের তলার মানুষেরা অবাধ আলোচনা করার অধিকার পাচ্ছে *তাদের* যা-ইচ্ছে হচ্ছে তাই আর ততই পাপ ও নরকের সামাজিক উপযোগিতার ওপর বেশি বেশি জোর পড়ছে। কিন্তু গড়ার থেকে ভাঙাটাই সোজা। বলা সহজ যে, পাজি রাজনীতিবিদরা পাপের উদ্ভাবক অথবা পাপ হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক সমাজের ফলশ্রুতি। কিন্তু কি করে এমন একটা সমাজ তৈরি করা যায় যেখানে পাপ আদৌ প্রশ্রয় পাবে না সে-বিষয়ে একমত হওয়াটা কঠিন, মানুষ হয়তো নরক-বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ভালোই দিতে পারে প্রলোভন ও উৎপীড়নের স্থূল নৈতিকতাকেও খান খান করে দিতে জানে এবং ভগবানের করুণাঘন ও সর্বশক্তিমান রূপ নিয়েও নানা যুক্তির কচকচি হাজির করতে পারে। কিন্তু আবারো বলছি, পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব ছাড়া নরক-চিন্তার হাত থেকে মুক্তি নেই, কারণ এই চিন্তা মানুষের অন্তরে সহজেই ঠাঁই করে নেবে।

১৬৪০-এর দশকের শেষাশেষি ও ১৬৫০-এর দশকের গোড়ায় আমরা বনেদী ক্যালভিনতন্ত্রের অকাট্যতার ওপর বৈপ্লবিক সংকটের জোরালো অভিঘাত লক্ষ্য করে থাকি। প্রথাসিদ্ধ সমাজ-সংস্থান ও কর্তৃত্ব-বিন্যাসের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার ইহলোকে ও পরলোকে। সব ঈশ্বরবিশ্বাসীই পৌরোহিত্যের অধিকারী অন্তরের নির্দেশ প্রমুখ প্রোটেস্টান্ট নব্যন্যায় ও ঐতিহ্যসম্পৃক্ত শাস্ত্রাদি সম্পর্কে প্রোটেস্টান্ট পণ্ডিতদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা সব একযোগে বাইবেলের অলঙ্ঘনীয়তাকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু তার জায়গায় কি আসছে? 'সবই প্রকৃতিজাত' কথাটি এমন একটি জোরালো বিশ্বাস নয় যে, যারা দুনিয়ার ওলট পালট ঘটাতে চায়, তারা সেটাকে আঁকড়ে ধরবে। কিন্তু যতদিন মানুষের জ্ঞান, ইতিহাস ও সভ্যতার বিবর্তন সম্পর্কে ভাবনা-ধারণা শক্ত ভিতের ওপর না-দাঁড়াচ্ছে ততদিন এক স্থানু জগতে নাস্তিকতা নিছক এক নেতিবাচক ভোগবাদী জীবনদর্শন হিসেব টিকে থাকবে। সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের ক্ষেত্রে নিরীশ্বরবাদীদের আদৌ কোনো ভূমিকা থাকবে কিনা সন্দেহ; যেহেতু বিপ্লবীদের চোখে ভগবান স্বয়ং পরিবর্তনের নীতির দ্যোতক। ভগবানের ওপর বিশ্বাস হারালে আর থাকে কি? সে কারণে মরীয়া হয়ে মিলটন মানুষের কাছে ঈশ্বরের দূরদর্শিতা ও অনন্তলীলা প্রমাণ করার জন্য মানবিক স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৩৭] ইতিহাস ও প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে সীমিত জ্ঞানের ফলে, মানুষ তখনও যেখানে ভগবান নিছক একটি অবাস্তব প্রকল্প মাত্র সেই বিবর্তনবাদী তত্ত্বের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারে নি।

সপ্তদশ শতকের নিরীশ্বরবাদ নিছক একধরনের বিদ্রোহের ভঙ্গিমাত্র তা অভিজাত লম্পট অথবা অখ্যাতনামা র‍্যান্টার যার দ্বারাই প্রচারিত হোক না কেন।[১৩৮] কারণ, পরের দিকে, দমন পীড়নের মুখোমুখি হয়ে তার পশ্চাদপসারণ ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়। অবিচল

১৩৬. *ঐ*, পৃ. ৫৬৮ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১০৬, ৭ অধ্যায়।
১৩৭. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২।
১৩৮. *পি. অ্যাণ্ড আর.*, পৃ. ৯৩-৬ ; *আই. ও. ই. আর.*, পৃ. ১৮১-৫।

ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী কোয়েকার সম্প্রদায় কখনো তাকে প্রশ্রয় দেয় নি। মার্ভেল, হ্যারিংটন, হবস্ ও ক্ল্যারেণ্ডন প্রমুখদের ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি যতই তাৎপর্যপূর্ণ হোক না কেন যতদিন না অষ্টাদশ শতকীয় স্কট-ঐতিহাসিক মহল সেই ধারার পোষকতা করে নি ততদিন পর্যন্ত সেটা অপরিণতই রয়ে গেল।[১৩৯] র‍্যাডিকালদের মধ্যে, বিবর্তনবাদ সম্পর্কে উইনস্ট্যানলিরই কিছু জ্ঞানগম্যি ছিল; সেকারণে এক ধরনের বস্তুবাদী ভাবধারা তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন যা পুরোপুরি স্থানু নয় আবার চক্রবৎ পরিবর্তনশীলও নয়। তাঁর মতে, সম্পত্তির ব্যক্তি-মালিকানার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক বিপ্লব সংঘটিত হবে এবং বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের ধারা সমাজকে চলিষ্ণু রাখবে। অতএব উইনস্ট্যানলি-কল্পিত কমনওয়েলথে পাপ ও নরকের ঠাঁই মেলা দুষ্কর।

তবুও, আমার মনে হয়, স্ব-নির্বাচিত নৈতিকতাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করার আগ্রহে বাইরের সব বাধাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য র‍্যাডিকালদের আপ্রাণ প্রয়াস নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই নৈতিকতা মানবিক ও জাগতিক। আমরা তাকে, পুরোপুরি না হলেও, চলমান জীবন ও জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করি। তাদের সিদ্ধান্ত যতই প্রগতিশীল হোক, তাদের ধর্মভাবনা যতই নিরীশ্বরবাদী হোক, র‍্যাডিকালরা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস থেকে সরে গেছে অন্য আরেকটি ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে। এমন কি উইনস্ট্যানলিও কিন্তু এর ব্যতিক্রম নন। এই আপাতবিরোধী বিষয়ই হবে পরবর্তী অধ্যায়গুলির অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়।

১৩৯. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৬১, ১৮ অধ্যায়।

৯ সীকার ও র‍্যান্টার

তারা ভগবানের বন্দনা করে; বিশ্বাস কর ভাইসব,
এই নামে কোনো জুজু নেই; সবই প্রকৃতির দান।
আমরা যে শূন্য থেকে এসে   মিলিয়ে যাবো
শূন্যেই, ঐ প্রকৃর্তির নিয়মেই   সেটা ভালো মতোই জানি।
অমরত্বের মরীচিকা দিয়ে ভোলায় যারা—
তারা যে মিথ্যেবাদী। তারা একবার শুধু বলুক—
কাকে বলে আত্মা   আমরা তখন সেই উন্মাদ
মানুষদের কাছে নতজানু হবো।

আ র‍্যান্টার ক্রিসমাস ক্যারল, *দ অ্যারিজমেন্ট অ্যাণ্ড ট্রেসল, উইথ আ ডিক্লারেশন অফ দ র‍্যান্টারস* (১৬৫০) পৃ. ৬

ফ্যামিলিপন্থীদের প্রায়ই সীকার ও র‍্যান্টারদের জন্মদাতা বলে অভিযুক্ত হয়।[১] এলিজাবেথের রাজত্বকাল থেকেই তারা আত্মগোপন করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। একাধিক স্ত্রী-র স্বামী ম্যানচেস্টারবাসী জনৈক ফ্যামিলিপন্থী মুচির কথা ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শোনা যায়।[২] ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের একজন বাক্স নির্মাতা, জন এথেরিংটন বলেন যে, পাপের বোঝা হাল্কা করার জন্য আগে অনুতাপ করা চাই। তিনি আরো বলেন, বিশ্রামবার বলে আলাদা কোনো দিন চিহ্নিত করার দরকার নেই—প্রতিটি দিনই বিশ্রামবার।[৩] তাঁকেও ফ্যামিলিপন্থী বলে অভিযুক্ত করা হয়। ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের জনৈক দর্জি, রিচার্ড লেন বলেন যে, এই জীবনেই পূর্ণতা লাভ সম্ভব।[৪] তার সতের বছর পর, জন সল্টমার্শকে ফ্যামিলিপন্থী বলে অভিযুক্ত করেন স্যামুয়েল রাদারফোর্ড । কারণ সল্টমার্শের অনেক অপরাধের মধ্যে তিনি বিশ্রামবারকে বাতিল করেছেন। রাদারফোর্ডের মতে, ফ্যামিলিপন্থীরা বলে বেড়াচ্ছে যে, প্রথানুগ শিক্ষাব্যবস্থা বাইবেলকে অনুধাবন করার পক্ষে উপযোগী নয়। উল্লেখ্য যে উইলিয়ম ডেল ও অন্যান্য র‍্যাডিক্যালরাও একই ধারণা পোষণ করেন।[৫] ১৬৪৬ সালের পর থেকে হেনরি নিক্‌লেস এবং অন্যান্য বহু ফ্যামিলিপন্থী ও অ্যান্টিনোমীয় লেখকের বই প্রকাশিত হচ্ছিল।[৬]

আধিভৌতিক আলকেমি ও সপ্তদশ শতকীয় জ্যোতিষচর্চা বিশেষ করে জন এভার্ড (১৫৭৫-১৬৫০)-এর কাজকর্মের সঙ্গে ফ্যামিলিপন্থীদের ঘনিষ্ঠতার দিকে শ্রীযুক্ত টমাস দৃষ্টি

১. ফ্যুলার, *চার্চ হিস্ট্রি* (১৬৫৫) খণ্ড ৪, পৃ ৩৩; ফক্স-এর *জার্নালে* উইলিয়াম পেন-এর ভূমিকা (খণ্ড ১, পৃ [২৫])।
২. আর. সি. রিচার্ডসন, *পিউরিটানইজম ইন নর্থ-ওয়েস্টার্ন ইংলণ্ড*।
৩. জন এথেরিংটন, *দ ডিফেন্স অফ জন এথেরিংটন এগেনস্ট স্টিভেন ডেনিসন* (১৬৪১) পৃ.-৯-১০। এথেরিংটন বলেছেন, প্রথমদিকে এই পুস্তিকটি ছাপানো বন্ধ রেখেছিলেন : মনে হয় তিনি এটা লিখেছিলেন বিশের দশকের শেষ অথবা ত্রিশের দশকের প্রথমদিকে। (ঐ পৃ ৪৬, ৬২)
৪. এস. আর. গার্ডেনার, *রিপোর্টস অফ কেসেস ইন দ কোর্টস অফ স্টার চেম্বার অ্যাণ্ড হাই কমিশন* (কামডেন সোসাইটি, ১৮৮৬) পৃ. ১৮৮-৯৪।
৫. এস্. রাদারফোর্ড, *আ সার্ভে অফ দ স্পিরিচুয়াল অ্যান্টিক্রাইস্ট* (১৬৪৮) পৃ. ৪৫, ১৯৪-২৯৭।
৬. ১৬৪১ সালে একটি বিরুদ্ধবাদী আলোচনা *ডেসক্রিপশন অফ দ সেক্ট কলড দ ফ্যামিলি অফ লভ* প্রকাশিত হয়।

আকর্ষণ করেন।[৭] এভারর্ড একজন কট্টর নাস্তিক এবং রাজা প্রথম জেমসের আমলে তিনি প্রায়ই কারাবাস করতেন। (তাই তিনি নিজেই তাঁর নাম দিয়েছেন 'চিরন্তন বন্দী'।) লডের নির্দেশে ফ্যামিলিপন্থী মতবাদ, অ্যান্টিনোমীয় মতবাদ ও আনাবাপতিস্ত মতবাদে বিশ্বাসী বলে, তাঁর ওপর বারংবার জরিমানা ধার্য হয়। এভারর্ড 'হার্মীয় ত্রিসমেগিস্তাস' ও 'সেই অভিশপ্ত গ্রন্থ', *থিওলোজিয়া জার্মানিকা* সহ অতীন্দ্রিয়বাদী বহু ধর্মপুস্তকের অনুবাদ করেন।[৮] তাঁর মতে, ভগবান মানুষ ও প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত। স্বর্গ ও নরক মানুষের অন্তরেই অবস্থিত। তিনি বাইবেলকে রূপকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'বাইবেল শুধু মৃত অক্ষরের সমষ্টি নয় স্বয়ং খ্রিস্টই বইবেল।' তাঁর মতে, 'মুদ্রিত অক্ষরের সঙ্গে সেঁটে' থাকার ফলেই ধর্মের অগ্রগতির পথ আজ রুদ্ধ এবং সেটাই হলো যাবতীয় বিতর্ক ও ধর্মীয় অত্যাচারের কারণ। খ্রিস্ট যখন রক্তমাংসের শরীরে দেখা দেবেন' তখনই তৈরি হবে ভগবানের রাজ্য পূর্ণ হবে তাঁর অভিপ্রায়। অলৌকিক ঘটনা আজো ঘটে 'কিন্তু আমরা অন্ধ বলে সে-সব কিছুই দেখতে পাই না।' এভারর্ডের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন জন ওয়েবস্টার।[৯] যারা দীনহীন ও অবজ্ঞাত সে-সব 'ভিক্ষুক জাতীয় মানুষই' এভারর্ডের ধর্মোপদেশের অভীষ্ট। তাঁর কাছে রাজা-মহারাজা ও হোমরাচোমরা মানুষদের চেয়ে এদেরই কদর বেশি।[১০] কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন অ্যাংলিক্যান যাজক বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বন্ধু রজার ব্রিয়ারলি ছিলেন আমরণ গ্রিন্ডেলটোনীয় মতবাদে বিশ্বাসী।[১১] তাঁদের দুজনের মধ্যে যে যোগসূত্র ছিল সে-সম্পর্কে আমরা পরে আরো জানব এবং জানলে বেশ মজাও লাগবে।

আরবেরির মতে, এমন কি গোঁড়া পিউরিটানদের প্রবণতাও একই লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত; যেমন, প্রেস্টন ও সিব্বেস সরাসরিভাবে নিঃশর্ত ঐশী করুণার্জন সম্ভব বলে বলেছেন।[১২] রিচার্ড সিব্বেসের ভাষায়, 'আধ্যাত্মিক মানুষ সব কিছু বিচার করার অধিকারী কিন্তু তিনি অন্য মানুষের বিচারের উর্ধ্বে।....সমস্ত পার্থিব বস্তু তাঁর শাসনাধীনে..... যেহেতু তাঁর মধ্যে খ্রিস্টের আত্মা বিরাজ করছে, তাই তিনি সকলের ওপর রাজত্ব করেন।'[১৩] 'ঈশ্বর যদি পিতা হন, আর আমরা সবাই ভাই, তাহলে এটা তো সাম্যবাদী জগত।' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সিব্বেস তার সঙ্গে এটাও জুড়ে দিতে ভোলেন নি : 'তারপর কিছু নিচমনা ও অজ্ঞ লোক ভ্রান্তির পথে পা বাড়াল।'[১৪] জন প্রেস্টনের শিক্ষা হলো যে, ঈশ্বর মনোনীতেরা *নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই* জানে যে, বাইবেল সত্য এবং ভগবান কি। 'তাঁরা ভগবানকে নিজেরা যেভাবে জেনেছেন ধর্মশাস্ত্রগুলিতে ঠিক সেভাবেই তাঁকে দেখানো হয়েছে।'[১৫] বোলটন ঘোষণা করেছেন যে, 'বিষয়াসক্ত লোকেরা যাবতীয় ধন, মান ও উচ্চতরপদ অবৈধ উপায়ে আত্মসাৎ করেছে;..... সাধুসন্তরা যতদিন পৃথিবীতে থাকবে এসবেই তাদেরই একমাত্র ন্যায্য অধিকার।'[১৬] টোবিয়াস ক্রিসপের মতে, 'পাপ বলে আর কিছু নেই।' স্পেনের লোকেরা যেমন

৭. টমাস, *রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক*, পৃ ২৭০-১, ৩৭৫; মগলটন, *অ্যাক্টস অফ দ উইটনেস*, পৃ ৫৩। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.২১০-১,১৪ অধ্যায়।

৮. *সি. এস. পি. ডি.*, ১৬৪৮-৯, পৃ। ১৭৬। এই কথাগুলি কোর্ট অফ আর্কের ডীন ও লড-এর একজন সক্রিয় সমর্থক ড. জন ল্যাম্বের।

৯. এভারর্ড, *দ গসপেল ট্রেজারি ওপেনড* (২য় সংস্করণ, ১৬৫৯) খণ্ড ১, পৃ. ২২১, খণ্ড ২ পৃ. ১০৩, ২৫৪, ৩৪০; তু.—পৃ. ৪৫৭। প্রথম প্রকাশ ১৬৫৩। তু.—হালার, *দ রাইজ অফ পিউরিটানইজম* (কলম্বিয়া, ইউ.পি., ১৯৩৮) পৃ. ২০৭-১২; *পি. অ্যাণ্ড আর*, পৃ. ১৪৯।

১০. এভারর্ড, *গসপেল ট্রেজারি*, খণ্ড ১।

১১. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৬২-৪, ৫ অধ্যায়।

১২. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ৬৭-৮।

১৩. আর. সিব্বেস, *বিমস অফ ডিভাইন লাইট* (১৬৩৯) পৃ. ২৩১-৩। সি. এইচ. এবং কে. জর্জ কর্তৃক উদধৃত,। *দ প্রোটেস্টান্ট মাইণ্ড অফ দ ইংলিশ রিফর্মেশন* (প্রিন্সটন ইউ. পি., ১৯৬১) পৃ. ৯৯।

১৪. সিব্বেস, *ওয়র্কস* (এডিনবরা ১৮৬২-৪) খণ্ড ২, পৃ. ৩১১, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫৮, তু.— পৃ. ৫৫৮।

১৫. প্রেসটন, *লাইফ ইটারনাল* (৪র্থ সং,১৬৩৪) পৃ. ৩৪; তু.—*পি. অ্যাণ্ড আর*.পৃ, ২৭২।

১৬. আর. বোলটন, *ওয়র্কস* (১৬৩১-৪১) খণ্ড ৪, পৃ. ২৫, জর্জেস কর্তৃক উদধৃত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯-১০০।

ইংলণ্ডের আইন-নিয়ে মাথা ঘামায় না, তেমনি, তুমি যদি খ্রিস্ট ভক্ত স্বাধীন মানুষ হও তাহলে তোমাকেও অভিসম্পাতের যাবতীয় বিধি নিয়ে বিচলিত হতে হবে না।' যেহেতু তার বিবেক খ্রিস্টের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন তাই একজন বিশ্বাসী কখনো মার্জনার অযোগ্য পাপ করতে পারে না। 'মুক্তমনা শব্দটা এই পৃথিবীর সবচেয়ে গৌরবজনক অভিধা।'[১৭]

এ-ধরনের রূপকাশ্রয়ী রচনা সামাজিক শান্তির যুগে মোটেই ক্ষতিকারক নয় যদিও ধর্মীয় কর্তাব্যক্তিরা মোটেই এসব সুনজরে দেখতেন না। ১৬৪০-এর দশকের বৈপ্লবিক পরিবেশে যখন নিম্নবর্গীয়দের কেউ কেউ এগুলি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে থাকেন তখনই বিপদ ঘনিয়ে আসে। রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে শান্তিবাদী কোয়েকার সম্প্রদায় ও টমাস ত্রেহার্নে যখন এই তত্ত্ব প্রচার করতে থাকেন তখন আবার এগুলি নখদন্তহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিপ্লব ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী যুগে এগুলি জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো বহ্নিমান।

১৬৪৩ সালের ডিসেম্বরে রবার্ট বেইলির নজরে আসে যে, স্বাধীন চার্চ সম্প্রদায়ের প্রভাব বাড়ছে, 'কিন্তু আনাবাপতিস্তরা তার চেয়েও বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠছে এবং সবচেয়ে বেশি অ্যান্টিনোমীয়রা।' তিনি আরো লক্ষ্য করেন, মূলত সেনাবাহিনীতেই তাদের প্রভাব বেশি।[১৮] ব্রাউনপন্থী ধর্মসভা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি রীতিমতো আতঙ্কিত; কারণ 'সেখানে অত্যন্ত নিম্নপদস্থ ভৃত্যকেও অন্যদের ভৎসনা-তিরস্কার-গালমন্দ করার ও ভক্তমণ্ডলী থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।' ভক্তমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য যদি তাদের ধর্মোপদেশকে বৃত্তিচ্যুত করে তাহলে কোনো ধর্মপরিষদ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষস্থানীয় সংস্থা এই সিদ্ধান্ত রদ করতে অক্ষম। নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যে কোনো ভক্তমণ্ডলীকে এ-ধরনের বৃত্তিচ্যুত করার অধিকার দান তাঁর মতে, অত্যন্ত অশুভ ও তা থেকে 'সর্বজনীন ঐশী করুণা লাভের' হুজুগের সৃষ্টি হয়।[১৯] এই সময় থেকেই নানা মত ও নানা পথের অভ্যুদয়ের অজস্র দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে পরবর্তীকালে তারা সবই র‍্যান্টার সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে যায়।

টমাস এডওয়ার্ডস জানাচ্ছেন যে, প্রতিবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতে, খ্রিস্ট সকলের জন্য দেহত্যাগ করেছেন। এবং একজন হ্যাকনিবাসী ইট-নির্মাতার দেখা মিলেছে যে-বলছে, খ্রিস্ট ভগবান নয়। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলতে গেলে, খ্রিস্ট যদি ভগবান হয় তাহলে সে-ও ভগবান। বাপতিস্তদের সঙ্গে ওঠাবসা করে এমন একজন রচেস্টারবাসী খ্রিস্টকে বেজন্মা ডেকেছে এবং খ্রিস্টকে একই নামে ডেকেছে সাউথওয়ার্কের জেন স্ট্রটন। এডওয়ার্ডস প্রণীত প্রমাদতালিকার আট নম্বর ভুল হলো : ধর্মশাস্ত্র এবং ত্রয়ী (Trinity), খ্রিস্টের দেহধারণ ও পুনরুত্থান ইত্যাদির তত্ত্ব যতদূর যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হবে ততদূরই আমরা মান্য করব।' 'প্রার্থনা করলেও ভগবান যেমন তাঁর সন্তানদের ভালোবাসেন, তেমনি পাপ করলেও।' কয়েকটি গোষ্ঠীর মতে তাঁরা আদৌ পাপ করতে পারেন না, কারণ তাঁরা যদি পাপ করেন তাঁদের অন্তরবাসী খ্রিস্টও সমভাবে পাপ করে চলেছে।'[২০] ১৬৪৭ সালে জন ট্রাপ জানাচ্ছেন, 'পোশাক-পরিচ্ছদ চুরি করার দায়ে যখন কর্ত্রী তাঁর দাসীকে অভিযুক্ত করছেন তখন সেই অ্যান্টিনোমীয় নারী' তার উত্তরে বলে : 'আমি চুরি করি নি আমার ভেতরে যে পাপ রয়েছে, একাজ তার।'[২১] আবার এডওয়ার্ডসের

১৭. টি. ক্রিসপ, *ক্রাইস্ট অ্যালোন এক্সালটেড ইন সেভেটিন সারমনজ* (১৬৪৩) পৃ. ৮৭, ১৫৬-৯; তু.—পৃ. ২৭৬-৭; *কমপ্লিট ওয়র্কস* (১৮৩২) খণ্ড ১, পৃ. ১২২, ১৩০-৩, ২২৪-৬; তু.—পৃ. ১৩৭, ১৭৮-৯, খণ্ড ২, পৃ. ১৩৭, ১৭৩-৪, ২৬৭। *ক্রাইস্ট অ্যালোন এক্সালটেড*-এর ১৬৪৬ সালের সংস্করণে অ্যান্টিনোমীয় হেনরি পিনেল একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। আরবেরি ক্রিসপকে স্বাগত জানিয়েছিলেন (*টেস্টিমনি*, পৃ. ৬৮); ক্লার্কসন তাঁর কথা শুনেছেন এবং তাঁর লেখাও পড়েছেন (*দ লস্ট সিপ ফাউণ্ড*, পৃ. ৯)।

১৮. বেইলি, *লেটারস অ্যাণ্ড জার্নালস* খণ্ড ১, পৃ. ৪০৮, ৪৩৭।

১৯. বেইলি, *আ ডিসুয়েসিভ ফ্রম দ এররস অফ দ টাইম* (২য় মুদ্রণ, ১৬৪৫-৬), পৃ. ২৬, ১৬৭।

২০. এডওয়ার্ডস, *গাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ১৯, ২৬, ৩৫-৬, ১১০-১৩, ২১৩; খণ্ড ২ পৃ. ২-৩।

২১. জে. ট্রাপ, *কমেন্টারি অন দ নিউ টেস্টামেন্ট* (এভানসভিল, ইণ্ডিয়ানা, ১৯৫৮) পৃ. ৫০১। প্রথম প্রকাশ, ১৬৪৭।

কথায় ফিরে আসা যাক। তিনি বলছেন, সৃষ্টির প্রথম স্তরে সবাই ছিল ভগবানের অন্তর্গত। 'তাই প্রাণ মাত্রেই ভগবানের অংশ। প্রাণের স্রোতের উৎসভূমি ভগবান আবার সেই স্রোত উৎসে গিয়েই মিলিয়ে যাবে, যেমন জলকণা সমুদ্রে মিলিয়ে যায়।' ১৬৪৬-এ পরবর্তী পঁচিশ ও ছাব্বিশ দফা ভ্রান্তি : 'ভগবান আমাদের রক্তমাংসেরই অংশ যেমন তিনি খ্রিস্টের দেহের অংশ বিশেষ।' এবং আমরা 'সবাই পরিশেষে পরিত্রাণ লাভ করব।' শ্রীমতী আটাওয়ে ও উইলিয়ম জেনি মনে করেন যে, তারা কোনো পাপ করেন নি যেমন দেহী যিশুও নির্দোষ ছিলেন। অথচ এডওয়ার্ডসের মতে, তারা ব্যভিচারে লিপ্ত। তারা আত্মার নশ্বরত্বে বিশ্বাসী এবং তাদের মতে বিবেকের বাইরে নরকের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। লণ্ডনের একজন মহিলা সোচ্চারে বলছেন, খুন, ব্যভিচার, চুরি প্রভৃতি পাপ নয়।[২২] প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলি মনে করে যে, বারবার প্রার্থনা করা সত্ত্বেও একজনের যদি পাপ করতে ইচ্ছে হয় তাহলে তার তাই করা উচিত। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় এসব কথা বিদ্রূপতার সঙ্গে বলা হয়েছে।[২৩]

অতএব প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে চারিদিকে ব্যাপক অনাস্থার বাতাবরণ যা বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে লণ্ডনের মানুষজন ও সেনাবাহিনীর মধ্যে। ঐতিহাসিকরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, লং পার্লামেন্ট ও সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দের মধ্যে যাদের বয়স অল্প তারা পার্লামেন্টের চেয়ে রাজারই বেশি পক্ষপাতী।[২৪] তার বিশেষ কারণও আছে। ১৬৩০-এর দশকে পার্লামেন্টের কোনো অধিবেশন হয় নি অতএব করিৎকর্মা যুবক ভদ্রলোকেরা নিজেদের আখের গোছাবার জন্য রাজসভার দ্বারস্থ হয়। ১৬২০-র দশকের মধ্যে যাদের ধ্যান ধারণা তৈরি হয়েছে তারাই পার্লামেন্টের কট্টর সমর্থক। লণ্ডন ও কাছাকাছি কাউন্টিগুলিতে পার্লামেন্টের সমর্থক সংখ্যা বেশি। প্রত্যাশিতভাবেই, যাদের উঁচু রাজপদের জন্য অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা নেই সেই যুব সমাজের মধ্য থেকেই র‍্যাডিকালদের উদ্ভব।

টমাস এডওয়ার্ডস বারবার বলে চলেছেন : যত্তো সব ছোঁড়াছুঁড়ির দল সর্বজনীন মুক্তির বুলি কপচাচ্ছে।[২৫] বাক্সটারের মতে, লণ্ডন শহরে তখন পুরোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী ও আনাবাপতিস্তরা সংখ্যায় এমন কিছু বেশি নয়; ১৬৪০-৪২ সালে কয়েকজন মিলেই 'ছোকরা ও আকাট ধর্মপ্রবণ মানুষ' ও কারিগরেরা সাকরেদদের খেপিয়ে তুলল। ১৬৪৬ সালে উইলিয়ম ডেল দেখছেন, অল্পবয়স্করা 'বেশি বয়সের সংস্কার ও পুরোনো তত্ত্বের জের থেকে মুক্ত' তাই নতুন প্রত্যয়ে দীক্ষিত হতে তাদের কোনো পিছুটান থাকার কথা নয়।[২৬] অতীতে লিলবার্ন যা করতেন, ঠিক একই কায়দায় লণ্ডন শহরের জনৈক ছোকরা কারিগর, জন ব্রুক একপাল অল্পবয়সী ছেলে জুটিয়ে একযোগে প্রার্থনা ও ভগবান বিষয়ে চর্চা করতে থাকেন।[২৭] অ্যান্টনি পিয়ার্সন আমাদের জানাচ্ছেন যে, ছোকরা কারিগর ও অল্পবয়সী ছেলেরা র‍্যান্টারদের ভিড় বাড়াতে থাকে। আবার ব্যাক্সটার বলছেন, কোয়েকার সম্প্রদায় আনাবাপতিস্ত ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চার্চ খালি করে 'সমস্ত তরুণ ও অস্থির মতি যুবকদের' নিজেদের দিকে টেনে

২২. এডওয়ার্ডস *গাংগ্রীনা*,' খণ্ড ১, পৃ. ২১, ১১৬-১৯; খণ্ড ২ পৃ. ৮; খণ্ড ৩, পৃ· ১০, ২৬-৭, ৩৫-৮, ৮৮-৯২।

২৩. [অজ্ঞাত] *আ ট্রু অ্যাণ্ড পারফেক্ট পিকচার অফ আওয়ার প্রেজেন্ট রিফর্মেশন* (১৬৪৮) পৃ. ১৩। এ-ধরনের ভাবনা যে মূলত প্রেবিয়ানই হতে হবে তার কোনো মানে নেই। প্রথম দুই স্টুয়ার্টের আমলে আইন-জানাকবিরা কেতাদুরস্ত সরাইখানাগুলোর ব্যভিচার ও অবাধ যৌনতা সম্পর্কে একটি মত গড়ে তুলেছিলেন—যার সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছিল বিবাহ ও জমির বেড়াদান। এবং আবেগতাড়িতভাবে কাতরতা প্রকাশ করা হয়েছিল হারিয়ে যাওয়া এক স্বর্ণযুগের (জন কেরি, দ আভিডিয়ান লভ এলিজি ইন ইংলণ্ড, অপ্রকাশিত অক্সফোর্ড ডি. ফিল গবেষণাপত্র, ১৯৬০), বিশেষত পৃ· ১৯৯, ৩৭৬, ৩৮৬-৭, ৪১৯-৪২১)।

২৪. ডি. বারটন এবং ডি. এইচ.পেনিংটন, *মেম্বরস অফ দ লং পার্লামেন্ট* (১৯৫৪), পৃ. ১৫-১৬; জি. ই. এলমার, *দ কিংস সারভেন্টস* (১৯৬১) পৃ. ৩৯৩-৪।

২৫. এডওয়ার্ডস *গাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ১২১, ১২৪ এবং অন্যত্র; খণ্ড ৩, পৃ. ৯৯।

২৬. *রেলিক্যুইয়া বাক্সটেরিনা*, খন্ড ১, পৃ. ২৬; ডেল, *সেভারেল সারমনস* পৃ. ৭৯।

২৭. *আ শর্ট হিস্ট্রি অফ দ লাইফ অফ জন ব্রুক*, সিপ্পেল-এর *ওয়েরডেনডস কোয়াকারটাম*, পৃ. ২৩৮। লিলবার্ন অংশের জন্যে দ্র.—পি. গ্রেগ, *ফ্রি-বর্ন জন* (১৯৬১) পৃ. ৪৭।

এনেছে।'[২৮] আমাদের মতে, 'টুপি খুলে' সম্মান না জানানো ও সকলকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করা প্রভৃতি আচরণ চালু করে কোয়েকাররা সামাজিক প্রতিবাদের নমুনা পেশ করেছে। কিন্তু এ-ধরনের আচরণ বড় জনের প্রতি ছোটোজন এবং পিতার প্রতি পুত্রের অসম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত বটে। তাঁর পিতার বিরুদ্ধে নিজের ঘোরতর লড়াইয়ের আনুপূর্বিক বর্ণনাসহ রচিত টমাস এলউডের বইখানা[২৯] যাঁরা পড়েন নি তাঁরা বুঝতেই পারবেন না যে, তখন ঘরে ঘরে এক প্রজন্মের সঙ্গে আর এক প্রজন্মের কি ভয়ংকর ও বেদনাদায়ক লড়াই চলত। এদিক থেকে ভদ্রপরিবারগুলিতে কোয়েকার মতবাদের প্রসার নিয়ে আরো ভাবনা-চিন্তা প্রয়োজন বোধ হয়

ওয়াল্টন-অন-টেমস্ ধর্মপল্লীর গীর্জাঘরে সৈন্যদের বিক্ষোভের কথা, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তাঁরা বয়সে তরুণ। তারা এককথায় কতকগুলি জিনিসকে খারিজ করে; যেমন; ১. বিশ্রামবার অবান্তর যেহেতু এটা ইহুদি-আচরণ ও নিছক আনুষ্ঠানিক। ২. ধর্মকরও ইহুদি-প্রণোদিত ও আনুষ্ঠানিক এবং ঈশ্বরের সন্তদের ওপর একটি বোঝা বিশেষ তাছাড়া শিল্প ও চাষাবাদের পক্ষে ক্ষতিকারক। ৩. যাজকরা খ্রিস্ট-বিরোধী যেহেতু স্বয়ং যিশু তাঁর ভক্তদের হৃদয়ে আসীন, অতএব তারা অবান্তর। ৪. যেহেতু পবিত্র আত্মার প্রতিভূ স্বয়ং যিশু আমাদের মধ্যে এসেছেন এবং পৃথিবীর বুকে সন্তদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তাই ম্যাজিস্ট্রেটদেরও কোনো প্রয়োজন নেই। ৫. বাইবেল হচ্ছে ভিখারিদের খুদ-কুঁড়ো দুগ্ধ-পোষ্য শিশুদের পথ্য; খ্রিস্ট যেহেতু স্ব-মহিমায় আমাদের মধ্যে বিরাজমান এবং বাইবেল যা পারে তার চেয়েও বেশি প্রেরণা তিনি সন্তদের মধ্যে সঞ্চারিত করছেন।'[৩০] ১৬৫১ সালে রবার্ট অ্যাবটের উক্তির মধ্যে সমকালীন মনোভাব প্রতিফলিত। তিনি, 'উদ্ভট বেশভূষায় সজ্জিত ও উশৃঙ্খল আচরণকারী কদাকার যুবক-যুবতীদের' কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। তাঁর মতে, 'এসব আগে কখনো দেখা যায় নি। দেখ, মেয়েরা কেমন উল্লাসভরে নগ্নতার প্রদর্শনী খুলেছে।'[৩১] যদিও নগ্নতার ধারণা আপেক্ষিক; যেমন, একজন বাপতিস্ত একবার দীক্ষা-স্নান অনুষ্ঠানে 'একটি মেয়ের.... হাঁটুর উপরিভাগ দেখে আতঙ্কে শিউরে ওঠেন।' তিনি বেশ রসিয়ে বলেছেন; 'আমি একা নই অনেকেই এই দৃশ্য দেখেছে।'[৩২]

সল্টমার্শ, আরবেরি ও ডেল প্রমুখ নিঃশর্ত ঐশ্য করুণার প্রবক্তারা নর-নারীদের অতি-নৈষ্ঠিকতা ও নৈয়ায়িকদের কচকচি থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। তাছাড়া, হাতুড়ে মার্কা তথাকথিত শাস্ত্রবাক্যের দৌলতে মহামুক্তি সম্পর্কে মানুষের মনে যে-সংশয় জমাট বেঁধেছে তাকে দূর করাও তাঁদের অন্যতম অভীষ্ট লক্ষ্য। স্বভাব সরল ও অপরিণত ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন নর-নারীর বেলায় তাঁদের যাবতীয় শিক্ষা বিশেষ করে সেই বৈপ্লবিক সংকটের সময়ে তাদের সহজেই অ্যান্টিনোমীয় মতবাদের দিকে ঠেলে দিল। কারণ মানুষ চেয়েছে আইন ও নৈতিকতার নিগড় থেকে ষোলআনা মুক্তির আনন্দ। ১৬৪৭-এর সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি টমাস কোলিয়ার যখন সেনাবাহিনীর উদ্দেশে বলেন : 'ভগবান সন্তপুরুষদের শরীরের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন যা তিনি করেছিলেন খ্রিস্টের রক্তমাংসে গড়া শরীরের আশ্রয়ে।'[৩৩] তিনি ভালো করেই জানতেন যে, তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে অনেক সাধারণ সৈনিক নিজেদের সন্তপুরুষ বলে ভাবছে।

একদিকে সার্বিক আস্থা-র সঙ্কট আর অন্যদিকে সবাই আসন্ন স্বর্গরাজ্যের কল্পনায় মাতোয়ারা। তার ওপর সকলের জন্য রয়েছে সবকিছু যাচাই করে বেছে নেবার অবাধ স্বাধীনতা।

২৮. বাকলে, *ইনার লাইফ* পৃ. ৩৩১; দ্র-বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৭৪, ১০ অধ্যায়।
২৯. দ্র-বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৮০-১, ১০ অধ্যায়।
৩০. ওয়াকার, *হিস্ট্রি অফ ইনডিপেনডেন্সি*, ভাগ ২, পৃ. ১৫২-৩। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১৪০ এই অধ্যায়।
৩১. আর.অ্যাবট, *দ ইয়ং ম্যানস ওয়ারনিং-পিস*; তু।—যুবকদের উৎশৃঙ্খলতার ব্যাপারে এই বহু-প্রচলিত অংশটি আছে *দ কনটিনিউএশন অফ দ লাইফ অফ এডওয়ার্ড আর্ল অফ ক্ল্যারেনডন* (১৭৫৯) খণ্ড ২, পৃ. ৩৯-৪১।
৩২. উইলিয়ম গ্রিজ, *দ কোয়েকারস জিশাস* (১৬৫৮) পৃ. ৪৭।
৩৩. উডহাউস-এর পৃ. ৩৯০-৬-এ।

অতএব এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনবরত এক ধর্মীয় গোষ্ঠী
থেকে আর এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর দিকে দ্রুত যাতায়াত করবে   নিজেদের সাধ মিটিয়ে সবাইকে
বাজিয়ে দেখবে। তাই আমরা অধ্যাত্মমূলক আত্মজীবনীগুলিতে দেখতে পাই যে, সে-সময় মানুষ
একের পর এক সম্প্রদায়ের চৌকাঠ পার হয়ে শেষপর্যন্ত কোথাও গিয়ে স্থিতি লাভ করছে।
যেমন, যথাক্রমে প্রেসবিটারীয়, স্বাধীন চার্চ, আনাবাপতিস্ত এবং শেষপর্যন্ত সীকার; (ওয়েবস্টার
ও ক্লিমেন্ট রাইটার, তার উদাহরণ।[৩৪]) অথবা একই পথ-পরিক্রমার শেষে র‍্যান্টার (সলমন,
কোপিন, কোপ, ক্লার্কসন ও ফ্রান্সিস ফ্রিম্যান[৩৫]) এবং কোয়েকার সম্প্রদায় (ডিউসব্যারি,
হাউগিল ও টমাস টেলর।[৩৬]) বিতর্কের যেন শেষ নেই— চার্চের পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে অথবা
দীক্ষাস্নান নিয়ে। দীক্ষাস্নাত করার অনুষ্ঠানের পদ্ধতি নিয়ে বেশ গোলমেলে ধরনের
(শিশু-সাবালক-স্বয়ং নিজে, সিক্ত শরীরে অথবা শরীর না ভিজিয়ে) মতপার্থক্য দেখা দিল।
এসব মিলে শুরু হলো অন্তহীন বিবেকী সঙ্কট   অশেষ মনোমালিন্য এবং বিভেদ দেখা দিল
একের পর এক ধর্ম সংঘের অভ্যন্তরে।   সেদিন আলোড়িত ধর্মজগতের নেতৃস্থানীয় সমস্ত
মুখপাত্রই জোরের সঙ্গে দাবি জানাতে থাকেন যে, তাঁর মত ও পথই সঠিক। তাঁরা বাইবেলের
উদ্ধৃতি সহযোগে বা অন্তরের নির্দেশের দোহাই দিয়ে নিজের নিজের বক্তব্যকে যে কোনো
[illegible]   জোরদার করার প্রয়াস চালাতে শুরু করে দেন। অনেকে আবার যাবতীয়
নির্দেশাবলী, বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি এবং এমন কি সবরকম চার্চেরও বিরোধিতা করতে থাকেন।[৩৭]
যেহেতু জগতের বিলুপ্তি আসন্ন, অতএব সব ধরনের সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও সংঘবদ্ধ ধর্মাচরণ
থেকে দূরে থাকার নির্বেদ মানসিকতায় পেয়ে বসে অনেককে। সীকার বলে অভিহিত এই
ধরনের মানুষদের মধ্যে রয়েছেন— ওয়ালউইন; যদিও 'সীকার' নামটাতে তাঁর আপত্তি
রয়েছে,[৩৮]; রজার উইলিয়মস,[৩৯] জন সল্টমার্শ, জন মিলটন ও সম্ভবত অলিভার ক্রমওয়েল
স্বয়ং। এডওয়ার্ডসের মতে,[৪০] লরেন্স ক্লার্কসন একজন সীকার। তাঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই
র‍্যাডিকালদের ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং ১৬৪৭ সালের পর সেনাবাহিনীর দ্বারা গণতান্ত্রিক
সমাজব্যবস্থার পত্তন সম্ভব হলো না দেখে তাঁরা আশাহত। যতই আশাভঙ্গের কারণ থাকুক,
১৬৪০-এর প্রজন্মের মানুষজন কিন্তু স্বর্গরাজ্যের কল্পনায় মাতোয়ারা হয়েছিল। কিন্তু ১৬৫০-এর
দশকের নিস্তরঙ্গ সাদামাটা যুগে তাদের উত্তরসূরিদের খবর কি? খবর মোটেই আশাপ্রদ নয়।
রিচার্ড বাক্সটার লিখছেন : 'মানুষ যখন দেখল ধর্ম নিয়ে অসম্ভব মারামারি কাটাকাটি; অনেকে
কোনোদিকেই ঝুঁকল না এবং বাকিরা বলল, তাদের আর ধর্মেরই দরকার নেই।'[৪১]

৩৪. আর.এম. জোনস, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ইন দ ইংলিশ কমনওয়েলথ* (হার্ভার্ড ইউ. পি., ১৯৩২)
পৃ. ৮৭-৮; এডওয়ার্ডস, *গ্যাংগ্রীনা* খণ্ড ১, পৃ. ৮১-২। আমি নিশ্চিত নই যে রাইটারের পক্ষে 'সীকার' শব্দটি
ঠিক কি-না।

৩৫. জে. সলমন; *আ রুট, আ রুট* (১৬৪৯) পৃ. ৯-১৩; আর.কোপিন, *ট্রুথস টেস্টিমনি* (১৬৫৫) পৃ. ১০-১৫; এ.
এল. মর্টন, *দ ওর্য়ল্ড অফ দ র‍্যান্টারস*, পৃ. ১১৬-১৯; কোহ্ন, *দ পারসুইট অফ দ মিলিয়েনিয়ম* ৩৫৩; এফ.
ফ্রিমান, *লাইট ভ্যানুইসিডোর্কনেস* (১৬৫০), পৃ. ৫-৬। ক্লার্কসন হয়ে উঠেছিলেন একজন মাগলটোনীয়।
কোপিন নিজেকে একজন র‍্যান্টার হিসেবে পরিচয় দিতে অস্বীকার করেন। অবশ্য এটা জানা খুব শক্ত যে, কে
কিভাবে এর বর্ণনা করেছিলেন।

৩৬. ডব্লিউ.ডিউসব্যারি, *দ ডিসকভারি অফ দ গ্রেট এনমিটি অফ দ সারপেন্ট এগেনস্ট দ সিড অফ দ উওমেন*
(১৬৫৫), নানাস্থান দ্রষ্টব্য; ফ্রান্সিস হাউগিল, *দ ইনহেরিটেন্স অফ জ্যাকব ডিসকভারড* (১৬৫৫), নানাস্থান
দ্রষ্টব্য; টি. সিপ্লেল, *জুর ভরজেশ্চিতে ডেস কোয়াকারটামস* (গিজেন, ১৯২০) পৃ. ৪৭।

৩৭. সি. বারেজ, 'দ রেস্টোরেশন অফ ইমারশন বাই দ ইংলিশ অ্যানাব্যাপটিস্ট অ্যান্ড ব্যাপটিস্ট (১৬৪০-১৭০০)',
আমেরিকান জার্নাল অফ থিওলজি, জানুয়ারি ১৯১২; বিশেষত পৃ. ৭৬।

৩৮. এডওয়ার্ডস *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ১২৮; হালার, *ট্রাক্টস অন লিবার্টি* খণ্ড ৩, পৃ. ৩৩০।

৩৯. বারেজ, *আর্লি ইংলিশ ডিসেন্টারস*, খণ্ড ১, পৃ. ৩৬৭।

৪০. এডওয়ার্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ২, পৃ. ৭-৮

৪১. *রেলিক্যুইয়া বাক্সটেরিনা*, খণ্ড ১, পৃ. ৮৭।

২ উইলিয়ম আরবেরি

১৬৪৬ সালে উইলিয়ম আরবেরিকে 'সীকারদের প্রধান মুখপাত্র' (Champion) বলে চিহ্নিত করা হয়।[৪২] ১৬৩৮ সালে তিনি 'বুক অফ স্পোর্টস' থেকে পাঠ করতে চান নি বলে, তাঁকে কার্ডিফের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয়। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি পার্লামেন্টের একজন কট্টর সমর্থক এবং নিউ মডেল আর্মির অন্যতম পাদরি ছিলেন। আরবেরির মতে, প্রথম চার্লস, 'ধনীদের ছাড়া আর কাউকে পাত্তা দিতেন না তারাই তাঁর বন্ধু ও প্রিয়পাত্র। তিনি সর্বদা একদল নির্বোধ ও তোষামুদে লোকের দ্বারা পরিবৃত থাকতেন যখন উৎপীড়িত ও লুণ্ঠিত দেশ ছারখার হতে চলেছে।'[৪৩] সেনাবাহিনীর একজন পাদরি হিসেবে আরবেরি অন্যান্য পদমর্যাদার প্রেসবিটরীয় যাজক, ধর্মকর এবং নির্যাতনের সমালোচনাও শুরু করেন। এ-ব্যাপারে তিনি প্রয়োজন মতো বোহেমির মতামত উদধৃত করতেন।[৪৪] আরবেরি সার্বজনীন মোক্ষলাভের কথা প্রচার করেছেন এবং এডওয়ার্ডসের ভাষায় তিনি খ্রিস্টের দেবত্বকে অস্বীকার করেছেন। তাছাড়া তিনি. যে-কোনো গৃহী ধর্মোপদেশ দানের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন।[৪৫] তিনি ঘোষণা করলেন যে, 'ভগবানের পূর্ণ অবয়ব সন্তপুরুষদের শরীরীরূপ ধরে প্রকাশ হবে' যা ঘটেছিল খ্রিস্টের আকৃতিতে। 'আমাদের মধ্যে আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত খ্রিস্টের কষ্টের অবধি নেই।' অতএব মানুষের উচিত 'বিনম্র ভঙ্গিতে নীরবে প্রভুর আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করা, যত দিন না তিনি তাদের কাছে স্ব-রূপে দেখা না দিচ্ছেন।' 'আমরা জানি না সত্য কি জিনিস ভ্রান্তি কাকে বলে কাকে বলে দিন আর কাকেই বা রাত্রি। তবে আর একটু অপেক্ষা কর। এবং পরিশেষে, নিশ্চয়ই এই চরম বিভ্রান্তির ব্যাবিলন থেকে তিনি আমাদের মুক্ত করে বাইরে নিয়ে আসবেন। রাত্রির আঁধার শেষ হলে আমরা দেখতে পাবো ভোরের রাঙা আলো।' 'খ্রিস্টের চেয়ে সন্তপুরুষেরা অধিকতর অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন.... খ্রিস্ট যা করেছেন তার চেয়ে এঁদের অবদান ঢের বেশি' এ-সব কথা তিনি নাকি বলেছেন এই বলে তাঁর প্রেসবিটারীয় শত্রুরা তাঁকে অভিযুক্ত করে থাকে। আরবেরি নিজেকে একজন গড়পড়তা লোক বলে ভাবতে অভ্যস্ত 'যে নাকি পথহারা পথিক চলার মতো কোনো তৈরি পথও যার চোখে পড়ে না। অতএব তাঁকে ঊর্ধ্বলোকে তাকাতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়বে প্রশস্ত রাজপথ। সেই পথ নিয়ে যাবে আমাদের অন্তর্লোকবাসী খ্রিস্টের কাছে আমাদের দেহে অধিষ্ঠিত ভগবানের কাছে।' সন্তপুরুষরাই এই পৃথিবীর বিচারকর্তা।[৪৬] তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং ভগবান পৃথিবীর যাবতীয় রাজাদের এই পৃথিবীর বুকেই সাজা দেবেন। এবং এই সন্তপুরুষরা নিম্নবর্গীয়দের সমাজ থেকে উদ্ভূত। 'ভগবান গাধার পিঠে চড়ে রাজত্ব করতে আসছেন; অর্থাৎ তিনি দীনতম মানুষের রূপ ধরে তাঁর অপার মহিমার স্বরূপ প্রকাশ করবেন।' রাজা, লর্ড, ডিউক 'সকলেই কাম-সম্ভূত।'[৪৭]

অক্সফোর্ডে সেনাবাহিনীর হালচাল সম্পর্কে তদন্ত করতে আসা প্রেসবিটারীয় যাজকরা

৪২. [অজ্ঞাত] *আ পাবলিক কনফারেন্স বিটুইক্সট দ সিক্স প্রেসবিটারিয়ান মিনিস্টারস, অ্যাণ্ড সাম ইনাডপেনডেন্ট কমাণ্ডারস, হেল্ড অ্যাট অক্সফোর্ড* (১৬৪৬) পৃ. ৩।

৪৩. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ। ২০৯।

৪৪. ই. এল. ইভান্স, 'মর্গান লয়েড অ্যাণ্ড জ্যাকব বোহেমি', *জ্যাকব বোহেমি সোসাইটি কোয়াটারলি*, খণ্ড ১, পৃ. ১৫।

৪৫. এডওয়র্ডস, *গাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ৭৭-৮, ১০৯-১০, খণ্ড ৩, পৃ. ৮৯-৯২, ২৫০। জন ওয়েবস্টার, যিনি বোহেমির একজন ভক্তও ছিলেন, নিশ্চিত করে জানাচ্ছেন যে, আরবেরি 'ট্রিনিটিকে যথাযথভাবে নিজের করে নেন নি।' (*টেস্টিমনি*, পৃ. ২৬৪; তু. ২৭৮-৯))।

৪৬. [এফ. ছিনেল?] *ট্রুথ ট্রামপহিং ওভার এরর অ্যাণ্ড হেরেসি* (১৬৪৬-[৭]) পৃ. ৫; আরবেরি, *নর ট্রুথ নর এরর* (১৬৪৬-[৭]) পৃ. ২, ৪, ৮, ১৬-১৭, ২০-১; তু. — *টেস্টিমনি*, পৃ. ২২; [ছিনেল] *অ্যান অ্যাকাউন্ট গিভেন টু দ পার্লামেন্ট বাই দ মিনিস্টারস সেন্ট বাই দেম টু অক্সফোর্ড* (১৬৪৬ [-৭]) পৃ. ১৩, ১৮-২০।

৪৭. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ২৪, ৪০, ২০৭।

তাঁদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানান যে, 'যা অনুমান করা হয়েছিল তাই সত্যি সত্যিই ঘটেছে। শ্রীযুত আরবেরির কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাওয়ার সময় এসেছে।' তাঁদের মতে, আরবেরি একজন সোসিনীয়-মতবাদী (অর্থাৎ যাঁরা খ্রিস্টের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করে।) তিনি নারকীয় তত্ত্বের প্রচার চালাচ্ছেন এবং ঈশ্বরবিদ্বেষী ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। প্রেসবিটারীয় যাজকদের বিরুদ্ধে তিনি 'দলে দলে সৈন্যদের খেপিয়ে তুলছেন।' 'জীবনের যাবতীয় সু-সংহত নীতিধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত' এবং 'খ্রিস্টীয় যাজক সম্প্রদায় ব্যতিরেকে খ্রিস্টধর্মের অগ্রগতি অসম্ভব।'[৪৮]

১৬৪৮ সালের জানুয়ারিতে, জনগণের দুর্গতি দূর করতে, আরবেরি রাজশক্তি ধ্বংস করার জন্য সেনাবাহিনীকে আহ্বান জানান, বহুলাংশে একমত হওয়া সত্ত্বেও তিনি যেহেতু ইহুদিদের প্রতি সহিষ্ণুতার কথা বলা হয় নি তাই জনগণের চুক্তি সম্পর্কে অফিসারদের ব্যাখ্যায় আপত্তি জানান।[৪৯] আরবেরির মতে, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর অধিকার অন্যদের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি সেনাবাহিনীর। রাজা ও পার্লামেন্ট 'এই দুই শক্তি ভগবানের সন্তান এবং মৃত্তিকার সন্তানদের, তাদের প্রত্যাশিত ও প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।'[৫০] সেনাবাহিনীর পেছনে রয়েছে 'গোটা দেশের সমর্থক, বহু কাউন্টির আবেদন ও দেশের সমস্ত নির্যাতিত মানুষের আর্ত আহ্বান।' সেনাবাহিনীর তৎপরতা 'ভগবানের প্রত্যক্ষ শক্তির সহায়তায় সমস্ত সাধুজন ও অন্যান্যদের জন্য নিয়োজিত।' 'সাধুজনের অন্তরবাসী ভগবান স্বয়ং সমস্ত মানুষের পরিত্রাতারূপে আবির্ভূত হবে।' 'মানুষের সমাজে আর কোনো অত্যাচারী ঠাঁই পাবে না।' 'ভগবানের যুগ সমাগত যদিও সাধুরা বিভ্রান্তিতে কাল কাটাচ্ছে।' 'রাজা ও শাসক ছাড়া আমরা কিছুকাল হয়তো অস্বস্তি বোধ করব; কিন্তু বহুকাল পরে তাদের কথা আমাদের মনেও পড়বে না।' যখন এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তখনই সাধুজনেরা পেছিয়ে পড়ল। সেনাবাহিনীর তৎপরতা শুরুতে যথেষ্ট ভালো।' কিন্তু তাদের যাবতীয় প্রকাশ্য উক্তি ঘোষণা, প্রতিবাদ, ভর্ৎসনা প্রভৃতিতে বেশ তাড়াহুড়োর ছাপ রয়েছে।'

'সন্ত পুরুষদের সেনাবাহিনী বিধৃত ভগবান দেশের সমস্ত অত্যাচারীদের দলিত করছে.... ভগবান ঠিক সময়েই শুধু খ্রিস্ট বিরোধীদের নয়.... সমস্ত জাগতিক অত্যাচারীদের তরবারির মুখে নিপাত ঘটাবে।'[৫১] ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আরবেরি গরীবদের দুঃখ লাঘব করার জন্য এবং ধর্মকর ও আইন-ব্যবসায়ীদের দাক্ষিণা রদ করার তাগিদ জানিয়ে অলিভার ক্রমওয়েলকে চিঠি লেখেন।[৫২] 'ধনী লোক, শোষক জমিদার ও ক্ষমতাশালী ধনবানদের ওপর উচ্চহারে কর ধার্য করে, গরীবের কল্যাণার্থে ধনভাণ্ডার' তৈরির পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন। 'ভগবানের মহৎ অভিপ্রায় হলো..... মানুষের শরীর ও মনকে মুক্ত করার জন্য আজই সমস্ত ক্ষমতাবান লোকদের পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছেদ করা।'[৫৩] 'মুষ্টিমেয় যাজকদের বড়লোক বানাবার জন্য কত লোককেই না গরীব বানানো হয়েছে।' 'ধর্মপুস্তক আওড়ানো পুরুষরা তো মানুষের জমি ও শ্রমের চার পঞ্চমাংশ আত্মসাৎ করেছে; গরীবরা কবে তাদের প্রাপ্য অংশটুকু ফেরৎ পাবে?' পোপ-শাসিত অথবা পোপের অনুগত দেশগুলিতে যা প্রচলিত তার চেয়েও গুরুভার ইংলণ্ডে প্রচলিত ধর্মকরের পরিমাণ। সত্যিকারের ধর্মযাজক বলতে আজ আর কেউ নেই। 'ভগবান শেষ পর্যন্ত আসবেন যাজকদের মধ্যবর্তীতায় নয় বে-সামরিক ও সামরিক প্রশাসকের মাধ্যমে।'[৫৪]

৪৮. [ছিনেল] *অ্যান অ্যাকাউন্ট গিভেন টু দ পার্লামেন্ট*, পৃ. ১৩, ২২, ৩৮, ৫০।
৪৯. উডহাউস, পৃ. ১৬৯-৭৪; তু.—আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ২৬, ৩৩৩-৪, এবং *অ্যান অ্যাকাউন্ট গিভেন টু দ পার্লামেন্ট*, পৃ. ৩৫, জিউস ও তুর্কস এর প্রতি আরবেরির নরম মনোভাব খুব বেশি স্থায়ী হয় নি।
৫০. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ২০৫।
৫১. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ২৫, ৩০, ৪০-২, ৭৩।
৫২. জে. নিকলস সম্পাদিত, *অরিজিনাল লেটারস অ্যাণ্ড পেপারস অফ স্টেট অ্যাড্রেসড টু অলিভার ক্রমওয়েল* (১৭৪৩) পৃ. ৮৮-৯।
৫৩. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ৭৫, ৫৯।
৫৪. ঐ, পৃ. ৫৩, ৯০-১

জন স্টমার্শ 'চার্চের স্ব-ধর্মচ্যুতির' কথা বলেছেন।[৫৫] আরবেরির মতে, এই স্ব-ধর্মচ্যুতির ব্যাপারটা 'বহু শতক ধরে চলে আসছে।' 'যখন রাজ্যগুলি খ্রিস্টধর্মের আশ্রয় নিল তখন সে-সব রাজ্য এক একটি চার্চে পরিণত হলো এবং জাতীয় চার্চের সূত্রপাত ঘটল। সে-সময় খ্রিস্টবিরোধী শক্তিরও কিন্তু বাড়বাড়ন্ত'। পোপ, প্রিলেট, প্রেসবিটারী এই তিন পশুশক্তির দাপাদাপির সময় এল। কিন্তু কমনওয়েলথের জাতীয় চার্চের চরিত্রও এমন কিছু আহামরি নয়। বরঞ্চ পশু-শক্তির তালিকায় এটারও স্থান রয়েছে তবে সবচেয়ে নিচে। আরবেরির মতে, 'সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে অসাম্যের ছবি বড়ই প্রকট।' নৈরাশ্যের গভীর উপলব্ধি থেকে তিনি ঘোষণা করছেন যে, 'খ্রিস্ট-বিরোধিতার লক্ষণ প্রতি সন্তপুরুষের মধ্যে ও প্রতিটি চার্চের অবয়বে পরিস্ফুট।' 'ভগবানের মহত্তম কাজ হবে তোমাদের সকলকে মেরে ফেলা।'[৫৬] 'ভগবান আর ধর্মোপদেশের অন্তর্গত নন তিনি সেখান থেকে নিক্রান্ত যাতে মানুষ একে অপরের প্রতি ও সমগ্র মানবসমাজের প্রতি প্রকাশ্যে সদ্‌ভাবের নিদর্শন উপস্থিত করে। অতএব সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির পতন ঘটুক যাতে সাধু-সজ্জনদের প্রতিষ্ঠা বাড়ে এবং সকলের মধ্যে তাদের প্রভাব সঞ্চারিত হয়।'[৫৭]

'নিঃসঙ্গতা ও একা পথ চলা', আরবেরির মতে, আসলে 'দিশেহারা অবস্থা এবং তখন ভগবৎসঙ্গই একমাত্র আরামপ্রদ অভিজ্ঞতা.... আমাদের বর্তমান ঈশ্বর-সঙ্গ বিরহিত অবস্থায় মানুষ বা সাধুসঙ্গ কোনোটাই আমাদের পক্ষে হিতকর নয়। আমাদের অধ্যাত্মসাধনা আসলে আধ্যাত্মিক ব্যভিচারের নামান্তর।'[৫৮] ইংলণ্ডে 'ভগবানের সন্তানদের নষ্টামির স্বরূপ সমগ্র বিশ্বের সামনে প্রথম ধরা পড়বে।' 'ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের পূর্বসূরীদের মতো তারাও যদি মদমত্ত হয়ে ওঠে তাহলে সে লজ্জার সাক্ষী থাকবে প্রতিটি মানুষ।' ক্ষমতা পেলে 'তথাকথিত সাধুরাও' অনিবার্যভাবে পাপাচারী হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের তুলনায় তারা অধিকতর দক্ষ। 'কিন্তু অধ্যাত্ম-করুণার বেলায় তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কত দ্রুত না ক্ষয়ে যায়। পার্লামেন্টের ভালো মানুষ-সদস্যরা যখন প্রথম নির্বাচিত হলো কত নিরীহ দর্শনই না তারা ছিল! তারপর কোথায় গেল সেই আত্মবিলুপ্তির ঘোষণাবলী?' 'পুরোনো সেনাবাহিনী ও নিউ মডেল আর্মির ঈশ্বরভক্ত লোকদের চোখের জল শুকনো ঘাসের মতোই খরখরে.... তৃণের চেয়ে ফুল সুন্দর দেখতে কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি ঝরে পড়ে।' 'ঈশ্বরভক্তরা ভগবানকে নিজের ঘরে পেতে চায়। সেই ঈশ্বর সন্তানেরা আজ নষ্ট এবং সেই নষ্ট মানুষেরাই আজ ঈশ্বরের সন্তান। বনেদী লর্ড ও অভিজাতরা ক্ষমতাসীন হয়ে অনেক সৎকর্ম করে থাকে কারণ তারা ভদ্র সন্তান। অন্যদিকে গরীব সাধুদের হাতে যখন টাকা আসে তারা সেটা নিয়ে এমন হ্যাংলামি করে যেন একটা কুকুর শুকনো হাড় চাটছে।' 'পেশাদারী সাধুদের ঈশ্বর-বিচ্যুতির স্বরূপ আর লুকোনো যাবে না।'[৫৯]

কিন্তু আরবেরি সাধুত্বের ভড়ং দেখান নি। তিনি স্বীকার করেন যে, যতদিন না ধর্মকরের অংশবিশেষ ভাতা হিসেবে তিনি বর্জন করেন নি 'ততদিন তিনিও দারিদ্র্যকে ভয়ের চোখে দেখেছেন, ধনী হতে চেয়েছেন।'[৬০] 'ভগবানের সন্তানের জীবনযাত্রা এবং আমরা কি উৎকট ধরনের অ-খ্রিস্টীয়; কতদিন না আমি নিজেকে এবং জনগণকে ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছি।' কিন্তু 'তারা আমার আমি তাদের।' পঞ্চম রাজতন্ত্রদের প্রতিস্পর্ধী হিসেবে ১৬৫৪ সাল নাগাদ তিনি স্থির করেন যে, ভগবানের সন্তানদের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই জগত

৫৫. সল্টমার্শ, *স্পার্কলেস অফ গ্লোরি* (১৬৪৮) পৃ. ২১৫-১৭।
৫৬. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ। ৮০, ২৩১-৩, ২৬৮-৯, ৩৩৬।
৫৭. *ঐ*, পৃ. ৭৩।
৫৮. *ঐ*, পৃ. ১০০।
৫৯. *ঐ*, পৃ. ৮৭, ১৬৭, ১৭১-৯।
৬০. *ঐ*, পৃ. ৫২-৩। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৭৬-৭, ৬ অধ্যায়।

তো খ্রিস্টের রাজ্য নয়। 'তোমরা বলছ যে, যত্তো বাজে লোক বর্তমান সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ! আচ্ছা, এটা কি শান্তি ও ভালোবাসার প্রকৃষ্ট পন্থা নয়?'[৬১] 'বর্তমানে ভগবানের সন্তানেরা ক্ষমতাসীন (আগে যা দেখা যায় নি)।' ভগবান 'সমস্ত গৌরবের দর্প মশীলিপ্ত করেছেন এবং পার্থিব সব গৌরব ধুলোয় লুণ্ঠিত। চারিদিকে ওলটপালট চলছে আর তার ফলে সরকারের প্রবল দুলুনির সূত্রপাত ঘটেছে এবং তার পরিণামে চরম বিভ্রান্তির রাজত্ব। অতএব এ-জাতীয় পরিবর্তন থেকে আশা করার কিই-বা রয়েছে? এহেন অরাজকতা থেকে সুস্থিতির আশ্বাসই বা কিভাবে মিলবে? স্বয়ং ভগবান যেখানে মানুষকে মিথ্যাবাদী বানাচ্ছে তখন সত্যের সন্ধানই বা কে দেবে?'[৬২]

১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেয়ারবোন্ পার্লামেন্টের পতনের পর জন ওয়েবস্টার হতোদ্যম আরবেরির পক্ষ সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আরবেরির বিরুদ্ধে আনা বিচ্যুতি ও সমঝোতার অভিযোগ খণ্ডন করার প্রয়াসী হন। ওয়েবস্টার বলছেন আরবেরি জানতেন যে, 'বর্তমান' বন্দীজীবনকে যতখানি পারা যায় আরামদায়ক করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলেই সাধুরা মনে করে; তাই তারা বশ্যতার মনোভাব নিয়ে সেটাকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু অকালে সেই বন্দীত্বের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলাটাই হবে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল।' প্রকৃতপক্ষে আরবেরি ক্রমওয়েলকে রাজা হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন।[৬৩] ওয়েবস্টারের মতে, আরবেরি 'স্বধর্মত্যাগী নন তিনি একজন প্রগতির বাহক।'[৬৪] কিন্তু নিজের জীবদ্দশায় তিনি রাজনৈতিক সমাধানের আশা সম্ভবত পরিত্যাগ করেছিলেন। 'যে গৌরবময় জীবনের কথা আমরা বলে যাচ্ছি আমাদের সন্ততিরা হয়তো তার শরিক হবে। আমাদের জীবনে হয়তো তার কোনো চিহ্নও চোখে পড়বে না, উপভোগ করার আশা তো বহুদূরের কথা। ইংলণ্ডের সমস্ত চার্চই 'ব্যাবিলনের অন্তর্গত।' তারা শুধু নয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সন্ত-পুরুষেরাও তার বাসিন্দা। আমিও তার অন্যতম কয়েদী কারণ আমিও মুক্তির আশায় ব্যাকুল হয়ে আছি।'[৬৫]

১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে আরবেরি দেহত্যাগ করেন। তার মুদ্রিত শেষ কথাগুলি হলো : 'আমি কমনওয়েলেথের স্বার্থেই যাবতীয় কাজকর্ম করেছি।'[৬৬] তাঁর সমাধিস্তম্ভের মর্মরে তাঁর কোনো এক বন্ধুর লেখা যথোপযুক্ত লিপিটি খোদিত :

মৃতদেরও যখন জীবিতের মতো দেখায়,
আরবেরির মৃত্যু তো সেখানে একেবারেই অসম্ভব।'[৬৭]

৩ র‍্যা ন্টা র প্র তি বে শ

প্রায়শই আরবেরিকে 'একজন শিথিল চরিত্রের মানুষ অথবা একজন র‍্যান্টার' যিনি বকবক করতে ভালোবাসেন বলে অভিযুক্ত করা হয়।[৬৮] আরো বলা হয় যে, র‍্যান্টারদের মতো তিনি দ্ব্যর্থক শব্দের আড়ালে কেবলই পিছলে যান।[৬৯] র‍্যান্টারবাদের অভিযোগ আরবেরি অস্বীকার করেন যদিও ততো জোরালো ভঙ্গিতে নয়। তাঁর মতে, 'আমাদের অন্তর্বাসী ভগবানের শক্তি

৬১. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ.১৮২-৬; তু.—পৃ. ২৩২, ২৪৭-৮।
৬২. ঐ, পৃ.১৯১।
৬৩. ঐ, পৃ. ২০৯-১০।
৬৪. ঐ, পৃ. ২৬০, ২৬৫।
৬৫. ঐ, পৃ. ২৩২, ৩৩৭-৮।
৬৬. ঐ, পৃ. ৩৩৮।
৬৭. জে. এল., *আ স্মল মিট ইন মেমরি অফ দ লেট ডিসিজড মি. .... মি. উইলিয়ম আরবেরি* (১৬৫৪), শিরোনাম পাতা।
৬৮. আরবেরি, *টেস্টিমনি*.পৃ. ৪৭, ২৫৯।
৬৯. ক্রিস্টোফার ফাউলার, *ডেমোনিয়ম মেরিডিয়ানম, সাটান অ্যাট নুন, অর অ্যান্টিক্রিশ্চিয়ান ব্লাসফেমিস* (১৬৫৫) পৃ. ২৯, ১৩২; তু.—আরবেরি, *নর ট্রুথ নর এরর*, পৃ. ১-২।

থেকে সত্যের পবিত্রতা ও সাধুতার স্রোত সতত প্রবহমান মানুষ তাকেই কখনো পিউরিটান বা কখনো র‍্যান্টার মত' বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। তিনি কিন্তু ঈশ্বর নিন্দুক, কটূভাষী, বেশ্যাসক্ত ও পাপ রঙ্গে মাতোয়ারা র‍্যান্টার নামে পরিচিত অধার্মিক লোকদের পক্ষ সমর্থনে আদৌ রাজি নন।[৭০] তিনি স্বীকার করেন যে, ভালো লোকজনদের চোখেও তিনি তাদেরই একজন যারা বলে 'আমি পাপ-কর্মকেই পবিত্রতম কর্ম বলি; র‍্যান্টাররাই একমাত্র ভগবানের সন্তপুরুষ। নানাবিধ পাপ ও কলঙ্কের হোতাদের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা.... ভগবানের নৈশ-ভোজ সংক্রান্ত শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াদিকে এক ঈশ্বরদ্বেষীর মতো আমি কলুষিত করে থাকি।' র‍্যান্টাররাই পরম সাধু পুরুষ—এ-কথা বলেছেন বলে তিনি অস্বীকার করেন। তাঁর আসল বক্তব্য হলো, স্ব-নির্বাচিত সন্তরা র‍্যান্টারদের চেয়েও খারাপ; কারণ, তারা পার্থিব জ্ঞান ক্ষমতা গৌরব ও মর্যাদা লাভের জন্য কাঙাল। র‍্যান্টাররা অন্তত এ-বিষয়ে অকপট। 'তারা হয়তো মাসে একবার নারীর সঙ্গে সহবাস করে আর ওরা, যাদের চোখ কামনায় জ্বলছে তারা তো এক সপ্তাহের মধ্যে কুড়িজন নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।'[৭১] হয়তো এ-ধরনের উদ্ভট মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, আরবেরি কেন বলেছেন, 'নষ্ট লোকেরাই ভগবানের নিজের লোকে পরিণত হবে।'[৭২]

> হাঁ, এটা সত্যি, সুন্দর বচন-শোভিত
> সাধুতার আনুষ্ঠানিক ভড়ং-এর চেয়ে
> তোমার চোখে প্রকাশ্য-পাপী বরং ভালো।
> পাপের স্থূল মূর্তি যেন ছিন্ন করে— পাপের সূক্ষ্ম মায়া জাল।

সুতরাং, জন ওয়েবস্টারের মতে, 'সব কিছুকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, সৃষ্ট মনুষ্যকুলের জন্য স্বাধীনতা.... সাধু পুরুষের খ্রিস্টের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাব ও ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা' প্রভৃতি বিষয়ক তত্ত্ব 'কিছু দুর্বল লোক' ভুল বুঝেছে অথবা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল করেছে যার জন্য আরবেরি দুঃখিত। আমার মতে, এই আত্মপক্ষ সমর্থনসূচক কথাগুলির অন্তরালে আরও কিছু নিহিত আছে। দেখা যায় যে, আরবেরির মুদ্রিত রচনাতেও অন্যদের চোখে যে-সব অত্যন্ত পবিত্র বিষয় সে-সব বিষয় নিয়েও তিনি অত্যন্ত স্থূল রসালো উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভরপেট খাওয়াদাওয়া ও প্রচুর সুরাপান ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক যোগসাধন সম্ভব নয়। 'তারা পাইপে তামাক ভরে নিয়ে কেন উপাসনায় বসে না?'[৭৩]

এ-সব থেকে বোঝা সহজ যে, আরবেরি মদ ও তামাক সেবনকারীদের আড্ডা অর্থাৎ যেখানে বিভিন্ন প্রতিবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠী মিলিত হতো সেই পরিবেশের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন। ১৬৪১ সাল থেকেই লোকে বলাবলি করছিল যে, 'ধর্ম এখন ভাঁটিখানা ও সুঁড়িখানার বৈঠকী গাল-গল্পে পর্যবসিত।'[৭৪] লেভেলাররা বসত পানশালায়, বাপতিস্ত বার্তাবাহকরা মিলিত হতো সরাইখানায় এবং পাইপ মুখে দিয়ে ধূম্রপান বাপতিস্ত উপাসনার একটি অনিবার্য অঙ্গ।[৭৫] 'নৈশভোজের সময় খ্রিস্টকে ভক্ষণ করো তাঁর রক্তপান করে আহ্লাদিত হও।' এ-কথা লিখেছেন ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে, সাফোকের যে-যাজক সাধারণ সৈন্যদের পক্ষ সমর্থন

৭০. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ৷ ৩১২।
৭১. *ঐ*, পৃ. ৩১২-৬, ৩৩১; তু.—পৃ. ১২৪, ১৭৬।
৭২. *ঐ*, পৃ. ১৭৬। বর্তমান গ্রন্থের ১৪৪ পৃষ্ঠা থেকে উদ্‌ধৃত।
৭৩. *ঐ*, পৃ. ২৬০, ২৬৬, ১৯৫-৮, ২৭৫-৬।
৭৪. [অজ্ঞাত] *রিলিজিয়নস এনিমিস* (১৬৪১) পৃ. ৬। জলাভূমির কবি জন টেলরকে উৎসর্গীকৃত।
৭৫. বি. আর. হোয়াইট সম্পাদিত, *অ্যাসোসিয়েশন রেকর্ডস অফ দ পার্টিকুলার ব্যাপটিস্টস অফ ইংলণ্ড, ওয়েলস অ্যান্ড আয়ার্ল্যান্ড টু ১৬৬০*, ভাগ ১, *সাউথ ওয়েলস অ্যান্ড দ মিডল্যান্ডস* (ব্যাপটিস্ট হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি ১৯৭১), পৃ. ৩৭ ন্যুটাল সম্পাদিত, *আর্লি কোয়েকার লেটারস ফ্রম সোয়ার্থমোর এম এস এস টু ১৬৬০*, পৃ ২৫৮-৯। তু.—ভি. এল. পার্ল, *লণ্ডন অ্যাণ্ড দ আউটব্রেক অফ দ পিউরিটান রেভোলিউশান* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৬১) পৃ. ২৩৩-৪। পানশালাকে ব্যবহার করা হতো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে।

করেছিলেন সেই জন এচার্ড।[৭৬] পবিত্র আধ্যাত্মিক যোগাযোগ আসলে যে-কোনো একজনের বাড়িতে বসে 'পরস্পরের মধ্যে অনাবিল ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক অটুট রেখে পান-ভোজনে রত হওয়া মাত্র যা মোটেই শাস্ত্রীয় আচরণবিধির আওতায় পড়ে না। এই কথায় উইনস্ট্যানলিরও সায় আছে।[৭৭] টমাস এডওয়র্ডস জানাচ্ছেন যে, লণ্ডনের একজন অ্যান্টিনোমীয় ধর্মপ্রচারক নাকি 'এক উপবাস দিবসে বলেছেন বিধিসম্মতভাবে উপোস করার চেয়ে একজন খ্রিস্টানের উচিত সুঁড়িখানায় গিয়ে মদ্যপান করা অথবা গণিকালয়ে গিয়ে ফুর্তিলোটা।' অন্য আর এক ভিন্ন-মতাবলম্বীর ধারণায়, মাতলামি আদৌ পাপ নয়, বরং 'তার মাধ্যমে খ্রিস্টকে আরো ভালো দেখা যায়।'[৭৮]

বিষয়টা বুঝতে গেলে আধুনিক ড্রাগ-আসক্তির উপমা সহজেই মনে আসে। এ-জাতীয় আসরে যৌথ খাওয়া-দাওয়ার আনন্দের সঙ্গে তামাক ও সুরাপান যুক্ত হলে উপস্থিত সকলের দিব্যদৃষ্টি প্রখরতর হওয়ার কথা। তার কয়েকবছর পর সহস্রবর্ষবাদী জন ম্যাসন অতিমাত্রায় ধূমপায়ী হয়ে পড়েন এবং 'সাধারণত ধূমপান করার সময় তিনি একপ্রকার তূরীয় আনন্দ উপভোগ করতেন।'[৭৯] (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তামাক তখনো এক ধরনের অভিনব ও নিষিদ্ধ পণ্য; যদিও ১৬৪০ সাল নাগাদ এই দ্রব্যটি লণ্ডনের আমদানি-জাত পণ্যের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।[৮০]) নিউ ইংলণ্ডে ক্যাপ্টেন আণ্ডারহিল গভর্নর উইনথ্রপকে জানান যে, 'তামাক নামক পদার্থটিকে একটু চেখে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশর্ত ঐশী করুণার সাক্ষী হিসেবে আত্মা এসে তাঁর ওপর ভর করে।'[৮১] পানশালায় হোক অথবা ধর্মসভায় হোক ক্যাপ্টেন ফ্রিম্যানের ধারণা, তিনি সর্বত্র ভগবানকে দেখতে পাচ্ছেন। ভগবান কি টেবিলের ওপর মোমবাতিদানেও নেই?[৮২] এবং সেই অশ্বারোহী সৈন্যের উপলব্ধিও তো উড়িয়ে দেওয়া চলে না যখন সে বলে : 'আমি যদি সূর্য-চন্দ্রের পুজো করি তাহলে টেবিলের ওপরে এই দস্তার পাত্রটিকেই বা করব না কেন? আর তা যদি করিও, তাহলে লোকের কি কিছু বলার থাকতে পারে?'[৮৩] ঈশ্বরের স্বঘোষিত অবতার রীভ্ ও মগল্‌টন কয়েকজন র‍্যান্টারকে অনন্ত নরকবাসের অভিশাপ দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট র‍্যান্টাররা তাদের গোষ্ঠীর তিনজন বেপরোয়া নাস্তিককে 'এই প্রবক্তাবৃন্দ ও তাদের ভগবান-প্রভু যিশুখ্রিস্টকে' পাল্টা-অভিশাপ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করে। পারিশ্রমিক হিসেবে সুপাচ্য শুয়োরের মাংসের ভোজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।[৮৪] 'শৈলী ও ভাষা হচ্ছে দুটি পেয়ালা যার মাধ্যমে ভগবান আমাদের সঙ্গে বসে পান করেন' : কথাগুলি বলেছেন সিদ্রাক সিম্পসন। ১৬৫৩-য় তারই পুনরাবৃত্তি করে উইলিয়ম ডেল ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলেন যে, 'পানীয় দ্রব্যটি যেন র‍্যান্টার ধর্মের গন্ধ ছোঁয়া। আর ভগবান যেন পানের আসরে যাজকদের নিত্যসঙ্গী কখনো তিনি হিব্রু-পেয়ালায় স্বাস্থ্যপান করে থাকেন আবার কখনো বা গ্রীক-পেয়ালায়....।'[৮৫]

৭৬. জে. এচার্ড, *দ অ্যাক্স এগেনস্ট সিন অ্যান্ড এরর* (১৬৪৬)। *গুড নিউজ ফর অল ক্রিশ্চিয়ান সোলজার্স* (১৬৪৫) পুস্তিকায় তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন : 'এভাবে একজন বিশ্বস্ত সৈনিক কি তার মজুরি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না?' 'হ্যাঁ, পারে; যদি সে তা পায়। সৈন্যরা উত্তর দিয়েছিল', (পৃ. ৩১)।
৭৭. স্যাবাইন, পৃ. ১৪১-৩। তু.—এডওয়র্ডস, *গাংগ্রীনা* খণ্ড ৩, পৃ. ২৫ (গাইলস র‍্যান্ডাল)।
৭৮. এডওয়ার্ডস, *গাংগ্রীনা*, খণ্ড ২, পৃ. ১৪৬, খণ্ড ৩, পৃ. ১০৭।
৭৯. এইচ. মরিস, *অ্যান ইমপার্শিয়াল অ্যাকাউন্ট অফ মি. জন ম্যাসন অফ ওয়াটার স্ট্রাফোর্ড* (১৬৯৫) পৃ. ৫২।
৮০. ডব্লিউ. ই. মিনসিনটন সম্পাদিত, *দ গ্রোথ অফ ইংলিশ ওভারসিজ ট্রেড ইন দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি* (১৯৬৯) পৃ. ২১। তামাক সম্পর্কে হেরিক-এর কবিতা 'দ টোবাকোনিস্ট' ও 'দ সেনসুর' দ্রষ্টব্য (*পোয়েটিক্যাল ওয়র্কস*, এল. সি. মার্টিন সম্পাদিত. অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৫৬, পৃ. ৪২৪-৭)।
৮১. আর. এম. জোনস, *স্টাডিজ ইন মিস্টিক্যাল রিলিজিয়ন*, পৃ. ৪৭৪।
৮২. এফ. ফ্রিম্যান, *লাইট ভ্যানইশিং ডার্কনেস* (১৬৫০) পৃ. ৩; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৪৮, এই অধ্যায়।
৮৩. ম্যাসন কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *লাইফ অফ মিলটন*, খণ্ড ৩, পৃ. ৫২৫।
৮৪. মগলটন, *অ্যাক্টস অফ দ উইটনেস*, পৃ ৫৬-৭।
৮৫. ডেল, *সেভারেল সারমনস*, পৃ ৬০৭।

বিরুদ্ধপক্ষীয় সূত্রে পাওয়া, র‍্যান্টারদের একটা আসরের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, কোনো এক পানশালায় সবাই নাচগান খানাপিনা হৈ-হুল্লায় মেতে উঠেছে। তার সঙ্গে আবার সুপরিচিত প্রার্থনা সঙ্গীতের সুরে গাওয়া হচ্ছে ঈশ্বরবিদ্বেষী গান। একজন একটুকরো গরুর মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বলল : 'এটা যিশুর মাংস—ধর, এটা খাও।' আর একজন একপাত্র মদ চিমনির দিকে ছুঁড়ে ফেলে বলল : এই হলো যিশুর রক্ত।[৮৬] ক্লার্কসনের মতে, শুঁড়িখানা হলো ভগবানের আবাসস্থল। এমনকি মেয়েদের ঢিলে পোষাকও স্বর্গীয়।[৮৭] পিউরিটান বিরুদ্ধবাদীরাও র‍্যান্টারদের প্রমত্ত-উৎসবের তূরীয়-অবস্থা দেখে প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে যদিও কুণ্ঠার সঙ্গে। তাদের মতে এ যেন গ্রীকদের ডায়োলিসীয় প্রমোদোৎসবের মতো। 'দেখ এই আমুদে শয়তানগুলো কেমন বানিয়ে বানিয়ে কামোদ্দীপক গান রচনাকরে গেয়ে চলেছে।··· নাচে, গানে, স্বাস্থ্যে খিস্তিবাজ মানুষগুলো কেমন ঝলমলে।'[৮৮] অশ্লীল গান গাওয়ার বদনাম ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস ফ্রিম্যানেরও কম নয়।[৮৯]

বুনিয়ানের মতে, কোয়েকারদের মতিগতিও র‍্যান্টারদের চেয়ে এমন কিছু ভালো নয়। 'আসলে র‍্যান্টাররা শুঁড়িখানায় বড় বেশি খোলামেলা আচরণ করে।'[৯০] মগ্‌লটন জানাচ্ছেন যে, র‍্যান্টাররা তাদেরই স্বধর্মী একজনের খানাপিনার ডেরায় মিলিত হতো। তাছাড়া তারা লরেন্স ক্লার্কসনের অন্যতম উপপত্নী মেরি মিডলটনের স্বামীর পানশালা ক্রিপ্‌লগেটের সেন্ট গাইলস্ ধর্মপল্লীর ম্যুর লেনের ডেভিড ও হার্পেতেও আসর জমাত।[৯১] র‍্যান্টারদের আসর সম্পর্কে ফক্স-এরও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বলছেন, 'তারা ধূমপান করে মদ্যপান করে, বড় হাল্কা চালে কথা বলে এবং কখনো কখনো মুখ খারাপ করে।' তারা 'নাচে গায় শিস্ দেয়।'[৯২] বুনিয়ানের মতে, র‍্যান্টাররা বড্ড বেশি বক্‌বক্ করে।[৯৩]আর এর ফলে, 'র‍্যান্ট' ক্রিয়াপদটি সমকালীন ভাষায় এক অন্য অর্থে রূপান্তরিত হয়েছে। ('to rant এর অর্থ বক্‌বক্ করা।) বুনিয়ানের এই ঝাঁঝালো মন্তব্য কোয়েকারদের নীরবতা যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ফক্স কিন্তু র‍্যান্টারদের বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন। একবার একটি ছেলে এসে তাঁকে একটা পাইপ দিল; 'নিন চেখে দেখুন জানবেন সবই আমাদের।' ফক্স (যদিও ধূমপান করেন না;) বলেছেন: 'সেটা নিয়ে আমি একবার মুখে ঠেকিয়ে পাইপটা আবার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিলাম। না হলে কর্কশ ভাষায় হয়তো ছেলেটি বলে বসত সৃষ্টির সঙ্গে আমার [অর্থাৎ ফক্স-এর]কোনো যোগসূত্র নেই।'[৯৪] অ্যাবাইজার কোপ্ জানাচ্ছেন যে, তাঁর আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে একাকার। তিনি বলছেন : 'আমি তার সঙ্গে আহার করি . আবার তাঁকেই আহার করি। আমার দৃষ্টিতে মানুষমাত্রেই একে অপরের সঙ্গে পানভোজন করবে। (যদি প্রয়োজন পড়ে) শুঁড়ি ও বেশ্যাদের সঙ্গে বসেও আমি খাব কেন খাব না?'[৯৫]

'সৃষ্টির সঙ্গে ঐক্য', তামাক 'একটি উত্তম জীব', খ্রিস্টের শেষ ভোজপর্ব উদ্‌যাপনের ব্যঙ্গ অনুকৃতি এসব প্রতীকধর্মী আচরণে সপ্তদশ শতকীয় র‍্যাডিকালদের আতিশয্যও কিন্তু প্রতিফলিত। ঈশ্বরনিন্দা যা র‍্যান্টারদের প্রিয় ব্যসন আসলে সেটা নৈতিক বিধিনিষেধের আওতা থেকে মুক্তির প্রতীকী রূপ।[৯৬] অ্যাবাইজার কোপ্ নাকি একবার একঘণ্টা ধরে বেদীর

৮৬. [অজ্ঞাত] *স্ট্রেঞ্জ নিউজ ফ্রম দ ওল্ড-বেলি* (১৬৫১) পৃ. ২-৩।
৮৭. ক্লার্কসন, *দ লস্ট শিপ ফাউন্ড*, পৃ. ২৮-৯।
৮৮. ই. পেগিট, *হেরেসিওগ্রাফি* (৫ম সং.১৬৫৪) পৃ. ১৪৪।
৮৯. ফ্রিম্যান, *লাইট ভাঙ্কুইশিং ডার্কনেস*, পৃ. ১৯।
৯০. বুনিয়ান, *ওয়র্কস* খণ্ড ২, পৃ. ১৮২-৩।
৯১. মুগলটন, *অ্যাক্টস অফ দ উইটনেস*, পৃ. ৫; *দ রাউটিং অফ দ র‍্যান্টারস*, পৃ. ৪।
৯২. ফক্স, *জার্নাল*. খণ্ড ১, পৃ. ৮৫, ১৯৯, ২১২।
৯৩ বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খন্ড ১, পৃ. ৮৫।
৯৪. ব্রেথওয়েট, পৃ. ৮৫।
৯৫. কোপ, *আ ফিয়ারি ফ্লাইং রোল*, ভাগ ২, পৃ. ১৮-১৯।
৯৬. শ্রী জে. এফ. ম্যাকগ্রেগরের অক্সফোর্ড বি.লিট.গবেষণাপত্র 'দ র‍্যান্টরস : আ স্টাডি অফ দ ফ্রি স্পিরিট ইন ইংলিশ সেকটারিয়ান রিলিজিয়ন, ১৬৪৮-১৬৬০' থেকে নেওয়া।

ওপর দাঁড়িয়ে নানা গালমন্দ করে শেষমেশ বলেন, 'বসন্ত রোগাক্রান্ত ভগবান এসে তোমাদের যাবতীয় প্রার্থনা গ্রহণ করুন।'[৯৭] মুখ খারাপ করার অদম্য বাসনা তাঁকে ছেলেবেলা থেকেই পেয়ে বসে; এবং অতিকষ্টে তিনি সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত সামলেও চলেছিলেন, কিন্তু তারপর একেবারে নিজেকে উজাড় করে দিলেন। তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে ঘোষণা করলেন : একজন বনেদী যাজকের ভাষণ শোনার চেয়ে 'একজন সত্যিকারের পুরুষ মানুষের মতো দেবদূতের অনর্গল খিস্তি শোনা অনেক ভালো।' 'আরেকটা ইঙ্গিত দিচ্ছি : খিস্তি নানা রকমের হয় মানে না বুঝে অন্ধকারে খিস্তি করা আর দিনের আলোয় বুক ফুলিয়ে খিস্তি করা।'[৯৮] এমন কি ধীরস্থির শান্তপ্রকৃতির র‍্যান্টারদের অন্যতম, মরমীসাধক ধরনের জোসেফ সলমন-এরও 'মারাত্মক ধরনের দিব্যি দেওয়ার' অভ্যাস ছিল।[৯৯]

কোপের ক্ষেত্রে ১৬৪৬ সালের পূর্বেকার সংযম ও পরবর্তীকালের লাগাম ছাড়া অবস্থা এর প্রধান কারণ নিশ্চয়ই তীব্র মানসিক উৎকণ্ঠায় ভরা উত্তেজনা; যা লাঘব করার জন্য তিনি মুখ খারাপ করাটা রপ্ত করেছিলেন। কোয়েকার সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রবণতা চোখে পড়ে। বুনিয়ান *ঐশী প্রসাদ পূর্ণ রচনা (Grace Abounding)*-র বিভিন্ন অংশেও একই মানসিক সংক্ষুব্ধ অবস্থার নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। মুখ খারাপ করাটা আসলে ভগবান ও পিউরিটান-নৈতিকতাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাবপ্রসূত আচরণ। বুনিয়ানের মতে, 'অনেকে ভাবে যে, মুখ খারাপ না করলে ভদ্রলোক হওয়া যায় না।'[১০০] রাজ-সদস্য এবং ওপরতলার লোকজন মুখ খারাপ করে পার পেয়ে যেত। আর দিব্যি দেওয়াটা এমন রেওয়াজে দাঁড়ায় যে, গৃহযুদ্ধের সময় রাজপক্ষীয়দের বিরোধীরা 'ড্যামীর দল' বলে ডাকত।[১০১] ('ড্যাম্‌' বলে গালমন্দ করাটাও তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল।) মুখ খারাপ করাটা কিন্তু নিচুতলার লোকদের পক্ষে খরচাসাপেক্ষ ব্যাপার। একজন 'চরিত্রহীন নাবিকে'র কাহিনী এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। প্রতিটি কুবাক্যের জন্য তার ওপর ছয় পেনি জরিমানা ধার্য করা হয়। যে একসাথে দুই শিলিং ছয় পেন্স টেবিলের ওপর রেখে মনের সুখে মুখ খারাপ করে এবং তার পয়সা পুরো উসুল করে নেয়।[১০২] দিব্যি দেওয়ার প্রবণতা নিম্নবর্গীয় মানুষদের পেয়ে বসেছিল কারণ তারা এর মাধ্যমে সমাজের ওপরতলার মানুষের সমকক্ষ হতে চেয়েছিল। অন্যদিকে অর্থহীন দিব্যি বা শপথবাক্য উচ্চারণ পিউরিটানদের চোখে এক জাতীয় অধার্মিক আচরণ যা অভিজাত, অনভিজাত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সংক্রামিত।[১০৩] ঠিক একই কারণে, নিম্নবর্গীয় মানুষজন ও র‍্যান্টারদের দিব্যি দেওয়া বা কুবাক্য উচ্চারণ করাটা পিউরিটান মনোভাবাপন্ন মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। কারণ তারা নিচুতলার মানুষের সহজ সরল অনাবিল আমোদ-প্রিয়তাকেও আদর্শগত কারণে বরদাস্ত করতে নারাজ। বাইবেলের প্রতি ভয়ভক্তিমিশ্রিত মনোভাবের দরুন মুখ খারাপ করা সম্পর্কে একধরনের ভীতি জন্মেছিল।কিন্তু বাইবেল নাকচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার লোকের অবদমিত বাসনা অসংস্কৃত ভাষায় মুক্তি পেল। এবং এই অবদমনই এতদিন পিউরিটান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নৈতিক শক্তি যুগিয়েছে।

৯৭. [অজ্ঞাত] *দ র‍্যান্টারস র‍্যানটিং* (১৬৫০) পৃ. ৫।
৯৮. কোপ, *আ ফিয়ারি ফ্লাইং রোল*, ভাগ ১, অধ্যায় ২।
৯৯. *লেবোর্ন-পোফাম এম এস এস* (এইচ. এম. সি.) পৃ. ৫৭; তু. —বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১৬০-২,এই অধ্যায়।
১০০. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৬০১; তু.—ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৭, ১৯৮।
১০১. *এস. অ্যান্ড পি.* পৃ. ৪০৫-৬।
১০২. জে. স্পেডিং, আর. এল. ইলিস এবং ডি ডি হীথ সম্পাদিত, *দ ওয়র্কস অফ ফ্রান্সিস বেকন* (১৮৭০-৪) খণ্ড ৭, পৃ. ১৮৫। ভুলক্রমে বেকন-এর নামেই উৎসর্গ করা হয়েছে।
১০৩. তু.—মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার নামে 'প্রভু ও দাস-এর মধ্যে এই ধরনের শপথ' করার জন্যে ট্রটস্কি বলশেভিকদের হয়ে এর বিরোধিতা করেছেন। (আইজাক ডয়েশ্চার, *দ প্রফেট আনআর্মড* ১৯৫৯, পৃ. ১৬৫-১৬৬)।

৪ র‍্যা ন্টা র স ম্প্র দা য়

র‍্যান্টারদের সম্পর্কে যিনি সব চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল সেই শ্রীযুত এ. এল. মর্টনের মতে, বিপ্লবের ধাক্কায় বৃত্তিচ্যুত ভ্রাম্যমান কারিগরের দল আর ঐতিহ্যের 'বাধাবন্ধনহীন মানুষেরা' মিলে র‍্যান্টার সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।[১০৪] আমাদের নিশ্চয়ই খেয়াল রাখতে হবে যে, এক চলমান মানুষের দঙ্গল আর কৃষক ও কারিগর নির্বিশেষে ছিন্নমূল ঝোপড়িবাসী সবাই জীবন-জীবিকার তাগিদে বড় বড় শহরের দিকে ধাবমান। এই রবাহুত আগন্তুকের দল কখনো কখনো এক একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং কালক্রমে তারা অধিকতর র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার দিকে আকৃষ্ট হয়। 'প্রকৃত র‍্যান্টার' ও র‍্যান্টার বলে যারা পরিচয় দেয় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিণয় করা সহজসাধ্য নয়। এ-কথা কমবেশি লেভেলার ও কোয়েকারদের সম্পর্কেও খাটে। কিন্তু লেভেলাররা তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা মুদ্রিত আকারে ঘোষণা করেছে ; এবং ফক্স ও নেইলার রচিত পুস্তিকাগুলি কোয়েকার-আদর্শের প্রামাণ্য দলিল বলেও মেনে নেওয়া যায়। র‍্যান্টারদের বেলায় দেখা যায়, তাদের নেতা বা তাত্ত্বিক-মুখপাত্র বলে কেউ নেই। সংগঠন বলতেও তাদের কিছু ছিল কি-না বলা শক্ত। দেখা যাচ্ছে যে, র‍্যাডিকাল আন্দোলনের ইতিহাসে 'র‍্যান্টার' কথাটি নিন্দার্থক ভাষারূপে ব্যবহৃত।

সলমন ও বোথামলির মতো শাস্ত্রকারদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নাম-গোত্রহীন র‍্যাণ্টারদের নিন্দিত ব্যভিচারী জীবনযাত্রার মধ্যে দুস্তর ফারাক। সম্ভবত লরেন্স ক্লার্কসনের চিন্তাধারা উভয় মেরুর মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করেছে। প্রথমযুগের কোয়েকারদের আচার-আচরণও একই ধরনের যে কারণে, সমসাময়িকেরা তাদেরও র‍্যাণ্টারদের সঙ্গে একাকার করে ফেলত। তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দুটো জানি না কোন্‌টা সকলে মানবে। প্রথমত, রক্ষণশীল মহল বরাবরই অযৌক্তিক কারণে র‍্যাণ্টার ও কোয়েকার উভয়ের ওপর চটা ; কারণ এদের চিন্তাধারা মাত্রাহীন ইন্দ্রিয়াসক্তির দিকে মানুষকে ঠেলে দেবে। দ্বিতীয়ত, প্রথমযুগের সাধারণ কোয়েকাররা হয়তো র‍্যাণ্টার তত্ত্ব ও আচরণের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

এসব সত্ত্বেও ১৬৪৯-৫১ সালের সময়সীমায় অল্পকালের জন্য সমসাময়িকদের ভাষায় র‍্যান্টার বলে পরিচিত একদলের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের চিন্তা ও কাজ সম্পর্কে একজাতীয় সাধারণ ধারণাও সৃষ্টি হয়। (এ আলোচনায় আমি জন রবিনস ও টমাস ট্যানির মতো অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বকে টানছি না যদিও তাঁরা কখনো কখনো র‍্যান্টার বলে পরিচিত ছিলেন। এবং তাঁদের মতামত থেকেও কোনো সুসঙ্গত বক্তব্য বেরিয়ে আসে নি।[১০৫]) পঞ্চম রাজতন্ত্রীদের মতো র‍্যান্টারদের কথাও আমরা জানতে পারছি প্রথম চার্লসের মৃত্যু ও লেভেলারদের পরাজয়ের পর। এই দুটো ঘটনার সঙ্গে এই দুই গোষ্ঠীর উদ্ভবের যোগসূত্র আদৌ কাকতালীয় নয়। ১৬৫১ সাল নাগাদ, 'সমস্ত পৃথিবীই এখন র‍্যান্টারসুলভ আমোদে মজে রয়েছে' কথাটি বেশ চালু হয়ে গেছে।[১০৬] কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা এ-প্রসঙ্গে শোনা যেতে পারে। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিষী সংস্থার এক সভায় ভাষণদানকালে জনৈক ধর্মপ্রাণ মানুষ মন্তব্য করেন যে, র‍্যান্টাররা স্বাধীনতা নিয়ে বড় বেশি বড়াই করে। তারা আরো বলে যে, ভগবান শুধু পুণ্যবানদের নয় নারকীদের সংসর্গও কামনা করেন। তিনি তাদের ফ্যামিলি অফ লভের সঙ্গে একাসনে বসাতে চান।[১০৭] ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে সাউথওয়ার্কের একজন চিকিৎসক কালের গোলাম সাধুদের র‍্যান্টার বিরোধিতার মুখে র‍্যান্টারদেরই সমর্থন করেন। কারণ তারা গরীবের প্রতি

১০৪. মরটন, *দ ওয়র্ল্ড অফ দ র‍্যান্টারস*, পৃ. ৯০।

১০৫. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থেরপৃ·১৬৬-৭এই অধ্যায়। [অজ্ঞাত] *অল দ প্রসিডিংস অফ দ সেশনস অফ দ পীস হোল্ডেন আট ওয়েস্ট মিনিস্টার দ টুয়েল্থ ডে অফ জুন. ১৬৫১*, পৃ ৩-৯।

১০৬. এস. শে [ফার্ড], *দ জোভিয়াল ক্রিউ, অর দ ডেভিল টার্নড র‍্যান্টার*, (১৬৫১) প্রাক-কথন।

১০৭. রবার্ট গেল, *আ সারমন টাচিং গড'স গভর্নমেন্ট অফ দ ওয়র্ল্ড বাই অ্যানজেলস* (১৬৫০) পৃ. ৩৯-৪০।

সদয়।[১০৮] লুডোভিক মগল্‌টন্ 'র‍্যান্টারদের সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সর্বজনীন ভালোবাসা'কে ভনিতা বলে মন্তব্য করেন। 'যদিও তারা যাবতীয় অসাধুতার পরিবেশে জন্মেছে ও মরেছে', তবুও তাদের 'সমগ্র মানব সমাজের চিরন্তন মহামুক্তির কল্পনা' তাঁকেও আকৃষ্ট করেছিল।[১০৯]

বুনিয়ান পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, কয়েকটি 'র‍্যান্টার মতবাদী গ্রন্থকে পণ্ডিত সমাজের দ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত' হতে দেখেছেন। তাঁর একজন অন্তরঙ্গ সাথীকে 'একজন কট্টর র‍্যান্টার শয়তান বনে গিয়ে সব ধরনের নোংরামিতে' অভ্যস্ত হতে দেখেছেন। তাঁর বন্ধুটি ভগবান ও দেবদূতদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত ও সংযমের পরামর্শ হেসে উড়িয়ে দিত। একদা যারা ধর্মভীরু ছিল দেখা যাচ্ছে তারাও র‍্যান্টারদের পাল্লায় পড়ে একেবারে ভেসে গেল। তারা আবার বুনিয়ানকে নীতিবাগীশ ও অন্ধকারের জীব বলে ঠাট্টা করতে থাকে। এমন ভান করতে থাকে যে, 'যেন কেবল তারাই পরোৎকর্ষ (perfection) অর্জন করেছে তাদের দ্বারা আর কোনো পাপ কাজ সম্ভব নয়।' অতএব তারা যা প্রাণ চায় তাই করতে পারে। বুনিয়ান বলছেন, 'আমি যেহেতু একজন যুবক' তাই এই তত্ত্বের মোহিনীশক্তি এড়িয়ে চলা আমার পক্ষে বড় সহজ নয়। যেহেতু শেষবিচার অথবা পুনরুজ্জীবন বলে কিছু নেই; অতএব পাপও তেমন ভয়াবহ কিছু নয়। এ-জাতীয় ধারণা গ্রহণ করার দিকে বুনিয়ানের মনও বেশ কিছুটা ঝুঁকেছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত ধারণার অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে যে, 'নাস্তিক ও র‍্যান্টাররা প্রাণভরে মজা লুটছে।' তারা ঐশী করুণাকে প্রমত্ততায় পর্যবসিত করেছে। গোঁড়াদের মতো বুনিয়ানেরও র‍্যান্টারদের সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে যে, পাপ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস খুব শিথিল।[১১০] যখন বাপতিস্তদের একজন ছিলেন স্যামুয়েল ফিশার তখন তিনি র‍্যান্টারদের সম্বন্ধে বলেন যে, তারা খ্রিস্টের যাবতীয় নির্দেশ অবজ্ঞার চোখে দেখে। তাছাড়া 'তারা ভব্যতা-সভ্যতার আদৌ তোয়াক্কা করে না।' 'রূঢ় স্বভাবের র‍্যান্টারের দল ইচ্ছে করেই অজ্ঞতার ভান করে যেহেতু খ্রিস্টের পুনরাবির্ভাবসংক্রান্ত কথাগুলি তাদের বড় একঘেঁয়ে মনে হয়।' তারা খ্রিস্টের অস্তিত্ব স্বীকার করে না; তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিজেকে খ্রিস্ট অথবা ভগবান বলে দাবি জানায়।[১১১] এ-রকম একদলের সঙ্গে জর্জ ফক্সের ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে দেখা হয় যারা নাকি নিজেদের ঈশ্বর বলে পরিচয় দেয়।[১১২] তারা নাকি স্রষ্টা বলে ঈশ্বরকে মানে না, তাদের মতে সবকিছুই প্রকৃতিজাত।[১১৩]

এফ্রেম পেগিট-এর মতে, 'র‍্যান্টাররা অনেকটা খোলামেলা ধরনের—কোয়েকারদের মতো নীরস নয়।'[১১৪] রিচার্ড বাক্সটার জানাচ্ছেন যে, মানুষের মধ্যেই খ্রিস্টের অবস্থান-এ-ধারণাটিকে আলোয় উদ্‌ভাসিত প্রকৃতিচেতনায় রূপান্তরিত করেছেন তাঁরা। ধর্মীয় বিষয়ে নিতান্ত আনাড়ি, অথচ অধ্যাত্ম অহমিকায় ভরপুর র‍্যান্টার সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, ভগবান মানুষের কর্মতৎপর জীবনকে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না, তাঁর দৃষ্টি মানুষের অন্তরের গভীরে নিবদ্ধ। র‍্যান্টারদের মতে, যারা নিজেরা পবিত্র তাদের সব কাজকর্মই পবিত্র। অতএব যাবতীয় ঈশ্বরনিন্দিত জঘন্য কাজকর্ম ও বেশ্যাসক্তির ঢালাও অধিকার এই অজুহাতে তারা ভোগ করে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে এদের নারকীয় কর্মকাণ্ড অচিরেই বিপন্ন করে তুলল নিজেদের অস্তিত্ব। এবং তারই সঙ্গে বদনামের কালি ছিটিয়ে দিল অন্য প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলির গায়ে।[১১৫] বিরুদ্ধবাদী

১০৮. এইচ. ই. রলিনস সম্পাদিত, *কেভেলিয়র অ্যাণ্ড পিউরিটান* (নিউ ইয়র্ক ইউ. পি., ১৯২৩) পৃ. ৩২০-৪।
১০৯. মগলটন, *আ ট্রানসেনডেন্ট স্পিরিচুয়াল ট্রেটাইস* (১৭১১), 'অ্যান এপিস্টেল টু আ কোয়েকার' পৃ. ২; পৃ. ১, ৫-৬। প্রথম প্রকাশ ১৬৫১; তু.—মগলটনের *অ্যাক্ট অফ দ উইটনেস* পৃ ৫৩-৭।
১১০. বুনিয়ান, *ওয়র্কস* খণ্ড ১, পৃ. ১১, ২৫-২৬; খণ্ড ৩, পৃ. ৭২৪; তু.—খণ্ড ১, ৪৯-৫০; ২১০, ২১৭, ৪৫৪; খণ্ড ২, পৃ. ১৫০, ১৮২-৩, ২১৪, ৬৬৪; খণ্ড ৩, পৃ. ৩৮৩, ৩৮৫, ৭২৪।
১১১. এস. ফিশার, *ক্রিশ্চিয়ানিসমাস রেডিভিভাস* (১৬৫৫) পৃ. ৪৬৬-৭, ৪৮২, ৪৯২, ৫১৩।
১১২. ফক্স, *জার্নাল* খণ্ড ১, পৃ. ৪৭।
১১৩. [অজ্ঞাত] *দ অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যান্ড ট্রায়াল, উইথ আ ডিক্লারেশন অফ দ র‍্যান্টারস* (১৬৫০) পৃ. ৬।
১১৪. পেগিট. *হেরেসিওগ্রাফি* (১৬৫৪) পৃ. ১৪৩-৪।
১১৫. *রেলিক্যুইয়া বাক্সটেরিনা*, খণ্ড ১, পৃ. ৭৬-৭।

জন হোল্যান্ড কিছুটা পক্ষপাতশূন্য মনোভাব সম্পন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে র‍্যান্টারদের বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, তাঁরা যুক্তিকেই ভগবানের আসনে বসিয়েছে। (উইনস্ট্যানলিও এই একই মতের পরিপোষক।)র‍্যান্টারদের একজন দাবি করেন যে, ভগবান বলে সত্যিই কেউ যদি থাকেন তাহলে তিনি নিজে। জ্যাকব বোথামলি ঘোষণা করেন : মানুষ পশু পাখি মাছ নির্বিশেষে ঈশ্বর সব কিছুর মধ্যে রয়েছেন যেমন 'তিনি রয়েছেন বিশাল বিশাল গাছে, তেমনি তিনি রয়েছেন দেয়াল বেয়ে ওঠা আইভি লতায়।' জীবজগতের বাইরে ভগবানের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই।[১১৬] এই কুকুর, এই তামাকের পাইপ সবইতো ভগবান। ভগবানই আমি এবং আমিই ভগবান।[১১৭] 'কুকুর বেড়াল চেয়ার-টুল সর্বত্র তিনি রয়েছেন।'[১১৮]

র‍্যান্টাররা সকলে মিলে একটা অভিধাই মেনে নিয়েছে : 'আমার নিজের শরীর' অর্থাৎ সবাই তারা একদেহী ও একাত্মা। তাছাড়া 'সতীর্থ মানুষ' বলে তারা পরস্পরকে সম্বোধন করতে অভ্যস্ত। প্রসঙ্গত এই সম্বোধন উইনস্ট্যানলিরও মনঃপূত।[১১৯] উইনস্ট্যানলির মতো অ্যাবাইজার কোপ্ এবং জোসেফ সলমনও সমগ্র সৃষ্টিপুঞ্জের সঙ্গে ঐক্যের কল্পনায় বিভোর।[১২০] তাঁদের বস্তুতান্ত্রিক সর্বেশ্বরবাদের আওতায় স্বর্গবাসী ভগবান ও মর্ত্যের পাপীতাপী মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদের স্থান নেই। তাঁরা মনে করেন যে, মানুষই যখন মরে গেল তখন আকাশের দিকে তার উদ্দেশে পিঠে ছুঁড়ে আর কি হবে! ভগবান তো আর জবরদস্ত মনিব নয় সে তো আমারই রক্তে-মাংসে গড়া এক জীব। মরে গেলে সব সুখ আর বেঁচে থাকা মানেই কেবল কান্নাকাটি এই ধারণা তাঁদের নয়। র‍্যান্টাররা জোর দিয়ে বলে যে, বস্তুই সব; কারণ, আমরা বস্তুময় জগতে বাস করি।

উইনস্ট্যানলির মতো র‍্যান্টাররাও মনে করে যে, খ্রিস্টের আবির্ভাবের অর্থ 'মানুষের মধ্যে তাঁর আত্মিক উপস্থিতি।' যখন এভাবে খ্রিস্টের আগমন ঘটে তখন মানুষের ধর্মোপদেশ, ধ্যান বা বাইবেল পাঠের মতো কোনো বাহ্যিক সহায়তার প্রয়োজন পড়ে না।[১২১] (একথা বাপতিস্ত গোষ্ঠীর একজন হিসেবে স্যামুয়েল ফিশার লিখে গেছেন। কোয়েকার হওয়ার পরও তাঁর অভিমত একই ছিল কিনা জানা যায় নি।) র‍্যান্টারদের চোখে, যে-খ্রিস্ট জেরুজালেমে দেহত্যাগ করেন সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের চেয়ে অন্তরবাসী খ্রিস্ট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা আরো মনে করে, ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টে যে-সব ভগবানের নির্দেশাবলী (commandments) আছে তা মূলত অভিশাপের ফল মাত্র। মানুষ বর্তমানে যেহেতু যাবতীয় অভিশাপ থেকে মুক্ত সুতরাং তারা নির্দেশাবলীরও নাগালের বাইরে। এবং আমাদের ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা।[১২২] র‍্যান্টারদের নিয়ে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত। তার মধ্যে একটা হলো একজন র‍্যান্টার দিনের প্রখর আলোয় মোমবাতি জ্বালিয়ে নিজের পাপের নিদর্শন খুঁজে বেড়াচ্ছে। না, কোনো পাপই সে খুঁজে পেল না; কারণ সে এত বৃহৎ যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপের অস্তিত্ব তার নজরে পড়বে কি করে?[১২৩]

১১৬. জে. বোথামলি, *দ লাইট অ্যান্ড ডার্ক সাইডস অফ গড* (১৬৫০) পৃ. ৪।

১১৭. এডওয়র্ড হাইড, *আ ওয়ান্ডার ইয়েট নো ওয়ান্ডার* (১৬৫১) পৃ. ৩৫-৪১। হাইড র‍্যান্টারদের প্রতিপক্ষ ছিলেন। তবুও যতদূর আমরা তার সম্পর্কে জানতে পারছি, তিনি তাদের যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বিচার করতেন।

১১৮. এল . মগলটন, *দ অ্যাক্টস অফ দ উইটনেস*, পৃ. ৫৬।

১১৯. উইনস্ট্যানলি, *দ সেইন্টস প্যারাডাইস*, পৃ. ১২৩; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৮৪, ৭ অধ্যায় ও পৃ১৬৫,৯ অধ্যায়।

১২০. [কোপ] *সাম সুইট সিপস অফ সাম স্পিরিচুয়াল ওয়াইন*, পৃ. ৬০ ও অন্যত্র; সলমন, *হাইটস ইন ডেপথস*, পৃ. ৩৭-৮।

১২১. এস. ফিশার, *বেবি ব্যাপটিজম মির ব্যাবিইজম* (১৬৫৩) পৃ. ৫১১-১২। ফিশার বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থের ২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১২২. জে হোল্যাণ্ড, *দ স্মোক অফ দ বটমলেস পিট* (১৬৫০-[১]) পৃ. ২-৬; তু.—আর.কোপিন, *ডিভাইন টিচিংস* (২য় সং, ১৬৫৩) পৃ. ৯-১০।

১২৩. কোহ্ন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৯। দ্র—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২২২, ১৫ অধ্যায়।

অশুভের অস্তিত্ব সম্পর্কে র‍্যান্টররা বড় বেশি সচেতন। সরলমনা ধর্মভীরু লোকজন তাদের যুক্তিতর্কের সামনে নিজেদের অসহায় মনে করত তাদের মুখে চট করে উত্তর জোগাত না।[১২৪] র‍্যান্টারদের প্রশ্ন : ভগবান যদি সর্বশক্তিমান হয়ে থাকেন তাহলে তিনি অমঙ্গল ঘটতে দেবেন কেন? তাঁদের মধ্যে আবার কারও কারও মতে, পাপ বলে কিছু নেই যদি থেকেও থাকে তবে সেটাও ভগবানের অভিপ্রায়।[১২৫] শেষ-বিচারের দিন হয় 'মানুষের আবিষ্কার' নয়তো 'মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য এক জুজুজাতীয় বস্তু।' ইতিমধ্যে হয়তো সেই দিন শুরুও হয়ে গেছে। মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব : যেমন নদী সমুদ্র থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত আলাদা যতক্ষণ সে ধারামাত্র কিন্তু সমুদ্রে মিশে যাবার পর তার আর আলাদা কোনো অস্তিত্ব থাকে না। অতএব মানুষের আত্মা ভগবানে লীন হয়ে যাবার পর তার পূর্বের সত্তা হারিয়ে যায়। মৃত্যু তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকার করে দেয় এবং সে তখন ভগবানেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এ-প্রসঙ্গে লরেন্স ক্লার্কসন-এর বক্তব্য হলো : তাঁর সত্তা বিলীন হয়ে যাবার পর তিনি আর কিছুই জানতে বা বুঝতে পারবেন না।[১২৬] ভগবান আর প্রকৃতি জগত এক ও অভিন্ন। জীব জগতের মধ্যে ভগবানের অন্বেষণ, আনা ট্রাপনেল এর মতে, এক ধরনের 'ফ্যামিলিবাদী প্রভাবযুক্ত র‍্যান্টার মতবাদ' যা তিনি ১৬৫২-৫৩ সালের দুঃসহ দিনগুলিতেও মেনে নিতে পারেন নি।[১২৭]

এই মতবাদের চরম রূপ হলো, 'যারা বিন্দুমাত্র অনুতাপ প্রকাশ না করে জঘন্যতম পাপ কাজ করতে পারে তারাই সর্বোত্তম'; এবং এটাকেই র‍্যান্টারতত্ত্ব বলে প্রচার করা হয়।[১২৮] 'যতদিন না আমি তথাকথিত পাপ কাজ করেছি ততদিন আমি পাপের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারি নি' ক্লার্কসনের এই লিখিত বক্তব্যটি ওপরের কথাগুলির সমার্থক বলা চলে। তিনি আরও বলছেন, 'বর্তমানে আমি যাই করি না কেন যেহেতু সেকাজ অনন্ত ও ঈশ্বরানুভূতির সঙ্গে যুক্ত তাই সেগুলিও ঈশ্বরের মতো পবিত্র।' তাঁর মতে, 'মুখ খারাপ করা, মাতলামি, ব্যাভিচার ও চুরি সবই সেই কাজের তালিকায় পড়ে।'[১২৯]

১৬৫০ সালের ৯ অগাস্ট প্রবর্তিত 'ঈশ্বর নিন্দা সম্পর্কীয় আইন' মূলত র‍্যান্টারদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত। কারণ তারা 'মানুষের সমাজে কোনো সভ্য ও নৈতিক সদাচারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না ;' যার ফলে মানুষের সমাজ বলে আর কিছুই থাকবে না। এই আইনের বলে, যদি কেউ নিজেকে ভগবান বা তাঁর সমকক্ষ বলে দাবি করে এবং ব্যাভিচার, মাতলামি, মুখ খারাপ করা ও চুরি প্রভৃতিকে পাপ বলে মনে না করে তাকে সাজা দেওয়া চলবে। প্রথম অপরাধের জন্য ছ-মাস কারাদণ্ড দ্বিতীয়বারের ক্ষেত্রে নির্বাসন ও অননুতপ্ত স্বভাব-দুর্বৃত্তের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড। বিচারমণ্ডলী এই আইনের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন তাদেরই ক্ষেত্রে যারা ভালোমন্দ সবকিছু নীতিগতভাবে সমান জ্ঞান করে। তাঁরা জে. পি., জুরি ও যাজকদের রিচার্ড কোপিনের মতো র‍্যান্টার অথবা আধা-র‍্যান্টাররা[১৩০] অথবা উইলিয়ম ডিউসব্যারির মতো কোয়েকারদের[১৩১] এই আইনের আওতার বাইরে রাখার নির্দেশ দেন। কারণ তাঁরা ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে ভিন্ন মতাবলম্বী হলেও ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও সচ্চরিত্র।

১২৪. তু.—ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ২৩১; খণ্ড ২, পৃ. ৭।
১২৫. পিটার স্টেরি, *আ ডিসকোর্স অফ দ ফ্রিডম অফ দ উইল* (১৬৭৫) পৃ. ১৫৬।
১২৬. ক্লার্কসন, *দ লস্ট শিপ ফাউন্ড*, পৃ. ২৮; হোল্যান্ড, *পরোক্ত*; তু. —কোপিন, *ট্রুথস টেস্টিমনি*, পৃ. ৩১।
১২৭. [আনা ট্রাপনেল] *দ ক্রাই অফ আ স্টোন* (১৬৫৪) পৃ. ৮-১০। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের প. ১২৫, ৮ অধ্যায়।
১২৮. হাইড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬-৮।
১২৯. ক্লার্কসন, *আ সিংগল আই*, কোহন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫০-৩।
১৩০. ১৬৫১-৪ সালে মুখ্য ব্যারন ওয়াইল্ড, সার্জেন্ট গ্রীন, জজ হাটন ও সার্জেন্ট গ্লিন-এর যথেষ্ট সমর্থনসূচক মনোভাবের বিষয়ে তার নিজেরলেখা (*ট্রুথস টেস্টিমনি*, পৃ. ৩১-৭১, ৮৫-৮) দ্রষ্টব্য। মেজর জেনারেল কেসি ১৬৫৫ সালে অনেক বেশি শক্ত মনোভাবাপন্ন ছিলেন। (দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬৩-৪ এই অধ্যায়।)
১৩১. উইলিয়ম ডিউসব্যারি, *ট্রু প্রেফেসি অফ দ মাইটি ডে অফ দ লর্ড* (১৬৫৫) পৃ. ৫-১৫ : জজ হেল ও জজ উইন্ডহ্যামও খুবই সমর্থনমূচক মনোভাব দেখিয়েছেন।

'ঈশ্বর নিন্দুকরা' সেনাবাহিনীতে তেমন সমাদর লাভ করে নি।[১৩২] ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে জোসেফ সলমন ও লরেন্স ক্লার্কসন এবং ১৬৫০ সালের মার্চে জ্যাকব বোথামলি সেনাবাহিনীর সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন।[১৩৩] স্কটল্যাণ্ডের বেলায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আচরণ সবচেয়ে খারাপ। সেখানে একবার জনৈক লেফট্যানেন্টের স্ত্রীকে অলিভার ক্রমওয়েল এই বলে ভর্ৎসনা করেন যে, 'তাঁর মতে এই নিকৃষ্ট জীবের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।' ক্রমওয়েলের উষ্মার কারণ, মহিলাটি একজন র‍্যান্টার।[১৩৪] তার একবছর আগে লেফট্যানেন্ট উইলিয়ম জ্যাকসনকে অভিযুক্ত করা হয় ; কারণ তাঁর অন্যতম অপরাধ হলো যে, তিনি ভগবানকে পাপের স্রষ্টা বলে মনে করেন। এবং তাঁর ধারণায় তিনি (জ্যাকসন) একজন নিখুঁত মানুষ।[১৩৫] ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে ডামফ্রিশায়ারে 'ব্রড স্কটল্যাণ্ডের জক্‌কে' ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয় ; কারণ, সে স্বর্গ ও নরক, ঈশ্বর অথবা যিশুর অস্তিত্ব মেনে নিতে পারে নি। তার মতে.সব কিছুই প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত। তা ছাড়া সে বাইবেলকে ঐশীবাণী বলেও স্বীকার করে না। তার এ-জাতীয় মতামত মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার পক্ষে যথেষ্ট যা সে প্রচারের মাধ্যমে করেছে বলে অভিযোগ করা হয়।[১৩৬] জনসমাজে জনপ্রিয় যুক্তিবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে ঘটনাটিকে প্রথমদিককার আত্মোৎসর্গের নজির বলে ধরা যেতে পারে।

কিন্তু র‍্যান্টাররা শহীদ হওয়ার জন্য তত ব্যাকুল নয়। সুতরাং বেকায়দায় পড়লে তারাও তাদের পূর্বসূরী লোলার্ড ও ফ্যামিলিবাদীদের মতো সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ প্রকাশ করত ; যদিও কোপের মতো অত্যন্ত দায়সারা ভঙ্গিতেই তা করত।[১৩৭] সত্যিই তো যেখানে অমরত্বের প্রশ্ন নেই সেক্ষেত্রে শহীদত্বের মহিমার কথা তো অবান্তর। তাছাড়া অধিকাংশ র‍্যান্টারই নিজেদের এক মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শের শরিক বলে মনে করে না। প্রকৃতপক্ষে, দৃশ্যপটে র‍্যান্টারদের আবির্ভাবের আগে থেকেই বৈপ্লবিক আন্দোলনে ভাঁটার টান ধরেছে। যে আদর্শের জন্য রানী মেরির যুগে বিশ্বাসীরা আত্মাহুতি দিতে পরাঙ্মুখ হতো না সেখানে লোলার্ডদের উত্তরসুরিরা শুধু অনুতাপ করাটাই যথেষ্ট বলে মনে করত। কারণ অন্যান্য উপাদান ছাড়াও রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালের সামাজিক অগ্রগতির ফলে তারা প্রচণ্ড নৈতিক সহায়তা পেয়েছিল। কিন্তু ১৬৫০-এর দশক থেকে সোসিনীয় জন বিড়লের মতো সাহসী ও আদর্শনিষ্ঠ লোক ছাড়াও যারা মনে করত যে, খ্রিস্টের রাজ্য এই পৃথিবীর পরিধিভুক্ত নয় তারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে নিজ নিজ বিশ্বাসে স্থির থাকে।[১৩৮] কোয়েকার সম্প্রদায়ের টিকে থাকার সেটাই অন্যতম প্রধান কারণ এবং নির্যাতনের মুখেও তাদের দৃঢ়তা শত্রুদেরও প্রশংসা অর্জন করেছে।[১৩৯]

৫ অ্যা বা ই জা র কো প্

ওয়রউইক্‌বাসী কোপ্ অক্সফোর্ডের অন্যতম একজন স্নাতক। সেনাবাহিনীতে ধর্মোপদেষ্টা হিসেবে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিরিশ বৎসর বয়সে খিস্তিবাজ র‍্যান্টারদের মদ্যপান ও ধূম্রপান আসরের পাণ্ডা হয়ে ওঠেন। ঐ একই বছরে তাঁর লেখা,

১৩২. এ. এল. মর্টন., *দ ওর্য়ল্ড অফ দ র‍্যান্টারস* পৃ. ১০৪।

১৩৩. এই তথ্যটি শ্রী ম্যাকগ্রেগর-এর বি.লিট.গবেষণাপত্র থেকে নেওয়া।

১৩৪. *মার্ক্যুরিয়াস পলিটিকাস*, ২৩ মে - ৫ জুন ১৬৫১। এই তথ্যটি শ্রী ম্যাকগ্রেগর-এর গবেষণাপত্র থেকে নেওয়া।

১৩৫. ফার্থ, *ক্রমওয়েল'স আর্মি*, পৃ. ৪০৮; তু.—২৮৮-৯, ৪০৩। উইলিয়ম ফ্রাংকলিনের শিষ্য হেনরি ডিক্সনও এই একই মত পোষণ করতেন (এইচ. ইলিস্, *সিউডোক্রিস্টাস*, ১৬৫০, পৃ. ৩২, ৩৭); তু.—*দ অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যান্ড ট্রায়াল, উইথ আ ডিক্লারেশন অফ দ র‍্যান্টারস*, পৃ. ৬; *থেরোজন হিজ থিয়োস ওরি* (১৬৫১) পৃ. ৩৫।

১৩৬. *মার্কুরিয়াস পলিটিকাস*, ৩ জুলাই ১৬৫৬। ম্যাসন কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *লাইফ অফ মিলটন*, খণ্ড ৫ পৃ. ৯২-৪।

১৩৭. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১৫৬-৭, এই অধ্যায়।

১৩৮. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.. ১২২-৩, ৮ অধ্যায়।

১৩৯. দ্র.—*রেলিক্যুইয়া বাক্সটেরিনা*, খণ্ড ১ পৃ. ৪৩৬-৭।

আধ্যাত্মিক সুরার কয়েক চুমুক (Some Sweat Sipsof some Spritual Wine)এবং এর আগে দুখণ্ডে *বহ্নিমান উড়ন্ত কাগজের বাণ্ডিল* (Fiery Flying Rolls) শীর্ষক কয়েকটি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। রচনাশৈলীর দিক থেকে তাঁর লেখাগুলি সপ্তদশ শতকের পক্ষে নজীরবিহীন।

কোপের ঘোষিত বাণী তাঁর 'অন্তর্নিহিত বিপুল মহিমার বৈভব ও শাশ্বত গৌরব' থেকে উদ্ভূত। 'সর্বজনীন প্রেম, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরঙ্কুশ ধর্মীয় স্বাধীনতাই তাঁর মর্মবাণী।' তাঁর মতে, 'পাপ ও বিধি-বিধান লঙ্ঘনের ভয় আর নেই।' সেই মহান শক্তিমান লোভেলার স্বয়ং ভগবান সবকিছুই কেবল উল্টেপাল্টে দিচ্ছেন।' বিশপ রাজা ও লর্ডদের যুগ শেষ, এখন শুধু 'অবশিষ্ট মহামহিমদের' লেভেলারদের কাছে নতি স্বীকারের পালা। 'সম্মান, আভিজাত্য, ভদ্রলোকগিরি, সম্পত্তি, আড়ম্বর ইত্যাদিই' হলো 'নারকীয় জঘন্য অহমিকার জনক যার ফলে বহু রক্তপাত ঘটে গিয়েছে। সাধু আবেলের রক্ত ঝরা থেকে যার সূত্রপাত তার পরিণতি, গুলিবিদ্ধ হয়ে শেষ লোভলারটির মৃত্যুতে।' তাদের ঈশ্বর ও দেশের জন্য লেভেলাররা মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের রক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। তিনি লিখেছেন, এখন দরকার এক আঘাতে সেই নারকীয় অহম্‌বোধের মুণ্ডচ্ছেদ করা ; যাতে সমতা, সাম্য ও যৌথজীবনের মাধ্যমে 'সর্বজনীন প্রেম, সর্বজনীন শান্তি ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার' আদর্শকে বাস্তবায়িত করা যায়। 'সমানাধিকার চাই অস্ত্রধারণের ক্ষেত্রে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং তার আভাস দেখেই তোমরা ভয়ে শিউরে উঠছ (অবশ্য তার জন্য তোমাদের দোষ দেওয়া যায় না কেন না তোমাদের রাজত্ব তো তার ধাক্কায় কেঁপে উঠছে) কিন্তু সাম্যের সারাংশই তো আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে।'

'অস্ত্রধারণের সাম্য' ও 'জমি খননের সাম্য'[১৪০] এই দুই সাম্যকে অনুমোদন জানান নি কোপ্। লেভেলারদের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর মন ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তাঁর অহিংস-মতবাদ পরবর্তীকালের কোয়েকারদের চেয়ে ভিন্ন গোত্রের। তিনি বলছেন : 'তরবারি দিয়ে নয় ; কোনো কিছু পাবার জন্য যুদ্ধ করাটা আমরা অপবিত্র কাজ বলে মনে করি। আমরা সানন্দে প্রতি সপ্তাহে প্রতিদিন পাঁড়মাতাল হয়ে বাজারের মেয়েমানুষদের সঙ্গে রাত কাটাতে চাই। দরিদ্র, অবজ্ঞাত শৃঙ্খলিত কৃষকের অর্থ আত্মসাৎ করার চেয়ে এগুলিকে সৎকাজ বলে মনে করি। মানুষকে হত্যা করার চেয়ে এই কাজগুলি কি বেশি খারাপ!' 'হতভাগ্য বন্দীদের করুণ আর্তরব' আমি শুনতে পাই : "রুটি, রুটি, ভগবানের দোহাই রুটি দিন আমাদের।" এই আর্তনাদ আমার কান বুক বিদীর্ণ করে আমি আর সহ্য করতে পারি না।' এই দরিদ্র নোংরা হতভাগ্য মানুষের কাছে শাসকদের অবশ্যই নতি স্বীকার করতে হবে -তাদের মুক্তি দিতে হবে। 'তোমাদের নিজেদেরই রক্তেমাংসে তৈরি আপনজনের কাছ থেকে তোমরা আত্মগোপন করে থেকো না -হতে পারে তারা পঙ্গু, বখাটে, ভিখারি, বেশ্যাসক্ত, চোর ইত্যাদি। কিন্তু তারা যে তোমারই দেহের অংশবিশেষ।'[১৪১]

কোপের স্বকীয় রচনাভঙ্গি নিচের উদ্‌ধৃতি থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে :

> তোমার অনেক বস্তা টাকা, আর দেখ আমি ভগবান চোর হয়ে কেমন তরবারি হাতে রাত্রির অন্ধকারে তোমার ওপর চড়াও হয়ে বলি—তোমার টাকার থলিটা আমায় দাও। ওহে মশাই—টাকার থলিটা এক্ষুনি দাও, না হলে তোমার গলা কাটব।
>
> আমি আরেকবার বলি—আমার টাকা ঠগ, জোচ্চোর, বেশ্যা আর পকেটমারদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। তারা তোমারই রক্তমাংস দিয়ে তৈরি—আমার চোখে তোমার চেয়ে কোনো অংশে খারাপ নয়। তারা প্লেগের বীজাণু অধ্যুষিত নোংরা জেলখানায় পচে মরতে পিছপাও নয়।...

১৪০. কোপ, *আ ফিয়ারি ফ্লাইং রোল*, খণ্ড ১, পৃ. ১-৫, ১১।
১৪১. ঐ, খণ্ড ১, পৃ. ১-৫; কোহ্‌ন *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬২-৩।

তোমাদের টাকার সিন্ধুকে, শস্যের গোলায়, ঘোড়ার আস্তাবলে ভগবান প্লেগের বীজাণু ছড়িয়ে দেবেন। ওহে এই পৃথিবীর নাদুসনুদুস শুয়োরের দল—তোমাদের শিগগিরই কচুকাটা করা হবে এবং বাড়ির ছাদে তোমাদের মেরে ঝুলিয়ে রাখা হবে। যদি না…

তোমরা গত বছর দেখ নি কি—
আমার এই হাত প্রসারিত করেছিলুম?
না, তোমরা দেখ নি।
আমার হাত দু-টি এখনো কিন্তু প্রসারিত…
তোমাদের সোনা-রুপো সব কিছুতেই পচনের দাগ
যদিও তা দেখতে পাচ্ছ না তুমি।
তোমাদের মরচে পড়া রুপো
আগুন হয়ে তোমাদের পোড়াবে।…

সব কিছু সকলের সঙ্গে একত্রে ভোগ কর, না হলে ভগবানের অভিশাপ, তোমার যা কিছু আছে—তাতে পচন ধরিয়ে শেষ করবে।[১৪২]

কোপ্ জানাচ্ছেন, তিনি কিভাবে রাজপথের মাঝখানে গাড়ি-ঘোড়া ও উঁচুতলার নারী-পুরুষদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। 'তাদের দিকে তাকিয়ে কখনো দাঁত কড়মড় করেছেন… কখনো বা ঠগ্ জোচ্চোর, ভিখারি আর পঙ্গু মানুষের সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়েছেন' আর বলেছেন 'চেঁচাও—প্রাণভরে চেঁচাতে থাকো—ওহে ধনী-মানীর দল। কারণ, তোমাদের দুর্গতির আর অবধি থাকবে না। আমরা এক প্রাণ এক আত্মা হয়ে একত্রে রুটি খাবো। বাড়ির পর বাড়ি লুট করে আমরা রুটি নিয়ে আসব।' 'কোনো জিনিসই কারো একার নয়, সবাই সব কিছু যৌথভাবে ভোগ করবে। এভাবেই গড়ে উঠবে পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঐক্য।'[১৪৩]

১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্ট *বহ্নিমান উড়ন্ত কাগজের বাণ্ডিল*-কে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয় যেহেতু তাতে 'জঘন্য ঈশ্বর নিন্দার নিদর্শন' রয়েছে। কোপ্ বলেছেন, 'কেবল তাঁরই জন্যে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে ও ৯ অগাস্ট দুটি আইন পাশ করা হয়।' পার্লামেণ্টের পরীক্ষক-সমিতি কোপ্‌কে জেরা করার পর নিউগেটের কারাকক্ষে পাঠিয়ে দেন। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে তিনি আংশিক দোষ স্বীকার করেন এবং মে মাসে পুরোপুরি। কিন্তু সেটাও কিন্তু নিঃশর্ত নয়। কোপের অভিযোগ, তাঁর নামের সঙ্গে অনেক ভুলভ্রান্তি অন্যায়ভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি পাপের অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিন্তু সব পাপ সমান ওজনের নয়। 'যেমন ছিচকে চোর আর বড় চোর… ছোটো খুনী আর বড় খুনী। সবাই পাপী। পাপী আমরা সবাই। তাতে কি? আমরা সাধারণ পাপীদের চেয়ে কোন্ অংশে ভালো? মোটেই ভালো না।'[১৪৪] তিনি ভগবানের অস্তিত্ব মানেন কিন্তু মানুষকে ভগবানের সমকক্ষ বলে মনে করেন না। মানুষ অবশ্য দেবত্বের অংশীদার এবং ভগবান যেহেতু সবকিছুর নিয়ন্তা তাই, চাইলে মানুষকে তিনি তাঁর নির্দেশের নিগড় থেকে মুক্তি দিতে পারেন। 'ভগবান হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু আব্রাহামকে বলছেন নিজের ছেলেকে বধ করার জন্য। তিনি ব্যভিচারকে নিন্দনীয় বলেছেন অথচ হোসিয়াকে বলেছেন, গণিকালয় থেকে পত্নী সংগ্রহ করার জন্য।' যে-সমাজ পাপে নিমজ্জিত তিনি তার বিনাশ কামনা করেছেন… একই সঙ্গে বলেছেন—আমারই রক্তেমাংসে গড়া মানুষদের নিয়ে সেই সমাজ তৈরি।… আমার যদি রুটি জোটে তবে তারও

১৪২. কোহ্‌ন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৫।
১৪৩. কোপ, *আ ফিয়ারি ফ্লাইং রোল*, ভাগ ২, পৃ. ১৮-১৯, ২১; কোহ্‌ন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৮, ৩৭২।
১৪৪. *কোপ্‌স রিটার্ন টু দ ওয়েস অফ ট্রুথ* (১৬৫১) পৃ. ৪।

জুটবে।'[১৪৫] ব্যভিচার, অবৈধ সঙ্গম ও অপরিচ্ছন্নতা যে পাপ এটায় কোপের মন সায় দেয়।কিন্তু তার সঙ্গে এও মনে করেন যে, অন্যের ব্যভিচার ও অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার, তাদের অন্তরও ব্যভিচার-দুষ্ট সে-কারণে তাদের অপরাধ আরো বেশি। অহংকার, লোভ,ভণ্ডামি, উৎপীড়ন, স্বৈরাচার, নির্দয় মনোভাব ও গরীবদের প্রতি অবজ্ঞা এসবই তাঁর চোখে সত্যিকারের পাপ।

> 'জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে প্রতিবেশীকে জালে অথবা ফাঁদে ফেলে বিপদগ্রস্ত করা পাপ। মানুষের বোঝা হাল্কা না করা, নিপীড়িতকে মুক্ত না করা, তার জোয়াল হাল্কা না করা এবং ক্ষুধার্তকে রুটি না দেওয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে,এ-সব কাজ করা পাপ।'[১৪৬]

কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত, এ-জাতীয় তাগিদ কোপের মতো তাঁর সমসাময়িক আর কেউ অনুভব করেছেন কি-না সন্দেহ। এ-বিষয়ে অনেকেই তাঁর সঙ্গে একমত নন।[১৪৭] ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে র‍্যান্টারদের সঙ্গে কোপ্ জেলখানায় জর্জ ফক্সের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা যথেচ্ছ মদ্যপান ও ধূম্রপান করে ফক্সকে বিব্রত করেন। র‍্যান্টারসুলভ আচরণের নিদর্শন আর কি।[১৪৮] যাই হোক পুনরজাগরণের পর কোপ্ তাঁর নাম পরিবর্তন করেন ও চিকিৎসকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। মাঝে মাঝে তিনি ধর্মোপদেষ্টার কাজ করতেন। ১৬৭২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সুরের অন্তর্গত বার্নেস ধর্মপল্লীর চার্চের অঙিনায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর পর প্রকাশিত *একজন সাচ্চা খ্রিষ্টানের চরিত্র (A Character of a true Christian)* শীর্ষক একটি পুস্তিকায় কোপ্ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, 'ভালো-মন্দ উভয়েই ভগবানের আশীর্বাদ ধন্য।' নিজের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

> সে পুরোপুরি অসীমের কাছে নিবেদিত...
> যখন স্বকীয় সব কিছু ধুয়ে মুছে সাফ হবে তখনো সে বলবে ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।[১৪৯]

৬ লরেন্স ক্লার্কসন

১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে র‍্যান্টাররা কোপিনীয় অথবা ক্লার্ক্সটনপন্থী বলে পরিচিত।[১৫০] ক্লার্ক্সটন ওরফে লরেন্স ক্লার্কসন সম্পর্কে বেশি কিছু লেখার নেই যেহেতু তাঁর সম্পর্কে শ্রীযুক্ত এ.এল. মর্টন প্রসংশনীয় পর্যালোচনা করেছেন।[১৫১] প্রেস্টনে তাঁর জন্ম -ল্যাংকাশায়ারের পিউরিটানদের মধ্যে লালিত ও নিউমডেল আর্মিতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর ভ্রাম্যমান প্রচারক জীবন শুরু। অল্পকালের জন্য তিনি জীবিকার প্রয়োজনে পুলহ্যামের বাসিন্দা ছিলেন এবং সর্বজনীন মুক্তিতত্ত্ব প্রচারের জন্য সেখান থেকে অচিরেই বিতাড়িত হন। তিনি বাপতিস্তদের(আরবেরির প্রভাবে) সংস্পর্শে এসে সীকারে পরিণত হন এবং সব ধর্মমতেই তিনি 'অদ্বৈতবাদী তত্ত্বের সন্ধান' পান। ১৬৪৭ সালে তিনি কিছুটা পরিমাণে সার্থক একলেভেলারধর্মীপুস্তিকা প্রকাশ

১৪৫. *ঐ*, পৃ. ৮-৯, ১৪, ২৪-৫
১৪৬. *কোপস রিটার্ন টু দ ওয়েস অফ ট্রুথ* পৃ ১৯-২১।
১৪৭. জে. টিকেল *দ বটমলেস পিট স্মোকিং ইন ফ্যামিলিজম* (১৬৫২) নানাস্থান দ্রষ্টব্য।
১৪৮. *ফক্স জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ২১২।
১৪৯. এ. কোপ্,*আ ক্যারেকটার অফ আ ট্রু ক্রিশ্চিয়ান* (১৬৮০) এক পাতা।
১৫০. [অজ্ঞাত] *দ রাউটিং অফ দ র‍্যান্টারস।*
১৫১. মরটন. *দ ওর্য়ল্ড অফ দ র‍্যান্টারস* পৃ ১১৫-৪২।

করেন। *ন্যায় ও সমতার আদর্শের নামে ইংরেজ জনসমাজের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ (A Generall charge or Impeachment of High Treason, in the name of Justice Equity, against the Communality of England)* পুস্তিকাটির নাম। মনে হয়, খানিকটা ওভারটনের বিতর্কধর্মী ভঙ্গিতে পুস্তিকাখানি লেখা যদিও ততটা সার্থক নয়। এটা ইংলণ্ডের আজন্ম স্বাধীন প্রজাদের হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে লিখিত।[১৫২] ক্লার্কসনের সাধারণ মানুষ সরল ভাষায় পার্লামেন্ট সম্বন্ধে বলছে, 'আমরা তাদের বিরোধিতা করার স্পর্ধা রাখি না; কারণ তারা আমাদের প্রভু, পৃষ্ঠপোষক ও আমাদের সম্পত্তির জিম্মাদার।' যদি আমরা তা করি, 'তাহলে তারা আমাদের প্রতি বিরূপ হবে আমাদের জেল খাটাবে আমাদের ভিখারি করে ছেড়ে দেবে।'

> 'অভিজাত ও ভদ্রলোক ছাড়া অত্যাচারী বলতে আর কারা? (অভিজ্ঞতা ও যুক্তি এই কথা বলে।) মধ্যচাষী, কৃষক ও ব্যবসায়ী ছাড়া অত্যাচারিতই বা আর কারা?··· অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের জন্য তোমরা কি খোদ অত্যাচারীকেই বেছে নাও নি?··· এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, বেশিরভাগ অভিজাত ও ভদ্রলোক গরীবদের বোকা ও নিজেদের জ্ঞানী বলে মনে করে। তারা নিশ্চিত জানে যে, যখনই সাধারণ মানুষ পার্লামেন্ট বসাতে চাইবে তখন বংশ মর্যাদায় ও বিত্তে যারা শীর্ষে রয়েছে তাদেরই নির্বাচিত করা হবে।··· তোমাদের দাসত্বই তাদের স্বাধীনতা তোমাদের দারিদ্র্য তাদের সমৃদ্ধির আকর।··· শান্তি তাদের সর্বনাশ আনে··· যুদ্ধ তাদের সমৃদ্ধশালী করে।··· শান্তি তাদের পক্ষে যুদ্ধ শান্তি তাদের দারিদ্র্য।'

গরীবের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে বড়লোককে আরও বড়লোক বানানো হচ্ছে। ঘোড়া যেমন কারও রচনার বিচারক হতে পারে না তেমনি সাধারণ মানুষেরও ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকতে পারে না। প্রাক্তন যাজক ক্লার্কসন র‍্যাডিকালদের মতোই যাজকদের ওপর হাড়ে চটা। তাঁর বক্তব্য : যারা ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে তারা তোমাদের ধর্মপল্লীর যাজকদের চেয়ে সহস্রগুণ ভালো। ধর্মপল্লীর সাধারণ ভক্তের বিবেককে উদ্ভট তত্ত্বের মাধ্যমে বিষিয়ে দেওয়ার চেয়ে উন্মুক্ত রাজপথে রাহাজানি করা অনেক ভালো।'[১৫৩]

যখন তিনি র‍্যান্টার বলে পরিচিত ছিলেন, তখন ক্লার্কসন মনে করতেন যে, ঈশ্বর চেতন ও জড় সবকিছুর মধ্যেই বর্তমান। স্বর্গ বা মর্ত্য বলে আলাদা কিছু নেই এবং মরণোত্তর মানব শরীরের পুনরুজ্জীবনও অসম্ভব। 'স্বর্গ বলে কথিত স্থানটি হয়তো শরীরের পক্ষে নরকতুল্য।' 'আমি সত্যিই মোজেস, অবতার, খ্রিস্ট বা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নই।' তাঁর মতে ঈশ্বরই সব ক্রিয়াকাণ্ড ও যাবতীয় শক্তির উৎস। অতএব ঈশ্বরের কাছে কোনো কিছুই পাপ কাজ নয় এমনকি খ্রিস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করাও নয়।[১৫৪] ক্লার্কসন সত্যিই শিখিয়েছেন যে :

> ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মাতলামি, ব্যভিচার ও চুরি প্রভৃতির আলাদা কোনো অর্থ নেই।··· পাপ তো কেবল মানুষের কল্পনা জুড়ে রয়েছে। ···যা তুমি প্রকাশ্যে ভালোবেসে করবে তা সবই আলোময় ও অনুপম হয়তো তারই লৌকিক নাম ব্যভিচার··· ধর্মশাস্ত্র, সন্তপুরুষ অথবা চার্চ যাই বলুক যদি তোমার অন্তরবাসী পরমপুরুষ তোমায় নিন্দা না করে তাহলে তুমি নিন্দাভাজন হবে না কখনো।[১৫৫]

১৫২. ক্লার্কসনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ উৎসর্গ করা হয় মেয়র, অল্ডারম্যান ও প্রেসটনের অধিবাসীদের উদ্দেশে (*টুথস রিলিজ ফ্রম প্রিজন, টু ইটস ফর্মার লিবার্টি*, ১৬৪৬) যেখানে উইনস্ট্যানলি তার বইটি উৎসর্গ করেন তাঁর প্রিয় ল্যাঙ্কাশায়ারের গ্রাম্য মানুষদের (*দ মিস্টিরি অফ গড*,১৬৪৮)।

১৫৩. ক্লার্কসন, *আ জেনারেল চার্জ*, পৃ. ১০-১৪; ১৭-১৮, ২৭।

১৫৪. ক্লার্কসন, *আ সিঙ্গল আই*, পৃ. ৭-৮, ১৩, ১৫-১৬; *দ লস্ট শিপ ফাউন্ড*, পৃ. ৩৩।

১৫৫. *ঐ*, পৃ. ৮-১২, ১৬।

এসব কথা নিশ্চয়ই চমকে যাবার মতো; কিন্তু এটাও উল্লেখ্য যে, লুথার ধর্মোপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেছেন : 'তুমি স্বাধীনভাবে ও ভালোবেসে যে আচরণ পালন করবে তাই ঈশ্বরসম্মত। আর যদি নিছক প্রয়োজনের তাগিদে কর তাহলে সেটা হবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ।' 'যদি নিজের বিশ্বাসে অবিচল থেকে ব্যাভিচারও কেউ করে তাহলেও সেটা পাপ বলে গণ্য হবে না।'[১৫৬] এবং ক্যালভিন বলছেন, 'পার্থিব সব কিছুই তুমি স্বাধীনভাবে চেখে দেখতে পার যদি স্বাধীনতার প্রকৃতি ভগবানের ও তোমার মনোমতো হয়। বিশ্বাসীর বিবেক আইনেরও উর্ধ্বে এবং সেক্ষেত্রে আইনের সদিচ্ছার কথা ওঠে না।'[১৫৭] নানা কথার মার প্যাঁচের মাধ্যমে ক্যালভিন তাঁর মূল বক্তব্যকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। কারণ, তাঁর বক্তব্য অ্যান্টিনোমীয়দের প্রায় কাছাকাছি,যারা মনে করে যে, বিশ্বাসই মুক্তির পূর্বশর্ত। স্যার টমাস ওভারব্যুরি আবার তাঁর সৃষ্ট চরিত্র 'প্রেসিসিয়ান'-এর মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির এক ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন। প্রেসিসিয়াম এমন এক ব্যক্তি যে নাকি 'ঈশ্বরের ভয়ে অবৈধ সঙ্গম এবং ব্যাভিচারেও পিছপাও নয়।'[১৫৮] কিন্তু এটাও প্রায় ঈশ্বরের কাছে বশ্যতা স্বীকারের সামিল। আসলে যেটা দরকার তোমার মধ্যে খ্রিস্টের অধিষ্ঠানের আশ্বাস।

স্বগতোক্তি করছেন টোবিয়াস ক্রিসপ্ : 'ধরা যাক একজন বিশ্বাসী ব্যভিচার ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত তবুও সে ঐসব পাপ কাজ করতে পারে না কারণ, খ্রিস্টের মুখোমুখি হওয়া মাত্রই তিনি তাকে তাড়িয়ে দেবেন।' ক্রিসপ্‌ও নানা কথার মার পাঁচের আশ্রয় নেন; 'পাছে সুসমাচারের শত্রুরা তাঁর কথার অপব্যাখ্যা করে।'[১৫৯] লুথার ও বিপ্লবী র‍্যাডিকালদের মাঝামাঝি জায়গায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের অন্যতম রবার্ট টাউনে। তিনি ইয়র্কশায়ারের ওয়েস্ট রাইডিং ও ল্যাংকাশায়ারের বিভিন্ন স্থানে কিউরেট ছিলেন এবং ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে গ্রিণ্ডেলটোনীয়দের সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। তাঁর মতে, মানুষ যদি 'বিশ্বাস করে যে পাপ, মৃত্যু ও অভিশাপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে তাহলে নিশ্চয়ই সেগুলি লোপ পাবে।' যারা খ্রিস্টের ওপর আস্থা রাখে তারা কখনো পাপী হতে পারে না। লুথারের দুটি উদ্‌ধৃতির সহায়তায় রবার্ট টাউনে এই অংশটুকু ব্যাখা করেন। টাউনের জিজ্ঞাসা : 'এ-সব কথা বলার জন্য আমাদের ফ্যামিলিবাদী বলা হবে?' তা হলে লুথারও একজন ফ্যামিলিবাদী। 'বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে পাপ অস্তিত্বশূন্য ও হৃদয় সদা অমলিন।'[১৬০]

একই বিষয়ে ক্লার্কসনের ভাবনা আরো প্রসারিত। তাঁর মতে, 'যতদিন না মানুষ পাপমুক্ত পবিত্র মন নিয়ে কোনো কাজ করছে ততদিন পর্যন্ত পাপবোধ থেকে তার মুক্তি নেই। আমার কাছে যা পবিত্র, এক কুটিল লোকের চোখে তা অপবিত্র। পবিত্রমনা যে তার কাছে সবই পবিত্র। সবকাজই পবিত্র। অতএব দেখ যা আমি করি যা আমি ভাবি সবই অত্যন্ত সুস্বাদু ও মনোরম।...কাজ ছাড়া জীবন অচল। সচল জীবন ব্যতীত পূর্ণতা লাভ অসম্ভব।' ক্লার্কসন শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি তাঁর বিশ্বাসকে তিনি কাজে পরিণত করলেন। অর্থাৎ একের পর এক মেয়ের পেছনে ছুটে বেড়ালেন। 'তাঁর ভাষণে মুগ্ধ গৃহ-পরিচারিকার সঙ্গসুখ লাভ করার পর' তিনি অন্য মেয়েদেরও সঙ্গ কামনায় মেতে উঠলেন। তার সঙ্গে 'অবশ্য তাঁর বৈধ স্ত্রীকে' টাকা পাঠাতে কখনো ভুলতেন না। জনৈক স্টার মহোদয়ের স্ত্রী-র সঙ্গে গ্রামে বেড়াতে

১৫৬. এম. লুথার, *থার্টি-ফোর সারমন্স* (অনু.—উইলিয়াম গেস, ১৭৪৭) পৃ. ২৮১; এইচ. হেডন, *দ কাউন্টার-রেনেশাঁ* (নিউ ইয়র্ক ১৯৫০) পৃ. ৪৮৫।
১৫৭. কালভিন, *দ ইনসটিটিউটস অফ দ ক্রিশ্চিয়ান রিলিজিয়ন*, খণ্ড ২, পৃ. ১৩৫, ৬৩৮।
১৫৮. ই. এফ, রিমবল্ট সম্পাদিত, *দ মিসেলেনিয়াস ওয়র্কস ...... অফ স্যার টমাস ওভারবুরি* (১৮৯০) পৃ. ১০২। ওভারবুরির মৃত্যু হয় ১৬১৩ সালে কিন্তু তাঁর রচিত *ক্যারেক্টারস* প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর।
১৫৯. ক্রিসপ, *কমপ্লিট ওয়র্কস* (১৮৩২) খণ্ড ১, পৃ. ২২৪-৬; তু.— *ক্রাইস্ট অ্যালোন এক্স্যালটেড* (১৬৪৮) খণ্ড ৩, পৃ. ৩২৬।
১৬০. আর.টাউনে, *দ অ্যাসারশন অফ গ্রেস*, [? ১৬৪৮ পূর্ব] পৃ. ৭৩; টাউনে আক্রমণ করেছিলেন স্যামুয়েল রাদারফোর্ডের *আ মডেস্ট সার্ভে অফ দ সেকরেটস অফ অ্যান্টিমোনিয়ানইজম* গ্রন্থটি (১৬৪৮) পৃ. ২৫।

গিয়ে ড. পাগেট-এর একজন গৃহ-পরিচারিকার নগ্ন সৌন্দর্য দেখে তিনি আত্মহারা হলেন। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করলেন বটে কিন্তু র‍্যান্টারদের এক সমাবেশে যাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন।[১৬১]

১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে ক্লার্কসনকে গ্রেপ্তার করার পর জেরা করা হয়। অন্যান্যবারের মতো এবারও তিনি 'আজন্ম স্বাধীন প্রজার' অধিকার বলে দোষারোপমূলক প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয় ; কিন্তু দণ্ডাদেশ কার্যকর না করে এক মাস পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সদয় ব্যবহারের কারণ সম্ভবত তিনি কোপের চেয়েও সহজে নিজের দোষ স্বীকার করেছেন বলে। এরপর থেকে 'র‍্যান্টার দলপতি' ক্লার্কসনের নাম আর আমরা শুনতে পাবো না। প্রখ্যাত কর্নেল টমাস রেইনবারোর ভাই মেজর উইলিয়ম রেইনবারোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী থেকে গেলেন তিনি। আর উইলিয়ম একজন র‍্যান্টার বনে গেলেন।[১৬২] কিছুদিন জ্যোতিষী ও জাদুকরের জীবন-যাপন করার পর একজন প্রাক্তন র‍্যান্টার জন রীভের মধ্যস্থতায় এমন একটা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হলেন যা পরবর্তীকালে মগ্‌লটোনীয় বলে পরিচিতি লাভ করে। ১৬৫৯ সালে ক্লার্কসন 'কথাসর্বস্ব শয়তানদের (ranting devils) ভৎসনা করেন ; কারণ তারা বলতে থাকে যে, ভগবান সব অশুভের স্রষ্টা এবং সে-কারণে 'কোনো পাপই তাদের ক্ষেত্রে পাপ নয়।'[১৬৩]

৭ জো সে ফ স ল ম ন

জোসেফ সলমন সম্ভবত সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম পুস্তিকা *মানুষের মধ্যে খ্রিস্ট-বিরোধী মানুষ (Anti-Christ in Man)* প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় তিনিও আরবেরির মতো 'আমাদের সকলের মধ্যে একজন খ্রিস্ট বিরোধী মানুষ বাস করে' একথা ঘোষণা করেছেন। 'তাকে দেখার জন্য তোমাকে রোম, ক্যান্টারবেরি বা ওয়েস্টমিনিস্টারে যেতে হবে না তুমি সেই খ্রিস্ট-বিরোধী মানুষটিকে স্বয়ং নিজের মধ্যেই দেখতে পাবে যে,যিশু খ্রিস্টকে তোমার কাছে আসতে দিচ্ছে না।' 'তোমার হৃদয় বা ভগবানের আবাসস্থল হওয়ার কথা সেখানে দেহোপজীবীনির বাসা।' প্রার্থনা, উপবাস ও তোমার যাবতীয় ধর্মকর্মের সঙ্গে সেই গণিকাটির অস্তিত্ব অবিচ্ছেদ্য।[১৬৪] সে-সময় যখন পোপ ও রাজতন্ত্রীদের খ্রিস্ট বিরোধী বলে চিহ্নিত করাটা রেওয়াজ তখন তিনি তার সঙ্গে অন্যান্য আটপৌরে মানুষদের যুক্ত করে ফেলেছেন। সেদিক থেকে তাঁর তত্ত্ব সত্যিই বিপজ্জনক। সলমনের মতে বাইবেলের কাহিনী মাত্রেই রূপক যাতে বিশ্বাসীর অন্তরের অন্তস্তল বিবৃত। [১৬৫]'অতএব তোমাকে প্রতীক্ষা করতে হবে সেই দিনটির জন্য, যেদিন যিশু এসে তোমায় সুবুদ্ধি দেবেন' এবং বেঁচে থাকাকালীন তোমার মধ্যে পৃথিবীর অবসানও অনুভব করবে। 'আমাদের মধ্যে যাবতীয় আলোড়নের আসল উৎস হলো সেই শেষদিন, যেদিন প্রতিটি নরনারীর হৃদয়ে যিশুর অধ্যাত্মিক আবির্ভাব ঘটবে। এবং সেই শেষদিন সমাগত এবং সমস্ত গৌরবচ্ছটা নিয়ে তাই আমাদের ভাগ্যাকাশের নক্ষত্রটির উদয় ঘটেছে।ভগবানের রাজত্ব শুরু হয়েছে'। [১৬৬]

১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি *বিপর্যয়, একটি বিপর্যয় (A rout, a rout)* শীর্ষক পুস্তিকাখানি প্রকাশ করেন। প্রধানত 'আমার সতীর্থ, যারা পদমর্যাদায় ও গুণে খাটো, সেই সৈনিক পুরুষদের

১৬১. কোহ্‌ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫-৬, ৩৫৩; মরটন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১, ১৩৫। ক্লার্কসনের 'সিঙ্গল আই' সম্পর্কে উইনস্ট্যানালির মূল্যায়ন রুক্ষসুলভ সংশয়ীভাব-এর জন্যে দ্র.—স্যাবাইন, পৃ. ৪৭৭-৮, ৪৮৫-৬

১৬২. মরটন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮, ১০৭, ১৩৩।

১৬৩. ক্লার্কসন, *লুক অ্যাবাউট ইউ* (১৬৫৯) পৃ. ৯২-৩।

১৬৪. সলমন, *অ্যান্টি-ক্রাইস্ট ইন ম্যান*, পৃ. ১০-১৬, ৩৪।

১৬৫. তু.— বর্তমান গ্রন্থের পৃ১০৭,৭ অধ্যায় ও পৃ. ১৯০-৫, ১১ অধ্যায়।

১৬৬. সলমন, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৭-৫৩, ৫৮।

জন্য পুস্তিকাখানি রচিত।' তখনো পর্যন্ত তিনি জেনারেলদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার নির্দেশ ভগবানের কাছ থেকে পান নি। তাঁর মতে, তাঁরা ভগবানের দণ্ড· · · তোমাদের মাধ্যমে ভগবানের ক্রোধ রাজা, ভদ্রলোক ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছে। তারা তোমাদের সামনে গড়াগড়ি দিচ্ছে।' কিন্তু সেনাবাহিনীর দলপতিরাও স্বার্থশূন্য নয় তারা কেবল তাদের আখের গোছাচ্ছে। ঈশ্বর শিগগিরই তাঁর দণ্ড অগ্নিকান্ড ও ধ্বংসের আগুনে পরিণত করবেন।' সলমন বেশ তৃপ্তি সহকারে বলছেন : 'সেই ধ্বংস বড়ই মনোরম। তার জন্য একটু অপেক্ষা কর।' [১৬৭] তরবারি কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না। যারা স্বাধীনতা হারাবার ভয়ে অস্ত্র ত্যাগ করতে পারছে না তারা 'অন্ধকারে রয়েছে।· · · তুমি পৃথিবীকে ভয় করছ আর তারা তোমার ভয়ে ভীত।' কিন্তু শিগ্‌গির্‌ই তরবারির যুগ শেষ হবে এবং তার সঙ্গে ভগবানেরও মৃত্যু ঘটবে। এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই ধ্বংস হবে যা তুমি সারাজীবনেও পার নি।' এই বিশিষ্ট সময়সীমা নিয়ে গবেষণা করার সূত্রে আমি রিচার্ড কোপিন ছাড়া আর কাউকে ভগবানেরও মৃত্যু ঘটবে একথা বলতে দেখি নি।[১৬৮]

১৬৫০ সালে র‍্যান্টারদের ধরপাকড়ের সময় সলমনকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে, কভেন্ট্রির রাস্তাঘাটে লোকদের কাছে ধর্মপ্রচারের সূত্রে তিনি বাইবেলকে রূপকে পরিণত করে সমস্ত রকমের প্রচলিত পদ্ধতির অবমাননা ঘটিয়েছেন। [১৬৯] তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদী নীরবতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বহুল পরিমাণে মুখ খারাপ করেছেন এবং ভয়ানক সব দিব্যি দিয়েছেন। [১৭০] দোষস্বীকার করে মুচঁলেকা তৈরি করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে ছাড়া পেয়ে যান। তার ফল হিসেবে, পরের বছরই তাঁর লেখা, *গভীরতার মধ্যে উচ্চতা ও উচ্চতার মধ্যে গভীরতা* **(Heights in Depths and Depths in Heights)** নামের পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়। ততদিনে অন্যদের মতো সলমনও একজন আশাহত মানুষে পরিণত হয়েছেন। তিনি লিখছেন

> গোটা পৃথিবী নিরন্তর প্রসব বেদনায় উদ্বেলিত, প্রত্যেকেই এক একটা নির্দিষ্ট স্বার্থ গর্ভে ধারণ করে ফুলেফেঁপে উঠেছে। সবাই চাইছে কিছু না কিছু সৃষ্টি করতে। কিন্তু হাওয়া আর বিভ্রান্তি ছাড়া সৃষ্টি বলতে আর কিছুই চোখে পড়ে না। · · · আকাশের নিচে সবকিছুরই সময় বাঁধা। অহংকারেরও সময় নির্দিষ্ট।· · · হয়তো আমি হাওয়ার বিরুদ্ধেই পাথর ছুঁড়ে মারছি যার অন্য নাম অহংকার।· · · আমি সব ধরনের পূর্ণতার অবসান দেখার জন্য বেঁচে রয়েছি। [১৭১]

তিনিও হবসের মতো দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছেন যে, একে অপরের বিরুদ্ধে ঈর্ষায় জ্বলছে। যার থেকে উদ্ধারের একমাত্র রাস্তা হলো নীরবতা। 'আমি এখন অনন্তের কোলে পরমশান্তিতে রয়েছি। নীরবতার গভীরে আমি ডুবে রয়েছি। এক সংক্ষুব্ধ সাগর পার হয়ে আমি নিরাপদে বিশ্রামের দেশে উত্তীর্ণ হয়েছি।....আমার একমাত্র আনন্দ ও প্রেমের সান্নিধ্য লাভ করেছি অভিপ্রায় সার্থক আর কিছু দেখতেও চাই না শুনতে চাই না। [১৭২] তিনি বারবাডোজে পাকাপাকিভাবে বসবাসের জন্য চলে যান এবং তারপর তার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।[১৭৩]

১৬৭. সলমন, *আ রুট, আ রুট* পৃ. ৪-৫, ১৫-১৬, ২১।
১৬৮. ঐ, পৃ. ৯-১৩। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ... এই অধ্যায়। কিন্তু তুলনীয়, ক্লার্কসন, *আ সিঙ্গল আই*।
১৬৯. *আ পারফেক্ট ডিউরনাল*, ১-৮ এপ্রিল ১৬৫০, পৃ. ১৭৫; ওয়াল্টার রোজওয়েল, *দ সারপেন্টস সাবটিলটি ডিসকভারড* (১৬৫৬), ভাগ ১।
১৭০. *লেবোর্ন-পোফাম এমএসএস* (এইচ. এম. সি.) পৃ. ৫৭।
১৭১. সলমন, *হাইটস ইন ডেপথস অ্যান্ড ডেপথস ইন হাইটস*, ভূমিকা, পৃ. ৭।
১৭২. ঐ, পৃ. ২৮।
১৭৩. মি. ম্যাকগ্রেগরের বি. লিট. গবেষণাপত্র থেকে আমি এই তথ্যটি নিয়েছি।

৮ জ্যা ক ব বো থা ম লি

জ্যাকব বোথামলি একজন লিস্টারশায়ারবাসী মুচি। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন তিনি তাঁর *ভগবানের আলো ও অন্ধকার দিক (The Light and Dark Sides of God)* শীর্ষক গ্রন্থটি ১৬৫০ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশ করেন। বইখানি ঈশ্বর বিদ্বেষী বলে নিন্দিত হয় ও সাজা হিসেবে তাঁর জিভ ফুটো করে দেওয়া হয়। র‍্যান্টারমহলে অত্যন্ত পরিচিত 'সর্বেশ্বরবাদ'তত্ত্বকে তিনি পুনরায় উপস্থিত করেন। তিনি লিখেছেন : 'ফুল ফল তৃণ গুল্ম সব কিছুই স্বর্গীয়। আজ হয়তো যে-সব বস্তু ভগবানের দান বলে অভিহিত হচ্ছে কাল সেগুলিকে চুল্লিতে গলিয়ে ঢালাই করা হবে। বিশ্বের সমস্ত জীবকুল এক ও অভিন্ন; তারা ভগবানের দান নয় শুধু ভগবানেরই অংশ।' বোথামলির মতে, ভগবানের চোখে একজন ভালো আর একজন মন্দ—তা নয়। অতএব একজনের চেয়ে ভালো আর একজন ভগবানের অধিকতর প্রিয়ভাজন হতে পারে না। খ্রিস্টের দেহেও যেমন ভগবান বিরাজমান তেমনি সকলের দেহেই তাঁর অধিষ্ঠান। তিনি বলছেন : 'যেখানে ভগবান সেখানেই আমার স্বর্গ।'[১৭৪] তাঁর মতে, 'পাপও ভগবানের একটা বিশেষ রূপ—অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপ। এক অনালোকিত দিক।' অতএব পবিত্রকর্মের জন্য আশীর্বাণী বিতরণের জন্য উদ্‌গ্রীব আর পাপ দেখলেই ক্রোধে আত্মহারা এরকম একদেশদর্শী তিনি নন। 'পাপের মধ্যেও ভগবানের মহিমা বিদ্যমান।' অতএব মানুষের মধ্যে যারা দুষ্টপ্রকৃতির বলে চিহ্নিত তাদের মধ্যেও ঐশ্বরিক মহিমা যে কোনো ঈশ্বরভক্ত মানুষেরই মতোই বিদ্যমান। তাঁরই অভিপ্রায় পূর্ণ করার জন্য যেমন যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন তেমনি অন্যরা ভিন্নতর আচরণ করছে।[১৭৫]

নরক ও শয়তানের অস্তিত্ব আমাদের মধ্যেই বর্তমান; নতুবা ভগবানের মধ্যেই নরকের কল্পনা করতে হয়। ইহজীবনের পর নরকের আর পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। শয়তান বলে কেউ নেই। শরীরী পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয় সেটা আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি মাত্র। বাইবেলের বাণী আমাদের বোধগম্য ভাষায় উচ্চারিত। কেইন ও আবেল, আইজাক্ ও ইসমাইল, জ্যাকব ও ইসাউ প্রমুখের কাহিনী সবই রূপকাশ্রয়ী। আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। আমরা বাইবেলের নয় নিজেদের অন্তরবাসী ভগবানের নির্দেশেই পথ চলব। নিজের অন্তর যদি বলে কাজটি করো না, বাইবেলের নির্দেশ মতো যদি সে কাজ করি তাহলে সেটা হবে মহাপাপ। তাঁর বক্তব্যের বেশ কিছু অংশ মিলটনের মতানুযায়ী।[১৭৬] বোথামলি একজন নীরব সাধক। তবুও তাঁকে দেখা যায় র‍্যান্টারদের মজলিশে নাচছেন, গাইছেন ও শিস্ দিচ্ছেন। এসব দেখে জর্জ ফক্স স্তম্ভিত। বোথামলির শেষ জীবন কিন্তু তাঁর জন্মস্থান লিস্টারের পাঠাগারের তত্ত্বাবধায়ক ও অবৈতনিক সার্জেন্ট রূপে একজন সম্মানিত নাগরিক হিসেবে সমাপ্ত হয়।[১৭৭]

৯ রি চা র্ড কো পি ন্

রিচার্ড কোপিন্ নিজেকে র‍্যান্টার বলে পরিচয় দিতে চান না। ১৬৪৯-এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত তাঁর *স্বর্গীয় শিক্ষামালা (Divine Teachings)* বইখানা র‍্যান্টার মহলে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, তাকে র‍্যান্টার ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। তিনি যোশেফ সলমনের উত্তরসূরী হিসেবে পরিচিত। *স্বর্গীয় শিক্ষামালা* বইটি লেভেলার পত্রিকা *দ মডারেট*-এর কাছ থেকে একটি

১৭৪. বোথামলি, *দ লাইট অ্যান্ড ডার্ক সাইডস অফ গড*, পৃ ৪, ১৪।
১৭৫. *ঐ*, পৃ. ৩৩, ৩৬, ৩৯।
১৭৬. *ঐ*, পৃ. ১৪, ২৮-৩১, ৪৫-৯, ৫২, ৫৭, ৭১-৮৪। দ্র.—পৃ. ১৯৩, ১১ অধ্যায় ও পরিশিষ্ট ২
১৭৭. মরটন, *পূর্বোক্ত* পৃ ৯৬-৭।

উৎকৃষ্টগ্রন্থ রূপে প্রশংসা অর্জন করে।[১৭৮] ১৬৪৮ পর্যন্ত কোপিন্ প্রথাসিদ্ধ চার্চের একজন যাজক ছিলেন এবং তারপর থেকে সর্বজনীন মহামুক্তির প্রচারক রূপে তাঁর ভ্রাম্যমান জীবনের সূত্রপাত।

'ভগবান এক ও অদ্বিতীয় এবং সকলের মধ্যে তিনি বিরাজমান'—কথাগুলি তিনি লিখেছেন *স্বর্গীয় শিক্ষামালা* গ্রন্থখানিতে। একই সত্তা যা আমার মধ্যে রয়েছে তা তোমার মধ্যেও রয়েছে। একই ভগবান যা একের মধ্যে রয়েছে তা অন্যের মধ্যে এবং সকলের মধ্যে রয়েছে। সমস্ত পূর্ণতাসহ তিনি যেমন একের মধ্যে তেমনি সকলের মধ্যে বিরাজমান। অতএব ঈশ্বর মনোনীত মানুষের সংখ্যা আর মুষ্টিমেয় নয়। প্রোটেস্টান্ট তত্ত্ব এর ফলে চরম গণতান্ত্রিক পরিণতির দিকে মোড় নিল। কোপিন্ লিখছেন : 'আমরা, আর ধর্মশাস্ত্র, আসলে সবই ভগবানের কবর, যেখানে মৃত ভগবান তাঁর অপার মহিমাসহ সমাহিত।' আমাদের মধ্যেই আবার তাঁর পুনরুজ্জীবন ঘটবে তখনই যখন আমরা নিজেদের এবং তাঁর সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি অর্জন করব। ভগবান আসলে একাধারে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী।[১৭৯] সমস্ত বিশ্বাসীর মধ্যে ভগবান রয়েছেন। মানুষের বিবেকের বাইরে স্বর্গ ও নরকের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। ভগবান স্বর্গেও যেমন রয়েছেন তেমনি নরকেও। প্রবক্তা ও ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের চেয়ে আধুনিক বিশ্বাসীদের ঈশ্বরানুভূতি অনেক বেশি নিটোল। ভগবান এখন গরীব ও অজ্ঞদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করছেন।

> কারা এই দরিদ্র ও মূর্খ? 'না পার্থিব অর্থে নয়—যারা ভগবানের লীলা সম্বন্ধে অনবহিত—তারাই দরিদ্র ও অজ্ঞ। শরীর-সর্বস্ব মানুষের প্রয়োজন জীবের অন্তরে ভগবদমহিমার আবির্ভাব ও অধিষ্ঠান সম্পর্কে উপলব্ধি। না হলে তার অভাবের যন্ত্রণার অবসান ঘটবে না। ভগবান যখন আমাদের অন্তরের অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকেন—তখনই আমাদের বোধবুদ্ধি অসাড় হয়ে পড়ে। ভগবদ্‌শক্তির বীজ—যা স্বয়ং ভগবান, যদি আমাদের উপলব্ধির বাইরেই থেকে যায় এবং তার উদয় যদি আমাদের মধ্যে অনুভূত না হয় তাহলে আমাদের মধ্যে অনুভূত বোধ-বুদ্ধি-ইচ্ছা সবই অন্ধকারে ঢাকা পড়বে। চেতন ও অচেতন সব কিছুর ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে। নানা গোলমাল, অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি আত্মপ্রকাশ করবে। অতএব তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, নিজেদের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধি করতে না পারাটাই সব অশান্তির মূল। এই মহৎ শিক্ষা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—জ্ঞানী ও মূর্খ নির্বিশেষে। কিন্তু এই উপলব্ধি অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে।'

তাঁরই সৃষ্ট মানুষের ওপর ভগবান কখনো ক্রুদ্ধ হতে পারেন না। তাঁর ন্যায়দণ্ড 'আমাদের বিরুদ্ধে নয়—আমাদের অন্তর্গত পাপের বিরুদ্ধে উদ্যত। সেই পাপের বিনাশ না ঘটলে আমাদের মুক্তি সুদূরপরাহত।' 'নবজাতকের পক্ষে কোনো পাপ সম্ভব নয়।'[১৮০]

পতন ও শেষবিচারের দিন সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত, কোপিনের মতে, সবই রূপক। 'মানুষ যেদিন ধর্মান্তরিত হয় সেটাই তার শেষ দিন'। [১৮১] এই 'পার্থিব শরীরের' কোনো পুনরুজ্জীবন নেই। তাঁর মতে, 'তোমার মধ্যে যে স্বর্গ বিরাজ করছে তা অনেক বেশি সুখকর' তথাকথিত স্বর্গের চেয়ে। এই কথার জন্যেই তিনি মিলটনের পূর্বসূরী। কোপিন্ লিখেছেন: যে স্বর্গ মানুষ হারিয়েছে 'খ্রিস্টের জন্মের মাধ্যমে' সে-স্বর্গের চেয়েও উত্তম-স্তরে মানুষ উন্নীত হবে। [১৮২] যারা স্বীকার

১৭৮. রোজওয়েল, *দ সারপেন্টস সাবটিলটি ডিসকভার্ড*, পৃ. ১, ১৬; মর্টন, *পূর্বোক্ত* ,পৃ. ৯৮।
১৭৯. কোপিন, *ডিভাইন টিচিংস* (২য় সং.,১৬৫৩) পৃ. ৮, ১০; *ম্যানস রাইটওয়াসনেস এক্সামিনড* (১৬৫২) পৃ. ৯-১১; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬১, এই অধ্যায়।
১৮০. *ডিভাইন টিচিংস*,পৃ. ৩, ৮-৯, ২৩-২৪, ৭৫-৬, ৯৯-১০১, ১০৭; *দ এক্সালটেশন অফ অল থিংস ইন ক্রাইস্ট* (১৬৪৯) পৃ. ১, ৩৩-৭, ৪৬।
১৮১. জন অসবোর্ন, *দ ওয়র্ল্ড টু কাম....অলসো....আ কনফারেন্স বিটুইন হিম অ্যান্ড রিচার্ড কোপিন অফ ওয়েস্টওয়েল* (১৬৫১) পৃ. ৬৮।
১৮২. কোপিন, *আ ব্লো অ্যাট দ সারপেন্ট* (১৬৫৬) পৃ. ৮৭-৮; *আ ম্যান-চাইল্ড বর্ন* (১৬৫৪) পৃ. ১, *দ এক্সালটেশন অফ অল থিংস*, পৃ. ১৭-১৮।

করতে চায় না যে, 'সমস্ত পাপ ও নিয়ম ভঙ্গের' ধারণাকে বাতিল করতে হবে, তারা আসলে শয়তান ও নিজেদের রাজ্যপাটকে অব্যাহত রাখতে চায়। [১৮৩] কোপিন দাবি করেন যে, যা তিনি বলেছেন বা লিখেছেন তা সবই ভগবান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। প্রচলিত চার্চের সঙ্গে তাঁর কোনো কাজ কারবার নেই। 'চার্চগুলি পৌরভবন ছাড়া আর কি? যাজকরা তো পুরবাসীগণের বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র।' ১৬৫০ সালের আইন অনুসারে প্রতি রবিবার চার্চে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে মানুষ মুক্ত হওয়াতে কোপিন খুশি। তাঁর মতে, চার্চে যাওয়ার জন্য মানুষকে বাধ্য করাটা অখ্রিস্টীয় প্রথা। কিন্তু তবুও যাজকরা মানুষকে পাপ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে দিব্যি রোজগার করে চলেছে। 'কিন্তু খ্রিস্টের রাজ্যে কোনো পাপই অমার্জনীয় নয় কেন না সেটা মুক্তির রাজ্য।' পোপের অনুগামীদের ভাষায় কোপিনও বলেন যে, নরকযন্ত্রণা চিরন্তন নয় কারণ প্রায়শ্চিত্ত নিকেতনের ব্যবস্থা রয়েছে। [১৮৪]

রোচেস্টার ক্যাথিড্রালে বেশ কয়েকটি ভাষণের মাধ্যমে কোপিন তাঁর তত্ত্বের গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলেন। আর, এরই পরিণতিতে ১৬৫৫ সালে মেজর জেনারেল কেসি [Kelsey] তাকে গ্রেফতার করেন। ঐ তত্ত্বের মর্মকথা হলো: 'একই মুক্তিলাভের আনুকূল্যে সে নিজে ও অন্যরা মুক্তিলাভ করবে তার জন্য চাই নিজের মতোই প্রতিবেশীর প্রতি দরদ। এই উপলব্ধি না ঘটলে মানুষ নিজের মুক্তির বিষয়ে আশ্বস্ত হতে পারে না।' [১৮৫] এইসব যুক্তিতর্কের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ কোপিন মিশে গেলেন 'কাঠখোট্টা মানুষের দঙ্গলে।' (বহু মস্তক বিশিষ্ট দানব বলে যাঁরা পরিচিত।) তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো, তিনি একদল সৈন্য ও অন্যদের নিয়ে দল পাকাচ্ছেন সৈন্যরা এমন কি তাঁর জন্য বিদ্রোহ করতেও প্রস্তুত। তিনি এবং তাঁর শিষ্যরা রাষ্ট্র ও চার্চের ক্ষেত্রে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। কোপিনের ছ-মাসের কারাবাস ঘটল। মেজর জেনারেল কেসির পরামর্শে বিপথগামী শহরবাসীদের সংস্পর্শ থেকে সেনাবাহিনীকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো। [১৮৬] অনুতাপহীন কোপিন বলছেন: 'আমি সৎ ও অসৎ উভয়ের সংসর্গেই প্রভূত আনন্দ লাভ করি।' মানুষের নির্যাতন তাঁর অন্তরে খ্রিস্টীয় অনুভূতি তীব্রতর করেছে। [১৮৭]

১০ জর্জ ফস্টার

জর্জ ফস্টারকে লেভেলার অথবা র‍্যান্টার কোনো বর্গেই ফেলা যায় না। তিনি তাদেরই একজন যারা কেবল এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর দিকে অবিরাম ছুটে বেড়িয়েছে এবং কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শে অবিচল থাকতে পারে নি। (মগ্‌ল্টন বলছেন, 'লেভেলাররা র‍্যান্টারদেরই একটি শাখা।'[১৮৮] সময়ের হিসেবে মন্তব্যটি ধোপে টেঁকে না যদি না ধরা হয় যে উভয়েরই উদ্ভব একই সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী থেকে।) ওয়ারবয়েজ বাপতিস্তরা মনে করে যে, লেভেলারদের অন্যতম প্রবক্তা হলেন ফস্টার, যিনি মনে করেন যে, এই হচ্ছে সময় যখন সব মানুষই ভগবানের স্নেহধন্য এবং বড়লোকদের উচিত তাদের যাবতীয় সোনা রুপো রাস্তায় ছুঁড়ে

১৮৩. কোপিন, *ম্যান'স রাইটওয়াসনেস একজামিনড*,পৃ. ৯-১০, ১৮;তু.— *সল স্মিটেন ফর নট স্মিটিং অ্যামলেক* (১৬৫৩) পৃ. ১৮; তু.—কোপ, বর্তমান গ্রন্থের এই অধ্যায়ে পৃ১৫৫য় উদ্ধৃত।

১৮৪. কোপিন, *ট্রুথস টেস্টিমনি* (১৬৫৫) পৃ. ১৫, ২০-১, ৮১; *আ ব্লো অ্যাট দ সারপেন্ট*, পৃ. ১৮। আসলে কোপিনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ক্যাথলিক ও জেসুইট হিসেবে ছলাকলা করায়। কিন্তু ঘটনা হলো এই যে, যাজকরা এমন ভাব দেখাত যেন তাদের কোনো পথপ্রদর্শক নেই। (রোজওয়েল, *দ সারপেন্টস সাবটিলটি ডিসকভারড*, পৃ. ১৬)

১৮৫. *আ ব্লো অ্যাট দ সারপেন্ট*, পৃ. ৫২

১৮৬. *থার্লো স্টেট পেপারস* (১৭৪২) খণ্ড ৪, পৃ. ৪৮৬; রোজওয়েল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪-১৫; মরটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮।

১৮৭. কোপিন, *ক্রাস ক্রিস্টি* (১৬৫৭) পৃ. ৫২, ৫৭।

১৮৮. মগলটন, *আ ট্রু ইন্টারপ্রিটেশন অফ অল দ চিফ টেক্সটস......অফ দ হোল্ বুক অফ দ রিভিলেশন অফ সেন্ট জন* (১৬৬৫) পৃ. ১০৬।

ফেলা।' [১৮৯] এ-ধরনের কথাবার্তা আসলে সংবিধানপন্থী লেভেলার ও সাচ্চা লেভেলারদের বক্তব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা মাত্র। উত্তর পুরুষের কাছে পরিশীলিত তত্ত্বকথা যতই হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন সমসাময়িক জনমনে কিন্তু এসব কথা গভীর ছাপ ফেলেছিল।

ফস্টারের দিব্যদর্শনে এক সাদা ঘোড়ার সওয়ার আবির্ভূত হয়, যে নাকি 'মধ্যবিত্ত স্তরের ওপরের মানুষজনকে কচুকাটা করছে এবং যারা তার নিচে রয়েছে তাদের সকলকে সমান মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। সে চীৎকার করে বলছে, সাম্য চাই—সাম্য চাই—সাম্য চাই। আমিই জিহোভা। আমি এই কাজ করেছি। আমি দীন-দরিদ্র মানুষদের ধনীদের সমান আসনে বসাব।' লেভেলার শহিদ লকিয়ার ও টম্পসনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে। কিন্তু ফস্টারের মতে, এ-বিষয়ে ভগবানের প্রতিহিংসার হাতিয়ার হলেন ফেয়ারফ্যাক্স। যাদের ধনসম্পদ রয়েছে, ভগবান তাদের সে-সব জিনিস গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিতে বাধ্য করবে।'এবং ভগবান ছাড়া আইন ও ক্ষমতা কেন্দ্রের পৃথক কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।[১৯০]

ভগবানইতো 'সেই শক্তিমান লেভেলার' যিনি রাজা, পার্লামেন্ট প্রমুখ যাবতীয় ক্ষমতাকেন্দ্রের উচ্ছেদ সাধন করে সবাইকে সমান করে দেবেন। গোটা পৃথিবী তখন শুধু মুষ্টিমেয়ের ভোগের জন্য নয় সকলেরই ধনাগারে পরিণত হবে। 'এবং যদি কেউ বলে, "ওরা আমার সমস্ত জিনিস নিয়ে যাচ্ছে কেন?" ' তার উত্তরে বলা হবে : ' "আমাদের প্রয়োজন আছে বলেই আমাদের স্রষ্টার নামে সে-সব অধিগ্রহণ করছি। আমরা সেগুলি ব্যবহার করব। এবং তোমরা মহাজনরা যারা প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছ" তখন কি বলবে? সন্তপুরুষ এবং গরীব অবজ্ঞাত ভিন্ন মতাবলম্বীরাও নিজের চোখে দেখবে এবং জানবে যে, সব জিনিস তাদের।' 'আত্মপরায়ণতার অবসান ঘটবে এবং "রুটি দাও ভগবানের দোহাই রুটি দাও" এই চীৎকার রাস্তায় রাস্তায় শোনা যাবে না।' 'আমি তোমাদের ওপর দণ্ডাদেশ দিচ্ছি ওহে বড়লোকের দল আমি তোমাদের একদম নিকেশ করে ছাড়ব।' যে বন্দীদশায় এবং ক্রীতদাস বানিয়ে বড়লোকেরা নিচুতলার লোকদের রেখেছে তা থেকে তাদের মুক্তি ঘটবে। এক আন্তর্জাতিক বিপ্লব আসন্ন প্রায়। ১৬৫১ সালে ইতালিতে সমস্ত ইহুদীরা এসে জড়ো হবে। ১৬৬৫ সালের মধ্যে পোপ ও তুরস্কের সুলতানের পতন অনিবার্য। এবং সর্বত্র গড়ে উঠবে শ্রেণীহীন সমাজ।'[১৯১]

পাঠকের মনের খবর হয়তো ফস্টারের জানা ছিল। তিনি লিখছেন, 'তোমাদের যেন পাগলামিতে পেয়ে না বসে হয়তো মনে করছ আমি একজন পাগল। আসলে পরম পিতা চাইছেন এই পৃথিবীর ওলটপালট ঘটাতে এবং সে কাজে আমাকে তিনি ব্যবহার করতে চান যেমন তিনি তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টকে কাজে লাগিয়েছিলেন'। এবং যিশু সে-যুগের প্রচলিত প্রথাবিরোধী কাজই করেছিলেন। ফস্টার র‍্যান্টারসুলভ কায়দায় নিজেকে 'তোমাদের অন্যতম আপনজন' বলে নিজের নাম স্বাক্ষর করতেন। [১৯২]

১১ জন পোর্দাজ এবং টমাস ট্যানি

জন পোর্দাজের ভাষায় গভীর আলোচনায় রত'

'যখন চারিদিক র‍্যান্টার ভাবধারায় আপ্লুত এবং সকলেই এ-বিষয়ে তখন তার সম্বন্ধে আমাদের জানার আগ্রহ বেড়ে যায়।[১৯৩] জনৈক

১৮৯. *ফেনস্টানটন রেকর্ডস*, পৃ. ২৬৯।
১৯০. ফস্টার, *দ সাউন্ডিং অফ দ লাস্ট ট্রাম্পেট* (১৬৫০), পৃ. ১৭-১৮, ৪২, ৪৬, ৫০-২; তু.—ক্যাপ্টেন ফ্র্যান্সিস ফ্রিম্যান, *লাইট ভ্যাঙ্কুইশিং ডার্কনেস* (১৬৫০) পৃ. ৫৬-৭।
১৯১. ফস্টার, *দ পাউরিং ফোর্থ অফ দ সেভেনথ অ্যান্ড লাস্ট ভিয়াল* (১৬৫০) পৃ. ৭, ১১-১২, ১৫, ২৬, ৬৪-৬। ফস্টারের লেখায় উইনস্ট্যানলির মৌখিক পুনর্জাগরণের কিছু কিছু কথা দেখা যায়।
১৯২. *ঐ;* ফেলো ক্রিয়েচারস'-এর জন্যে দ্র.—*দ অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যান্ড ট্রায়াল উইথ আ ডিক্লারেশন অফ দ র‍্যান্টারস*, পৃ ৬।
১৯৩. জে. পোদার্জ, *ইনোসেন্স অ্যাপিয়ারিং থ্রু দ ডার্ক মিস্টস অফ প্রিটেন্ডেড গিল্ট* (১৬৫৫) পৃ. ২৫।

-্গুন বণিকের পুত্র পোর্দাজ ১৬৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে রিডিঙ-এর কিউরেট ছিলেন এবং ১৬৪৭ সাল নাগাদ ব্রাডফিল্ডের রেক্টর পদ লাভ করেন। সমগ্র কাউন্টির মধ্যে অচিরেই অন্যতম ধনী ব্যক্তি বলেও পরিচিতি লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি জ্যাকব বোহেমির শিষ্য ও একজন ফিলাডেলফিয়াবাসী বলে লোকসমাজে পরিচিত হন। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে বার্কশায়ারে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন, আর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে, তিনি খ্রিস্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এবং মনে করেন যে, ভগবান সব মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। অর্থাৎ তিনি প্রচলিত র‍্যান্টার মতবাদ প্রচার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'পাপ নিয়ে মাথা ঘামানোটা এক ধরনের দুর্বলতা ; বিবাহ একটি বদ জিনিস।' তার ওপর তিনি নাকি একজন ফ্যামিলিবাদী।[১৯৪] এই অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয় যে তিনি নাকি বলেছেন, অচিরেই পার্লামেন্ট, ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকার বলে ইংলণ্ডে কিছু থাকবে না। সন্তপুরুষরা এসে দুষ্ট লোকদের সব জমিজমা বাজেয়াপ্ত করবে এবং তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করবে।' তিনি নিজে কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের পায়ের ধুলো ছাড়া আর কিছু ভাবেন না।[১৯৫] তিনি কুসঙ্গীদের পাল্লায় পড়েছেন এটাও তাঁর বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ। সঙ্গী বলতে প্রথমে ওঠে আরবেরির নাম। তাছাড়া তাঁর ব্রাডফিল্ডের বাড়ি সকলের জন্য অবারিতদ্বার। অনেক বিশিষ্ট মানুষ সেখানে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ডিগারপন্থী উইলিয়ম এভারর্ড 'ওরফে প্রচারক রবার্ট এভারর্ড, অ্যাবাইজার কোপ ও টমাস ট্যানি ওরফে থেরোজন[১৯৬] তাঁর পারিবারিক ধ্যানের আসরে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন রিচার্ড বাক্সটার। তিনি পোর্দাজ সম্বন্ধে বলছেন, 'একজন আদর্শ ভদ্রলোক এবং অক্সফোর্ডের সোলস্ কলেজের ছাত্র পোর্দাজের সম্পত্তি আহরণের বিষয়ে তীব্র অনীহা দেখা যেত। উপরন্তু তিনি ম্যাজিস্ট্রেট-প্রজা, স্বামী-স্ত্রী ও প্রভু-ভৃত্য জাতের প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের ঘোর বিরোধী ছিলেন।'[১৯৭] পোর্দাজ অ্যাবাইজার কোপের পক্ষ সমর্থন করেন এবং কোপিনের রচনাবলী তাঁর অনুমোদন লাভ করে। নিজের সম্পর্কে পোর্দাজ বলছেন, 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান-নেত্র, যা পতনের ফলে এতদিন রুদ্ধ ছিল তা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো একদিন উন্মুক্ত হলো।' তখন 'দুটি অদৃশ্য অর্ন্তলোকের আর্দশ' তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়। তিনি দেখেন যে, 'দুটি আত্মিক জগৎ এই দৃশ্যমান জগৎ জুড়ে বিরাজ করছে এবং তার অন্দরমহলেও তাদের অপ্রতিহত প্রভাব।'[১৯৮]

পোর্দাজকে টমাস ট্যানির শিষ্য বলে সবাই জানে। টমাস ট্যানির ধ্যান-ধারণা উদ্ভট ও মারাত্মক বলে কথিত। তিনি নরক ইত্যাদির অস্তিত্ব এককথায় উড়িয়ে দেন।[১৯৯] এ-সব কারণে তাঁকে সরকারি তরফের জেরার সম্মুখীন হতে হয়। ১৬৪৯ সালের ২৩ নভেম্বর ট্যানি দৈবাদেশে থেরোজন নাম গ্রহণ করেন এবং সম্ভবত কৌশলগত কারণে নিজেকে পাগল বলে ঘোষণা করেন।[২০০] তাঁর মতে, ভগবান সর্বত্র বিরাজমান এবং মানুষের মোক্ষলাভ অনিবার্য। তথাপি তিনি মনে করেন যে, ধর্ম মাত্রেই জোচ্চুরি আর প্রতারণা। সত্য একটাই এবং সেটা প্রেম।[২০১] ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন রবার্ট নরউডের সঙ্গে তাঁকেও ঈশ্বর নিন্দার অভিযোগে অভিযুক্ত করা

১৯৪. পোদার্জ, *পূর্বোক্ত*, পৃ ২, ১৯, ২৪, ৭১, ১০২; ন্যুটাল, *জেমস নেইলার*, পৃ ৫; ডি হার্স্ট, 'দ রিডিল অফ জন পোদার্জ', *বোহেমি সোসাইটি কোয়াটারলি*, খণ্ড ১, ৬ (১৯৫৩-৪) পৃ. ৬।

১৯৫. *পি· অ্যান্ড আর·*, পৃ ৩১৬।

১৯৬. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ২০৫,১৩ অধ্যায়।

১৯৭. *রেলিক্যুইয়া বাক্সটেরিনা*, খণ্ড ১, পৃ. ৭৭-৮। ড. ন্যুটাল টমাস ব্রোমলির সঙ্গে এই লোকটিকে এক করে দেখেছেন (*জেমস নেইলার* পৃ. ৩-৬)।

১৯৮. ক্রিস্টোফার ফাউলার, *ডেমোনিয়ম মেরিডিয়ানম*, পৃ। ৬০-১; পোদার্জ, *পূর্বোক্ত*, পৃ। ৭৩।

১৯৯. ফাউলার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২, ৪১, ৫৩-৫; পোদার্জ *পূর্বোক্ত* পৃ. ৯, ১১-১২।

২০০. টি. টানি, *দ নেশনস রাইট ইন মাগনা কারটা ডিসকাসড উইথ দ থিং কলড পার্লামেন্ট* (১৬৫০ [-১]) পৃ. ৮। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২০৭-৮, ১৩ অধ্যায়।

২০১. *থেরোজন হিজ থিয়োস অ্যাপোকোলিপিকেল* (১৬৫১) পৃ. ৫, ৩৫; *থেরোইহন হাই প্রিস্ট টু দ জিউস হিজ ডিসপিউটিভ চ্যালেঞ্জ টু দ ইউনিভার্সিটিজ অফ অক্সফোর্ড অ্যান্ড কেমব্রিজ* (১৬৫১[২]) পৃ. ৫।

হয়।[২০২] ১৬৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সেন্ট জর্জের মাঠে ট্যানি বাইবেল পোড়ান; কারণ, 'লোকে বলে এটা নাকি ঈশ্বরের বাণী তা কিন্তু সত্য নয়।'[২০৩] ট্যানি মনে করেন যে, 'গৃহযুদ্ধে পার্লামেন্টপক্ষীয়'দের জয়লাভের ফলে আমরা নর্মান শাসন থেকে এখন মুক্ত। অতএব এখন আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে আমাদের জমি ও কমওয়েলথের যাবতীয় উত্তরাধিকার ফিরে পেতে পারি। সাধারণের জমি এখন সাধারণ মানুষের কাছে ফিরে আসা উচিত।[২০৪] জন রবিনস ও মগল্‌টোনীয়দের সঙ্গে ট্যানির কিছুটা জানা শোনা ছিল; কিন্তু শেষোক্তরা তাঁকে দোষারোপ করে। [২০৫]

১২ ট মা স ও য়ে ব

উইলটশায়ারের একটি পুরোনো বস্ত্র ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান টমাস ওয়েব ল্যাংলে বারহিলের একজন রেক্টর ছিলেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য ধর্মপল্লীর ভক্তদের কাছ থেকে কোনো ধর্মকর গ্রহণ না করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, বেঁচে থাকাকালীনই তিনি দেখতে চান যে, ইংলণ্ডের বুকে যাজক বা পুরোহিতের প্রজাতি বিলুপ্ত। ধর্মোপদেশ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত শ্লেষাত্মক এবং এ-বিষয়ে তিনি নিজেকেও ছেড়ে কথা বলেন নি। তাঁকে ঘিরে পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় যে গোষ্ঠীটি গড়ে ওঠে সেটা 'অপবিত্র আসরের কোলাহল' বলে পরিচিত। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে যখন লেভেলার নেতা লিলবার্নের বিচার হয়, তখন তিনি পার্লামেন্টের বিপক্ষে তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি কোপের প্রশংসা করেন ও জোসেফ সলমনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ পত্র বিনিময় করেন। ব্লেকের অনুসরণে শেষোক্তের প্রতি তাঁর উক্তি : 'ভগবান করুন আমরা যাতে নরকের কদর বুঝতে পারি ও স্বর্গকে ঘৃণা করতে পারি'। কথাটি এফরিম পেগিট তাঁর রচনায় উদ্‌ধৃত করেন।[২০৬] ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে ব্যভিচারের অভিযোগে ওয়েবের বিচার হয় যা সে-যুগে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। কিন্তু স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষদের বিরোধিতার ফলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি নাকি বলেছেন যে, 'স্ত্রীলোক ছাড়া স্বর্গকল্পনা অসম্ভব ও বিবাহ ছাড়া নরক।' তাঁর বিরুদ্ধে আর একজন সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলে যে, ওয়েব 'নিজেকে আইনের উর্ধ্বে বলে মনে করতেন এবং মনে করতেন যে, যে-কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস তাঁর পক্ষে আইনসিদ্ধ।' তিনি কিন্তু ভালোবাসতেন সঙ্গীত আর স্ত্রী-পুরুষের যৌথ নৃত্য। তাঁর চুল লম্বা আর কোঁকড়ানো এবং তিনি মোজেসকেও ধাপ্পাবাজ বলে মনে করতেন। ১৬৫০-এর সেপ্টেম্বরে তাঁর শত্রুরা (যারা আবার লেভেলারদেরও শত্রু, সেই লুণ্ঠিত যাজকদের সমিতি তাঁর নির্বাসনের ব্যবস্থা পাকা করে। তাঁকে বলা হয়, 'ওহে মহাশয় তুমি নিশ্চয়ই আইন কাকে বলে জানো। জান না কি?' 'তুমি লিলবার্নগোষ্ঠীর লোক অতএব তোমাকে নির্বাসিত করা হবে।' [২০৭]

২০২. স্টাইল, *রিপোর্টস*, পৃ. ৩১২;তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ১৩০,৮ অধ্যায়। *থিয়োস ওরি*, পৃ. ৬৯-৭৮; তু.—*থাউ রাম টানজা* (১৬৫৪) ও *থেরোজন হিস আরোরা* (১৬৫৫) উৎসর্গ পত্র।

২০৩. অ্যারাইজ ইভানস, *টু দ মোস্ট হাই অ্যাণ্ড মাইটি প্রিন্স চার্লস ২..... অ্যান এপিস্টেল* (১৬৬০) পৃ. ৫১; বারটন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ১, পৃ. [১২৬]।

২০৪. *থেরোইহন......হিজ ডিসপিউটিভ চ্যালেঞ্জ* পৃ. ৮।

২০৫. মগলটন, *আ টু ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ ইলেভনথ চ্যাপটার অফ দ রিভিলেশন অফ সেন্ট জন* (১৭৫১) পৃ. ১৮০; প্রথম প্রকাশ ১৬৬২; *আ টু ইন্টারপ্রিটেশন অফ অল দ চিফ টেকসট.....অফ দ হোল্ বুক অফ দ রিভিলেশন অফ সেন্ট জন* (১৬৬৫) পৃ. ১২৮; *দ অ্যাক্টস অফ দ উইটনেস*, পৃ. ২০-১, ৪৪। এছাড়াও দ্র.— *পি. অ্যাণ্ড আর*, পৃ. ৮৪, ১৪১-২ ৩১৬; এছাড়াও আমার *অ্যান্টিক্রাইস্ট ইন সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি ইংলন্ড* পৃ. ১১৫, ১৭৬।

২০৬. ই. স্টোকস, *দ উইল্টশায়ার র‍্যান্ট* (১৬৫২) বিশেষত পৃ. ১২-১৪, ৪৭, ৫৬, *ভি. সি. এইচ., উইল্টশায়ার*, খণ্ড ৩, পৃ. ১০২; পেগিট, *হেরিসিওগ্রাফি* (১৬৫৪) পৃ. ১৪৪।

২০৭. স্টোকস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪, ১২-১৩, ২১-২, ৪৩, ৫৩, ৬১, ৬৬। মার্লো চিন্তা করেছিলেন, মোজেসই ত্রাতা (বর্তমান গ্রন্থের পৃ১২৯.৮ অধ্যায়)। এছাড়াও দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ২০৬,১৩ অধ্যায়।

১৩ র্যা ন্টা র দে র শে ষ প্র হ র

কোথায় কোথায় র্যান্টারবাদের প্রভাব বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল তা এখনো গবেষণাসাপেক্ষ। শ্রীযুত মর্টনের মতে তাদের কার্যকলাপ ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক যেমন উত্তর মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন শহর (কভেন্ট্রি, লিস্টারশায়ার, ডার্বিশায়ার—বিশেষত পীকজেলায়, নটিংহ্যামশায়ার) ; ক্লীভল্যান্ডের ওয়েস্টরাইডিং, হোল্ডারনেস্, ল্যাংকাশায়ার, কাম্বারল্যান্ড, ওয়েস্টমোরল্যান্ড, কর্নওয়াল প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের প্রভাব লক্ষণীয়।[২০৮] এই তালিকায় আমরা আরো যুক্ত করতে পারি হান্টিংডনশায়ার, গ্লস্টারশায়ার, উইল্টশায়ার, পুলে এবং ওয়েলসের নাম। র্যান্টারদের পুরোনো ডেরা গার্মেন্ট ও রবিনস-এর নামও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[২০৯] ওয়েলিংবরো এমন একটি জায়গা যেখানে প্রথমে ডিগারদের পক্ষে এবং পরের দিকে কোয়েকারদের দিকে জনসমর্থন চোখে পড়ে। সেখানেও র্যান্টারদের প্রভাব নিতান্ত তুচ্ছ করার মতো নয়।[২১০]

যতদূর আমরা জানি র্যান্টররা কখনো এক সংগঠিত শক্তির রূপ নেয় নি; অতএব ১৬৫০-৫১ সালে সব নেতারা ধরা পড়ার পর তাদের সমর্থকদের কী গতি হয়েছিল তা আন্দাজ করা কঠিন। তবে তার অল্প কিছু আভাস অবশ্য পাওয়া যায়। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে উইল্টশায়ারের অন্তর্গত ল্যাককের বাসিন্দা উইলিয়ম বণ্ড বলছেন, আমাদের

> মাথার ওপর কোনো ভগবান বা শাসনকর্তার স্থান নেই। মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য ছাড়া খ্রিস্ট বলে কেউ নেই। যদি শাস্ত্রগুলি আবার রচিত হয়, তাহলে মেঙ্কশ্যাম রচিত টম ল্যাম্পায়ার বাইবেলের স্থান গ্রহণ করার যোগ্য। মানুষের বিবেকে ছাড়া স্বর্গ বা নরকের কোনো অস্তিত্ব নেই। যদি সে খেয়ে পরে ভালোভাবে বেঁচে থাকার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মায় তাহলে সেটাই তার স্বর্গ। আর যদি তার দৈন্যদশার শেষ না থাকে তাহলে সেটাই তার পক্ষে নরক। কারণ সে এরপর গরু বা ঘোড়ার মতো মারা পড়বে।

ঐ একই গ্রামের বাসিন্দা টমাস হিববর্ড বলছেন : 'ভগবান সব কিছুতেই রয়েছেন। এ-পর্যন্ত যে-সমস্ত পাপ আমি করেছি তা সবই আমার মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন তাঁরই করা।' তিনি এক পাত্র বিয়ারের বিনিময়ে সবরকমের ধর্ম বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত।[২১১] এই র্যান্টার গোষ্ঠীটির সঙ্গে হয়তো টমাস ওয়েবের জানাশোনা ছিল। কয়েকজন কোয়েকার মগলটোনীয়দের সঙ্গে র্যান্টারদের এক করে দেখেছে নিঃসন্দেহে এটা করা হয়েছে রীভ ও ক্লার্কসনের জন্য।[২১২]

১৬৫০-এর দশকে ইলির কাছাকাছি ফেনস্টান্টনের বাপতিস্ত চার্চের কর্মকর্তাদের সঙ্গে র্যান্টার মতবাদীদের যে আলাপ-আলোচনা হয় তার বিবরণী সংরক্ষিত রয়েছে। প্রসঙ্গত ডিগার প্রতিনিধিরাও ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এই জায়গায় এসেছিলেন।[২১৩] স্থানীয় র্যান্টার সমর্থকদের চিন্তাধারা কিছুটা কোয়েকার-ঘেঁষা এটা ঐ আলোচনার বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে উক্ত চার্চের র্যান্টারপন্থী ভক্তদের বহিষ্কার করা হয়; কারণ তাদের মতে, 'বাইবেলের ওপরেও আত্মিক শক্তির স্থান', 'বাইবেল মৃত অক্ষরের সমষ্টিমাত্র' এবং ভগবান সব

২০৮. মরটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১।

২০৯. [টি কোলিয়ার] *আ লুকিং-গ্লাস ফর দ কোয়েকারস*, পৃ. ১৬; জন রবিনস-এর শিষ্য ও 'বিশেষ ধরনের খ্যাত দেবতার খলিফা' জোসুয়া গারমেন্ট-এর জন্য দ্র.—গারমেন্টের *দ হিব্রুস ডেলিবারেন্স অ্যাট হান্ড* (১৬৫১)। এছাড়াও দ্র.—ন্যুটাল, *আর্লি কোয়েকার লেটারস*, পৃ. ১৫০; *ভি. সি. এইচ., উইল্টশায়ার*, খণ্ড ৩, পৃ. ১০২; এ. আর. বেলি, *দ গ্রেট সিভিল ওয়র ইন ডোরসেট* (টাউনটন, ১৯০৮) পৃ. ৩৪৪-৫; টমাস, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক*, পৃ. ১২৬।

২১০. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থেরপৃ ৯৩,৭ অধ্যায়।

২১১. বি. এইচ. কানিংটন সম্পাদিত, *রেকর্ডস অফ দ কাউন্টি অফ উইল্টস : বিইং এক্সট্রাক্টস ফ্রম দ কোয়াটার সেসনস গ্রেট রোলস অফ দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি* (ডিভাইজেস, ১৯৩২) পৃ. ২৩১।

২১২. মগলটন, *দ নেক অফ দ কোয়েকারস ব্রোকেন* (১৬৬৩) পৃ. ৬৬-৭; দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ... এই অধ্যায়।

২১৩. স্যাবাইন, পৃ. ৪৪১। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ৯৪-৫,৭ অধ্যায়।

কিছু কুকর্মের জন্য দায়ী। জন ও তাঁর পত্নী এলিজাবেথ ওফ্‌লে দাবি করে যে, ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের তুলনায় 'তারাই নিখুঁত মানুষ'; আর 'এদের যথেষ্ট খুঁত রয়েছে।' তারা আরো বলে যে, পাপ বলে কিছু নেই। এডওয়ার্ড মেলি ও তাঁর স্ত্রী 'এমন কোনো বন্ধনে বাঁধা পড়তে চান না' যার জন্য 'শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পার্থিব নিয়মকানুনের' ধার ধারতে হবে।[২১৪] ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী রবার্ট কেন্ট এমন সব কথা বলেছেন যা র‍্যান্টার মতবাদীদের পক্ষেই বলা সম্ভব। তিনি দাবি করেন যে, তাঁর সব কাজের মাধ্যমে তিনি ভগবানের ইচ্ছাই কেবল পূরণ করেছেন। কুমারী মেরি অথবা যিশু বলে কেউ ছিলেন কি-না এ-বিষয়ে শ্রীমতী পল ওয়েটের মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। 'এদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ না থাকলেও তাদের ঘিরে যাবতীয় রহস্যময়তা তাঁর কাছে অর্থহীন।' জনৈক চর্মশিল্পী ফরডামের মতে, কেউ যদি তার ঘোড়া চুরি করে সেটা অন্যায় হবে না। সে বিশ্বাস করে যে, ঘোড়াটির ওপর তারও যেমন অধিকার অন্যেরও তাই। শাস্ত্রগ্রন্থাদি, শ্রীমতী উইলিয়ম অস্টিনের চোখে, 'একদম মূল্যহীন। তিনি চাইলে সেগুলি দুপায়ে মাড়াতে পারেন।' তিনি 'সানন্দে শয়তান অথবা ভগবানের সঙ্গে ঘর করতে পারেন।' যেমন পারেন তাঁর বাপতিস্ত উপদেষ্টার সঙ্গে। 'জেরুজালেমে যে মারা গিয়েছিল তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আমার তাতে কিছু আসে যায় না।'—একথাও তিনি বলেন। জন হার্ভে মনে করেন যে, 'তাঁর পক্ষে কোনো পাপ কাজ সম্ভব নয়।' বাপতিস্ত যাজকদের অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি ও অন্যরা তাদের সঙ্গে কোনো তর্কে যেতে চান না। কারণ, 'ঐসব অভিজ্ঞতা আসলে কাল্পনিক।'[২১৫] হ্যাক্সাম চার্চ থেকে বেরিয়ে এসে কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার পর এডমণ্ড হিকহর্নগিল 'উন্নততর ও উচ্চতর পর্যায়ের' মানুষ বলে ভাবতে শুরু করেন। 'তিনি নিজের বোধবুদ্ধি ছাড়া কোনো নিয়মের তোয়াক্কা করেন না।' তাঁর মতে কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে কোনো পাপ কাজ না করে তাহলে অবশ্যই সুখী মানুষ।[২১৬] সুতরাং আমরা দেখছি, ধর্মীয় র‍্যাডিকাল চিন্তাধারা এভাবে যুক্তিবাদে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

জিরার্ড উইনস্ট্যানলির ডিগার উপনিবেশে যে-সব র‍্যান্ট্যার যোগ দিয়ে নানা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে তাদের নিয়ে তাঁকে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। [২১৭] তারা 'মদ মাংস ও মেয়ে'দের নিয়ে ফুর্তিতে মেতে ওঠে। কাজ নেই; অতএব 'খুন জখম, ঝগড়াঝাটি, ঘর ও শস্যাদি পোড়ানোর দিকে তাদের বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়।' অবাধ যৌনতার ফলে পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হয় আর অলস জীবনের প্রতি আসক্তি বাড়ে। অথচ এ-ধরনের হিপিসুলভ জীবনযাপন অন্যদের শ্রমের দৌলতেই সম্ভব। যৌন রোগের প্রকোপ বাড়ে যার সংক্রমণ মূলত সেনাশিবির থেকেই ঘটছে। র‍্যান্টারদের গালভরা বুলি সরল সাদামাটা ডিগার উপনিবেশের সদস্যদের বিভ্রান্ত করে।উইনস্ট্যানলি স্থির করেন যে, র‍্যান্টার বলে নিন্দিত ডিগারদের সমর্থন করতে হবে। তিনি 'স্ত্রীলোকদের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা' করাকে নিন্দা করেন। কিন্তু র‍্যান্টার মতবাদকে নিন্দা করার সঙ্গে বলতে ভোলেন না যে, 'যারা তাদের সাজা দেওয়ার জন্য হাত উঠিয়েছে, তারা কি নিজেদের পাপমুক্ত বলে মনে করে?'[২১৮] র‍্যান্টারদের নিয়ে তাঁর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে উইনস্ট্যানলি উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আদর্শ সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য আইন-কানুনের দরকার আছে। অলস, অজ্ঞ, উচ্ছৃঙ্খল ও 'আদর্শচ্যুত মানুষদের' সংশোধনের জন্য শাস্তি বিধানও অপরিহার্য।[২১৯]

২১৪. *ফেনস্টানটন রেকর্ডস*, পৃ. ২-৮, ৩৩-৪।
২১৫. ঐ; পৃ. ৭৩-৯, ৮৮-৯৩।
২১৬. ঐ, পৃ. ৩৩০-১।
২১৭. স্যাবাইন, পৃ. ৩৬৪।
২১৮. ঐ,পৃ. ৩৯৯-৪০৩;দ্র.—*ইংলন্ডস স্পিরিট আনফোল্ডেড*, জি. ই. অ্যালমার সম্পাদিত, *পি. অ্যান্ড পি.*, ৪০, পৃ. ১৪-১৫।
২১৯. স্যাবাইন, পৃ. ৫২৬-৭, ৫৩৫-৬, ৫৩৯। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থেরপৃ.১০১-২,৭ অধ্যায়।

১০ র‍্যান্টার ও কোয়েকার

এসব ঘটনা সাধারণের মনে কোয়েকারদের সম্বন্ধে একধরণের কর্কশ ও অপ্রীতিকর ধারণার সৃষ্টি করে। তারা নাকি দুনিয়া ওলট পালটের ক্ষেত্রে নিজেদের শরিক বলে মনে করে। এক অর্থে তারা তাই। কিন্তু সন্ত পলকেও তো অনুরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়—তিনিও নাকি সব কিছুকে তাদের আদি ও ন্যায্য অবস্থানে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

ড ব্লি উ পেন, জর্জ ফক্স এর ভূমিকা, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. [৩৪]

১ র‍্যা ন্টা র থে কে কো য়ে কা র

কোয়েকারদের গোড়ার যুগের আন্দোলনের ইতিবৃত্ত রচনা বর্তমান অধ্যায়টির লক্ষ্য নয়। তাছাড়া এ-বিষয়ে যিনি পূর্বাগামী সেই ব্রেথওয়েটের প্রশংসাধন্য রচনা, '*কোয়েকারদের প্রথম যুগ*' (*দ ফাস্ট পিরিয়ড অফ কোয়েকার-ইজম*) প্রকাশিত হওয়ার পর বহু লেখালেখি হয়েছে। যিনিই কোয়েকার আন্দোলনের ইতিহাস রচনার কাজে হাত দিয়েছেন তিনিই অনিবার্যভাবে জর্জ ফক্সের বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের ছটায় অভিভূত না হয়ে পারেন নি। এবং তাঁর *জার্নাল* এই আন্দোলনের প্রধান আকরগ্রন্থ। তবুও বলব, ফক্সের *জার্নালে* সমসাময়িকতার ছাপ সুস্পষ্ট। পরবর্তীযুগের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে স্বয়ং ফক্সের দ্বারা অথবা সম্পাদনার দৌলতে, ১৬৫০-এর দশকের ঘটনা ও ব্যক্তিত্ব বহুলাংশেই পরিমার্জিত। তার মানে এই নয় যে, এটা ইচ্ছাকৃত বিকৃতিসাধন। আসলে পরবর্তীকালের মানুষের মন যা বিশ্বাস করার জন্য তৈরি তাকে সমর্থন করেই *জার্নালে* সব কিছুকে সাজানো হয়েছে। ঘটনার যাথার্থ্য এখানে অগ্রাধিকার পায় নি ; কারণ মানুষের চোখে সে-যুগের কাহিনী ইতিমধ্যেই অবিস্মরণীয়তার মর্যাদা পেয়েছে।

যে-কারণে রুশবিপ্লবের ইতিহাসের সরকারি ভাষ্যকারদের কাছে ট্রট্স্কি যতটুকু গুরত্ব পেয়েছেন ফক্সের *জার্নালে* জেমস্ নেইলার হয়তো তার চেয়ে একটু বেশি জায়গা পেয়েছেন। অথচ ১৬৫০-এর দশকে, অনেকের মতে, নেইলার ছিলেন প্রধান নেতা অথবা 'ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় কোয়েকার'।[১] ১৬৫৬-র ডিসেম্বরে কর্নেল কুপার হাউস অফ কমন্সে বলছেন : 'সে তাদের হয়ে সব বই লিখে থাকে। লোকটাকে কেটে ফেল তাহলে এই গোষ্ঠীও আর থাকবে না'। শ্রীযুক্ত বন্ড এই ধারণার সঙ্গে একমত।[২] এ-সব ধারণা কিন্তু যাঁরা ব্যক্ত করছেন, তাঁরা পুরোপুরি ঠিক বলেন নি। কিন্তু এর থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে, ১৬৫০-এর দশকে জর্জ ফক্স কোয়েকার সম্প্রদায়ের একমাত্র নেতা ছিলেন না। আর এ-প্রসঙ্গে আমি নিশ্চয়ই ফক্সের তুলনায় নেইলারকে উঁচুতে স্থান দিচ্ছি না; নেইলার কোয়েকারদের মধ্যে র‍্যান্টারপন্থী নেতা ছিলেন—সে-কথাও বলছি না। যা ঘটনা, সেটা হলো, ফক্স ও নেইলারের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছিল। এবং একসময় ফক্স নেইলারকে চুমু খাওয়ার জন্য মুখ বা হাত না দিয়ে পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।[৩] কোয়েকার নেতারা পরবর্তীকালে র‍্যান্টারদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন, আমার মতে, প্রথম যুগের কোয়েকার আন্দোলন

১. পেগিট, *হেরিসিওগ্রাফি* (১৬৫৪) পৃ. ১৩৫-৬; [টি কোলিয়ার] *আ লুকিং-গ্লাস-ফর দ কোয়েকারস* (১৬৫৭) পৃ. ১৭; *রেলিকুাইয়া বাক্সটেরিনা* খণ্ড ১, পৃ. ৭৭।

২. বার্টন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ১, পৃ. ৯৮।

৩. ব্রেথওয়েট, *দ সেকেণ্ড পিরিয়ড অফ কোয়েকারইজম* (১৯১৯) পৃ. ২৫০।

র‍্যান্টারদের প্রায় সমধর্মী বলা চলে। সপ্তদশ শতকের শেষদিকের সম্মানিত কোয়েকার নেতাদের প্রভাবমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা যদি দেখি তাহলে র‍্যান্টারদের বিশিষ্ট পরিবেশেই যে কোয়েকার আন্দোলনের গোড়াপত্তন সেটা আমাদের নজরে পড়তে বাধ্য।[৪]

ফক্সের *জার্নালে* যে কার্য ও কারণের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে সেটা যে কোনো সতর্ক পাঠকের চোখে পড়বে। ফক্সের ভাষণ শোনার জন্য এত লোক কেন জড়ো হতো? কেন এবং কী কারণে এত লোক তাঁর কথা বিশ্বাস করত? কেনই বা যাজকরা, কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট ও 'হল্লাবাজ' লোকদের একাংশ তাঁর ওপর এত ক্ষেপে গিয়েছিল? ফক্স বর্ণিত কাহিনীতে এসব প্রশ্নের জবাব নেই। তাঁর মূলত সৎ-পরামর্শমূলক ভাষণ পিউরিটানদেরও ভালোলাগার কথা। আসলে গণ্ডগোলটা কোথায়, সেটা বোঝার জন্য আমাদের ১৬৫০-এর দশকে প্রকাশিত পুস্তিকাগুলির দিকে চোখ ফেরাতে হবে।

আরও উল্লেখ্য যে, ফক্সের ১৬৫০-এর দশকের রচনাবলীকে তাঁর *জার্নাল*-এর চেয়ে এমন কিছু অভিনব ও সারগর্ভ শাস্ত্রগ্রন্থ বলা চলে না। তিনি চার্চের উপাসনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন সে-সবের নিন্দা করেছেন। মানুষের আত্মিকশক্তি সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্বও নতুন কিছু নয় যা অন্যদের অজানা। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে এমন কাউকে খুঁজে পান নি যাকে বলা যায় যে, আদমের পতনের পূর্বাবস্থায় সেই সৎ ও পবিত্র পরিবেশে তাদের আবার ফিরে যেতে হবে। এই তত্ত্বও অভিনব কিছু নয় যেমন নয় খ্রিস্ট ঈশ্বরেরই পুত্র এবং তিনি সকলেরই জন্য আত্মদান করেছেন প্রভৃতি তাঁর নবলব্ধ উপলব্ধি। তাঁর *জার্নালের* ছত্রে ছত্রে বাইবেলের শেষ পরিচ্ছদ (উদ্‌ঘাটিত রহস্য) সম্পর্কে তার মুগ্ধতার ছাপ রয়েছে। কিন্তু শ্রোতারা তাঁর বক্তব্য শুনে কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন তা বলা শক্ত।[৫] আসলে ফক্সের তত্ত্ব নয় কোয়েকারদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীদের ক্রোধের কারণ হলো যে, তারা টুপি খুলে সম্মান দেখাতে নারাজ এবং ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সবাইকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করাটাই তাদের রেওয়াজ । ফক্সের অধিকাংশ রচনা তুচ্ছ বিষয়ভিত্তিক ; যেমন *মানুষের পাপের বিরুদ্ধে ভগবানের প্রতিহিংসা (The Vials of the Wrath of God upon the seat of the Man of Sin)* শীর্ষক পুস্তিকাটিতে ফুটবল ও কুস্তি প্রতিযোগিতা প্রভৃতিকে নিন্দা করা হয়েছে।[৬] ১৬৫৯খ্রিস্টাব্দে রচিত *দ ল্যাম্বস্ অফিসার* তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। সেখানে তিনি জয়েসের স্বগতোক্তির নিদর্শন উপস্থাপিত করেছেন তাঁর রচনাশৈলীতে। অত্যন্ত শক্তিশালী রচনা এটি যেখানে তিনি বারবার একই কথা উচ্চারণ করেছেন 'এসো বিচারের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াও।' বার বার প্রশ্ন ছুঁড়েছেন : 'রোমের সেই বেশ্যাই কি তোমাদের ভাইকার আর কিউরেটের পদে বসায় নি? তোমাদের যাবতীয় স্কুল আর কলেজ তৈরি করে নি কি? যার দৌলতে তোমরা যাজক হয়ে করে খাচ্ছ?' এক কথায় জবাব দাও, 'তোমরা দোষী না নির্দোষী?'[৭] কথাগুলি একজন শক্তিশালী অভিনেতার মুখে শোনাবে ভালো। আরো উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক সংকটের সময় এবং র‍্যাডিকালদের শেষ আশা-ভরসার বছরে রচনাটি প্রকাশিত হয়।

১৬৫০ দশকের গোড়ায়, কোয়েকারদের প্রতি গণরোষের কারণ হিসেবে *জার্নালে* একমাত্র ব্যাখ্যা যা দেওয়া হয়েছে, সেটা রাজনৈতিক। কোয়েকারদের 'ন্যাড়ামাথা বদমায়েশ' বলে সবাই ডাকে।[৮] 'ন্যাড়ামাথা' অভিধাটিও পুরোনো। (১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে উইনস্ট্যানলি বলেন, 'ন্যাড়ামাথা' মূলত র‍্যাডিকাল রাজনীতির সমর্থকদেরই বলা হয়ে থাকে।[৯] তাঁর কোয়েকার-পূর্ব

৪· তু—ন্যুটাল, *জেমস নেইলার*, নানাস্থান দ্রষ্টব্য।
৫· ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৮, ৩৪, ৩৬; তু—পৃ. ২৮ *সর্ট জার্নাল*, পৃ. ১৭, ৩২। দ্র—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৭২-৩, ৬ অধ্যায়।
৬· তার লক্ষ্য ছিল মূলত 'গর্বিত কোয়েকারদের' দিকে : দ্র—এই অধ্যায়, পৃ. ১৮৬।
৭· ফক্স, *দ ল্যাম্বস অফিসার* (১৬৫৯) পৃ. ৩, ৯—১০ এবং অন্যত্র।
৮· ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ১৬৮। কোয়েকারদের রাজনীতি বিষয়ে দ্র.—এই অধ্যায়, পৃ. ১৭৮-৮।
৯· উইনস্ট্যানলি, *দ ব্রেকিং অফ দ ডে অফ গড*, পৃ. ৯৩; *দ সেইন্টস প্যারাডাইস*, পৃ. ২২।

জীবনেও এডওয়র্ড বারোকে ন্যাড়ামাথা বলে বিদ্রুপ করা হতো।[10]) স্থানীয় যাজকদের প্ররোচনা ব্যতিরেকে সাধারণ লোকে রাজনৈতিক কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এমন কোনো প্রমাণ *জার্নাল* থেকে পাওয়া যায় নি। অবশ্য ভদ্রলোকদের কথা আলাদা। কারণ ফক্স তাদের উদ্দেশ্যে হঠাৎ ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে বলে বসেন : 'ওহে ধরণীর শ্রেষ্ঠ ও ধনীর দুলালেরা, তোমাদের দুঃখের দিন ঘনিয়ে এসেছে! তার জন্য এখন ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাক। আগুনে আহুতি পড়েছে। ভগবানের আর্বিভাবের দিন আর তোমাদের কান্নার দিন আসন্ন। উন্নতশির মানুষদের ধুলোয় মিশে যেতে হবে'[11]; স্বভাবতই, কোনো ভদ্রসন্তানের পক্ষে এসব কথা উপাদেয় মনে হতে পারে না।তাছাড়া ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলের ভদ্রসমাজ মূলত রাজার সমর্থক। ১৬৫১-৫৩ সালে এই অঞ্চলটি সামরিক শাসনাধীন। যদিও ওয়েস্ট রাইডিং ও পূর্ব ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় পার্লামেন্টের পক্ষেও জনসমর্থন ছিল; কিন্তু মোটের ওপর সমগ্র অঞ্চলটি রাজার পরাজয়ে নিতান্ত ম্রিয়মান। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে উত্তরাঞ্চলের মানুষদের নতুন করে রাজনৈতিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে 'বাইবেল প্রচার সমিতি' গঠিত হয়। ওয়েলসে 'বাইবেল প্রচার সমিতি'ই 'প্রকৃত সরকারে'র ভূমিকায় আসীন হয়।[12] উত্তরাঞ্চলের সমিতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, অধিকৃত কাউন্টিগুলির সামরিক কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে তারাও বঞ্চিত হয় নি।

১৬৫১-৫৩ সালের বছরগুলিতে সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয়-ধন্য কোয়েকাররা ঐ অঞ্চলে আসর জমাবার চেষ্টা করে।[13] তাছাড়া স্থানীয় র‍্যাডিকাল মনোভাবাপন্ন ভদ্রলোকদের সমর্থনও কিছুটা তারা পেয়ে থাকবে।[14] মাঝে মাঝে সাধারণ সৈন্যদের ভেতরে তাদের প্রতি সমর্থনের আতিশয্য লক্ষ্য করা যেত। ১৬৩৩ সালের আগে যেমন পিউরিটান প্রচারকরা দক্ষিণাঞ্চলে পাত্তা না পেয়ে বিশপদের দাক্ষিণ্যে উত্তরাঞ্চলে ঠাই পেয়েছিল· ঘটনাটা অনেকটা সেরকম। যারা উত্তরাঞ্চল অথবা ওয়েলসের প্রশাসক, তারা কোয়েকার ধর্মপ্রচারকদের চটাতে চাইত না। এই প্রচারকদের মধ্যে অনেকেই নিউ মডেল আর্মির প্রাক্তন সেনা এবং রাজার বিরুদ্ধে তখনো পার্লামেন্টকে সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে ডার্বিতে ফক্স এক বছরের মতো কারা ভোগ করেছেন; আর ১৬৫১-৫২ সালে তাঁর *জার্নাল* থেকে জানা যায় যে, উত্তারাঞ্চলে তিনি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছেন। এমন কি বিরুদ্ধভাবাপন্ন জে পি-র দল (যারা সংখ্যায় অনেক) পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলত। ১৬৫২ সালের শেষাশেষি কিন্তু দৃশ্যপট বদলে যায়। রাম্প পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফক্স-এরও দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করা হতে থাকে তবে সেটা একটানা নয়। আবার ১৬৫৩ সালের এপ্রিলে যখন ভদ্রলোকেরা ভাবল যে, তারা যা খুশি তা করতে পারে তখন ফক্সকে নিয়ে আবার টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হয়। ফক্সকে কার্লাইল জেলে আটক রাখা হয়। কিন্তু যখন আবার অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বেয়ারবোর্ন পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে তার একটা চিঠির সুপারিশে ফক্সকে মুক্তি দিয়ে কারারক্ষককে তাঁর পরিবর্তে আটক করা হয়।[15] ওয়েলসেও জে পি-রা পোপের অনুগামী অথবা পৌত্তলিকদের চেয়ে কম অনিষ্টকারী ভেবে কোয়েকারদের নানাভাবে সহায়তা করে।[16]

শেষপর্যন্ত কোয়েকাররাই যাজকদের চটিয়ে দিল। ক্ষুব্ধ যাজকদের একাংশ উত্তরাঞ্চলে

১০· বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ১৪।
১১· ফক্স, *গসপেল-ট্রুথ ডেমনস্ট্রেটেড* (১৭০৬) পৃ. ৬।
১২· এ· এইচ ডড সম্পাদিত, *হিস্ট্রি অফ রেক্সহ্যাম* (১৯৫৭) পৃ. ১৪৮।
১৩· ব্রেথওয়েট, পৃ. ১২২, ১৬৯; ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৮১-৩, ৯৮, ১০৬, ১১১, ১১৩, ১৩৮, ১৪৩, ১৬৮, ১৮৯-৯০, ১৯৫, ২২৭।
১৪· ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, নানাস্থান দ্রষ্টব্য—হোথাম, ফেল, পিয়ার্সন, রবিনসন, বেনসন; তু—আন্ডারডাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬-৭, ৩১৭, ৩২১।
১৫· ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ১৭৪, ১৭৮-৯।
১৬· ব্রেথওয়েট, পৃ. ২০৮-৯।

গোড়ার দিকে কোয়েকারদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। যাজকদের বেতনভোগী কর্মচারী নিয়োগ, ধর্মকর আদায় এবং ধর্মীয় ভবনগুলি সম্পর্কে কোয়েকারদের অবাধ সমালোচনা মেনে নিয়ে পুরোহিতদের পক্ষে তাদের সমর্থন জানানো এবং একই সঙ্গে জীবিকা নির্বাহ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। যদিও শেষপর্যন্ত উত্তারাঞ্চল ও ওয়েলসে মানুষের চোখে কোয়েকারদের ভাবমূর্তি পিউরিটান যাজকদের বিরুদ্ধতার ফলে তেমন কিছু হানি ঘটে নি; কারণ পিউরিটানরাও বহিরাগত। তবে তখনকার মতো যাজকরা কোয়েকারদের বিরুদ্ধে মানুষদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল এবং কোয়েকারদের নামের সঙ্গে 'ন্যাড়ামাথা' ডাকটি জুড়ে যায়।

১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে সরকার বিরোধী চক্রান্তের সন্দেহে ফক্সকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু ক্রমওয়েল তাঁকে বেশ ভালোভাবেই অভ্যর্থনা জানান। আসলে যারা সামরিক শাসনে ক্ষুব্ধ তারাই কোয়েকারদের দু-চোখে দেখতে পারত না। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে তারাই যে দলে ভারী, তার প্রমাণ আমরা নেইলার সংক্রান্ত বিতর্কের সময় পেয়েছি। আকারে ইঙ্গিতে বলা হতে থাকে যে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার দৌলতে কোয়েকারদের এত রমরমা এমন কি খোদ সরকারের মধ্যেই কোয়েকারদের লোকজন রয়েছে।[১৭] কিন্তু ততদিনে দক্ষিণ ও পূর্ব ইংলণ্ডে কোয়েকারদের আধিপত্য বিস্তারের অভিযান বেশ জমে উঠেছে। তারা দু-বছর ধরে এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দ্রুত প্রভাব বিস্তার বিত্তবান মহলে ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। তারা সু-সংগঠিত কোয়েকার আন্দোলনের অন্তরালে 'লেভেলার অভিসন্ধি' দেখতে পায়।[১৮] 'যে-ভাষায় কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা যাজক এ-পর্যন্ত কথা বলে নি সে-ভাষা উচ্চারণ করে'[১৯], কোয়েকাররা আবার তাদের পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পায়। গোটা সম্প্রদায়ের সবাই শান্তিবাদী হয়ে উঠেছে দেখে সবাই স্বস্তি লাভ করে। কিন্তু ১৬৫০-এর দশকের মধ্যভাগের চিত্রটা কিন্তু অন্যরকম। তবুও এই মন্তব্য থেকে কোন্ শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে কোয়েকাররা নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

১৬৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই কোয়েকাররা তাদের নীতি বিভিন্ন নঙর্থক উক্তির দ্বারা আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করতে থাকে। তারা ভগবান অথবা খ্রিস্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব এবং স্বর্গ-নরকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নয়। তারা মনে করে না, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ পরোৎকর্ষ অর্জন করতে পারে। তারা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পিতা-মাতার কর্তৃত্বের বিরোধী নয়। তাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি (অথবা ফক্সের *জার্নাল* থেকে) এমন কিছু পাওয়া যায় না যাতে বোঝা যায় তারা কেন হঠাৎ আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা নিল। কিন্তু কোন্ সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে কোয়েকার সম্প্রদায়ের উদ্ভব তার যথেষ্ট হদিশ পাওয়া যায় ওই সব থেকে। বিশেষ করে ১৬৫২ সালের পর যখন কোয়েকাররা ইংলণ্ডের দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানকার সামাজিক চৌহদ্দি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। ১৬৫৫ সালের চেশায়ারের জনৈক রোজনামচা লেখক জানাচ্ছেন : কোয়েকাররা ত্রিত্বে বিশ্বাসী নয়। তারা বাইবেলকে ভগবানের বাণী বলে স্বীকার করে না। তারা বলছে যে, তারা কখনো পাপ করে নি।'[২০] তৎসত্ত্বেও বিচারক হোথাম ও চিকিৎসক রবার্ট গেল্ জোর দিয়ে বলছেন যে, 'কোয়েকাররা না থাকলে র‍্যান্টাররা গোটা জাতিকে কব্জা করে নিত।[২১]অর্থাৎ কোয়েকার ও র‍্যান্টার এক নয়

১৭· বার্টন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ১, পৃ. ৭০, ৯৬। সেনাবাহিনীতে নেইলারের প্রধান প্রতিপক্ষ স্কিপন ১৬৪৭ সালে সেনা-বাহিনীর মধ্যে সম্মানিত হয়েছিলেন পার্লামেন্টের লোক হিসেবে।

১৮· ১৮· তু—এই অধ্যায়. পৃ ১৭৬। ১৯· [এইচ· স্টা'ব] *লাইট সাইনিং আউট অফ ডার্কনেস* (১৬৫৯) পৃ. ৮৮।

২০· জে. হল সম্পাদিত *মেমোরিয়ালস অফ দ সিভিল ওয়র ইন চেশায়ার* (ল্যাঙ্কশায়ার অ্যান্ড চেশায়ার রেকর্ড সোসাইটি, ১৮৮৯) পৃ. ২২৯-৩০।

২১· ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৯৫; ডব্লিউ পেন, *জুডাস অ্যান্ড দ জিউস* (১৬৭৩) পৃ. ৩১; তু—হেনরি মার্টেনের অপ্রকাশিত পুস্তিকা, *জাস্টিস উড-বি দ্যাট মেড হিমসেলফ আ র‍্যান্টার লাস্ট উইক ইন অপজিশন টু দোজ হি কলস কোয়েকারস* (দ্র—অধ্যাপক সি· এম· উইলিয়ম'স—এর অপ্রকাশিত অক্সফোর্ড ডি· ফিল গবেষণা পত্রের পরিশিষ্ট— 'দ পালিটিক্যাল ক্যারিয়ার অফ হেনরি মারটেন'—এই অধ্যায়টিতে অধ্যাপক উইলিয়মস লং পার্লামেন্টে গণপ্রজাতন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কেও বিশেষ তথ্য সংযোজন করেছেন।) এছাড়াও দ্র—এই অধ্যায় পৃ. ৯১-২, এবং পৃ· ২৭২, ১৮ অধ্যায়।

এবং প্রথমোক্তরাই শাসকশ্রেণীর কাছে বেশি নিরাপদ যা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব। কিন্তু কোয়েকাররা র‍্যান্টার প্লাবন ঠেকাতে পারত না যদি না তাদের তত্ত্ব র‍্যান্টার ঘেঁষা না হতো এবং যার ফলে গোড়ার দিকে বহু র‍্যান্টার কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত হয়।

১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে টমাস কোলিয়ার জোরের সঙ্গে বলছেন যে, 'যারা র‍্যান্টারদের নীতিসূত্রের সঙ্গে পরিচিত' তারা সহজেই বুঝতে পারবে যে, কোয়েকার তত্ত্ব তার থেকে স্বতন্ত্র নয়। 'উভয়েই অন্তরের বাইরে খ্রিস্টের অস্তিত্ব স্বীকার করে না ধর্মশাস্ত্রমাত্রেই অনুশাসন নয় পৃথিবীর মাটিতে ছাড়া স্বর্গ গরিমার পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই; মানুষের কল্পনার রাজ্যে ছাড়া পাপ বলে কিছু নেই অজ্ঞ লোকের বিবেক দংশন ছাড়া পাপের কোনো সাজা নেই।' কোয়েকাররা কেবল 'সংযম ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে জনচিত্ত জয় করার চেষ্টা করেছে। অথচ তাদের ভেতরটা নোংরামিতে ভর্তি।' যেমন, নেইলার।[২২] একই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে বুনিয়ান ও বাক্সটারের রচনায় প্রতিধ্বনিত। বুনিয়ান কেবল এইটুকু রদবদল ঘটিয়েছেন : 'র‍্যান্টাররা প্রাণভরে শুঁড়িখানায় বসে তাদের তত্ত্ব উজাড় করে দিয়েছে আর কোয়েকাররা পবিত্রতার ভড়ং দিয়ে সেগুলিকে ভদ্রস্থ আকারে বিতরণ করেছে।'[২৩] পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিককার কোয়েকার নীতিসূত্রের একটি তালিকা তৈরি করেন বুনিয়ান; যার মধ্যে রয়েছে : ১. বাইবেল ঐশীবাণী নয়। ২. পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ খ্রিস্টের আত্মিক শক্তির অধিকারী। ৩. ১৬০০ বছর আগে যে যিশু খ্রিস্ট ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি মানুষের পাপের প্রতি ঐশী সুবিচারে ব্যর্থ। ৪. সন্তপুরুষের শরীর খ্রিস্টের রক্ত ও মাংসে গঠিত। ৫. শরীরের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। ৬. সৎ মানুষদের ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন ইতিমধ্যেই সংসাধিত। ৭. ক্রুশে বিদ্ধ যিশু তারা ভরা আকাশ থেকে নেমে আসে নি। ৮. এমন কি সব জাতির বিচার করার জন্য শেষদিনও আসবে না। আর এক জায়গায় আবার বুনিয়ান র‍্যান্টার ও কোয়েকার উভয়কেই একত্রে গালমন্দ করেন; কারণ তারা মহিলাযাজক নিয়োগের পক্ষপাতী।[২৪] ক্লার্কসন ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে পেছনের দিকে তাকিয়ে বলছেন যে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, গোড়াকার কোয়েকাররা ভগবান, শয়তান ও পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একমত। 'তারা শুধু সাধুতার ভড়ং করত যা আমার ধাতে নেই।'[২৫]

১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফক্স নিজেও প্রত্যক্ষ করেছেন যে, 'র‍্যান্টাররা পবিত্র বিশ্বাসের অধিকারী।' কিন্তু তারা ক্রুশকে পরিত্যাগ করে ঐশীকরুণাকে উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত করে। এমন কি তারা দিনের বেলাতেও 'মাতলামি, মুখখারাপ-করা ও হুল্লোড়বাজিতে মেতে থাকে।'[২৬] র‍্যান্টারদের সঙ্গে ফক্সের যে সামান্য দেখা সাক্ষাৎ হয় তাতে তিনি দেখেন যে, তারা তাঁকে সম্মান দেখাতে গিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। তাদের একজন যখন তাঁকে সৌজন্য প্রদর্শন করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে ওঠেন 'এই শুয়োর তুই অনুতাপ কর।' তাঁর ধারণা,র‍্যান্টাররা 'চরম দুশ্চরিত্র'।[২৭] কেউ অবশ্য ভাবতে পারেন যে, র‍্যান্টারদের প্রতি বিরূপতা সত্ত্বেও কোয়েকাররা কেন র‍্যান্টারদের মতো টুপি খুলে সম্মান দেখায় না। ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে অ্যান্টনি পিয়ার্সন বলছেন : কিছু ভালো লোক র‍্যান্টারদের মধ্যে রয়েছে কিন্তু তাদের বেশিরভাগই গোঁয়ার ও বয়সে তরুণ। তাদের একমাত্র ভগবানই বেঁধে রাখতে পারে।[২৮] ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে কোয়েকার জেমস পার্নেল

২২· [টি· কোলিয়ার] *আ লুকিং গ্লাস ফর দ কোয়েকারস*, পৃ. ৭।

২৩· বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ২, পৃ. ১৮২-৩; *রেলিক্যুইয়া বাক্সটেরিনা*, খণ্ড ১, পৃ. ৭৭; তু·—পেগিট, *হেরিসিওগ্রাফি* (৫ম সংস্করণ, ১৬৫৪) পৃ. ১৪৩-৪।

২৪· বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ১, পৃ. ২১, খণ্ড ২, পৃ. ৬৬৪।

২৫· ক্লার্কসন, *দ লস্ট শিপ ফাউন্ড*, পৃ. ৩৩।

২৬· ফক্স, *আ ওয়র্ড ফ্রম দ লর্ড* (১৬৫৪) পৃ. ১৩; তু·—জন অডল্যান্ড, *দ ইনোসেন্ট ডেলিভারড আউট অফ দ স্নেয়ার* (১৬৫৮) পৃ. ১৩-১৪।

২৭· ফক্স, *জার্নাল*,খণ্ড ১, পৃ. ৮৭, ২১২: *সর্ট জার্নাল*, পৃ. ৮।

২৮· এ· ই· ওয়ালিস, 'অ্যান্টনি পিয়ার্সন (১৬২৬-১৬৬৬)', *জার্নাল অফ দ ফ্রেন্ডস' হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি*, খণ্ড ৬০, পৃ. ৮৫।

স্বীকার করেন যে, কোয়েকার ও র‍্যান্টারদের একাকার করে দেখা হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভগবানের ভালোবাসা, করুণা ও অবয়বের অংশীদার।' কিন্তু তারা ঐশীকরুণাকে উচ্ছৃশৃঙ্খলতায় পরিণত করেছে। 'তাদের মোহিনী ভাষণে অনেকে প্রতারিত।' তাদের ব্যভিচার ভগবানের সত্যতাকে কলঙ্কিত করেছে।[২৯] নেইলার র‍্যান্টারদের নাম না-করে বলছেন যে, 'অনেকেই খ্রিস্টের মুক্তিকে ব্যভিচার ও দৈহিক সুখের আবরণ হিসেবে দেখাচ্ছে এবং বলছে যে তারাও নাকি মুক্ত পুরুষ।'[৩০]

একদা র‍্যান্টার ছিলেন যিনি সেই এডওয়র্ড বারো ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীকার করেন যে, র‍্যান্টাররা 'সাধুতার ভড়ংকে ঘৃণা করে।' তবে তাদের বাড়ি-ঘর যা একদা উপাসনা মন্দির ছিল আজ সেগুলি ডাকাতের আড্ডা। তারা অলীক শান্তি, অলীক স্বাধীনতা ও প্রেম এবং দৈহিক সুখে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে।[৩১] ফক্স জানাচ্ছেন, ক্লীভল্যাণ্ড, নটিংহামশায়ার, লিস্টারশায়ার সাসেক্স ও রিডিংয়ের অনেক কোয়েকারই একসময় র‍্যান্টার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩২]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অংশত কোয়েকারদের শত্রুরাও তাদের বদনাম দেবার জন্য র‍্যান্টারদের সঙ্গে কোয়েকারদের সম্পর্কের কথা ফলাও করে প্রচার করে থাকে। তারা বলে, 'কোয়েকার সম্প্রদায় হলো আনাবাপতিস্ত, অ্যান্টিনোমীয়, সোসিনিয়, ফ্যামিলিবাদী, ও লিবার্টাইন প্রমুখ সকলেরই ময়লা জলের পাত্র।'[৩৩] আবার সত্যিকারের বোঝার ভুলও এ-বিষয়ে থাকতে পারে। পুলে, ডরসেট এবং উইলটশায়ারের প্রাক্তন লেভেলাররা নাকি র‍্যান্টার হয়েছে।[৩৪] গ্লস্টারশায়ারের গ্র্যাণ্ড জুরি ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দের অগাস্টে 'র‍্যান্টার, লেভেলার ও নাস্তিক সকলকেই কোয়েকার' আখ্যা দিয়ে নালিশ রুজু করেছেন।[৩৫] যতদিন না র‍্যান্টার মেজাজের এক স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়েন নি সেই ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রিস্টোফার অ্যাটকিনসন ছিলেন একজন কোয়েকার। তারপর তিনি বেলেল্লাপনায় মেতে উঠলেন এবং বাড়ির ঝি-এর সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি জুড়ে দেন।[৩৬] মেরি টড নামে, লণ্ডনের এক মহিলা একঘর লোকের সামনে কাপড় তুলে তাঁর নগ্ন শরীর দেখালেন। কোয়েকাররা বলল, মেয়েটি র‍্যান্টার, আমাদের কেউ নয়। কিন্তু এই অস্বীকৃতিই প্রমাণ করে যে, মেয়েটির ব্যাপারে তাদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে।[৩৭] টমাস লোকক যখন বুক বাজিয়ে বলেন, 'স্বর্গ আমার ভেতরে ; আমারই ভেতরে' তখনই প্রশ্ন ওঠে, লোকটা র‍্যান্টার না কোয়েকার। তার প্রশ্নের ধরনও লক্ষণীয়। খ্রিস্ট-কে? 'সে কি আকাশে তিনচারতলা বাড়িতে থাকে?' প্রশ্নের ধরন থেকে মনে হয় র‍্যান্টার। কিন্তু তার সাক্ষাৎকারী প্রতিবেদকের মতে, নাটকীয়তাটুকু বাদ দিলে, জর্জ ফক্স ও জেমস পারনেলের বক্তব্যও প্রায় একই।[৩৮] প্রসঙ্গত টমাস পীককেও ভুল করে কোয়েকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে বলা চলে। তিনি বলছেন যে, তিনি কোনো পাপ করতে পারেন না এবং শয়তান বলে কেউ নেই। তাঁর জিজ্ঞাসা : 'জেরুজালেমে যে চোরটির ফাঁসি হয়েছিল তাকেই কি তোমরা বিশ্বাস কর?[৩৯] ১৬৫০-এর দশকের শেষদিকে এই জাতীয় মানুষদের কোন্ গোষ্ঠীতে ফেলা যায়?

২৯· জেমস পারনেল, *আ শিল্ড অফ দ ট্রুথ* (১৬৫৫) পৃ. ৩৯।

৩০· জে· নেইলার, *লভ টু দ লস্ট* (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৬৫৬) পৃ. ৪৮।

৩১· বারো, *আ ট্রামপেট অফ দ লর্ড সাউন্ডেড আউট অফ সিয়ন* (১৬৫৬) পৃ. ২৬-৮; *ওয়র্কস*, পৃ. ১৫, ১০৮, ১৩৮, ২৭৯-৮০, ৭৪৬।

৩২· ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৮৫, ১৯৫, ১৯৯-২০০, ২৩০-১।

৩৩· জোনাথন ক্ল্যাপহ্যাম, *আ ফুল ডিসকভারি অ্যান্ড কনফিউটেশন অফ দ উইকেড অ্যান্ড ড্যামনেবল ডকট্রিনস অফ দ কোয়েকারস* (১৬৫৬) পৃ. ৬২।

৩৪· স্টোকস, *দ উইল্টশায়ার র‍্যান্ট*, পৃ. ১২-১৩, ৬১, ৬৬; বেলি, *দ গ্রেট সিভিল ওয়র ইন ডরসেট*, পৃ. ৩৪৪।

৩৫· ন্যুটাল সম্পাদিত, *আরালি কোয়েকার লেটারস ফ্রম দ সোয়ার্থমোর, এম এস এস· টু ১৬৬০*, পৃ. ১৫০।

৩৬· *দ ফার্স্ট পাবলিশার্স অফ ট্রুথ*, পৃ. ২৬১; তু·—পৃ ৯২,৭ অধ্যায়।

৩৭· এস· ফিসার, *দ টেস্টিমনি অফ ট্রুথ এক্সল্টেড*, পৃ. ৯১-২।

৩৮· উইলিয়াম জেফ্রি, *দ ডিসাইভড অ্যান্ড ডিসাইভিং কোয়েকারস ডিসকভারড* (১৬৫৬), পৃ. ২৯, ৪১, ৫৫।

৩৯· উইলিয়ম গ্রিজ, *দ কোয়েকারস যিশস* (১৬৫৮) পৃ. ৫১-২; ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৬৯-৭০।

বাপতিস্তরা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।[৪০] ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক বিবরণীতে বলা হচ্ছে যে, শয়তান এখন বকবকানি (ranting) বন্ধ করে প্যাঁক-প্যাঁকানি (quaking) শুরু করেছে।' এটাই হয়তো এসব মানুষদের বেলায় প্রযোজ্য। ১৬৬৮ সাল নাগাদ ফক্স জোর দিয়ে বলছেন যে, কোয়েকার বলে পরিচিত কিছু লোক কিন্তু আসলে র‍্যান্টার।[৪১]

অনুরূপভাবে কোয়েকার গোষ্ঠীতে জন লিলবানের মতো অনেক প্রাক্তন লেভেলাররাও ঠাঁই নিয়েছে। কেন ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে লিলবার্ন কোয়েকার হলেন বলা শক্ত; কারণ এই প্রাক্তন বিপ্লবীর মত পরিবর্তন ঘটেছিল প্রকৃতপক্ষে ১৬৬০ সাল নাগাদ। ১৬৫৩ সালে প্রকাশিত এক বিরুদ্ধবাদী পুস্তিকায় বলা হয় যে, উত্তরাঞ্চলীয় কোয়েকাররা গোপনে শিষ্যদের মধ্যে সাম্যের আদর্শ প্রচারে রত। 'নেতারা এক একজন পাক্কা লেভেলার শুধু নিরাপত্তার খাতিরে মনোভাব গোপন করে থাকে।'[৪২] কথাগুলিতে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই তবে এই ধরনের কথাবার্তা প্রায়ই শোনা যেত। ফ্যুলার এ-জাতীয় অনেককেই চিহ্নিত করেন; তার মধ্যে একজন 'অত্যন্ত ধনী যিনি লেভেলার, আনাবাপতিস্ত অথবা কোয়েকার যে কোনো একটির সঙ্গে যুক্ত।'[৪৩] ১৬৫৬ সালের ডিসেম্বরে একজন পার্লামেন্ট সদস্য কোয়েকারদের সবাইকে 'ম্যাজিস্ট্রেট ও সম্পত্তিবানদের শত্রু লেভেলার' বলে অভিহিত করেন।[৪৪] ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফক্স লেভেলারদের প্রসঙ্গে বলছেন : 'তোমাদের মনে সরলতার ঝিলিক একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তোমরা গায়ে ধুলো-কাদা মেখে নানা অসঙ্গত আচরণ শুরু করলে।' তারা ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের মর্যাদা বুঝেও বুঝল না। তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা শুকিয়ে গেল এবং প্রকৃত ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ আদর্শচ্যুত হয়ে নিন্দাভাজন হলো।'[৪৫]

আনাবাপতিস্ত ও স্বাধীন ধর্মমতাবলম্বীদের চার্চ খালি করে সবাই কোয়েকারদের ভিড় বাড়িয়ে দিল। এটাকে উভয়ত রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে লেভেলারদের পরাজয় *এবং* র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার প্রসার বৃদ্ধি, এ-কথা বলা যেতে পারে। ১৬৫০ সালে তখনো দলে দলে লোকজন 'সমতা ও সাম্যের অরাজকতার' পক্ষে সোচ্চার।[৪৬] এমন কি ১৬৬২ সালেও স্যামুয়েল ফিশারকে কোয়েকারবাদ যে 'এক ধরনের কর্কশ লেভেলার-ধর্মী' মতবাদ নয়, সে-কথা লোকদের বোঝাতে হচ্ছে।[৪৭] এসব চুকে যাবার অনেকদিন পরেও টমাস কোম্বার বলছেন যে, জিরার্ড উইনস্ট্যানলি কোয়েকারদের প্রেরণাদাতা।[৪৮]

২ কোয়েকার ও রাজনীতি

কোয়েকাররা ১৬৬১ সালের জানুয়ারিতে সরকারিভাবে সর্বক্ষেত্রে পুরোপুরি শান্তিবাদী কার্যক্রম অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভেনারের নেতৃত্বে পঞ্চম রাজতন্ত্রীদের ব্যর্থ বিদ্রোহের জের হিসেবে 'মিত্র সমিতির' সদস্যদের গ্রেপ্তারের পরেই কোয়েকাররা এই পথ বেছে

৪০· দ্র·—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬৯, ৯ অধ্যায়।

৪১· [অজ্ঞাত] *ফোলি অ্যান্ড ম্যাডনেস মেড মেনিফেস্ট* (১৬৫৯) পৃ. ১-৩; ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ২, পৃ. ৯৬; তু·—হুইটিং, *স্টাডিজ ইন ইংলিশ পিউরিটানিজম*, পৃ. ১৭৩।

৪২· এফ· এইচ·, *আ ব্রিফ রিলেশন অফ দ ইররিলিজিয়ন অফ দ নর্দান কোয়েকারস* (১৬৫৩) পৃ. ১০। কোয়েকাররাও 'সমস্ত জিনিসই সাধারণের জন্যে সংরক্ষণের' নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। রেভারেন্ড জন ওয়ার্ড আমাদের জানাচ্ছেন যে, কিছু লেভেলারও কোয়েকারদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল (দ্র·—*ডায়েরি*, সম্পা·—সি· সেভারন, ১৮৩৯, পৃ. ১৪১) তু·—এ· পার্কার, *আ ডিসকভারি অফ শাটানস উইলস* (১৬৫৭) পৃ. ৩৯।

৪৩· ফ্যুলার, হিস্ট্রি অফ দ ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ (১৮৪০) পৃ. ৬৮০।

৪৪· বার্টন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ১, পৃ. ১৬৯; তু·—পৃ. ২৪-৫, ৪৯, ১২৮।

৪৫· ফক্স, *আ ওয়ার্ড ফ্রম দ লর্ড* (১৬৫৪) পৃ. ১৩।

৪৬· এন· হোমস, *আ সারমন পিরিচড বিফোর দ··· লর্ড মেয়োর* (১৬৫০) পৃ. ৩২।

৪৭· ফিশার, *দ টেস্টিমনি অফ ট্রুথ এক্সাল্টেড*, পৃ. ৪৮-৯।

৪৮· টি· কোম্বার, *ক্রিশ্চিয়ানটি নো এনথুসিয়াজম* (১৬৭৮) পৃ. ৯০-২, ১৮১। দ্র·—বর্তমান গ্রন্থের পৃ১৭৩এই অধ্যায়।

নিল। কোয়েকারদের রাজদ্রোহের অভিযোগমুক্ত রাখার জন্যই মূলত এই পদক্ষেপ। এবং তারপর থেকে কোয়েকার গোষ্ঠীর লোকজন সামরিক অথবা বে-সামরিক কোনো সরকারি চাকরি আর করে নি।[৪৯] জেমস নেইলার, উইলিয়ম ডিউসব্যারি, রিচার্ড হুবারথর্ন, জন হোয়াইটহেড, এডওয়ার্ড বিলিং, জন ক্রুক, জর্জ ফক্স (ছোটো) ও অন্যান্য কোয়েকার রথী মহারথীরা এককালে সামরিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৫০] ১৬৫০-এর দশকে কয়েকজন কোয়েকারকে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত অপরাধে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়।[৫১] কিন্তু অন্য কোয়েকারদের মতে, সৈনিক জীবন তাদের আদর্শের পরিপন্থী নয়।[৫২] কোয়েকাররা নৌবাহিনীতেও রয়ে গেল।[৫৩]

১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ফক্সকেও সামরিক বাহিনীর অফিসার পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। *জার্নালে*-র মাধ্যমে তিনি আমাদের জানাচ্ছেন যে, শান্তিবাদী আদর্শের তাগিদে সে-অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু, ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে ফক্স 'নিম্নপদস্থ অফিসার ও সৈন্যদের' রোম জয় করার আহ্বান জানান।[৫৪] ১৬৫৮ সালের পর তিনি আর এ-জাতীয় কথা বলতেন না।[৫৫] ১৬৬০ সালের জানুয়ারিতে আবার দেখা যাচ্ছে যে, দক্ষিণ ওয়েলসবাসী জনৈক কোয়েকার—কোয়েকারদের পক্ষে সেনাবাহিনীতে যোগদান করাটা বাঞ্ছনীয় কি-না তাঁকে জিজ্ঞেস করছে।[৫৬] এটাও সম্ভব হতে পারে যে, ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন নি কারণ শান্তিবাদী আদর্শের কারণে নয় বরং কমনওয়েলথ সরকারের নীতি পছন্দ হয় নি। তাই বারো ও হাউগিল ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে শান্তিবাদী ছিলেন না এবং প্রথমজন ও হুবারথর্ন ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে বলপ্রয়োগের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। বারোর মতে, যতদিন স্বার্থপর সুযোগসন্ধানী হয় নি, ততদিন সেনাবাহিনী অনেক ভালো কাজ করেছে।[৫৭] রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল মনে হওয়াতে, ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে একদল কোয়েকার আবার সেনাবাহিনীতে যোগদান করে।[৫৮] এমন কি ১৬৮৫ সালেও মনমাউথ বিদ্রোহের সঙ্গে কয়েকজন কোয়েকারকে

৪৯. এই অংশের প্রথম স্তবকে কোয়েকারদের সম্পর্কে আলোচনা হলো অধ্যাপক ডব্লিউ. এ. কোলে-র সঙ্গে মতবিনিময়ের ফসল।

৫০. ডিউসব্যারি, *ডিসকভারি অফ দ গ্রেট এনমিটি অফ দ সারপেন্ট* (১৬৫৫) পৃ. ১৬; ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ১২৯, ২৫৬, ২৮৭; *অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ দ কনভিনসমেন্ট... অফ... রিচার্ড ডেভিস* (১৯২৮) পৃ. ৩০; *সাফারিংস অফ দ কোয়েকারস*, খণ্ড ১, পৃ. ২৭৩-৪, ২৮৫, ৩১০, ৪৪৫, ৪৯০; আই. গ্রুব, *কোয়েকারিইজম অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বিফোর ১৮০০* (১৯৩০) পৃ. ১০০; ব্রেলসফোর্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩৯; বারবার, *দ কোয়েকারস ইন পিউরিটান ইংলণ্ড*, পৃ. ৮৯।

৫১. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ১৮৯, ৪০৯; *সর্ট জার্নাল*, পৃ. ৫৩; *থারলো স্টেট পেপারস*, খণ্ড ৬, পৃ. ২৪১; সি. এইচ. ফার্থ সম্পাদিত *স্কটল্যান্ড অ্যান্ড দ প্রোটেক্টরেট* (স্কটিশ হিস্ট্রি সোসাইটি, ১৮৯৯) পৃ. ৩৫০-১; টি. রাইট ও জে. রাট্টি, *আ হিস্ট্রি অফ ... কোয়েকারস ইন আয়ারল্যান্ড* (১৮১১) পৃ. ১০৫; *স্টেট পেপারস রিলেটিং টু ফ্রেন্ডস*, পৃ. ১১৬; [অজ্ঞাত], 'জর্জ ওয়াটকিনসন অফ স্কটন' (মৃ. ১৬৭০), *জার্নাল অফ দ ফ্রেন্ডস' হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি*, খণ্ড ৫০, পৃ. ৬৯।

৫২. *থার্লো স্টেট পেপারস*, খণ্ড ৪, পৃ. ৫০৮, ৬৪২; খন্ড ৬, পৃ. ১৬২; *লেবোর্ন-পোফাম এম এস এস.*(এইচ. এম. সি.), পৃ. ১৫৭, ১৬৮; ফার্থ, *স্কটল্যান্ড অ্যান্ড প্রোটেক্টরেট*, পৃ. ৩৬২-৩; কোলে 'দ কোয়েকারস অ্যান্ড দ ইংলিশ রেভোলিউশন', *পি. অ্যান্ড পি.*, ১০, পৃ. ৪৬, ৫৩; জি. বি বারনেট, *কোয়েকারস ইন স্কটল্যান্ড* (১৯৫২) পৃ. ১৪১; আর. হাওয়েল, *নিউক্যাসেল আপন টাইন অ্যান্ড দ পিউরিটান রেভোলিউশন*, পৃ. ২৬১; বারবার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২১-২।

৫৩. এফ. আর. হ্যারিস, *লাইফ অফ এডওয়ার্ড মন্টেগু* (১৯১২), খণ্ড ১, পৃ. ১৭৫।

৫৪. এম. আর. ব্রেলসফোর্ড, *আ কোয়েকার ফ্রম ক্রমওয়েলস আর্মি* (১৯১৭) পৃ. ২৩-৫; বারবার, *পূর্বোক্ত*, পৃ ১৯২, ১৯৬; ব্রেথওয়েট, পৃ. ৪৪০; ন্যুটাল, *দ হোলি স্পিরিট*, পৃ. ১৩১-২, ১৬৪।

৫৫. তু.—ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৪২৬, ৪৪৮, ৪৫০।

৫৬. ন্যুটাল সম্পাদিত, *আরলি কোয়েকার লেটারস*, পৃ. ২৭৩।

৫৭. বারো, *ওয়র্কস*, পৃ ৫৩৭-৪০; বারবার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

৫৮. *বাথ এম এস এস* (এইচ. এম. সি.) খণ্ড ২, পৃ. ১৩৪; সম্পা.—স্যার জি এফ ওয়ার্নার, *নিকোলাস পেপারস* (ক্যামডেন সোসাইটি) খণ্ড ৪ (১৯২০) পৃ. ২৬৫; বারবার, *পূর্বোক্ত* পৃ. ২২১-২; ব্রেথওয়েট, পৃ. ৪৮০; *লেবোর্ন-পোফাম এম এস এস*, পৃ. ১৬১; ভি. এ. রো, *স্যার হেনরি ভেন দ ইয়ঙ্গার* (১৯৭০) পৃ. ২২৩।

জড়িত থাকতে দেখা যায়।[৫৯]

১৬৫০-এর দশকেও কোয়েকাররা রাজনীতি সম্পর্কমুক্ত ছিল না। তাদের প্রথমদিককার ঘোষণার মধ্যে ছিল পার্লামেন্টের বার্ষিক নির্বাচনের দাবি।[৬০] জে. পি. পদের জন্যেও কোয়েকারদের নাম প্রস্তাবিত হয় এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ঐপদে থেকে কাজও করেছেন।[৬১] ১৬৫৯ সাল থেকে তারা আবার পুরোদমে আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি শুরু করে।[৬২]ওয়েস্টমিনিস্টার-কোয়েকার এডওয়ার্ড বিলিং, রাজনৈতিক আন্দোলনের একত্রিশ দফা প্রস্তাবযুক্ত একটি সারগর্ভ পুস্তিকা প্রকাশ করেন যার বেশিরভাগটাই লেভেলার কর্মসূচী থেকে ধার করা। পুস্তিকাটি প্রচারের আগে,তার সপক্ষে তিনি 'মিত্র সমিতি'-র সদস্যদের অনুমোদন লাভের আশা করেছিলেন। তারা তাঁর সঙ্গে একমত হয় নি; তিনি কিন্তু তাতে দমে যান নি। যাই হোক, আন্দোলনের কর্মসূচী সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার দরজা তাঁদের খোলাই রইল।[৬৩]

কোয়েকারদের প্রকাশিত বক্তব্য থেকে, ১৬৫০-এর দশকের অন্যতম র‍্যাডিকাল রাজনীতির শরিক হিসেবে, তাদের মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যাঁকে অধ্যাপক কোল কোয়েকারদের রাজনৈতিক মুখপাত্র বলে মনে করেন সেই এডওয়ার্ড বারো ধরেই নিয়েছেন যে, 'মিত্ররা' গৃহযুদ্ধের সময় পার্লামেন্টের পক্ষ সমর্থন করেছে।'[৬৪] নেইলার, হাউগিল এবং ফক্স একই ধারণা পোষণ করেন।[৬৫] রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে প্রায় মিলটনের মতোই অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন নেইলার ও ফক্স। 'কি নোংরা ও কদর্য ব্যাপার লর্ডসভা নিয়ে অফিসার মহলে এই ধরনের আলাপ আলোচনা !' এ-কথা ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে অফিসারদের কাউন্সিলের এক সভায় ফক্স বলেন।[৬৬] পুরোহিত ও বনেদী চার্চের কথা উঠলেই সব কোয়েকারই চটে যেত। ১৬৫৩ সালে তাদের বলা হয় যে, 'তোমাদের পতনের দিন ঘনিয়ে এসেছে।'[৬৭] কোয়েকারদের ধর্মপ্রসঙ্গে এডওয়ার্ড বার্গহল ১৬৫৫ সালে তাঁর ডায়েরিতে লেখেন যে, 'সেটা প্রধানত অন্যদের ঠাট্টা বিদ্রূপ ও নিন্দা করাতেই সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে যাজকরাই তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য।'[৬৮] বারোর মতে, 'জাতীয় জীবনের যাবতীয় নষ্টামির মূলে এই পুরোহিতরা,' তাদের ধর্মকর গরীবদের ওপর এক ধরনের ডাকাতি। তারা মেহনত করে জমি থেকে আয় করে না অন্যের শ্রমের বিনিময়ে বসে খায়। তাদের মতো কোনো ব্যবসাদারও নিজের মাল কিনতে অন্যদের বাধ্য করতে জানে না। ধর্মকর রদ করা হলে তারা হয় ভিক্ষে করত নয়তো খেটে খেত এবং দীন-দুঃখীর মতো জীবন-যাপন করত।[৬৯] কোর্ট অফ

৫৯. হুইটিং, *স্টাডিজ ইন ইংলিশ পিউরিটানইজম*, পৃ. ১৮১।

৬০. কোলে, 'দ কোয়েকারস অ্যান্ড দ ইংলিশ রেভোলিউশন', পৃ. ৪২।

৬১. *লেবোর্ন-পোফাম এম এস এস*.(এইচ. এম. সি.) পৃ. ১৪১; বারটন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৫৭, ৪৪০-৬; তু.—হুইটিং, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৪; *স্টেট পেপারস রিলেটিং টু ফ্রেন্ডস*, পৃ. ৬, ৩১-২; ব্রেথওয়েট, পৃ. ৩১৩; ফক্স, *জার্নাল*,খণ্ড ১, পৃ. ২২৬-৭।

৬২. কোলে, 'দ কোয়েকারস অ্যান্ড দ ইংলিশ রেভোলিউশন', পৃ. ৪৬-৭; বারবার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৯-২০৬।

৬৩. ব্রেলসফোর্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩৯-৪১।

৬৪. বারো, *আ ট্রামপেট অফ দ লর্ড সাউন্ডেড আউট অফ সিয়ন* (১৬৫৬) পৃ. ৯-১০; *ওয়র্কস*, পৃ. ৬৭১-৩।

৬৫. *আ কালেকশন অফ সান্ড্রি বুকস, এপিসটেলস অ্যান্ড পেপারস রিটেন বাই জেমস নেইলার* (১৭১৬) খণ্ড ১, পৃ. ১৮৭; ফক্স, *সেভারেল পেপারস গিভেন ফোর্থ* (১৬৬০) পৃ. ১-১৮; *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ২৯০, ২৯২; এফ. হাউগিল, *ওয়ান ওয়ার্নিং মোর* (১৬৬০) পৃ. ৪-৭, ১০-১২।

৬৬. এফ. জি., *টু দ কাউন্সিল অফ অফিসারস অফ দ আরমি* [? ১৬৫৯] ফক্সের এই ধারণার প্রতি অধ্যাপক কোলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; তু.—জি. পি. গুচ, *দ হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ডেমোক্রাটিক আইডিয়াজ ইন দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৮৯৮) পৃ. ২৭৬-৮১।

৬৭. টমাস ওল্ড্যাম ও অন্যান্য কোয়েকায়রা, *আ ব্রিফ ডিসকভারি অফ আ থ্রিফোল্ড এস্টেট অফ অ্যান্টিক্রাইস্ট* (১৬৫৩) পৃ. ৪-৫; তু.—পৃ.৭-৮।

৬৮. জে. হল সম্পাদিত *মেমেরিয়ালস অফ দ সিভিল ওয়র ইন চেশায়ার*, পৃ. ২২৯।

৬৯. বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ১৫৭, ২৩৩।

ওয়র্ডস উঠিয়ে দিয়ে যেমন ধনীদের উপকার করা হয়েছে তেমনি, অ্যান্টনি পিয়ার্সন চান, ধর্মকর তুলে দিয়ে গরীবদের উপকার করা হোক। ধর্মকরের বোঝার চাপে গরীবরা আর পতিত জমি সংস্কারের ব্যয় সঙ্কুলান করতে পারছে না এবং তার ফলে জাতীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ছে।[৭০]

নিকলসন ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন : 'পৃথিবীটা পুরোটাই ভগবানের; তিনি সেটা সব মানুষের সন্তানকেই উপহার দিয়েছেন, অন্যদের ওপর প্রভুত্ব করার জন্য মুষ্টিমেয় ধনীমানীকে দেন নি।'[৭১] ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে বারো 'সব ধরনের পার্থিব প্রভুত্ব, স্বৈরাচার ও অত্যাচারের' নিন্দা করেন। তাঁর মতে, এর ফলে অন্য মানুষদের পদদলিত করার জন্য ও গরীবদের ঘৃণার চোখে দেখার জন্য মুষ্টিমেয় একদলকে উঁচু আসনে বসানো হয়েছে।'[৭২] তাদের উদ্দেশ্যে নেইলার বলছেন : 'হে লোভী নিষ্ঠুর অত্যাচারীর দল, তোমরা যারা গরীব ও অভাবী মানুষদের মুখ মাটিতে ঘষে দিচ্ছ, ভগবান তাদের প্রতি বিরূপ হবেন।' তাদের প্রতি আবার হাউগিলের ভবিষ্যদ্বাণী : 'ওহে পৃথিবীর গণমান্য ব্যক্তিরা তোমরা তো সবকিছুই ভোগ করছ, তোমাদের ভাইদের মাথায় চড়ে বসেছ, তোমাদের সর্বনাশ অনিবার্য।'[৭৩] ফক্সের প্রস্তাব হচ্ছে, 'সমস্ত বড় বড় বাড়ি, মঠ, গীর্জা-বাড়ি ও হোয়াইট হল্‌কে দাতব্য নিকেতনে পরিণত করা হোক। মঠের জমি ও যাজকের নিজস্ব জমি গরীবদের কল্যাণে অধিগ্রহণ করা হোক এবং জমিদারের জমিও ঐ গরীবদের মধ্যে বিলি করা হোক।'[৭৪] তিনিও প্রভুর আবির্ভাবকালে ধনীদের সমূহ বিপদ আসন্ন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[৭৫] 'ভগবানের আবির্ভাবের পরম লগ্ন আসন্ন' এ-কথাটি ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন ওডল্যান্ড ব্রিস্টলে আবার উচ্চারণ করবেন।[৭৬] ১৬৫২ সালে ১ ডিসেম্বর প্রভুর আবির্ভাব দিবস বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে, ফারনেস্‌বাসী একজন কোয়েকার। এভাবে দিনক্ষণ বলে দেওয়ার জন্য অবশ্য ফক্স তাকে সতর্কভাষায় ভর্ৎসনা করেন। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরেও স্যামুয়েল ফিশার ভগবানের আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে এক ধরনের ভবিষ্যৎ সঙ্কেত অজানা সূত্র থেকে লাভ করেন।[৭৭]

কোয়েকারদের তর্জন-গর্জনকে সমসাময়িকরা অনেকসময় র‍্যাডিকাল রাজনৈতিক আন্দোলনের কার্যক্রম বলে ভুল করেছেন! যেমন, ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আর একটি কোয়েকার পুস্তিকায় বলা হচ্ছে, 'হিসাব-নিকাশের দিন আসছে, যে–দিন প্রভু-ভৃত্য প্রভুপত্নী-পরিচারিকা সকলেরই বোঝা পড়া হবে।'[৭৮] উত্তরাঞ্চলীয় মোরিস্ নৃত্যাভিনেতাদের মতো কোয়েকারদের মধ্যেও লেভেলারপন্থী মতলব' খুঁজে পাওয়াটা কঠিন কিছু নয়।[৭৯] ম্যাজিস্ট্রেটদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জলাভূমি অঞ্চলে হাজারে-হাজারে কোয়েকারদের জড়ো হতে দেখে পার্লামেন্টের সদস্যদের যথেষ্ট আশঙ্কা জন্মায়, কোয়েকাররা হয়তো 'সমস্ত যাজক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দলিতমথিত করবে।'[৮০] ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফক্স স্বীকার করেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে

৭০. এ.পিয়ার্সন, *দ গ্রেট কেস অফ টিথিস* (১৭৩২) পৃ. ৬০; ৬৬। প্রথম প্রকাশ ১৬৫৭।
৭১. বি. নিকলসন, *আ ব্লাস্ট ফ্রম দ লর্ড* (১৬৫৩) জে. এফ. ম্যাকলিয়র উদ্ধৃত, 'কোয়েকারইজম অ্যান্ড দ এন্ড অফ দ ইন্টাররেগন্যাম', *চার্চ হিস্ট্রি*, খণ্ড ১৯, পৃ.২৪৫।
৭২. বারো,*ওয়র্কস*, পৃ. ৫০০; *স্টেট পেপারস রিলেটিং টু ফ্রেন্ডস*, পৃ. ৪২।
৭৩. নেইলার. *উইসডম ফ্রম দ বিনেথ* (১৬৫৩); হাউগিল, *আ ও টু ম্যাজিস্ট্রেটস* (১৬৫৪) পি.এস.বিলেস্কো কর্তৃক উদ্ধৃত, *অথরিটি ইন চার্চ অ্যান্ড স্টেট* (১৯২৮), পৃ. ৭৭-৮; তু.—ফক্স,*ম্যানস কামিং আপ ফ্রম দ নর্থ।*
৭৪. ফক্স, *টু দ পার্লামেন্ট অফ দ কমন-ওয়েলথ অফ ইংলণ্ড* (১৬৫৯) পৃ. ৫, ৮-৯।
৭৫. ফক্স, *গসপেল-ট্রুথ*, পৃ. ৬; তু.—পৃ.২৭, ১০৫, ১২৯, ২১৯। ফক্স-এর এই কথা একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে ১৬৫৫ সালের একটি কোয়েকার পুস্তিকায় : *টু অল দ্যাট উড নো দ ওয়ে টু দ কিংডম*, পৃ. ৯।
৭৬. অডল্যান্ড, *দ ইনোসেন্ট ডেলিভারড আউট অফ দ স্নেয়ার* (১৬৫৮) পৃ. ৩৩।
৭৭. ব্রেথওয়েট, পৃ. ১৪৭; ফিশার, *টেস্টিমনি*, পৃ. ৫৫৪, ৫৮০-৩, ৫৮৮-৯২।
৭৮. [অজ্ঞাত] *দ গ্লোরি অফ দ লর্ড অ্যারাইজিং* (১৬৫৪) পৃ. ৯।
৭৯. অডল্যান্ড, *দ ইনোসেন্ট ডেলিভারড আউট অফ দ স্নেয়ার*,পৃ. ৬।
৮০. বার্টন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি* খণ্ড ১, পৃ. ১৭০-১; ব্রেথওয়েট, পৃ. ১৬৯, ২৬৮; *থার্লো স্টেট পেপারস* খণ্ড ৩, পৃ. ৯৪, ১১৮।

অভিযোগ আমরা নাকি এক নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।' তিনি এই অভিযোগ এবং তার সঙ্গে কোয়েকাররা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, এই ধারণাটিও খণ্ডন করার চেষ্টা করেন।[৮১] নেইলার বলছেন, আমাদের বন্ধুরা ম্যাজিস্ট্রেটদের বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত বা প্রচারকার্যে লিপ্ত নয়। তবুও ম্যাজিস্ট্রেট যদি ঈশ্বরের নিষেধ আছে এ-ধরনের কোনো হুকুম জারি করেন তাকে মান্য করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। 'যে নাকি আত্মপরায়ণ দাম্ভিক লোভী ঘুষখোর ও ব্যক্তিবিশেষের কথায় চলে—সে কখনো ভগবানের তরফে শাসন করতে পারে না।'[৮২] কোয়েকারদের লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্যদের আশ্বস্ত করার জন্য যদি এসব বলা হয়ে থাকে তাহলে সে উদ্দেশ্য সার্থক হয় নি।

কোয়েকার প্রচারকদের যে 'রাজদ্রোহের উশ্‌কানিদাতা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী, পৃথিবীতে ওলটপালট ঘটানোর অন্যতম উদ্যোক্তা ও মারাত্মক লোক' মনে করা হয় সে কথা বারো স্বীকার করেন।[৮৩] খ্রিস্টের আগমন সম্পর্কে তিনিও ভয়ঙ্কর অলঙ্কারবহুল ফৌজি ভাষা ব্যবহার করেন। আমরা বুঝি যে, খ্রিস্টের আগমনের বিষয়টা কোয়েকারদের ভাব জগতের ব্যাপার; সেটা নিশ্চয়ই পঞ্চম রাজতন্ত্রীদের কল্পনা মতো নির্দিষ্ট দিনে খ্রিস্টের সশরীরে আবির্ভূত হওয়া নয়।

কিন্তু বারো যখন *ইংলণ্ডের ভগবানের শিবিরবাসীদের প্রতি (To the Camp of the Lord in England)* বক্তব্য উপস্থিত করছেন [৮৪] তখনও সমসাময়িক লোকজন তাঁদের পুরো বুঝে উঠতে পারে নি। খ্রিস্টের ও খ্রিস্টবিরোধী শিবির কথাগুলি আসলে পিউরিটান যাজকরা গৃহযুদ্ধের সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষকে ইঙ্গিত করে বলেছে।[৮৫] ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে বারো আবার যখন বলেন যে, 'আগুন জ্বালানো হয়েছে·····শুকনো ঘাসের মতো দাম্ভিক ও দুষ্ট লোকদের তাতে পোড়ানো হবে······শাসকরা ও অফিসাররা যাদের ঘৃণার চোখে দেখে এবং অবজ্ঞার সঙ্গে কোয়েকার বলে থাকে তাদের হাতে সমর্পিত হয়েছে·····ভগবানের তরবারি এবং সেই তরবারি দিয়ে তারা জগৎ জয় করবে' এই কথাগুলিও অনেকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন।[৮৬] থেরোজন যখন হাউস অফ কমন্সের বারান্দায় তরবারি নিষ্কাশিত করেন এবং বাইবেল মানুষকে ধাপ্পা দিচ্ছে বলে প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে এক কপি বাইবেল পোড়ান তখন তাঁকেও কোয়েকার বলে মনে করা হয়। কাজটা নিশ্চয়ই ঠিক হয় নি। কিন্তু তাঁর এই বেঠিক কাজের দোসর বুলস্ট্রোড হোয়াইটলকও পরের দিকে কোয়েকার মতবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ফর্ফারবাসী অ্যান্ড্রু স্মিথ কোয়েকার না হয়েও বিশ্রাম বারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন কোয়ার্টার মাস্টার ফারলেকে ছুরিকাঘাত করে বসে। তার ধারণা যিশু তাকে এই কাজ করতে বলেছেন; ঠিক যেমন নেইলার ব্রিস্টল অভিযানের প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে হেনরি ক্রমওয়েলের মনে হচ্ছে যে, 'কোয়েকাররা এখন আমাদের বড় রকমের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে'; তাদের ন্যায়নীতি বে-সামরিক শাসন ব্যবস্থা ও সামরিক শৃঙ্খলার সঙ্গে খাপ খায় না। তার দু-বছর পর কর্নেল ডানিয়েল 'কোয়েকার ধ্যান-ধারণা' আর 'লেভেলারদের মেজাজ' দুটোকেই এক করে দেখেন এবং তাঁর মতে দুটোই সামরিক শৃঙ্খলার পক্ষে হানিকর।[৮৭]

গুরুজন স্থানীয়দের সামনে টুপি না-খোলা অথবা সবাইকে 'তুমি' বুলে সম্বোধন করার ব্যাপারটা আমাদের চোখে নির্দোষ বাতিকগ্রস্ততার নিদর্শন মনে হলেও সমকালীন রক্ষণশীল

৮১. ফক্স, *সেভারেল পেপারস* (১৬৫৪) পৃ. ৭, ৯-১০।
৮২. নেইলার, *লভ টু দ লস্ট* (২য় সং, ১৬৫৬) পৃ. ২৬-৭।
৮৩. বারো, *আ ওয়র্ড অফ রিপ্রুফ* (১৬৫৯) পৃ. ৭১-৭।
৮৪. বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ৬৪-৭ (১৬৫৫), ৫৩৮ (১৬৫৯); *আ ট্রাম্পেট অফ দ লর্ড সাউন্ডেড আউট অফ সিয়ন* (১৬৫৬) পৃ. ৩৭।
৮৫. দ্র.— আমার *অ্যান্টিক্রাইস্ট ইন সেভেনটিনথ-সেঞ্চুরি ইংলণ্ড*-এর পৃ. ৭৮-৮৮।
৮৬. বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ১১।
৮৭. ফার্থ, *স্কটল্যান্ড অ্যান্ড দ প্রোটেক্টরেট*, পৃ. ৩৮১, ৩৬২-৩; *থার্লো স্টেট পেপারস*, খণ্ড ৪, পৃ. ৫০৮; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৯২, ৭ অধ্যায়, পৃ. ১৫৪-৫, ১৬৩-৪, ৯ অধ্যায়, পৃ. ১৭৬, এই অধ্যায়।

মহলে কিন্তু ঐসব আচরণ তুলকালাম কাণ্ড বাধায়। তারা সব গেল-গেল রব তুলেছিল। আসলে ঐসব বহুল প্রচলিত সামাজিক প্রতিবাদের ধরন যা অতীতে রানি মেরি-র রাজত্বকালে প্রতিবাদী লোকজনের অশিষ্ট আচরণের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছিল; শুধু তাই নয়, ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে রাজদ্রোহী হ্যাকেট, কোপিংগার ও আর্থিংটন একই কায়দায় অবাধ্যতা প্রকাশ করে।[৮৮] একই আচরণের শরিক হন বহুক্ষেত্রে জন লিলবার্ন এবং ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে ফেয়ারফ্যাক্সের সামনে উইনস্ট্যানলি ও এভার্রার্ড। বিষয়টার গুরুত্ব টমাস এলউডের আত্মজীবনী পড়লেই বোঝা যাবে যখন সবাই খালি মাথায় রয়েছে অথচ ছেলে চাইছে সে বাবার মতো টুপি মাথায় দেবে। ছেলের বেয়াদপিতে বাবা তো রেগে অস্থির।[৮৯] ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে শান্ত স্বভাবী ফ্যুলার লিখছেন :

> আমরা মনে করি, বড়রা ছোটোদের আদেশ করার জন্য 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে পারে। সমবয়সীদের মধ্যেও এটা চলে যেহেতু তারা বন্ধুস্থানীয়। ছোটোরা যদি অজ্ঞতাবশত বড়দের 'তুমি' বলে তাহলে বুঝতে হবে ওরা গেঁয়ো লোক। এখন যারা সামাজিক মর্যাদা নিয়ে তুলকালাম করছে এরপর তারা সম্পত্তি নিয়ে দাঙ্গা করবে। আজ যারা অন্যদের বড় হওয়ার পেছনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখছে এরপর তারা বলবে অন্যরা লোভী বলেই এমন মোটাসোটা দেখতে। এবং এসব কথার সমর্থনে অপব্যাখ্যাসহ নানা শাস্ত্রীয় নজিরও খাড়া করবে তারা।

অতএব এসব 'তুমি' ও 'তোমাকে' বলার রেওয়াজ অবিলম্বে যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে (যদি পারে) তারা 'আমাদের' ও 'তোমাদের' যাবতীয় সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করবে।[৯০] (উত্তরাঞ্চলীয় গ্রামবাসীদের মধ্যেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করার 'চাষাড়ে' রেওয়াজ প্রচলিত ছিল।[৯১]) ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক কোয়েকার-বিরোধী পুস্তিকার সূচিপত্রে বড়দের প্রতি নত হওয়াটাকে যে 'বাইবেল অনুমোদিত শিষ্টাচার' একথা বলা হয়।[৯২]

সামাজিক প্রতিবাদের এই প্রতীকী অশিষ্টাচার ফরাসী বিপ্লব থেকে উদ্ভূত। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ব্যারিয়েরে ঘোষণা করেন যে, 'টুপি খোলা হলো পরাধীনতা, টুপি মাথায় রাখা হলো মুক্তি' অতএব তৃতীয়বর্গের প্রতিনিধিদের রাজার সামনে মাথায় টুপি রাখা কর্তব্য। তার তিন বছর পর স্যানিয়াল *অ্যানালস্ প্যাট্রিয়টিক্স*-এর মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, সমাজপতিদের সামনে কেউ যেন মাথা থেকে টুপি না-খোলে অথবা মাথা নিচু না করে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চ্যালিয়ার একটি কনভেনশনের অধিবেশনে বলেন : 'আসুন আমরা পরস্পরকে "তুমি" বলে সম্বোধন করে ঔদ্ধত্য ও স্বৈরাচার আকীর্ণ পুরোনোযুগের অবসান সম্পূর্ণ করি।'[৯৩]

৩ জেমস নেইলার ও জর্জ ফক্স

এডওয়র্ড বারোকে বাদ দিলে জেমস নেইলারকেই র‍্যাডিকাল রাজনীতির মুখপাত্র বলে চিহ্নিত করা হয়। তিনিই নাকি কোয়েকারদের মধ্যে র‍্যান্টারসুলভ আচরণের প্রবক্তা।[৯৪] ১৬৫৪

৮৮. স্ট্রাইপ, *অ্যানালস*, খণ্ড ৪, পৃ. ৯৭।
৮৯. *দ হিস্ট্রি অফ দ লাইফ অফ টমাস এলউড* (১৯০৬) পৃ. ৬০ ও অন্যান্য স্থান দ্রষ্টব্য। প্রথম প্রকাশ ১৭১৪; তু.—ফক্স, *গসপেল-ট্রুথ*, পৃ. ২৭।
৯০. ফ্যুলার, *চার্চ হিস্ট্রি*, খণ্ড ৩, বই-৮-এর উৎসর্গপত্র।
৯১. বারবার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪, ১৬৪-৫।
৯২. জে. ক্ল্যাপহাম, *আ ফুল ডিসকভারি*, পৃ. ৮১।
৯৩. এ. সোবল সম্পাদিত, ১৭৮৯, *লা আন আই দি লা লিবার্তি* (প্যারিস ১৯৩৯) পৃ. ৮১; জি. ভি. প্লেখানভ, *আর্ট অ্যান্ড সোস্যাল লাইফ* (১৯৫৩) পৃ. ১৬০।
৯৪. আর.এম. জোনস, *স্টাডিজ ইন মিস্টিক্যাল রিলিজিয়ন*, পৃ.৪৭৯; তু.—ন্যুটাল, *জেমস নেইলার*, নানাস্থান দ্রষ্টব্য।

খ্রিস্টাব্দে নেইলার ধনীদের মুণ্ডপাত করে লেখেন : 'এই পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য ভগবান সকলকেই একই রক্তমজ্জা দিয়ে তৈরি করেছেন।'[৯৫] একই বছরে তিনি প্রশ্ন তোলেন : 'কে বিশ্বাস করবে যে, ইংরেজরা এর চেয়ে ভালো ফল দেখাতে পারত না? তারা যেভাবে মুক্তি পেল আর কোনো জাতি কি এই কাজ করতে পারত?'[৯৬] নেইলার খোলাখুলি পার্লামেন্টের পক্ষ সমর্থন করেন এবং আট নয় বছর ধরে তাদের পক্ষে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন। (আজন্ম স্বাধীন মানুষের) স্বাধীনতার সুরক্ষার খাতিরে তিনি [অলিভার ক্রমওয়েলকে] সরকারের মাথায় বসানোর জন্য প্রাণপাত করেছেন।' ১৬৫৯ সালেও নেইলার লং পার্লামেন্টের কাছে 'নিপীড়িত মানুষদের মুক্তি দেওয়ার' জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। 'সরলমতি' পার্লামেন্ট সমর্থকরা, যাদের 'ভুলিয়ে ভালিয়ে' জড়ো করা হয়েছিল তারা এখন আশাহত হয়ে তোমাদের ছেড়ে বড়ি চলে যাচ্ছে।'[৯৭]

যিনি এডওয়ার্ড বারো ও জেমস নেইলারের 'সমস্ত মানবজাতির প্রতি ভগবানের সর্বজনীন নিঃশর্ত করুণার' পক্ষের বক্তব্য মেনে যিনি বিশ্বাস করেন সেই এলউড জানাচ্ছেন যে, 'নেইলারের কথাতেই আমি বেশি আকৃষ্ট হই। নেইলারকে দেখতে কতকটা চাষী অথবা মেষপালকের মতোই সাদামাটা। (অন্যদিকে বারোর চালচলন পণ্ডিতদের মতো তাঁর কথা আমায় তেমন নাড়া দেয় নি।)'[৯৮] ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে নেইলার যাজকদের 'পাপের সপক্ষে উকিল' বলে অভিহিত করেন। এবং এ-কথাটি ফক্স পরবর্তীকালে প্রায়ই ব্যবহার করতেন।[৯৯] তিনি জোরের সঙ্গে বলেন যে, যিনি পূর্ণতা লাভের কথা প্রচার করেন না; তিনি কখনো খ্রিস্টের প্রচারক হতে পারেন না এবং তাঁর কথা যথার্থভাবে প্রচার করতে পারবেন না। অতএব এভাবেই যাজকত্বের অবসান ঘটেছে।[১০০] পূর্ণতার সাধনা ছাড়া খ্রিস্টের কাছাকাছি হওয়া সম্ভব নয়। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতার কাঙালপনার জন্য প্রেসবিটারীয় যাজকদের নেইলার বিদ্রূপ করেন। 'তোমরা তো ২০, ৩০, ৪০ অথবা ৫০ বছর ধরে ক্ষমতা পাবার কথা বলেছ—আজ তো তার থেকে অনেক দূরে ছিটকে গিয়েছ।' 'এভাবে শয়তান তোমাদের মনে স্বাধীনতা সম্পর্কে ভয় ঢুকিয়েছে।'[১০১]

১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে নেইলার (খ্রিস্টের অনুকরণে) গাধায় চড়ে ব্রিস্টলে প্রবেশ করেন; এবং (আরবেরির বিধবা বউ আর মেয়েরা) মহিলারা তার প্রবেশপথের ওপর তালপাতা বিছিয়ে দেয়। এ-সব প্রতীকী ঘটনার কথা সকলেরই জানা। কিন্তু তা নিয়ে এত গেল-গেল রব কেন? এর আগেও তো অন্যান্য 'ত্রাণকর্তা'দের আবির্ভাব ঘটেছিল যেমন উইলিয়ম ফ্রাংকলিন[১০২] কিংবা, অ্যারাইজ ইভান্স যিনি লণ্ডনের ডেপুটি নিবেশককে জানিয়েছিলেন, তিনি তাঁর প্রভু অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান,[১০৩] আর রয়েছেন ইহুদিদের রাজা থেরোজন; খ্রিস্টের ঘরণী মেরি গ্যাডবেরি, মেরি অ্যাডামস; বা জোয়ান রবিনস মনে করেন যে, তারই খ্রিস্টকে জন্ম দেওয়ার কথা ছিল। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটরা এদের প্রতি অপেক্ষাকৃত সদয় আচরণ করেন স্বল্প মেয়াদী কারাবাস এবং স্ত্রীলোকদের বেলায় কয়েক ঘা বেত এর বেশি কিছু নয়। কেবল নেইলারের ক্ষেত্রে ঘটল আর একরকম পার্লামেন্ট সদস্যরা ছ-সপ্তাহ ধরে তাঁর মুণ্ডপাত করতে লাগলেন পাগলের

৯৫. জে. এন., *আ ফিউ ওয়র্ডস* (১৬৫৪) পৃ. ২১-২।
৯৬. জি. ফক্স ও জে. নেইলার, *সেভারেল পেপারস*, পৃ. ২৩।
৯৭. নেইলার, *আ কালেকশন অফ সান্ড্রি বুকস*, খণ্ড ১, পৃ. ১৮৭, খণ্ড ২, পৃ. ৭৫৫-৬; তু.—খণ্ড ২, পৃ. ৫৯১-৬।
৯৮. এলউড, *লাইফ*, পৃ. ১৮-১৯। বিশদ আলোচনা জন্যে দ্র.—নেইলার, *লভ টু দ লস্ট*, পৃ. ৩২।
৯৯. ফক্স ও নেইলার, *সেভারেল পেপারস*, পৃ. ২৫।
১০০. নেইলার, *আ সেকেন্ড অ্যানসার টু টমাস মুর* (১৬৫৫) পৃ. ২৯; *লভ টু দ লস্ট*, পৃ. ২২-৩।
১০১. নেইলার, *আ স্যালুটেশন টু দ সীড অফ গড* (তৃতীয় সং., ১৬৫৬) পৃ. ৭-৮।
১০২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২২৮, ১৫ অধ্যায়।
১০৩. এ. ইভানস *অ্যান ইকো টু দ ভয়েস ফ্রম হেভেন* (১৬৫২ [-৩]) পৃ. ৬২-৭।

মতো। অনেকে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দাবি করলেন। শেষপর্যন্ত নেইলারকে ধরে চাবকানো হয় এবং এমন পাশবিকভাবে তাঁকে ছ্যাঁকা দেওয়া হয় যে, যা থেকে তিনি আর পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেন নি। এবং তার কারণ হলো অন্যরা নেইলারের মতো বিপজ্জনক নয়। তাদের বেশিরভাগই ছিল খোদার-খাসি আর উইলিয়ম ফ্রাংকলিন তো এক নম্বরের ভণ্ড। কিন্তু নেইলার ছিলেন এক সংগঠিত আন্দোলনের নেতা, যে-আন্দোলন উত্তরাঞ্চল থেকে দ্রুত দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য যদিও গোড়ার দিকে তত স্পষ্ট ছিল না; তবে পরে লেভেলারদের অনেকগুলি লক্ষ্য তার অঙ্গীভূত হয়। এবং প্রাক্তন লেভেলার ও র‍্যান্টাররা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে। ব্রিস্টল, দেশের দ্বিতীয় মহানগরীতে, কোয়েকারদের সমর্থক বেশ ভালোই ছিল। যাইহোক, সর্বোপরি পার্লামেন্টের সদস্যরা চিরদিনের মতো ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পালা চুকিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে, গত এক দশক ধরে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ইংলণ্ডের অগ্রগতি ঠেকিয়ে রেখেছে। প্রেটেক্টরেট সরকার নানা বিষয়ে যথেষ্ট রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিলেও এই একটা বিষয়ে এর দৃষ্টিভঙ্গি বিচক্ষণ বলা চলে না। এই সহিষ্ণুতার মূলে রয়েছে সেনাবাহিনীর ওপর সরকারের অতিনির্ভরতা।

অতএব পার্লামেন্টের রক্ষণশীল শক্তি ঘটনাটিকে সমগ্র কোয়েকার আন্দোলন ও তার সঙ্গে সরকারের ধর্মনীতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। বিতর্ক চলাকালীন ক্রোধে আত্মহারা সদস্যদের আচরণ থেকে বোঝা যায় তারা কতখানি ভয় পেয়েছে এবং প্রতি-আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যাওয়াতে তারা কতখানিই বা আনন্দিত।সরকারকে নাস্তানাবুদ করে রক্ষণশীলরা জয়ী হয়। অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নেইলারের ওপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। ক্রমওয়েল নেইলারের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের শাস্তি প্রয়োগ করার বৈধ ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন।[১০৪] কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি নেইলারের ঘটনাকে পার্লামেন্টে গৃহীত 'আবেদন ও পরামর্শ' শীর্ষক প্রস্তাবে সেনাবাহিনীর সম্মতি আদায়ের কাজে ব্যবহার করেন। উক্ত প্রস্তাব আসলে এমন একটি সংবিধানের সারবস্তু, যাতে রয়েছে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় চার্চের প্রবর্তন এবং ধর্মীয় উদারতার সঙ্কোচন।

সমগ্র ইংরেজ বিপ্লব ও কোয়েকার আন্দোলনের মধ্যে এর পর থেকে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে।এমন কি ১৬৫৩ সালেও নেইলার যে বারফোর্ডে লেভেলারদের সঙ্গে ছিলেন না সে-কথা বলতেই হচ্ছে।[১০৫] যদিও নেইলার ও লেভেলারদের মধ্যে যে সহমর্মিতা ছিল সেটা অনস্বীকার্য। তাই প্রতীকী অর্থে, নেইলারের একজন অনুগামী তাঁকে বলেন, 'বারফোর্ডে সেনাবাহিনীর যে লোকেরা মারা গিয়েছে তারা আপনারই লোক।' নেইলারের ঘটনাটি কোয়েকার আন্দোলনের পক্ষে এক ট্র্যাজেডি বিশেষ। কারণ ১৬৫৪ সালেই 'অহঙ্কারী কোয়েকার'রা দলত্যাগ করেছে এবং উত্তর মিডল্যাণ্ড অঞ্চলের প্রাক্তন র‍্যান্টারদের বাকি লোকজনও কোয়েকার আন্দোলনে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে।[১০৬] অতএব নেইলারের ঘটনা থেকে কোয়েকার আন্দোলনে আরো বেশি শৃঙ্খলা আনার প্রশ্নটি বিশেষভাবে অনুভূত হয়। স্বভাবতই শৃঙ্খলার পক্ষে নানাযুক্তির অবতারণা জর্জ ফক্সের মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ১৬৫৭ সালে বারো কোয়েকারদের র‍্যান্টার-চিন্তাধারা সম্পর্কে সতর্ক হতে বলেন। স্যামুয়েল ফিশারের মতে, 'সমস্ত ধর্মমতের মধ্যে নোংরামি খুঁজে দেখা র‍্যান্টারদের চিরাচরিত স্বভাব যা খ্রিস্টের শিক্ষাবিরোধী' তাকে উশ্‌কে দিয়ে নেইলার খুবই অন্যায় কাজ করেছেন।[১০৭]

লাঞ্ছিত ও অপমানিত নেইলার 'র‍্যান্টার প্রমুখ যাবতীয় উগ্রপন্থীদের' সমর্থন প্রত্যাখান করেন। তারা কোয়েকারদের নেইলার-বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল। নেইলার

১০৪ পার্লামেন্টকে লেখা তার চিঠির তারিখ ক্রিসমাস ডে-র সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যাওয়ায় তার কিছুটা সুবিধা হয়।

১০৫. জি. এফ., *সাউলস ইর‍্যান্ট টু ডামাস্কাস* (১৬৫৩) পৃ. ৩০।

১০৬. ব্রেথওয়েট, পৃ. ২৫৫, ১২৮।

১০৭. বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ২০৮; ফিশার, *টেস্টিমনি*, পৃ. ৬২১।

এ-সমস্ত র‍্যান্টারদের উদ্দেশে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে বলেন, 'তোমরা ভগবানকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছ'; কারণ - 'ভগবানের চোখে পাপ ও পুণ্য এক' এ-কথা বহু র‍্যান্টার খোলাখুলি অস্বীকার করে। তাদের হাসিঠাট্টা ও হাল্কা কথাবার্তা যারা নম্র ও সাধারণ মানুষ তাদের বোঝা গুরুভার করে তুলেছে। [১০৮] নেইলারের অভিজ্ঞতা ও তাঁর অনুশোচনা কোয়েকারদের মধ্যে এক ধরনের পাপবোধ জাগ্রত করে। নেইলারের বিশ্বাস, যে-কোনো মানুষ খ্রিস্টের পূর্ণতা অর্জন ও তার কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম। এই ভাবনা নিয়েই তাঁর ব্রিস্টল অভিযান। কিন্তু নির্মম সাজাভোগের ফলে তাঁর বিশ্বাস হয় যে, তিনি ভুল করেছেন। পাপের শক্তি শেকড়বাকড়সহ এখনো অটুটই রয়েছে।[১০৯] তিনি তাঁর র‍্যান্টার-সমর্থকদের ধমক দিয়ে বলেন :

> 'সব কিছুই বৈধ, সব কিছুই পবিত্র এ-ধরনের কথা আর বলো না। আগে বলো যে, তোমার আত্মশুদ্ধি ঘটেছে; তুমি এখন গ্লানিমুক্ত তা হলে তোমার এ-সব কথা বলার অধিকার থাকবে। প্রথমে একের পর এক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাক জ্ঞানের আলোয় সব কিছু বিচার করে বলো বিশেষ কোনো শক্তি তোমায় পরিচালিত করছে কি-না। এই পথ পরিক্রমার পর যখন তুমি মুক্তির স্বাদ পাবে তখন তুমি বলবে সব কিছুই বৈধ। তখনই তুমি জানবে কি করা কর্তব্য এবং তোমাদের ও অন্যান্যদের জন্য কি ধরনের মুক্তিসৌধ নির্মাণ করতে যাচ্ছ। [১১০]

এসব কথা বলার অধিকার নেইলারের ছিল; কারণ তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা ও অপমানের রাস্তা পেরিয়ে এসেছেন। তখন তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত। ('আমি কেবল তাদেরই কথা ভেবেছি, পৃথিবীর আনাচে কানাচে যারা নির্জনগুহা ও উষর প্রান্তরে আমারই মতো পরিত্যক্ত।') [১১১] 'কি করা কর্তব্য' অথবা কি ধরনের 'মুক্তিসৌধ' ইত্যাদি কথাগুলি গোড়ার যুগের কোয়েকার আন্দোলনের যাবতীয় নির্ভীক প্রাণদায়িনী শক্তি যেন হরণ করে নিল। তারপর থেকে কোয়েকার আন্দোলনের বাকি ইতিহাস শুধু বিভেদ আর ভ্রান্ত ধর্মমত বনাম অভ্রান্ত ধর্মমত নিয়ে কেবল কথার কচকচি। সপ্তদশ শতকের বাকি বছরগুলি এভাবেই অতিক্রান্ত হলো। এ-জাতীয় শিথিল ও অসংলগ্ন আন্দোলনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার গুরুদায়িত্ব প্রধানত জর্জ ফক্সকেই নিতে হলো। বিবেকের প্রতি আহ্বান ও অন্তরের বাণী সম্বল করে কোনো প্রতিবাদী চার্চ টিকে থাকতে পারে না তার জন্য চাই মজবুত সংগঠন ও শৃঙ্খলাবোধ। বেকায়দায় পড়ে স্বয়ং লুথারও তাঁর ঘোষিত নীতিসূত্রকে প্রত্যাহার করেন এ-নজিরও আমাদের সামনে রয়েছে। আমি যদি বুঝে থাকি, তাহলে কেয়েকারদের আসল সমস্যা হচ্ছে যে-সব র‍্যান্টার ও সীকার গোষ্ঠীর লোক দলে দলে কোয়েকার হয়েছিল সে-সব স্বাধীনচেতা ও প্রতিষ্ঠান বিরোধী লোকজনদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করা। এ-সব নিয়ে ফক্সের ভাবনা-চিন্তার অন্ত ছিল না এবং ঢিলেঢালা কোয়েকার আন্দোলনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁর শত্রুর সংখ্যাও বেড়ে যায়।

বারো বলেছেন,'ভগবানের সন্ত পুরুষেরা পুরোপুরি পাপমুক্ত অবস্থায় ইহজীবন অতিবাহিত করেন।' এবং আমি ফক্সের মন্তব্য 'যাজকরা সব পাপের সপক্ষে উকিল' ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। [১১২] তারপর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, র‍্যান্টারদের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য এবং তাদের নিজেদের অগোছালো সংগঠনের চৌহদ্দির বাইরে রাখার জন্য কোয়েকাররা মানুষের পাপ প্রবণতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এবং তা থেকে নিজেদের বন্ধুদেরও

১০৮. নেইলার, *আ কালেকশন অফ সান্ড্রি বুকস*, খণ্ড ১, পৃ. [৪৩], [৫৩]; খণ্ড ২, পৃ. ৪৯৫-৬।

১০৯. নেইলার, *হোয়াট দ পশেশন অফ দ লিভিং ফেইথ ইজ* (১৬৫৯) ন্যুটাল কর্তৃক উদ্ধৃত, *জেমস নেইলার*, পৃ. ১৭; তু.—পৃ. ৭-৯ ও অন্যান্য স্থান।

১১০. নেইলার, *আ কালেকশন অফ সান্ড্রি বুকস*, খণ্ড ২, পৃ. ৬৮৯; তু.—পৃ. ৬৯৪।

১১১. *ঐ* খণ্ড ২, পৃ. ৬৯৬।

১১২. বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ৫৪১; তু.—পৃ. ৪৪১। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১২৪-৫, ৮ অধ্যায়, পৃ· ১৮২ এই অধ্যায়।

নিষ্কৃতি নেই। খ্রিস্টের কাছে সরাসরি পৌঁছানোর জন্যে মানুষের ব্যক্তিগত আকৃতিকে খর্ব করতেও তাদের দ্বিধা নেই।"অলৌকিকত্বের প্রতি কোয়েকারদের যাবতীয় বিশ্বাস যেন রাতারাতি উবে গেল। জর্জ ফক্স সংগৃহীত কোয়েকার তত্ত্বের সমর্থনে অলৌকিকত্ব বিষয়ে যাবতীয় পুস্তক আর জনসমক্ষে আনা হলো না।[১১৩] মানব জাতির পরিত্রাতা আর আসছেন না এই ধারণা দৃঢ়মূল হওয়ার সাথে সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়। মনে হয় রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আসন্ন দেখে ফক্স রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন শান্তিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। [১১৪] তিনি ধরেই নিয়েছেন যে, ভগবানের রাজত্ব অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। অতএব রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করে কি লাভ। কিন্তু একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে তাঁর তৈরি 'মিত্র সমিতি' পরিবর্তিত অবস্থায়, স্বকীয়তা নিয়ে কিভাবে টিকে থাকবে! র‍্যান্টার মতবাদ সেদিক থেকে আদৌ সহায়ক নয়।

কোয়েকার শিবিরের র‍্যান্টারদের সম্পর্কে উইলিয়ম পেন্ লিখেছেন

> তারা প্রতিটি মানুষকে স্বয়ম্ভূ মনে করে অর্থাৎ হয় সে নিজের আদর্শ নিয়েই বাঁচবে, নয়তো মরবে। অন্যদের নিয়ে মোটেই সে মাথা ঘামাবে না। একই আদর্শে বিশ্বাসী লোকজনদের আধ্যাত্মিক সংহতির মূলে তারা কুঠারাঘাত করতে উদ্যত।··· যে কোনো চার্চ সংগঠনের ক্ষেত্রেই যে ন্যূনতম নিয়ম-কানুন দরকার এই সত্যকে কেউ কেউ [ফক্স] ও তাঁরই মতো কারো দ্বারা উপাসনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে কট্টর শৃঙ্খলা আরোপ করার প্রয়াস বলে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা সেটাকে জাতীয় চার্চের আওতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর জবরদস্তি নিয়মকানুন চাপিয়ে দেবার প্রয়াসের সঙ্গে এক করে দেখে। এবং নিজেদের ভূমিকাকে তারা মনে করে জাতীয় চার্চের বিরুদ্ধে চার্চ-বহির্ভূত সম্প্রদায়ের লোকদের (Dissenter) ন্যায্য প্রতিবাদের মতো। এটা তাদের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

পেন্ মনে করেন যে, খ্রিস্ট মানুষের পক্ষ থেকে সব নিয়মকানুন পালন করেছেন অতএব মানুষমাত্রই নিয়মকানুন মানা ও আইনানুগ কর্তব্যসাধন করার দায়মুক্ত র‍্যান্টারদের এই ধারণা একেবারেই ভুল। মানুষ যা করে তা সবই ভালো তাদের এই ধারণাও ভুল।[১১৫]

অতএব পরবর্তী পর্যায়ে কোন্টা ভালো এবং কোন্টা মন্দ কোন্টা ন্যায়সঙ্গত কাজ এবং কোন্টাই বা পাপ কাজ এর নিরিখ নির্ধারণের সমস্যাটা কোয়েকারদের ক্ষেত্রে প্রবলতর হয়। তার সমাধানকল্পে, অনেকটা হব্সের কায়দায় পেন্ চার্চকে এক ধরনের 'ক্ষমতা-কেন্দ্রে' পরিণত করার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, তা না হলে খ্রিস্টীয় চার্চের যাবতীয় আইন-শৃঙ্খলা 'র‍্যান্টারদের বেনো জলের তোড়ে একেবারে ভেসে যাবে। ফলে দেখা দেবে নাস্তিকতার জয় জয়কার।'[১১৬] ঘটনাস্রোত কি অদ্ভুত দিকেই না মোড় নিচ্ছে! আসন্ন স্বর্গরাজ্যের স্বপ্নের শরিক যে গোষ্ঠীটি প্রাতিষ্ঠানিক চার্চের বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে বাধামুক্ত রাখতে চেয়েছিল তারা এখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রাতিষ্ঠানিক চার্চ ও প্রথাসিদ্ধ যাজকতন্ত্রের পক্ষপাতী। নিছক টিকে থাকার জন্য কোয়েকাররা এই রাস্তাই বেছে নিল। উইলিয়ম পেনের ভাষায়, 'মানুষ আত্মিক শক্তির সজীব রূপ দেখার জন্য আর অপেক্ষা করতে নারাজ।'[১১৭] পেন্ দ্বিতীয় জেমস-এর অ্যাডমিরাল বন্ধুর পুত্র। তার ওপর তিনি অগাধ বিত্তের

১১৩. জে. এইচ. ক্যাডবেরি সম্পাদিত. *জর্জ ফক্স'স 'বুক অফ মিরাকেলস'* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯৪৮) পৃ. [৯] এবং অন্যত্র।

১১৪. জে এফ ম্যাকলিয়র, 'কোয়েকারিজম অ্যান্ড দ এন্ড এফ দ ইন্টাররেগনাম', পৃ. ২৬০-৮।

১১৫. পেন্., ফক্স-এর *জার্নাল*-এর ভূমিকা, খণ্ড ১, পৃ. [৪৯], [২৫]।

১১৬. পেন, *দ স্পিরিট অফ আলেকজান্ডার দ কপারস্মিথ লেটলি রিভাইভড* (১৬৭৩) পৃ. ৮-৯।

১১৭. পেন, *আ ব্রিফ এক্জামিনেশন* (১৬৮১) পৃ. ২-৩।

মালিক। কিন্তু 'রাষ্ট্রের সঙ্গে কোয়েকারদের বোঝাপড়া' ও শাস্ত্রীয় মতে আবার কোয়েকারদের পাপের অস্তিত্বে বিশ্বাসসৃষ্টি ইত্যাদির যিনি হোতা তাঁর নাম রবার্ট বার্কলে।[১১৮] তিনিও স্টুয়ার্টদের আত্মীয় এক স্কট জমিদারের সন্তান এবং তাঁকেও দ্বিতীয় জেমসের রাজসভায় দেখা গেছে। *মার্জনা ভিক্ষা (Apology)* (ইংরেজি অনুবাদ ১৬৭৮ সালে) শীর্ষক রচনাটি ছাড়াও বার্কলে *র‍্যান্টার ও অন্যান্য স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে (The Anarchy of the Ranters and other Libertines)* নামের একটি আক্রমণাত্মক পুস্তিকার রচয়িতা যা ১৬৭৬-এ প্রকাশিত হয়।

এরপর কোয়েকার আন্দোলন শুধু ভাঙনের ইতিবৃত্ত। ১৬৫০-এর দশকেই র‍্যান্টার-ঘেঁষা অহঙ্কারী-কোয়েকারদের অভ্যুদয়ে এই ভাঙনের সূচনা। তারা মুখ খারাপ করত আচারে-ব্যবহারে অশালীন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড় ও কুস্তিগীর ছিল। তাদের নেতা নটিংহ্যামবাসী জন রাইস ছিলেন ভাঁটিখানার মালিক।[১১৯] এর পরে জন পেরটের কাহিনী যাঁকে ভগবান সরাসরি আদেশ করেছেন যে, প্রার্থনাকালীনও মাথায় টুপি পরে থাকতে হবে। অতএব পার্থিব পিতার সামনে যেমন মনুষ্যদেহী খ্রিস্টের টুপি খোলা নিষেধ তাহলে স্বর্গস্থ পিতার সামনে কি করে টুপি খোলা যায়? র‍্যান্টাররা টুপি পরেই প্রার্থনা করতে থাকে যেমন করতেন জেমস নেইলার তাঁর ব্রিস্টলপর্বে। পেরট কিন্তু উপাসনা উপলক্ষে যাবতীয় নিয়মকানুনের বিরোধী। এখন, অমুক জায়গায় অমুক সময়ে উপাসনা হবে এ-সব বিজ্ঞপ্তিও তাঁর কাছে অবান্তর। ফক্সের মতে, পেরট প্রাক্তন র‍্যান্টারদের যত বাসি পচা আদর্শকে আবার নতুন করে প্রচার করছেন। তাঁর সঙ্গে নেইলারের বোঝাপড়া রয়েছে এবং নেইলার ভক্তদের অনেকেই পেরটের সমর্থক।[১২০]

এ-সব কারণে ফক্স 'মিত্র সমিতি'-র পরিচালন ব্যবস্থা আরো আঁটোসাঁটো করতে চেয়েছেন। এবং তার ফলে আবার ভাঙন ও ১৬৭০-এর দশকে স্টোরি-উইলকিনসন গোষ্ঠীর উদ্ভব। এই প্রতিবাদী গোষ্ঠীর মতে, মহিলাসভা, মাসিকসভা ত্রৈমাসিকসভা প্রভৃতি অসংখ্য সভাসমাবেশের চাপে পড়ে *ব্যক্তি মানুষের* আধ্যাত্মিক উপলব্ধি গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। মানুষের অন্তরের আলো নিভে যাবার উপক্রম হয়েছে। তাছাড়া তারা জাতীয় চার্চের মডেলে কর্তৃত্ব-বিন্যাসী সংস্থা গড়ে তোলার বিরুদ্ধে; যার নাম দিয়েছে তারা কোর্ট, সেশন্, সিনড, পোপ, বিশপ, এডিক্ট, ক্যানন ইত্যাদি। চার্চের প্রকাশ্যসভায় কোনো কোয়েকারকে নিন্দা করার রীতি তাদের মতে নীতিসম্মত নয়। আমরা বলতে পারি যে, স্টোরি-উইলকিনসন উপদলে 'বহু শিথিল চরিত্রের মানুষ' ও 'স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের লোক' ভিড় জমায়। পেনের ভাষায়, 'বিবেকের তাড়নার নামে তারা আমাদের কোয়েকার আন্দোলনের যাবতীয় বেড়া পায়ে মাড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।' বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মতে, ফক্স প্রবর্তিত নতুন সংগঠন 'মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার' ক্ষেত্রে এক রূঢ় হস্তক্ষেপ মাত্র। *সমস্ত* বিশ্বাসীর অন্তরে খ্রিস্টের উপস্থিতি তার ফলে অস্বীকৃত হয়।[১২১] এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে কোয়েকার আন্দোলনের অন্তর্গত র‍্যান্টারবাদ বিলুপ্ত হয়। এ-প্রসঙ্গে এক রাজভক্ত কবির মন্তব্য :

১১৮. ব্রেথওয়েটে আর· এম· জোনস, *সেকেন্ড পিরিয়ড অফ কোয়েকারিজম*, পৃ. [৪২-৪৬], দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ২৫৩,১৭ অধ্যায়, পৃ. ২৬৭-৮, ১৮ অধ্যায়।

১১৯. ব্রেথওয়েট, *সেকেন্ড পিরিয়ড*, পৃ. ৪৫-৬।

১২০. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৫১৯; ব্রেথওয়েট, *সেকেন্ড পিরিয়ড*, ২৩৩-৪২। পেরট বারবাডোজ গিয়েছিলেন ১৬৬২ সালে। সেখানে তিনি যোগাযোগ করেন রবার্ট রিচ-এর সঙ্গে যিনি ছিলেন নেইলারের সমর্থক—গোঁড়া কোয়েকাররা যাকে র‍্যান্টার বলে তাড়িয়ে দেয়। পেরট জোসেফ সলমনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন (কে এল ক্যারল, *জন পেরট*, সপ্লিমেন্ট সংখ্যা ৩৩, *জার্নাল অফ দ ফ্রেন্ড'স হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি*, ১৯৭০, নানাস্থান দ্রষ্টব্য)

১২১. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ২, পৃ. ৩৪৭, ৪২৪; *ফার্স্ট পাবলিশার্স অফ ট্রুথ*, পৃ. ২৫৬, ২৬৭-৯; ব্রেথওয়েট, *সেকেন্ড পিরিয়ড*, অধ্যায় ১১ ও পৃ ৩০৭।

কোয়েকার যারা অতীতে
এতো হাঁকডাক করেছে
তারা আজ কত কম কথা বলে।

কিন্তু এই রাজভক্তপ্রবর এই পরিবর্তনে অখুশি বা তাদের ক্ষমা করতেও নারাজ, কারণ তিনি এখনো তাদের মধ্যে 'বিদ্রোহ-প্রবণতা' দেখতে পাচ্ছেন।[১২২]

গঠন নয় ধ্বংসই র‍্যান্টারবাদের মর্মবাণী। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে 'ডিগার-লেভেলার-র‍্যান্টার' মতবাদীদের ভ্রান্ত পরামর্শের কল্যাণে হান্টিংডনশায়ার ও অন্যত্র বাপতিস্ত চার্চগুলির অস্তিত্ব 'নড়ে যায়' এবং 'ভেঙে যায়'।[১২৩] ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ক্লীভল্যান্ডে কোয়েকার মনোভাবাপন্ন লোকের সভাগুলি র‍্যান্টারদের দৌরাত্মে 'ছত্রভঙ্গ' হয়ে যায়।[১২৪] সভাগুলির যূথবদ্ধতার চরিত্র জাতীয়চার্চ-সুলভ শৃঙ্খলাপরায়ণতা নয় একথা ফক্স, পেন্ ও বার্কলে বারবার বলেছেন। কিন্তু কেন নয় সে-কথা শৃঙ্খলাবিরোধীদের বোঝাতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়। তারপর থেকে মিত্র সমিতি-র সদস্যদের ক্ষেত্রে একক অধ্যাত্মচর্চার অবসান সূচিত হয়।[১২৫]

একবার যখন পার্থিবশক্তি ও পাপকে মেনে নেওয়া হয়েছে তারই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ফক্সের দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের বিবেক ও অন্তরের উপলব্ধি যেহেতু চিন্তাজগতের পরিবর্তিত পরিমণ্ডলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম সুতরাং দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে কোয়েকাররা একবাক্যে শৃঙ্খলা, সংগঠন ও বাস্তববোধের পক্ষে মতদান করে। কোয়েকার সুলভ উদ্ভট আচরণ আর অনুসৃত হয় না। টুপি না খোলার অভ্যাস 'তুমি' বলে সম্বোধন করার একগুঁয়ে রীতি ইত্যাদি জর্জ ফক্সের অনভিপ্রেত, যদিও যাবতীয় অতীতের জের তখনও কিন্তু অব্যাহত থাকে। তবে সেগুলির তাৎপর্য আর নেই এখন তা নিছক পুরাকীর্তির নিদর্শন মাত্র। বাণিজ্যিক জগতের মূল্যবোধের সঙ্গে যোগসূত্র সৃষ্টি করার তাগিদে বাতিল হয়ে গেল প্রথম যুগের কোয়েকার ও র‍্যান্টারদের যাবতীয় উচ্ছ্বাসপ্রবণ আচরণ প্রতীকী নগ্নতা ও অলৌকিকত্বের প্রতি অনুরাগ। বর্তমান জগতে মানুষকে উন্নতি করতে হলে সংক্ষিপ্ততম ভাষায় কথা বলতে হবে হ্যাঁ অথবা না।[১২৬] নিন্দা ও প্রশংসা দুইই নিরর্থক। আসলে সব কিছুই, যে-গোষ্ঠীটি দুনিয়া ওলট পালট করার প্রয়াসে ব্যর্থ তার টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টার ফলশ্রুতি মাত্র।

অতএব *জার্নাল*-এর পাতায় ফক্স সত্যকে বিকৃত করেন নি বা ইতিহাসের পুনর্লিখনের প্রয়াসীও তিনি নন। তাঁর অন্তর্যামী ১৬৮০-এর দশকে তাঁকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিরিশ বছর আগে তাঁকে ও নেইলারকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা শুনিয়েছেন। যেহেতু খ্রিস্টের কণ্ঠস্বর স্থান কাল ও পাত্রভেদে এক ও অভিন্ন সুতরাং ১৬৮০-এর দশকেও তার ভিন্ন অর্থ হতে পারে না।[১২৭] অতীতের স্মৃতিপথ জুড়ে রয়েছে নেইলারের কালো ছায়া। কোয়েকার ও র‍্যান্টারদের সম্পর্ক আসলে মোটেই সহজ-সরল নয়। অতএব সাম্প্রতিক রচনা, *জার্নাল*-কে যদি আক্ষরিকভাবে ধরা হয় তাহলে ফক্সের ওপর অবিচার করা হবে। তবে মাঝে মাঝে এ-জাতীয় উপাদেয় বিবরণও তাতে পাওয়া যায় যেমন, ফক্স লিখছেন কিভাবে তিনি ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইয়র্কশায়ারের এক সভায় র‍্যান্টারদের মুখের মতো জবাব দিয়ে লেডি মন্টেগুকে দীক্ষিত করেন।[১২৮]

১২২. *চয়েস ড্রোলারি*, ১৬৫৬-য় *ওয়েস্টমিনিস্টার ড্রোলারি* (১৬৭৪), সম্পা.—জে. ডব্লিউ. এবসওর্থ (বোস্টন, লিঙ্কনশায়ার, ১৮৭৬) পৃ. ১৯১।

১২৩. *ফেনস্টানটন রেকর্ডস*, পৃ. ২৭০। ১২৪. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৮৫।

১২৫. দ্র. —বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৬৭-৭০ ১৮ অধ্যায়। ১২৬. তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৬৭-৭৩, ১৮ অধ্যায়।

১২৭. 'আলোর কণা যেমন তার নিজের মধ্যে অসংলগ্ন অবস্থায় থেকে কিংবা তার নিজের মধ্যেই দ্বান্দ্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ঠিক তেমনিই একটি পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক।' পেনের এই বক্তব্য স্টোরি উইলকিনসন গোষ্ঠী সম্পর্কে (ব্রেথওয়েট, *সেকেন্ড পিরিয়ড*, পৃ· ৩০৭) : তু—ক্যারল, *জন পেরট*, পৃ· ৫৮-৯, ৯২।

১২৮ ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ১৯৫। এর সঙ্গে এটাকেও যোগ করা উচিত যে, নেইলারও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। (ন্যুটাল, *জেমস নেইলার*, পৃ. ১১-১৩)। তাঁর বহু অনুগামী-অনুরক্ত উচ্চবিত্ত ভদ্র মহিলারা পরে পেরট-এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করতে থাকেন (ক্যারল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০. ৮৬)।

এইভাবে দেখলে ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে ফক্সের প্রতি হোথামের বিখ্যাত উক্তি কেমন যেন বেসুরো শোনায়। বিচারক মহোদয় বলছেন যে, কোয়েকাররা জাতিকে র‍্যান্টার-প্লাবনের কবল থেকে রক্ষা করেছে। কোয়েকারদের সহযোগিতা ছাড়া এ-সব আইন ও বিচারব্যবস্থা র‍্যান্টার অভিযান প্রতিহত করতে পারত না। কারণ, তারা আইন ও শৃঙ্খলা মেনে চলার ভান করে নিজেদের আদর্শ ও নীতিকেই মেনে চলত। কিন্তু তাদের এই তথাকথিত সত্যানুসন্ধানী আদর্শই তাদের কাল হয়েছিল তাদের ঝাড়ে বংশে উৎপাটন করেছিল।[১২৯] এ-বিবরণ যদি সঠিক বলে ধরেও নেওয়া হয় 'মেথডিস্টরা ফরাসী বিপ্লবের কবল থেকে ইংলণ্ডকে রক্ষা করেছে' এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত কিন্তু এক্ষেত্রে টানা যায় না। কারণ জে পি-রা কখনো র‍্যান্টারদের নির্মূল করতে পারে নি—যেহেতু তারা ধরা পড়লেই কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করত। কিন্তু কোয়েকারদের নীতি অনুযায়ী তাদের জনসমক্ষে অনুতাপ করতে হতো। অতএব জনমতের চাপে তাদের সংগঠনের আওতায় আসতে হয়েছিল এবং তার ফলে তাদের বিশ্বাসে চিড় ধরে।[১৩০] স্টোরি ও উইলকিলসনের অনুগামীদের মধ্যে সাজাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখলেই র‍্যান্টারসুলভ পলায়নী মনোবৃত্তির ঝোঁক দেখা যায়।

ফক্সের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী মার্গারেট তাঁর স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দেন। তিনি বলছেন যে, ফক্সের সঙ্গে পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনেই ফক্স তাঁকে বলেন : তুমি বলছ খ্রিস্ট এই বলেছেন ভগবান প্রেরিত পুরুষরা এই বলেছেন। কেন তুমি বলছ না যে, আমি এই বলছি? সঙ্গে সঙ্গে কথাটা আমার মনে ধরল আর আমি ধপ্ করে গির্জাঘরের নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। তিনি আমাদের সামনে এমন একটা বইয়ের পাতা মেলে ধরেছেন যা আমরা আগে পড়ি নি এবং শুনিও নি। আসলে খ্রিস্টীয় আলোয় আমাদের বিবেককে পরিস্রুত করা দরকার।'[১৩১]

আমরাও বোধ হয় অনুভব করতে পারি বিসদৃশ লম্বা চুলওয়ালা আটাশ বছরের এক মেষপালক তার চার্চের অন্তর্গত ভক্তমণ্ডলীর কাছে এমন ধরনের সহজ-সরল প্রশ্ন তুলে ধরেছেন যার মহিমায় তারা স্বয়ং খ্রিস্ট ও ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের চেয়েও নিজেদের উর্দ্ধতনস্তরের মানুষ বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে।[১৩২] অথবা ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি যে ইহজাগতিক প্রশ্নটি করেন তার কথা ভাবা যাক। তাঁর-প্রশ্ন : কেউ কি বিশ্বাস করবে যে, খ্রিস্টান হয়ে তোমরা ভগবানের হাতেগড়া জিনিসের ক্ষতিসাধন করবে? যিশু কি হনন না-করার জন্য এবং মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য অবতীর্ণ হন নি?'[১৩৩] ফক্সের প্রভাবে সম্ভবত ১৬৬০ সালের পর থেকে ঐ শতকের মধ্যেই কোয়েকারদের পূর্ণতাবাদী আদর্শ এক জোলো মানবতাবাদে পর্যবসিত হয়।[১৩৪] কিন্তু সপ্তদশ শতকীয় অন্যান্য নিকৃষ্ট ধর্মবিশ্বাসের তুলনায় বরং ঐ মানবতাবাদ ঢের ভালো।

১২৯. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৯৫, দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৭৩, এই অধ্যায়।

১৩০. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৭৩-৪, ১৮ অধ্যায়।

১৩১. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ২, পৃ. ৫১২; আই. রস, *মার্গারেট ফেল* (১৯৪৯) পৃ. ১১। তিনি যদি উইনস্ট্যানলি পড়ে থাকেন তাহলে তিনি এও শুনে থাকবেন : দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১০৪, ৭ অধ্যায়।

১৩২. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ২৬৮। নেইলারেরও ছিল লম্বা চুল ঠিক যেন একেবারে যিশুখ্রিস্টের মতো, ১৬৫৬-র ডিসেম্বরে পার্লামেন্টের সদস্যরা এ-বিষয়ে ইঙ্গিত দেন। (বারটন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৩)। ফক্স তার লম্বা চুল রাখার কারণ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি; তু.— টমাস ওয়েব (বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৭৫এই অধ্যায়)। নেইলারের মতো লম্বা দাড়ি রাখার জন্যে ফক্সকে ভর্ৎসনা করেন পেরট। সমসাময়িকরা অবশ্য বলত, তারা উভয়েই খ্রিস্টের ভাব নকল করে। (ক্যারল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০)।

১৩৩. ফক্স, *দ ল্যাম্বস অফিসার*. পৃ. ২১।

১৩৪. ন্যুটাল, *জেমস নেইলার*, পৃ. ২০।

১১ স্যামুয়েল ফিশার ও বাইবেল

বিশ্বাসীর হৃদয়ই একমাত্র গ্রন্থ যেখানে ভগবান তাঁর নিউ টেস্টামেন্ট রচনা করেছেন।

উ ই লি য় ম ডে ল, *দ ট্রায়াল অফ স্পিরিটস* (১৬৫৩) আর.এম.জোন্‌স কর্তৃক উদ্ধৃত, *মিস্টিসিজিম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি* পৃ. ১০৪।

১ স্যা মু য়ে ল ফি শা র

স্যামুয়েল ফিশার নর্দাম্পটনবাসী এক টুপি বিক্রেতার সন্তান। তিনি ট্রিনিটি কলেজ ও অক্সফোর্ডের পিউরিটান নিউ ইন হল্‌-এ লেখাপড়া করেছেন। ১৬৩০-এর দশকে ফিশার ছিলেন কেন্টেরলেকচারারের পদে এবং ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রেসবিটারীয় সম্প্রদায়ে অঙ্গীভূত হন। বাপতিস্ত হওয়ার পর তিনি লেকচারারের পদ ত্যাগ করেন। তিনি অ্যাশফোর্ডের ভক্তমণ্ডলীর ধর্মোপদেষ্টা হয়ে চাষবাসের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কোয়েকার হয়েছিলেন এবং ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্লেগ রোগে মারা যান।

তাঁর বাপতিস্ত পর্বে তিনি দীক্ষাস্নানের ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের পরিবর্তে জলে নিমজ্জিত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। যারা জল ছিটানোর পক্ষপাতী তিনি তাদের র‍্যান্‌তিৎসার বলে আখ্যা দেন এবং কথাটি ('আমি জল ছিটোচ্ছি')এভাবে ঠাট্টার ছলে ব্যবহৃত হতে থাকে। তিনি মনে করেন যে, 'র‍্যান্‌টিৎসার ও র‍্যান্টারদের মাঝামাঝি বাপতিস্তদের অবস্থান। পূর্বোক্ত সম্প্রদায়গুলির প্রথমটি একটি নতুন জিনিস যুক্ত করে আতিশয্যের পরিচয় দিয়েছে এবং দ্বিতীয়টি প্রায় কোনো অনুষ্ঠানেরই ধার ধারে না।'[১] আসলে উভয়েই ভ্রান্ত মতাবলম্বী। তিনি কাঠখোট্টা র‍্যান্টার ও নাস্তিক 'বিদ্রুপকারীর দঙ্গলকে' ভর্ৎসনা করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার 'খ্রিস্টের অস্তিত্বেও সন্দিহান।' প্রায়শ্চিত্ত করে দায় মুক্ত হওয়ার যেটুকু সম্ভাবনাও ছিল, তাঁর মতে, 'অধিকাংশ র‍্যান্টার প্রভু যিশুর নির্দেশাবলীকে অবজ্ঞা করার মাধ্যমে তার পথ বন্ধ করেছে।'[২] 'র‍্যান্টাররা ভগবানকেও মানে না শয়তানকেও না। 'তাদের মতে খ্রিস্টের অনুজ্ঞা পালনের জন্য এত তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। কয়েকজন র‍্যান্টার নির্লজ্জের মতো বলে যে, তারাই খ্রিস্ট ও ভগবান। তারা এবং তাদের মধ্যে যা আছে তার বাইরে ভগবান বলে কেউ নেই।'[৩] ফিশার কতকটা রাবেলেই ও মার্টিন মারপ্রিলেটের সংমিশ্রণে এক নিজস্ব রচনাশৈলী উদ্‌ভাবন করেন। ভাঁড়ামি ও অনুপ্রাসের সমন্বয়ের এটা একটা দৃষ্টান্ত বিশেষ। যেমন তিনি তিনটি 'পি' ('P') পাশাপাশি বসিয়ে (PPP) —পোপ, প্রিলেট ও প্রেসবিটারী (কখনও বা পুরোহিত) বোঝাতে চাইতেন সংক্ষিপ্ততম কায়দায়। তেমনি আর একটা বাক্যের দৃষ্টান্ত হলো : 'ধর্মপল্লীর চার্চের পোপসুলভ ভণিতা এবং যারা ভেড়া নয় তাদের সঙ্গে চারণ ক্ষেত্রের সম্পর্ক'।[৪]

১. এস. ফিশার, *ক্রাইস্টনিসমাস রেডিভিভাস, ক্রাইস্টটেনডম বোথ আনক্রাইস্ট'নড অ্যান্ড নিউ ক্রাইস্ট'নড* (১৬৫৫) পৃ ২৬৯, ২৯৩, ৩০৭-৯, ৪৯১, ৫২৫।
২. ঐ, পৃ. ৪৬৬, ৪৮২।
৩. ঐ, পৃ. ৪৯২, ৫১৩।
৪. ঐ, পৃ. ৫২৭, ৬২৭ এবং অন্যত্র।

(papistical posture of parish churches and pastoral relation to such as are not sheep.)

কোয়েকার মতবাদ গ্রহণ করার পরও তিনি অনুপ্রাসমূলক গদ্য-রচনারীতি অব্যাহত রাখেন। আরেকটি নমুনা : 'শিক্ষক ও পুস্তক-প্রণেতা বইয়ের আখ্যান ভাগ নিয়ে উভয়েই আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছে'।[৫] (the teachers and textmen tangled in their own talkings about their text) কিন্তু তাঁর র‍্যান্টারবিরোধী কথাবার্তার কিছু অংশকে তিনি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। আমরা বিশ্বাস করি না যে, খ্রিস্টের অস্তিত্ব সকলের মধ্যে বর্তমান... কিন্তু তাঁর কিরণছটার অংশভাক্ তো সবাই'।[৬] স্বর্গ আকাশের ওপরে বা নিচে কোথাও নেই তার অস্তিত্ব রয়েছে 'দীন দুঃখী অনুতপ্ত মানুষের আত্মায়।' ইহলোকে কেবল সন্ত পুরুষেরাই পরোৎকর্ষ অর্জনে সক্ষম এবং তাঁরাই কেবল পাপমুক্ত।[৭] যারা প্রকৃতই পাপ থেকে ত্রাণ লাভে ইচ্ছুক ভগবান কেবল তাদেরই ত্রাণ করে থাকেন। খ্রিস্ট স্বেচ্ছায় সব মানুষকে ত্রাণ করতে এসেছিলেন—যদি সকলের ত্রাণ না ঘটে থাকে তবে সে দোষ তাদের। ঐশীকরুণা আর প্রকৃতির আলো একই এবং 'ভগবানের অনুশাসন অথবা আলো সব মানুষের বিবেকের সঙ্গে সম্পৃক্ত'।[৮] শাশ্বত বিধানের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তাঁর জিজ্ঞাসা : 'তোমরা এবং তোমাদের মতো কিছু পাপী লোকজনদের মধ্যে ঐশী করুণাকে সীমাবদ্ধ রাখতে তোমাদের লজ্জা করে না? ঈশ্বর মনোনীত ব্যক্তি বলতে তো তোমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন।' 'ভগবানকে কি তোমাদের মতো স্বৈরাচারী ও ভণ্ড বানাতে চাও, নির্লজ্জের মতো?' রাজা যদি ৯৯৯ জন নির্দোষীসহ এক হাজার জনকে মার্জনা করে থাকেন তাহলে সেটা এক হাজার মানুষের প্রতি করুণা প্রদর্শন নয়। তোমাদের ভগবানও 'যেন এক নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী ও চরম ভণ্ড।' তিনি হাতে-পায়ে বেড়িওয়ালা এক মানুষকে বলছেন, 'এস, মাংস খাও। উপোস করে মরতে যেও না তুমি। আমার কাছে যদি না এস তাহলে তোমার মাথা চৌচির করে দেব।' অথবা 'একজন যেন আমায় তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করতে চায় কিন্তু তার জন্য আমায় প্রথমে চাঁদে গিয়ে অনুমোদন নিয়ে আসতে হবে।... আমি যদি অস্বীকার করি তাহলে সে আমায় মেরে ফেলবে।'[৯] এসবই চিরাচারিত কোয়েকার তত্ত্বের অংশ— ফিশার শুধু তাঁর নিজস্ব কৌতুকরসাশ্রয়ী ভঙ্গিতে কথাগুলি বলেছেন। বাইবেলের সমালোচনার ক্ষেত্রে ফিশারীয় তত্ত্বের প্রয়োগ আরো আকর্ষণীয়।

২ বা ই বে ল

বাইবেলকে নানা দৃষ্টি নিয়ে বিচার করা যায়। এবং সম্ভাব্য দৃষ্টি ভঙ্গিগুলির মধ্যে দুটিতে র‍্যাডিক্যালদের সায় রয়েছে। গল্পগুলি পুরাণাশ্রয়ী—সত্য বলে মেনে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অতএব তার আদি অর্থ কি ছিল সেটাকে উপেক্ষা করেই লোকে তার ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করতে পারে। বেকন যেমন তাঁর 'প্রাচীন জ্ঞানীদের কাহিনী' গ্রন্থে ধ্রুপদী পুরা-কাহিনীর নমুনা হিসেবে এর কয়েকটির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উইনস্ট্যানলি এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন যেমন করেছেন কয়েকজন র‍্যান্টার ও কোয়েকার। টমাস এডওয়ার্ডসের তালিকায় ২৯ নম্বর ভ্রান্তিটি হলো : '১৬০০ বছর আগে যে মানুষটি জেরুজালেমে ক্রুশবিদ্ধ হন তাঁকে আমরা অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আসলে দরকার অন্তরের অধিবাসী খ্রিস্টকে অনুভব করা।'[১০] উইনস্ট্যানালি-সহ

৫. *অ্যান অ্যাডিশনাল অ্যাপেন্ডিক্স টু দ বুক এনটিটিউলড রাস্টিকার্স আড অ্যাকাডেমিকস* (১৬৬০) শিরোনাম পাতা; *দ টেস্টিমনি অফ ট্রুথ এক্সালটেড* (১৬৭৯) পৃ. ৫৯০-২, ৭৩৫।
৬. ঐ, পৃ. ৭৮৩; তু—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৫২, ৯ অধ্যায়।
৭. ঐ, পৃ. ৮৫১; ৭১১।
৮. ঐ, পৃ. ৩৬-৮, ১৩২; তু.—পৃ. ৬৫৩, ৬৮০।
৯. ঐ, পৃ. ৬২৫-৩৯ / ৬৪৩।
১০. এডওয়ার্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ২১।

আরো কয়েকজন ঐতিহাসিক খ্রিস্টের সঙ্গে মানুষের হৃদয়াসীন খ্রিস্টের প্রতিতুলনা করে থাকেন। 'ইতিহাস' ও 'রহস্যময়তা' যে এক জিনিস নয় সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মানুষদের মধ্যে রয়েছেন জন এভারর্ড, সলমন ও কোপ্ প্রমুখ র‍্যান্টারগণ, অ্যারাইজ ইভানস্ এবং র‍্যান্টার প্রভাবিত বাপতিস্ত লোকজনেরা।[১১] আরবেরি জানাচ্ছেন যে, 'একজন সেনাধ্যক্ষ প্রায়ই বলে থাকেন যে, খ্রিস্টের শরীর ও বাইবেলের অক্ষর খ্রিস্ট বিরোধীদের চোখে দুটি বিগ্রহের মতো।'[১২]

বাইবেল অভ্রান্ত নয়, সমালোচকের মন নিয়ে তাকে খুঁটিয়ে পড়া উচিত। উইনস্ট্যানলিও এই ধারণার শরিক। তিনি প্রচণ্ডভাবে সমালোচনা করেছেন তাদের যারা বাইবেল অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে। উইনস্ট্যানলির মতে, 'পালনীয় বেশ কিছু সদাচারবিধি বাইবেলে রয়েছে; যেগুলি অনুশীলন করা ও মেনে চলা যায়।' [১৩] তিনি নিজে কিন্তু সেগুলি অপরিহার্য মনে করেন না। যাজকদের বিরুদ্ধে তাঁর মস্ত অভিযোগ হচ্ছে যে, বাইবেলের ব্যাখ্যা তারা একচেটিয়া করে রেখেছে। অ-দীক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের এ-বিষয়ে স্বাধীন মতামতকে তারা দাবিয়ে রাখতে চায়। 'তুমি বলছ যে তোমার কাছে রয়েছে আদি পুঁথির অবিকৃত কপি; কারণ, তোমার বাবা ও তার বাবার মুখে কথাটা শুনেছ। কথাটা মিথ্যাও হতে পারে সত্যিও হতে পারে এবং এভাবেই চলেআসছে পুরুষ-পরম্পরা।' অনুবাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তার মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে খাঁটি সে- সব কে বলবে! 'এভাবে ঘোড়ার মতো তোমরা মানুষের নাকে দড়ি পরিয়ে ঘোরাচ্ছে এবং যখন খুশি তাদের ওপর চাপছে। অতএব বাইবেল কি করে ঈশ্বরের শাশ্বত সুসমাচার হবে? নানা ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনির দৌলতে ওটা তো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।' তাঁর শেষ কথা হলো মানুষের বিবেকের স্থান বাইবেলের ওপরে। 'বিবেক-বুদ্ধি ও আত্মিক শক্তি ছাড়া শুধু ধর্মশাস্ত্রমালা সম্বল করে এই পৃথিবীতে চলা যায় না। এটা অনেকটা অন্যের চোখের সাহায্যে পথে হাঁটার মতো।' উইনস্ট্যানলি বরং তাদেরই প্রশংসা করেন, 'বিচক্ষণ টমাসের মতো যারা বিনা-বিচারে কিছু গ্রহণ করে না।'[১৪]

র‍্যান্টাররা নাকি বাইবেলকে 'যত দুঃখ-কষ্ট, বিভেদ ও বিশ্বব্যাপী রক্তপাতের' কারণ বলে মনে করে। বুনিয়ানের আঁকা চরিত্র শ্রীযুত বডম্যান এই ধারণার শরিক।[১৫] অতএব, কয়েকজন র‍্যান্টার-এরমতে, যতদিন না সব বাইবেল পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে ততদিন শান্তি নেই; এই কাজই করেছে ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে উইনস্ট্যানলির ধর্মপল্লীর চার্চের সৈন্যরা আর অন্যত্র টমাস ট্যানি ও পেরটের কয়েকজন অনুগামী। র‍্যান্টারদের মতে, বাইবেলের আবেদন ইংলণ্ডের চার্চ ও মানুষের যুক্তিবাদী মনের কাছে সীমিত। সপ্তদশ শতকের নিরিখে এখানে বাইবেলকে ঐতিহাসিক নির্মোহ দৃষ্টিতে অনুধাবন করার যে বিরল দৃষ্টান্ত রয়েছে তা অন্য কোথাও নেই।[১৬] বাইবেল নিয়ে ধারাবাহিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে এই দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি। ওয়ালউইন নাকি বলেছেন, 'বাইবেল স্ববিরোধিতায় ভর্তি' ; তিনি তাকে ঐশী বাণী বলে মনে করেন না।[১৭] 'এত বেশি পরস্পর বিরোধী ঘটনায় পূর্ণ যে এটা ইতিহাস-কি-না তা-ও বলা শক্ত', এই ধারণা ব্যক্ত করেন লরেন্স ক্লার্কসন। আদমের আগেও মানুষের অস্তিত্ব ছিল এবং

১১. এভার্রর্ড, *দ গসপেল ট্রেজারি ওপেনড* (২য় সং. ১৬৫৯) পৃ. ২৩২; স্যাবাইন পৃ. ২১২-১৩, ৪৯৬; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৭১,৬ অধ্যায়, পৃ১০৬,৭ অধ্যায়, পৃ.১৬৯. ৯অধ্যায় এবং পৃ. ২৪১, ১৬ অধ্যায়।
১২. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ। ৮৪।
১৩. স্যাবাইন, পৃ: ২২৪, ২৮৯, ৫০৯।
১৪. *ঐ*, পৃ. ৯৯-১০২, ১২২-৮, ৫২৩; তু.—পৃ. ৪৫৫-৬।
১৫. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৪৬। বুনিয়ান একসময়ে ভাবলেন, বাইবেলের ধর্মীয় কাহিনীগুলো এখন 'মৃত অক্ষর, সাদা কাগজে কালো কালির আঁচড়' ছাড়া আর কিছু নয়। (*ঐ*, খণ্ড ৩, পৃ. ৭১১)।
১৬. হোল্যান্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২-৬: ক্যারল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫। ওয়ালটন-অন থেম্‌স ও ট্যানি বিষয়ে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ৮৩.৭ অধ্যায়, পৃ. ১৪০, ১৬৬-৭, ৯ অধ্যায়।
১৭. এইচ. অ্যান্ড ডি., পৃ. ২৯৮।

অনাদিকাল থেকেই পৃথিবী রয়েছে এবং থাকবে।[১৮] কভেন্ট্রির জেলখানায় কোপ্‌-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারী কোলচেস্টার নিবাসী কারিগর অ্যান্ড্রু ওয়াইক ও তাঁর মেয়েবন্ধুর মতে, 'বাইবেল লোক গাথা ছাড়া আর কিছু নয়।'[১৯] ব্রিস্টলবাসী এক মুদি বাইবেলের মধ্যে কেবল ইংলণ্ডের মারী মড়কের জীবাণু ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। লিস্টারের জন উইলকিনসনের মতে, 'ওটা ধাপ্পাবাজিতে ভরা।'[২০] যিনি রূপক হিসেবে বাইবেলকে দেখেন, সেই বোথামলির মতে; বাইবেল সৎলোকের লেখা যে কোনো গ্রন্থের সমতুল্য।[২১] ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রচলিত বাইবেলের আখ্যান ভাগের মৌলিক সমালোচনাগুলি থেকে উদ্‌ধৃতির সাহায্যে হেনরি ওলডেনবার্গ জানাচ্ছেন : 'বিশ্রামবার প্রচলনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত সমগ্র কাহিনীর উদ্ভব; হয়তো এটা রাজনৈতিক-উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। মোজেস্‌ পুরো গল্পটির উদ্ভাবন কর্তা।'[২২]

বাইবেলকে পুরাকাহিনী বলে গণ্য করা অথবা বাস্তব জীবনে তার অকার্যকর ভূমিকা, এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মাঝামাঝি অবস্থানের অর্থ অংশবিশেষ বাছাই করার মনোভাব। প্রতিটি গোষ্ঠী ও ভক্তমণ্ডলী মোটামুটিভাবে এই মনোভাবের শরিক। ড ক্যাপের মতে, পঞ্চম রাজতন্ত্রীরা একযোগে বাইবেলের অস্বস্তিকর কিছু অংশ নিয়ে আদৌ আলোচনা করত না।[২৩] এখানেই কেতাবি পণ্ডিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ-প্রাপ্ত পুরোহিতদের আপত্তি।কারণ, তাদের মতে, বাইবেলের যে-সব অংশ নিয়ে তাদের পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে গরমিল হচ্ছে সেগুলি বাদ দেবার জন্য পঞ্চম রাজতন্ত্রীরা মানুষদের বলত। পাণ্ডিত্যের কষ্টিপাথরে বিচার করার পরিণতিতে সমগ্র বাইবেল-পাঠ ও তাকে হৃদয়ঙ্গম করার তাগিদ সঙ্কুচিত হচ্ছিল। বাইবেল চর্চায় নিযুক্ত কারিগর বিদ্যার্থীরা যথেষ্টসৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। কারণ তারাসাহসের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি বাছাই করে বাকি অংশগুলি অবান্তর বলে বাতিল করেছে। *কারণ* তারা জানে, এজগতের পরিবর্তিত অবস্থায় সমস্যাগুলিও যেমন নতুন ধরনের তার সমাধানও হওয়া চাই নতুনভাবে।

বাইবেলের প্রতি এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মিলটন ও হেনরি পার্কার, এই দুজনে মিলে তত্ত্বের স্তরে উন্নীত করলেন এভাবে, 'বাইবেলেকে মানুষের প্রয়োজনানুগ হতে হবে। মানুষের জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র থাকা চাই বা জীবনের মাপে তাকে গড়ে নিতে হবে। কারণ সমাজের প্রতি সব দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শুধু কলম হাতে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না।' পার্কারের ভাষায় বলতে গেলে দাঁড়ায়, যা মানুষের জীবনে সাম্য আনে না তাকে কি করে ভগবানের অনুশাসনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় সেটা বিশেষভাবে ভাবা দরকার। এটাও ভাবা দরকার, 'যা মানুষের অসুবিধে সৃষ্টি করে সেই অনুশাসনের রচয়িতা কি করে ভগবান হতে পারে।'[২৪] মিলটনের মতে, 'পার্থিব অথবা স্বর্গীয় কোনো আদেশই মানুষের মঙ্গলের পরিপন্থী হতে পারে না।... মানুষের মঙ্গল সাধনই সমস্ত আদেশের সাধারণ লক্ষ্য... পার্থিব জীবনের মঙ্গলও তার মধ্যে পড়ে।'[২৫]

এ-জাতীয় উক্তি ঔদ্ধত্যপ্রসূত যদিও মহিমা বর্জিত নয়। এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে

১৮. ক্লার্কসন, *আ সিঙ্গল আই*, পৃ. ১৬; *দ লস্ট শিপ ফাউন্ড*, পৃ. ৩২-৩; তু.—হোল্যান্ড, *পরোক্ত*, এবং বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১০৭, ৭ অধ্যায়, পৃ. ১২৯, ৮ অধ্যায়।

১৯. *লেবোর্ন-পোফাম এম এস এস.*, (এইচ. এম. সি.) পৃ. ৫৭, ৫৯; তু.—এডওয়ার্ডস, *গাংগ্রীনা*, খণ্ড ৩, পৃ. ১০।

২০. ব্রেথওয়েট, পৃ· ১৭৮; আর·ফার্নসওয়র্থ, *দ হ্যান্টারস প্রিন্সিপালস অ্যান্ড ডেসিটস ডিসকভারড* (১৬৫৫) পৃ. ১৯।

২১. বোথামলি, *দ লাইট অ্যান্ড ডার্ক সাইডস অফ গড*, পৃ. ৭১-৮৪।

২২. এ. আর. এবং এম. বি. হল সম্পাদিত, *দ করেসপন্ডেন্স অফ হেনরি ওল্ডেনবার্গ*, খণ্ড ১, ১৬৪১-১৬৬২ (উইসকনসিন ইউ. পি., ১৯৬৫) পৃ. ৮৯-৯১।

২৩. ক্যাপ, *দ ফিফথ মনার্কি মেন*, পৃ. ১৬৬।

২৪. [এইচ. পারকার] *জুস পপুলি* (১৬৪৪) পৃ. ৫৭।

২৫. মিলটন, *কমপ্লিট প্রোজ*, খণ্ড ১, পৃ. ৬৯৯, খণ্ড ২, পৃ. ৮, ৫৮৮, ৬২৩।

পেরটের কথা যিনি সর্বশক্তিমান বিধাতার সামনেও টুপি খুলতে রাজি নন।[২৬] এ-ধরনের আচরণ গভীর পাণ্ডিত্যেরই লক্ষণ যা মিলটনের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়। কারণ বাইবেলের আখ্যান বস্তু এত বিকৃত ও প্রক্ষিপ্ত যে, তাকে আমাদের পথ নির্দেশক বলে মেনে নিতে অসুবিধে হয়। অতএব চূড়ান্ত বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব প্রজ্ঞা ছাড়া নির্ভরযোগ্য আর কিছু হতে পারে না। যে-কোনো শাস্ত্রের চেয়ে আমাদের প্রজ্ঞা অধিকতর উজ্জ্বল।[২৭] নিজের বিচারবোধ থেকে যে-সব ধারণা তিনি অর্জন করেছেন বাইবেলেও সেগুলি রয়েছে দেখে মিলটন আনন্দিত। কিন্তু তাঁর কাছে সেগুলি বিশেষ মূল্যবান কারণ সে-সব তাঁর বিবেকজাত, বাইবেলে আছে বলে নয়। তেমন জ্যাকব বোথামলিও মনে করেন না যে, 'ভগবান ছাড়া, বাইবেল বা অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে তাঁর শেখার কিছু আছে।' তাঁর মতে, আমাদের অন্তরের বাইবেলই আসল বাইবেল তো তার ছায়ামাত্র। যদিও উভয়ের দ্বারাই আমরা প্রতারিত হতে পারি।[২৮] জন এভারর্ডের মতে, 'যারা ব্যাকরণগতভাবে, আক্ষরিকভাবে অথবা পাণ্ডিত্য দিয়ে নয় ব্যবহারিক জীবনে যিশুখ্রিস্টকে জেনেছে তাদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কাছে 'অক্ষরজ্ঞান' অথবা 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা নেহাতই জোলো জিনিস।'[২৯]

উইনস্ট্যানলি বলেন, মানুষ ইতিমধ্যেই সত্যে উপনীত হয়েছে, অন্যের কাছে সে-অভিজ্ঞতা বিশদতর করার জন্যই শাস্ত্রগ্রন্থাদির উপযোগিতা। যে-মানুষ যুক্তিবাদী, 'তাকে কোনো মানুষের কাছ থেকেই শেখার প্রয়োজন নেই'[৩০] ফক্স বলছেন, 'আমাকে প্রভু যা শিখিয়েছেন, পরে দেখি বাইবেলেও সে-সব কথা রয়েছে।' ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন, 'ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সবকিছুই মানুষেরই মধ্যে রয়েছে। তোমাকে কোনো মানুষের থেকেই কিছু শিখতে হবে না।' 'মানুষের বিশ্বাস ও মহাপুরুষের জীবন কোনো অর্থেই বাইবেল এর উৎকৃষ্ট আধার হতে পারে না' এই অভিমত এডওর্য়াড বারোর মনঃপূত[৩১]। *ফেনস্টানটন, ওয়রবয়েজ ও হেক্সামের সম্মিলিত খ্রিস্টীয় চার্চগুলির কার্যবিবরণী* (*Records of the Churches of Christ gathered of Fenstanton, Warboys and Hexham*) যদিও পণ্ডিতিয়ানার চরম স্বাক্ষর বহন করে নাকিন্তুসেখানেও দেখি একই মনোভাবের প্রতিফলন। শোনা যায় যে, সমবেত নর-নারী বিবেকের দোহাই দিয়ে বাইবেলের মনোমতো নয় এমন সব অংশ খারিজ করে দিয়েছে। কার্যত তারা মিলটনের সামাজিক উপযোগিতা তত্ত্বকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে। কিন্তু বাপতিস্তরা পাল্টা উদ্ধৃতির সাহায্যে তাদের যাবতীয় যুক্তি খণ্ডন করে উন্নততর শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে।[৩২]

১৬৫৭ সালে উরস্টারের বস্ত্র ব্যবসায়ী ক্লিম্যান্ট রাইটার তাঁর *ফিডেস্ দিভিনা* গ্রন্থে একই দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন।তাঁর মতে,বাইবেলের বহু অংশ প্রতিলিপি গ্রহণের ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত; আবার তার অনুবাদও সর্বক্ষেত্রে মূলানুগ নয়। সে-কারণে বাইবেলকে অভ্রান্ত বলা চলে না। অতএব বাইবেল বলে কথিত গ্রন্থের কোন্‌গুলি ঈশ্বর-প্রসাদ ধন্য আর কোন্‌গুলি নয়, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। 'ভ্রান্তির সম্ভাবনা যুক্ত কোনো প্রতিবেদনই ঈশ্বর অনুমোদিত হতে পারে না।' যেমন বাইবেলে অলৌকিক ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে। 'সত্যিই সেগুলি ঘটেছিল কি-না

২৬. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ... ১০ অধ্যায়। মিলটন ও অন্যান্য র‍্যাডিকালদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২।
২৭. মিলটন, *ট্রিটাইজ অফ ক্রিশ্চিয়ান ডকট্রিন*, বই ১, অধ্যায় ৩০।
২৮. বোথামলি *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৭৬-৭।
২৯. সি ওয়েবস্টার কর্তৃক উদ্ধৃত, 'ইংলিশ মেডিকেল রিফর্মার্স অফ দ পিউরিটান রেভোলিউশন', সংখ্যা ১৪, পৃ. ২৬-৭।
৩০. স্যবাইন, পৃ. ২৫১; দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১০৭, ৭ অধ্যায়।
৩১. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৩৬। *গসপেল-ট্রুথ*, পৃ. ১৩১, ১৩৮; বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ৫৪১।
৩২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬৮-৯, ৯ অধ্যায়, পৃ ২৭০-১, ১৮ অধ্যায়।

তা কে বলতে পারে।'[৩৩] রাইটার বারবার দাবি করেছেন যে, 'তিনি স্কুলে কখনো যান নি কলা বা বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রথাগত বিদ্যাচর্চা করেন নি।' তাঁর মতে, 'এ-ধরনের বিদ্যা পশুকুলের বাড়তি প্রত্যঙ্গ না হলেও সেটা যে খ্রিস্ট-বিরোধীদের অগ্রগতির সহায়ক সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।' তিনি জ্ঞানী অথবা 'বেহুঁশ ইতরদের' জন্য নয় লিখেছেন উভয়ের মধ্যবর্তী আটপৌরে লোকজনদের জন্য।' তিনি বিশ্বাস করেন যে, এখনকার সাধারণ ইংলণ্ডবাসীই একমাত্র ঐশী ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ১৬৫০-এর দশকের মাঝামাঝি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও আরবেরির মতো নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তিনি বলছেন, এখন যে-রকম স্বধর্মত্যাগের হিড়িক পড়েছে তাতে সেই মহিমার দীপ্তি ভগবান বাইবেল থেকে প্রত্যাহার করেছেন তাকে আর স্মরণ করা নিরর্থক।' 'এই ব্যবিলনীয় অন্ধকার সহজে দূর হওয়ার নয়।' অতএব একে অপরকে সহ্য করা, প্রার্থনা করা ও প্রতীক্ষায় থাকাই হবে আমাদের কাজ'।[৩৪] বাক্সটারের মতে রাইটার একজন বিধর্মী মানুষ।[৩৫]

স্যামুয়েল ফিশার ১৬৬০ সালে তাঁর *রাব্বাইদের প্রতি মূর্খদের ভয়ার্ত চীৎকার (The Rustics Alarm to the Rabbies)* গ্রন্থখানিতে এ-জাতীয় যুক্তিগুলি যথেষ্ট বিদ্যাবত্তার সহায়তায় মজবুত করেছেন। বাইবেলের অক্ষরের চেয়ে মানুষের বিবেক বড়ো। তাঁর জিজ্ঞাসা, প্রচলিত বাইবেল নামে চালু বইগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়? এগুলিকে ঐশীবাণী বলাটা নিছক বোকামি। নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্গত অনুশাসনগুলি যে ঈশ্বর অনুমোদিত তার কোনো প্রমাণ নেই। বাইবেলের প্রামাণ্য অংশ (Apocrypha) সম্ভবত ঈশ্বর-অনুমোদিত, অতএব আখ্যানভাগের সেই অংশই বিশ্বাসযোগ্য। মনে রাখা দরকার যে, উভয় টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত বহু বই খোয়া গিয়েছে। ঐশী প্রেরণাপ্রসূত গ্রন্থ হলে ভগবান কি তা হতে দিতেন?[৩৬] সবাই মেনে নিয়েছে বলেই কি অনুশাসনের বর্তমান সংস্করণকে ঈশ্বরপ্রসাদ ধন্য বলে মেনে নিতে হবে। তাহলে এই কথা তো কোরানের বেলায়ও ঘাটে। 'যুগ যুগ ধরে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা তো তাকে ঈশ্বর প্রণীত গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করে আসছেন।' তাহলে?[৩৭]

এমন কি জন আওয়েনও স্বীকার করেন যে, অনুবাদকেরা একাধিক ভুল করেছেন। এখন ভুলের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে—মূল থেকে কতখানি বিচ্যুত? কিন্তু কে বলতে পারে, তারা বাইবেলের আসল অর্থই বিকৃত করে নি।[৩৮] হিব্রু থেকে ভাষান্তর করার ক্ষেত্রে দু-ধরনের ভুলই ঘটেছে : প্রতিলিপি-ঘটিত ও অনুবাদে , আর তার ওপর ছাপার ভুল তো রয়েইছে। অতএব 'বাইবেল অনিশ্চয়তার এক স্তূপ বিশেষ।' আওয়েনকে উদ্ধৃত করে ফিশার বলছেন : 'যে বিশ্বাসের মূল ভিতই অনিশ্চয়তায় ভরা, সেই বিশ্বাসও অলীক আর অনিশ্চিত ছাড়া কি হতে পারে।' সুতরাং বাইবেল হচ্ছে ঐশীবাণী, এই অনুমান-নির্ভর বর্তমান বিশ্বাসের ভিতও তারই সঙ্গে আলাগা হয়ে পড়ে। বাইবেল, আসলে 'বহুজন রচিত এক অসংলগ্ন রচনা-সংকলন। এবং... এই রচনাগুলি অবশ্য মাননীয় ও অবশ্য পালনীয়। অনুশাসন হিসেবে সমস্ত মত ও পথের মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে'।[৩৯]

অতএব বাইবেলের আখ্যানভাগ নিয়ে প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে অন্তহীন বিতর্কের সূচনা এবং পরিণামে মারামারি কাটাকাটি। প্রোটেস্টান্টদের ধারণা, চার্চের প্রাচীন ঐতিহ্য বড় কথা নয় তার ওপরে স্থান দিতে হবে বাইবেলকে; তাহলেই গড়ে উঠবে খ্রিস্টান জগতের ঐক্য।

৩৩. *ফিডেস ডিভাইনা*, নানাস্থান দ্রষ্টব্য; দ *জুস ডিভিনাম অফ প্রেসবিটারিয়ানিজম* (২য় পরিবর্ধিত সং ১৬৫৫) পৃ. ৬৬-৯; *অ্যান অ্যাপলোজেটিকাল ন্যারেশান* (২য় সং. ১৬৫৮) পৃ. ৬২, ৭৮।

৩৪. রাইটার, *অ্যান অ্যাপলোজেটিকাল ন্যারেশান*, পৃ. ৭৫, ৮০, ১১; পরিশিষ্ট এবং সংযোজন, পৃ. ৮-৯।

৩৫. *রেলিক্যুইয়া বাক্সটেরিনা* খণ্ড ১, পৃ. ১১৬। ৩৬. ফিশার, *টেস্টিমনি*, পৃ. ১৪, ৫১-২, ২৭২-৯৭।

৩৭. আমরা আবারো স্মরণ করতে পারি যে, বুনিয়ানেরও একই ধরনের সন্দেহ ছিল। (দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১২৮-২৯.।) ১৬৪৯ সালে ইংলণ্ডে কোরানের একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, যা থেকে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি যে, তা সে সময়ে হঠাৎ ভয়ের কারণ ঘটিয়েছিল।

৩৮. ফিশার, *টেস্টিমনি*, পৃ. ৩৮৪, ৩৮৯। ৩৯. *ঐ*, পৃ. ৩৯৬, ৪০০, ৪০৩, ৪২০, ৪৩৫।

কিন্তু কার্যত নবদীক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত যাজক মহলে ঐক্যের পরিবর্তে ভাঙনই বড় হয়ে দেখা দিল। 'বাইবেলের ব্যাখ্যাতাদের মন এমন কালিমাযুক্ত যে, তারা গোটা দেশে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে।' যা বিগড়ে গেছে তা ঠিক করা নিছক অক্ষর সমষ্টির কম্ম নয়। 'যতদিন মানুষ নিজের বিবেকের বাণীর প্রতি বধির থাকবে' ততদিন তার মনে কোনো শান্তি থাকবে না।[৪০]

প্রকৃত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ফিশারের স্মরণীয় কাজ হলো জনপ্রিয় বাইবেল আলোচনা-সমালোচনা। তার ফলে, প্রোটেস্টান্ট ভাবধারার ক্ষেত্রে বাইবেল তার মূল মর্যাদার আসন হারিয়ে অন্য পাঁচটা বইয়ের পর্যায়ে চলে এসেছে। বিগত এক শতক জুড়ে বাইবেলকে মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণের হাতে তুলে দেবার জন্য কত মানুষই না প্রাণ দিয়েছে। প্রোটেস্টান্ট দেশগুলিতে বাইবেল লোকশিক্ষা প্রসারের বাহন। আর এখন ঠাণ্ডা মাথায় ফিশার জানাচ্ছেন, বাইবেলও হরেক রকমের হয় এবং পয়সা থাকলেই মানুষ তা কিনতে আর পড়তে পারে। বাইবেল অতি পঠিত ও বহুল শ্রুত।[৪১] প্রোটেস্টান্টদের এই অধঃপতন দেখে শহীদরা আঁতকে উঠবেন আর বিদ্রুপের হাসি হাসবে তাদের ঘাতকরা। ফিশারের সমালোচনা গ্রন্থখানি প্রোটেস্টান্ট সংসারে বাইবেল নিয়ে মাতামাতির অবসান ঘটাল। নানা মত ও পথের বিশ্বাসীদের বাইবেল সংক্রান্ত নানা ব্যাখ্যার পরিণতিতে প্রোটেস্টান্ট সংহতির অবসান ঘটল। ফিশার কার্যত বাইবেল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সমরূপতার চিন্তা বাতিল করে দেন এবং তারই সঙ্গে প্রোটেস্টান্ট সংসারের ঐক্য। বাইবেলের আধিপত্যের অবসান ঘটল; তারই সঙ্গে কিন্তু প্রাচীন-ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন নয়, এটা আসলে নিছক কর্তৃত্বেরই অবসান।

ফিশার স্বীকার করেন যে, যাঁরা আলোকপ্রাপ্ত তাঁদের মধ্যেও বাইবেলের ব্যাখ্যা নিয়ে মতৈক্যের অভাব রয়েছে। তিনি বলছেন, কোনো কিছুর মাপজোখ নিয়ে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে কি বুঝতে হবে গজ ফুট বলে কিছু নেই। এ-ক্ষেত্রে তাঁর মাপকাঠি হচ্ছে রেঁনেশীয় বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা যা তিনি বাইবেল পর্যালোচনায় প্রয়োগ করেছেন। ফিশারের লিখনশৈলী এত বেগবান, প্রাণবন্ত ও সহজবোধ্য যে, লেখককে কেউ বিধর্মী বলে সন্দেহ করবে না। তাঁর গ্রন্থখানি এক শতাব্দী ধরে কোয়েকারদের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ হয়ে রইল। সুতরাং আলোচ্য যুগে গ্রন্থখানির তাৎপর্য অপরিসীম। ১৬৪০ ও ১৬৫০-এর দশক দুটির তীব্র মতবিরোধের পরিমণ্ডলে মূল ভিত ধ্বংস না করে মানুষের বিবেক বাইবেলের আসন ছিনিয়ে নিল। যখন সব দ্বন্দ্ব ও বৈরিতার অবসান ঘটল কিন্তু ভগবানের রাজ্য কায়েম হলো না তখন দেখা দিল উল্টো রথের পালা। ফিশারের বাইবেল সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিবর্তিত কোলাহলমুক্ত পরিবেশে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় এক ধরনের বিরূপতা এবং জাগে নানান সংশয়। 'প্রদীপ্ত বিবেকে'র ওপর গুরুত্ব আরোপ তো পৌত্তলিক দার্শনিকেরাও করে থাকেন।[৪২] এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে তার প্রভেদ নির্ণয় করা তো অসম্ভব ব্যাপার। ভ্যানব্রুগ রচিত 'প্ররোচিত ঘরণী' নাটকের এক দৃশ্যে নায়িকা লেডি ব্রুট নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্গত 'মন্দের বিনিময়ে ভালোকে দান করার' অংশটি 'অনুবাদ-প্রমাদ বলে অভিহিত করেন।'[৪৩] মহিলাটির ওপর ক্লিম্যান্ট রাইটার ও স্যামুয়েল ফিশারের প্রভাব যে পড়ে নি তা কি জোর করে বলা যায়? বৈপ্লবিক দশকের অভিঘাতে এবং উইনস্ট্যানলি, হবস্, রাইটার ও ফিশারের হাতে পড়ে বাইবেল আর হৃত মর্যাদার আসনটি ফিরে পেল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত সমাজের চোখে যাজককুলের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে উইলিয়ম ডেলের মতো ফিশারও কলঙ্কভাজন হলেন। কারণ তিনি জ্ঞানলব্ধ রহস্যময়তার আবরণ উন্মোচন করে দিয়ে তাকে জনসমাজে হেয় করার কাজে তাঁর জ্ঞানের অপ-প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ইতর লোকদের সোরগোলে ভয় পেতে রাব্বাইরা ঘোরতর অনিচ্ছুক। ইংরেজ জাতির জীবনে জ্ঞানদীপ্তি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পুরোগামী মহাজনরূপে প্রত্যাশিত স্বীকৃতি কিন্তু ফিশার পান নি যা তাঁকে দেওয়া উচিত ছিল।

৪০. *ঐ*. পৃ. ৪৪০-১। ৪১. *ঐ*. পৃ. ৫৫৫। ৪২. *ঐ*. পৃ. ৭০১-৪।

৪৩. স্যার জন ভ্যানব্রুগ, *দ প্রোভোক'ড ওয়াইফ*, অঙ্ক ১, দৃশ্য ১। এছাড়াও দ্র.- বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৯৭-৮,

১২ জন ওয়ার ও আইন

অধীনস্থ প্রজাকুলকে কিভাবে বিজেতারা শাসন করতে চান তার ঘোষিত অভিব্যক্তিই হলো··· আইন।

উইনস্ট্যানলি *ফায়ার ইন দ বুশ* (১৬৫০) স্যাবাইন-এর পৃ. ৪৬৪।

১ আইন

রাষ্ট্র আর তার আইন ব্যবস্থা যে নিম্ন কোটির মানুষদের দাবিয়ে রাখার মাধ্যম এই সত্য অন্যান্য র‍্যাডিকালদের চেয়ে উইনস্ট্যানলি অনেক বেশি করে উপলব্ধি করেছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে আমি অন্যত্র প্রমাণও হাজির করেছি।[১] উচ্চ ধর্মাধিকরণেও (chancery) ভদ্রলোকের মুখের কথা সাধারণের আইনের চেয়ে বেশি সমাদৃত। স্বপক্ষে সাক্ষী জোগাড় করা সত্ত্বেও একজন পরিচারিকার বক্তব্য উক্ত ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে ধোপে টিকবে না।[২] ফ্রান্সিস অসবর্ন লক্ষ্য করেছেন যে, 'যখন কোনো ধরনের খুন অথবা নরহত্যা জাতীয় অপরাধ সংঘটিত হয় সাধারণত পাড়ার গরীবদের বাড়িতেই আগে তল্লাসী চালানো হয়।'[৩] নিউ মডেল আর্মির অনেক সৈনিকের ধারণা ছিল যে, গৃহযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণের অন্যতম লক্ষ্য আইনের সংস্কার সাধন।[৪] তারা আরো চেয়েছে যে, বুজরুকদের যাবতীয় তুকতাকের রহস্য সাধারণের গোচরীভূত করা হোক। লাতিন অথবা ফরাসীতে নয়, আইন সংক্রান্ত যাবতীয় লেখালেখি করা হোক ইংরেজিতে। চেয়েছে, আদালত বসুক ঘরের কাছে বিচারকের আসনে বসুক আটপৌরে মানুষজন। জে পি-রা নির্বাচিত হোক সমস্ত আইন সঙ্কলিত হোক। আইন ব্যবসায়ী ও তাদের দক্ষিণা প্রদানের রীতি লুপ্ত হোক[৫]। উইনস্ট্যানলি লিখছেন, 'রাজার আইন এমন কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় যাতে সাধারণ মানুষ ফাঁদে পড়ে এবং এক আদালত থেকে আর এক আদালতে ছুটোছুটি করতে বাধ্য হয়। আর আইন ব্যবসায়ী ও যাজক প্রমুখ রাজার সমর্থকরা তার ফলে বিত্তশালী হয়ে ওঠে এবং অন্য মানুষের শ্রমের দৌলতে মহাআরামে কালাতিপাত করতে পারে।' 'আইন হচ্ছে শেয়াল আর সাধারণ মানুষেরা হাঁস। শেয়াল তাদের পালক একে একে উপড়ে নিয়ে তারপর হাঁসটিকে মহাসুখে ভোজন করে।'[৬] 'যাজক ও সাধারণ আইন ব্যবসায়ীরা দেশের সবচেয়ে বড় উৎপীড়ক'—এ-কথায় আরবেরির মন সায় দেয়। হতভাগ্য

১· দ্র.—আমার *সেঞ্চুরি অফ রেভোলিউশন* (স্পিয়ার বুকস) পৃ. ৪৮-৯, ১৫৭-৮; *এস. অ্যাণ্ড পি.*, পৃ. ৩৭৩-৩৭৫: *রিফর্মেশান টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন*, পৃ. ৪৮-৫৯; 'দ মেনি–হেডেড মনস্টার', পৃ. ৩০২-৩।
২· ডব্লিউ. জে. জোনস, *দ এলিজাবেথান কোর্ট অফ চান্সেরি* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৬৭) পৃ. ৩২১; তু.—পৃ. ৩৮২, ৪৬১-২।
৩· অসবোর্ন, *আ মিসেলিনি অফ সান্ড্রি এসেস* (১৬৫৯) পৃ. ৩৫; *মিসেলেনিয়াস ওয়র্কস* (১৭২২) খণ্ড—১-এ।
৪· ভিয়াল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩; জে. জোনস, *দ জাজেস জাজেজড আউট অফ দেয়ার ওন মাউথস* (১৬৫০) পৃ. ৯৩-৪।
৫· ভিয়াল, *পূর্বোক্ত*, নানাস্থান দ্রষ্টব্য : আই. ও. ই. আর, পৃ. ৬৯, ২৫৯-৬৫; এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ৮২, ১০৯-১০; তু.—এস.বাটিলার, *ক্যারেকটারস অ্যাণ্ড প্যাসেজেস ফ্রম নোটবুকস*, সম্পাদিত এ. আর.ওয়ালার (১৯০৮) পৃ. ৭৪-৫।
৬· স্যাবাইন, পৃ. ৫৮৯, ৪৬৮; তু.— পৃ. ২৭৬, ৫৫৭-৯।

বন্দী আর গরীবদের ওপর চলে সবচেয়ে বেশি উৎপীড়ন।'[৭] কোয়েকারপন্থী ফ্রান্সিস হাউগিলের মতে, 'আইন হচ্ছে সে-সব হিংসুটে লোকদের জন্য যাদের গরীব প্রতিবেশীদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মতো যথেষ্ট অর্থ আছে।'[৮] বারো 'আইনের বিরাট ও গুরুভার উৎপীড়ক ভূমিকার' বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তাঁর মতে, আইনের দাক্ষিণ্যে গরীব মেরে আইন ব্যবসায়ীরা বড়লোক হয়। গরীবদের ক্ষেত্রে 'ব্যধির চেয়ে তার প্রতিকার আরো দুর্বহ।' উইস্ট্যানলির মতো তিনি ও ফক্স চুরির অপরাধে প্রাণদণ্ডবিধির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।[৯]

জর্জ ফক্স (কনিষ্ঠ) এই বক্তব্যের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির মূল আদলটি দেখতে পান

> 'ধনী ও লোভী উৎপীড়ক সমাজ — যারাই কেবল আইন-প্রণেতা নির্বাচনের ক্ষমতা রাখেন তারা স্বভাবতই তাদেরই নির্বাচন করবেন যারা তাদের উৎপীড়নের সহায়ক হবে। আর গরীবদের ক্ষেত্রে সে অত্যাচার ও উৎপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। নতুবা তারা বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত হবে।'[১০]

এমন কি অলিভার ক্রমওয়েলও ১৬৫০ সাল নাগাদ মন্তব্য করেন যে, 'আইনের দশা এখন যা দাঁড়িয়েছে তা শুধু উকিলদের পেট ভরাবার জন্য আর গরীবদের ওপর ধনীদের অত্যাচারের মদত দেওয়ার জন্য।'[১১]

এ-বিষয়ে অন্তহীন উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। কিন্তু ওলট-পালট হওয়া জগতে যেখানে সম্পত্তি বলে ব্যক্তিগত কারো কিছু থাকবে না সেখানে 'বিচারক বলে অভিধাটিও লুপ্ত হবে।' একজন মুচিকে ডাক অথবা এক কসাইকে তার দোকান থেকে ডেকে আনো অথবা যে-কোনো সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বণিক শুনুক বিষয়টা কি এবং তার মতামত জানিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে কাজে বসুক।[১২] উকিল বলে আলাদা কেউ থাকবে না; কারণ এখানে বেচা-কেনার কোনো ব্যাপার নেই। আইনের গোটা গোটা অক্ষরগুলিই বিচারক ও উকিল।[১৩] জন রোজার্স, জন স্পিট্‌ল্‌হাউস ও পিটার চেম্বারলিন বিচারকপদ নির্বাচনমূলক করার পক্ষে।[১৪]

সাবেকী সমাজব্যবস্থার আওতায় র‍্যাডিকালরা তাদের লক্ষ্য পূরণের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিচারকের চেয়ে জুরিদের স্থান ঊর্ধ্বতর করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে, হাতের কাজ জানা নিরক্ষর কারিগর কলম-পেষা কারিগর বিচারক অথবা উকিলের চেয়ে বেশি বিচার ক্ষমতার অধিকারী।[১৫] তারা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের চেয়ে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে বেশি কৃতকার্য। জন রোজার্স্ ঘোষণা করেন যে, আইন ব্যবসায়ীরা গৃহস্থদের নর্মান সৈন্য-বাহিনী; পুরোহিতরা যেমন খ্রিস্ট-বিরোধীদের যাজক।[১৬] *জন সাধারণের জন্য* পতাকার নিচে সংগঠিত

৭. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ৪২।

৮. হাউগিল, *আ ও টু ম্যাজিস্ট্রেটস* (১৬৫৪) বেলাস্‌কো কর্তৃক উদ্ধৃত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫।

৯. বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ৫০০; বেলাস্‌কো, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪-৫, *স্টেট পেপারস রিলেটিং টু ফ্রেণ্ডস*, পৃ. ৩৯-৪৪—১৬৫৮-র একটি পিটিশন। এছাড়াও দ্র.—ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৫৪ স্যাবাইন, পৃ. ২০১।

১০. জি. ফক্স, *আ ফিউ প্লেন ওয়র্ডস* (১৬৫৯) পৃ. ২।

১১. লাডলো, *মেমোয়ার্স*, খণ্ড ১, পৃ. ২৪৬।

১২. *ওয়ালউইনস উইলস* (১৬৪৯), এইচ. অ্যাণ্ড. ডি.-এর পৃ. ৩০৩।

১৩. উইনস্ট্যানলি, *দ ল অফ ফ্রিডম* (১৬৫২), স্যাবাইন-এ, পৃ. ৫১২।

১৪. ক্যাপ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০।

১৫. জে. জোনস, *দ জুররস জাজেস অফ ল অ্যাণ্ড ফ্যাক্ট* (১৬৫০) পৃ. ৪৯-৭৬। জোনস লিলবার্ন-এর পক্ষ নিয়েছিলেন। কিন্তু দ্র.— ভিয়াল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৬, তিনি মতামত দিয়েছেন যে, প্রভূত ধনী ও একেবারে দারিদ্ররা জুরিপ্রথার সংকোচন চেয়েছিলেন : আর এদের মাঝামাঝি 'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা' চেয়েছিলেন এটার প্রসারণ ঘটাতে।

১৬. ই. রোজার্স, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭-৮।

সাধারণ মানুষের অনিয়মিত সেনাদলের নায়ক হেনরি মার্টেন জুরি মহোদয়দের বলেন, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য তাঁরা যেন বিচারকের সামনেও টুপি পরে থাকেন। কারণ তাঁরাই আদালতের প্রধান বিচারপতি।[১৭] লিলবার্নও যখন একই তত্ত্ব প্রচার করেন তখন তাকে বিচারক জার্মিন জঘন্য ঈশ্বর নিন্দার নিদর্শন বলে অভিহিত করেন।[১৮] লেভেলার, ডিগার ও কোয়েকাররা উকিলদের দক্ষিণা না-দিয়ে নিজেরাই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতেন— অনেক সময় বেশ সফলও হতেন। জর্জ ফক্স যিনি লিলবার্নের মতো আইন সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারককে উপেক্ষা করে জুরিদেরই সম্বোধন করতেন। 'সমস্ত আইনকে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের আকার দেওয়া হোক বাকিদের পুড়িয়ে ফেলা হোক'— লেভেলার ও পঞ্চম রাজতন্ত্রীদের এই দাবির প্রতি জর্জ ফক্স সমর্থন জ্ঞাপন করেন [১৯] ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত বুশেল মামলার আসামী ছিলেন কোয়েকার উইলিয়ম পেন্ ও উইলিয়ম মিড্ সেখানে জুরিদের রায়ের সঙ্গে বিচারকের মতানৈক্য হওয়াতে ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

আইন সংস্কারের পক্ষে জোরদার যুক্তি এবং র‍্যাম্প পার্লামেন্টের আইন সংশোধনী কমিটি ও বেয়ারবোন্ পার্লামেন্টের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সংস্কারকরা ব্যর্থকাম হন। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে আইন-সংস্কারের বিপক্ষে মত জ্ঞাপন করতে গিয়ে চার্লস কোক বলেন : 'সম্পত্তির কোনো মূল্য নেই যদি স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়; আর স্বাধীনতা মূল্যহীন যদি সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়।'[২০] এ-ধরনের বক্তব্য আয়ারটন ও বাক্সটারের ভালো লাগার কথা এবং বিত্তবান সমাজের মনোভাব এই উক্তিতে প্রতিফলিত। উইনস্ট্যানলি বলছেন, 'তরবারির দ্বারা যখন রাজশক্তি নির্ণীত হয়, তখন রাজার পুরোনো আইন ব্যবস্থা আবার রাজশক্তিকে স্বপদে অধিষ্ঠিত করে।' কমনওয়েলথের জল দিয়ে যতই প্রক্ষালন করা হোক না কেন পুরোনো আইনের মুখ একই রকম জরাজীর্ণ।[২১] আইন ব্যবসায়ীরা প্রথমে ক্রমওয়েলের মাথায় মুকুট পরাতে চেয়েছে তারপর চেয়েছে দ্বিতীয় চার্লসকে আবার ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু আইন সংস্কারের কাজ উনিশ শতক পর্যন্ত মুলতুবি রইল।

২ জ ন ও য়া র

কিন্তু র‍্যাডিকালদের পক্ষে যুক্তির কিছু ঘাটতি নেই। এবং তাঁদের প্রধান পক্ষ সমর্থনকারী অন্যতম হলেন জন ওয়ারের মতো আকর্ষণীয় মানুষ। ইতিহাসে তিনি আইনের মৌলিক সংস্কারকামী একজন আইনবিষয়ক লেখক রূপে পরিচিত। 'যখনই গরীব ও নিগৃহীত মানুষ অধিকার দাবি করে তখনই তাদের আইনের মুখোমুখি হতে হয়... অধিকাংশ সময় ঐ আইনই নিগ্রহকারীর ছাড়পত্রে পরিণত হয় এবং আইনের আসল উদ্দেশ্য যেন জনসাধারণকে দাস করে রাখা।' আইনের মৌলিক সংস্কার সাধন ছাড়া মানুষের মুক্তি অসম্ভব। 'মানবাধিকারের সমবন্টন ও দ্রুত-বন্টনই সমস্ত আইনের সারমর্ম।' নর্মান বিজয়ের পূর্বে আইন যখন মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল তখন মানুষ নিজেই দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারত।[২২]

তাঁর সংস্কারকামী প্রবন্ধ পুস্তকটির প্রতি ছত্রে উঁকি দিচ্ছে গভীরতর এক দুর্লভ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। ' সরকার পত্তনের গোড়ায়, আইন তৈরি হওয়ার আগে মানুষই ছিল ন্যায়ের

১৭· *দ ট্রায়াল অফ লেফট্যানান্ট-কর্নেল জন লিলবার্ন* (২য় সং. ১৭১০) পৃ. ১০৮ পাদটীকা; তু.—পৃ. ১০৬-৭, এবং ব্রেলসফোর্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪২।

১৮· পি. গ্রেগ, *ফ্রি-বর্ন জন* (১৯৬১) পৃ. ২৯৯।

১৯. ফক্স, *সেভারেল পেপারস গিভেন ফোর্থ* (১৬৬০) পৃ. ৩২-৩।

২০. সি. জি. কোক, *ইংলণ্ডস কমপ্লিট ল জাজ অ্যাণ্ড লইয়ার* (১৬৫৬) ভূমিকা ও পৃ. ২০।

২১. স্যাবাইন, পৃ. ৫০৫, ৫৮৭; তু.—আমার *গড'স ইংলিশম্যান*, ৪৪১।

২২. জে. ওয়ার., *দ করাপশান অ্যাণ্ড ডেফিসিয়েন্সি অফ দ লজ অফ ইংলণ্ড* (১৬৪৯) *হারালিয়ান মিসেলিনি*-র (১৭৪৪-৬) খণ্ড ৩, পৃ. ২৪০, ২৪৫-৭-এ।

অংশভাক্।' কিন্তু এখন 'আইন প্রণীত হওয়ার পর কামলালসাকেই মহিমান্বিত করা হয়েছে.... আইনের পর আইন এসে মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে।..... বে-আইনী দখলদার সিংহাসনে বসেছে এবং স্বাধীনতা আজ নির্বাসিত, যা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় মানুষের চেতনায় জাগরূক।' 'এ-রকম মাকড়সার জালসদৃশ পলকা, ফেনিল ও কলহপ্রবণ আইনব্যবস্থা নিপীড়িত মানুষের কোনো প্রয়োজন মেটাতে পারে না। যেমন পারে না টমাস অ্যাকুইনাস ভগ্নহৃদয় খ্রিস্টানের মনের সংশয় ঘোচাতে। মৌলিক আইনের ধারণাটিকেও বিগ্রহের আসনে বসানো উচিত নয় (লেভেলাররা যা করেছে)। আমি প্রশ্ন করি, মৌলিক আইন কি সেই লোকমান্য প্রথা যা প্রাচীনকাল থেকে আজো বহমান? আমার মতে, আইন যত মৌলিক ততই দুর্বোধ্য এবং তাকে সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা তত বেশি।' 'কিন্তু মানুষের মন এক বড় চাকার মতো; সেখান থেকেই জগতের যাবতীয় পরিবর্তনের সূত্রপাত, স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকৃতি সেখান থেকে অহরহ ঝরে পড়ছে।' শক্তিমানের বিরুদ্ধে দুর্বলের রক্ষা কবচ হিসেবে আইনের আদি ও অকৃত্রিম চেহারা ফিরিয়ে আনা একান্ত জরুরি।[২৩]

তার আগের বছর জন ওয়ারের দার্শনিক ভাবনার সারমর্ম *অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিভিল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল* সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। অন্তরের ধর্মের ক্ষেত্রে র‍্যাডিকাল প্রোটেস্টান্টরা যে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে তাকে আইনসিদ্ধ করাই হলো তাঁর দর্শনের সারমর্ম। তাঁর আইন-তত্ত্ব মানুষের প্রদীপ্ত বিবেকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ওয়ার ইতিহাসকে দুটি বিবদমান শক্তির মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের আলোয় বিচার করেছেন—সাম্য (যুক্তি) এবং আঙ্গিক (Form) (আচরণ ও প্রথা); নীতিভিত্তিক ধর্ম বনাম অনুষ্ঠানভিত্তিক ধর্ম। (সাম্য এখানে আইনের পরিভাষা নয়। ওয়ারের মতে, শুধু আইনের ভাষাকে প্রতারিত করার জন্যই চ্যান্সেরি-বিচারালয়ের সৃষ্টি। 'আইন যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন তার একধরনের নিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু বিবেকের নামে, সব কিছু কার্যকারণের মূল ধার্য করা হলো মানুষের স্বার্থ-কলুষিত মনোভাবকে।'[২৪]) ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে ওয়ারের চিন্তাধারা অন্যান্য র‍্যাডিকালদের মতো সংস্কারাচ্ছন্ন যদিও তাঁর ভাষা আলাদা। 'আঙ্গিক সংরক্ষণের তাগিদে যাজক ও গৃহীর মধ্যে পার্থক্যের সূচনা প্রেসবিটারীয় কায়দায় অথবা পোপ প্রদর্শিত পথে যাজকদের ও সংশ্লিষ্ট মানুষদের পার্থিব স্বার্থ-সংরক্ষণ সম্ভব; এমন কি স্বাধীন চার্চের পথেও তা চলতে পারে। আইন সংস্কার আসলে অধ্যাত্ম বিপ্লবের অংশবিশেষ। বহিরঙ্গের ওপর সাম্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার্জনের সঙ্গে তাল রেখে পার্থিব স্বার্থগুলিও ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। 'অন্ধকারের গর্ভে দীর্ঘকাল ধরে অদৃশ্য নীতিগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উদ্ধারের এই তো সময়। এই নীতিগুলির প্রবক্তা সন্তপুরুষরা জগতকে নাগরিক সভ্যতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করাকে সম্মানের কাজ বলে গণ্য করেন এবং তার জন্যে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতীক্ষায় রয়েছেন।' 'অন্ধকারের অস্তিত্ব রয়েছে মানুষের অন্তরে যার অর্থ সাম্যের অভাব এবং আঙ্গিকভিত্তিক আদর্শকে আঁকড়ে থাকা। মানুষের বাইরের দাসত্বের জোয়াল আসলে অন্তরাশ্রয়ী অন্ধকারেরই বহিঃপ্রকাশ।'[২৫]

নীতি নিয়ে বিশ্বজনীন লড়াইয়ের ক্ষেত্রে, ওয়ারের মতে, ভগবান রয়েছেন যুক্তির সপক্ষে যদিও আঙ্গিক যুক্তিরই ছত্রছায়ায় আশ্রয় লাভের চেষ্টা করে। ওয়ার যা করতে চান :

> বহিরঙ্গ বা আঙ্গিকের (Form) দাসত্ব থেকে শুদ্ধ চেতনার মুক্তিসাধন ও তাকে সাম্যের পর্যায়ে উন্নীত করা যেহেতু সাম্যই চেতনার সারবস্তু। অশুভ চেতনাকে সংযত করা অথবা তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব হলেও নীতিনিষ্ঠ মানুষকে নিজের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা অটুট রেখে সাম্য ও যুক্তির পথ ধরে হাঁটতে হবে। মানুষ নিজেই নিজের সীমানা নির্ধারণ করবে যা এমন কি সাম্যও নয়।[২৬]

২৩. *ঐ.*পৃ. ২৪০-৩, ২৪৮। ২৪. *ঐ.*পৃ. ২৪৬। ২৬. *ঐ*, পৃ. ৬-১০।
২৫. ওয়ার, *অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস সিভিল অ্যাণ্ড স্পিরিচুয়াল*, (১৬৪৮) পৃ. ৩-৫, ৩৪।

ইংলণ্ডে, আইন যেহেতু ধনীর দ্বারা গরীব দলনের মাধ্যম মাত্র এবং সেটা যুক্তিগ্রাহ্য অতএব আইন অবাধ্যতা ও রাজদ্রোহের দোষে দুষ্ট। (কয়েকটি ক্ষেত্রে অবাধ্যতা দাসত্বের চেয়ে অধিকতর আইনসিদ্ধ; যেমন স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডবাসীর বিদ্রোহ অথবা প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের বিদ্রোহ; যদিও এক্ষেত্রে সেটা অপ্রাসঙ্গিক।) ' বিশ্ব অথবা বর্তমান সমাজব্যবস্থার ধ্বংস কারো কারো কাছে এক বিরাট ক্ষতি কিন্তু তাতে গোটা পৃথিবীর মঙ্গল হবে। ভগবানের আদলে গড়া সাম্য তখন শীর্ষবিন্দুতে গিয়ে পৌঁছবে।' যত দুঃখ-কষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতি ও রক্তপাত এসবের জন্য আমাদের ভোগ করতে হবে তার সব কিছুরই ক্ষতিপূরণ ঘটবে, সাম্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই। 'তোমরা হয়তো বলবে, এই নীতি তো যাবতীয় আইন-শৃঙ্খলা, ম্যাজিস্ট্রেট-সরকার সব কিছুকেই নস্যাৎ করে দিয়ে চরম ব্যভিচারের রাজত্ব তৈরি করবে এবং তার ফলে পৃথিবী হবে জঞ্জালে আকীর্ণ!' এইসব সংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা দূর করা দরকার। পৃথিবীর বহিরঙ্গখানিতো 'এক মেকী সুশৃঙ্খলতার প্রদর্শনী.... যা শুধু শরীরী সুখের জন্য তৈরি। ' ভগবান এই তথাকথিত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তাঁর নিজস্ব 'অরাজক' ব্যবস্থা তৈরি করতে চান সানন্দে এবং ঐ অরাজক ব্যবস্থাই সত্যিকারের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। আঙ্গিকের মৃত্যু আসলে 'মৃতের পুনরুজ্জীবন লাভ।'[২৭]

আঙ্গিক ও যুক্তি, সাবেকী ব্যবস্থা ও সাম্য, আইন ও ঐশী কৃপা—এই অভিধাগুলির মধ্যে প্রভেদ নির্ণয়ের প্রয়াস সমগ্র সপ্তদশ শতকীয় র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে এবং এ-বিষয়ে ওয়ায়ের চিন্তাধারা অতিশয় প্রাঞ্জল। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন, *সেনাবাহিনীর ঘোষণা*-য় আইনের আক্ষরিক অর্থ ও তার অন্তর্নিহিত সাম্য-ভাবনার মধ্যে প্রভেদ নির্ণয়ের প্রয়াস লক্ষণীয়। রিচার্ড ওভারটন তাঁর *দ হান্টিং অফ দ ফক্সেস্* গ্রন্থে লিখেছেন : অফিসাররা সেনাবাহিনীর আঙ্গিক অথবা অক্ষর অর্থাৎ সেনাবাহিনীর মধ্যে সাম্যের প্রতীক এবং অপরিহার্য অঙ্গ।[২৮] অলিভার ক্রমওয়েল লং পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই *মার্ক্যুরিয়াস পালটিকাসে* লেখা হয় যে, 'সরকারের লক্ষ্যই হলো আসল আঙ্গিক নয়।' আর ক্রমওয়েল নিজেও সরকারের বহিরঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না।[২৯] ওয়ার তাঁর ধর্মচিন্তার সঙ্গে আইনের নীরস ব্যাখ্যা সার্থকভাবে সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বাইবেলের পুরাকাহিনীর সংমিশ্রণে গড়া ওয়ারের দর্শন (যা মৌলিক আইনের বিষয়ে একান্ত উদাসীন) তার সঙ্গে একমাত্র উইনস্ট্যানলির চিন্তাধারার সাজুয্য বর্তমান; লেভেলার চিন্তাধারার সঙ্গে কিন্তু নয়। দুটি বিপরীতধর্মী ধারণার মধ্যে তুলনা প্রতিতুলনা নিয়ে আরো কেউ কেউ ভাবনা-চিন্তা করেছেন। যেমন ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে অ্যাবাইজার কোপ্ আলোচনা করেছেন বহিরঙ্গ/ শক্তি, প্রকরণ/ সত্য ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে।[৩০] ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে টমাস স্প্রাট্ মন্তব্য করেন যে, যুদ্ধে অথবা দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে 'আনুষ্ঠানিকভাবে নয় *স্বাধীন*ভাবেই মহত্তর কীর্তিসাধন সম্ভব।'[৩১]

দ প্রিভিলিজস্ অফ দ পিপল্ (১৬৪৯)-এ ওয়ার রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণ সরাসরি প্রয়োগ করেন। মানুষের স্বার্থকণ্টকিত মানসিকতার দৌলতে গৃহযুদ্ধ মানুষকে দুই শিবিরে বিভক্ত করেছে কিন্তু সত্যকে দ্বিধা বিভক্ত করা কি সম্ভব? স্বাধীনতার এমন কোনো সাধারণ সূত্র কি নেই যা সবাইকে এক সূত্রে বাঁধতে পারে? বিশেষ অধিকার ও সুবিধা ভোগ কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। (পার্লামেন্টের বিশেষ সুবিধাভোগও কাম্য নয়।) পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে দেশ সেবার ভণিতা অনেকটা পোপের চার্চের সেবক সাজার মতো। ভগবানের প্রতিকৃতির.

২৭. *ঐ*, পৃ. ৬-১৫, ৩৬।
২৮. এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ৫৫; উলফ, পৃ. ৩৬২।
২৯. সংখ্যা ৩৫৪, ১৯-২৬ মার্চ ১৬৫৩; উডহাউস, পৃ. ৩৬।
৩০. [কোপ] *সাম সুইট সিপস অফ সাম স্পিরিচুয়াল ওয়াইন* (১৬৪৯) পৃ. ১৩।
৩১. স্প্রাট, *হিস্ট্রি অফ দ রয়াল সোসাইটি অফ লণ্ডন*, পৃ. ৭৩; তু.— পৃ. ৫৩; দ্র.—আমার *গড'স ইংলিশম্যান*, পৃ. ৫৮।

আদলে অধিকাংশ মানুষেরই মনে স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গ বর্তমান। 'ভগবান দুর্বলের প্রতি সদয়।' শাসকরা সংখ্যায় এক হোক বা বেশিই হোক প্রজাদের স্থান কিন্তু শাসকদের উর্ধ্বে। 'আত্মাই প্রকৃত মহিমার আধার যা মানুষের মনে ভগবানের বিগ্রহ রূপে অবস্থান করছে।' বিশ্বময় আত্মিক শক্তি বিরহিত রাজারা ভগবানের বিগ্রহকে স্থানচ্যুত করে বহিরঙ্গগত পার্থিব সম্মান ও অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠানের প্রদর্শনী তুলে ধরেছেন। এগুলি ভঙ্গুর, তবুও এসব আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে; যেহেতু আমাদের ভেতরটা অন্ধকার। আমরা যখন অন্তরের মহিমায় সমৃদ্ধিশালী হবো তখনই আমরা অন্যের অন্তর্নিহিত গৌরব ও মহিমার কদর উপলব্ধি করব।' ওয়ায়ের মতে, অতি-স্বাধীনতা মানুষের উপযোগী নয়। মিলটনের মতো তিনিও মনে করেন যে, দীর্ঘকাল অন্ধকারে থাকার পর হঠাৎ আলোয় এসে যেমন চোখ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় তেমনি স্বাধীনতার আলোর হঠাৎ ঝলকানি মানুষের পক্ষে অসহনীয় হবে। অতএব ধাপে ধাপে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়।[৩২]

ইংলণ্ডে বৈপ্লবিক দশকের যুগে আইনের সম্ভাব্য সংস্কারকের কিছু অভাব নেই। কিন্তু আর কারো এমন ধারাবাহিক দর্শন-চিন্তা ছিল বলে আমার জানা নেই। আমার জানা নেই, উইনস্ট্যানলি ছাড়া আর কেউ এভাবে প্রদীপ্ত বিবেকের সঙ্গে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও আইন ব্যবস্থায় বিপ্লবের সমন্বয় সাধন করেছেন। আমার সঙ্গে জন ওয়ায়ের কিন্তু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না যেহেতু উক্ত ভদ্রলোক দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলণ্ড ও ওয়েলসের বিস্তীর্ণ খাস জমির মালিক। যদিও এটাও নিঃসন্দেহে বলা যায়, ওয়াইল্ডম্যানের মতো তিনিও বৈধ উপায়েই অর্থোপার্জন করেছেন।[৩৩]

৩২. ওয়ার, *দ প্রিভিলেজেস অফ দ পিপল* (১৬৪৯) পৃ. ৩-৬, ১০-১১।
৩৩. এম. জেমস, *সোস্যাল প্রবলেমস অ্যাণ্ড পালিসি ডিউরিং দ পিউরিট্যান রেভোলিউশন*, পৃ. ৩৫৭' ওয়াইল্ডম্যান প্রসঙ্গে দ্র.—এম. অ্যাসলে, *জন ওয়াইল্ডম্যান* (১৯৪৭) অধ্যায় ৬।

১৩ উন্মাদদের ভুবন

প্রতি মানুষের অন্তরে যদি পাগলামি বাসা বাঁধে তাহলে গোটা দেশই তো এক বৃহৎ উন্মাদাশ্রম.... এসো আমরা সকলে মিলে পাগল হই।

উইলিয়ম আরবেরি, *দ ম্যাড ম্যানস্ প্লী* (১৬৫৩) পৃ. ৮

১ র‍্যাডিকাল উন্মত্ততা

পাগলামি সম্পর্কে ভয়-ভক্তিপূর্ণ কৌতূহল আদিম সমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য । সপ্তদশ শতকীয় ইংলণ্ডে উন্মাদাগারে গিয়ে পাগলদের দিকে জুলজুল করে তাকানো অনেকেরই এক প্রিয় ব্যসন ছিল। এলিজাবেথীয় নাটকে বিশেষ করে সঙ-এর বর্ণাঢ্য মিছিলের (জ্যাকোবীয় নাটক) এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল মুখোশপরা পাগলের নাচ। রাজসভা ও অভিজাতদের বিনোদন কক্ষে বিদূষকের উপস্থিতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তারাশেকস্‌পীয়ারেরনাটকের ভাঁড়দের মতো এত বাক্‌পটু না হলেও নেহাৎই গণ্ডমূর্খ নয়। বেশ কিছু জ্ঞানীগুণী লোকও ভাঁড় সেজে অর্থাগম করতেন। শোনা যায়, বেশ কিছু বুদ্ধিমান রাজা খোসামুদে সভাসদদের কথা না শুনে বিদূষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজকার্য করতেন; কারণ সভাসদরা রাজা ও প্রজার মধ্যে প্রাচীর তৈরি করেছিলেন।[১] বিশপরাও যে বিনোদনের জন্য বিদূষক বহাল করতেন তার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি তোলেন র‍্যাডিকাল বিচ্ছিন্নতাবাদী হেনরি বারো।[২] প্রথম চার্লসই শেষ ইংরেজ রাজা, যিনি রাজসভায় বিদূষকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আর ইংরেজ অভিজাত পরিবার-পোষিত শেষ বিদূষকের মৃত্যু ঘটে ডুরহ্যামে ১৭৪৬ সালে যে বছর স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৩] ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জন আওয়েন জোর দিয়ে বলেন যে, ভাঁড়দের সুখের দিন আর নেই।[৪] অব্রে কথাটা ঘুরিয়ে বলেন, এ-বিষয়ে মানুষ কিরকম সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। তিনি লিখছেন, গৃহযুদ্ধের আগে মাথা খারাপ গরীবগুর্বোদের উন্মাদাগারে কিছুদিন ধরে রাখার পর একটু সুস্থ হলেই আবার তাদের ছেড়ে দেওয়া হতো। তারা দেশে-গাঁয়ে ভিক্ষে করে বেড়াত। কিন্তু 'যুদ্ধের পর তাদের একজনকেও আমি আর দেখতে পাই নি।'[৫]

পাগলদের কিরকম ভয় আর সমীহ করা হতো, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অ্যারাইজ ইভানস অথবা ইলিয়নর ডেভিস নামের দুই মহিলা। যতদিন তারা রাজনীতি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে নি

১. তু—সি. বি. ম্যাকফারসন, 'দ ইউনিভার্সিটি অ্যাজ ম্যালটিপল ফুল', *বুলেটিন অফ দ কানাডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিভার্সিটি টিচারস*, শরৎ সংখ্যা, ১৯৭০ পৃ· ৬। অধ্যাপক ম্যাকফারসনের অভিমত হলো যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সমসাময়িক সমাজে একইরকম ভূমিকা পালন করে থাকে। তু—এন. জেড. ডেভিস, 'দ রিজনস অফ মিসরুল', *পি· অ্যাণ্ড পি·* পৃ. ৫০, বিশেষত পৃ. ৭০ - ৫।

২. এল. এইচ. ক্লারসন সম্পাদিত, *রাইটিংস অফ হেনরি বারো*, ১৫৯০-৯১ (১৯৬৬) পৃ. ২০০-১।

৩. ডব্লিউ· অ্যাণ্ড্রুজ, *কিউরিওসিটিজ অফ দ চার্চ* (১৮৯০) পৃ. ১৬২-৪; ই. ওয়েলসফোর্ড, *দ ফুল* (১৯৩৫) পৃ. ১৯২-৩।

৪. পি. টুন সম্পাদিত, *দ অক্সফোর্ড ওরেশনস অফ ড. জন ওয়েন* [তারিখহীন? ১৯৭১] পৃ. ২৬।

৫. অব্রে, *ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ উইল্টশায়ার* (১৮৪৭) পৃ. ৯৩; রিমেইনস অফ জেন্টিলিসম অ্যান্ড জুডাইজম (১৮৮১), পৃ. ২০৫, ২৪১।

ততদিন তাদের কেউ কিছু বলে নি। অ্যারাইজ ইভানসপ্রথম চার্লসের রাজসভার আশপাশে ঘুরে বেড়াতেন আর ভগবানের বার্তা পড়ে শোনাতেন চার্লস ও তাঁর রাজ্য অচিরেই ধ্বংস হবে। তাঁকে দেখা মাত্র বিশপরা দৌড়ে পালাতেন; আর রাজার সেক্রেটারি 'ভগবানের সেক্রেটারি'র কাছে প্রার্থনা জানাতেন। ১৬৪০-এর দশকে ইভানসএকবার বিপদে পড়েন যখন তিনি শহরের সহকারী-নথি-সংরক্ষকের কাছে নিজেকে তার ঈশ্বর বলে পরিচয় দেন। এর জন্য তাঁকে কিছুদিন জেল খাটতে হয়। পরবর্তীকালে তিনি একবার অলিভার ক্রমওয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তাঁকে উত্যক্ত করেন। তিনি কাউন্সিল অফ স্টেটের সদস্যদের নিহত রাজার পুত্র সন্তানকে সিংহাসনে বসাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। হোয়াইট হল-এ ইভানসের বিচারকালে প্রজাতন্ত্রী অফিসাররা তাঁর পক্ষাবলম্বন করেন ও দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।[৬] চার্লস ও ডেপুটি রেকর্ডার ইভানসের কারাবাসের ব্যবস্থা করলেও কমনওয়েলথ সরকার কিন্তু সে-সব কিছু করে নি। লেডি ইলিয়নর ডেভিস পদ্যে *ছাপিয়ে* প্রথম চার্লসের বলপূর্বক উচ্ছেদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন ; এবং সে-কারণে তাঁকে উন্মাদাগারে পাঠানো হয়। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাওয়ায় 'অজ্ঞ লোকদের মাঝে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এক মহিলা বলে' তাঁর সুনাম ছাড়িয়ে যায়।[৭] জেমস নেইলারের মতো যতোদিন এসব ভাবোন্মাদদের কোনো শিষ্য-সামন্ত জোটে নি ততদিন এসব পুরুষ বা রমণীর স্বাধীনতা অবাধ ছিল।[৮] ভবিষ্যদ্বক্তাদের মাধ্যমে নানা রাজনৈতিক মতলবও অন্যরা হাসিল করতে চাইত হয়তো অ্যারাইজ ইভানসও সে-কাজে ব্যবহৃত হয়েছেন। অধ্যাপক আণ্ডারডাউনের মতে, ক্রমওয়েল ও আয়ারটন প্রথম চার্লসকে হত্যা করার আগের সপ্তাহগুলিতে উদ্বেগ প্রশমনের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে এলিজাবেথ পুলের দ্বারস্থ হন।[৯]

১৬৪০ ও ১৬৫০-এর দশকের মুক্ত পরিমণ্ডলে অধিকাংশ পাগলকেই দেখা যায় যে, তারা র‍্যাডিকাল রাজনীতির সমর্থক। এর কারণ বহুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তার মধ্যে একটি বর্তমানকালেও চোখে পড়ে অর্থাৎ মানসিক বিকারগ্রস্ততা এক ধরনের সামাজিক প্রতিবাদ। অথবা অসহনীয় সামাজিক অবস্থার চাপে পড়ে সুস্থ লোকেরাও অনেক সময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসে। আবার একথাও মনে আসে, যখন শেক্সপীয়ার ভাঁড়দের মুখ দিয়ে প্রচলিত সমাজের সমালোচনাপূর্ণ সংলাপ আওড়াচ্ছিলেন অথবা চরম মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির রাজা লীয়ারের মতো মানুষের মুখে যে-সব তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি বসিয়েছিলেন তখন স্বয়ংশেক্স্পীয়ার নিজে কতখানি মানসিক দিক থেকে সুস্থ ছিলেন। এসব কারণে হয়তো এক ধরনের র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার লোকদের পাগলের সামিল বলে মনে করা হতো। তাদের কথায় ও আচরণে গুরুত্ব দিত না কেউ। নতুন সত্য যা দুনিয়া ওলটপালট ঘটাবে, সে-সত্যকে উপলব্ধি করার ধকল টমাস ট্যানি ও জর্জ ফস্টারের মতো লোকের পক্ষে সহ্যাতীত।[১০] হয়তো কোনো বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টির মাশুলই হলো এই সাময়িক উদ্‌ভ্রান্তি।

উদ্‌ভ্রান্ত আচরণের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন অ্যাবাইজার কোপ্। তিনি বলছেন :

> আমি একদিন প্রশস্ত রাজপথে শতশত গাড়ি-ঘোড়া ও সম্ভ্রান্ত নরনারীর দিকে তেড়ে গেলাম। আমি দুদিকে দুহাত প্রসারিত করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘসতে

৬. অ্যারাইজ ইভানস, *দ ভয়েস অফ কিং চার্লস* পৃ. ২৭-৮; ৪৪-৬, ৭১-২; *দ ব্লাডি ভিশন অফ জন ফার্লে; টু দ মোস্ট হাই অ্যান্ড মাইটি প্রিন্স চার্লস ২ ....অ্যান এপিস্টেল.* (১৬৬০) পৃ. ১৮-১৯।

৭. পি. হেলিন, *সাইপ্রিয়ানাস অ্যাংলিকাস*, টি স্পেন্সার কর্তৃক উদ্‌ধৃত, 'দ হিস্ট্রি অফ অ্যান আনফরচুনেট লেডি', *হার্ভার্ড স্টাডিজ অ্যান্ড নোটস ইন ফিলোলজি অ্যান্ড লিটারেচার*, খণ্ড ২০, পৃ. ৫২।

৮. এর সঙ্গে তুলনীয় ব্যাপার হলো এই যে, টমাস ব্রিয়ার ১৬২৬ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনবছরের মধ্যে দুই রাজার হাতে ইংলণ্ড ধ্বংস হবে। এজন্য তার হাজতবাস ঘটে। এবং যতদিন না লং পার্লামেন্ট তাকে মুক্তি দিয়েছে ততদিন তিনি জেল খেটে ছিলেন। (ব্যুরাজ, *দ আর্লি ইংলিশ ডিসেন্টারস*, খণ্ড ১, পৃ. ২০২-৩)।

৯. আন্ডারডাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৩।

১০. দ্র.—বর্তমানে গ্রন্থের পৃ. ১৬৪-৭, ৯ অধ্যায়

লাগলাম। আমার দৃষ্টি যেন তাদের ভেতরের সব কিছু দেখতে পাচ্ছিল। সারা লণ্ডন শহর ও সাউথওয়র্ক জুড়ে দিনরাত চেঁচিয়ে বেড়ালাম : ঈশ্বরের আবির্ভাব আসন্ন। [অবশ্য, তিনি স্বীকার করেছেন] কি অদ্ভুত এই আচরণ.....।

আমার এই অদ্ভুত আচরণ আর অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা যে শুনছে তারই লজ্জায় কর্ণমূল আরক্ত হয়ে যাচ্ছে।

আমি গম্ভীর স্বভাবের মিখা [খ্রি. পূ. অষ্টম শতকের ইহুদি প্রবক্তা]-র সঙ্গে আচরণগতভাবে চপল ডেভিডকে একাকার করে ফেলেছি। ভাঁড়ের মতো, নিচ নোংরা লোকের মতো নির্লজ্জ আমার আচরণ ; এমন কি গৃহপরিচারিকার সামনেও বিবস্ত্র হতে আমার বাঁধে না।....

পাগল সাজতে নেহেমিয়া [খৃ. পূ. পঞ্চম শতকের ইহুদি নেতা]-র কতই না আনন্দ। মানুষের মাথার চুল ধরে টেনে, শয়তানের ভাষায় অভিশাপ দিয়ে এবং ভগবানের নামে তাদের শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে পেরে তাঁর আনন্দের অবধি নেই। (নেহেম· ১৩)[১১]

কোয়েকাররা উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, জর্জ ফক্স চীৎকার করে বলছেন, 'হতচ্ছাড়া লিচফিল্ড শহর নিপাত যাক্', এ-সবই ভণিতা। অনেকদিন পরে অবশ্য ফক্স তাঁর লিচফিল্ডের আচরণের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন যদিও অন্যদের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় নি।[১২] এ-ধরনের কার্যকলাপ আসলে এক জাতীয় প্রচার, তবে আত্মপ্রচার না বিশেষ কোনো এক আদর্শ প্রচার তা বলা মুশ্‌কিল। শ্রীযুত টমাসের মতে, ভবিষ্যদ্‌বাণী হলো নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিজেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের এক সহজ উপায়মাত্র। বিশেষ করে নিম্নবর্গীয় র‍্যাডিকালরা সম্ভবত এই পথ অবলম্বন করে থাকে।[১৩] এ-প্রসঙ্গে কোপে-র আচরণে যৌনতাপূর্ণ ইঙ্গিত উল্লেখ্য; সম্ভবত অন্যদের হকচকিয়ে দেওয়াটাই তাঁর উদ্দেশ্য। আদিরসাত্মক শ্লেষ-কটাক্ষের সঙ্গে শ্রেণীবৈরিতার সম্পর্কের অস্তিত্বকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোপের মতো অতিমাত্রায় যারা র‍্যাডিকাল, তাদের ধারণা যে, পাগল না-সাজলে শাসকশ্রেণীর ভদ্রসভ্য লোকজন তাদের কথায় আঁতকে উঠবে।

১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে লিলবার্ন মন্তব্য করেন যে, 'ধনী ও জ্ঞানীরা নয় ভগবানের পছন্দসই লোক হলো জগতের যত নির্বোধ, মূর্খ, নিচ ও পতিত নরনারী।'[১৪] অর্থাৎ কোপের ভাষায় যারা সমাজে ব্রাত্য বলে পরিচিত এবং তাদের চিন্তাধারা অবশ্যই পাগলামিতে ভরা যেহেতু সেগুলি নিম্নবর্গীয় চেতনার প্রতিফলন। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে উইনস্ট্যানলি অনুরূপভাবে বলেন যে, 'বিশ্বের যাবতীয় নিঃস্ব, হীন-অবজ্ঞাত ও নির্বোধ মানুষদের কণ্ঠ থেকেই ন্যায়ের জয়গান ঘোষিত হবে।' অন্য আর একটি প্রসঙ্গে তিনি লেখেন : 'প্রেমের নিয়মেই আমার হৃদয় চালিত কিন্তু যুক্তিতে আমার হাত-পা বাঁধা। তাই তো সবাই আমাকে নির্বোধ বলে, পাগল বলে ডাকে।'[১৫] আরো পরে উইনস্ট্যানলি লেখেন : 'জগতের চোখে মানুষকে জ্ঞানী বলে সাব্যস্ত হওয়ার আগে প্রথমে নির্বোধ হতে হয়।'[১৬] ওয়ারও মনে করেন যে, মানুষের তৈরি 'শৃঙ্খলা'র চেয়েও ভগবান নিজের 'অরাজকতা' পছন্দ করেন বেশি।[১৭]

'খ্রিস্টের জন্য পাগল সাজার' নজির বাইবেলেও রয়েছে। এমনকি অভিজাত ঘরানার মানুষ

১১. কোহ্‌ন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৮-৯।
১২. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৭৭-৮।
১৩. টমাস, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক*, পৃ. ১৪৯-৫০।
১৪. জে. লিলবার্ন, *কপি অফ আ লেটার* (১৬৪৬), পৃ. ১৪।
১৫. স্যাবাইন, পৃ. ২০৫, ২৯১; তু.—*দ সেইন্টস প্যারাডাইস।*
১৬. ঐ পৃ. ৪৮৪, ৪৮০, তু.—১৭২।
১৭. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ· ১৯৯-২০৩, ১২ অধ্যায় ও ১৩ অধ্যায়।

মিলটনও বিজ্ঞজনদের অজ্ঞতা দেখে নিজেকে নির্বোধ ঠাউরেছেন।[১৮] গাইলস র‍্যাণ্ডাল *ডিভাইনিটি অ্যাণ্ড ফিলজফি ডাইজেক্টেড* (আমস্টারডাম, ১৬৪৪) রচনার লেখক হিসেবে নিজের নামের পরিবর্তে লেখেন : 'কোনো এক পাগল বিরচিত।' ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে ক্লার্কসন মন্তব্য করেন : ভগবানের চোখে যেটা নির্বুদ্ধিতা মানুষের চোখে সেটাই বিচক্ষণতা।[১৯] ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে জোসেফ সলমন সেনাপতিদের ভয় দেখিয়ে লেখেন : 'আমিও একসময় তোমাদের মতো জ্ঞানী লোক ছিলাম কিন্তু এখন আমি নির্বোধ। একথা কে জানল বা না-জানল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ... তোমাদের জন্যই আমি এখন তাই।'[২০] আইজাক পেনিংটন ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে জানাচ্ছেন যে, তিনি জ্ঞানী সাজার চেয়ে মূর্খ হওয়াটাই বেশি পছন্দ করেন...এই অবস্থায় প্রভূত সুখ আর শান্তিতে রয়েছেন তিনি। নির্বুদ্ধিতার মানসিকতা থেকে নতুন নতুন ভাব-কল্পনার উদয় হচ্ছে।'[২১] এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে *জনগণের মৌলিক অধিকার, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা* গ্রন্থখানি তিনি রচনা করেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজা দ্বিতীয় চার্লসের কাছে মৌলিক সংস্কার সাধনের প্রস্তাব রাখতে গিয়ে উইলিয়ম কোভেল বলেন : 'পলের মতো যে-সব মানুষকে পাগল বলে মনে করা হয় তারাই কেবল সার সত্যি কথাটি বলে।'[২২] উইলিয়ম ডিউসব্যারির থেকে কোয়েকার মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার পর জন ক্রুক 'খ্রিস্টের জন্য পাগল' হওয়ার কারণে 'জাস্টিস্ অফ পিস'-এর পদটি ত্যাগ করেন।[২৩]

উইলিয়ম আরবেরি তাঁর ফৌজি ভক্তমণ্ডলী ও বাপতিস্তভক্ত এডমণ্ড চিলেন্ডনকে বোকা বানাবার জন্য তাঁর বিতর্ক-সঙ্কুল *দ ম্যাড ম্যানস্ প্লী* রচনাটিতে যথেষ্ট স্থূল রসিকতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। 'ভগবানের তৈরি নির্বোধ আর সমস্ত পাগলদের' উদ্দেশে আরবেরি জোরের সঙ্গে বলছেন : নির্বোধরাই সবচেয়ে জ্ঞানী আর পাগলরা সবচেয়ে বিচক্ষণ (যেমন শিশুরা মানুষদের মধ্যে উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত)।' 'তাহলে প্রবক্তা-পুরুষ একজন নির্বোধ আর অধ্যাত্মবাদী মানুষ হলেন উন্মাদ।' আরবেরি এর সাথে, চার্চের উপাসনাকার্যে বিঘ্নসৃষ্টি ও যাজকদের অপমানিত করার ক্ষেত্রে বাপতিস্ত ও কোয়েকারদের ভূমিকার প্রসঙ্গটি টেনে আনেন। তাঁর মতে চার্চ এখন গণিকালয়ে পরিণত। তিনি বলছেন

> মানুষ ভগবানের সামনে নিশ্চয়ই ধীর স্থির শান্ত আচরণ করবে কিন্তু চার্চের বেলায় সে হবে ঘোরতর উন্মাদ। তার যাবতীয় সূক্ষ্ম আচার-অনুষ্ঠান নিয়মকানুনকে মানুষ ভেঙেচুরে খানখান করে দিতে পারে। ভগবান আমাকে যদি নির্বোধ না বানাতেন, আমিও তাহলে যাজকদের পাগল ডাকতাম না।... এসব চার্চ ভেঙে ফেলতে হবে এবং অবশিষ্ট সব চার্চের পতনের মাধ্যমে ব্যাবিলনের চরম পতন হবে। এবং এই কাজ ঘটাবে ঈশ্বরের প্রসাদপুষ্ট মানুষ। (আগের মতো) বিতর্ক আর (এখনকার মতো) বিবাদ—এর কোনোটাই নয় বরং, কেবল বিদ্রূপ আর ঘৃণার দ্বারাই এই কাজ করতে হবে।

আরবেরির মতে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও রঙ্গ-রসিকতা এ-সবই বিরুদ্ধপক্ষকে বেকায়দায় ফেলার

১৮. মিলটন, *কমাপ্লিট প্রোজ ওয়র্কস* খণ্ড ১, পৃ. ৮০৮।
১৯. এল. ক্লার্কসন, *ট্রুথ রিলিজড ফ্রম প্রিজন টু ইটস ফরমার লিবার্টি* (১৬৪৬) তু.—আর কোপিন, *আ হিস্ট্রি অফ দ গ্লোরিয়াস মিস্ট্রি অফ ডিভাইন টিচিংস*, অধ্যায় ২; হেনরি পিনেল, *আ ওয়র্ড অফ প্রফেসি কনসার্নিং দ পার্লামেন্ট, জেনারেল অ্যান্ড আর্মি* (১৬৪৮) পৃ. ৭৫।
২০. সলমন, *আ রুট, আ রুট* পৃ. ১৩; তু.—*হাইটস ইন ডেপথস*, পৃ. ১৮, ২৩
২১. পেনিংটন, *লাইট অর ডার্কনেস* (১৬৫০)।
২২. কোভেল, *দ ট্রু কপি অফ আ লেটার সেন্ট টু দ কিংস মোস্ট এক্সেলেন্ট ম্যাজেস্টি* [তারিখহীন? ১৬৬০] এক পাতা; কোভেল রাজাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেছেন।
২৩. *আ সর্ট হিস্ট্রি অফ দ লাইফ অফ জন ক্রুক*, সিওয়েল-এর *ওয়েরডেনডেস কোয়েকারটাম*-এ।

হাতিয়ার এবং নিজের বক্তব্য প্রতিপন্ন করার এক অনন্য উপায়। তিনি এসব লিখছেন বেয়ারবোর্ন পার্লামেন্টের আমলে ; তিনি ভ্রান্ত ধারণাবশত মনে করেছিলেন যে, 'এখন যারা ক্ষমতাসীন, তারা তাদের মন্ত্রীদের আর যাই হোক, সমগ্র জাতিকে মিথ্যা কথা শোনাতে দেবে না।' এবং তাঁর আশা ছিল যে, 'এই দেশ গানে গানে ভরে যাবে ; আর সবাই অন্তঃসারশূন্য ধর্মের ভড়ং দেখে হাসবে।'[২৪]

এমনও হতে পারে যে, দুঃসাহসী কোনো মতবাদ প্রচারের আড়াল হিসেবে এ-জাতীয় অস্বাভাবিক আচরণের প্রয়োজন পড়েছে ; যাতে বেকায়দায় পড়লে পাগল সেজে পার পাওয়া যায়। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে থেরোজন যেমন 'জান, আমি একজন পাগল' বলে পার পেয়ে যান।[২৫] হয়তো তিনি পাগল ; কিন্তু পাগল হয়েও রাজদ্রোহ প্রচার করতে তাঁর বাধে নি। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টারি কমিটি-র জেরার সামনে কোপ্ আগাগোড়াই পাগল সেজে থাকেন। একজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 'তিনি ঘরময় আপেল নাসপাতি ছুড়তে থাকেন।' (অন্য আর একটি মতে বাদামের খোলা)[২৬] এখন প্রশ্ন হলো, ঠিক সময়ে তিনি হাতের কাছে ছোড়ার মতো এত আপেল আর নাসপাতি পেলেন কোথা থেকে? তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন ফল দেখেই তোমরা তাদের স্বরূপ বুঝতে পারবে। দেখ, শাঁস বলে কিছু নেই। অনুতাপজ্ঞাপক রচনা *হাইটস ইন ডেপথস*এ সলমন লিখেছেন : র‍্যান্টারদের পাল্লায় পড়ে তিনি অজানা পথে হেঁটেছেন। তাঁকে পাগলামিতে পেয়েছিল জ্ঞানীদের মাঝে তিনি ছিলেন মূর্খ। পাগলামির ঝোঁকে বারবার তিনি ভুল আর অপবিত্রতার জালে জড়িয়ে পড়েন।[২৭] পাগল সেজেও কিন্তু র‍্যান্টারপন্থী টমাস ওয়েব একখানি পুস্তিকায় সঠিকভাবে ঘোষণা করেন যে, ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের পতন ঘটবে।[২৮]

কিন্তু র‍্যাডিকাল মাত্রেই যে বিচক্ষণ সে-কথা বলা যায় না ; যেমন ট্যানি আদৌ বুদ্ধিমান নন। যে-সব পাঠক তাঁর লেখাকে পাগলামির নিদর্শন বলে উড়িয়ে দিতে চায় জর্জ ফস্টার তাদের মনে করিয়ে দেন যে, যিশু খ্রিস্টও তাঁর সমসাময়িকদের চোখে পাগল ছিলেন। পৃথিবীকে উলটে-পালটে দেওয়ার ক্ষেত্রে ফস্টারও হয়তো ঈশ্বরের প্রতিনিধি ছিলেন।[২৯] অনুরূপ ধারণার শরিক আইজাক পেনিংটনের ভাষায় : 'যিনি সব কিছুর নির্মাতা তিনি হয়তো জ্ঞানী সাজার চেয়ে মূর্খের বেশ-ধারণই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি তাই আজ একই কাজ করার জন্য জবুথবু ভঙ্গিতে অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে এসে আজকের পণ্ডিতদের অসম্ভব রকম চমকে দিয়েছেন, যা তিনি করেছিলেন সেদিন সমসাময়িক পণ্ডিতদের বেলায়।'[৩০] ১৬৫০-এর দশকের গোড়ায় নিউ মডেল আর্মির শৌর্য-ইতিহাসে এই প্রথম, গ্রেট ব্রিটেনকে একটি মাত্র সরকারের আওতায় ঐক্যবদ্ধ করেছিল। অথচ উন্মাদদের ভুবনের বাসিন্দাদের এক জোট করতে পারলেন না ফস্টার বা ট্যানি এমনকি পেনিংটনও নয়।

২৪. ডব্লিউ· আ[রবেরি], *দ ম্যাড ম্যানস প্লী : অর, আ সোবার ডিফেন্স অফ ক্যাপটেন চিলিংটনস চার্চ* (১৬৫৩) পৃ. ১-৩, ৭-৮। শিরোনামটি যথেষ্ট বিদ্রূপাত্মক : পুস্তিকাটি যতটা না নিজেকে বাঁচিয়ে, ততটাই ভদ্র ভাষায় লেখা। এটি আক্রমণ করেছে চিলেনডন ও তার বাপতিস্ত চার্চকে। এই অধ্যায়ের শুরুতে যে অংশটি উদ্‌ধৃত করা হয়েছে : 'এস, আমরা সকলে পাগল হই',এর সঙ্গে আরবেরি যোগ করেছিলেন 'সমুদ্রের মতো বিরাট মানুষ,··· যখন তিনি শুনেছেন [লং] পার্লামেন্ট বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।' একি ব্লেক হতে পারেন? অথবা ডেনি? খুব বেশি হলে মনক অথবা মন্টেগু, কেউ একজন।

২৫. টি· টানি, *দ নেশনস রাইট ইন ম্যাগনা কারটা, ডিসকাস্‌ড উইথ দ থিং কল্‌ড পার্লামেন্ট*, পৃ. ৮। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬৬-৭, ৯ অধ্যায়

২৬. *দ উইকলি ইনটেলিজেনসার*, ১-৮অক্টোবর ১৬৫০, মরটন কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩-১০৪; *দ রোটিং অফ দ র‍্যান্টারস*, পৃ. ২।

২৭. সলমন, *হাইটস ইন ডেপথস*, পৃ. ১৮, ২৩।

২৮. *আ লাস্টিং আলমানক ফর দ রেইন অফ দ ফিফথ মনার্কি* (১৬৬০)।আমি এই সূত্রটি পেয়েছি শ্রীযুত ডব্লিউ. এ. হান্ট-এর কাছ থেকে। ওয়েব এর জন্য দ্র—বর্তমানগ্রন্থের পৃ· ১৬৭, ৯ অধ্যায়

২৯. দ্র-বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬৫, ৯ অধ্যায়

৩০. পেনিংটন, *লাইট অর ডার্কনেস*।

তাহলে এসব উন্মত্ত আচরণের অর্থ কি? নিম্নবর্গীয় মানুষদের আত্মপ্রচার? পাগল সেজে মারাত্মক মতবাদ-প্রচার বেকায়দায় পড়লে যাতে পাগল বলে রেহাই পাওয়া যায়? মানসিক ভারসাম্য হানি? অভিনব চিন্তার অভিঘাত? চমকে দেওয়া নিশ্চয়ই এই পাগলামির অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু র‍্যান্টার ও কোয়েকারদের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিকত্ব স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রেও বেমানান নয় ; যা অবশ্য সমসাময়িকদের অভিমত নয়। সে-অর্থে কোপ্-কে অধিবিদ্যাবাদী (Surrealist)-ও বলা চলে।[৩১] মানুষের অন্তরলোকাশ্রয়ী ভগবান নিশ্চয়ই কখনো বিজ্ঞ জনোচিত, আবার কখনো পাগলের মতো কথা বলেন। ভগবান যে মানুষের বোধ-বুদ্ধির নাগালের বাইরে। ভগবান নিশ্চয়ই সমস্ত রকমের উক্তি ও আত্মপ্রচারের সঙ্গে একাত্ম। সতর্কতার সঙ্গে উইনস্ট্যানলি কিন্তু এই সংজ্ঞার্থ এড়িয়ে গিয়ে বলেন : ভগবান ও যুক্তি সমার্থক। বাছবিচার করে সম্ভোগই নিয়ম তাতে দেহ বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করে। 'র‍্যান্টারসুলভ হুল্লোড়পনায় কিন্তু সত্যিকারের শান্তিপূর্ণ জীবনচর্চা অসম্ভব।'[৩২]

২ এ ভা র ড

আমরা আর একজন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কৃতিত্বের অধিকারী মানুষের কথা এ-প্রসঙ্গে আমরা আনতে পারি যিনি মাঝে মাঝে পাগল অথবা পণ্ডিতমূর্খ অথবা দুটোই এক সঙ্গে সাজতেন। ইনি হলেন এভারড, জন পোর্দাজের 'পরিবারভুক্ত সাধক।' নানারূপে এভারর্ডকে আমরা দেখতে পাই; তিনি 'প্রথমে বিচ্ছিন্নতাবাদী, তারপর সবরকমের আদেশনামার বিরুদ্ধবাদী ও সবশেষে ঈশ্বর নিন্দুক।' তিনি যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। পোর্দাজের সঙ্গে বসবাসের সময় ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দের ফসল কাটার সময় তিনি নানা ধরনের প্রেতমূর্তি সৃষ্টি করেন। 'তার মধ্যে একটি হলো, তরবারি হাতে দৈত্য ও অন্যটি মুখ খোলা ড্রাগন যে অনবরত অগ্নিবৃষ্টি করছে।' এই অপচ্ছায়াগুলির নিঃশ্বাসে বিষ ও গন্ধকের ঘ্রাণ। সবাই কিন্তু এরকম ভয়াবহ ও কদাকার নয়, তার মধ্যে দেবদূতও ছিল যাদের সৌরভ অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। পোর্দাজের সঙ্গে এভারর্ডের বসবাসের সময় প্রায় তিন থেকে চার সপ্তাহ, এবং এই এতদিন যাবত পোর্দাজকে ঐসব সহ্য করতে হয়। এবং ড্রাগনের কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেন। তার কিছুদিন পরে এভারডকে উন্মত্ত অবস্থায় লণ্ডনে ঘুরতে দেখা যায়। তিনি বেপরোয়া পাগলের মতো আচরণ করতে থাকেন এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ তাঁকে ব্রাইডওয়েল উন্মাদাগারে আটকে রাখে।[৩৩]

এই এভারর্ড মানুষটি কে? ইনি কি সেই ডিগারপন্থী উইলিয়ম এভারর্ড যাঁকে ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে ফেয়ারফ্যাক্স পাগল সাব্যস্ত করেন! কারণ, তিনি নিজেকে ইহুদি জাতির পয়গম্বর বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর দিব্যদর্শনের নানা কাহিনী লোকজনদের কাছে বলেন।[৩৪] রহস্যপূর্ণভাষায় উইনস্ট্যানলি তাঁর সম্বন্ধে বলেন : উইলিয়ম এভারর্ডের শরীরী অভিধা হলো রীডিঙবাসী চেম্বারলেন (কঞ্চুকী)।[৩৫] ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সর্বপ্রথম উইলিয়ম

৩১. তু.—হিউহেনস, *অ্যান্টিনোমিয়ানইজম ইন সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি ইংলণ্ড* পৃ. ১৭১-২।
৩২. স্যাবাইন, পৃ. ৪০০। মগলটনের মতে, যুক্তিই হলো শয়তান।
৩৩. জন পোর্দাজ, *ইনোসেন্স অ্যাপিয়ারিং থ্রো দ ডার্ক মিস্টস অফ প্রিটেনডেড গিল্ট* (১৬৫৫) পৃ. ৯-১২, ২৬, ৬৯-৮০; [অজ্ঞাত] *আ মোস্ট ফেথফুল রিলেশন অফ টু ওয়ান্ডারফুল প্যাসেজস হুইচ হ্যাপেন্ড ভেরি লেটলি...ইন দ পোরিস অফ ব্রাডফিল্ড* (১৬৫০) পৃ. ২-৩; ক্রিস্টোফার ফাউলার, *ডেমোনিয়াম মেরিডিয়ানাম*, পৃ. ৫৩-৫, ৫৯-৬১, ৮০: এইচ হুটিন, *লেস ডিসাইপলস অ্যাঙ্গালিস ডে জেকব বোহেমি* (প্যারিস, ১৯৬০) পৃ. ৮২-৯।
৩৪. *ক্লার্ক পেপারস*, খণ্ড ২, পৃ. ২১০-১২; হোয়াইটলক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮৩; পেটাগোরস্কি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৩৫। থেরোজনও ছিলেন 'জিউসের গোত্রভুক্ত।'
৩৫. স্যাবাইন, পৃ. ১০৩।

এভারড বলে একজনের নাম শোনা যায়; যিনি পরবর্তীকালে আর্ল অফ এসেক্সের সেনাবাহিনীর স্কাউট মাস্টার জেনারেল স্যার স্যামুয়েল লুকের গুপ্তচর ছিলেন ঐ একই বছরের গোড়ার দিকে।[৩৬] এর চার বছর পর কোনো একজন উইলিয়ম এভারর্ড নামের একজন প্রচারক ছিলেন, মনে হয় তিনি ঐ একই ব্যক্তি। এবং তিনি নিউ মডেল আর্মির ভেতরেও জনগণের চুক্তির মত প্রচার করেছিলেন। ১৬৪৭ নভেম্বরে ওয়েরের বিদ্রোহের শরিক হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি ক্যাপ্টেন ব্রে ও উইলিয়ম টম্পসনের সঙ্গে রাজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ডিসেম্বরে তাঁর কারামুক্তি হয় বটে কিন্তু সেনাবাহিনী থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। আমরা যে ডিগারপন্থী এভারডের সঙ্গে পরিচিত তিনিও সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। ডিগার আন্দোলনের গোড়ার দিকে উইনস্ট্যানলি নয় এভারর্ডই মুখপাত্র ছিলেন। সমকালীন সংবাদসূত্রে জানা যায় যে, বারফোর্ডের সেনাবিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য এভারর্ড ১৬৪৯ সালের এপ্রিলে সেন্ট জর্জ পাহাড়ের ডিগার উপনিবেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। ক্রমওয়েল ও ফেয়ারফ্যাক্স মিলে অবশ্য বারফোর্ডের সেনাবিদ্রোহ দমন করেন। এই ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে দুই এভারডই একই ব্যক্তি। কারণ ওয়েরের বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত প্রচারক এভারড টমসনের কারাসঙ্গী। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে যে সেনাবিদ্রোহ হয়, তার একাংশের নেতা ছিলেন টমসন।[৩৭] সুতরাং, এটা খুবই সম্ভব যে, সেন্ট জর্জ পাহাড়ের ডিগার উপনিবেশ থেকে উধাও হয়ে তিনি বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ার পর ফসল কাটার সময় ব্রাডফিল্ডে পোর্দাজের আশ্রয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। পোর্দাজের আবাসস্থল ব্রাডফিল্ডও কিন্তু রীডিঙ-এর অদূরে অবস্থিত ; উপরন্তু পোর্দাজ একদা রীডিংয়ের কিউরেট ছিলেন। অতএব 'রীডিংবাসী' এভারডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকার কথা। কিন্তু বারফোর্ডের সেনাবিদ্রোহে যিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম রবার্ট এভারড। ভুল করে তাঁর নামের সঙ্গে উইলিয়ম এভারর্ডকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

রবার্ট এভারডও অন্যতম প্রচারক এবং পুটনি বিতর্কে অংশগ্রহণকারী একজন। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ক্যাপ্টেন রবার্ট এভারর্ড উরস্টারের যুদ্ধের পর সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন এবং ১৬৫২ সালে টাইনের নিউক্যাসেল-এ তিনি আরিয়ুসীয় এবং সোসিনীয় মতবাদ প্রচার করেন।[৩৮] ১৬৪৯-১৬৫২ সালের মধ্যে রবার্ট এভারর্ড প্রাপ্তবয়স্কদের দীক্ষাদানের পক্ষে ও আদিপাপের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করে কয়েকটি পুস্তিকা লিখে প্রচার করেন। এই একাধিক এভারডের তালিকায় কোন্‌টি যে পোর্দাজ বর্ণিত এভারর্ড তা চিহ্নিত করা বেশ মুশকিল। কিন্তু সেই এভারর্ড যে একজন সেয়ানা-পাগল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[৩৯]

৩৬. আই.জি. ফিলিপ সম্পাদিত, *জার্নাল অফ স্যার স্যামুয়েল লক* (অক্সফোর্ডশায়ার রেকর্ড সোসাইটি, ১৯৫০-৩) পৃ. ১৬, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৬১-২ ইত্যাদি।

৩৭. উলফ, পৃ. ২৫৮; *ক্লার্ক পেপারস*, খণ্ড ১, পৃ. ৪১৪; *ইংলণ্ডস স্ট্যান্ডারড অ্যাডভানসড ইন অক্সফোর্ডশায়ার, অর আ ডিক্লারেশন ফ্রম মি. উইল. থম্পসন অ্যান্ড দ অপপ্রেসড পিপল অফ দিস নেশন নাউ আন্ডার হিজ কনডাক্ট* (১৬৪৯) আমরাও সম্ভবত ডিগারদের রচিত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করব না, যেমন করা হয়েছিল *দ ট্রু লেভেলারস স্টানডারড অ্যাডভানসড* যার রচয়িতার নামের জায়গায় জন এভারর্ড-এর নাম সই করা এবং এটি ছাপতে যায় ২০ এপ্রিল ১৬৪৯; আর পরবর্তী ডিগার পুস্তিকা *আ ডিক্লারেশন ফ্রম দ পুওর অপপ্রেসড পিপল অফ ইংলেন্ড* যার রচয়িতা টমসন, তারিখ দেওয়া আছে ১ জুন ১৬৪৯।

৩৮. উডহাউস, পৃ. ৬-৭, ২৩, ৩৪-৬, ৪২-৪, ৮৩-৪; সম্পা:—সি. এইচ. ফার্থ এবং জি. ডেভিস, *আ রেজিমেন্টাল হিস্ট্রি অফ ক্রমওয়েলস আর্মি* (অক্সফোর্ড ইউ.পি., ১৯৪০) খণ্ড ২, পৃ. ৫০৩; নিকোলস, *অরিজিনাল লেটারস অ্যান্ড পেপারস অফ স্টেট অ্যাড্রেসড টু অলিভার ক্রমওয়েল*, পৃ. ৮১।

৩৯. এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য বিষয়, তু.—এইচ. মার্কিউস, *অ্যান এসে অন লিবারেশন* (পেঙ্গুইন সংস্করণ), পৃ. ৬৮।

১৪ মিস্ত্রী ধর্মোপদেষ্টা ও যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শন

বিদ্বান বলে কথিত একদল ছেলে বই পড়া ছাড়া আর কোনো হাতের কাজ জানে না। এরাই রাজার আমলা। এদের অলস মস্তিষ্কের ভাবনা একটাই—কি করে ভ্রাতৃপ্রতিম মেহনতি মানুষের প্রভু হওয়া যায় এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করা যায়।

উ ই ন স্ট্যা ন লি, *দ ল অফ ফ্রিডম* (১৬৫২), স্যাবাইন, পৃ. ৫৭৭

১ যা দু বি দ্যা ও বি জ্ঞা ন

বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খোঁজা এবং আসন্ন স্বর্ণযুগ প্রত্যাশী জনমানসে তার প্রভাব নিয়ে আমি এর আগে আলোচনা করেছি।[১] তারই পাশাপাশি কিন্তু প্রকৃতিজগতকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ষোড়শ-সপ্তদশ শতকীয় যাদুকর বিজ্ঞানীদের (magi/scientists) বিপুল প্রয়াসও লক্ষণীয়। তার ফলে প্রকৃতি ও মানুষের জগত—উভয়কেই প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্‌ভাবনের সম্ভাবনা দেখা দিল। হার্মেটিকরা যেমন প্রাচীন-যাদুবিদ্যা সম্ভার *(Prisca theologia)* পুনরুদ্ধারের পক্ষপাতী তেমনি প্যারাসেলসীয়রা চেয়েছে সাধারণ কারিগরদের ব্যবহারিক দক্ষতা-নির্ভর নতুন বিজ্ঞানচর্চা। অ্যালকেমি/রসায়ন অনুশীলনই হবে তার প্রধান ভিত্তি। অন্যদিকে কিন্তু, শ্রীযুত টমাসের ভাষায়, জ্যোতিষীরা নতুন সমাজ-বিজ্ঞানের অন্বেষণে রত। তাদের অন্বিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তি সমাজে ব্যক্তি-মানুষের স্থান নির্ণয়।[২]

কিন্তু এসব স্বপ্ন কল্পনাই রয়ে গেল। আমরা আগেই দেখেছি যে, বাইবেলের অন্তর্গত বা জ্যোতিষ-বচন বা কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীই বিজ্ঞানের মর্যাদা পায় নি। যেমন পায় নি যাদুবিদ্যা বা অ্যালকেমি কোনোরকম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয় ; কারণ, ডী, কেপলার, ট্রাইকো ব্রাহে, নেপিয়ার, বয়েলের মতো স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিকরা ঐসব বিষয়ে ঘোরতর আসক্ত। তাছাড়া, প্রাক্‌-স্নাতক পর্যায়েই উইলিয়ম পারকিনস্‌ যাদুবিদ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ-শিক্ষক জন প্রেস্টন জ্যোতিষবিদ্যা অনুশীলনরত।[৩] জন সেলডেনের মতো ধীর স্থির সংশয়বাদী মানুষ নতুন সৌর-কেন্দ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকছেন এবং রবার্ট ফ্লুডের তিনি একজন বড়ো অনুরাগী।[৪] প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে হার্মেটিক ধর্মীয়-সামাজিক আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন

১. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৬৮-৭২, ৬ অধ্যায়।
২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২১২-৩, এই অধ্যায়।
৩. ফ্যুলার, *আবেল রেডিভিভাস* (১৬৫১) পৃ. ৪৩২; টি.বল, *দ লাইফ অফ দ রিনাউনড ড. প্রেস্টন* (১৮৮৫) পৃ. ১৪-১৬।
৪. *আই. ও. ই. আর.*, পৃ. ১৪৯।

ফ্রান্সিস বেকন। যদিও তিনি প্রকৃতির ওপর বাইরে থেকে প্রভুত্ব স্থাপনার বিষয়ে যাদুবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষমতাকে নিছক বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেন কিন্তু সেগুলিতেও যে জ্ঞানের সারবস্তু রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সেটাও স্বীকার করে নেন। তাঁর মতে, বস্তু জগতকে আরো ভালো করে জানার মাধ্যম হিসাবে সেগুলি গ্রহণযোগ্য। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি কারিগর-মিস্ত্রীদেরকেই বেছে নেওয়ার পক্ষপাতী। কারণ, 'প্রকৃতিকে মান্য না করলে তাকে বশে আনা যায় না।'[৫]

স্যামুয়েল হার্টলিবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এবং কোমেনিয়াসের ইংলণ্ডে আগমনের দৌলতে ১৬৪০ সালের পর বেকনের প্রভাব গোটা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। বেকনতত্ত্বের সঙ্গে কোমেনীয় মতবাদের সংমিশ্রণ ও হার্মেটিক প্রকৃতি দর্শন সম্মিলিতভাবে নতুন বিজ্ঞান সাধনার সামাজিক ও গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে জোরদার করে। প্রায় দু-দশক ধরে হার্টলিব ইংলণ্ডে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সংস্কারের কর্মসূচিকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রাণপাত করেন। বয়েল ও পেটির মতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাও তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হন। ১৬৪০-এর দশকের গোড়ার দিকের উচ্ছ্বাসের জোয়ারে মনে হয়েছিল পার্লামেন্টপক্ষীয় নেতারাও বুঝি আমূল সংস্কারের পক্ষে সমর্থনের হাত বাড়িয়েছেন; এবং তার সঙ্গে যুক্ত স্বর্ণযুগ প্রত্যাশী বিপুল উদ্দীপনা। মনে হচ্ছিল বুঝি ইংলণ্ডের মাটিতে সাম্যের কল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। (এ প্রসঙ্গে তুলনীয় যে, হিউ পিটার ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টকে পরামর্শ দেন যে, রাষ্ট্রের উচিত 'পরীক্ষামূলক নব্যদর্শন চর্চাকে সহায়তা করা।'[৬]) ধর্মসম্প্রদায়গুলির সমর্থকদের বেশির ভাগ অংশ কারিগর কোমেনিয়াস ভক্তদের প্রতি অনুরক্ত হন।[৭] কারণ কোমেনিয়াসপন্থীরা(লাতিন ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে) শিক্ষার সম্প্রসারণের দাবি জানিয়েছেন। এর ফলে, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য অবশ্যই হার্টলিবের অনুসন্ধান দপ্তর সংস্থার (অফিস অফ দ অ্যাড্রেসের) মাধ্যমে সাধারণের নাগালে আসবে। শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি অর্থাৎ বস্তু পরিচিতি শব্দ নয়। (বা শুধু নয় বই, অগ্রাধিকার পাবে অভিজ্ঞতা।) অন্যদিকে প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে শান্তি ও সহিষ্ণুতার ভাবধারা জোরদার করে পোপের অনুগামী প্রতিক্রিয়াশীল অন্ধকারাচ্ছন্ন শক্তির বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা হবে। কোমিনিয়াস লিখেছেন : 'আমরা সকলেই পৃথিবীর নাগরিক ; আমাদের রক্ত এক এবং আমরা সকলেই মানুষ' পরবর্তীকালে এসব*কথা প্রতিধ্বনিত হয় উইনস্ট্যানলি ও ওয়েবস্টারের রচনায়।[৮] ১৬৪৬-৪৭ সাল নাগাদ বয়েলও এই চিন্তাধারার শরিক হলেন। হার্টলিবের ইনভিজিবল কলেজ 'এক বিশাল দাতব্য ভাণ্ডার যেন, তারা সমস্ত মানব সমাজের দুঃখমোচনে তৎপর।'[৯]

শ্রীযুত টমাস দেখিয়েছেন, ১৬৪০ ও ৫০-এর দশকে সবাই কেমন অ্যালকেমি ও জ্যোতিষ নিয়ে মাতামাতি করছে। এমন কি এ-বিষয়ে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক র‍্যাডিকাল লোকজনেরাও পেছিয়ে নেই। যেমন, নাইট ও হুডিব্রাসের সহকারী রালফো একই সঙ্গে একজন প্রতিবাদী চার্চের সমর্থক; হারমেটিক দার্শনিক আবার বেহেমেনপন্থীও।[১০] প্রেসবিটারীয়দের বিরুদ্ধে সেনাদল ও স্বতন্ত্রচার্চের সাফল্যকে উইলিয়ম লিলি জ্যোতিষচর্চার বন্ধুদের জয় বলে অভিহিত করেন। শ্রীযুত টমাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, ১৬৪৮ সালের এপ্রিলে এক সংকট মুহূর্তে

৫. বেকন, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৮৯, খণ্ড ৪, পৃ. ৩২, ৩৪৯, ৩৬৬-৭। দ্র.—আই. ও. ই. আর, অধ্যায় ৩।
৬. পিটার, *গডস ডুইংস অ্যান্ড ম্যানস ডিউটি* (১৬৪৬); *গুড ওয়র্ক ফর আ গুড ম্যাজিস্ট্রেট*, বিশেষ করে পৃ ৭৪-৮।
৭. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১২১, ৮ অধ্যায়।
৮. জে. এ. কোমেনিয়াস, *প্যানিজারসিয়া, দ টিচার অফ দ নেশনস*-এ উদ্‌ধৃত (সম্পা. জে. নীডহ্যাম, ১৯৪১) পৃ. ৬; তু.—উইনস্ট্যানলি, বর্তমান গ্রন্থের ২২৬, পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত, এবং ওয়েবস্টার *অ্যাকাডেমিয়ারাম এক্সামেন*।
৯. আর. বয়েল, *ওয়র্কস* (১৭৪৪) খণ্ড ১, পৃ. ২০।
১০. এস. বাটলার, *হুডিব্রাস*, সম্পা:-জে. উইল্ডারস (অক্সফোর্ড ইউ.পি., ১৯৬৭) পৃ. ২০০; তু.—বাটলারের গ্রন্থ *ক্যারেকটারস অ্যান্ড প্যাসেজেস ফ্রম নোট বুকস*-এর একজন হারমেটিক দার্শনিক-এর চরিত্র। পৃ. ৯৭-১০৮।

রিচার্ড ওভারটন জ্যোতিষী লিলির কাছ থেকে রাজনৈতিক পরামর্শ চেয়ে বসেন। আর যারা পেশাদার জ্যোতিষীদের দ্বারস্থ হতেন তাদের মধ্যে রয়েছেন কর্নেট জয়েস্, শ্রীমতী জন লিলবার্ন ও হিউ পিটার প্রমুখ যুক্তিবাদী রাজনীতিবিদ্, কয়েকজন প্রচারক, আনাবাপতিস্ত, র‍্যান্টার ও কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোকেরাও জ্যোতিষীদের পরামর্শ নিতে কুণ্ঠিত হতেন না। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে লরেন্স ক্লার্কসন হঠাৎ জ্যোতিষের দিকে ঝুঁকে পড়েন ; আর জ্যোতিষকে পেশা হিসেবে নিলেন জন পোর্দাজ। হার্টলিবেরইনভিজিবল কলেজের সভ্যরাওজ্যোতিষের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন ; আর জিরার্ড উইনস্ট্যানলি ও জন ওয়েবস্টারের মতে, জ্যোতিষচর্চা ভালো জিনিস। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে জর্জ ফক্স একই সঙ্গে পুরোহিত ও জ্যোতিষীদের প্রভাব দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় বলা হয় যে, জ্যোতিষশাস্ত্র 'অশিক্ষিত র‍্যান্টারদের পাঠ্য বিষয়।'[১১] ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে একজন কোয়েকার র‍্যান্টারদের পাল্লায় পড়ে বলে ফেলেন : 'গ্রহসমাবেশ জাতির অনুকূলে।'[১২] যারা জ্যোতিষশাস্ত্র বিরোধী তাদের মধ্যে বিশেষত প্রেসবিটারীয়রা প্রশ্ন তোলে যে, 'সৃষ্টির সব কিছু নিয়ে কি মানুষের কৌতূহল উশ্‌কে দেওয়া উচিত!' অবশ্য এ-ধরনের বিরুদ্ধতার ফলে জ্যোতিষচর্চার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নি, বরং লাভই হয়েছে।[১৩]

অ্যালকেমি/রসায়ন এবং বিশেষ করে রাসায়নিক ভেষজ ইত্যাদি চর্চার সঙ্গে র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার লোকজনেরা বিশেষভাবে যুক্ত। কারণ, ফ্যামিলিপন্থী ও বেহেমেনপন্থীরা র‍্যান্টার ও কোয়েকারদের ওপর যাদের এত প্রভাব তাদের মতে, অ্যালকেমি জাতির ভাবলোকে পুনর্জাগরণের এক প্রতীক মাত্র।[১৪] গ্রেশ্যাম কলেজে কর্মরত, ট্রানসিলভিয়াবাসী রসায়নবিদ্ হ্যান্স হুন্নিডেসের অন্যতম শিষ্য হলেন আরবেরির উত্তরসাধক জন ওয়েবস্টার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় অ্যালকেমি ও যাদুবিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করায় ওয়েবস্টার 'ফ্যামিলিপন্থী-লেভেলারমনস্ক- যাদুবিদ্যা অনুরাগী' বলে নিন্দিত হন।[১৫] স্যার আইজাক নিউটন যাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত আশাবাদী এমন একজন অ্যালকেমিবিদ্ ১৬৪৫ সালে আশা প্রকাশ করেন যে, অ্যালকেমির দাক্ষিণ্যে কয়েক বছরের মধ্যে 'টাকাপয়সা ধাতুমলে রূপান্তরিত হবে।' তার ফলে খ্রিস্টবিরোধী পাশবশক্তির প্রধান স্তম্ভ ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে....অতএব বহুপ্রতীক্ষিত মুক্তির দিন দ্রুত এগিয়ে আসবে যখন 'নতুন জেরুজালেমের রাস্তায় দেখা দেবে সোনার ছড়াছড়ি।'[১৬] এ-ধরনের কথাবার্তা উইনস্ট্যানলির মতোই নাশকতামূলক।

রসায়ন ও প্রগতিবাদী শাস্ত্রচর্চা প্রায় একই পর্যায়ভুক্ত। ওয়েবস্টার স্বয়ং আরবেরিকে 'সত্য ও শাস্ত্রের রাসায়নিক' বলে সম্বোধন জানালেন। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস অসবোর্ন মন্তব্য করেন যে, সোসিনীয়রা হলো 'আমাদের বহুধাবিভক্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবচেয়ে রসায়ন-ধর্মী বিচক্ষণ অংশ।'[১৭] ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে স্যামুয়েল ফিশার সহর্ষে জানাচ্ছেন : 'ভগবানের রাসায়নিক বিভূতির মাধ্যমে তাঁর জগতের যাবতীয় রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবে।' কথাগুলি তিনি বলেন, বিশপ গাউডেনের জবাবে যিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'দুর্বোধ্য শব্দের নির্গমন অথবা রাসায়নিক বিভূতি

১১. স্টোক্স, *দ উইল্টশায়ার র‍্যান্ট*, পৃ. ২২।
১২. ব্রেথওয়েট, *সেকেন্ড পিরিয়ড অফ কোয়েকারইজম* (১৯১৯) পৃ. ৩৯।
১৩. এই সমগ্র অনুচ্ছেদটার জন্যে দ্র.—টমাস, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক*, পৃ. ৩১৩, ৩৫৯, ৩৬৬-৭৭ এবং আরো নানান অংশ; ফক্স *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৪১।
১৪. টমাস, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক*, পৃ. ২৭০-১।
১৫. আই. ও. ই. আর, পৃ. ৫৮; টি. হল্, *ভিণ্ডিসিয়া লিটারেরাম* (১৬৫৫) পৃ. ১৯৯।
১৬. ইয়ারেনিয়াস ফিলালেথা কসমোপলিটা, *সেকরেটস রিভিল'ড* (ডব্লিউ· সি· এস্ক· কর্তৃক প্রকাশিত, ১৬৬৯) পৃ. ৪৮। এই পুস্তিকাটির জন্যে এবং একজন ইংরেজ রমনী সম্ভবত মেরি ক্যারির ভবিষ্যদবাণী 'সোনা এবার যেকেউ সহজেই বানাতে পারবে'—এরজন্যে আমার *অ্যান্টিক্রাইস্ট ইন সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি ইংলন্ড* পৃ. ১১৯ দ্রষ্টব্য।
১৭. আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ২৬৬; অসবোর্ন, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ১, পৃ. ৯১।

সূক্ষ্ম কল্পনা ও ক্ষণস্থায়ী ধ্যান-ধারণার কলোচ্ছ্বাস মাত্র।'[১৮] ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে রিচার্ড ওভারটন আত্মার অমরত্বকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করে দেখার প্রস্তাব দেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে অনুরূপভাবে জর্জ ফক্স ও এডওয়ার্ড বারো বলেন, খ্রিস্টের নৈশ ভোজোৎসব (mass)-এর অলৌকিকত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা হোক।[১৯] ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে হেনরি পিনেল্ প্যারাসেলসাসের রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তার ভূমিকায় তিনি হারমেটিক দর্শনের প্রশংসা করে লেখেন যে, লেখক 'ঐশীবাণীকে নস্যাৎ করার পরিবর্তে' তার 'প্রতিটি কথা তিনি যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করেন।' 'সৃষ্টির প্রতিটি অংশ মানবমুক্তির মহারহস্যের প্রচার কার্যে নিযুক্ত।'[২০] খুব অল্প সময়ের জন্যে নিযুক্ত ডুরহাম কলেজের অন্যতম ফেলোইজরায়েল টঙ্গ ছিলেন একজন অ্যালকেমিবিদ্। আর একজন ফেলো উইলিয়ম স্প্রিগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রসায়নচর্চার স্বপক্ষে দাবি জানান।[২১]

সুতরাং, জ্যোতিষচর্চা, অ্যালকেমি ও যাদুবিদ্যা বাইবেলবর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে র‍্যাডিকাল দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৬৪৬ সালে বেঞ্জামিন বোর্ন ঘোষণা করেন যে, 'ফ্যামিলিপন্থীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জ্যোতিষবিদ্যার আনুকূল্যে এবং প্রজ্ঞার দাক্ষিণ্যে তারা বিশ্ব জয় করবে।'[২২] শ্রীযুত টমাসের মতে, জ্যোতিষীদের 'অনুমান, যেহেতু মানবসভ্যতার বিকাশের কার্যকারণ সূত্রের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, সুতরাং এই বিষয়ের মধ্যেই নিহিত আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের বীজ।' 'শুরুতে জ্যোতিষশাস্ত্র ছিল ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাকার, পরে সেটা ঘটনা-নিয়ন্ত্রণের দিশারীর ভূমিকায় পরিণত হলো।' সেই কারণে রক্ষণশীল শাস্ত্রকাররা জ্যোতিষচর্চার ওপর হাড়ে চটা।[২৩] আর সেই জন্যেই আবার তার প্রতি র‍্যাডিকালদের এত আকর্ষণ ; যেমন বিশ শতকের মধ্যভাগে ইংলণ্ডের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানচর্চার ধূম পড়েছিল।

দেকার্তে ও চেরব্যুরির লর্ড হার্বার্ট স্বপ্নদর্শন ও দিব্যদর্শনের ওপর গুরুত্ব দিতেন যেমন দিয়েছেন ফক্স অথবা উইনস্ট্যানলি। তাঁদের কাউকে বাতুল বলা চলে না। এক বিশেষ মানসিক পরিমণ্ডলে আকস্মিক অন্তর্দৃষ্টির স্ফুরণ ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সম্ভব এবং আমরা জানি যে সে-যুগে প্রায়শই তা ঘটছিল। কিন্তু যদি এই অন্তর্দৃষ্টি ঈশ্বরের প্রসাদধন্য বলে বিশ্বাস জন্মে যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট সেই মানুষ ও তার শ্রোতৃমণ্ডলী উভয়ের কাছেই ঐ দৃষ্টির তাৎপর্য অপরিসীম। অতএব, এই নতুন ও অভিনব ধরনের অন্তর্দৃষ্টির যথার্থতাও যাচাই করে গ্রহণ করা সম্ভব। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফক্স এমন একদল লোকের দেখা পেয়েছিলেন যারা 'স্বপ্নদর্শনের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল' এবং পরে তারা কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত হয়।[২৪] আনাবাপতিস্ত, র‍্যান্টার

১৮. এস. ফিশার, *দ টেস্টিমান অফ ট্রুথ এক্সলটেড*, পৃ. ৫১, ৫৭; তু.—রিচার্ড সিব্বেস সম্পর্কে স্যামুয়েল হার্টলিবের বক্তব্য :'একজন সবচেয়ে কঠোরভাবে গবেষণা লব্ধ ধর্মবিদ্ যিনি এখনও জীবন্ত'। এই অভিমতের জন্য তিনি জন পিম-কে কৃতিত্ব দিয়েছেন (*এপিমেরিডেস* ১৬৩৪। আমি শ্রী ট্রেভর-রোপর-এর কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তিনি আমাকে এই প্যারাগ্রাফটির একটি কপি দিয়েছেন)। 'রাসায়নিক ধর্মশাস্ত্র'-র উন্নতি সাধনের সময় বোধ হয় ১৬৪০-এর দশক। খ্রিস্তেলটোনীয় রজার ব্রিয়ারলি 'রাসায়নিক ধর্মতত্ত্ব' সম্পর্কে অমর্যাদাকর কথাবার্তা বলেছেন (টি. সিপ্পেল, *জুর ভোরজেসচিসেট ডেস কোয়াকারটুমস*, পৃ। ১২)।

১৯. *আই. ও. ই. আর*, পৃ. ১২১; ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৩০-১; *গসপেল-ট্রুথ*, পৃ. ১০৮৮।

২০. পিনেল, *ফিলজফি রিফর্মড অ্যান্ড ইমপ্রুভড ইন ফোর প্রোফাউন্ড ট্রাকটেটস* (১৬৫৭)।

২১. জে. টি. ফাউলার, *ডুরহাম ইউনিভার্সিটি* (১৯০৭) পৃ. ১৮; স্প্রিগ, *আ মডেস্ট প্লী ফর অ্যান ইকোয়াল কমন-ওয়েলথ* (১৬৫৯) পৃ. ৫৩। টঙ্গ পরবর্তীকালে টিটাস ওএটেস-এর সঙ্গে যুক্ত হন।

২২. বি. বোর্ন, *দ ডেসক্রিপশন অ্যান্ড কমপুটেশন অফ মিস্টিক্যাল অ্যান্টি-ক্রাইস্ট দ ফ্যামিলিস্ট* (১৬৪৬), টমাস কর্তৃক উদ্ধৃত, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ৩৭৬।

২৩. *টমাস, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৭, ৩৩২, ৩৬১।

২৪. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৯। ম্যানফ্রেড ওয়েডহর্ন তার *ড্রিমস ইন সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি ইংলিশ লিটারেচার* (দ হেগ, ১৯৭০) গ্রন্থে *প্যারাডাইস লস্ট*-এ আদম ও ঈভ-এর স্বপ্নের তাৎপর্যকে এবং বুনিয়ানের বিখ্যাত গ্রন্থের ঐ স্বপ্ন-বর্ণনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। (বিশেষত পৃ. ৮২-৮, ১৫৪-৫)

ও কোয়েকারদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস-নির্ভর চিকিৎসাপদ্ধতিতে বিশ্বাসী। এটা আটপৌরে মানুষের চিকিৎসা পদ্ধতি অর্থাৎ একেবারে সাধারণ বিশ্বাসীদের ভেষজ।[২৫] কিন্তু কোয়েকারদের অলৌকিক উপায়ে আরোগ্য-কাহিনী নিয়ে তাদের উত্তরসূরীরা আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করে না। পেন ও এলউড তাদের সম্পর্কে নীরব।[২৬]

অ্যালকেমি, জ্যোতিষশাস্ত্র ও যাদুবিদ্যার সমর্থকরা যেন ভুল সময়ে ঠিক ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেছিল। অ্যালকেমির পরিণতি রসায়নবিদ্যার বিকাশ সাধনে, যে-প্রক্রিয়া অবশ্য ফরাসী বিপ্লবের পর চূড়ান্ত রূপ নেয়।[২৭] সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি ঋণ অস্বীকার করেই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ধাপে ধাপে পূর্ণকলেবর ধারণ করে। কিন্তু সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি যখন যাদুবিদ্যা ও বিজ্ঞান পাশাপাশি অগ্রসরমান, সে-সময় হার্মেটিক দর্শন যে নিখিল বিশ্বের প্রত্যাশা জাগিয়েছিল তার সবটাই নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ছিল না। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচারক্ষমতা বিশ্লেষণ করার জন্য আইজাক নিউটন অঙ্কশাস্ত্র অনুশীলনে মন দিলেন।[২৮] লর্ড কিন্‌স্ তাঁকে অভিহিত করেছেন 'সর্বশেষ যাদুকর' বলে।[২৯] আর তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে উর্বর সময়েও অ্যালকেমি সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। আজ বিশ শতকের নিরাপদ অবস্থানে দাঁড়িয়ে আমরা নিশ্চয়ই যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শনের পথ ধরে বিজ্ঞানের অমোঘ জয়যাত্রা প্রত্যক্ষ করছি আর সেই-সঙ্গে সমস্ত জায়গা থেকে ধীরে ধীরে যাদুবিদ্যার অবলোপ ঘটেছে।[৩০] দুর্ভাগ্যবশত নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম কেননা কোন্ সে 'শক্তি', যাআপাত ভাবে বস্তু বা যন্ত্রনির্ভর নয় অথচ এই তত্ত্বের অন্তরালে ক্রিয়াশীল তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। তাহলেও, এটা উপেক্ষা করে আমরা বলতে পারি যে, শুরু থেকেই যন্ত্রের জয়যাত্রা অনিবার্য ও অপ্রতিহত। যাঁর কাছে ভগবান ও বস্তু দুইই এক, তিনি বলেন, 'ভগবান্ এখনো গতিময়।' তিনি আমাদের গতি-বিজ্ঞান চর্চা করতে বলেছেন ; যেহেতু 'সব কিছুরই মধ্যে সত্য নিহিত।'[৩১] যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শনের সাফল্য যে প্রভূত তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার সঙ্গে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির যোগসূত্রের অভাবও বেশ প্রকট, যা আমরা বর্তমান শতকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় প্রাণপাত করছি। আমাদের হাসি পায়, যখন দেখি, স্যামুয়েল হেরিং বলছেন, জ্যাকব বোহেমির কাজের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ পাঠ্যসূচি রচিত হওয়া দরকার। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে একজন অন্তত বলেছেন, বোহেমির মৌলিক কাজ ছিল, ব্যাপক পরিবর্তন-সাধক বস্তুর ওপর গবেষণা যা সপ্তদশ শতকের শেষাশেষি ও অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ-বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক বিরল দৃষ্টান্ত।[৩২] র‍্যাডিকালরা ভ্রান্ত কিন্তু আগের মতো এখন আর নির্বোধ নয় তারা।

বিগত প্রজন্মে, স্যাবাইনের মতো বুঝদার ভাষ্যকার উইনস্ট্যানলির কথায় ঈষৎ বিব্রত বোধ করেন। কারণ উইনস্ট্যানলির মতে, মানুষের পতনের ফলে গোটা প্রকৃতিরাজ্যই কলুষিত।

২৫. টমাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫-৮; কিংসটনের এক কোয়েকারের জ্যোতিষবিদ্যার সাহায্যে আরোগ্য লাভ বিষয়ে দ্র.—জে. আরবেরি, *মিসেলেনিয়াস* (১৮৯০) পৃ. ১৩৭।

২৬. *জর্জ ফক্স'স বুক অফ মিরাকেলস*, পৃ. ৪৪ ও অন্যত্র তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৮৫, ১০ অধ্যায়।

২৭. *আই. ও. ই. আর*, পৃ. ২৯৮।

২৮. আই. বি. কোহেন সম্পাদিত, *আইজাক নিউটন'স পেপারস অ্যান্ড লেটারস অন ন্যাচারাল ফিলজফি* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯৫৮) পৃ. ৪৩৬।

২৯. *নিউটন টারসেন্টিনারি সেলিব্রেশনস*-এ লর্ড কেইনস-এর 'নিউটন দ ম্যান' (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯৪৭) পৃ. ২৭, ৩১-২; তু.—আর. জে. ফোরবেস, 'ওয়াজ নিউটন অ্যান অ্যালকেমিস্ট', *কিমিয়া* খণ্ড ২, (১৯৪৯) পৃ. ৩৫-৬।

৩০. তু.—টমাস, *পূর্বোক্ত* পৃ. ৬৪৩-৪।

৩১. স্যাবাইন, পৃ. ৫৬৫-৭।

৩২. তু.—বর্তমান গ্রন্থের ১৩০, ৮ অধ্যায়; এস. এফ. ম্যাসন, *আ হিস্ট্রি অফ দ সায়েন্সেস* (১৯৫৩) পৃ. ২৮২-৯০; 'দ সায়েন্টিফিক রেভোলিউশন অ্যান্ড দ প্রোটেস্টান্ট রিফর্মেশন : ২, লুথারেনিজম ইন রিলেশন টু আয়োট্রোকেমিস্ট্রি অ্যান্ড দ জার্মান নেচার-ফিলজফি'. *অ্যানালস অফ সায়েন্স*, খণ্ড ৯, পৃ. ১৫৪-৭৫।

'জলস্ফীতি ও অগ্নিকাণ্ডের মতো বিধ্বংসী ঘটনা যে অভিশপ্ত মানুষের কীর্তি কিংবা একই সঙ্গে মানুষের হাতে গড়া তার নিজস্ব কীর্তিই তাকে আর তার স্রষ্টাকেও ধ্বংস করবে এবং নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই ঐ অভিশাপকেই ডেকে আনবে।' এই ধারণাকে স্যাবাইন এককথায় 'বাতুল' এবং 'অতি সরল মনের' লক্ষণ বলে উড়িয়ে দেন।[৩৩] উইনস্ট্যানলি কিন্তু পুরোনো ধারণাকে নতুন ভাষার মোড়কে পরিবেশন করায় পারদর্শী। যদি ভাবি যে, তাঁর ভাষায় 'পতন' বলতে বোঝায় মানুষের সীমাহীন লোভ ও রাজশক্তির দাপট তাহলে আজ মনে হবে যে, উইনস্ট্যানলির অন্তর্দৃষ্টি সত্যিই কতো গভীর। আমাদের দৃশ্যপটে আজ নিওন আলোর চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন, ইট-কাঠ লোহার তোরণ আর মোটর গাড়ির ধ্বংসাবশেষের ছড়াছড়ি। আমাদের সমুদ্র আজ আণবিক জঞ্জালে পরিপূর্ণ, সমুদ্র-সৈকত নানাধরনের রাসায়নিক বর্জ্যপদার্থ আর তৈলাক্তদ্রব্যে ভর্তি। আমাদের বাতাস কার্বন ডাই-অক্সাইড ও আণবিক তেজস্ক্রিয় বিষে শ্বাসরোধ করছে। আমাদের শান্তি সুপারসনিক বিমানের কর্কশ আওয়াজে পলে পলে বিঘ্নিত। আমরা এও জানি যে, আণবিক বোমা মুহূর্তের মধ্যে এমন ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করতে পারে যা উইনস্ট্যানলি স্বপ্নেও ভাবেন নি। আর সেই সঙ্গে আমরা এও জানি যে, এ-সবই মানুষের অপরিমিত লোভ, মানুষে মানুষে ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতার বিষময় ফল। যার জন্যে আজ প্রকৃতিরাজ্যের ভারসাম্য বিপন্ন এবং পৃথিবীর মৌলরূপ বিষাক্ত ও ধ্বংসোন্মুখ। আমরা আজ আরো ভালো করে অনুধাবন করতে পারি উইনস্ট্যানলির অন্তর্দৃষ্টি, যখন তিনি বলেন যে, প্রতিযোগিতামূলক সমাজে রাষ্ট্রও অন্যতম প্রতিযোগী। সমাজে যখন সম্পত্তির ওপর যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আবার প্রকৃতিরাজ্যে সঙ্গতি ও লাবণ্য ফিরে আসবে; কিন্তু এও হয়তো এক অতি সরলীকৃত বিশ্বাস। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকলে 'কমনওয়েলথের সৌন্দর্যের' বিকাশ কি করে সম্ভব যার ওপর তিনি অগ্রাধিকার দান করেছেন? উইনস্ট্যানলির দৃষ্টিতে, 'পৃথিবীর বুকে যৌথ জীবনযাপন ও পৃথিবীর মর্জির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের' শিক্ষাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মানুষ সমাজবিপ্লব ঘটাচ্ছে। নিখিল বিশ্ব যে নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা পরিচালিত, তিনি চান, মানুষের বুদ্ধিবিবেচনাই মানুষকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে ঠিক সেইভাবে চলতে শেখাক।

অ-যান্ত্রিক ব্যাখ্যা খারিজ করার মনোভাব অংশত এবং কেবল অংশতই, আদর্শ প্রণোদিত। স্থিতিশীল সমাজের সঙ্গেই প্রাকৃতিক নিয়মের স্থিতিশীলতা মানানসই। ভগবান যেহেতু প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত অতএব তাঁর পক্ষে বিশ্ব-জগতের দৈনন্দিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাটা অসুবিধাজনক। লোকপ্রিয় যাদুবিদ্যা ও ক্যাথলিক অলৌকিকত্ব উভয়েই সুশৃঙ্খল নিখিল বিশ্বের ছন্দ-পতন ঘটাল। ১৬৬০ সালের পর র‍্যাডিকাল রাজনীতিবিদ্‌দের যাবতীয় প্রিয় বস্তুর একের পর এক বিসর্জনের পালা। তাদের 'উদ্দীপনা', ভবিষ্যদ্‌বাণী, খ্রিস্টধর্মমতের বিকল্পরূপী জ্যোতিষবিদ্যা, অ্যালকেমি ও রাসায়নিক ভেষজ সব কিছুরই স্থান খারিজের তালিকায়। রাসায়নিক ভেষজের প্রবক্তারা, চিকিৎসাবিদ্যায় আনাড়ি-হাতুড়ে, পূর্বতন বিদ্রোহের সমর্থক, হাটুরে লোকদের চিকিৎসক প্রভৃতিরা বিরূপ বিশেষণে চিহ্নিত হলো।[৩৪] স্বভাবতই, যখন স্ব-ঘোষিত রাসায়নিক ও অ্যালকেমিবিদ্‌রা স্বীকৃতি পেল না এবং তাদের ভাগ্যে জুটল সরকারি বিজ্ঞান-সংস্থাগুলির উপেক্ষা তখন তারা ক্রমশই অন্ধ আবেগের তাড়নায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে থাকল।[৩৫] আর এভাবে, তাদের বিরুদ্ধে সমাজের রায় যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হলো।

৩৩. স্যাবাইন, পৃ.৪২-৩; ২২১; তু.—পৃ. ১৬৯।

৩৪. এন. হোজেস, *ভিভিসিয়া মেডিসিনেয়া য়েট মেডিকোরাম* (১৬৬৫) নানাস্থান দ্রষ্টব্য; ডব্লিউ. জনসন, *ব্রিফ অ্যানিম্যাডভারসনস* (১৬৬৫) নানাস্থান দ্রষ্টব্য; সি. গুডাল, *দ রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়নস* (১৬৮৪)। প্রথম দুটি সূত্রের জন্যে আমি শ্রী ম্যাক্‌ক্যালম্যান-এর কাছে ঋণী। তু—স্যার উইলিয়ম টেম্পল, আই· ও· ই· আর-এ উদ্‌ধৃত, পৃ· ১২২-৩।

৩৫. এই সূত্রটির জন্য আমি শ্রী ম্যাক্‌ক্যালম্যান-এর কাছে ঋণী।

ছোটোলোক মিস্ত্রীরা অধর্মের প্রচারক বলে, ১৬৮১ সালে বিশপপার্কার তাদের প্রভূত নিন্দাবাদ করেন। তারা রাস্তা ঘাটে লোকদের কাছে নাস্তিকতার স্বপক্ষে বক্তৃতা দিয়ে থাকে। আমার *ইন্টেলেকচুয়াল অরিজিন অফ দ ইংলিশ রেভোলিউশান* রচনাটিতে যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শনের স্রষ্টা যে কাঠখোট্টা মিস্ত্রীর দল সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অনর্থক রচনাটিকে আকারে খাটো করে ফেলেছি।[৩৬] 'যান্ত্রিক নাস্তিকতাবাদ ও যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শন যে এক জিনিস নয়, সেটাকে আমার আরো ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, র‍্যাডিকাল ভক্তমণ্ডলীর কয়েকটি আসরে মিস্ত্রী-প্রচারকদের দৌলতে যান্ত্রিক নাস্তিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যার কেতাবী বিকল্পরূপে যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শন অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শনের জয়যাত্রা অবশেষে খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসকে নানা সমস্যায় বিড়ম্বিত করে। এবং কয়েকজন যাজকের মতে তাই-ই ঘটার কথা। একসময় যাবতীয় অশুভ ঘটনা, দুঃখ-কষ্টের জন্য ডাইনি, দুষ্ট আত্মা ও শয়তানকে দায়ী করা হতো। তাদের অনুপস্থিতিতে এখন কাদের দায়ী করা হবে? ধর্মবিদ্‌দের ভাষায়, তাদের অস্বীকৃতি মানেই নাস্তিকতা।[৩৭] ভগবান যেহেতু রয়েছেন এবং আগের মতো ধর্মদ্রোহী ও ডাইনীদের শায়েস্তা করে পাপমুক্তির রেওয়াজ নেই তাই পাপ ও অপরাধবোধ মানুষের অন্তরে বাসা বাঁধে এবং মতাদর্শ ও যন্ত্রবিদ্যার মাঝখানে জুড়ে বসে পিউরিটান অপরাধবোধ।[৩৮]

২ দে ব ত্ব-আ ই ন-ভে ষ জ

ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে কেতাবী বিজ্ঞানীরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে নাস্তিকতা থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে চাইলেন এবং মহোৎসাহে বিজ্ঞানের সাহায্যে ঈশ্বর ও নিয়মাধীন বিশ্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। বুদ্ধিমানের মতো দ্বিতীয় চার্লস, একই সঙ্গে চার্চ অফ ইংলণ্ডের অধিকর্তা ও রয়্যাল সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক উভয়পদই অলঙ্কৃত করেন। তার মধ্যে একটার কাজ যান্ত্রিক-নাস্তিকতাকে খর্ব করা। আর একটার কাজ মিস্ত্রী-প্রচারকদের জব্দ করা। রয়্যাল সোসাইটি যখন অনেক ঢাক ঢোল বাজিয়ে শুধুমাত্র হিতকারী গবেষণাকার্যই করা হবে বলে ঘোষণা করল তখন তার সঙ্গে অতীত-বিজ্ঞানচর্চার অনেক সুফলও জলাঞ্জলি গেল। হারিয়ে গেল বেকনীয় র‍্যাডিকাল দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। তার ছিটেফোঁটা কোনোমতে টিকে রইল প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠানের বুদ্ধিজীবিদের মননে প্রতিষ্ঠান বিরোধী গোষ্ঠীগুলি নিদারুণ আশাহত। পৃথিবীকে আর উল্টেপাল্টে দেওয়া সম্ভব নয় অতএব গৃহকোণই একমাত্র আশ্রয়। তারা মেনে নিল হ্যাঁ, পাপের অস্তিত্ব রয়েছে। তারা মেনে নিল হ্যাঁ, এই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ভালো। রাজনীতি বিবর্জিত পারলৌকিক চিন্তায় তারা শান্তি খুঁজে বেড়াতে লাগল। অতএব হারমেটিক দর্শন ও যাদুবিদ্যার প্রতি তাদের অনুরাগ এখন অতীতের বিষয়বস্তু।[৩৯]

এই বিশ্ব, বিজ্ঞান ও সমাজ সবই অখণ্ড এইভাবে দেখার জন্য ইংরেজ র‍্যাডিকালরা আর একবার শেষ চেষ্টা করল। কোপার্নিকাসের জ্যোতির্বিজ্ঞান স্বর্গীয় ও আকাশের নিচে যাবতীয় বস্তুপুঞ্জের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। অতএব র‍্যাডিকালরাও আটপৌরে মানুষ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পার্থক্য মুছে দেওয়ার চেষ্টা চালাল। লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষার প্রাধান্য দূর করার জন্য কেতাবী শাস্ত্রকারদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনার বাইরে রাখতে চাইলেও তারা কিন্তু তুকতাক

৩৬. *আই. ও. ই. আর.*, পৃ. ১২৭, ৬৬।
৩৭. জে. আরবেরি, *ব্রিফ লিভস* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৮৯৮) খণ্ড ২, পৃ. ৩১৮; তু.—স্যার টি. ব্রাউন, *রিলিজিও মেডিসি* (এভরিম্যান সংস্করণ) পৃ. ৩৪; এইচ.মুর, *অ্যান অ্যান্টিডোট এগেনস্ট এথেইজম* (১৬৫৩) নানা স্থান দ্রষ্টব্য।
৩৮. টমাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩৮-৪০; আমার *রিফর্মেশন টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন*, পৃ. ১২৭।
৩৯. টমাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৭-৮।

পেশার লোকদের হাতে বিজ্ঞানকে সঁপে দেওয়ার বিপক্ষে। ডী, ব্রুনো ও ফ্লড এবং অন্যরা জগৎ-সংসারকে পুরোপুরি বুঝতে চেয়েছেন। চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে কোমেনিয়াসই শেষ ব্যক্তি যিনি পূর্ণাঙ্গ সংশ্লেষণ (synthesis) খুঁজেছেন এবং মানবজীবনে তাকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। উইনস্ট্যানলি চেয়েছেন, সমস্ত ধর্মপল্লীতে একজন নির্বাচিত আটপৌরে শিক্ষক বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতি শিক্ষাদান করুক। আর ঐ শিক্ষক হার্টলিবের অনুসন্ধান দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারবে অনায়াসেই।[৪০] তিনি ও র‍্যাডিকাল বিজ্ঞানীরা চেয়েছেন, বিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা দূর করুক। তাই তাঁরা জ্যোতিষ, অ্যালকেমি ও যাদুবিদ্যার ব্যবহারিক উপযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাদের পতন অবশ্যই বিজ্ঞানের স্বার্থে ভালো; কিন্তু তারই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে *অখণ্ড বিশ্ব দৃষ্টি* সঞ্চারিত করার স্বপ্নও শেষ হয়ে গেছে। একজন সাধারণ মিস্ত্রীর চোখে টমাস অ্যাকুইনাস ও যা, নিউটনও তাই। জ্ঞানচর্চা আর লাতিন বাইবেলের মধ্যে বন্দী রইল না যা বিদ্বান যাজক ছাড়া আর কারো অধিগম্য নয়। জ্ঞান যেন নানা বৈজ্ঞানিক কচকচির মধ্যে বাসা বেঁধেছে যা আবার নয়া বিশেষজ্ঞের সহায়তা ছাড়া কারো বোধগম্য নয়। র‍্যাডিকালদের প্রশ্ন, 'বলতে পার তাহলে তফাৎটা কোথায়?'

আমি বলতে চাই না যে, পটভূমি সংলগ্ন এই দার্শনিক ও বিশ্বজনীন বিতর্ক সম্পর্কে অধিকাংশ সাদামাটা র‍্যাডিকাল অবহিত ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছিলেন যা ঐতিহাসিকরা হালে মাত্র বুঝতে পারছেন। এই পটভূমিতেই তাদের চাওয়া না-চাওয়াকে বুঝতে হবে। সাধারণ র‍্যাডিকালদের চাওয়ার মধ্যে রয়েছে : মিস্ত্রী-প্রচারক নিযুক্তির মাধ্যমে ধর্মের গণতন্ত্রীকরণ, ধর্মকরের বিলোপ, আদালতের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আইনের গণতন্ত্রীকরণ, আইনজ্ঞদের দক্ষিণাদানরীতি বর্জন, চিকিৎসক কলেজের একচেটিয়া বিলুপ্তির মাধ্যমে ভেষজের গণতন্ত্রীকরণ এবং সকলের জন্য সুলভ চিকিৎসা ব্যবস্থা। দেখা যাচ্ছে যে, উপযুক্ত তিনটি বিভাগেই শত্রুর একচেটিয়া ক্ষমতা বর্তমান।

১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে শিল্পের একচেটিয়া প্রভাব কমে যায়। কিন্তু ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে লিলবার্ন দেখাচ্ছেন যে, গ্রন্থমুদ্রণ ব্যবসা তখনও স্টেশনার্স কোম্পানিগুলোর পুরোপুরি কব্জায়; কালো কোটওয়ালা যাজকদের দখলে ধর্মপ্রচার বৃত্তি; '*সুবিধাভোগী* চোরদের সমগোত্রীয়' আইনজ্ঞ ও বিচারকদের হাতে বিচার ব্যবস্থা।[৪১] ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস্ কাল্‌পেপারের মন্তব্য : কমনওয়েলথের স্বাধীনতা যাজক, চিকিৎসক ও আইনজ্ঞ এই তিন একচেটিয়ার দ্বারা বিঘ্নিত।[৪২] অনেক পরে গুডাল বলেন, সাধারণ লোকের মতে, ওষুধপত্র সমস্ত হাটুরে লোকদের জন্য সহজলভ্য করা হোক। 'দর্জিরা গিয়ে বসুক উকিলদের জায়গায় আর যাদুকররা গিয়ে দাঁড়াক উপাসনা বেদীতে।'[৪৩] আমরা জানতে পারি যে, ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট বার্থলোমিওর হাসপাতালে সেনাবাহিনীর নিম্নপদস্থ সৈন্য রোগীরা তাদের মনোমত এক তরুণ শল্য চিকিৎসককে বহাল করার জন্য আবেদন জানায়। অপরপক্ষ, একজন বিরুদ্ধবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী নার্সকে অপসারণের চেষ্টার মাধ্যমে তার জবাব দেয়।[৪৪] ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে উইনস্ট্যানলি এবং ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্যামুয়েল হেরিং নিখরচায় সর্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানান। শেষোক্ত জন স্কুল শিক্ষক ও চিকিৎসকদের মতো যাজকদেরও রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে

৪০. প্রোখয়ও চেয়েছিলেন যে, সমস্ত অর্থনৈতিক তথ্যও সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হোক (দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ২৫০,৭ অধ্যায়)।

৪১. হালার, *ট্রাকটস অন লিবার্টি*,খণ্ড ৩, পৃ. ২৯৪।

৪২. কাল্‌পেপার, *আ ফিজিক্যাল ডিরেক্টরি* (১৬৪৯)।

৪৩. সি. গুডাল *দ রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস; দ কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস ভিনডিকেটেড* (১৬৭৬), পৃ. ১-২, ২২-৩ এবং অন্যত্র।

৪৪. জে. জে. কেভিল, *মেডিসিন অ্যান্ড দ নেভি* (১৯৫৭-৮) খণ্ড ২, পৃ. ২।

বেতন দানের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।[৪৫] পেটি রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ দানকারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।[৪৬] রাজহন্তা জন কুক গরীবদের জন্য নিখরচায় চিকিৎসাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব রাখেন।[৪৭] যাঁর মূল আক্রমণ যাজক সমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত, সেই উইলিয়ম ডেলের মতে, 'সমস্ত প্রকার পেশার ও দক্ষিণার' কলুষমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা ও আইনের প্রশিক্ষণ চালু করা উচিত।[৪৮] জন ওয়েবস্টার, যিনি বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পীড়াপীড়ি করেছিলেন, তিনিও ডেল ও উইনস্ট্যানলির মতো বিশ্ববিদ্যালয়কে যাজক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র রূপে দেখতে চান না।[৪৯]

মিস্ত্রী প্রচারকেরা ধর্মের গণতন্ত্রীকরণের পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, ভগবানের আত্মিক প্রসাদধন্য যে কোনো নরনারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ধর্মবিদ্‌দের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয়। বিজ্ঞানমনস্ক র‍্যাডিকালরাও ভেষজের বিষয়ে একই চিন্তাধারার শরিক। ১৬৬৪ সালে জন হেডন লিখছেন : বৈপ্লবিক দশক মোজা নির্মাতা, মুচি, গম পেষাইওয়ালা, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর ইঁট মিস্ত্রী, বন্দুক নির্মাতা, কুলি, খানসামা সকলকেই জ্যোতিষবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা লিখতে পড়তে ও শেখাবার ক্ষমতা যুগিয়েছে।[৫০] ওষুধ বিক্রেতা নিকোলাস কাল্‌পেপার একজন নির্ভেজাল প্রজাতন্ত্রী, যিনি সীকার ও নাস্তিকদের মুণ্ডপাত করে থাকেন। তারই সঙ্গে তিনি চিকিৎসক কলেজের একচেটিয়া ক্ষমতার বিরুদ্ধে সোরগোল তোলেন যেমন উইস্ট্যানলি, ওয়েবস্টার ও ডেল তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে। কাল্‌পেপার কলেজ পাঠ্য *ফার্মাকোপিয়া লণ্ডিনেনসিস্* কে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিও চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রের অধিকারী হতে পারে। তিনি আশা করেন যে, এর দ্বারা প্রত্যেক মানুষই নিজের রোগ সারাতে পারবে; যেমন বাইবেল মাতৃভাষায় অনূদিত হওয়ার ফলে প্রত্যেকেই শাস্ত্রকার হয়ে ওঠে (যেমন লিলবার্নের আশা প্রত্যেকেই হবে নিজের নিজের উকিল।)[৫১]

কিছুদিনের জন্য ক্লার্কসন বনে গেলেন জ্যোতিষী; কোপ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। উইনস্ট্যানলি নিশ্চয়ই প্যারাসেলসাসের ঐতিহ্যের অনুগামী রয়ে গেলেন, যার কাছ থেকে তিনি আলো-আঁধারের প্রতিতুলনা শিখেছেন। সেই চিন্তাধারার শরিক ক্লার্কসন, বোথামলি ও কোয়েকাররা, যারা আলোকের সন্ততি।[৫২] উইনস্ট্যানলি একই সূত্র থেকে জেনেছিলেন যে, 'প্রকৃতির রহস্য না জানলে ভগবানের সৃষ্টি সম্পর্কে উপলব্ধি করা যাবে না।' আর 'প্রকৃতির রহস্য' ঐ একই চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত এক অভিধা।[৫৩] তাছাড়া শারীরস্থান (anatomy) সম্পর্কে উইনস্ট্যানলির অল্পবিস্তর জ্ঞান ছিল এবং

৪৫. স্যাবাইন, পৃ. ৫৯৮; সম্পা, নিকোলস, *ওরিজিনাল লেটারস .... অ্যাড্রেসড টু অলিভার ক্রমওয়েল*, পৃ. ১০০-১, ১২৯-৩০।

৪৬. পেটি, *দ অ্যাডভাইস অফ ডব্লিউ পি· টু মি· স্যামুয়েল হার্টলিব* (১৬৪৮)।

৪৭. জে. কুক, *ইউনাম নেসেসারিয়াম* (১৬৪৮)।

৪৮. ডেল, *সেভারেল সারমনস*, পৃ. ৬৪৪।

৪৯. ওয়েবস্টার, *দ সেইন্টস গাইড* (১৬৫৪) পৃ. ২৬-৭ এবং অন্যত্র। এছাড়াও দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.২২০-১, এই অধ্যায়।

৫০. জে. হেডন, *দ ওয়াইজ-ম্যানস ক্রাউন:অর. দ গ্লোরি অফ দ রোসি-ক্রস* (১৬৬৪) টমাস কর্তৃক উদ্‌ধৃত পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫।

৫১. কালপেপার-এর জন্য দ্র.—*আই. ও. ই. আর.*, পৃ. ২৯, ৭২, ৮১-২, ১২০, ১২২; টমাস পূর্বোক্ত পৃ. ৩৪৩। লিলবার্নের জন্য দ্র.—*আই. ও. ই. আর*, পৃ. ২৬১।

৫২. ক্লার্কসনের *আ সিঙ্গল আই*-এর শিরোনামের অন্তরাধ্যায় *অল লাইট, নো ডার্কনেস; অর লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস ওয়ান*; তু ·বোথামলির *দ লাইট অ্যান্ড ডার্ক সাইডস অফ গড* এবং ফ্রান্সিস ফ্রিম্যানের *লাইট ভ্যাক্সুইশিং ডার্কনেস* (১৬৫০); তু.—মরটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪-৫ এবং ডেবুস, *দ ইংলিশ প্যারাসেলসিয়ানস* পৃ. ১০২, ১০৪, ১০৮, ১১২-১৮, ১৩২।

৫৩. স্যাবাইন, পৃ. ৫৬৫; ডেবুস *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১, ৬১, ৮৮-৯০, ১৩৮; জি. এইচ. টার্নবুল, *স্যামুয়েল হার্টলিব* (১৯২০) পৃ. ১০-১৩; তু—পৃ· ১০৪ ও ১০৬, ৭ অধ্যায় ; এ-বিষয়ে সাহায্য করার জন্যে আমি শ্রী চার্লস ওয়েবস্টারের কাছে কৃতজ্ঞ।

হৃদ্-যন্ত্রের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর সঠিক ধারণা ছিল।[৫৪] জজ ফক্স ওষুধপত্র সম্পর্কে চিরকাল আগ্রহ পোষণ করতেন।

যে বিপ্লব শুরু হয়েছিল রেভারেণ্ড হেনরি বার্টন, আইনবিদ্ প্রাইন ও ড· বাস্টউইকের চিকিৎসক কঠোর সাজাদানের বিরুদ্ধে প্রবল গণরোষের কারণে এবং যাজকত্ব, আইন ও চিকিৎসা এই তিন পেশাকে হাস্যাস্পদ করার মধ্য দিয়ে সে বিপ্লবের অবসান ঘটল। ফক্সের মতে, প্রজ্ঞা, বিশ্বাস ও ভগবৎ-সাম্য এখন পরিত্যক্ত। গোড়ার দিকে রাষ্ট্রীয় চার্চের যাজকরাই ছিল র‍্যাডিকালদের প্রধান শত্রু। এখন নবোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা মেটাবার জন্য রয়েছে আইনবিদ্, চিকিৎসক, শল্যচিকিৎসক, ওষুধের কারবারী ও স্কুল মাস্টার। এই পেশাদার গোষ্ঠীগুলি ধীরে ধীরে সমাজের মাথায় চড়ে বসে এবং পার্লামেন্টের কাউন্টি কমিটির বেশিরভাগ জায়গা তারাই জুড়ে বসে।[৫৫] বলশালী বনেদী ভদ্রলোকরা তাদের ঘৃণার চোখে দেখে; কারণ তাদের মাধ্যমে বিপ্লবের ভিৎ শক্তপোক্ত হয়। আবার হতাশাচ্ছন্ন র‍্যাডিকালদের চোখেও তারা ঘৃণার পাত্র; কারণ, তারা বিপ্লব সম্প্রসারণের পথে কাঁটা। শুধু মিত্রীপ্রচারক নয় মিত্রী-চিকিৎসক এবং মিত্রী-আইনজ্ঞ ও বিচারকের দাবি জানিয়ে র‍্যাডিকালরা তাদের কর্তব্য শেষ করে। উইনস্ট্যানলি এই দাবি আরো এগিয়ে নিয়ে অপেশাদার সাধারণ নাগরিকের সেনাবাহিনী গড়ার আহ্বান জানান, যাদের কাজ হবে কমনওয়েলেথের স্বাধীনতা হরণের যাবতীয় সম্ভাব্য প্রচেষ্টা বানচাল করা।[৫৬]

৩ বি শ্ব বি দ্যা ল য়

শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছিল র‍্যাডিকাল পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ। আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বালক বালিকার জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং সবচেয়ে ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরো ছ-বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান—এই ছিল শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে কোমেনিয়াসের প্রস্তাব। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে কোমেনিয়াস লিখেছেন : 'যাতে সমস্ত তরুণ শিক্ষালাভ করতে পারে এবং তা থেকে একজনও বঞ্চিত না হয় এই উদ্দেশ্যে গোটা রাজ্যের সমস্ত স্কুল সংস্কার সম্পর্কে তারা প্রবল আগ্রহে আলোচনা করে চলেছে।'[৫৭] বিপ্লব চলাকালীন ডুরহ্যামে এক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং লণ্ডন, ইয়র্ক, ব্রিস্টল, এক্সিটার, নরউইচ, ম্যানচেস্টার, শ্রুসব্যারি, লাডলো, কর্নওয়াল, ওয়েলস্ ও আইল অফ ম্যান প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা হয়। স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রস্তাবও ওঠে।[৫৮] প্রকৃতপক্ষে, বেশ কয়েকটি নতুন স্কুল খোলা হয় ওয়েলসে। অধ্যাপক স্টোন মনে করেন যে, বৈপ্লবিক দশকগুলিতে নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে শিক্ষার হার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।[৫৯] ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম পেটি 'বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তনের প্রস্তাব রাখেন, যেখানে সরকারের

৫৪. উইনস্ট্যানলি, *দ ব্রেকিং অফ দ ডে অফ গড*, পৃ. ১৭-১৮। মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটা ব্লাডার অথবা জলীয়বাষ্পের আধার যা রক্তের উষ্ণতাকে ঠাণ্ডা রাখে— এর নাম হলো হৃদ্ধরাঝিল্লি

৫৫. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০; এ. এভারিট, *চেঞ্জেস ইন দ প্রোভিনসেস ইন দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি*, পৃ· ৪৩-৬।

৫৬· স্যাবাইন, পৃ· ৫৭২-৩।

৫৭· সম্পা·—আর· এফ· ইয়ং, *কোমেনিয়াস ইন ইংল্যান্ড* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৩২) পৃ. ৬৫; *সিলেকশনস ফ্রম কোমেনিয়াস*, পৃ. ১৯-২১।

৫৮. আই. ও. ই. আর, পৃ.১০৮-৯, ১২৪; আর এল. গ্রীভস, *দ পিউরিটান রেভোলিউশন অ্যান্ড এডুকেশনাল থট* (রটারস ইউ. পি., ১৯৬৯) পৃ. ৫৫-৬, ৫৯-৬০। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত ১২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১০টি উত্তর অথবা পশ্চিমে, কিংবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাছে।

৫৯. স্টোন, 'লিটারেসি অ্যান্ড এডুকেশন ইন ইংল্যান্ড, ১৬৪০-১৯০০', *পি. অ্যান্ড পি.*, ৪২, পৃ. ১০৯-১২।

বেতনভোগী দক্ষ কারিগররা শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজ শেখাবে। তাছাড়া তিনি গরীবঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য 'সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র' খোলারও পক্ষপাতী।[৬০] উইলিয়ম ডেলের দাবি : প্রতিটি গ্রামও শহরের জন্য স্কুল,নগর ও বড় শহরের জন্য গ্রামার স্কুল এবং প্রতিটি মহানগরের জন্য একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হবে। প্রাক্‌স্নাতক পর্যায়ের ছাত্ররা দিনের একাংশ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যয় করবে এবং এভাবে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ব্যয় নিজেরাই নির্বাহ করবে।[৬১] উইনস্ট্যানলিও চান সর্বজনীন শিক্ষা এবং তার সঙ্গে কায়িক শ্রমের সমন্বয়সাধন যাতে একদল সুবিধাভোগী অলস বিদ্বান তৈরি না হয়। তাঁর মতে, 'এই বিদ্বানরাই পৃথিবীর যাবতীয় অনাসৃষ্টির মূলে।'[৬২]

ডেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সামাজিক ভূমিকাকেও সমালোচনা করেন। ধর্মের মোড়কে শিক্ষাদানের তিনি ঘোরতর বিরোধী কারণ, তার ফলে সাধারণ মানুষের জ্ঞানস্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসা ব্যাহত হয়।তারা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত যাজকদেরই যাবতীয় জ্ঞানের আধার বলে ভাবতে শুরু করে। তার জিজ্ঞাসা : মানবিক জ্ঞানও যদি ধর্মের মোড়কে পরিবেশিত হয় তাহলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যারা,তাদের মোক্ষলাভের উপায় কি? তারা তো বিদ্যাশিক্ষা এবং তার আনুষঙ্গিক ধর্মশিক্ষা থেকে বঞ্চিত।[৬৩] উইনস্ট্যানলি সহজ সরল ভাষায় বলেন এ-সবই ধূর্ত পুরুতদের কারসাজি। তারা জানে, যদি একবার এসব সাদামাটা লোকদের বোঝানো যায় যে, পরলোকেই যত সুখ ধনসম্পদ, অক্ষয় স্বর্গ ও অনন্ত গৌরব তাহলে ইহলোকে এই প্রবঞ্চিত লোকদের চাকর বানিয়ে রাখা যাবে।[৬৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সপ্তদশ শতকে সমাজের কাঠামোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখান থেকেই জননেতা তৈরি হয় মানুষকে প্রভাবিত করার যাবতীয় কলাকৌশল শেখানো হয়। র‍্যাডিকালদের মতে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজের যাবতীয় প্রচলিত ধ্যান-ধারণার স্রষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়। তারাই শিখিয়েছে, পছন্দ হোক না হোক জাতীয় চার্চের সঙ্গে যুক্ত থাকুক প্রতিটি ইংরেজের কর্তব্য। আরো শেখানো হয়েছে যে, লাতিন জানা ভদ্রলোকরাই একমাত্র ধর্মোপদেশ দানের অধিকারী। এর অর্থ প্রতিবাদী ধর্মমতে বিশ্বাসীদের মৌলনীতি অর্থাৎ সকলেরই পৌরোহিত্যে সমান অধিকার রয়েছে তাকে নস্যাৎ করা এবং একমাত্র শিক্ষিত যাজকদের জন্য সে অধিকার সংরক্ষণ করা। এসব কারণে, এলিজাবেথের যুগে ব্রাউনপন্থী এবং বরোপন্থী লোকজন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 'খ্রিস্টবিরোধী সিংহাসনের রক্ষক' রূপে চিহ্নিত করে।[৬৫] বৈপ্লবিক দশকের এটাই মাহাত্ম্য যে, এ-সব নিয়ে সে-সময়ে সবাই খোলাখুলি আলোচনা করত। সবচেয়ে বেশি মুখর বুদ্ধিজীবী র‍্যাডিকাল মহল ও মিস্ত্রী ধর্মপ্রচারকরা। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে শেষোক্তদের মধ্যে একজনকে বলতে শোনা যায় : 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শয়তানের আড়ত আর পেট ভরাবার জন্য এই বিদ্যাচর্চা।'[৬৬] উইনস্ট্যানলি ও ডেলের মতে বিশ্ববিদ্যালয়কে যাজক তৈরির আখড়ায় পরিণত করা চলবে না।[৬৭] এই উক্তির সঙ্গে রজার

৬০. *দ অ্যাডভাইস অফ ডব্লিউ· পি· টু মি· স্যামুয়েল হার্টলিব।*
৬১· ডেল, *সেভারেল সরিমনস* পৃ. ৬৪২-৮। জর্জ স্নেলও ঐ একই প্রস্তাব দিয়েছেন, *দ রাইট টিচিংস অফ ইউজফুল নলেজ* (১৬৪৯) পৃ. ৩১১-২৭।
৬২. এই অধ্যায়ের শুরুতে উদ্‌ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য।
৬৩. ডেল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮৫; তু.—পৃ.২৭৩। স্যামুয়েল ফিশারও ঐ একই দিক নির্দেশ করেছেন (*টেস্টিমনি*, পৃ. ৩৩৬; তু.—পৃ. ২০৭, ৩৩১, ৪৬৯)।
৬৪. স্যাবাইন, পৃ. ৫৬৮-৭০, ২৩৬-৪০।
৬৫. এ· পীল ও এল. এইচ· ক্লারসন সম্পা·, *রাইটিংস অফ রবার্ট হ্যারিসন অ্যান্ড রবার্ট ব্রাউন* (১৯৫৩) পৃ. ৫৩০-১; ক্লারসন সম্পা· *রাইটিংস অফ জন গ্রীনউড* (১৯৬২) খণ্ড ১, পৃ. ২৬৮-৯; *রাইটিংস অফ হেনরি বারো* (১৯৬২-৬) খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৪-৫৩, ৫৩৪-৪১; খণ্ড ২, পৃ. ১৯১, ২১১-২৪।
৬৬. [অজ্ঞাত] *দিজ ট্রেডসমেন আর প্রিচারস* (১৬৪৭) একটি পাতা।
৬৭. রজার উইলিয়ামস, *দ হায়ারালিং মিনিস্ট্রি নান অফ ক্রাইস্টস* (১৬৫২) পৃ. ১৪-১৭; আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ৮৬; কোপিন, *ডিভাইন টিচিংস*, পৃ. ২১-৪; *ট্রুথস টেস্টিমনি* (১৬৫৫) পৃ. ১৬; নরউড, *দ ফর্ম অফ অ্যান*

উইলিয়মস্, আরবেরি, কোপিন্, রবার্ট নরউড, ফক্স, নেইলার, ফার্নস্ওয়ার্থ, স্যামুয়েল ফিশার, জন ওয়েবস্টার প্রমুখ সবাই একমত। মাঝামাঝি অবস্থান হিউ পিটারের; তাঁর মতে, 'ধার্মিক প্রকৃতি ছেলেদের কর্মস্থল থেকে' এনে, তাদের উন্নতির জন্য অক্সফোর্ডের কোনো একটি কলেজে পাঠানো উচিত। তাদের জন্য একটি কলেজ নির্দিষ্ট থাকবে। শুধু লেখাপড়া করানোটাই এই প্রশিক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে না।[৬৮]

টমাস হবস্ লিখেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় হবে সেই নির্ঝরের উৎসস্থল, যার থেকে উৎসারিত হবে মানবিক ও নৈতিক আদর্শ আর তাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে ধর্মপ্রচারক ও ভদ্রমানুষজনেরা।' অতএব 'জনশিক্ষা পুরোপুরি নির্ভরশীল যুবকদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৎশিক্ষা দানের ওপর।' বিশ্ববিদ্যালয়ের সামজিক ভূমিকা সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার, কেন র‍্যাডিকালরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর হাড়েচটা। এ-প্রসঙ্গে, 'বিশ্ববিদ্যালয় যাজক সমাজের বশংবদ চাকর'—হব্সের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।[৬৯] যারা রাষ্ট্রীয় চার্চ, ধর্মকর ও পরগাছাবৃত্তির বিরোধী, তারা, স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তন আনার পক্ষপাতী হবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হয়েছে যাজকদের জীবিকা সংস্থান করার জন্য প্রশিক্ষণ দান। যাদের ধারণা 'খ্রিস্টের আহ্বানবাণী যে-শুনেছে এবং তার আত্মিক শক্তির অংশীদার' সে-ব্যক্তিই 'একমাত্র প্রকৃত যাজক'।[৭০] এবং লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষার ওপর দখল এক্ষেত্রে অবান্তর ; তারা মনে করে, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিকৃত। এ-প্রসঙ্গে কব্‌লার হাউ, লর্ড ব্রুক, রজার উইলিয়মস্, হেনরি ডেনি, রিচার্ড ওভারটন, উইলিয়ম ওয়ালউইন, এডমণ্ড চিলেনডেন, জিরার্ড উইনস্ট্যানলি, উইলিয়ম ডেল, জন মিলটন, রজার ক্র্যাব, রিচার্ড কোপিন, জন কানি, হেনরি স্টাব, জর্জ ফক্স, রিচার্ড ফার্ন সওয়র্থ স্যামুয়েল ফিশার প্রমুখের রচনা থেকে ভুরি ভুরি উদ্ধৃতি দেওয়া যায়।[৭১]

১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজের ধর্মমণ্ডলীর আসরে ডেল বলেন :বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাইবেল প্রচারক ও যাজকদের উৎসস্থল—এই ভাবনা অতিশয় ভ্রান্ত এবং যাজক কখনো আলাদা গোত্র হতে পারে না।[৭২] আর বিশ্ববিদ্যালয় যদি সুবিধাভোগী যাজক তৈরির কারখানা না-হয়ে কমনওয়েলথের ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থের বাহক হয়, তাহলে—সমাজ সংস্কারক জন হল ও নোয়া বিগসের সঙ্গে একমত হয়ে ধর্মসংস্কারক ডেল বলেন— সেখানে অ্যানাটমি ও 'যান্ত্রিক রসায়নে'র পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আরো উল্লেখ্য যে, শেষের বিষয়টি প্রকৃতি জ্ঞানের আকর এবং দর্শনের অন্যান্য শাখাকে ম্লান করে দিয়েছে। এসবের সঙ্গে অবশ্য অতীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরম্পরাগত জ্ঞানচর্চার ধারাও পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।[৭৩] জন ওয়েবস্টারের মতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, যাদুবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি

এক্সকমিউনিকেশন মেড বাই মি। সিড্রাক সিম্পসন ... এগেনস্ট ক্যাপটেন রবার্ট নরউড (১৬৫১) পৃ. ৩৩-৪; ফক্স, *দ ল্যাম্বস অফিসার* পৃ. ২-৩ এবং অন্যত্র; *জার্নাল*,খণ্ড ১, পৃ. ৭, ১১, ৩৮৬; *গসপেল-ট্রুথ*, পৃ. ১০১৬; নেইলার, *দ ওল্ড সারপেন্টস ভয়েস*, পৃ. ৫; টমাস অ্যাডামস, *অ্যান ইস্টার রিনকিং* (১৬৫৬) রিচার্ড ফ্রানসওর্থ-এর ভূমিকা; [আর· এফ·] *অ্যান্টিক্রাইস্টস ম্যান অফ ওয়র* (১৬৫৫) পৃ. ৫৩, ৫৫; ফিশার, *টেস্টিমনি*,পৃ. ২৯৮, ৫৮৯-৯০; ওয়েবস্টার, *অ্যাকাডেমিয়ারাম এক্সামেন* (১৬৫৪) নানাস্থান দ্রষ্টব্য।

৬৮. *মি. পিটারস লাস্ট রিপোর্ট অফ দ ইংলিশ ওয়ারেস* (১৬৪৬) পৃ. ১৩।

৬৯. হবস, *লেভিয়াথান* (পেঙ্গুইন সংস্করণ) পৃ. ৭২৮, ৩২৪; *ইংলিশ ওয়র্কস*, খণ্ড ৪-এ *বেহিমোথ*, পৃ. ৩৪৭; তু.—পৃ. ১৮৪-৫, ২১৫-২০ ২৩০-৪, ২৭৬-৮২।

৭০. ডেল, *সেভারেল সারমনস*, পৃ. ৩৯৮।

৭১. জে· ডব্লিউ· বলডউইন ও সি· গোল্ডথয়েট সম্পাদিত *ইউনিভার্সিটি ইন পালটিকস*-এ আমার প্রবন্ধ 'দ র‍্যাডিক্যাল ক্রিটিকস অফ অক্সফোর্ড অ্যান্ড কেমব্রিজ ইন দ সিক্সটিন-ফিফটিজ' (জন হপাকিন্স ইউ. পি., ১৯৭২)।

৭২. ডেল, *সেভারেল সারমনস*, পৃ. ৪০৩।

৭৩. জন হল্, *দ অ্যাডভানসমেন্ট অফ লারানিং (১৬৪৯)*, এ. কে. ক্রসটন (লিভারপুল ইউ. পি., ১৯৫৩) পৃ ২৭-৮; এন.বিগস, *দ ভ্যানিটি অফ দ ক্রাফট অফ ফিজিক* (১৬৫১) পৃ. ২২৯ ৩০ । হল-এর কথার হুবহু পুনরাবৃত্তি করেছেন বিগস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় থাকা উচিত। তিনি জানেন যে, যদিও তিনি লেভেলারদের বহু মাথাওয়ালা দানব মনে করেন তবুও এসব কথা বলার জন্য তাঁকে লেভেলার আখ্যা দেওয়া হবে।[৭৪] ঠিক তাই। জন উইলকিন্স, সেঠ্ ওয়ার্ড ও টমাস হল্ তাঁকে লেভেলার বলে গালাগালি করতে থাকেন।[৭৫] উইনস্ট্যানলি মনে করেন যে, 'সৃষ্টির যাবতীয় রহস্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের জন্য পরিবেশিত তোতাপাখি-বুলির আড়ালে অদৃশ্য রয়েছে।'[৭৬] তিনি আশা করেন , তাঁর আদর্শ কমনওয়েলথে সে-সবের অনুশীলন দ্রুত তালে এগিয়ে যাবে। সেখানে প্রতি ধর্মপল্লী থেকে নির্বাচিত একজন সাধারণ মানুষই হবে একাধারে যাজক, চিকিৎসক ও আইনজ্ঞ। এ-সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মানুষটি বিশেষ প্রশিক্ষণ না-পেলেও কোনো ক্ষতি নেই। সপ্তাহে একদিন সে আসর বসিয়ে দর্শন, ভেষজ, ইতিহাস ও নাগরিক আচরণ বিধি নিয়ে আলোচনা পরিচালনা করবে।[৭৭]

অদৃষ্টের কি পরিহাস! উইনস্ট্যানলি যখন জ্ঞান ভাণ্ডার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে চেয়েছেন, ঠিক সে-সময়ই বিশেষীকরণ ও বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির যুগ শুরু হলো। বহুবিদ্যা বিশারদ্দের যুগ শেষ আর তখনই উইনস্ট্যানলি প্রতিটি ধর্মপল্লীতে তাদের ছোটোখাটো সংস্করণ দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা পুরোপুরি অবাস্তব নয়; কারণ, কোমেনীয় পরিকল্পনা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নতুনতর উদ্ভাবন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ। তাই আমরা মনে করি না যে, উইনস্ট্যানলির পরিকল্পনা অবাস্তব বরং বলা যায় যে, সেটা কখনো প্রয়োগ করে দেখা হয় নি।

রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর বৈপ্লবিক যুগের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দিব্যি টিকে রইল। পরিবর্তিত সমাজে অপরিবর্তনীয়তার অর্থ তার সামাজিক ভূমিকায় পরিবর্তন। তারা অ্যাংলিংকান চার্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখল যদিও এখন ঐ চার্চের একচেটিয়া ক্ষমতা ও প্রভাব আর নেই। তারা লাতিন ভাষা যা আর বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বাহন নয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যেরও নিদর্শন নয় বা ধর্মবিদ্, আইনজ্ঞ বা ডাক্তার প্রমুখ অভিজাতদের কথ্য ভাষাও নয় তাকে ধ্রুপদী ভাষা বলে আঁকড়ে রইল।[৭৮] অতএব, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চার মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ এক বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হলো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত-দেরও এই হাল হয়েছিল। তারা উপায়ন্তর না দেখে পাল্টা প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠান তৈরি করে যেগুলি নিছক উপযোগবাদী, সংকীর্ণ, আঞ্চলিক ও একপেশে। পুঁথিসর্বস্ব বিদ্বান বিশেষজ্ঞ ও অর্দ্ধশিক্ষিত কারিগরের মধ্যেকার ব্যবধান থেকেই গেল যা উইনস্ট্যানলি ঘোচাতে চেয়েছেন। উইনস্ট্যানলির পরিকল্পিত সমাজে এই দুই ঘরানা মিলে হয়তো এক হয়ে যেত।

ইংলণ্ড যখন শিল্পবিপ্লবের যুগে পা দিচ্ছে তখন শাসক-অভিজাতরা বিজ্ঞান সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ; রয়্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীরাও সকলের জন্য শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগদান সংক্রান্ত র‍্যাডিকালদের উদ্দীপিত পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাতে অনিচ্ছুক। সুতরাং, নিচুতলার মানুষের ঘুমন্ত বিজ্ঞান প্রতিভা কেউ আর জাগালো না অর্থাৎ সে-সংক্রান্ত যাবতীয় প্রকল্প ধামাচাপা রইল। কিন্তু ইংলণ্ড যন্ত্রের যুগে প্রবেশ করছে অথচ সে-দেশের মানুষ তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার জানে না।[৭৯]

৭৪. ওয়েবস্টার *অ্যাকাডেমিয়ারাম এক্সামেন*, পৃ. ২০, ৫১, ৬৮-৭০, ১০৬-৮।

৭৫. [জন উইলকিনস ও সেঠ ওয়ার্ড] *ভিনডিসিয়া অ্যাকাডেমিয়ারাম* (১৬৫৪) পৃ. ৬, ২৩, ৪৩, ৪৮; টি হল্ *ভিনডিসিয়া লিটারেরাম* (১৬৫৫) প. ১৯৯। ৭৬. স্যাবাইন পৃ. ২৭১।

৭৭. *ঐ*, পৃ. ৫৬২-৫। হার্টলিবের *ম্যাকারিয়া* (১৬৪১) গ্রন্থের যাজকরাও চিকিৎসক ছিলেন।

৭৮. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২১৬-৮, এই অধ্যায়, পৃ· ২৫৭, ১৭ অধ্যায়। চান্সেরিতে লাতিনের অপব্যবহার সম্পর্কে দ্র·—ডব্লিউ· জে· জোনস. *দ এলিজাবেথান কোর্ট অফ চান্সেরি*, পৃ. ২৯১, ২৯৮।

৭৯. *দ চেঞ্জিং ক্যারিকুলাম*-এ সি. ওয়েবস্টার-এর, 'সায়েন্স অ্যান্ড দ চ্যালেঞ্জ টু দ স্কলাস্টিক ক্যারিকুলাম, ১৬৪০-১৬৬০ (হিস্ট্রি অফ এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৭১) পৃ. ৩২-৪।

১৫ নোংরা বেহায়া চুম্বন

এটা খুব অদ্ভুত যে, প্রতিটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'মুক্ত প্রেমে'র প্রসঙ্গটি কেমন করে যেন সামনে চলে আসে। একদল লোকের চোখে বিষয়টি অতীতের এক অপ্রয়োজনীয় বন্ধন থেকে মুক্তর নিদর্শন। আর অন্যরা তত্ত্বটিকে দেখে নরনারীর মধ্যে অবাধ ও স্বচ্ছন্দ মেলামেশার ছাড়পত্র হিসেবে।

ফ্রে ড রি ক এ ঙ্গে ল স্‌, 'দ বুক অব রিভিলেশন', *প্রগ্রেস*, খণ্ড ২, ১৮৮৩।

১· প্রা চী ন প ন্থী যৌ ন বি প্ল ব

র‍্যান্টারদের নিয়ে চালু অশ্লীলতা-ঘেঁসা অনেকগুলি গল্পের মধ্যে একটি হচ্ছে : এক মহিলা দিনের আলোয় মোমবাতি জ্বালিয়ে পাপের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। অবশেষে জনৈক ভদ্রলোকের অন্তর্বাসের মধ্যে পাপের দেখা পেয়ে মহিলাটি মহা খুশি।[১] আজকের মতো তখনো পাপ বলতে পিউরিটানরা যৌনতাকেই বুঝত। যৌন জীবনে বিপ্লব প্রতিবাদী নৈতিকতার পটভূমি। এবং তার ফলে প্রেমবিহীন সম্পত্তিভিত্তিক পরিণয়ের স্থান নিল একগামী বিবাহবন্ধন। দৃশ্যত প্রেম ও পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতা এই সম্পর্কের আসল ভিত্তি। স্ত্রী-র স্থান স্বামীর পরে কিন্তু কোনো অর্থেই সে ক্রীতদাসী নয়। যাবতীয় মঠ উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ফলে (বেল-এর ভাষায় যা 'পূঁতিগন্ধময় সতীত্ব'[২]) সেই ব্রহ্মচর্যের মহিমাও লুপ্ত হলো। তার জায়গা নিল একনিষ্ঠ বিবাহিত জীবন। মেয়েদের বেলায় এক আর পুরুষের বেলায় আর-এক যৌন আচরণ বিধির পরিবর্তে উভয়ের ক্ষেত্রে একটি মাত্র আচরণবিধিকে আদর্শসম্মত বলে বিবেচিত হয়।

এই বিপ্লবকে কেউ কেউ অতিশয়োক্তির ঝুঁকি নিয়ে মহা বিদ্রোহের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন।[৩] এই বিপ্লব শেষ হতে বহুদিন লাগে,হয়তো এখনো শেষ হয় নি। আর এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা ও নবতর পর্যায়ে উত্তরণের এক বিপুল প্রয়াস বৈপ্লবিক দশকগুলিতে দেখা যায়। জ্যাকোবীয় মঞ্চে বিবাহ ও নারীর স্থান নিয়ে যে বিতর্কমূলক নাটকাদি অভিনীত হতো, তার হদিশ দিয়েছেন সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য শেক্সপীয়ার একগামী স-প্রেম বিবাহিত জীবনের জয়গান গেয়েই নাটকাদি রচনা করেছেন। নারীর প্রতি মনোভাব কিন্তু অভিজাত রঙ্গশালার ক্ষেত্রে বিদ্বেষমূলক ও অনাস্থাবাদী।[৪] তার প্রধান কারণ হয়তো শহর-গাঁয়ে হালে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির অর্থনৈতিক প্রাধান্য যেখানে স্ত্রী-রা স্বামীদের কারবারের ছোটো অংশীদার।

অষ্টাদশ শতকীয় স্যামুয়েল রিচার্ডসনের উপন্যাস, হার্লোর সময় পর্যন্ত জমিদারদের দৃষ্টিভঙ্গি চিরকাল একই রয়ে গেল। তারা মনে করে যে, বিয়ে ব্যাপারটা একটা বৈষয়িক লেনদেন যা

১. *দ র‍্যান্টারস লাস্ট সারমন* (১৬৫৪) পৃ. ৩।
২. জে. বেল, *সিলেক্ট ওয়র্কস* (পার্কার সোসাইটি, ১৮৪৯) পৃ. ৩৩৬; তু.—লুসি হচিনসন মন্তব্য করেছেন যে, পাপ স্বীকারোক্তি গ্রহণকারী পুরোহিত এডওয়র্ড 'তার অনৈশ্বরিক কৌমার্যকে পবিত্র' করে নিয়েছিলেন(*মেমোয়ার্স অফ দ লাইফ অফ কর্নেল হাচিনসন*, ১৮৪৬, পৃ. ৪)।
৩. সি. ব্রাইডেনবঘ, *ভেকসড অ্যান্ড ট্রাবলড ইংলিশমেন* (অক্সফোর্ড ইউ. প্র., ১৯৬৮) পৃ. ২৮।
৪. এ. হারবেজ, *শেকসপীয়ার অ্যান্ড দ রাইভাল ট্রাডিশনস* (নিউ ইর্য়ক, ১৯৫২) নানাস্থান দ্রষ্টব্য।

ছেলে-ছোকরাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া চলে না। উল্লেখ্য যে, *পুত্রের প্রতি পরামর্শ (Advice to a Son)* সিরিজের বেশ কয়েকটি বইয়ের বিষয়বস্তু এই একটাই। বইগুলির চল ভদ্রলোকদের মধ্যে খুব বেশি। দিনকাল বদলাচ্ছে বাবা-মা-রাও ঠিক করলেন সন্তানদের এ-বিষয়ে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য। সন্তানরাও সব সময় রোমান্টিক আচরণ করে না তাদেরও বাস্তববুদ্ধি প্রখর। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে এডমন্ড ভার্নের বিয়ের প্রস্তাব শুনলে তো ভেতরটা হিম হয়ে যায়। দয়িতাকে তিনি বলছেন, 'আমাদের সম্বন্ধটা একেবারে রাজযোটক বলা চলে; কারণ, আমাদের দুজনের জমিদারীর সেরা অংশ জোড়া লাগতে যাচ্ছে। গোটা ইংলণ্ডে এরকম ঘটনা আর দ্বিতীয়টি মিলবে না।'[৫] সি.এস.লিউইসেরকাছ থেকে মধ্যযুগীয় রীতিনীতির যে পাঠ আমরা নিয়েছি তাতে দেখা যায় যে, যৌন পরিতৃপ্তি কেবল বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক থেকেই সম্ভব এবং আইন জানা কবিরা (Inns of Court Poets) তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

> বিয়ে সেই গরীরাই করুক যারা
> মেয়েদের চুলের ফিতে আর মাথার কাঁটা বেচে নয়তো
> সরু গলিতে মাল ফেরি করে মূল্যবান সময় ব্যয় করে।

এই উক্তি করেছে নাট্যকার ডেভেন্যান্টের একটি চরিত্র — নাটকটি সম্ভবত ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত হয়।[৭] যতদিন কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অস্তিত্ব ছিল ততদিন পর্যন্ত বড় বড় জমিদার পরিবারের বিয়ে বলতে বোঝাত মূলত বৈষয়িক লেনদেন। ১৬৪৬ সালে কোর্ট উঠে যাবার পর জমিদার বংশের উত্তরাধিকারীদের পছন্দসই বিয়ে করার সুযোগ বাড়ে। হ্যারিংটনের মতে, অভিজাত ও ভদ্রলোকের তুলনায় 'নিচু তলার মানুষদের' এ-বিষয়ে স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত বেশি।[৮] বিয়ে সম্পর্কে পিউরিটান দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলি দিক কিন্তু রক্ষণশীল যাজক ও জনপ্রিয় নাট্যকারদের কাছে নিন্দনীয়। বিবাহিত জীবনে অবিশ্বস্ততার প্রতি নিন্দাবাদ এবং ব্যভিচারের ক্ষেত্রে গুরুতর সাজা প্রভৃতি আসলে সম্পত্তিভিত্তিক বিবাহ বন্ধনের বিরুদ্ধাচারণ। স-প্রেম পরিণয়ের সপক্ষেই এসব ব্যবস্থা।

নানাদিক থেকেই মেয়েদের আইনগত অবস্থান পুরুষের চেয়ে খাটো। পতিঘাতিনীদের পুড়িয়ে মারা হয়; অন্যদিকে স্ত্রী-হত্যাকারী স্বামীর জন্য ফাঁসি। চার্চে স্বামীর সঙ্গে একাসনে বসাটা অশোভন এবং ধর্মীয় আদলতে সে-জন্য তার সাজা অনিবার্য।[৯] কিন্তু মেয়েদের অবস্থা ক্রমশ ভালোর দিকে যাচ্ছিল, বিশেষ করে লণ্ডন শহরে। সেখানে কোনো মেয়েকে 'বেশ্যা' বলে সম্বোধন করাটা বে-আইনী এবং স্ত্রীকে মারধর করাও অপরাধের মধ্যে পড়ে।[১০] (অবশ্য ডাচ-বণিকরা ইংরেজ স্বামীদের বৌকে মারধর করার প্রবণতা দেখে চমকে ওঠে, যদিও ইয়র্কশায়ারে তার চল নেই।[১১])কিন্তু আইনত না হলেও কার্যত মেয়েদের অবস্থা নিশ্চয়ই আগের চেয়ে অনেক ভালো। অর্থনৈতিক প্রগতির তুলনায় আইন বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে।

৫. *ভার্নি মেমোয়ার্স*, খণ্ড ৪, পৃ. ১৭।
৬. সি. এস. লিউইস, *দ অ্যালিগোরি অফ লভ* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৩৬) নানাস্থান দ্রষ্টব্য।
৭. ডব্লিউ. ডেভেন্যান্ট, *দ ডিসপেনসারি*, অঙ্ক ১, দৃশ্য ১।
৮. জে. হ্যারিংটন, *ওয়র্কস* (১৭৩৭) পৃ. ১০৯-১০।
৯. টি. ই. থিসেলটন-ডায়ার, *চার্চ লোর গ্লিনিংস* (১৮৯১) পৃ. ১৯২।
১০. স্টাইল, *রিপোর্টস*, পৃ. ৬৯-৭০, ১০০, ২২৯, ৩২৬, ৪৫৫; সি.ভি.ওয়েগউড, *দ কিংস' পিস*, ১৬৩৭-১৬৪১ (১৯৬৬) পৃ. ৪০। *অফ ডোমেস্টিক্যাল ডিউটিজ*-এ গগ স্ত্রীদের মারধোর করার বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন। পৃ. ২২৩-৬।
১১. এ. সি. কারটার, *দ ইংলিশ রিফর্মড চার্চেস ইন আমস্টারডাম ইন দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি* (আমস্টারডাম, ১৯৬৪) পৃ. ১৬২; পি. উইলিয়মস, *লাইফ ইন টিউডর ইংল্যান্ড* (১৯৬৯) পৃ. ৭০। ইয়কশায়ারের জন্যে দ্র.—জে. আড়ডি, এক্লেসিয়াসটিক্যাল ডিসিপ্লিন ইন দ কাউন্টি অফ ইয়র্ক, ১৫৫৯-১৭১৪ (অপ্রকাশিত লিড্স এম. এ. গবেষণাপত্র) পৃ. ৯৬।

অকৃতদার জন চেম্বারলিন লিখেছেন 'ইংলণ্ডে বিবাহিত নারীর অবস্থান *আইনত* একজন ভৃত্যের চেয়ে একটু ভালো প্রায় একটি বাচ্চার সমান:' কিন্তু '*কার্যত* তাদের অবস্থা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। পত্নীর প্রতি আচরণের দিক থেকে ইংরেজ স্বামীরা অতুলনীয়।' ইতালীয়রা বলে, ' ইংলণ্ড হলো স্ত্রীদের স্বর্গ, চাকরদের স্বর্গ-নরকের মাঝামাঝি একটা জায়গা , আর ঘোড়াদের নরক।'[১২] সেকেলে মনোভাবাপন্ন জন স্মিথ ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন : 'ইংরেজ বউরা আরো স্বাধীনতা চায় অথচ অন্যান্য জাতির বউদের তুলনায় তারা তো পুরোপুরি স্বাধীন।'[১৩] ১৬৪৫-৪৬ সালে লণ্ডনের এক রুশ পর্যটকের জবানীতে এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলছেন ইংরেজ মেয়েরা স্বামী ও পরিবারের আসল কর্ত্রী। এবং তাদের সততাও যথেষ্ট।[১৪] সত্যিকারের স্বাধীন হতে হলে একটা মেয়েকে সমাজের বাইরে গিয়ে মেয়েলিপনা ত্যাগ করতে হবে। যেমন নাট্যকার মিড্‌লটনের *দ রোরিং গার্ল*-এর নায়িকা পুরুষের পোশাক পরে তরবারি হাতে আত্মরক্ষা করেছে।

স্ত্রীদের প্রসঙ্গে পিউরিটান তত্ত্বে নতুন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। পিউরিটানরা পারিবারিক জীবনে স্ত্রীদের অধিকার (যদিও স্বামীর নিচে) দাবি করেছে। প্রেমজ বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী নির্বাচনে ছেলেমেয়েদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা (অবশ্য বাপ-মায়ের প্রতি অবাধ্যতা নয়) প্রভৃতিকে তারা মর্যাদা-দানের পক্ষপাতী।[১৫] তবে সব অবস্থায় যে এগুলি মানা হয় তা নয়, তাছাড়া পিউরিটান বললেই সমমনোভাবাপন্ন এক সম্প্রদায়কে বোঝায় না। এটা কোনো এক অখণ্ড মতবাদ নয়। পুরোনো ধ্যান-ধারণা মরেও যেন মরে না। এখনো ব্যভিচারকে চুরির সমপর্যায়ে ফেলা হয় ; কারণ স্ত্রী স্বামীরই সম্পত্তি। বুলিঙ্গার প্রমুখ বহু পিউরিটান শাস্ত্রকারের এই একই অভিমত।[১৬] তথাপি উইলিয়ম গগ তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ *অফ ডোমেস্টিক্ ডিউটিজ*-এ বলতে ছাড়েন না : আইনের চোখে ব্যভিচারী স্বামীও ব্যভিচারিণী স্ত্রী-র মতো সমান নিন্দনীয়। তিনি দু-রকম আচরণ বিধি মানেন না। কিংবা উইলিয়ম পার্কিন্স অথবা ড্যানিয়েল রজার্স্‌ও একই অভিমত পোষণ করেন। গগ যুবকদের বলেন, প্রথমে প্রেম তারপর বিয়ে। পছন্দসই বিয়েতে বাধ সাধলে বাবা-মা-র বিরুদ্ধে ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহ করার উশ্‌কানি দেন ড্যানিয়েল রজার্স।[১৭] আদমের পা থেকে নয় শরীরের একপাশ থেকে যে ঈভের জন্ম সেদিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন টমাস গুডউইন।[১৮] এই পটভূমিতে সিব্বেস যখন জিজ্ঞাসা করেন : 'আপনারা কি স্বামীদের তুলনায় বেশি নরম ধাঁচের সরকার চাইছেন? যদিও এই তুলনা যথাযথ নয় তবুও এর কাছাকাছি নয় কি?'[১৯] —তার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। এই তত্ত্ব আসলে নরমপন্থী সংবিধানবাদীদের কাছে আবেদন কারণ রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকারের সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিকতার দাবিও ক্রমশ নিচের দিকে।

মিলটনের মতো আমরাও দেখে অবাক যে, প্রথম যুগের প্রোটেস্টান্ট শাস্ত্রকাররা কত বেশি

১২. এইচ. টি. বাকলে, *মিসেলেনিয়াস অ্যান্ড পসথ্যুমাউস ওয়র্কস* (১৮৭২) খণ্ড ৩, পৃ. ৫৭৭।

১৩. স্মিথ, *লিভ্‌স অফ দ বার্কলেস* (গ্লচেস্টার ১৮৮৩) খণ্ড ২, পৃ. ৪১৩।

১৪. জেড. এন. রজিনস্কি সম্পাদিত, *লন্ডন ইন ১৬৪৫-৬* (ইয়ারোসলাভল, ১৯৬০) পৃ. ১৩। রুশ ভাষায় প্রকাশিত।

১৫. ডব্লিউ. এবং এম. হালার, 'দ পিউটরিটান আর্ট অফ লাভ', *এইচ. এল. কিউ.*, খণ্ড ৫ (১৯৪২), নানাস্থান দ্রষ্টব্য; তু.—*এস. অ্যান্ড পি.*, অধ্যায় ১৩; *আই. ও. ই. আর.*, পৃ. ২৭৩-৫।

১৬. এইচ.বুলিংগার, *ডিকেডস* (পারকার সোসাইটি, ১৮৪৯-৫২) খণ্ড ১, পৃ. ৪০৬, ৪১১-১২; [জে. ডড এবং আর. ক্লেভার] *আ প্লেন অ্যান্ড ফ্যামিলিয়র এক্সপোজিশন অফ দ টেন কম্যান্ডমেন্টস* (উনবিংশতি সংস্করণ, ১৬৬২) পৃ. ২৬২; রিচমন্ডের জন হল, *অফ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ওবিডিয়েন্স* (১৬৫৪) পৃ. ২৭।

১৭. গগ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৮; ডি.রজার্স, *ম্যাট্রিমনিয়াল অনার* (১৬৪২), পৃ. ৮০-১; কে. ভি. টমাস, 'দ ডাবল স্টানডারড'; *জার্নাল অফ দ হিস্ট্রি অফ আইডিয়াজ*, খণ্ড ২০, পৃ. ২০৩।

১৮. টি. গুডউইন, *ওয়র্কস*, খণ্ড ২, পৃ. ৪২২।

১৯. আর. সিব্বেস, *ওয়র্কস* (এডিনবরা ১৮৬২-৪) খণ্ড ৫, পৃ. ৩৪৯; তু.—গগ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৩।

বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর করেছেন![২০] তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এ-বিষয়ে মেয়েদের সমানাধিকার দাবি করেছেন যেমন, বিশপ হুপার ও তাঁর লেখা *দ রিফর্মেশন অফ এক্লেসিয়াসটিক্যাল লস* গ্রন্থখানি।[২১] পুরোনো ইংলণ্ডের চেয়ে নতুন পিউরিটান ইংলণ্ডে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপার সহজে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।[২২] কাজেই, ১৬৫১-য় হিউ পিটার যখন বিবাহ বিচ্ছেদ ও অ-শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে সাধারণ আইন মোতাবেক বিবাহের প্রস্তাব (civil marriage) করছেন তখন তিনি নতুন কথা কিছু বলছেন না। কারণ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই নিয়ে পার্লামেন্টে সোরগোল চলছে।[২৩] শিল্প বিপ্লবের আগে থেকেই কিন্তু তার উপযোগী পারিবারিক কাঠামো ইংলণ্ডে গড়ে উঠেছে যা শিল্প বিপ্লবের পথ সুগম করেছে। তারই সমান্তরাল দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রীযুত কে.ভি.টমাস বলেন, 'অথচ যথোপযুক্ত যান্ত্রিক কৃৎকৌশলগত বিকল্প তৈরি হওয়ার আগেই যাদুবিদ্যার কদর লুপ্ত হয়ে গেল।'[২৪]

মধ্যযুগীয় ধর্মদ্বেষী গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যা আবার বৈপ্লবিক ইংলণ্ডের বেলায় আর একবার চোখে পড়ে। প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলি চার্চ পরিচালনার ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রাধিকার দেয়। এমন কি তারা ধর্মোপদেশ দানের কাজও করত মাঝে মাঝে।[২৫] ১৬৩০-এর দশকে হিউ পিটারের রটারডাম চার্চে মেয়েদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেও দেখা যায়।[২৬] টমাস এডওয়র্ডসের বইয়ের পাতায় পাতায় মহিলা ধর্মপ্রচারকের ছড়াছড়ি। তিনি বিলাপ করছেন এই আশঙ্কায় যে, 'একবার যদি উদারতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে পরিবারে শান্তি বলে কিছু থাকবে না। স্ত্রী ছেলেমেয়ে চাকর-বাকর সবাই অবাধ্য হবে।'[২৭] শ্রদ্ধেয় ধর্মবিৎ স্যামুয়েল টরসেল, ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি লিখছেন, পুরুষ ও নারী উভয়েই ঐশী করুণার সমান অংশীদার। তখনই আসলে ব্যাপারটা ছাড়পত্র পেয়ে যায়, 'আত্মার কোনো লিঙ্গভেদ নেই।' [২৮] কথাগুলি শাস্ত্রসম্মত হলেও ১৬৪০-এ দশকে কিন্তু এ-ধরনের উক্তি সামাজিকভাবে গ্রাহ্য নয়। আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ফক্স প্রশ্ন করেন, 'খ্রিস্টের আত্মিক বাণী কি শুধু পুরুষদের জন্য—মেয়েদের জন্য নয়?'[২৯] প্রতিবাদী মেয়েরা কিন্তু শুধু ধর্মোপদেশ দান করেই ক্ষান্ত নয়, তারা আরো কিছু করেছে যদিও সেটা ভালো নয়। তারা বিবাহবন্ধনকে নস্যাৎ করতে চেয়েছে। তাদের মতে, অসম বিবাহ অ-খ্রিস্টীয় জোয়াল বিশেষ। সেক্ষেত্রে স্ত্রী খ্রিস্টবিরোধী স্বামী বর্জন করার অধিকারী এবং স্বামীও বর্জন করবে খ্রিস্টবিরোধী স্ত্রী-কে। সঙ্গী উইলিয়ম জেনিকে শ্রীমতী আটাওয়ে ঠিক এ-কারণেই পরিত্যাগ করেছেন।[৩০]

এলিজাবেথের যুগে ফ্যামিলিপন্থীদের বিয়ে ও বিয়ে ভাঙা উভয় পদ্ধতিই অত্যন্ত সরল।

২০. যেমন, কালভিন, *আ কমেন্ট্রি অন জেনেসিস* (অনু.—জে.কিঙ, ১৯৬৫) খণ্ড ২, পৃ. ১৩৩।
২১. জে. হুপার, *আর্লি রাইটিংস* (পারকার সোসাইটি, ১৮৪৩), পৃ. ৩৭৮-৮৫; *দ রিফর্মেশন অফ দ এক্লেসিয়াসটিক্যাল লস*, পৃ. ৪৯-৫৮।
২২. এস. ই. মরিসন, *দ ইনটেলেকচুয়াল লাইফ অফ নিউ ইংলণ্ড* (কর্নেল ইউ. পি., ১৯৬৩) পৃ. ১০।
২৩. এইচ. পিটার, *গুড ওয়র্ক ফর আ গুড ম্যাজিস্ট্রেট*, পৃ. ১১৭; সি. এল. পাওয়েল, *ইংলিশ ডোমেস্টিক রিলেশনস* (নিউ ইয়র্ক, ১৯১৭) পৃ. ৬৭-৭৬।
২৪. টমাস, *রিলিজয়ন অ্যান্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক*, পৃ. ৬৫৬-৭।
২৫. ই. এম. উইলিয়মস, 'উমেন প্রিচারস ইন দ সিভিল ওয়র', *জে. এম. এইচ.*, খণ্ড ১, পৃ. ৫৬১-৯; কে. ভি. টমাস, 'ওমেন অ্যান্ড দ সিভিল ওয়র সেক্টস', *পি. অ্যান্ড পি.*, ১৩, পৃ. ৪২-৬২; ন্যুটাল, *দ হোলি স্পিরিট ইন পিউরিটান ফেইথ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স*, পৃ. ৮৭-৮।
২৬. আর. পি. স্টিয়ারনস, *কনগ্রেগেশনালইজম ইন দ ডাচ নেদারল্যান্ডস*, ১৬২১-১৬৩৫ (চিকাগো ইউ. পি., ১৯৪০) পৃ. ৫৬।
২৭. এডওয়র্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ১১৬-১৯, ১৮৭; তু.—পৃ. ৩৪, ১২১, ১৩৮, ১৭১; খণ্ড ২, পৃ. ৮; খণ্ড ৩, পৃ. ১৪, ৯৯।
২৮. এস. টরসেল, *দ উম্যানস গ্লোরি* (১৬৪৫) পৃ. ২, ১০-১১। বোলটন আগেই এই একই কথা বলেছিলেন (*ওয়র্কস*, ১৬৩১-৪১, খণ্ড ৪, পৃ. ২৪৫-৬, বালজার কর্তৃক উদ্ধৃত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৩)।
২৯. ফক্স, *গসপেল-ট্রুথ*, পৃ. ৮১ (১৬৫৬); তু.—পৃ. ৩৩১, ৭২৪।
৩০. এডওয়র্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ২২০-৩; খণ্ড ২, পৃ. ১১, ১৪১, ১৭৮-৯।

ধর্মমণ্ডলীর সামনে শুধু ঘোষণা করে দিলেই চলত। ১৬৪০ সালের আগে এ-জাতীয় আচরণ লুকিয়ে চুরিয়ে পালিত হতো; কিন্তু বৈপ্লবিক যুগে এসব প্রকাশ্যে হতে থাকে এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়াও সুগভীর। শ্রীযুক্ত টমাসের মতে, মেয়েদের ধর্মীয় সমতার অধিকারের প্রকাশ্য ও বহুল প্রচারের ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। পরিবারের ওপর পিতার কর্তৃত্ব এবং গোটা জাতির ওপর রাজার পিতৃত্ব যদি লোপ পায় তাহলে বিবেক, যুক্তি, স্বাভাবিক অধিকার জনমত ও জনস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র সমাজ ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির নতুন করে পর্যালোচনা করার প্রশ্ন ওঠে। শ্রীযুত টমাস দৃষ্টান্ত সহ দেখিয়েছেন, বিপ্লব চলাকালীন মেয়েরা নিজেরা তাদের শিক্ষার সুযোগ না-থাকা, রান্না ঘরে আটক থাকা, স্বামীর অধীনতা, বিয়ের বাজারে পণ্য হওয়া, নিগ্রহ প্রভৃতি অবিচারের বিরুদ্ধে কিরকম সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।[৩১]

১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী চিডলের যুক্তিপূর্ণ অভিমত স্ত্রী-র বিবেক যদি স্বামীর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তাহলে একজন ম্যাজিস্ট্রেটও স্বামীর বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী।[৩২] পঞ্চম রাজতন্ত্রী জনরোজার্স মেয়েদের অবজ্ঞা করতে নিষেধ করেন স্বামীদের। তারা যেন মেয়েদের 'কথা বলা এবং নির্বাচনসংক্রান্ত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে। আর মেয়েদের প্রতি আমার পরামর্শ তোমরা বেশি এগিয়ে যেও না, (যেমন সবদিক থেকে তাঁর স্ত্রী ছিলেন) আবার বেশি পিছিয়েও থেক না। তোমাদের স্বাধীনতায় হাত পড়লে, চুপ করে থেক না।'[৩৩] ফ্যামিলিপন্থী ও কয়েকজন বাপতিস্তের দেখাদেখি কোয়েকরারাও ধর্মমণ্ডলীর সামনে শুধু মাত্র ঘোষণার মাধ্যমে বিয়ের অনুষ্ঠান সারতে থাকে। শাস্ত্রীয় বা অন্য কোনো রীতি পদ্ধতিকে তারা এবিষয়ে বাহুল্য জ্ঞান করে। উইনস্ট্যানলিও অনুরূপ আচরণের পক্ষপাতী।[৩৪] স্ত্রী-র পক্ষ থেকে স্বামীকে মান্য করার প্রতিশ্রুতিদানের বিপক্ষে কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোকজন। তাদের মতে, এটা অবান্তর, কারণ, নবজীবনের আওতায় উভয়েরই তো সমান অধিকার যেমন ছিল পতনের পূর্বে। মার্গারেট ফেলকে বিয়ে করার সময় আইনজ্ঞদের চমকে দিয়ে জর্জ ফক্স ঘোষণা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে অনিচ্ছুক।[৩৫] তাঁর আদর্শ সমাজের র‍্যাডিকাল প্রোটেস্টান্ট মতবাদের সারমর্ম ব্যাখা করেন জিরার্ড উইনস্ট্যানলি : 'প্রত্যেক পুরুষ অথবা নারী যাকে সে ভালোবাসে তাকেই শুধু বিয়ে করবে অবশ্য অন্যপক্ষেরও যদি একই মনোভাব থাকে। বংশ অথবা বিত্ত এ-ব্যাপারে অবান্তর। আমরা সবাই মানবজাতির সন্তান অতএব একই পরিবারের সদস্য।' বিবাহিত দম্পত্তির খাওয়া-পরার ব্যবস্থার জন্য যৌথ ভাণ্ডার থাকবে—এই উক্তি থেকে তাঁর বাস্তববোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়।[৩৬]

আমরা এখানে আরো বলতে পারি, ধর্মীয় আদালতের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের যৌন জীবনের ওপর চার্চের খবরদারি ও 'ব্য'ভিচারের ভিত্তিহীন অভিযোগে তাদের অর্থনাশ ঘটানোর'অবকাশও আর রইল না।[৩৭] ব্য'ভিচারের অভিযোগ সবক্ষেত্রে অবশ্য ভিত্তিহীন নয়। আমরা জানতে পারি যে, সপ্তদশ শতকীয় ইংলণ্ডে প্রতি তিনজন বিয়ের কনের মধ্যে অন্তত

৩১. টমাস, 'ওমেন অ্যান্ড দ সিভিল ওয়র সেক্টস', পৃ. ৫২-৫; তু.—*পি. অ্যান্ড আর.*, পৃ. ৩১৯ : রজার ক্রাব : 'তারা দর কষাকষি ও পণ্য বিনিময় করত ঠিক ঘোড়ার দালালের মতো।'
৩২. *এস. অ্যান্ড পি.*, পৃ. ৪৪৩ পাদটীকা।
৩৩. ই. রজার্স, *লাইফ অ্যান্ড ওপিনিয়নস অফ আ ফিফথ মনার্কি ম্যান* পৃ. ৬৯।
৩৪. মরটন, *দ ওয়র্ল্ড অব দ র‍্যান্টারস*, পৃ. ১২২-৩; স্যাবাইন, পৃ. ৫৯৯।
৩৫. আই. রোস, *মার্গারেট ফেল*, পৃ. ২১৪-৫। স্টিফেন মার্শালও একটি বিত্তশালী পরিবারে বিয়ে করেছিলেন এবং একই ধরনের বন্দোবস্তো করে নিয়েছিলেন (ই. ভন, *স্টিফেন মার্শাল* ১৯০৭, পৃ. ২৬-৭)।
৩৬. স্যাবাইন, পৃ. ৫৯৯। যেভাবে উইনস্ট্যানালি ব্যাপারটা রেখেছিলেন, তা হলো : স্ত্রীলোকরা এতটাই স্বাধীন যে একজন পুরুষের মতো যেন বিয়ের প্রস্তাব করতে পারে। উইনস্ট্যানলির এ-বক্তব্য কি আগেই বলা (বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২১৪, ১৪ অধ্যায়) কোমিনিয়াসের কথারই প্রতিধ্বনি?
৩৭. ই. হ[ল]. *আ স্ক্রিপচারাল ডিসকোর্স অফ দ অ্যাপোসটাসি অ্যান্ড দ অ্যান্টিক্রাইস্ট* (১৬৫৩)।

একজন সন্তানসম্ভবা। জারজের সংখ্যা ফ্রান্সের চেয়ে ইংলণ্ডে বেশি ছিল।[৩৮] আইন সংস্কারের বিষয়ে গবেষণারত—হাল আমলের এক ঐতিহাসিকের মতে, সেই পালা বদলের যুগে নৈতিক খবরদারি মুক্ত এমন এক আবহাওয়া তৈরি হয় যা পূর্বে দেখা যায় নি এবং পরেও নয়। শ্রীযুত ভিয়েলের মতে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত ব্যভিচারবিরোধী আইন কখনো প্রয়োগ করা হয় নি।[৩৯] এরপর থেকে 'পাপ' আর অপরাধ বলে গণ্য হতো না। র‍্যান্টাররা তো বিবাহ বহির্ভূত যৌনসঙ্গমকেও পাপ বলে ধরত না। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্যুলার লিখছেন : সাম্প্রতিককালের ইংলণ্ড যেন পাপের স্বর্গরাজ্য। ব্যভিচারের জন্য অনুতাপ নেই,মাতালদের পায়ে বেড়ি নেই এবং চাবক নেই ছিঁচকে চোরের জন্য।[৪০] আরবেরি ঠাট্টা করে বলেছেন : ক্যাপেটন চিলিংটনের চার্চে অনুতাপ বলে কিছু নেই; এমনকি যারা চাকরাণীর সঙ্গে সহবাস করে তাদের অনুতাপ প্রকাশ করার আসনটি পর্যন্ত নেই।[৪১]

ধর্মীয় আদালতের বিরুদ্ধে এডমন্ড হিলের অভিযোগ, তারা বিনা ছাড়পত্রে বিয়ে করলে জরিমানা আদায় করে। ড· মারচেন্ট আমাদের জানাচ্ছেন যে, ১৬৪০ সালের ঠিক আগের বছরগুলিতে বিয়ের লাইসেন্স মঞ্জুর করাটা একটা 'ফলাও ব্যবসাতে' পরিণত হয়। তখন কিন্তু মোটেই সুলভ নয় বিয়ের ছাড়পত্র। ১৬৩৬-৩৭ সালে নরউইচ ধর্মপ্রদেশে মোট ৫০৯টি ছাড়পত্র মঞ্জুর করা হয়; তেরটি ছাড়া বাকিগুলির মধ্যে প্রতিটির দক্ষিণা হলো ৩ শিলিং ৬ পেন্স বা তারও বেশি। ১৬৩০-এ দশকে ইয়র্কে এগুলির গড় বিনিময় মূল্য দশ শিলিং। মার্চেন্টের মতে বিয়ের ছাড়পত্র আসলে সমাজের উপরিমহল ও মধ্যবিত্তদের চোখে মর্যাদার স্মারক বিশেষ। তার ফলে দরিদ্র-মানুষের কাছে চার্চের বিয়ে আদৌ মর্যাদাবাহী নয়।[৪২]

বৈপ্লবিক দশকে যে-সব বিষয় নিয়ে দূর-প্রসারী জল্পনা-কল্পনা চলত তার অন্যতম হলো যৌনতা। মিলটন ছাড়াও হিউ পিটার ও শ্রীযুক্ত আটাওয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাধীনতা দানে বিশ্বাসী। ফ্রান্সিস অসবর্ন একাধিক বিবাহের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন; তাছাড়া তিনি বাৎসরিক চুক্তিভিত্তিক বিয়ের পক্ষপাতী।[৪৩] যিনি নাস্তিক ও ঈশ্বর নিন্দুক হিসেবে ১৬৫৯ -এ র‍্যাম্প পার্লামেন্ট কর্তৃক অভিযুক্ত, সেই হ্যারিংটনভক্ত হেনরি নেভিল, তাঁর *আইল অফ পাইনস্ (Isle of Pines)* গ্রন্থে বহুবিবাহের সুখে টইটম্বুর এক পরম রমণীয় আলেখ্য এঁকেছেন।[৪৪] পেটি এবং আরও কয়েকজন মিলে তথাকথিত 'কালিফোর্নিয়া বিবাহের' আনুষঙ্গিক যৌনতার অঙ্ক কষতে থাকেন; যেমন, ১+৪ ও ৫+১+১।[৪৫] জন হল্ চাইছেন, মেয়েদের গায়ে যেন একটা সুতোও না থাকে। তিনি কিন্তু (মোটেই আদম-শিষ্যদের মতো) নিষ্পাপ রূপের পুনরুদ্ধার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। মেয়েরা কাপড় পরার চেয়ে, কাপড় না পরলেই নাকি তাদের প্রতি কামনা ততখানি উদগ্র হয় না। এ-কথায় বুনিয়ানেরও সায় রয়েছে।[৪৬] ১৬৪৭-এ জর্জ ফক্স এমন একটি গোষ্ঠীর সন্ধান পান যাদের মতে, মেয়েদের কোনো আত্মা [মন] নেই, 'তাদের মন সব সময় ভেসে বেড়ায়, ওই রাজহাঁসের মতো আর কি।'[৪৭]

৩৮. পি. ই. এইচ. হেয়ার, 'ব্রাইডাল প্রেগন্যান্সি ইন রুরাল ইংলণ্ড', *পপুলেশন স্টাডিজ*, খণ্ড ২০, পৃ. ২৩৩-৪৩; পি. লাসলেট, *দ ওয়ার্ল্ড উই হ্যাভ লস্ট* (১৯৬৫) পৃ. ১৩৬।
৩৯. ভিয়াল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪১। ১৮৮১ সালে এই তথ্যটির উল্লেখ করেন জন স্টাউটন, যিনি এটিকে বর্ণনা করেছিলেন এই বলে যে, 'একটি উল্লেখযোগ্য বিচার বিভাগীয় ও সামাজিক বিপ্লব' (*হিস্ট্রি অফ রিলিজিয়ন ইন ইংলণ্ড*, ১৮৮১, খণ্ড ১. পৃ. ৪৭৩-৫) তু.—*এস. অ্যান্ড পি.*, পৃ. ৩৩১।
৪০. ফ্যুলার, *গুড থট্‌স ইন ব্যাড টাইমস* (১৮৩০) পৃ. ১৭৪-৫।
৪১. ডব্লিউ. ই., *দ ম্যাড ম্যানস প্লী* (১৬৩৩) পৃ. ৪। কেউ কল্পনা করে নিতে পারেন, আরবেরি এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন, ফ্যুলার যা করেছিলেন তার থেকে কিছুটা কম করে। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ২০৫-৬, ১৩ অধ্যায়।
৪২. মারচেন্ট, *দ চার্চ আন্ডার দ ল*, পৃ. ২০-২, ৮০-২। ৪৩. এফ. অসবোর্ন, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ১, পৃ. ৩০, ৩৪।
৪৪. বারটন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৯৬-৩০৫।.
৪৫. সম্পা.—ল্যানসডাউন, *পেটি পেপারস* (১৯২৭) খণ্ড ২, পৃ. ৫২-৪।
৪৬. জে. হল, *পারাডক্সেস* (১৬৫০), সম্পা.—ডি. সি. অ্যালেন (গ্যানসভিলি, ফ্লোরিডা, ১৯৫৬) পৃ. ৫৪-৭৭: বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৪৫।
৪৭. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৮।

মগ্‌লটোনীয়দের মতে, স্বর্গে গিয়ে আমরা সবাই পুরুষ হবো এমনকি মেয়েরাও।

> তাহলে আমাদের কারও সন্তান ধারণ করতে হবে না
> সবাই স্বর্গীয় আনন্দে বাস করব।[৪৮]

অকৃতদার, রাজভক্ত ও পিউরিটান বিদ্বেষী রবার্ট হেরিক্-ই একমাত্র ব্যতিক্রম কারণ তিনি একটি 'অশিক্ষিত বউ' চেয়েছেন।[৪৯]

২ পিউরিটান যৌন বিপ্লব ছাড়িয়ে

এসবের ফলাফল আমরা র‍্যান্টারদের দেখেই বেশ বুঝতে পারছি। জন রবিনস তাঁর শিষ্যদের স্ত্রী ও স্বামী বদল করার অধিকার দিয়েছিলেন এ-ব্যাপারে তিনি স্ত্রী পরিবর্তন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[৫০] লরেন্স ক্লার্কসন বহুগামিতাকে অবাধ যৌন স্বাধীনতার তত্ত্ব হিসেবে খাড়া করেন। আরও এক ধাপ এগিয়ে, অ্যাবাইজার কোপ্ একগামী পরিবারের অস্তিত্বকেই নস্যাৎ করে দিতে চাইলেন। তিনি কখনো নিজে আবার কখনো ভগবানের নামে পারিবারিক 'দুর্গন্ধযুক্ত কর্তব্য' সম্পাদন থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। সম্ভবত ভগবানের নামে তিনি বলছেন : 'সব দায়িত্ব-কর্তব্য এক্ষুণি ছেড়ে দাও; নাহলে দেখবে যে, তোমারই সন্তান বেশ্যার সঙ্গে সহবাসরত। ঘটনাটা তোমারই চোখের সামনে আমি ঘটাব যা তুমি ভাবতেই পারবে না।'... এসো আমরা আবার শৈশবে ফিরে যাই যেখানে পোশাক পরা আর নগ্ন থাকা দুই-ই সমান। কারণ, শিশুর মনে কোনো পাপ নেই। কোপ্ লিখেছেন :

> আইন লঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টিতে চুম্বন করা এক নোংরা ব্যাপার। নোংরা গালাগাল দেওয়া আর নোংরা বেহায়া চুম্বন তারা একই পাপ বলে মনে করে। কিন্তু চুম্বনই আমাকে অগ্নিময় রথে চড়িয়ে ভগবৎ মহিমার সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।... আমি কিন্তু যে কোনো মহিলাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করতে পারি; প্রতিবেশীর বৌকে নিজের বৌ বলে ভাবাকে পাপ বলে মনে করি না।[৫১]

কোপের মতে, 'ব্যভিচার, অবৈধ সঙ্গম ও অপরিচ্ছন্নতা পাপের পর্যায়ে পড়ে না। স্ত্রীর ওপর কারো একক স্বামীত্ব চলবে না। সকলেই সকলের স্ত্রী বা সকলে সকলের স্বামী।'[৫২]

ক্লার্কসন মনে করেন, ব্যভিচারও উপাসনার সামিল, যা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। 'তুমি যদি পবিত্র হও তাহলে সবই পবিত্র এমনকি ব্যভিচারও।'[৫৩] ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কথাগুলি লেখেন যখন তিনি একজন র‍্যান্টার। তার দশ বছর পর ক্লার্কসন সেদিনের র‍্যান্টার আদর্শের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন : 'কোনো মানুষেরই পাপবোধ থেকে মুক্তি নেই, যদি না সে তথাকথিত পাপকে পাপ বলে মনে না করে।' যদি তুমি একজন নারীর প্রতিভূ হিসেবে সব নারীর সঙ্গে সহবাস করাটাকে পাপ নয় বলে মনে করতে না পার তাহলে পাপবোধ থেকে

৪৮. *ডিভাইন সংস অফ দ মগলটোনিয়ানস* (১৮২৯) পৃ. ১৪০।
৪৯. আর. হেরিক, 'হিজ উইশ ', *পোয়েটিক্যাল ওয়র্কস*-এর (১৯৫৬) পৃ. ২৯৪-এ।
৫০. মগলটন, *আ ট্রানসেনডেন্ট স্পিরিচুয়াল ট্রিটাইস*, পৃ. ১২।
৫১. কোহন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৪-৭১; কোপ্, *আ ফিয়ারি ফ্লাইং রোল*, খণ্ড ২, পৃ. ৯; *সাম সুইট সিপস অফ সাম স্পিরিচুয়াল ওয়াইন*, পৃ. ৪৬।
৫২. *কোপস রিটার্ন টু দ ওয়েস অফ ট্রুথ*, পৃ. ১-১৩।
৫৩. ক্লার্কসন, *আ সিঙ্গল আই*. কোহন-এর *পূর্বোক্ত* গ্রন্থের পৃ. ৩৫১-য়।

তোমার মুক্তি নেই।... এভাবে তাহলে কোনো মানুষই পূর্ণাঙ্গ হতে পারবে না।' ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে ক্লার্কসন কিন্তু 'র‍্যান্টার শয়তান' অর্থাৎ যারা 'তাদের কামলালসার উদ্দীপনাকেই' ঈশ্বর বানিয়েছে তাদের ওপর মহাখাপ্পা; কারণ তিনি যা ইতোপূর্বে উপদেশ দিয়েছেন তারা সেটাকেই কাজে পরণিত করতে চাইছে : 'সব নারীকেই তারা একজন মাত্র নারী বলে ভাবতে শুরু করেছে।' ১৬৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে ক্লার্কসন কিন্তু পুরোপুরি দ্বিধামুক্ত। 'জ্ঞান আহরণের জন্য আমার বাসায় যাবতীয় মহীয়সী নারীরা আসতেন', তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, 'পরে এটা এক জঘন্য কেচ্ছার রূপ নেয়। ক্লেদাক্ত পাঁজলায় চারদিক ভরে যায়।'[৫৪] (ক্লার্কসন এসব যখন লিখছেন, তিনি মগলটনীয় সম্প্রদায়ের একজন; আগে লিখলে নিশ্চয়ই লেখার সুর অন্যরকম হতো। যাই হোক, তাঁকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।) তাঁর ভ্রাম্যমান জীবনে অনেক কিছুর সুযোগ ঘটেছে এবং শেষপর্যন্ত অবাঞ্ছিত সংসর্গের বিড়ম্বনা থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। যৌন স্বাধীনতা (বিশেষ করে মেয়েদের) সহ স্বাধীনতার সার্বিক প্রসারের ক্ষেত্রে সামাজিক ও শারীরিক চলমানতার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সে-বিষয়ে ঐতিহাসিকরা বিশেষ চিন্তাভাবনা করেন নি।[৫৫]

সমধর্মী অথবা যাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা সম্ভব তাদের আতিথেয়তার ওপর নির্ভর করে গ্রামাঞ্চলে এক জোড়া মেয়ে-পুরুষ প্রচার করে বেড়াচ্ছে এ-দৃশ্য আকছার চোখে পড়ত। উইলিয়ম ফ্রাংকলিন ও মেরি গ্যাডবেরি এরকম একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। অদ্ভুত বলেই আমরা জানতে পারছি যে, অক্ষরজ্ঞানহীনা মেরি—ফ্রাংকলিনকে তার প্রভু ও যিশুরূপে ভজনা করত। আর নিজেকে ভাবত খ্রিস্টের প্রেমিকা। ফলে চারধারে গুঞ্জন শুরু হয়। জনৈক যাজক-প্রশ্নকর্তার জবাবে মেরি বলে, যখন পুরুষ ও নারী খ্রিস্টের সঙ্গে মিশে যায় তখন তাদের পাপ ধুয়ে যায়। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে উইনচেস্টার আদালতে যখন তাদের বিচার হয়, মেরি আদালতকে আশ্বস্ত করে বলে যে, 'ফ্রাংকলিনের সঙ্গে তার সম্পর্ক আদৌ অসামাজিক নয়। তারা দুজনেই সমব্যথী। তার শেষ কথাটি শুনে গোটা আদালত হাসিতে ফেটে পড়ে। সমব্যথীই বটে!' ফ্রাংকলিন পেশায় এক দড়ির কারিগর, এবং ফ্যামিলিপন্থীদের ঢঙ-এ সে কথা বলে, এবং কোনো ওজর-আপত্তি না তুলেই খ্রিস্টত্বের দাবি ত্যাগ করে আর তাতে যারপরনাই রুষ্টা মেরি গ্যাডবেরিকে চাবুকের যন্ত্রণা ও বাড়তি অপমান সহ্য করতে হয়।[৫৬] বুনিয়ান একটা ঘটনা বলছেন—যা তিনি নিজে শুনেছেন, 'অলিভারের সময়ে' একজন লোক, ফুসলে-আনা একটা মেয়েকে বলছে, গর্ভে যদি সন্তান আসে তাহলে বলবে যে, 'এটা পবিত্র আত্মার দান।'[৫৭]

র‍্যান্টারদের বল্গাহীন প্রমত্ত আচরণ নিয়ে এই ধরনের গল্পের উৎস মূলত বিরোধী মহল। আধুনিক সাংবাদিকদের মতো একদল পুস্তিকা লেখক এসবকে নিন্দা করার ছলে তাঁদের কলমে প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।[৫৮] যেমন বাপতিস্ত পর্বের ক্লার্কসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি রাতভর তাঁর 'ধর্মভগিনীর' সঙ্গে জলকেলি করেছেন। তাতে তিনিও এক জব্বর উত্তর দিলেন : 'তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, প্রকৃতির নিয়মে জলের মধ্যে যৌন সঙ্গমের বাসনা বিশেষ থাকে না'—'একথা শুনে তারা হেসে ওঠে।'[৫৯] র‍্যাডিকালদের বিরুদ্ধে এই জাতীয় অভিযোগ

৫৪. ক্লার্কসন, *দ লস্ট শিপ ফাউন্ড* (১৬৬০) পৃ. ২৫-৬; *লুক অ্যাবাউট ইউ* (১৬৫৯) পৃ. ৩০, ৯২-৩; তু.—হোল্যান্ড *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪; ই. হাইড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২, যার সারমর্ম আদৌ ভুল নয়; এবং উদাহরণএর জন্য, ই. স্টোকস, *দ উইল্টশায়ার র‍্যান্ট*, পৃ. ৮-৯।

৫৫. ক্লার্ক ও স্লাক, *ক্রাইসিস অ্যান্ড অরডার ইন ইংলিশ টাউনস*, ১৫০০-১৭০০, পৃ. ১৫৩।

৫৬. এইচ. ইলিস, *সিউডোক্রাইস্টাস* (১৬৫০) পৃ. ৪৫-৫৩ এবং অন্যত্র; তু.—কোহন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩০-৩। মেরি গ্যাডবেরি সম্ভবত একজন ফিটের রোগিনী ছিলেন।

৫৭. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৬১৩।

৫৮. উৎসাহীরা আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন কোহন-এর *পূর্বোক্ত* গ্রন্থের পৃ. ৩২৮-৯-এ।

৫৯. মরটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২২।

ভুরিভুরি শোনা যায়। পশ্চাচারে লিপ্ত একজন কোয়েকারকে নিয়ে গান পর্যন্ত বাঁধা হয়েছে। এক তদন্ত কমিটি ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে নেইলারের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের কাছে অভিযোগ করে যে, 'পছন্দমতো যে কোনো নারীর সঙ্গে সহবাস' করতে নেইলারের আদর্শে বাধে না।[৬০] তার চেয়েও কম বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে জানা যায়, কোপ 'সাধারণত একসঙ্গে দু-জন নারীকে শয্যায় স্থান দিতেন।'[৬১]

কোপ যদিও চমক সৃষ্টি করতে ভালোবাসতেন, তবুও এসব নিছকই গালগল্প। তার মধ্যে যে-সব সত্য বা অর্ধসত্য সেগুলিও ভঙ্গিসর্বস্ব। নরনারীর মনে যদি এই বিশ্বাস আসে যে, 'যা আদমের সঙ্গে লুপ্ত সেই পরোৎকর্ষ তারা খ্রিষ্টের মাধ্যমে অর্জন করেছে', তাহলে 'আদমের মতোই নিষ্পাপ মন নিয়ে নগ্ন অবস্থায় জীবনযাপন করা' তাদের ক্ষেত্রে বিসদৃশ হলেও অযৌক্তিক নয়।[৬২] আমরা আবার স্মরণ করতে পারি যে, আগে বহুক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি, কৌপীনটুকু সম্বল করে বহু সম্মানভাজন কোয়েকার নগ্ন অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' কিন্তু সারকথা হলো : র‍্যান্টাররা চাইত স্বাভাবিক মানুষের স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের অধিকার। কথায় ও কাজে তারা ধারাবাহিকভাবে পিউরিটান নৈতিকতার বিধি-নিষেধ ঠাণ্ডা মাথায় লঙ্ঘন করেছে। ক্লার্কসন মুক্ত প্রেমের চিন্তাধারাকে দর্শনে উন্নীত করেন।[৬৩] 'তারা বলে যে, একজন মাত্র নারীর সঙ্গে একজন পুরুষের সারা জীবন আবদ্ধ থাকা অথবা একজন মাত্র পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর অনুরূপ অবস্থান চরম অভিশাপের নামান্তর। আমরা অভিশাপমুক্ত সুতরাং যাকে আমার পছন্দ আমি তাকেই ব্যবহারযোগ্য মনে করব।' জন হোল্যান্ডেরএই উক্তিটি নিশ্চয়ই সাক্ষী-প্রমাণ বর্জিত নিছক কুৎসা নয়।[৬৪] কথিত আছে যে, ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে লেফট্যানেন্ট জ্যাকসন স্কটল্যান্ডে বলেন যে যদি তিনি অন্যের স্ত্রীকে ভোগ করতে না পারেন তাহলে ভগবানের সৃষ্ট জীবকে তো শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা হয়। ভগবান তো চেয়েছেন তাঁর সৃষ্ট জীবন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করুক।[৬৫]

এসব কতখানি অবদমিত কামনার বিকৃত বহিঃপ্রকাশ আর কতটা প্রতীকধর্মী প্রচার, তা নির্ণয় করা তখন সহজসাধ্য ছিল না আর আজ তো একেবারেই অসম্ভব। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে এক মহিলা চার্চে উপাসনা চলাকালীন সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন : 'স্বাগত পুনরুত্থান!' ঘটনাটি আরো উল্লেখযোগ্য এ-কারণে যে, ঘটনাস্থলটি হোয়াইট হল-এর ভজনালয়। এ-ধরনের ঘটনা কিন্তু র‍্যান্টার ও কোয়েকারদের সমাবেশে খুব কমই ঘটেছে।[৬৬]

হঠাৎ একদিন র‍্যান্টাররা অতি সহজেই বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করল এবং এভাবে এক চরম বিন্দু থেকে আর এক চরম বিন্দুতে ঘটল তাদের উল্লম্ফন। উপবাসব্রত পালনের ধুম পড়ে গেল। ফক্স দশদিন, মাইলস্ হ্যালহেড পনের দিন এবং নেইলার এক বা দুদিন অনাহারে রইলেন। দশদিনের উপবাসে জেমস্ পারনেলের মৃত্যু ঘটে। বারদিন অনাহারে রইলেন আনা ট্র্যাপনেল এবং সারা ওয়াইট তিপান্ন দিন একটানা অনশন করায় অভিযুক্ত হন।[৬৭] শোনা যায়, বিয়ের ব্যাপারে জন পোর্দাজ ঘোরতর বীতশ্রদ্ধ এবং এমনকি তিনি স্বামীদের ঔরসজাত সন্তানদের সম্পর্কেও সন্দিহান। তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ যে, তিনি এক জারজকন্যার পিতা এবং

৬০. বারটন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ১, পৃ. ২৪।

৬১. *দ রোটিং অফ দ র‍্যান্টারস*, পৃ. ৩। কোপের ক্রোধান্বিত অস্বীকার বিষয়ে দ্রষ্টব্য তাঁর *রেমোনেস্ট্রেনচ অফ দ সিনসেয়ার অ্যান্ড জেলাস প্রোটেস্টেশন* (১৬৫১) পৃ. ৬।

৬২. আর. অ্যাবোট, *দ ইয়ং ম্যানস ওয়রনিং-পিস*।

৬৩. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ১৫৮-৬০,৯ অধ্যায়।

৬৪. হোল্যান্ড, *দ স্মোক অফ দ বটমলেস পিট*, পৃ. ৩।

৬৫. ফার্থ *ক্রমওয়েল'স আর্মি*, পৃ. ৪০৮; তু.—ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ২, পৃ. ৯৫-৬।

৬৬. গর্ডেনার, *কমনওয়েলথ অ্যান্ড প্রোটেকটোরেট*, খণ্ড ২, পৃ. ৯৫। উদাহরণের জন্যে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬০, ৯ অধ্যায় (র‍্যান্টার) ও পৃ. ১৭৫, ১০ অধ্যায় (কোয়েকার)।

৬৭. ন্যুটাল, *জেমস নেইলার*, পৃ. ৮-১০; *জর্জ ফক্স'স 'বুক অফ মিরাকেলস'*, পৃ. ৫, ৩২-৪।

বহুগামিতার সমর্থক। তিনি অবশ্য বিবাহবন্ধনের চেয়ে কৌমার্যের পক্ষপাতী।[৬৮] বলা হয় যে, কোয়েকার-তপশ্চর্যা তাদের মহলে বংশবৃদ্ধি সম্পর্কে অনীহা জাগায় জর্জ ফক্স কখনো 'সন্তানের জন্মদান' ব্যাপারটা 'নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন নি' : 'আমি এটাকে আমার পক্ষে অমর্যাদাসূচক মনে করি।'[৬৯] বৈরাগ্য সাধনে আস্থাশীল না হয়েও উইনস্ট্যানলি 'মেয়েদের সঙ্গে অত্যধিক র‍্যান্টারসুলভ মেলামেশার' বিরোধী। তার কারণ :

> এর পরিণাম মা ও নবজাতকের পক্ষে ভয়াবহ, কারণ পুরুষটি তো মজালুটে এদেরকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে পালাবে। অতএব তোমরা মেয়েরা এসব নাগরদের সম্পর্কে সাবধান হও। এরা সৃষ্টির রক্ষক নয় হন্তারক।... এরা নিজেদের স্বাধীনতার বিনিময়ে অন্যদের দাসত্ব সৃষ্টি করে।'[৭০]

যতদিন না জন্মনিয়ন্ত্রের কার্যকর পন্থার উদ্ভব ঘটছে ততদিন কিন্তু যৌন-স্বাধীনতা কার্যত কেবল পুরুষের বেলায় প্রযোজ্য। এই নৈতিক বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে একগামিতার সপক্ষে পিউরিটানদের মূল বক্তব্য নির্ধারিত। আজ বাস্তব অবস্থা যতই পরিবর্তিত হোক না কেন সেদিন কিন্তু পিউরিটান দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্তই প্রাসঙ্গিক ছিল। প্রলুব্ধকারী ডন জুয়ান, জারজ সন্তান ও তার মায়ের দায়িত্ব নেওয়ার মতো যথেষ্ট বিত্তশালী হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গা ঢাকা দেওয়াই ছিল রেওয়াজ। (অবশ্য দ্বিতীয় চার্লস ও তাঁর রসিক সভাসদ্‌রা নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম।) তাঁরা যৌন-স্বাধীনতার পুরো সদ্‌ব্যবহারে বিশেষ পারঙ্গম। কিন্তু সচরাচর যৌন-স্বাধীনতা বলতে বোঝাত কাজ সেরে চম্পট দেওয়া। অধিকাংশ তথাকথিত বাবা নবজাতককে মা ও ধর্মপল্লীর কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে সঁপে দিয়ে পালিয়েছে। হয়তো এ-কারণে লরেন্স ক্লার্কসনের মতো র‍্যান্টাররা ভ্রাম্যমান জীবনে এতটা মজা পেয়েছে। আবার স্যামুয়েল পেপিসের মতো বিচক্ষণ ঘরকুনো লোকও ছিল-যাদের নজর অন্যলোকের বউ-এর দিকে। কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়ার মতো তাদের ঔরসজাত সন্তান মানুষ হতো অন্যের মধ্যবর্তীতায়। আর এই কারণেই অসতী নারীর পতি চিরকাল লোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে শহরের বিবাহিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে প্রচলিত অভিযোগ হচ্ছে যে, তারা অভিজাত পাণিপ্রার্থীদের স্তুতিতে সহজেই অভিভূত হতো।

ভরঘুরে, ঝোপড়িবাসী ও ভ্রাম্যমান কারিগর শ্রেণীর লোকদের চিরাচরিত জীবনচর্চার বিশিষ্টতা আমার মতে, র‍্যান্টারদের মধ্যবর্তীতায় তত্ত্বের আকারে মূর্ত হয়।[৭১] এই ধরনের সদা চলমান জনগোষ্ঠী ছিল ধর্মীয় আদালত ও জে· পি·দের নাগালের বাইরে। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে বিয়ে ও বিয়ে ভাঙা দুই-ই আকছার ঘটত। ডেভনের গুবিংস্ সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে এ-ব্যাপারে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। তারা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে—'বিশপ, আর্কডিকন্ ও সবধরনের সরকারি ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব তাদের ক্ষেত্রে অসহায় দর্শকমাত্র।' তারা শুয়োরের মতো জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং 'বিয়ে না করেই শুয়োরের সংখ্যা বাড়াত।'[৭২] কিন্তু নর্ডেন এমন লোকদেরও সন্ধান রাখেন যারা গির্জা অথবা কোনো ভজনালয়ের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষে না।

৬৮. পোর্দাজ, *ইনোসেন্স অ্যাপিয়ারিং*, পৃ. ৯, ১৮-১৯, ৩০-৪, ৫৬-৮, ৭৭-৮০, ৮৪-৬, ৯১. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬৫, ৯ অধ্যায়।
৬৯. সম্পা.—ন্যুটাল, আর্লি *কোয়েকার লেটারস*, পৃ. ১৮১, ২৭৭।
৭০. উইনস্ট্যানলি, *আ ভিনডিকেশন অফ দোস... কলড ডিগারস* (১৬৪৯ [-৫০]), স্যাবাইন, পৃ. ৩৯৯-৪০৩-এ তু.—*ইংলণ্ডস স্পিরিট আনফোলডেড*, সম্পা.—, জি. ই. অ্যালমার, *পি. অ্যান্ড পি.*, ৪০, পৃ. ১৪-১৫। ১৬৫৯ অথবা তারপরে ক্লার্কসনও একই কথা উল্লেখ করেন (*লুক অ্যাবাউট ইউ*, পৃ. ৯৪-৬)।
৭১. তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৫০, ৯ অধ্যায়।
৭২. ফুলার, *হিস্ট্রি অফ দ ওয়ার্দিস অফ ইংল্যান্ড* (১৮৪০) খণ্ড ১, পৃ. ৩৯৮।

ভগবান কাকে বলে তারা জানে না এবং এইসব পাহাড়িয়ারা সম্পূর্ণ রূপে সভ্যতার আলো-বাতাস বর্জিত। জরিপ বিভাগের কর্মচারী নর্ডেনের মতে তারা নাস্তিকদের মধ্যে সবচেয়ে বর্বর।[৭৩] সমসাময়িকদের মতে, ওয়েলস্‌বাসীদের মধ্যে ব্যভিচার প্রবণতা পার্বত্য আবহাওয়ার প্রভাবজনিত; কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ইংরেজদের প্রোটেস্টান্ট বিবাহবিধি ওয়েলস্‌বাসীরা গ্রহণ করে নি বলেই তাদের এই উৎকট আচরণ।[৭৪] (স্কটল্যান্ডে বিবাহবন্ধন টেঁকসই করার চেষ্টায় জন নক্সকেও অনেক বেগ পেতে হয়েছে।)[৭৫] এ-ধরনের শিথিল বিবাহবন্ধন ও অস্থায়ী যৌন সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী মাশুল যে নবজাতক-হত্যা তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য এই ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর হারও অত্যধিক।

চার্চের ছত্রছায়ায় বিবাহবন্ধন সম্পর্কে ক্লার্কসন,উইনস্ট্যানলি, র‍্যান্টার ও কোয়েকারদের যে অনীহা দেখা যায় তা আসলে নিম্নবর্গীয় মানুষের চিরাচরিত মনোভাবের প্রতিফলন মাত্র। লোলার্ড ও ফ্যামিলিপন্থীরাই তার পথ প্রদর্শক।[৭৬] কিন্তু র‍্যান্টাররা পূর্বগামীদের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে সকলের আলোচনার্থে মুক্তপ্রেমের তত্ত্ব এনে হাজির করেছে। এবং যৌন সম্পর্কের যে আচরণ বিধি এতকাল সবাই মান্য করে এসেছে তার সীমানা ভেঙে, তারা তাকে প্রায় লাম্পট্যের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। ক্লার্কসন অন্তত আশা করেছেন যে, তাঁর নীতিসূত্র নরনারীর কাল্পনিক পাপ-ভীতি দূর করবে। তাঁর ভাষায়, 'সেই মানুষই সুখী যে নিজের কৃতকর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয় না।'[৭৭] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে র‍্যান্টার ধর্ম-মতবাদ সমাজের কৃৎকৌশলগত বাস্তব সম্ভাবনা থেকে বহুধাপ এগিয়ে রয়েছে : সুলভ ও কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছাড়া পুরুষ ও নারীর যৌন-স্বাধীনতার সমতা আদৌ সম্ভব নয়। মিড্‌লটনের রোরিং গার্ল বা ক্রুদ্ধ মেয়ের পক্ষে একমাত্র কুমারীত্ব বজায় রেখেই স্বাতন্ত্র্য লাভ সম্ভব। *দ রাওটিং অফ দ র‍্যান্টার্স*-এ যে দাবি করা হয় 'র‍্যান্টার মেয়েরা পুরুষসঙ্গী নির্বাচন করত' এটা কতখানি যথার্থ, বলা মুশকিল।[৭৮] কিন্তু গোড়ার দিকের কোয়েকাররা সম্ভবত যন্ত্রণাশূন্য সন্তান প্রসবের তত্ত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে। পতনের পূর্বে আদম ও ঈভ যে অবস্থায় ছিল সে-অবস্থায় তারা পৌঁছে গেছে ইত্যাদি কথাবার্তা সম্ভবত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের মনঃপূত হবে না।[৭৯]

বিপ্লবের দৌলতে বহু নারীই মুক্তির স্বাদ পেয়েছে এবং দরিদ্র সমাজ পেয়েছে বর্তমান অবস্থা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে মেরি ক্যারি এই পর্যন্ত বলতে সাহস পান যে, 'আমরা পোপের যাবতীয় খ্রিস্টবিরোধী নীতির নিন্দা করি এবং যারা পোপের নীতিতে বিশ্বাসী তাদেরও খ্রিস্টবিরোধী বলে মনে করি।'[৮০] পরের বছর তিনি নিজেকে 'যাজক' বলে ঘোষণা করেন এবং দিব্যদৃষ্টির দাক্ষিণ্যে বুঝতে পারেন যে, রাজার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত। তিনি দুটি নির্দিষ্ট দিনকে 'পুনরুত্থান দিবস' বলে আখ্যা দেন : প্রথমটি, ৫ এপ্রিল ১৬৪৫, যেদিন নিউ মডেল আর্মি অভিযান শুরু করে এবং দ্বিতীয় দিনটি ১৬৪৭-এর গ্রীষ্মকাল যখন 'মহান বিজয়' সংগঠিত হয়।[৮১] ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে কুমারী ক্যারি *একটি নতুন ও নিখুঁত মানচিত্র অথবা নতুন*

৭৩. থার্স্ক-এর *আগ্রারিয়ান হিস্ট্রি*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪১১-য় উদ্‌ধৃত।

৭৪. পেনরি উইলিয়মস, *দ কাউন্সিল ইন দ মার্চেস অফ ওয়েলস আন্ডার এলিজাবেথ* ১ (কারডিফ, ১৯৫৮) পৃ. ১০১।

৭৫. জে. নক্স, *দ হিস্ট্রি অফ দ রিফর্মেশনন .... ইন স্কটল্যান্ড* (গ্লাসগো, ১৮৩২) পৃ. ২৩২, ২৩৭।

৭৬. টমসন, *দ ল্যাটার লোলার্ডস*, পৃ. ১২৭; দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.২২৬-৭,এই অধ্যায়।

৭৭. ক্লার্কসন, *আ সিঙ্গল আই*, পৃ. ১১; তু.—মিলটন, উদ্‌ধৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১২০,৮ অধ্যায় ও পৃ. ২৮৫, পরিশিষ্ট ২-এ।

৭৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬; তু.—উইনস্ট্যানলি, উদ্‌ধৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থের পৃ.২২৫-৬,এই অধ্যায়ে।

৭৯. ন্যুটাল, *আর্লি কোয়েকার লেটারস*, পৃ. ২০০।

৮০. এম. ক্যারি, *আ ওয়র্ড ইন সিজন টু দ কিংডম অফ ইংলণ্ড* (১৬৪৭) পৃ. ৯।

৮১. এম. ক্যারি, *দ রেজারেকশন অফ দ উইটনেস* (১৬৪৮) শিরোনাম-পাতা এবং পৃ. ৮২-৯; ৯৮-১০০, ১৫৬-৬২, ১৮৯-৯৪। আমার *অ্যান্টিক্রাইস্ট ইন সেভেনটিনথ-সেঞ্চুরি ইংলণ্ড* গ্রন্থের পৃ.১০৭-এ তারিখটি ভুলভাবে ছাপা হয়েছে ৪ এপ্রিল ১৬৪৫।

জেরুজালেম-মহিমার বর্ণনা শীর্ষক পুস্তিকার খসড়া রচনা করেন, যার শুরু ১৬৪৫ সাল যেদিন নাকি খ্রিস্টীয় রাজ্যপাটের সূচনা। তিনি পাঠকদের আশ্বস্ত করেন যে, 'শুধু পুরুষ নয়, মেয়েরাও; শুধু বৃদ্ধ নয়, যুবকেরাও; শুধু শীর্ষস্থানীয়েরা নয়, অধমেরাও; বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানী ব্যক্তিরা নয় শুধু, যারা সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তারাও এবং দাসদাসীরা পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকারী।' 'আগামী বিশ, দশ, পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা সন্তপুরুষদের আরো ভাস্বর মূর্তিতে দেখতে পাবো।' তিনি এমন এক কল্পনারাজ্যের ছবি আঁকেন যখন পৃথিবীর বুকে সন্তপুরুষেরা দলে দলে দেহধারণ করবে এবং সঙ্গে করে আনবে অগাধ সোনা রুপো।[৮২] পরবর্তীকালে মেরি ক্যারি হলেন শ্রীযুক্ত রাণ্ডে এবং এই নামেই তিনি বেয়ারবোন পার্লামেন্টের কাছে ধর্মকর ও আইন ব্যবসা খারিজ, দরিদ্রদের সাহায্যদান ও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের আর্জি জানান।[৮৩] এটা অনেকটা কাকতালীয় মনে হতে পারে যে, ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে টাসক্যানির গ্রান্ড ডিউক বলে বসেন, 'আলেকজান্ডার র্যান্টা নামক এক দর্জি' থেকে র্যান্টার নামের উৎপত্তি। এটা স্পষ্ট যে ডিউক মশায় এ-বিষয়ে যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখেন না।[৮৪]

অবশেষে র্যাডিক্যাল মতবাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল বিষণ্ণ 'পিউরিটান মতবাদ'কে খণ্ডন করা। ১৬৬০ সালে বনেদী পিউরিটানদের মঞ্চ ত্যাগের পর এই নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। দেহের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাবের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল কোয়েকারদের পরোৎকর্ষ তত্ত্ব। যদিও ফক্স সন্তান প্রজননকে মর্যাদা হানিকর মনে করেন, তথাপি তিনি বলেছেন, 'মনুষ্যশরীর কেবল মৃত্যু ও পাপের অধীন নয়; সন্তপুরুষদের দেহ খ্রিস্টের পারিষদবর্গ এবং সজীব ঈশ্বরের মন্দির।'[৮৫] কোয়েকারদের মতে ফিতে বানানোটা তাদের সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে শোভন নয়; কিন্তু মদচোলাই ও শুঁড়িখানাতে তাদের বিশেষ আপত্তি নেই। (স্যামুয়েল ফিশারকে শেষোক্ত পেশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন : কেন নয়? এটাওতো পেশা হিসেবে সৎ, যদিও প্রায়ই তার অপব্যবহার হয়ে থাকে।'[৮৬]) গোঁড়ামি মুক্ত মিলটন মনে করেন যে, নারীর প্রতি পুরুষের রোম্যান্টিক প্রেমই পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁর মতে, দেবদূতরাও যৌন সম্ভোগ ও উত্তম আহারের প্রতি বীতরাগ নয়। অর্থাৎ উভয় বস্তুই উপাদেয় এবং তাদের সঠিক ব্যবহার জানা চাই।[৮৭] তারপর সেই স্বল্পস্থায়ী র্যাডিক্যাল চিন্তাধারা কবে কিভাবে অন্তর্ধান করল আমরা জানি না। শ্রীযুক্ত এ· এল· মর্টনের মতে, কবি ব্লেককে অন্তত র্যান্টার ভাবধারার উত্তরসাধক বলা যায় এবং এ-প্রসঙ্গে মিলটনের সঙ্গে তাঁর ভাবগত সাযুজ্যও লক্ষণীয়।

৮২. এম. ক্যারি, *দ লিটল হর্নস ডুম অ্যান্ড ডাউনফল* (১৬৫১) পৃ. ১৩৩, ২৩৮, ২৮৫-৩১৭।
৮৩. এম. র[যান্ডি], *টুয়েলভ প্রোপোজালস টু দ সুপ্রীম গর্ভনরস অফ দ থ্রি নেশনস* (১৬৫৩) পৃ. ৫, ৭-১১।
৮৪. [এল. ম'গালোত্তি] *ট্রাভেলস অফ কসমো ৩, গ্রান্ড ডিউক অফ টাসকানি, থ্রু ইংলণ্ড* (১৮২১) পৃ. ৪৫৩-৪। মেরি ক্যারির স্বামী যে কে কখনই আমি তা আবিষ্কার করতে সমর্থ হই নি। কোনো একজন জন র্যান্ড ছিলেন লেডি ইলিয়ানর ডেভিসের এজেন্ট (পি. হার্ডঅ্যাক্রে, 'জিরাড উইনস্ট্যানলি ইন ১৬৫০', *হানটিংটন লাইব্রেরি কোয়াটরলি*, খণ্ড ২২, পৃ. ৩৮৪) জেমস র্যান্ড ছিলেন একজন ভবঘরে উইলিয়মস, তার ছেলে ছিলেন স্যামুয়েল হার্টলিবের দলের সঙ্গে যুক্ত। এবং রসায়ন-চিকিৎসক সংস্থাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করারক্ষেত্রে তাঁর একটা বড় ভূমিকা ছিল (সি. ওয়েবস্টার, 'ইংলিশ মেডিকেল রিফর্মারস অফ দ পিউরিটান রেভোলিউশন', *পরোক্ত*, খণ্ড ১৪, পৃ. ২৪, ৩১-২, ৩৬-৯। মেরী ক্যারি-র কাজকর্ম সম্পর্কে বোধ হয় রসায়ন জগতের লোকরা ওয়াকিবহাল ছিল (দ্র.—আমার *অ্যান্টি ক্রাইস্ট ইন সেভেনটিনথ-সেঞ্চুরি ইংলণ্ড*, পৃ. ১১৯ পাদটীকা, এবং বর্তমান গ্রন্থের পৃ৷২১০-১,১৪ অধ্যায়)।
৮৫. ফক্স, *গসপেল-ট্রুথ*, পৃ. ১০৫৯; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৩১, এই অধ্যায়।
৮৬. এস. ফিশার, *টেস্টিমনি*, পৃ. ৫৮৪।
৮৭. আর. এইচ. ওয়েস্ট, *মিলটন অ্যান্ড দ অ্যাঞ্জেলস* (জর্জিয়া ইউ. পি., ১৯৫৫) বিশেষত পৃ. ১৭০-৪. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৮৭, পরিশিষ্ট ২।
৮৮. এ. এল. মর্টন, *দ ম্যাটার অফ ব্রিটেন*, বিশেষত পৃ. ১০৪-২১। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৪৫,১৬ অধ্যায় ও পৃ.২৭৫-৬.১৮ অধ্যায়।

১৬ মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবন

স্যার টমাস বাইটফিগ্ :—
প্রথম কর্তব্য হচ্ছে,
কাউকে কখনো ধার দেবে না। তারপরের কর্তব্য ভগবানের সেবা।
তোমার যদি সন্তানাদি থাকে, তাদের মিতব্যয়িতা শেখাবে।
ধর্মের ব্যাপারটা তারা নিজে থেকেই বুঝে নেবে।

কা র্ট রা ই ট্, *দ অর্ডিনারি*, পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য (১৬৫১-য় প্রকাশিত, কিন্তু ১৬৪৩-এ লেখকের মৃত্যু হয়)

১ প্রো টে স্টা ন্ট নী তি শা স্ত্র

প্রোটেস্টান্ট নীতিশাস্ত্রের অস্তিত্বকে আমি বিনা তর্কে মেনে নিচ্ছি। নিজ নিজ পেশায় কঠোর পরিশ্রম করা আলস্যকে পাপ মনে করা, সময় নষ্ট না করা ও ইন্দ্রিয়সুখের আতিশয্য বর্জন প্রভৃতি তার ধর্মীয় অনুষঙ্গ। শহরের পরিশ্রমী মধ্যবিত্ত সমাজ এবং গ্রামের মধ্যচাষী, কারুশিল্পী ও ভদ্রলোকদের একাংশ প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতাকে সাদরে ও সহজে আত্মস্থ করে। তার জোরে তারা নৈতিক বল ও শ্রেয়-বোধের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এক বীরত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে পেরেছে। এবং প্রতিদিনের বৈচিত্র্যহীন সংসার জীবনের ফাঁকে ফাঁকে ব্যবসার জন্যে মূলধন জোগাড় করেছে। তাদের মধ্যে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, নিচুতলার লোকদের ওপর নিয়মাফিক খাটুনির শৃঙ্খলা চাপানোটা একটা ধর্মীয় কর্তব্য।(আবার সুযোগ পেলে, কখনো কখনো অলস ধনীদেরও পরিশ্রমের আওতায় তারা আনতে চেয়েছে।) তাদের উদ্দেশ্য সমাজের মধ্যে আলস্যবিরোধী মনোভাব জাগ্রত করা। তার অর্থ পালা-পার্বণ ইত্যাদি উঠে যাবে এবং দায়িত্বহীন যৌনাচার চলবে না।

আমি কেবল প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার সংস্পর্শে এসে মানুষের ভাবজগতে যে-বিপ্লবটি ঘটে গেল তার ব্যাপ্তিটুকুর ওপর গুরুত্ব আরোপ করছি। ষোড়শ শতকের শেষাশেষি ও সপ্তদশ শতকের গোড়ায় প্রোটেস্টান্ট ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবটি ঘটে গেল, তার ফল হিসেবে যে-পরিমাণ মগজ ধোলাই হলো, তা এককথায় অভূতপূর্ব। আমরা তার পুরো তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম; যেহেতু নানা প্রভাবের চাপে পড়ে আমাদের বর্তমান সমাজের মগজ একেবারেই সাফ। তাই আমরা তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে একেবারেই আনাড়ি। মগজ ধোলাইয়ের কাজটা করে বাইরের লোকেরা। আমাদের বর্তমান সমাজ প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তাই আমরা অন্য সমাজে কি করে কোনো নির্দিষ্ট মতবাদে লোকজনদের দীক্ষিত করা হয়েছে তার উদাহরণ থেকে বুঝতে পারি যে, সে-যুগে যারা এই কাজটি ইংলণ্ডে শুরু করেছিল তাদের কীর্তি কতো বিরাট। এবং যদিও কয়েক প্রজন্ম ধরেই এই কাজ চলেছে।

প্রচারকরা জানত তারা কি করছে। তাদের ভাষা প্রাণস্পর্শী। একজন 'স্বাভাবিক মানুষে'র বিরুদ্ধাচরণ করতে হচ্ছে তাদের। তার ওপর যে ধরনের ভাবনা-চিন্তা অনুভূতি ও অবদমনের ভার তারা চাপাতে চাইছে তা সবই অস্বাভাবিক। রিচার্ড বাক্সটার বলেছেন : 'প্রতিটি মানুষই ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী; অতএব গণতন্ত্রের দাবি বলতে বোঝায়, বিদ্রোহীদের হাতে

সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দেওয়ার দাবি জানানো।'[১] ত্যাগ, নির্যাতন ও ক্ষতি স্বীকার করতে তারাই পারে, যাদের ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল এবং মানুষের মধ্যে তার আত্তীকরণ দু-এক প্রজন্মে সম্ভব নয়। নরম স্বভাবের মানুষ রিচার্ড সিব্বেস লিখছেন : 'একমাত্র হিংস্র লোকেরাই সফল তারা মুক্তি (salvation) জোর করে ছিনিয়ে নিতে জানে।' অধ্যাপক জর্জ ও তার পত্নী আলস্যপরায়ণতার বিরুদ্ধে পিউরিটান ঐতিহ্যের প্রবক্তাদের জেহাদী মনোভাবের নানা নমুনা সংগ্রহ করেছেন। আলস্য 'আত্মার পচন ও মরচে পড়া অবস্থা', 'ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম বিরুদ্ধ'[২] এ-জাতীয় উক্তি করেছেন পারাকিন্স সিব্বিস্, বোল্টন, অ্যাডামস্ প্রমুখ সুজনেরা। *দ মাদার্স লিগেসি*-র লেখিকা শ্রীমতী জোসেলিনের ভাষার কি সাঙ্ঘাতিক অনুরণণ যখন তিনি লিখছেন : তুমি মানুষ—অতএব আলস্যের জন্য তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তুমি একজন খ্রিস্টান অতএব আলস্যের প্রসঙ্গ এলেই তোমার শরীর কেঁপে উঠুক··· অলস ব্যক্তি ভগবানের ঘৃণার পাত্র··· কোনো একজনের এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা জগতে আর কি হতে পারে? অলস পুরুষ মক্ষিকা হয়ে, ভগবানের কোনো কাজে না লাগার জন্য তাঁর ঘৃণা কুড়ানো, তারপর চরম দারিদ্র্য হেতু গোটা পৃথিবীর মানুষের নিন্দাভাজন হওয়াই অলস লোকদের পরিণাম।'[৩] 'এক রত্তি সময়ের তুচ্ছ বালুকণাও আমাদের খোয়ানো উচিত নয়।তার দাম পাহাড় প্রমাণ সোনা' বলেছেন রজার উইলিয়মস্।[৪]

স্বভাবে অলস মানুষের সংখ্যা অবশ্য যথেষ্ট। প্রচারকদের মতে, আলস্যের মহিমা কীর্তনের জন্য পোপের অনুগামীদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির কিছু অভাব নেই।[৫] কিন্তু একই মনোবৃত্তি র‍্যাডিকাল প্রোটেস্টান্টদের মধ্যেও বর্তমান দেখে তারা স্তম্ভিত। এলিজাবেথের আমলে, ভোগসুখবাদীদের মধ্যে অলস জীবন-যাপনের প্রতি প্রবল আসক্তি ছিল। তাদের মতে, 'অনর্থক পরিশ্রম করে শরীরকে ক্লান্ত করা উচিত নয়, তা হলে পবিত্র আত্মার পক্ষে সেখানে অবস্থান করা সম্ভব হবে না।'[৬] এই যুক্তি, প্রোটেস্টান্ট নীতিসূত্রের মূল তত্ত্ব শ্রমের মহিমাকে নসাৎকরে দেয়। দেখা যাচ্ছে যে, অবসরভোগী অভিজাতদের মূল্যবোধ নিচের মহলের লোকরাও আত্মস্থ করেছে। তার সম্ভাব্য যাবতীয় দোষ-গুণ র‍্যান্টারদের মধ্যে বর্তেছে। ঝোপড়িবাসীদের অর্থনৈতিক নিয়মনীতির সঙ্গে এই চিন্তাধারা খুবই খাপ খায়; কারণ তারা সবসময় কাজ করতে চায় না। যখন ফসলের দাম চড়া, রুটির দাম সস্তা, মজুরির হার চড়া এবং তখন যদি কাজ জোটে তবেই তারা খাটতে যাবে। চাহিদা ও জোগানের সূত্র বিরোধী এহেন আচারে পেটি প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌রা যারপর নাই ক্ষুব্ধ।[৭] ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে টমাস ওয়েল্ড ঘোষণা করেন যে, 'ফ্যামিলিপন্থীদের বেশিরভাগ নীতি বচন আলস্যপরায়ণতাকে উস্‌কে দেয় মানুষের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে।'[৮] ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইংলণ্ডের সাইনড (ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ) শ্রীমতী হাচিন্‌সনকে জানাচ্ছে যে, 'তাঁর বিধান মেনে আমরা যত পরিশ্রম করব, ভগবান ততই আমাদের সহায়তা করবেন।'[৯]

যার থেকে নানা র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার উৎপত্তি সেই 'ফ্যামিলিবাদ'কে নৈতিক শ্লথভাব এবং

১. বাক্সটার, *দ হোলি কমনওয়েলথ*, পৃ. ৯৪।
২. সি. এইচ. এবং কে. জর্জ, *দ প্রটেস্টান্ট মাইন্ড অফ দ ইংলিশ রিফর্মেশন* (প্রিন্সটন ইউ. পি., ১৯৬১) পৃ. ৪৮, ১৩০-৩ ; পারকিনস-এর জন্য দ্র.—*পি. অ্যাণ্ড আর.*, পৃ. ২২৫-৩৫।
৩. *পূর্বোক্ত*, (৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৬৩২) পৃ. ২৭-৯।
৪. রজার উইলিয়মস, *দ ব্লাডি টিনেন্ট অফ পারসিকিউশন* (হ্যানসার্ড নোলয়স সোসাইটি, ১৮৪৮) পৃ. ৩৫৭। প্রথম প্রকাশ ১৬৪৪।
৫. আর.সিব্বেস, *এস. অ্যাণ্ড পি.*-তে উদ্‌ধৃত পৃ. ১২৮। এই ভাবনার জন্যে দ্র.—*ঐ*, পৃ. ১২৮-৩৩-এবং অন্যান্য স্থান।
৬. স্ট্রাইপ, *অ্যানালস*, খণ্ড ২, ভাগ ২, পৃ. ২৮৮-৯।
৭. সি. এইচ. হাল সম্পাদিত, *ইকোনমিক রাইটিংস অফ স্যার উইলিয়ম পেটি* (১৮৯৯), খণ্ড ১, পৃ. ২৭৪-৫।
৮. টি. ওয়েল্ড, *আ সর্ট স্টোরি অফ দ রাইজ, রেইন অ্যাণ্ড রুইন অফ দ ফ্যামিলিস্ট অ্যাণ্ড লিবার্টিনেস* (১৬৪৪) পৃ. ৩২।
৯. পি. মিলার, *দ নিউ ইংলণ্ড মাইন্ড : ফ্রম কলোনি টু প্রভিন্স* (হার্ভার্ড ইউ. পি., ১৯৫৩) পৃ. ৫৬।

পেশা ও বৃত্তিগত আলস্যপরায়ণতার জন্য দায়ী করা হয়। ডেলের শিক্ষার প্রভাবকে ব্যঙ্গ করে স্যামুয়েল রাদারফোর্ড লিখেছেন : চাষীরা তোমরা চাষ না করে চুপচাপ বসে থাক, ব্যবসায়ীরা তোমরা কেনা-বেচা ও নিজের হাতে কাজ না করে বসে শান্তিতে বিশ্রাম নাও। শ্রীযুক্ত ডেলের পরামর্শ শোন : ভগবান আপনা থেকেই মানুষের যাবতীয় সংস্কার করবেন। মানুষের পরিশ্রম করাটা এক্ষেত্রে গৌণ ব্যাপার।'[১০] র‍্যান্টার বিরোধী এক পুস্তিকায় বলা হয় যে, 'আলস্য যে যাবতীয় নষ্টামির মূলে তা র‍্যান্টারদের দেখলেই বেশ বোঝা যায়। এরা পুরুষ মক্ষিকার জাত আর এদের গোটা জীবনটাই যেন মাতলামির ঘোরে কাটছে।'[১১] নিচুতলার লোকরা যেন কাজ না করলেই ভালো থাকে। ১৬৫৬-র ডিসেম্বরে হাউসঅফকমন্সের লুক রবিনসন নেইলার সম্পর্কে বলছেন, কাজ করে না বলেই লোকটা 'উচ্চ-চিন্তা'র অধিকারী। শক্ত খাটুনির চাপ পড়লেই লোকটার আক্কেল ফিরবে।'[১২] (শ্রমবিমুখতার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা থার্স্ক বলেন যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকীয় ইংলণ্ডের চারণভূমির লোকরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।তারা কৃষকদের তুলনায় অলস বলে পরিচিত।[১৩] ঘটনাটিকে রূপকাশ্রয়ী করে জন এভারর্ড বলেন যে, 'পশুপালকদের তুলনায় যে-সব কৃষক নিজের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল, ভগবানের বিধানের ওপর তারাই বেশি আস্থা রাখে। তারা মনে করে যে, পরিশ্রম করার অর্থ ভগবানকে ঘুষ দিয়ে কাজ আদায়ের ফিকির।'[১৪] রাখালিয়া জীবনযাত্রা নিয়ে অভিজাত মহলে বিহ্বলতার অন্ত নেই। তাদের ধারণায় পশুচারকরা মেহনতী মানুষ নয় তারা শুধু অ্যামারিলিসের [এক জাতীয় ফুল গাছ] ছায়ায় অবসর বিনোদন করে।)

আমার *সোসাইটি অ্যান্ড পিউরিটানিজম্* গ্রন্থে সময়ের অপচয় সম্পর্কে ভীতি, নিয়মানুবর্তিতার চর্চা ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন প্রভৃতি পিউরিটান জীবনচর্চার বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।[১৫] ১৬৩০-এর দশকে আমস্টারডামের ইংরেজ রিফর্মেশন তার সদস্যদের নিয়মানুবর্তিতা ও স্বেচ্ছায় কর্তব্যপালনে বাধ্য করত। বিশপ কোর্টের নির্দেশানুযায়ী ডাচ রিফর্মেশন চার্চ তো পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক জগতের পেশাদারী কায়দায় পরিচালিত হতো যে-ব্যাপারে ইংরেজ চার্চের সঙ্গে তাদের পুরোপুরিই অমিল।[১৬] সপ্তদশ শতকের মধ্যেই শৃঙ্খলাবোধ অর্থের দামে সময়ের মূল্য নির্ধারণ, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কর্তব্য বোধ প্রভৃতি নতুন মূল্যবোধে প্রায় গোটা ইংরেজ মধ্যবিত্ত সমাজের দীক্ষা সম্পূর্ণ। তারা সব সময় যেন উপরওয়ালার সতর্ক দৃষ্টির আওতায় বাস করছে। যে-সব অভ্যাস মধ্যবিত্তদের রপ্ত হয়েছে, তার ছোঁয়া কিন্তু লাগে নি নিম্নবর্গীয়দের। রূপকালঙ্কারের মাধ্যমে মিলটন এ-কথাটা বলতে চেষ্টা করেছেন।

রিচার্ড ব্যানক্রফট, হেনরি বারো ও টমাস হবস্ প্রমুখ নানা ধরনের লোকজন কিন্তু একটা ব্যাপারে একমত সেটা হলো, ধনী ব্যবসায়ী সমাজের পাপ সম্পর্কে ক্যালভিন প্রচারকদের রহস্যময় নীরবতা পালন।[১৭] ক্যালভিনপন্থীরা মধ্যচাষী, ব্যবসায়ী ও কারিগরদের খেয়ে-পরে

১০. রাদারফোর্ড, *আ সার্ভে আ অ্যান্টিমোনিয়ানইজম*, পৃ. ২০৯ ; *আ সার্ভে অফ দ স্পিরিচুয়াল অ্যানারকিস্ট* (১৬৪৮)-এ।
১১. [অজ্ঞাত] *দ র‍্যান্টারস রিলিজিয়ন* (১৬৫০)।
১২. বারটন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ১, পৃ. ১১৯।
১৩. থার্স্ক, *আগরারিয়ান হিস্ট্রি*, পৃ. [৩৪-৩৫] শ্রীমতী থার্স্কের বক্তৃতা শোনার ফলে আমি এ-বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে পারি।
১৪. এভারর্ড, *দ গসপেল ট্রেজারি ওপেনড* (দ্বিতীয় সং. ১৬৫৯) পৃ. ৩২৯-৩৫।
১৫. *এস. অ্যাণ্ড পি.*, অধ্যায় ৩ এবং বিশেষত পৃ. ১২৭।
১৬. এ. সি. কারটার, *দ ইংলিশ রিফর্মড চার্চ ইন আমস্টারডাম ইন দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি*, (আমস্টারডাম, ১৯৬৪) পৃ. ৩৬, ১১৪, ১২৮, ১৪১-২।
১৭. এ. পীল সম্পাদিত *ট্রাক্টস অ্যাসক্রাইবড টু রিচার্ড ব্যানক্রফট* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯৫৩) পৃ. ৭২ ; ক্লারসন সম্পাদিত *রাইটিংস অফ হেনরি বারো, ১৫৯০-১৫৯১*, পৃ. ২৪৪ ; হবস, *ইংলিশ ওয়র্কস*, খণ্ড ৪, পৃ. ১৯৪-৫ ; তু.— *পি অ্যান্ড আর*, পৃ. ২৩০-১ (পারকিনস)।

ভালোভাবে বেঁচে থাকতে নিশ্চয়ই নানাভাবে মদত জুগিয়েছে; কিন্তু যারা জীবনে উন্নতি করতে পারে নি, তাদের প্রতি তারা মোটেই সদয় নয়। কারণ এই অনিশ্চয়তা ভরা জগতে যেভাবেই হোক স্ব-নির্ভর হতে হবে এবং তার জন্য চাই নিরলস কর্ম শৃঙ্খলা। খেয়ালি ভগবান যার প্রতি বিরূপ, ক্যালভিনপন্থীরাও তার ওপর খড়গহস্ত। সেই হতভাগ্যের জন্য বরাদ্দ অনন্ত নরকবাস। সমসাময়িক সূত্র থেকে জানা যায় যে, এসব ক্ষেত্রে হতাশাজনিত আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায় এবং তা হয়তো ক্যালভিনবাদের উপজাত ফল।[১৮] ভগবানের সংস্পর্শ বর্জিত নিচু লোকদের প্রতি প্রেসবিটারীয় উপহার হলো—কর্কশ ও আঁটোসাটো শৃঙ্খলা।

তাদের কাছ থেকে বশ্যতা আদায়ের জন্য এই প্রেসবিটারীয় শৃঙ্খলার আয়োজন। নিউ মডেল আর্মি প্রেসবিটারীয়দের কোণঠাসা করেছিল এবং ১৬৬০ সালেও প্রেসবিটারীয়রা সেনাবাহিনীর স্থান পূরণ করতে সক্ষম হয় নি। রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলি কেমন যেন শান্ত ও নির্জীব বনে গিয়ে ওপর মহলের অনুকরণে তত্ত্ব চর্চায় মনোনিবেশ করে। অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লবের নির্মম অর্থনৈতিক চাপ না আসা পর্যন্ত কিন্তু নিচুতলার লোকজনের মনোভাব অপরিবর্তিত থাকে।[১৯] তার ফলে তৈরি হয় দু-ধরনের বিচারপদ্ধতি। বিত্তবান ও মালিক শ্রেণীর লোকদের (ও তাদের বশংবদ তাত্ত্বিকদের) ধারণায় তাদের বিচার বুদ্ধি সঠিক কিন্তু তাদের কর্মচারীদের তা নয়।[২০] ১৬৪০ ও ১৬৫০-এর দশকের মুদ্রিত পত্র-পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে, কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাত্ত্বিক শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রমের বিরোধিতা করেছেন।

তাঁদের অন্যতম *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভার্ড*-এর লেখক ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'একই সঙ্গে ধনী ও ধার্মিক' হওয়ার তত্ত্বকে ভণ্ডামির নামান্তর বলে অভিহিত করেন।[২১] এবং এটা অতিশয়োক্তি নয়। উইলিয়ম অ্যামিস্ বলছেন, ধন সংগ্রহ যদিও ভালো কাজ নয়, তবুও তাকে ভগবানের দান বলে গ্রহণ করতে হবে। ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া তাকে হেলাফেলা করা চলবে না। ভগবানের দেওয়া দারিদ্র্য আসলে আধ্যাত্মিক এবং মহৎ ঐশ্বর্যের সম্ভাবনায় পূর্ণ। সাধারণভাবে, দারিদ্র্য কিন্তু এক ধরনের সাজা। সচ্ছল জীবন ভগবান অনুমোদিত এবং মিতব্যয়িতা সদাচারের পর্যায়ভুক্ত।[২২] এ-জগতের সার কথা হচ্ছে : সম্পদ একই সঙ্গে ঘৃণা ও উপভোগ্য এবং ভগবানের অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়। সিব্বেস্, গগ ও টমাস টেলর প্রমুখ যাবতীয় শহুরে প্রভাবশালী ধর্মোপদেষ্টা তাঁদের ভক্তদের শিখিয়েছেন যে, 'শোধন করে নিলে ধন পবিত্র বস্তু। ধর্মশাস্ত্র বলছে, তাকে সঠিকভাবে উপভোগ কর না হলে তুমি হয়তো দারিদ্রের ফাঁদে পা দেবে।'[২৩]

আর এক ধাপ এগিয়ে স্যার উইলিয়ম টেম্পল ঘোষণা করেন : যে লোক সংসার প্রতিপালন করতে অক্ষম সে 'নাস্তিকেরও অধম।'[২৪] ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে হিউ পিটার বলেন : 'টাকাওয়ালা লোকরা ভগবানের আশীর্বাদ ধন্য; তাই তাদের স্থান অন্য পাঁচজনের ওপরে। এবং১৬৫৫-য় লণ্ডনের লর্ড মেয়রের প্রতি উৎসর্গীকৃত এক ধর্মোপদেশে একই কথার পুনরাবৃত্তি :

> ন্যায়সঙ্গত বৃত্তি অবলম্বন করে অধ্যাবসায় ও শ্রমের দ্বারা পরিবার পরিজনের জন্য পার্থিব সম্পদ সংগ্রহ শাস্ত্রমতে মোটেই নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসার যোগ্য।....... দরিদ্রের ভক্তিও ভক্তি এবং সেটা সুন্দর। কিন্তু ধনীর ভক্তি আরো দৃষ্টি আকর্ষক এবং কাজের

১৮. দ্র.—পৃ ১২৬-৯,৮ অধ্যায়।
১৯. আমার *রিফর্মেশন টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন*,পৃ. ২৬০-৬ দ্রষ্টব্য।
২০. তু.—কে. ভি. টমাস, 'ওয়র্ক অ্যাণ্ড লেইসার ইন প্রি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি', *পি. অ্যাণ্ড পি.*, ২৯, পৃ. ৬১-২।
২১. অরওয়েল ও রেনল্ডস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩ ; তু.—পৃ ২৪২, এই অধ্যায়।
২২. ডব্লিউ অ্যামেস, *দ ম্যারো অফ সেকরেড ডিভাইনিটি* (১৬৪২) পৃ. ৩৭৮ : হাউস অফ কমন্স-এর আদেশে এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তু.—পারকিন্স *পি. অ্যাণ্ড আর*-এ উদ্ধৃত, পৃ. ২২৯-৩০।
২৩. আর. সিব্বেস, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৭, পৃ. ৬২ ; ডব্লিউ. গগ, *আ কমেন্টারি অন.... হেব্রিউস* (১৮৬৭), খণ্ড ৩, পৃ. ২৯০-৫ ; টি. টেলর, *ওয়র্কস* (১৬৫৩) পৃ. ৪৭৭।
২৪. ই. এফ. গে, 'দ টেম্পলস অফ স্টো অ্যাণ্ড দেয়ার ডেটস (১৬০৩-১৬৩৩)', *হানটিংটন লাইব্রেরি কোয়াটারলি*, খণ্ড ২, পৃ. ৪০৮।

জিনিস।[২৫]

১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড যোশেপ লী ঘোষণা করেন : পরিবারের ভরণ-পোষণ করাটা আমাদের প্রশংসার যোগ্য কর্তব্য।[২৬] রিচার্ড বাক্সটারের মতে, ভগবান যখন টাকা রোজগারের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন সে-পথে না যাওয়াটাইতো তাঁর তহবিলদার হতে অস্বীকার করা।[২৭] এ-জাতীয় যুক্তির বিরুদ্ধে অ্যাবাইজার কোপের কড়া মন্তব্য আমি পরে উদ্ধৃত করব।ফক্স তাঁর *জার্নাল*-এর পাতায় হৃষ্ট চিত্তে মন্তব্য করেন যে, কোয়েকারদের সততা তাদের পার্থিব সম্পদের অধিকারী করেছে।[২৮] *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভার্ড*-এর লেখক বলছেন : নিয়তিবাদের দৌলতে, নিরাপদ অবস্থানে থেকে ধনীরা ধৃষ্ট পাপীতে পরিণত।[২৯] ড. ম্যাক্‌ফার্লেন ও শ্রীযুত কে. ভি. টমাসের মতে, গ্রাম সমাজের বন্ধন অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের পাপ-মন শেষপর্যন্ত ডাইনী নিধনের পথ বেছে নেয়। এবং যাদুবিদ্যাকে তারা ঈশ্বরদ্রোহিতা বলে চিহ্নিত করে।[৩০]

সম্পত্তির অধিকারের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া আসলে প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার অন্যতম ফল। বিপ্লবের সময় ও বিশেষ করে ১৬৪৭-৫০এঅর্থনৈতিক সংকটের সময় সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করে : যখন গরীবরা না খেয়ে মরছে তখন ধনীদের সম্পত্তির ওপর নিজস্ব মালিকানা কেন থাকবে? বাক্সটারের জবাব

> যখন তুমি বেঁচে রয়েছ তখন যদি সাধারণের কোনো কাজে না-এসো, অথচ সম্পত্তি ভোগ করে চলেছ, তাহলে সে হবে তোমার সবচেয়ে বড় অন্যায়, অন্যের জিনিসে ভাগ বসানোই হলো মহাপাপ, এতে অন্যের জীবনের হানি ঘটাচ্ছ ...... তাই, খুব সহজেই দেখা যাচ্ছে, অন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার জিনিস চুরি-চামারি করে বাঁচার চেয়ে মরাই ভালো

বাক্সটারের মতে, 'প্রকৃতির জগতে প্রথমে সম্পত্তির উদ্ভব এবং তারপর সরকার।' এবং সেদিক থেকে তিনি লকের পূর্বগামী। পঞ্চম রাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ক্রমওয়েলের মূল অভিযোগ, তারা খ্রিস্টীয় রাজত্বের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে সম্পত্তিকে গন্য করে না।[৩১]

১৬৪০-এর দশক ক্যালভিনবাদের পক্ষে মহা দুর্দিন। একদিকে তাদের ঘোষিত উন্নততর সমাজের আবির্ভাব অদৃশ্যই থেকে গেল; আর অন্যদিকে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশের দৌলতে সবাই ক্যালভিনবাদী জবরদস্তি শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল। সমস্ত মহল থেকেই প্রেসবিটারীয় ব্যবস্থা ও শাশ্বত বিধান তত্ত্ব সমলোচিত হতে থাকল। সমালোচকদের মধ্যে শুধু উইলিয়ম চিলিংওয়র্থ, জন হেলস্ ও জন সেলডেন প্রমুখ সংশয়বাদী বিদ্বজ্জনই নেই স্থূল-বস্তুবাদী র‍্যান্টাররাও রয়েছে। তাদের কারো কারো মতে, ক্যালভিনবাদ মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্তি-কে দাবিয়ে রাখে। বাকি র‍্যান্টারদেরযেহেতু আদৌ কাজকর্মে মন নেই তাই তারাও ক্যালভিনবাদের বিরোধী হয়ে উঠল।

২ প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার ঊর্ধ্বে

রাজপথে প্রকাশ্য ডাকাতি প্রসঙ্গে ফলস্টফের আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক উক্তি ছিল : 'কেন হ্যাল্, এটাই তো আমার পেশা। নিজের পেশার তাগিদে মানুষ যে কোনো কাজ করতে

২৫. এইচ. পিটার, *গুড ওয়র্ক ফর আ গুড ম্যাজিস্ট্রেট* ; [অজ্ঞাত] *দ ভ্যানিটি অ্যাণ্ড মিসচিফ অফ মেকিং আর্থলি ট্রেজারস আওয়ার চিফ ট্রেজার* (১৬৫৫)।

২৬. জে. লী, *আ ভিনডিকেশন অফ রেগুলেটেড এনক্লোজার*, পৃ. ২১।

২৭. আর. বাক্সটার, *আ ক্রিশ্চিয়ান ডিরেক্টরি* (১৮২৫) খণ্ড ২, পৃ. ৫৮৫-৬। প্রথম প্রকাশ ১৬৭৩।

২৮. ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ১৮৬ ; তু.—ডব্লিউ. পেন, *সাম ফ্রুটস অফ সলিচুড* (১৬৯৩) (এভরিম্যান সং.) পৃ. ৬০।

২৯. অরওয়েল অ্যাণ্ড রেনল্ডস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২।

৩০. দ্র.—পৃ. ৬৭, ৬ অধ্যায়।

৩১. বাক্সটার, *চ্যাপটারস ফ্রম আ ক্রিশ্চয়ান ডিরেক্টরি* (১৯২৫) পৃ. ৬৯. ৭১ অ্যাবোট , *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৩৮।

পারে তাতে পাপ হয় না।'[৩২] অধ্যাপক সি· এইচ· জর্জ পিউরিটান নৈতিকতাকে বিদ্রূপ করার জন্য কথাগুলি উদ্‌ধৃত করেন। চাইলে বিরোধীপক্ষ এরকম অনেক বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পারবেন। কয়েকজন পিউরিটান প্রচারক আবার অলস জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ভদ্রসন্তানদেরও নিন্দা করে বসেন যেহেতু তাদের কোনো নির্দিষ্ট পেশা নেই।[৩৩] *বাকিংহ্যামশায়ারে আরো আলোর ঝলকানি* পুস্তিকার লেখকের মতে ভদ্রলোকরাই হলো আসল ভবঘুরে যেহেতু তারা নির্দিষ্ট কোনো পেশার সঙ্গে যুক্ত নয়। তাদের নিজেদের তৈরি আইন বলে অথবা ভগবানের বিধান অনুযায়ী, তাদেরই সাজা প্রাপ্য। 'অতএব প্রথমে জমিতে যারা ঘেরা দিয়েছে এবং অত্যাচার করে বেড়ায় সেই সব বড় চোরদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাও তারপর ছিঁচকে চোরদের ফাঁসি দিও।'[৩৪] উইনস্ট্যানলি পিউরিটান শ্রমের মহিমা তত্ত্বকে শ্রমের মূল্য তত্ত্বের সীমানায় প্রসারিত করেন :

> কোনো মানুষই শুধু নিজের শ্রম ও সহকারীদের শ্রমের দৌলতে বড়লোক হতে পারে না। যদি প্রতিবেশীদের সহায়তা থেকে সে বঞ্চিত হয়, তাহলে সে হাজার বছরেও সম্পত্তিবান হতে পারবে না। যদি অন্য লোকেরা তাকে সহায়তা করে তাহলে যা সম্পদ সৃষ্টি হবে সেটার মালিক সে একা নয়, প্রতিবেশীরাও। ধনী লোকেরা সব কিছুই শ্রমিকের কাছ থেকে পেয়ে থাকে এবং তার বিনিময়ে যা সে শ্রমিককে দেয় সেটা উক্ত শ্রমিকের শ্রমেরই অংশ।

সব জমিদারই তস্কর। উইনস্ট্যানলির মতে, একটি জায়গায় অন্য প্রচারকদের সঙ্গে তাঁর যা তফাৎ তা হলো যখন তিনি জমিদারী প্রথা ও মজুরিভিত্তিক শ্রম উভয়কেই খারিজ করতে চান। কারণ তার ফলে 'রাজার দাসত্বকে আবার ফিরিয়ে আনা হবে।'[৩৫]

দুনিয়া ওলট-পালটের প্রবক্তাদের কাছে পাপের সংজ্ঞার্থ সম্পূর্ণ আলাদা। উইনস্ট্যানলির প্রশ্ন : এ-জগতে সবচেয়ে বড় পাপী কারা? এ-প্রশ্নের জবাবে তিনি বলছেন, 'যারা ধরণীর ধন সিন্দুকে বন্দী রেখে মরচে ধরায় অথবা জমাট বাঁধতে দেয় আর যারা সে ধনের প্রকৃত মালিক তারা উপোসে মরে প্রকৃত পাপী তো তারাই, যারা সকলের ধনকে এভাবে নষ্ট করে।' তাঁর মতে, 'সর্বজনীন প্রেম-বিনাশী কাজ করা মহাপাপ।' পুটনিতে আয়ারটনের মন্তব্য ছিল : 'যদি সম্পত্তি সংরক্ষিত থাকে তাহলে স্বাধীনতা সকলের কাছে পৌঁছবে না।' তার জবাবে সুতীক্ষ্ণ ভাষায় তিনি বলেন, 'সর্বজনীন যৌথ সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বজনীন স্বাধীনতা অবাস্তব ব্যাপার।' তাঁর দ্বিতীয় এবং মারাত্মক পাপ বোধ হয় বাক্সটারের সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতা-তত্ত্বের জবাবে মোক্ষম উক্তিটি :

> প্রথমে একজন বা ততোধিক মানুষ অন্যদের কাছ থেকে তরবারির জোরে সেগুলি কেড়ে নিয়েছে ; এবং তারপর নিজেরাই আইন বানিয়ে যারা সেই মজুতদার পরিবারের উদ্বৃত্ত থেকে ধরণীর দান নিছক বাঁচার জন্য নিয়ে আসে তাদের ফাঁসিতে ঝোলায় অথবা হত্যা করে।[৩৬]

৩২. শেক্সপীয়ার, *প্রথম হেনরি চতুর্থ*, অঙ্ক ১, দৃশ্য ২ ; সি. এইচ. জর্জ 'দ মেকিং অফ দ ইংলিশ বুর্জোয়াজি', *সায়েন্স অ্যাণ্ড সোসাইটি* পত্রিকায় প্রকাশিতব্য একটি রচনা। [মূল ইংরেজি গ্রন্থ রচনার সময়—সম্পাদক]।

৩৩. পারকিন্স, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৩-৪ ; তু.—*পি. অ্যাণ্ড আর.*, পৃ. ২১৫-৩৮, *এস. অ্যাণ্ড পি.*, পৃ. ১৩৮-৪৩।

৩৪. স্যাবাইন, পৃ. ৬৩৩-৪। উইনস্ট্যানলিও ঐ একই মত প্রকাশ করেছেন (*ঐ*, পৃ. ৪৩২)।

৩৫. *ঐ*, পৃ. ২৫৮, ৫১১-১২, ৫৯৫, ৫৮০-১। তু.—পৃ. ১৫৯, ১৯০-৮।

৩৬. স্যাবাইন, পৃ. ১৯৯, ৪৯৬-৭ ; তু.—দখলকারীদের হটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জর্জ ফস্টারের বক্তব্য উদ্‌ধৃত করা হয়েছে পৃ১৬৪-৫, ৯ অধ্যায়ে। আয়ারটনের জন্য দ্র.—উডহাউস, পৃ. ৭৩ ; বাক্সটারের জন্য পৃ. ২৩৮, এই অধ্যায়।

লায়োনেল লকিয়ের-এর সওয়ালের বিষয় হচ্ছে : র‍্যান্টারদের চেয়ে 'তথাকথিত সন্ত পুরুষেরা বেশি দোষী ; কারণ তারা উড়নচণ্ডীর মতো আচরণ করে যখন অন্যরা খেতে পায় না। চাকরদের তারা বিশ্রাম দিবসেও খাটতে বাধ্য করে এবং চার্চের অলিন্দে গরীবেরা না খেয়ে থাকে।

> সাধারণ লোকের মনোভাবকে তারা
> র‍্যান্টারদের চিন্তাধারা বলে প্রচার করে। [৩৭]

বুনিয়ানের লেখা *হোলি ওয়র*-এ শ্রীযুত লোলুপতা মহাশয় 'নিজেকে ভালো-চাষীর পরিচয়ে ঢেকে রাখে।'[৩৮]

প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার যাবতীয় কচকচির বিরুদ্ধে র‍্যান্টাররা রাগে ফেটে পড়ে বলে : 'তোমরা শাস্ত্রীয় নির্দেশ বলে যে কত কামড়াকামড়ি আকচা-আকচি লোভ-লালসা ছাড়াও ভয়ংকর ভণ্ডামির দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছ তা কার অজানা।' [৩৯] 'সমস্ত রকমের পরিবার, মহিমা কীর্তনের ভণ্ডামির নিকষ কালো আঁধারে ঢাকা' মন্তব্য করেছেন উইনস্ট্যানলি। [৪০] কোপের মতে, মানুষের অন্তর্নিহিত ভণ্ডামীই যাবতীয় গণিকাবৃত্তির মূল। তিনি আরো বলেছেন, 'যে নিজে খানদানি বেশ্যা, সে-ই আগে বেশ্যা! বেশ্যা!! বলে চীৎকার করে। এবং বড়ো ঈশ্বর নিন্দুক, অন্যের মধ্যে ঈশ্বর নিন্দা খুঁজে বেড়ায়।' [৪১] এখানে কোপের রচনা থেকে এক দীর্ঘ উদ্‌ধৃতি তুলে ধরা হলো :

> আমাকে অনুসরণ কর যে নাকি গত ৩০ সেপ্টেম্বর একটা খোলা জায়গায় তার দেখা পেয়েছিল। সে এক ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত এক কদাকার বিকলাঙ্গ মানুষ। আমার দিকে সে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আমার চোখ দুটি করুণায় ছল ছল করে উঠল। আর আমার হৃদয় যেন এক জ্বলন্ত কটাহ। তার তাপে ঝলসানো রসনা আমার। আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল :
>
> ওহে বন্ধু, তুমি কি গরীব?
>
> তার উত্তর : হাঁ, প্রভু, আমি অত্যন্ত গরীব। তার কথা শুনে আমার পাকস্থলীতে প্রবল এক মোচড় অনুভব করলাম—তা কেন যেন আমার কীটদষ্ট বুক পর্যন্ত ঠেলে আসছে। (আসলে আমি তখন একটি মৃতদেহ।) আমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ছিটকে যাচ্ছে।
>
> আমার ভেতরে ভালোবাসা তখন উথলে উঠেছে (অর্থাৎ আমার বুকের ভেতর অথবা মৃত শরীরে ভগবানই যেন সব করছেন)। আগুনের হল্কার মতো আমার অবরুদ্ধ আবেগ ধেয়ে এসে বন্ধ সিন্দুকের তালা খুলে দিয়ে মৃতের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিল
>
> তুমি গরীব?
>
> হ্যাঁ, আমি বড় গরীব—সে বলল।
>
> আমার ভেতর থেকে সেই অদ্ভুত চটুলা নারীটি বলে উঠল :
>
> এ একজন গরীব হতভাগ্য—ওকে দুই পেন্স দাও।
>
> কিন্তু আমার অন্তরবাসী ম হা ম হি ম তার কথাগুলি ঘৃণা ভরে উড়িয়ে দিল এবং লাথি মেরে আমার থেকে দূরে হটিয়ে দিল।

৩৭. এইচ. ই. রলিন্স সম্পাদিত *ক্যাভেলিয়ের অ্যাণ্ড পিউরিটান* (নিউইয়র্ক ইউ. পি., ১৯২৩) পৃ. ৩২২-৪।
৩৮. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩১৪ ; তু.—পৃ. ৩৩৩।
৩৯. কোহ্‌ন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭০।
৪০. স্যাবাইন, পৃ. ১৩৯। পারিবারিক প্রার্থনার বিরোধিতার আরো প্রমাণের জন্যে দ্র.—*এস. অ্যাণ্ড পি.*, পৃ. ৪৬১-২, এবং কে. ভি. টমাস, 'উওমেন অ্যাণ্ড দ সিভিল ওয়র সেক্টস' পৃ. ৫২।
৪১. কোপ, রিচার্ড কোপিনের *ডিভাইন টিচিংস*-এর মুখবন্ধ।

তৎক্ষণাৎ আমার প্রেয়সী গণিকা (যে আমার পেছনে ঘোড়ার পিঠে বসে নেই আমার অন্তরেই রয়েছে) বলল :

এ একজন গরীব হতভাগ্য ওকে ছয় পেন্স দাও। গরীবকে দানের ক্ষেত্রে একজন স্কোয়ার অথবা নাইটের পক্ষে এই যথেষ্ট।

তারপরেই বলল (পবিত্র শাস্ত্রসম্মত আর এক গণিকা) না দিও না। যে পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম সে নাস্তিকেরও অধম।

প্রকৃত প্রেম নিজের বাড়ি দিয়েই শুরু ইত্যাদি।

তুমি এবং তোমার পরিবার খেয়েদেয়ে দাঁড়কাকের মতো চকচকে হয়েছে। তুমি যদিও একজন নিরলস ধর্মোপদেষ্টা তবুও তুমি ধর্মকর ও বেগারপ্রথা বিরোধী। এবং তুমি জান না কেউ তোমায় এক পেনিও সাহায্যে করবে কিনা।

এই সুযোগ হাতছাড়া করো না।

আর তার মধুমাখা কথায় বিমোহিত হয়ে আমি তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা শিলিং বার করে দরিদ্র হতভাগাটিকে বললাম আমার ছয় পেন্স ফেরৎ দিয়ে শিলিংটি নাও।

সে বলল আমি পারব না আমার এক পেনিও নেই।

তার উত্তরে আমি বললাম তুমি যদি খুচরো করে দিতে পারতে তাহলে আমি তোমায় আরো কিছু দিতাম।

তখন সে বলল ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সপ্রেম এবং বিস্মিত চিত্তে আমি তার কাছ থেকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দূরে চলে গেলাম।

তারপরেই দেখ ভগবানের অভিশাপে আমার পকেটের রৌপ্য মুদ্রাগুলিতে যেন মরচে পড়ে গেল। আমি যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এবং শরীর যেন আগুনে ঝলসে যাচ্ছে... এবং রাজা জেমসের মূর্তি উৎকীর্ণ পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রার[৪২] ঝনঝনানিতে আমার কান বধির হওয়ার উপক্রম। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তক্ষুণি সব মুদ্রা তার হাতে ঢেলে দিই। তার মুখ ততক্ষণে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে।

এটা সত্যকাহিনী সত্য ইতিহাস।

এবং এক প্রকৃত রহস্যময়তার উদাহরণও বটে।

তার অন্তরালে অনেক কিছু নিহিত এবং ভবিষ্যতে যে-সব জিনিস ঘটতে যাচ্ছে এটা তার পূর্বাভাস।

আমার গল্প শেষ করি...আমি যখন আমার ক্ষয়ে যাওয়া মুদ্রাগুলি সেই দরিদ্র হতভাগার হাতে তুলে দিলাম বিস্ময়ে ও পুলকে আমার অন্তর কানায় কানায় ভরে উঠল। আমি তার কাছ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলাম।

আমি তাকিয়ে দেখি সেই দরিদ্র বিকলাঙ্গ হতভাগ্য লোকটি আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আমি তখন তার উদ্দেশে টুপি খুলে সাতবার মাথা নোয়ালাম। এবং আবার সেই দরিদ্র হতভাগ্যটির কাছে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে বললাম যেহেতু আমি রাজা তাই এই কাজ করেছি। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই তোমার।[৪৩]

৪২. জেনেভা বাইবেলে এই আকর্ষণীয় অনুচ্ছেদটির ওপর প্রান্তদেশে লেখা মন্তব্য পাওয়া যায়। এতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে ধনীদের সম্পর্কে-, ঈশ্বর প্রেরিত যাদের নিন্দা করেছেন বিলাপকারী ও আর্তনাদকারী বদ ও নোংরা ধনী বলে।

৪৩. কোহ্ন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৫-৮। 'একজন শিক্ষিত স্বর্গীয় পুরুষের সঙ্গে একটি ভিখারীর কথোপকথন', যেটি অনুবাদ করেছিলেন জন এভার্ডি, এবং সম্ভবত কোপ্‌কে দিয়ে এর শুরু করেছিলেন (এভার্ড *দ গসপেল ট্রেজারি ওপেনড*, ২য় সং., ১৬৫৯, পৃ. ৫২৮-৩১)।

সাঙ্ঘাতিক ক্রোধ ও করুণা সমন্বিত এই অদ্ভুত বিবরণের পাশে বাকি সব যেন জোলো মনে হয়। কিন্তু নেইলারও এ-জাতীয় কিছু উক্তি করেছেন পিউরিটানদের বক্তব্যকে বিদ্রূপ করে যা নিশ্চয়ই ফক্সের পছন্দসই নয়। নেইলার লিখেছেন :

> ভগবান বলছেন তুমি লোভ করো না। খ্রিস্ট বিরোধী বলছে এটা তো লোভ নয়, এটা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়। ভগবান তোমায় বুদ্ধি দিয়েছেন এবং তুমি তাকে কাজে লাগিয়ে তোমার পরিবারের জন্য আগাম ব্যবস্থা করেছ। যে নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করে না সে নাস্তিকেরও অধম। যদি তুমি ভগবানের কাছে দরবার কর অথচ তাঁর দেওয়া বুদ্ধিকে কাজে না লাগাও। তাহলে তুমি আর তোমার পরিবার গরীব হতে বাধ্য'।[৪৪]

বিশ্রামবার নিয়ে প্রেসবিটারীয় অতিশয্যকে লক্ষ্য করে নেইলার বলেন : 'তোমরা একদিনের জন্য পার্থিবতার বাইরে থাক আর বাকি দিনগুলিতে পার্থিবতার মধ্যে ডুবে থাক।' তিনি তাঁদের স্বাধীনতা-ভীতিকে বিদ্রূপ করেন। [৪৫]

পিউরিটানবাদ উদ্ভূত স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকর্ভাড*-এর লেখকের কিছু সরস বক্তব্য রয়েছে :

> আমি বিশ্বাসের নিন্দা করি না আমি ভালোবাসার প্রশংসা করি। আর, প্রেমকেই সবার ওপরে স্থান দিয়ে থাকি।...মানুষ মানুষের উপকার করতে পারে ; কিন্তু কোনো মানুষই ভগবানের উপকার করতে পারে না। অতএব আমরা যদি উপকার করতে চাই তবে ভগবানকে নয় মানুষের উপকারই করা উচিত।....যার নিজস্ব বিশ্বাস রয়েছে সেটা তার পক্ষে ভালো ; কিন্তু অন্যের বিশ্বাস আমার কোনো কাজে লাগবে না।'

মুখের ভালোবাসার চেয়ে ঘৃণাই বরং ভালো : কিন্তু শুধু বিশ্বাসের ওপরেই জোর দেওয়া হলো অথচ দানধ্যান নেই সেটা তা হলে নিছক ভণ্ডামি। [৪৬] উইনস্ট্যানলি বলেছেন : শুধু মুখের কথাতে ভালোবাসা হয় না সৎকর্মের মাধ্যমে ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়।'[৪৭] ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে রজার ক্র্যাবের যুক্তিসহ মন্তব্য : 'সম্পত্তিও বাড়বে আর প্রতিবেশীকেও ভালোবাসবে একসঙ্গে দুটো হয় না। আমাদের যাবতীয় সম্পত্তি ভগবানের অভিশাপের ফল।[৪৮]

ক্যালভিনবাদীরা ঈশ্বর কর্তৃক মনোনয়ন তত্ত্বের উদ্‌গাতা এবং অ্যান্টিনোমীয় মতবাদ ঐ তত্ত্বের গণতান্ত্রিক বহিঃপ্রকাশ। অ্যান্টিনোমীয়দের মতে, বিশ্বাসই মুক্তির একমাত্র পূর্বশর্ত এবং ঐ অর্থে প্রোটেস্টান্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদও তার মাধ্যমে সম্প্রসারিত। প্রোটেস্টান্টরা জোরের সঙ্গে বলে

৪৪. নেইলার, *দ ওল্ড সারপেন্টস ভয়েস* [? ১৬৫৬] পৃ. ৬। নেইলার বোধ হয় কিছু অতিরঞ্জন করেন নি। সম্ভবত নিচের অনুচ্ছেদটি হেনরি নিউকামের *অটোবায়োগ্রাফি* থেকে নেওয়া : 'এই এখন আমার ক্রমাগতই ভয়, পাছে আমি মরি, আর আমার স্ত্রীপুত্র কন্যাদের জন্যে কিছুই রেখে না যাই, তাহলেই লোকে বলবে, "এই হলো তার কঠোরতা, এবং এই হলো পিউরিটানইজম! দেখ, এটা এদের কি দিল? স্ত্রীপুত্র কন্যাদের জন্য কিছুই না।" (আর. পারকিনস সম্পাদিত, সোথাম সোসাইটি, ১৮৫২, পৃ. ১৩৫-৩৬)। এমনকি মিলটনও ভাবতেন যে, দয়ার কর্তব্য আগে নিজের জন্য করা উচিত পরে অন্যের জন্য ভাবা যেতে পারে (*কমপ্লিট প্রোজ ওয়র্কস*, খণ্ড ২, পৃ. ৭৫০)।

৪৫. নেইলার, *আ স্যালুটেশন টু দ সীড অফ গড* (তৃতীয় সং., ১৬৫৬) পৃ. ২০ : তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ১৮২,১০ অধ্যায়।

৪৬. অরওয়েল ও রেনল্ডস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬-৭।

৪৭. স্যাবাইন, পৃ. ১৯৩।

৪৮. আর ক্রাব, *ড্যাগনস ডাউনফল* (১৬৫৭) পৃ. ৫-৬, ১৩। বাইবেলীয় উপদেশকে যারা ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, ধনীরা তাদের যা কিছু আছে সব বিক্রি করে গরীবদের দান করবে, *দ ইংলিশ হারমিট* গ্রন্থে তিনি তাদের সম্পর্কে সরস উক্তি করেছেন। (*হারলিয়ান মিসেলেনি*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬১)।

যে, অন্তরের বিশ্বাসই ধর্মের আসল ভিত্তি এবং এ-বিষয়ে র‍্যাডিকাল পিউরিটানদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। উইলিয়াম ডেল ঘোষণা করেন : ঈশ্বর অর্থাৎ এই সব গাথার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয় পুনর্গঠন ছাড়া কিছু নয়।[৪৯] প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতা, শ্রমের মর্যাদা, আলস্যের প্রতি ঘৃণা এ-কথাগুলি জেনেভা, আমস্টারডম, লণ্ডন ও ইস্ট অ্যাংলিয়া প্রভৃতি শহরের মধ্যবিত্ত হৃদয়ে মন্ত্রের মতো গেঁথে রয়েছে। তাদের আবাসস্থল ও কর্মস্থলের পরিবেশই মূলত তার জন্য দায়ী। একথা কিন্তু ঝোপড়িবাসী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। ছোটো মালিকদের খাটতে হয় না হলে তারা খেতে পাবে না। শ্রমই তাদের সম্পদের উৎস। কিন্তু মজুরির বিনিময়ে যে শ্রমিক কাজ করে তার শ্রমের একাংশ কিন্তু আরেকজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় হয়।যতক্ষণ সে ঠিক ঠিক মজুরি পাচ্ছে কি তৈরি করছে বা কতখানি করছে এই নিয়ে কোনো মজুর মাথা ঘামায় না। অতএব নিচের মহলের লোকেদের অন্তরের ভাষা একদম আলাদা। তাদের কাছে আলস্য পাপ নয় এবং হৃদয় পবিত্র হলে, এমন কি ব্যভিচারও পাপ নয়। প্রেমের স্থান বিশ্বাসের উর্ধ্বে।

র‍্যাডিকালদের ঈশ্বর নিন্দার চরম উদাহরণ হলো শ্বেতকায় অ্যাংলো স্যাক্সন প্রোটেস্টান্টদের সভ্যতা সম্প্রসারণ অভিযানের প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন। এমন কি ১৬৪৬ সালেই টমাস এডওয়ার্ডস জানাচ্ছেন যে, কোনো কোনো মহল থেকে এই প্রশ্নও করা হচ্ছে যে, আয়ারল্যাণ্ড নিয়ে ইংরেজদের মাথা ঘামানোর আদৌ অধিকার আছে কি-না। ওয়ালউইনের মতে, ইংরেজদের সেখানে অবস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই। 'আমরাও যেমন অত্যাচারীর কবল থেকে আমাদের স্বাধীনতা উদ্ধার করার চেষ্টা করছি আইরিশরাও ঠিক আমাদের মতো স্বাধীনতার জন্য ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।' ওয়ালউইনের জিজ্ঞাসা আইরিশদের নিজস্ব কোনো ধর্মমত আচরণের স্বাধীনতা থাকবে না কেন? প্রকৃতিগতভাবে তারা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো। এভাবে তিনি 'যারা দ্রগেডা যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের পরিণতিকে এগিয়ে নিতে চায় তাদের বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্ত করার প্রয়াসী'।[৫০] স্যামুয়েল রাদারফোর্ড লক্ষ্য করেছেন, 'মুষ্টিমেয় কয়েকজন অ্যান্টিনোমীয়' চায় যে, পোপের ভক্ত শিষ্য আইরিশদের ধর্মচর্চার অধিকার অব্যাহত থাকুক।'[৫১]

১৬৪৯-এ *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভার্ড*-এর লেখক ওয়াল্ডেনিশয়ান, মুর ও ডাচদের ওপর ফরাসী ও স্পেনবাসীদের বর্বর অত্যাচারের সঙ্গে 'ইংরেজদের গরীব আইরিশ শিকার'কে একই পর্যায়ভুক্ত করেছেন। তিনি ঢালাওভাবে গোটা বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়াকেও নিন্দা করেন। তাঁর ভাষায় :

> আমাদের বণিক সমাজের মধ্যে মূলত ভারতে বাণিজ্যরত বণিকেরা খ্রিষ্ঠধর্ম সম্প্রসারণের কারণে জলপথে ও স্থলপথে অনবরত চষে বেড়াচ্ছে। আসলে তারা কি করছে! যদিও তাদের কৃতকর্মের লভ্যাংশ আমরাও পাচ্ছি—তবু বলছি, একদিকে এই দরিদ্র ভারতীয়দের ভগবান প্রদত্ত সম্পদ লুঠ করে ঘরে আনা হচ্ছে এবং আমরাও তার ভাগ পেয়ে মহানন্দে বাস করছি। এবং এতে আরো অজানা সম্পদ আহরণের লোভ সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের মনে।'

ভারতীয়দের সম্পদ জবরদস্তি ছিনিয়ে আনা নিশ্চয়ই খারাপ — তার চেয়েও খারাপ হচ্ছে তাদের প্রাণে মারা ও তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করা। এসব দরিদ্র নিরপরাধ লোকদের সঙ্গে যে

৪৯. ডেল, *সেভারেল সারমনস* পৃ. ১৩২।
৫০. এডওয়ার্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৩, ২২৭, ২৩৭-৯ ; খণ্ড ২, পৃ. ২৭ ; এইচ. অ্যাণ্ড ডি., পৃ. ২৮৮-৯, ৩১০, ৩১৫ ; তু.—উলফ, পৃ. ৩১৮, টি. প্রিন্স, *দ সিলকেন ইনডিপেনডেন্টস স্নেয়ার ব্রোকেন* (১৬৪৯) পৃ. ৬-৭।
৫১. রাদারফোর্ড, *আ মডেস্ট সার্ভে অফ দ সেকরেটস অফ দ আন্টিনোমিয়ানস*, পৃ. ১৭৬-৭।

অসাধু আচরণ করা হচ্ছে তাকে নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নেই'।[৫২] ডিগাররা 'ইংলণ্ডের ও সমগ্র বিশ্বের দরিদ্র ও উৎপীড়িত মানুষদের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করেন যে, স্বাধীনতার অনুশাসন তাদের দেশ থেকে বিশ্বের সমস্ত জাতির কাছে গিয়ে পৌছবে। উইনস্ট্যানলির ভাষায় বারো-ও প্রশ্ন তুলেছেন : 'ভগবান কি পৃথিবীর বুকে সব জাতির মানুষকে একই ধাতু ও একই রক্তে গড়ে তোলেন নি?'[৫৩] তবুও ১৬৫০-এর দশকে অলিভার ক্রমওয়েল রাজতন্ত্রীদের মন পাবার জন্যে আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে থাকেন। এবং তাঁর উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল। এক শ্রেণীর ভদ্রলোকদের যুদ্ধ প্রিয় মনোভাব উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়া প্রায় দুইশতক ধরে অব্যাহত থাকে যতদিন পর্যন্ত না আবার ইংলণ্ডের রাজনীতির আঙিনায় 'দরিদ্র উৎপীড়িত মানুষের উপস্থিতি' প্রবলভাবে অনভূত হয়।

পিউরিটানদের মতে, পোপপন্থীরা যদি কোনো সৎকাজও করে থাকে সেটা তারা সদুদ্দেশে করে নি। অতএব তাদের নিন্দায় পিউরিটানরা সদাই মুখর। কিন্তু পিউরিটানরা আদৌ যেকোনো সৎকাজ করেছে কি? *টাইরেনিপোক্রিট*-এর লেখকের মতো লেভেলার এবং কোয়েকারদের মতে কাজ থেকেই বিশ্বাসের উদ্ভব।[৫৪] মার্গারেট ফেল বলছেন, সত্যিকারের বিশ্বাস ও ভণ্ডামির মধ্যে পার্থক্য যাচাই, একমাত্র কাজের বিচার দিয়েই সম্ভব কথা দিয়ে নয়। সভা সমাবেশ, পরিবার ও প্রতিবেশীর ওপর তার প্রভাব দেখে কাজের মূল্যায়ন করা উচিত।[৫৫] পেন লিখছেন, শুধু অন্তরের বিশ্বাসটুকু সম্বল হলে, 'কিছুই যাচাই করে দেখা হয় না এবং যাচাইয়ের কথা মনেও আসে না। যে কোনো চিন্তার উদয় হলে, বা সে-রকম *প্রবণতা* আসলে, মনে স্থান দেওয়ার আগেই তাকে ভালো করে পরখ করে নেওয়া উচিত।'[৫৬]

বেশিরভাগ র‍্যাডিকালদের কাছে কথার চেয়ে কাজের দাম বেশি। নিষ্ক্রিয় ও আবদ্ধ নৈষ্ঠিকতা তাদের মতে পরিত্যাজ্য।[৫৭] ধ্যান ও মননের বিকল্প হিসেবে উইনস্ট্যানলি সক্রিয়তাকে দর্শনের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'আমার মনে হয় যে, শুধু কথা ও লেখালেখি এসব কিছুই নয় সবই দু-দিনের ব্যাপার। আসল হলো কাজ। কর্মই জীবন। তুমি যদি কাজ না কর তাহলে তুমি কিছুই করছ না।' কাজের মাধ্যমেই সৃষ্টির মহিমার প্রকাশ।' কালো রঙের জোব্বা পরিহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যাজকরা 'শুধু কথা বলেই গেল। কিন্তু মানুষ যখন তাদের কথাকে কাজে পরিণত করে তখনই তারা মুশকিলে পড়ে। কিন্তু ভগবান কর্মময় কল্পনার ফানুস নয়।' 'অতএব এটাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহাসংগ্রাম ; অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর সংগ্রাম। স্বার্থান্ধ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বজনীন প্রেমের সংগ্রাম। মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের সংগ্রাম। অলীক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রকৃতজ্ঞানের সংগ্রাম।'[৫৮]

৩ এক বিকল্প সংস্কৃতি?

কোপ ও ক্লার্কসন প্রচারিত র‍্যান্টার নৈতিকতা সমসাময়িক সমাজ ও তার মূল্যবোধের পক্ষে সত্যিই বিপজ্জনক। মানুষের জন্যই পৃথিবী এবং সব মানুষ সমান। পরলোক বলে কিছু নেই এবং একটাই জীবন। ক্লার্কসনের ভাষায় 'কবরে যাওয়ার পর আনন্দ অথবা বিষাদের স্মৃতি বলে কিছুই

৫২. অরওয়েল ও রেনল্ডস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫, ৯০-১।
৫৩. স্যাবাইন, পৃ. ২৭৭, ৫২৫ ; বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ৫০০।
৫৪. উলফ, পৃ. ১৬৭, ১৭১, ১৭৬, ১৮০-১, ২৭১, ৩৬৯-৭০।
৫৫. রস *মার্গারেট ফেল*, পৃ. ৫৯ ; তু.—ট্রোলেৎস, *সোস্যাল টিচিংস অফ দ ক্রিশ্চিয়ান চার্চেস*, খণ্ড ২, পৃ. ৮৪১, ৯২০।
৫৬. ডব্লিউ. পেন, *নো ক্রস, নো ক্রাউন* (১৬৬৯) অধ্যায় ২ অংশ ৬। বাঁকা হরফ বর্তমান লেখকের।
৫৭. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৪২, এই অধ্যায় এবং পৃ. ২৮৬, ২৯৫, পরিশিষ্ট ২।
৫৮. স্যাবাইন, পৃ. ৩১৫, ২৯০, ৪৭৫, ৫৭৯, ৪৫৭ ; তু.—পৃ. ৩৯৫, ৪০৯, ৫৬৭ ; তু.—ব্লেক : 'যিনি শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু কাজ করেন না তিনি আসলে নীতিহীনতার জন্ম দেন।'

থাকবে না।'[৫৯] যা অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এরকম সব কিছুই ভালো। যেমন এই সমাজের প্রচলিত যাবতীয় রীতিনীতি ও ঈশ্বরের স্ব-ঘোষিত চেলাদের পীড়নমূলক কচকচি ও ভণ্ডামি অহরহ মানুষের ক্ষতি করে চলেছে। 'হাল্কা মেজাজে প্রাণভরে খিস্তি' ও 'উন্মত্ত চুম্বন'[৬০], যে-পীড়নমূলক নৈতিকতার জগদ্দল পাথর আমাদের ওপর প্রভুরা চাপিয়ে দিতে উদ্যত তা থেকে মুক্তিলাভের পক্ষে সহায়ক। আমরা এমন এক রাজত্বে রয়েছি যেখানে জীবনের চেয়ে সম্পত্তির গুরুত্ব বেশি প্রেমের চেয়ে বিবাহবন্ধন বড়। খ্রিস্টীয় পরহিতব্রতের চেয়ে দুষ্ট দেবতার ভজনাতেই সকলের আস্থা।

মনের হাতকড়া ভেঙে মানুষের দেহ ও যৌনজীবনের অবাধমুক্তির আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পানোৎসবের দেবতা ডায়েনিসাসের আসন আবার পাতা হলো। [৬১] 'কাজ ছাড়া জীবন অর্থহীন : জীবনকে বাদ দিয়ে পরোৎকর্ষ অবান্তর, পরোৎকর্ষ ব্যতীত অনন্ত শান্তি ও স্বাধীনতা অভাবনীয়, স্বাধীনতাই সর্বজয়ী এবং সবকিছুর শীর্ষে' ক্লার্কসনের মুখে যেন উইনস্ট্যানলির কথাগুলিই বসানো রয়েছে। আমরা যেন ব্লেকের কবিতা পাঠ করছি। 'শয়তানই ভগবান, নরকই স্বর্গ, পাপই পবিত্রতা এবং নরকবাসই মোক্ষ লাভ।' ক্লার্কসনের মতে, পবিত্রমনের অধিকারীর কাছে সবই সমান এবং এটাই একমাত্র পুনরুত্থানের পথ। [৬২] আবার যেন ব্লেকপাঠের অভিজ্ঞতা আমরা পাচ্ছি। পৃথিবীতে সত্যিই যেন ওলট-পালট ঘটে গিয়েছে। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে কোপ লিখেছেন, 'মিশরবাসীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে বিলাসসম্ভার সৃষ্টি করেছে তার দিকে যেন আমরা লোলুপ দৃষ্টিতে না তাকাই।' তার চেয়ে বরং আমরা নতুন জেরুজালেম পত্তন করতে পারি যেটা ভগবানের নিজস্ব আবাসভূমি যেখানে রয়েছে সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা। ভগবানের সৃষ্টি লিলি ফুলের মতো সেখানে টাকা ছাড়াই সুমিষ্ট মদ দুধ ও মধু অঢেল পাওয়া যাবে'। [৬৩] এ যেন দরিদ্রদের এক কোকেনের রাজত্ব, এক কল্পরাজ্য। মধ্যযুগীয় কৃষকের স্বপ্নরাজ্যের নবতর সংস্করণ এটি। এবং মর্ত্যভূমিতে স্বর্গরাজ্যের এ-ধরনের ছবি জর্জ ফস্টার এবং মেরি ক্যারির কল্পনাতেও স্থান পেয়েছিল। [৬৪]

র‍্যান্টারদের প্রেম নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি বোধ হয় জায়মান ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। বাজার অর্থনীতির নির্মম রূঢ় নৈতিকতার বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে তাই তারা সৌভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও ঐক্যের ডাক দিয়েছে। ছন্নছাড়া মানুষেরা এখন প্রতিযোগিতামূলক সমাজের জালে বন্দী। র‍্যান্টাররা তাদের নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দৌলতে পুরানো রাজতন্ত্রী অভিজাতদের কাছাকাছি চলে আসে এবং শেষোক্তদের মুখখারাপ করার প্রবণতা ও অন্যান্য আচরণও তারা নকল করতে থাকে। [৬৫] শ্রমের প্রতি অনীহা, অবাধ যৌনতা, মুখ খারাপ করা, বিশ্বাসের চেয়ে কাজের ওপর গুরুত্ব দেওয়া এ-সবই বনেদী অবসরভোগী শ্রেণীর কাছ থেকে ধার করা র‍্যান্টাররা নতুন কোনো নৈতিকতার দিশারী নয়। এ-সবের ভিত্তিতে প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার প্রবক্তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে ওপর মহল ও নিচের মহলের মধ্যে একধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয়। প্রখ্যাত রাজভক্ত সাংবাদিক স্যার জন বার্কেনহেডকে অতীতে সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় নি। [৬৬] তখন রাজতন্ত্রী সংবাদপত্র বলতে বোঝাত খোলামেলা অশ্লীলতার ফেরিওয়ালা। এখন পিউরিটানদের বিরুদ্ধে

৫৯. ক্লার্কসন, *দ লস্ট শিপ ফাউন্ড* (১৬৬০) পৃ. ২৮ ; তু.—স্যাবাইন, পৃ. ৫৬৫।
৬০. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৪৯, ৯ অধ্যায় ও পৃ. ২৩০, ১৫ অধ্যায়।
৬১. শ্রীযুত ডব্লিউ. এ. হান্ট-এর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি।
৬২. ক্লার্কসন, *আ সিঙ্গল আই*, কোহ্ন-এ পৃ. ৩৫২-৩।
৬৩. [কোপ] *সাম সুইট সিপস্ অফ সাম স্পিরিচুয়াল ওয়াইন*, শিরোনাম-পাতা ও পৃ. ৫২।
৬৪. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৩৩, ১৫ অধ্যায়।
৬৫. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৪৯, ৯ অধ্যায়, পৃ. ২৩৫-৬, ১৬ অধ্যায় ও পৃ. ২৫৮-৯, ১৭ অধ্যায়।
৬৬. পি. ডব্লিউ. টমাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭।

মত্ত জেহাদীদের জন্য চাই উত্তেজক খবর। [৬৭] মেরি মাউন্টের টমাস মর্টন ১৬২০-র দশকে নিউ ইংলণ্ডে প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উশ্‌কানি দিয়েছেন চাকর-বাকরদের। নাস্তিকতার প্রচারক মানুষটি নিজে মেপোলের (ফুল দিয়ে ঢাকা উৎসব স্তম্ভ) চারধারে নেচেছেন। মর্টন কিন্তু গৃহযুদ্ধের সময় রাজার পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।[৬৮] রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর মেপোলস ও মেরি মনার্ক (ফূর্তিবাজ রাজা)-এর উৎসবের ধুম পড়ে যায়। [৬৯]

১৬৫০-এর দশকের পর রাজতন্ত্রীরা সরাসরি রাজনীতিগতভাবে লেভেলারদের কাছে পাবার চেষ্টা করে। লেভেলারদের মধ্যে কেউ কেউ রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। তবে ডিগাররা পুরোপুরি প্রজাতন্ত্রীই রয়ে গেল। [৭০] প্রগতির পথে আরো একধাপ এগিয়ে যাওয়ার জন্য কমনওয়েলথকে সমর্থন জানাবার আবেদন জানিয়ে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে উইনস্ট্যানলি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেই পুস্তিকায়, পতিত জমিতে ডিগারদের সুশৃঙ্খল যৌথ চাষের প্রয়াসকে বানচাল করার জন্য তিনি র‍্যান্টারদের যৌন ব্যভিচারকে দায়ী করেন। তাঁর মতে, পুরানো ধ্যান-ধারণা থেকেই এ-ধরনের যৌনাচারের উদ্ভব। এটা মোটেই পুরোনো মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন নয়, যার প্রয়াস একদিকে প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার ও অন্যদিকে ডিগারদের সাম্যবাদী আদর্শের মাধ্যমে প্রতিফলিত। [৭১]

উইনস্ট্যানলি চেয়েছেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমশৃঙ্খলের মাধ্যমে এবং প্রেম ও ইতিবাচক ঐক্যের ভিত্তিতে তাঁর সমসাময়িক সামাজিক শক্তিগুলিকে এক যৌথ সমাজে সংঘবদ্ধ করার জন্য। তিনি র‍্যান্টারদের মতোই যাজক সম্প্রদায়ের ওপর হাড়েচটা। 'তারা মানুষের বিবেকের স্বাধীনতাকে খর্ব করে মানুষের নিজের মুক্তির প্রয়াসকে ব্যাহত করে। মানুষকে পাপী বানায় তারা। মানুষের চোখের সামনে স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়কেই তারা অন্ধকারে ঢেকে রাখে এবং মানুষের শরীর ও মন কুলষিত করে।'[৭২]

বনেদী অভিজাত সংস্কৃতি ও তার স্থানগ্রহণকারী প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতাশ্রয়ী বুর্জোয়া সংস্কৃতি উভয়কেই স্থানচ্যুত করে অভিনব এক র‍্যাডিকাল সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল বলে মনে হয়। এই বিকল্প সংস্কৃতির আদলের আভাস কেবল আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার জায়গায় সাম্যবাদ, ধর্মের জায়গায় যুক্তিবাদী-বস্তুতান্ত্রিক সর্বেশ্বরবাদ, যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শনের জায়গায় দ্বান্দ্বিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈরাগ্যের জায়গায় অকুণ্ঠ উপভোগ, সব মিলিয়ে এক বিকল্প সার্বিক জীবনবোধ গড়ে ওঠার কথা ছিল। এবং যার আধার হতে পারত অপ্রতিহত ব্যক্তি স্বাধীনতাভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির ঐক্যবদ্ধ ফেডারেশন। বিশ্ব বাণিজ্য অথবা বিশ্বজয় নয় অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতাই তার লক্ষ্য। পিউরিটানদের পাপের ওপর গুরুত্ব আরোপের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বাধ্যতামূলক শ্রম, মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয় প্রভৃতি প্রবণতার মধ্যে নিহিত। এবং তার ফলে ইংলণ্ডে তৈরি হয় শিল্পবিপ্লবের উপযুক্ত বাতাবরণ। এ-ধরনের আচরণ র‍্যান্টারদের স্বভাব বিরুদ্ধ এবং কালক্রমে কোয়েকাররা এসব অভ্যাস রপ্ত করে। কেবল বিকল্প পথ দেখালেন উইনস্ট্যানলি। শ্রম নয়, শোষণই লোভী মানুষের পতনের মূল। মজুরি সম্পর্কযুক্ত শোষণ বন্ধ করা হলে, কমনওয়েলথকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য শ্রমিক সানন্দে কাজ করবে। [৭৩] ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে দেখা যাবে—এটা শুধুই স্বপ্ন কারণ সমাজের বিরুদ্ধ

৬৭. আমি এই মতামত পেয়েছি শ্রীযুত সি. রাসেলে-র *দ ক্রাইসিস অফ পার্লামেন্ট* (১৯৭১)-এ, পৃ. ৩৭৪।

৬৮. *এস. অ্যাণ্ড পি.*, পৃ. ১৭৯।

৬৯. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ২৯৭, পরিশিষ্ট ২।

৭০. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থেরপৃ ৯২-৩,৭ অধ্যায়।

৭১. জি. ই. অ্যালমার সম্পাদিত, ইংলণ্ডস স্পিরিট আনফোল্ডেড', পৃ. ১৪-১৫ ; তু.—স্যাবাইন, পৃ. ২৪১, ৩১২-৩, ৩৯৯-৪০৩।

৭২. স্যাবাইন, পৃ. ৪৬৮-৯ ; তু.—মিলটনের 'স্কেয়ারক্রো সিনস' (কাকতাড়ুয়া পাপ)-এর বিষয়ে সূত্র উদ্‌ধৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৫, ১ অধ্যায়ে এবং ক্লার্কসন উদ্‌ধৃত হয়েছে পৃ. ২৩১, ১৫ অধ্যায়ে।

৭৩. স্যাবাইন, পৃ. ৫৯৩।

শক্তিগুলি অতিশয় প্রবল। বিকল্প সংস্কৃতির অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করা একমাত্র ডিগার গোষ্ঠীগুলির পক্ষেই সম্ভব ছিল। তারা সহজেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং অসংগঠিত ব্যক্তিসর্বস্ব র‍্যান্টারদের জায়গা নিল সুসংগঠিত 'সোসাইটি অফ ফ্রেণ্ডস'। দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল রাতের স্বপ্ন।

কেন ক্যালভিনবাদের অন্তর্ধান ঘটল, সপ্তদশ শতকীয় ইংলণ্ডের চিন্তা-জগতের ইতিহাসে এটা একটি বিরাট প্রশ্ন। মনে হয় যে, ক্যালভিনবাদের ঐতিহাসিক প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, যেহেতু নতুন সমাজ পিউরিটান নৈতিকতাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল।১৬৪০ সালের আগে ক্যালভিনবাদ আচারানুষ্ঠানসর্বস্ব দক্ষিণপন্থী আর্মিনীয়দের পক্ষ থেকে আক্রান্ত ; আর বিপ্লব চলাকালীন তার বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণায় বামমার্গী যুক্তিবাদী আর্মিনীয় সম্প্রদায়। তাছাড়া ক্যালভিনবাদ জন গুডইইন, মিলটন ও কোয়েকার সম্প্রদায়েরও সমালোচনার পাত্র। প্রেসবিটারীয় শৃঙ্খলা ঈশ্বর বর্জিত নিচু-তলার মানুষ ও যাজক বিরোধী ওপরতলার মানুষ উভয়েরই কাছে অপ্রিয়ভাজন। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, অ্যান্টিনোমীয়বাদের সঙ্গে ক্যালভিনবাদ পাল্লা দিতে পারে নি। যতদিন ঈশ্বর মনোনীত বলতে কেবল মান্যগণ্য বুর্জোয়া পিউরিটানদের মনে করা হতো ততদিন তাদের স্বাধীনতা বোধ সমাজ-সংস্থানের বিপদ ডেকে আনে নি। কিন্তু একবার যখন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে তখন কারা যে ঈশ্বর মনোনীত হওয়ার যোগ্য সেটা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। র‍্যাডিকালরা তো যে-সব পিউরিটান বিশ্বাসকে জনহিতকর কাজে পরিণত করতে পারল না, তাদের ভণ্ড বলে উড়িয়ে দিল। পঞ্চম রাজতন্ত্রী কারিগর শ্রেণীর লোকেরা ঘোষণা করল যে, তারাই সন্তপুরুষ ; অতএব তারাই রাজত্ব করার অধিকারী। মিস্ত্রী ধর্মপ্রচারক ও কোয়েকাররা নিশ্চিত যে, তারাই পবিত্র আত্মার আধার। র‍্যান্টারদের মধ্যে একাংশ ডায়ানোসীয় (উচ্ছৃঙ্খলপরায়ণ) অ্যান্টিনোমীয়বাদের প্রবক্তা হয়ে উঠল, যারা আবার বিত্তবান সমাজের যাবতীয় নৈতিক বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার পক্ষপাতী।

ঈশ্বর মনোনীত ব্যক্তি কারা, এই বিতর্ক অমীমাংসিত রেখে সম্পত্তিবান লোকেরা কাজের দিকে মন দিল। যেন ভাবখানা এই যে, কাজের ফল দিয়েই তুমি জানবে এর উত্তর। যাজকদের প্রেসবিটারীয় শৃঙ্খলার শাসনের মুক্তি ঘটেছে এবং তার জায়গা নিয়েছে জে·পি·-রা যারা নব্যসৃষ্ট আচরণবিধির তত্ত্বাবধায়ক। এটাও এক ধরনের কর্মযজ্ঞ বিধি যাতে পুরুতের আবশ্যক হয় না যদিও তা ক্যাথলিক অথবা লর্ড প্রবর্তিত শাস্ত্রবিধির চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। দু-ধরনের যাজকই এখন অবান্তর। আর গোষ্ঠীগুলিও শুধু নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়নে সন্তুষ্ট। তাছাড়া তারাও পরিবর্তিত বিশ্বের এই নতুন হালচালকে মেনে নিয়েছে। আমরা এখন সবাই বড় বেশি আর্মিনীয়পন্থী আর তাই বিপ্লবের আগে ক্যালভিনবাদ বলে আদৌ কিছু ছিল কি-না এনিয়েও মাঝে মাঝে সংশয় জাগে।

প্রায় একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ফরাসী বিপ্লবের বেলায়। যখন মধ্যবিত্ত বিপ্লবীরা মানুষের অধিকারের সনদ ঘোষণা করতে যাচ্ছে, তখনই শোনে যে, চতুর্থবর্গীয় লোকেরা বলছে, 'আমরাও মানুষ'। তারা একেবারে চমকে ওঠে। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিকের বিভাজনের চেয়ে ধার্মিক ও অধার্মিক এই বিভাজন অনেক নিরাপদ কারণ শেষোক্তদের সংজ্ঞার্থ যথেষ্ট অস্পষ্ট। কিন্তু দুই বিভাজনপন্থীই একই স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে, কারণ পুরোনো ধরনের অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে নামাতে গেলে নিচুতলার লোকদের কাছেও মানবতা ও সাম্যের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে। 'বুর্জোয়া' সাম্যতত্ত্বের অনুচ্চারিত সত্যটি হচ্ছে কিছু মানুষ অন্যদের চেয়ে বেশি সমান। ভালো বলতে হবে পিউরিটানদের তারা কোনো কিছু রেখে ঢেকে বলত না। এ-প্রসঙ্গে হালারের রচনাংশটি বিশেষ উপলব্ধিজাত :

> রক্ষণশীল ক্যালভিনবাদ সবাইকে আইনের অধীনে আনে এবং সবাই ঐশী করুণার উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত করে ; এবং পরিশেষে তাদের আশাভঙ্গ ঘটায়। ঈশ্বরোপলব্ধির

ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই তারা প্রাধান্য দেয় ; এবং পরে ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছাকে হতোদ্যম করে। ক্যালভিনবাদ যে শক্তির জন্ম দেয় তাকে তারা পূর্বনির্ধারিত পথে পরিচালনার প্রয়াস পায়।[৭৪]

৭৪. হালার, *দ রাইজ অফ পিউরিটানইজম*, পৃ. ১৯৩ ; তু.—পৃ. ১৯৩-২০৫ ও অন্যান্য স্থান দ্রষ্টব্য ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৪৬, ৪ অধ্যায়।

১৭ পুরোনো জগতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

যে দেশে চাকরের হাতে মনিব নিগৃহীত হওয়ার মতো অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটতে পারে, সেখানে কোনোদিন শান্তি আসতে পারে না।

ট মা স জ র্ড ন, লর্ড মেয়রস্ প্যাজানট্, ১৮ ডিসেম্বর ১৬৫৯, এফ· ডব্লিউ· ফেয়ারহোল্ট, *লর্ড মেয়রস প্যাজানট্* (পারসি সোসাইটি—আর্লি ইংলিশ পোয়েট্রি, ব্যালাডস অ্যাণ্ড পপুলার লিটারেচার, খণ্ড ১০, ১৮৪৭) ভাগ ২, পৃ· ২১১।

১ ১৬৪৯–১৬৬০

১৬৪৯ সালে এবং তার পরেও অনেকে এই বলে হায় হায় করেছে যে, কই কিছুই তো হলো না। বিপ্লবের মাধ্যমে এতদিনের এত মহতী আশার কোনোটাই তো পূর্ণ হলো না। *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভার্ড*-এর লেখক বলছেন : 'নতুন স্বৈরাচারীরা পুরোনোদের তাড়িয়ে দিয়েছে বটে কিন্তু এরাও কোনো অংশে কম যায় না। বরং নতুনরা পুরোনোদের চেয়ে বেশি বদ। নতুনদের শুধু আদর্শের ভড়ংটুকু আছে এবং তার আড়ালে তারাও নতুন ধরনের স্বৈরাচার চালু করেছে।'[১] ঐ একই বছরে মেজর হোয়াইট মন্তব্য করেন যে, ব্যক্তি হিসেবে প্রথম চার্লস তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। 'কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত সংবিধানের দৌলতে যে-রাজশক্তি নির্মিত হয়েছে সেটাই আসল ক্ষতিকারক।'[২] উইনস্ট্যানলি লিখছেন, স্বৈরাচার বলতে স্বৈরাচারকেই বোঝায়, সেনাবাহিনীর বড় কর্তা বা হাউস অফ কমন্সের ভদ্রলোকরা, যে কেউ স্বৈরাচারের মাধ্যম হতে পারে। প্রথমোক্তরা হয়তো একদা গরীব ছিল পরে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও বীরত্বের কল্যাণে ক্ষমতাবান হয়েছে এবং শেষোক্তরা হয়তো অনেক জায়গা জমির মালিক।'[৩] প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সত্ত্বেও যখন সমাজব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত রূপান্তর সাধিত হলো না তখন সেনাবাহিনীর নেতাদের উইনস্ট্যানলি, ডেল, আরবেরি, ভাবাসোর পাওয়েল ও অন্যান্যরা লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বিলাসিতার বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দেন। মিলটন তাদের বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যে স্বেচ্ছাচারী শত্রুকে তারা মোকাবিলা করেছে, হয়তো তার চেয়েও বেশি একগুঁয়ে ও অবাধ্য শত্রু ঘরে লালিত হচ্ছে। যদি তারা নিজেদের চলন-বলন না বদলায় তাহলে তারা নিজেরাই রাজতন্ত্রী বনে যাবে।[৪]

'ইংলণ্ডের প্রতি ঈশ্বরের সীমাহীন করুণাবশত' ১৬৪৯ সালের মে মাসে বারফোর্ডে লেভেলার শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার[৫] ফলে সমাজ বিপ্লবের যাবতীয় সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

১. অরওয়েল ও রেনল্ডস-এর *ব্রিটিশ প্যামপ্লেটিয়ার*, খণ্ড ১, পৃ. ১০৬।
২. গার্ডেনার, *গ্রেট সিভিল ওয়র*, খণ্ড ৪, পৃ. ৩০২-৩ ; তু.—জি ফস্টার, *দ পাউরিং ফোর্থ অফ দ সেভেনথ অ্যাণ্ড লাস্ট ভিয়াল* (১৬৫০) পৃ. ১২।
৩. স্যাবাইন, পৃ. ১৯৮।
৪. মিলটন, *কমপ্লিট প্রোজ ওয়র্কস*, খণ্ড ৪, ভাগ ১, পৃ. ৬৮১ ; তু.—স্যাবাইন, পৃ. ৩৩৬, ৫১৩, ৫২৭, ৫৭৪।
৫. হকক্লিফ, *ডায়েরি অফ দ রেভা. র‍্যালফ জোসেলিন*, পৃ. ৬৫।

অতএব গৃহযুদ্ধে যারা লাভবান হয়েছে এবার তাদের আখের গোছাবার পালা। তারা এটা উপলব্ধি করল যে, পুরোনো ব্যবস্থার অনেক কিছু অপরিবর্তিত রাখা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঝুঁকি নিয়েও পরাজিত শত্রুদের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়া দরকার। এর বিকল্প হিসেবে লাগাতার বিপ্লব অথবা গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ এ তাদের কল্পনা করতেও ভয় হয়। ১৬৫০ সালেই ওয়ালউইনের পুরোনো প্রতিপক্ষ স্বতন্ত্রবাদী জন প্রাইস প্রশ্ন করেন :'হুল্লোড়বাজ দঙ্গলের সরকারের চেয়ে তুরস্কের সুলতানের অধীনতা কি শ্রেয় নয়?'[৬] তাঁর ধারণা, যে কোনো বুঝদার ও শিক্ষিত লোক তাঁর সঙ্গে একমত হবেন। ১৬৫৩ সালের পর অথবা তার কিছুকাল আগে থেকে বিত্তবান শ্রেণীর সব মহলই গলা মিলিয়ে প্রোটেক্টর অলিভার ক্রমওয়েল, প্রজাতন্ত্রী জেমস্ হ্যারিংটন, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের সমস্ত কলেজের অধ্যক্ষ, নগরপাল, কৃষি সংস্কারক, *দ হোল্ ডিউটি অফ ম্যান*-এর লেখক, প্রেসবিটারীয় ধর্মোপদেষ্টা ও তাদের সমালোচক গোষ্ঠী সবাইকে একাকার করে লেভেলার বলে গালাগাল দিতে থাকে।[৭] নেইলারের ঘটনার পর যখন কোয়েকারদের র‍্যাডিকাল রাজনীতির মেরুদণ্ডটি ভেঙে খানখান হয়ে গেল তখনই বিত্তবানেরা ১৬৪৭ সাল থেকে যে বিপদের মধ্যে কাল কাটাচ্ছিল তা থেকে তারা পুরোপুরি মুক্তি পেল। কিন্তু অলীক এই নিরাপত্তা বোধ। ১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রিচার্ডের সঙ্গে জেনারেলদের বিবাদ শুরু হলে আবার একটা মরীয়া বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তখন আর একবার র‍্যাডিকাল গোষ্ঠী ও ঐ ধরনের চিন্তাধারা দানা বাঁধে।

আবারো বিপজ্জনক ধ্যানধারণা হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসতে থাকে। যিনি 'লেভেলারদের সম্পত্তি বিনাশী প্রবণতার সমর্থক নন' এমন একজন ভদ্রলোক, উইলিয়ম কোভেল একের পর এক পুস্তিকা প্রকাশ করতে থাকেন। লেভেলার না হয়েও তিনি প্রস্তাব করেন যে, যাবতীয় পতিত জমি ও সাধারণের জমি গরীবদের একেবারেই দান করা হোক্। তারা সেখানে এমন এক সমবায় সমাজ গড়ে তুলবে যেখানে নিজেদের মধ্যে বেচাকেনার সম্পর্ক থাকবে না এবং বৃদ্ধদের ভরণ-পোষণের জন্য বড়লোকদের ওপর কর ধার্য করা হবে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয়-চার্চও তারা তুলে দেবে। এসব কথা তিনি এনফিল্ডে বসে লিখেছেন একদা যেখানে ডিগারদের উপনিবেশ ছিল এবং ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে জমিতে বেড়া দানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে।[৮] 'পিটার কর্নেলিয়াস' [প্লোখয় (Plokhoy)] মনে করেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হলো অভাব, অনাচার ও দুর্নীতির প্রধান কারণ। তিনি যৌথচাষ ও নিখরচায় সমাজসেবাভিত্তিক যৌথ জীবন-যাপনের প্রস্তাব রাখেন। উইনস্ট্যানলির মতো তিনিও প্রকৃতির নিয়মের দোহাই দিয়ে বলেন, সব মানুষেরই খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। উইনস্ট্যানলির মতো তিনিও ঘোরতর যাজক বিরোধী এবং ধর্মকর তুলে দেবার পক্ষপাতী।[৯] আর একজন হলেন উইলিয়াম স্প্রিগ্ যিনি ধর্মকর তুলে দেবার পক্ষপাতী এবং বংশানুক্রমিক আভিজাত্যের একজন কট্টর সমালোচক। তিনি এবং জেমস হ্যারিংটনের আরো কয়েকজন সমর্থক মিলে ভূ-সম্পত্তির আয়ের সীমা বেঁধে দেওয়ার জন্য কৃষি আইন প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলন করেন।[১০] 'সেনাবাহিনী যে

৬. জে. প্রাইস, *দ ক্লাউডি ক্লারজি* (১৬৫০) পৃ. ১৪। এই সূত্রটির জন্য আমি শ্রীযুত ডেভিড কিরবির কাছে ঋণী। দ্র.—আন্ডারডাউন, *প্রাইডস পার্জ*, অধ্যায় ৯ বিশেষত পৃ· ২৬২-৪

৭. দ্র·—বর্তমান গ্রন্থের পৃ· ৯২, ও পৃ· ১৭৭, ; অ্যাবোট *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৩৫-৬। [উইলকিন্স অ্যাণ্ড ওয়র্ড] *ভিনডিসিয়া অ্যাকাডেমিয়ারাম*, পৃ. ৬ ; টি. হল, *হিস্টিরিও-ম্যাসটিক্স* (১৬৫৪) পৃ. ১৯৮-৯ ; আন্ডারডাউন, *প্রাইডস পার্জ*, পৃ. ৩২৩, ৩৫৬ ; *দ হোল ডিউটি অফ ম্যান*, খণ্ড ১, পৃ. ৩১৪, ৪২৩, ৪৪১।

৮. ডব্লিউ. কোভেল, *আ ডিক্লারেশন আনটু দ পার্লামেন্ট* (১৬৫৯) পৃ. ৮-১১ ; ১৮, ২১। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৯৪, ৭ অধ্যায়।

৯. পি. কর্নেলিয়াস, *দ ওয়ে টু দ পিস অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অফ দিজ নেশনস* (এপ্রিল ১৬৫৯), বিশেষত পৃ. ৮-২৭ ; *আ ওয়ে প্রোপাউন্ডেড* (মে ১৬৫৯) নানা স্থান দ্রষ্টব্য ; এল. ও এম. হারডার, *প্লোখয় ফ্রম জুরিখ-জি* (নিউটন, কানসাস, ১৯৫২) বিশেষত পৃ. ১০১-২।

১০. [ডব্লিউ. স্প্রিগ] *আ মডেস্ট প্লী ফর অ্যান ইকোয়াল কমন-ওয়েলথ* (১৬৫৯) পৃ. ৩৬-৪২, ৭৫-৮৬।

আটপৌরে সাধারণ মানুষ নিয়ে গঠিত এবং তারা জাতির মহিমা ও শক্তির প্রতীক'—এ-কথাটা আবার মনে করিয়ে দেন আর একজন পুস্তিকা লেখক। এর সঙ্গে তিনি আবার অশুভ লক্ষণসূচক উক্তিও যুক্ত করেন : 'এবার পার্থিব সমস্ত আইনকানুন ভেঙে ফেলার সময় এসেছে...আমরা এবার মিশর থেকে কানান-এর পথে চলেছি। দাসত্ব বন্ধন ও তমসার দেশ থেকে স্বাধীনতা ও বিশ্রামের রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।'[১১] যিনি সচরাচর অর্থনীতি সচেতন মানুষ নন, সেই মিলটনও তাঁর *গৃহযুদ্ধ নিবারণের জন্য .... প্রস্তাব* [*Propasalls…for the Preventing of a Civill War*] (?১৬৫৯)-এরউপসংহারে 'সমস্ত পতিত ও সাধারণ জমি ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টনের' জন্য আবেদন জানান।[১২]

এ-সব কথাবার্তায় বিত্তবান শ্রেণী আরো ঘাবড়ে গেল যখন তারা দেখে যে, সেনাবাহিনীতে প্রচারকদের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।[১৩] তাদের চোখে, অবস্থা যেন কোয়েকার ও 'রক্তখেকো আনাবাপতিস্ত'রা মিলে ১৬৪৭ সালের চেয়েও বেশি ঘোরালো করে তুলেছে। আনাবাপতিস্তরা বারো বছর আগের যে কোনো র্যাডিকাল গোষ্ঠীর তুলনায় অধিকতর সংগঠিত।[১৪] আনাবাপতিস্ত'রাও কোয়েকারদের সশস্ত্র করার অভিযোগ আনা হলো সেনাপতিদের বিরুদ্ধে। যার ফলে গড়ে উঠবে 'নিচমনা ষড়যন্ত্রীদের একটি দল যারা অভিজাত ও বুঝদার সাধারণ মানুষদের দাবিয়ে রাখবে।' এই উক্তি করেন পার্লামেন্টের একজন বনেদী সদস্য যিনি রাজতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহে অংশ নিয়েছেন।[১৫] অভিজাত ও ভদ্রলোকদের ধ্বংস করতে চাওয়ার অভিযোগ আনা হলো পঞ্চম রাজতন্ত্রী ক্রিস্টোফার ফিকের বিরুদ্ধে।[১৬] বস্তুত, ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সশস্ত্র পঞ্চম রাজতন্ত্রীদের এক ঘোষণাপত্রে 'জাতির পুরোনো রক্তখেকো, পোপের দালাল বদ্‌মাস ভদ্রলোকদের' নিন্দা করা হয়।[১৭] সব কিছু চুকেবুকে যাবার পর অবশেষে রেভারেণ্ড হেনরি নিউকাম ঘোষণা করেন যে, 'আমরা একদল নির্বোধ, মাথা গরম, রক্তখেকো দঙ্গলের দয়ায় বাস করছি।'[১৮] এই উক্তিতে রিচার্ড বাক্সটারেরও সায় রয়েছে।[১৯] ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক পুস্তিকা লেখক মোক্ষম প্রশ্নটি তুলে ধরলেন : 'তোমরা কি একই সঙ্গে বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকেও দমন করবে আর রাজাকেও দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে?'[২০] বেশিরভাগ মাঝামাঝি অবস্থানকারী পিউরিটান ও পার্লামেন্টের সমর্থকরা ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছে যে, একসঙ্গে দুটো কাজ করা যায় না।

১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে স্যার টমাস অ্যাস্‌টন 'প্রকৃত স্বাধীনতা'র সংজ্ঞার্থ দিচ্ছেন এরকম যে, 'এমন একটা আইন হবে যার বলে আমাদের স্ত্রী-পুত্র চাকর-বাকর বিষয়-সম্পত্তি সব আমাদেরই

১১. [অজ্ঞাত] *দ আর্মিস ভিনডিকেশন অফ দিস লাস্ট চেঞ্জ* (১৬৫৯) পৃ. ৪-৬, ২০-১।
১২. *পূর্বোক্ত*, মিলটন, *কমপ্লিট ওয়র্কস* (কলম্বিয়া ইউ. পি.) খণ্ড ১৮, পৃ. ৬। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৮।
১৩. এফ. জে. রুটলেজ সম্পাদিত, *ক্লারেনডন স্টেট পেপারস*, খণ্ড ৪ (১৯৩২) পৃ. ১৯১ (৪ এপ্রিল ১৬৫৯) ২১০ (২৩ মে) ৬২৮ (৩০ মার্চ ১৬৬০) ৬৪০ (৪ এপ্রিল) ; এ. ইভানস, *আ রুল ফ্রম হেভেন* (১৬৫৯) পৃ. ৫০ ; বারটন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫৮-৯ (এপ্রিল ১৬৫৯), গুজব ; ডব্লিউ. এল. সাশে সম্পাদিত, *ডিউরনাল অফ টমাস রাগ* (কামডেন সোসাইটি, ১৯৬১) পৃ. ৬৬, ৭৪ (মার্চ-এপ্রিল ১৬৬০) ; *লেবোর্ন-পোফাম এম এস এস.*, পৃ. ১৬৮ (ফেব্রুয়ারি ১৬৬০) ১৭৬ (২০ এপ্রিল) ; গুচ, *ইংলিশ ডেমোক্রাটিক আইডিয়াজ*, পৃ. ২৫৯।
১৪. *ক্লারেনডন স্টেট পেপারস*, খণ্ড ৪, পৃ. ২২০, ২২৮, ২৩৫-৬, ৩৩০, ৩৮১, ৪০৫, ৪৪০ অন্যান্য।
১৫. জে. এ.অ্যাটকিনসন সম্পাদিত, *ট্রাকটস রিলেটিং টু দ সিভিল ওয়র ইন চেশায়ার* (১৬৪১-১৬৫৯) (স্যোথাম সোসাইটি, ১৯০৯) পৃ. ১৮৬।
১৬ ক্যাপ *দ ফিফথ মনার্কি মেন*, পৃ. ১৪২ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ২৮-৯, ২ অধ্যায়।
১৭ *আ ডোর অফ হোপ* (১৬৬১) ভেনারের ইস্তেহার।
১৮. আর. পারকিনসন সম্পাদিত, *অটোবায়োগ্রাফি অফ হেনরি নিউকাম* (স্যোথাম সোসাইটি, ১৮৫২) পৃ. ১১৮-১৯।
১৯. বাক্সটার, *দ হোলি কমনওয়েলথ*, পৃ. ৯৩।
২০. *আ কফিন ফর দ গুড ওলড কস*, *দ পসথুমাউস ওয়র্কস অফ সামুয়েল বাটলার* (৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৭৫৪)-এর, পৃ. ৩০০-য়। বাটলারের এই ধারণা প্রায় সর্বাংশেই ভুল।

থাকবে।'[২১] তারপর থেকে স্বাধীনতার অনেকরকম সংজ্ঞা বেরিয়েছে কিন্তু ১৬৬০ সাল নাগাদ বিত্তবান শ্রেণীর সবাই স্যার টমাসের দেওয়া সংজ্ঞাকেই মেনে নিয়েছে। বউ, বিষয়-সম্পত্তি, কর্মচারী সব তাদেরই রয়েছে, এ-বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত হতে চায়। যিনি এককভাবে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছিলেন সেই জেনারেল মন্‌ক ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে রিচার্ড ক্রমওয়েলকে বলেন যে, 'জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ নিশ্চয়ই সর্বোত্তম অংশ নয়, তবুও তাদের মধ্যে সর্বোত্তমরাও রয়েছে এবং সকলেরই ভগবানের চার্চের নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি অগাধ আস্থা রয়েছে।'[২২] তার দু-বছর পর জনৈক পুস্তিকা লেখকের নজরে আসে যে, 'ভদ্রলোকেরা আবার পুরোনো খেলায় মেতেছে।' তারা 'পার্থিব প্রভুদের শাসনে'র চেয়ে ভগবানের জেহবন্দা মানুষদের ক্রমবর্ধমান আলোকবৃত্তের বেশি পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে।[২৩] এই 'ক্রমবর্ধমান আলোকবৃত্তে'র কল্যাণে বেশিরভাগ মানুষই বিশপদের প্রতি তাদের বীতরাগ বেমালুম ভুলে গেল।

২ ১৬৬০-এর পর

ইংলন্ডের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পক্ষে এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, ১৬৬০ সালে কনভেনশন পার্লামেন্ট রাজা ডাকেন নি ; বরং তারাই রাজাকে ডেকে এনেছে। বিশপ ও লর্ডদেরও ফিরিয়ে আনা হলো। সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদ থেকে একটা সহজ উপায়ে র‍্যাডিকালদের তাড়ানো হলো। রাজার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে বলা হলো তাদের যারা নিতে অস্বীকার করল তাদের কট্টর প্রতিবাদী বলে চিহ্নিত করা হলো। শপথ নিয়েও রেহাই নেই ; যেহেতু ১৬৬১ সালের পৌর আইন অনুযায়ী জন-নিরাপত্তার খাতিরে সন্দেহভাজন শপথকারীদের পদচ্যুত করার অধিকারী হয় স্থানীয় কমিশনগুলি। (এইসব সংস্থা মূলত কাছেপিঠের ভদ্রলোকদের নিয়ে গঠিত এবং ধরে নেওয়া হয় যে, তারা আসল লোকদের ঠিকই চিনতে পারবে।) উত্তেজক দরখাস্ত রচনা বিরোধী আইন রাজনৈতিক গণআন্দোলনের প্রধান মাধ্যমটিকে অকেজো করে দেয়। এর পর থেকে 'চার্চ ও রাষ্ট্রের আইনসম্মত বিষয়গুলির রদবদলের' জন্য দরখাস্তে কুড়ি জনের বেশি স্বাক্ষর করা নিষিদ্ধ হয়, যদি না সেটা তিন বা ততোধিক জে.পি., অথবা কাউন্টির গ্র্যান্ড জুরির অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ধর্মীয় আদালত বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে তার অধিকাংশ দায়িত্ব পালনের ভার পড়ে জে.পি.-দের ওপর।[২৪] এবং ধর্মীয় আদালত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও জে.পি.-দের তদারকি ক্ষমতা আগের মতো একই থেকে যায়।

১৬৬২ সালে অ্যাক্ট অফ সেটেলমেন্ট চালু হওয়ার ফলে স্থানান্তরে গমনাগমন নিষিদ্ধ হয়, যা ছিল বৈপ্লবিক দশকের গণ-অধিকারের এক প্রধান অঙ্গ। এই আইন যে গরীবদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত, সে-কথা এর মুখবন্ধের গোড়াতেই বলা হয়েছে : 'যে-সব ধর্মপল্লীতে যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুত এবং কুটির নির্মাণের উপযোগী অঢেল সাধারণ অথবা পতিত জমি রয়েছে এবং পোড়াবার অথবা নষ্ট করার মতো গাছও প্রচুর সেখানেই গরীবরা দল বেঁধে গিয়ে আস্তানা গাড়ে। এবং সব কিছু আত্মসাৎ করার পর তারা অন্য এক ধর্মপল্লীর উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় এবং অবশেষে দুর্বৃত্ত অথবা ভবঘুরে বনে যায়।' ডিগাররা নিজেদের প্রয়োজনে নিচুতলার যে ধরনের

২১. স্যার টি. অ্যাস্টন, *আ রেমোনস্ট্রেন্স এগেনস্ট প্রেসবিটারি* (১৬৪১)।
২২. *থার্লো স্টেট পেপারস*, খণ্ড ৭, পৃ. ৩৮৭।
২৩. [অজ্ঞাত] *দ কস অফ গড অ্যান্ড অফ দিজ নেশনস* (১৬৫৯) ইয়েল সংস্করণের মিলটনের *কমপ্লিট প্রোজ*, খণ্ড ৭-এর ভূমিকায় এ. এইচ. উলরিচ কর্তৃক উদ্ধৃত।
২৪. ট্রটার, *সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি লাইফ ইন দ কান্ট্রি পেরিশ*, পৃ. ৩৬।

লোকদের জড়ো করেছিল এই বর্ণনা তাদের সম্পর্কে যোলআনা খাটে।[২৫] কিন্তু এখন ভদ্রলোকেরা আবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক। জে.পি.-রাও অতএব অর্থনৈতিক প্রয়োজন বুঝে শ্রমিকদের স্থানান্তরের অনুমতিও দেয় এবং আবার প্রয়োজন মতো বাধাও দিতে থাকে। একইভাবে জে.পি.-রা কোপড়িবাসীদের পতিত জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত যদিও অনেক কোপড়িবাসীকে একেবারে তাদের কোপড়ি থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়। আবার যখন শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে তখন তাদের কোপড়ি বসিয়ে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। জমির মালিকেরা আবার বেড়া দিয়ে ইচ্ছেমতো কাঠ কাটিয়ে থাকে। পাট্টাদাররা জমির স্বত্ব হারায় এবং নানারকমের নজরানা দিতে দিতে তারা জেরবার হয়।[২৬]

বড়লোক ছাড়া বাকিদের জন্য বন-সংরক্ষণ আইনের কড়াকড়ি ভয়ানক হয়ে ওঠে। ১৬৭১ সালের পর বনরক্ষকেরা ঘরবাড়ি তল্লাশী করা ও অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার অধিকারী হয়। এতে জমিদার শ্রেণী যেন ক্ষমতার স্বর্গরাজ্য লাভ করে। জমিতে বেড়া ও বন-সংরক্ষণ আইন গরিবদের ভাতে মারার ব্যবস্থা করে। চিরাচরিত খাদ্য-সংগ্রহের জায়গাগুলি তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়। তিনটি এ-রকম দৃষ্টান্ত : বন ও গোচারণভূমি র‍্যাডিক্যাল প্রতিবাদীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ; যাজক ও নাস্তিদের কব্জায় কৃষিপ্রধান গ্রাম ও হাউস অফ কমন্সের ভদ্রলোকেরা শহরবাসী প্রতিপক্ষকে জব্দ করার পথ খোঁজে (এবং যেহেতু সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়েছে তাই তাদের কোথাও কোনো ভূমিকা নেই।) ভবঘুরেদের শায়েস্তা করার জন্য জে.পি.-রা উঠেপড়ে লাগে।[২৭] প্রজারা যাতে ধর্মোপদেশ শুনতে না যায় তারজন্য বড়লোক ধার্মিক জমিদাররা খাজনা বাড়ানো অথবা উচ্ছেদের হুমকি দিয়ে তাদের আটকানোর ব্যবস্থা করে।[২৮] এবং এই ব্যবস্থা যে কতটা কার্যকর সে-কথা উইনস্ট্যানলি বুঝেছিলেন ১৬৪৯ সালে, কেমব্রিজশায়ার ব্যাপটিস্টরা ১৬৫৩ সালে এবং বুনিয়ান অনুভব করেন ১৬৫৮ সালে।

'ধনীরা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে' ; বলছেন রিচার্ড ব্যক্সটার, 'ধনীদের মধ্যেও সাধুপ্রকৃতির মানুষ রয়েছে। —আমাদের যা পাবার কথা তা আমরা পাবো, তবে এ-জগতে নয়।'[২৯] আর, এ-জগতে নয়—এ জীবনে নয়, এই জাতীয় কথা এখন বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। 'খ্রিস্ট বলেছেন, আমার রাজ্য এই জগতের নয়। তবে কি করে তা আশা করা যায়?' ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে বহু নরকোকবাসী খ্রিস্টভক্ত মানুষ এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। তারা জবাবে বলে : 'কিন্তু তিনি তো বলেন নি যে, এ-পৃথিবীর বুকে হবে না বা যতদিন পৃথিবী রয়েছে ততদিন হবে না। (এর বিপরীতে দ্র—রেভা ৫।১০)'[৩০] কিন্তু সেই আত্মপ্রত্যয়ী মানুষদের দিন আর নেই। এমন কি ১৬৫৪ সালেই আরবেরির মুখে শোনা গেছে যে, ঈশ্বরভক্তদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মাথা গলানো উচিত নয়।[৩১] কিন্তু কোয়েকাররা পর্যন্ত বরাবর সে-রাস্তায় হাঁটে নি ১৬৬০ সালের আগে।[৩২] রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এডওয়ার্ড বারো 'বন্ধুদের' বলছেন : 'আমাদের রাজত্ব ও

২৫. ওয়াল্টন-অন-টেমসের বিশাল পরিমাণ কাঠ ধ্বংস করার পর ডিগাররা অন্য একটি যাজকপল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তাদের ছেলেমেয়েদেরও পুরোনো যাজকপল্লীতে ভার নিতে হয়। যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ (টমাস, 'আনাদার ডিগার ব্রডসাইড', পৃ. ৫৯, ৬৪ ; স্যাবাইন, পৃ. ৫৫৮, ৪৩৪)। এদের বসবাসের নীতি ছিল—বেশ কয়েকবছর ধরে কিছু অঞ্চলে এই ধরনের কাজ-কারবার চালিয়ে যাওয়ার পর সে জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া।
২৬. আর. নর্থ, *লিভস অফ দ নর্থ* (১৮২৬), খণ্ড ১, পৃ. ৫৩-৬। বক্তা হচ্ছেন লর্ড কীপার গিলফোর্ড।
২৭. ট্রটার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯।
২৮. স্যাবাইন, পৃ. ৩৬৭-৮, ৪৩৬ ; *কেমব্রিজশায়ার রেকর্ডস*, পৃ. ৮২ ; বুনিয়ান, ওয়ার্কস, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৯৯, ৭১২, ৭১৪।
২৯. *রেলিকুইয়া বাক্সটেরিনা*, খণ্ড ১, পৃ. ২১৭ (১৮৬৬)।
৩০. উডহাউস, পৃ. ২৪৪।
৩১. আরবেরি, *টেস্টিমনি* পৃ. ১৮৪-৫ ; দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৪৪-৪৫, ৯ অধ্যায়।
৩২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৭৭-৮১, ১০ অধ্যায়।

জয়লাভ এই পৃথিবীর বুকে নয় এবং সেটা অপার্থিব।' এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে তিনি নানা ঐতিহাসিক যুক্তির অবতারণা করেন। প্রভু রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা মেনে নিয়েছেন যেহেতু 'মানুষদের সংশোধন অথবা হত্যা করার জন্য ভগবানের ন্যায়দণ্ড হাতে রাজা এসেছেন।' বিশেষ করে পার্লামেন্ট সদস্যদের সাজা দেবেন তিনি কারণ তারা প্রভুর করুণা ও দয়ার কথা ভুলে গিয়েছে এবং সংস্কারের অঙ্গীকার পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর নিজস্ব কারণে ভগবান এ-সব মেনে নিয়েছেন। অতএব এহেন অবস্থায় সব কিছু মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে তিনি এই ইঙ্গিতও দিচ্ছেন যে, 'বলপ্রয়োগ ও নিষ্ঠুরতার দ্বারা রাজা কখনো সুখী হতে পারে না। ....লোকেরা এখন সবই জানে-বোঝে এবং দাসত্বের জোয়াল আর তারা ঘাড়ে করে বইতে চায় না।' [৩৩] এটাই তখন শান্তিবাদী ভূমিকার সপক্ষে ন্যূনতম যুক্তি।

পাপ আবার ফিরে এল। প্রথমে র‍্যাডিকালরা স্বীকার করল যে, তারা পাপী বলেই পৃথিবীর বুকে ভগবানের আদর্শ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ-জয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কোয়েকাররা তো নেইলারের রূপধারী খ্রিস্টকে বর্জন করেছেনই। তাছাড়া মিলটনও তাঁর অমর দার্শনিক কাব্যে 'মানুষের প্রথম অবাধ্যতা' ও তার পরিণাম চিহ্নিত করে জানাচ্ছেন যে, কেবল *অন্তর*-এর স্বর্গই এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু পাপ আবার সম্পত্তি এবং অসম সমাজ ব্যবস্থারও রক্ষক। ১৬৭১ সালে আইজাক্ বারো লিখছেন

> গোড়ায় সবকিছুই নির্বিচারে সকলের ভোগের জন্য উন্মুক্ত ছিল ; এমন কি সাধারণস্তরের লোকেরাও যা দরকার হতো, নিজের মনে করে সবই পেত। অসাম্য ও ব্যক্তিমালিকানা পতনেরই উপজাত ফল। পাপ এসে মানুষে মানুষে বড়-ছোটো ভাগ আনল ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ সৃষ্টি করল। বেড়া দিয়ে আত্মসাৎ করার রেওয়াজ তৈরি হলো। পাপ—এটা আমার, এটা তোমার এই ব্যাধি-দুষ্ট দুটি শব্দ আমদানি করল যা মানুষে মানুষে যত সংঘাতের মূল।...আমরা ভুল করব, যদি ভাবি যে, প্রকৃতিগত সাম্য ও যৌথ জীবন কার্যত লোপ পেয়েছে।

যদিও ভক্তমণ্ডলীর প্রতি ভালোমানুষ বিশপের বক্তব্য কিন্তু এই নয় যে, তারা সবাই ব্যক্তি-মালিকানা খারিজ করে দিক ; বরঞ্চ তিনি বলেছেন : দরিদ্ররাও যেমন আমাদের সাথী তেমনি পাপও আমাদের ছায়াসঙ্গী। এ-ব্যাপারে আমরা নিরুপায় আর দরিদ্র মানুষেরা তো আরো অসহায়। তবে দীন-দরিদ্র মানুষেরা একদিন পুরস্কৃত হবে। [৩৪]

দরিদ্র মানুষের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্যের সুর একটু ভিন্ন যদিও বিষয়বস্তু অভিন্ন। *দ হোল ডিউটি অফ ম্যান* গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> স্বর্গে তোমাদের জন্য যে অফুরন্ত আনন্দ অপেক্ষমান সে-কথা সবসময় মনে রেখো। পথিক যেমন সরাইখানায় বাড়ির সবটুকু আরাম পায় না তেমনি তোমরাও এখানে যা পাচ্ছ তাকে মেনে নিও। জানবে যে, যেখানে তোমরা যাচ্ছ সেখানে অফুরন্ত সুখ রয়েছে যা তোমাদের বর্তমান যাত্রাপথের যাবতীয় অস্বস্তি ও কষ্ট পুষিয়ে দেবে।[৩৫]

ঠিক এ-ধরনের বাণীর বিরুদ্ধে লেভেলার, ডিগার ও র‍্যান্টারদের প্রতিবাদ বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

কিন্তু বৈপ্লবিক দশকের সব অভিজ্ঞতা নস্যাৎ করা সম্ভব নয়। কয়েকজন বিশপসহ অনেকেই তাই ইচ্ছে করেই দু-রকম কথা প্রচার করেছেন যাতে বড় লোকেরা নিজেরা বিশ্বাস

৩৩. বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ৬৫৯, ৬৬৯-৭৩ ; ৬৮৪, ৬৮৭, ৭০৬, ৭৮৩-৫।
৩৪. আই. বরো, *দ ডিউটি অ্যাণ্ড রিওয়র্ড অফ বনটি টু দ পুওর* (১৬৭১) পৃ. ১২০-২।
৩৫. *দ ওয়র্কস অফ দ.....অথর অফ দ হোল্ ডিউটি অফ ম্যান* (১৭০৪) খণ্ড ১, পৃ. ৬২-৩। প্রথম প্রকাশ : ১৬৫৮।

না-করলেও কতকগুলি দৃঢ়মূল ধারণাকে যেন আঘাত না করে। মার্ভেল উদ্‌ধৃত করছেন স্যামুয়েল পার্কারের বক্তব্য :

> ধরা যাক, যাজকরা প্রতারক ও ধাপ্পাবাজ। কিন্তু এটাও মানতে হবে যে, সাধারণ লোকের কাছ থেকে ভয় ও ভক্তি আদায় করার কাজে তারা রাষ্ট্রের হাতিয়ার। কারণ এক অদৃশ্য শক্তি সম্পর্কে ভয় ও পরকাল সম্পর্কে অজানা সংশয়ের মতো আর কিছু তাদের (এই 'তাদের' মধ্যে মধ্যে বোধ হয় আমাদের লেখকও ছিলেন) এত ভালোভাবে শৃঙ্খলিত করতে পারে না'।[৩৬]

লম্পট সভাসদেরা হয়তো লুকিয়ে ঈশ্বর-নিন্দা বা অবৈধসঙ্গম কোনো কিছুই বাদ দিত না। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে কখনো এসব আচরণ সমর্থন করত না। লম্পট রোচেস্টার যখন মৃত্যুশয্যায় গিলবার্ট বার্নেট তাঁকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লেন যে, খ্রিষ্ট ধর্মমতের *সামাজিক* প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। [৩৭] মাননীয় রেভারেণ্ড ড. জন নর্থ—তাঁর ভাই আমাদের জানাচ্ছেন, তিনি একজন আর্মিনীয় মতাবলম্বী। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, ক্যালভিনবাদই 'অজ্ঞ লোকদের জন্য শ্রেয়। কারণ, তাদের ধর্মে মতি আনতে হলে ঐ-ধরনের মার্জিত ধর্মমতই বেশি কার্যকর। এটা সত্যের প্রতি সুবিচার নয় কৌশল মাত্র। এবং এক ধরনের *পবিত্র ধাপ্পাবাজিও* বটে।'[৩৮] প্রায় দেড়শতক ধরে গোটা ইউরোপকে নাড়া দেওয়ার পর বৈপ্লবিক ক্যালভিনবাদ এই দশায় উপনীত। জন লক্ *খ্রিষ্ট ধর্মের যৌক্তিকতা* (*The Reasonableness of Christianity*) শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন : দিনমজুর, ব্যবসায়ী, চিরকুমারী ও গোয়ালিনীদের জানাতে হবে যে, কি তাদের বিশ্বাস করা উচিত। কারণ, 'বেশিরভাগ লোকই অজ্ঞ এবং তাদের বিশ্বাস করানো দরকার।'[৩৯] লক্ কিন্তু সে-কাজের ভার পুরুতদের দেন নি ভগবানের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

১৬৪০ থেকে ১৬৫৫ সাল পর্যন্ত লণ্ডন শহরে লর্ড মেয়রের কোনো উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নি। পরের বছরে আবার যখন সেগুলি চালু হয় তখন একজন যাজক লর্ড মেয়রকে (যিনি ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে পরিচিত) বলেন, 'একুট আধটু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা না-রাখলে জন-গণেশকে খুশি রাখা যায় না।'[৪০] তবে সবচেয়ে বড় প্রমোদানুষ্ঠান তো রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ১৬৫০-এর দশক থেকে দেখা যায় সবাই *আইকন ব্যাসিলিকা* (*রাজ বিগ্রহ*) বইখানা নিয়ে মাতামাতি শুরু করেছে। বইটার বিষয়বস্তু হলো নিহত রাজাদের নিভৃত চিন্তা। এই বইয়ের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আর একটি বই লেখেন মিলটন। যদিও রক্ষণশীল সমাজ রাজার দৈবক্ষমতার তাৎপর্য অনুভব করে *আইকন ব্যাসিলিকা* বইটি কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়। অথচ কাঠখোট্টা মূর্খ সৈন্যরা বন্দী রাজাকে 'সংবাহক' (Stroker) বলত যেহেতু রাজার করস্পর্শে সব রোগ সেরে যায়। লেভেলার সাংবাদিকরা একটি গপ্পো বানিয়েছিল যে, প্রথম

৩৬. এ. মার্ভেল, *দ রিহার্সাল ট্রানসপ্রোসড*, সম্পা. ডি. আই. বি. স্মিথ (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৭১) পৃ. ১৩৯। প্রথম প্রকাশ : ১৬৭২।

৩৭. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ২৯৯ পরিশিষ্ট ২ ; তু.— *পেটি পেপারস*, খণ্ড ১, পৃ. ১১৬-১৮, ধর্মের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে কিছু নমুনার জন্যে দ্রষ্টব্য।

৩৮. রজার নর্থ, *লাইভস অফ দ নর্থস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৩৪। এই দ্বৈতসত্তা এখনও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। ডানকান উইলিয়ামস-এর *ট্রাউজারড এপস* নামের একটি বই দ্রষ্টব্য—যে বইটির কয়েকটি কপি বিনামূল্যে কিছু প্রতিষ্ঠানকে দান করা হয়েছিল ১৯৭১ সালে। লেখকের এই দাবির উদ্দেশ্য, বিশপ জন রবিনসনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নয় বরং'অজ্ঞলোকদের'মধ্যে তার জনপ্রিয়করণের এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। (পৃ. ১৩-১৪) টমাস এডওয়ার্ডসও এই মতের দিকটি অনুমোদন করছেন যা জন নর্থের থেকে কম কিছু নয়। শিরোনামের 'এপস' (apes) কথাটি অবশ্যই অন্যান্য মানুষদের সম্পর্কে বলা।

৩৯. জে. লক, *দ রিজনএবেলনেস অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি* (১৬৯৫) পৃ. ২৮৫।

৪০. এডমণ্ড গেটন, *চ্যারিটি ট্রিম্পফ্যান্ট* (১৬৫৫) ফেয়ারহোল্ট কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *লর্ড মেয়রস' পেজ্যান্টস*, ভাগ ১, পৃ. ১৭১।

চার্লসের থুতু নাকি একবার এক রুগ্ন শিশুকে রোগমুক্ত করে। [৪১] এখন কিন্তু আটপৌরে মানুষ, সৈন্য, লেভেলার সবাই বাক্যহারা। অসাধারণ জাঁকজমকের মধ্যে যখন রাজার অভিষেক ক্রিয়া ঘটছে তখন আবার রাজার হাতের ছোঁয়া পাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। শোনা যায় যে, বিরানব্বুই হাজার লোক রাজা দ্বিতীয় চার্লসের করস্পর্শ লাভ করেছে অবশ্য জানি না লোক গণনাই বা কে করল? এ-রকম একটি ক্ষেত্রে নাকি ভিড়ের চাপেই আধ-ডজনের মতো লোক প্রাণ হারিয়েছে। [৪২] আমরা এখন সিন্‌থেটিক রাজতন্ত্র ও ছল-চাতুরি দিয়ে তৈরি সরকারের যুগে এসে পড়েছি। যদিও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের জন্য ভাড়া করা লোকের আনন্দধ্বনি ১৬৭৯-৮১ সালে শেষ পর্যন্ত পোপ-বিরোধী চীৎকারে পরিণত হয়।

জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ মনোভাবাপন্ন লোকের কিছু অভাব নেই। লণ্ডনের এক মহিলার ভাষায় : রাজাদের সিফিলিস হোক। আমি ইংলণ্ডের রাজাকে বিষ্ঠার সমানও মনে করি না কখনও। একজন ওয়াপিংবাসী রাজার নিধন-উৎসব পালনের জন্য পাঁচ শিলিং খরচ করতে রাজি ; এমন কি নিজে জল্লাদ হতেও সে পিছপা নয়। ইয়র্কশায়ারের এক মধ্যচাষী বলছে আমারা তো রাজা ছাড়াও বাস করেছি দরকার হলে আবার তাই করব। ১৬৬২-তে একজন লণ্ডনবাসী আশা প্রকাশ করে যে, 'সমস্ত ভদ্রলোক নিজেদের মধ্যে মারমারি কাটাকাটি করে শেষ হওয়ার পর সাধারণ লোক আরো ভালোভাবে থাকতে পারবে।' ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে একজন কনস্টেবল রাজহত্যার সঙ্গে জড়িত লোকদের মধ্যে কয়েকজনকে ধরিয়ে দেয় ; তার ফলে দলাদলি প্রিয় সাউথওয়র্কের লোকজন তার জীবিকাহানি ঘটাবার চেষ্টা করে। সুরে অঞ্চলের একজন লোকের আশা, 'শিগ্‌গিরই সে রাজা ও বিশপের রক্তে পা রাঙা করতে পারবে'। [৪৩] চার্চের কর্তাদের জনপ্রিয়তাও শেষ। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড চেম্বারলিন লিখেছেন : 'অনেকেই যাজকদের জাতির নোংরা আবর্জনা বলে মনে করে। ...এমন কি বহিরাগতদেরও মনে হয়েছে যে, বর্তমানে ইংলণ্ডের যাজকদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা এত কমে গেছে যে, ইউরোপের অন্য কোথাও খ্রিস্টীয় যাজকদের এই দশা হয় নি।' ট্যাসকানির গ্র্যাণ্ড ডিউকই উক্ত বহিরাগত। [৪৪] যাজকদের প্রতি লোভের মনোভাব প্রসঙ্গে পেপিস্ এবং স্যামুয়েল বাটলার—উভয়েই 'ঘৃণা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। [৪৫] কিন্তু বিশপ আইজাক ব'রো দাবি করেন যে, চার্চ অফ ইংলণ্ডের প্রতি প্রায় সমস্ত অভিজাত ও ভদ্রলোকের পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে। [৪৬] কথাটা নিঃসন্দেহে সত্যি।

কিছু লোক গোটা বৈপ্লবিক দশক দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছে ; পাছে আবার সাবেকী আমল ফিরে এলে তাদের স্বাধীনতা চলে যায়। 'ইতর লোকদের উত্তেজিত করার জন্য ক্ষ্যাপা লোকেরা' শেষবারের মতো মরীয়া হয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে যে, পৃথিবীর অবসান আসন্ন। [৪৭]

৪১. *মারকিউরিয়াস ইলেনকটিকাস*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৬৪৯ ; জে. ফ্রাঙ্ক, *দ বিগিনিংস অফ দ ইংলিশ নিউজপেপার*, ১৬২০-১৬৬০ (হার্ভার্ড ইউ. পি., ১৯৬১) পৃ. ১৬৬, *মারকিউরিয়াস মিলিটারিস*, ১৭-২৪ অক্টোবর ১৬৪৮, পৃ. ৯ থেকে উদ্‌ধৃত।

৪২. স্যার জেমস ফ্রেজার, *দ গোল্ডেন বাউ* (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ১৯৬৩) পৃ. ১১৮ , স্যার জে, কেইনস, *দ লাইফ অফ উইলিয়ম হার্ভে* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৬৬) পৃ. ২৬৮।

৪৩. জে. সি. জেফারসন সম্পা. *মিডলসেক্স কাউন্টি রেকর্ডস* (মিড্‌লসেক্স কাউন্টি রেকর্ড সোসাইটি, ১৮৮৬-৯২) খণ্ড ৩, পৃ. ৩০৩, ৩২৬-৭ ; ডি. এল. পাওয়েল ও এইচ. জেনকিনসন সম্পাদিত, *সারে, কোয়ার্টার সেসনস অর্ডার বুক অ্যাণ্ড সেসনস রোলস*, ১৬৬১-১৬৬৩ (সারে রেকর্ড সোসাইটি, ১৯৩৫) পৃ. ৩০৭ ; জে. লিডসে, *সিভিল ওয়র ইন ইংলণ্ড* (১৯৫৪) পৃ. ৩৪০-১।

৪৪. ই. চেম্বারলিন, *অ্যাঙ্গলিয়া নটিশিয়া* (১৬৬৯) পৃ. ৩৮৯, ৪০০-১ ; [মগলোত্তি] *ট্রাভেলস অফ কসমো ৩, গ্রাণ্ড ডিউক অফ টাসকানি, থ্রু ইংলণ্ড*, পৃ. ৪২৮।

৪৫. এস. পেপিস, *ডায়েরি* (সম্পা.—এইচ. বি. হোয়েটলি, ১৯৪৬) খণ্ড ১, পৃ. ৩১৪-১৫ ; এস. বাটলার, *ক্যারেকটারস অ্যাণ্ড প্যাসেজেস ফ্রম নোট-বুকস*, পৃ. ৩১৮।

৪৬. আই. বারো, *থিওলজিক্যাল ওয়র্কস* (সম্পা.—এ. নেপিয়ার, ১৮৫৯) খণ্ড ৯, পৃ. ৫৭৭।

৪৭. *মিরাবিলিস অ্যানাস* (১৬৬১)-র বোদলীয় কপির সমসাময়িক এম এস মন্তব্য।

এদিকে, সেই নির্ধারিত বছর ১৬৬৬ সাল কিন্তু এল আর চলে গেল। লণ্ডন শহরে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ঘটল। কিন্তু ইংলণ্ড রয়ে গেল এবং তার সঙ্গে রইল রাজা, বিশপ ও গোটা সমাজব্যবস্থা। অন্যান্য সন্দেহজনক উত্তেজক পদ্ধতিসহ 'কুরুচিপূর্ণ ভবিষ্যদ্‌বাণী'কেও [৪৮] নিন্দা জানিয়ে প্রচুর লেখালেখি হলো। টমাস স্প্রাট মনে করেন যে, মানুষের মনকে অমূলক আশঙ্কা থেকে মুক্ত করা বিজ্ঞানের এবং রয়াল সোসাইটির কর্তব্য। মানুষের মন দুর্বল হলে 'তারা স্বর্গ থেকে প্রেরিত যে কোনো বিপর্যয় কল্পনাকে সত্যি বলে ধরে নেয়।' তখন পরম পুরুষ ও ভবিষ্যদ্‌বাণীকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে তাদের বাধে না। 'আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে যে আধ্যাত্মিক বিক্ষিপ্ততা চলেছে তার অন্যতম প্রধান কারণ' এটা।[৪৯] রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মবিদ্‌দের দৈনন্দিন হস্তক্ষেপের অবসান ঘটার ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়। কয়েকজন 'উৎসাহী' র‍্যাডিকালের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বৈজ্ঞানিক দ্বান্দ্বিক দর্শনের জায়গায় যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শনের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার কারণে উভয়েরই অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়।

'উগ্রতা' ও 'অতুৎসাহ'— শব্দ দুটি ভদ্র ও বিদ্বান সমাজের কাছে এই নব্য-রাজতন্ত্রের যুগে জুজুর মতো। এই সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রধান আঙ্গিক ড্রাইডেন ও পোপের সযত্ন প্রয়াসে নির্মিত ধ্রুপদী সাহিত্য। র‍্যাডিকালদের চোখে লাতিন ও গ্রীক খ্রিস্টাবিরোধীদের ভাষা।[৫০] কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, আইন ও চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতরা এসব ভাষা ব্যবহার করতেন। [৫১] পরাজয়ের দশকে নিয়মশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বোধকে বিচ্ছিন্ন রাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা যে ধ্রুপদী আদর্শ বলে আঁকড়ে থাকতেন সে কথা ড. পি. ডব্লিউ. টমাস আমাদের বলেছেন। বর্বরতার যুগে তারাই যেন সাহিত্য-সংস্কৃতির একমাত্র রক্ষক। তাঁরা যে কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাটা নিন্দা করতেন এবং সভ্যরীতি ও নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্যের ওপর জোর দিতেন।[৫২] অতএব র‍্যান্টারদের স্ফূর্তির জগত থেকে আবারো পুনরুত্থিত ধ্রুপদী জগতে প্রত্যাবর্তন ঘটল।[৫৩] র‍্যান্টারদের উত্তরসাধক কবি ব্লেক ধ্রুপদী শব্দটি শুনলেই আঁতকে উঠতেন ; তাঁর মতে, 'ক্লাসিক! ক্লাসিকই গোটা ইউরোপকে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত করেছে গথরা বা সন্ন্যাসীরা নয়।'[৫৪]

বিজ্ঞানী এবং প্রাক্তন পার্লামেন্টের সদস্য ও উদারপন্থীদের মধ্যে ১৬৬০ সালের পর সীমাবদ্ধ উদারতা প্রদর্শনের ঝোঁক দেখা দেয়। তাদের অভিপ্রায়, রাষ্ট্রীয় চার্চে নরমপন্থী বিরোধীদেরও স্থান দেওয়া হোক। এই উদারপন্থীরা মান্যগণ্য বিরোধীদের সঙ্গে একমত হয়ে একধরনের ঈশ্বরভক্তি বজায় রাখার দলে। বাক্সটারের মতে, বিশ্রামবার প্রতিপালনের মাধ্যমে একজন লোক নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ধার্মিক বলে বিবেচিত হবে অন্তত তাকে ধার্মিকের মতো দেখাবে। [৫৫] এই 'লোক দেখানো ধর্মকেই' চার্চ অফ ইংলণ্ডের সৃষ্টি হিসেবে র‍্যাডিকালরা খ্রিস্টবিরোধী বলে নিন্দাবাদ করেছে।

'যতসব নোংরা লোকজন' এবং 'যতসব বদমাস লোকজন' সবাই বরাবর পার্লামেন্ট ও পিউরিটান বিরোধী। তার জন্য অংশত দায়ী তাদের অজ্ঞতা ও যাজকদের প্রভাব। তাছাড়া

৪৮. যেমন জন স্পেনসর, *ডিসকোর্স কনসার্নিং প্রডিজিস* (১৬৬৩) ও *ডিসকোর্স কনসার্নিং ভালগার প্রফেসিস* (১৬৬৫)।
৪৯. স্প্রাট, *হিস্ট্রি অফ দ রয়াল সোসাইটি*, পৃ. ৩৬২-৫।
৫০. আমার *অ্যান্টিক্রাইস্ট ইন সেভেনটিনথ-সেঞ্চুরি ইংলণ্ড* পৃ. ১৩৮-৯ দ্র. ; তু.—ফক্স, *দ ল্যাম্বস অফিসার,*
বর্তমান গ্রন্থের পৃ২৯৪-৫পরিশিষ্ট ২-এ উদ্‌ধৃত।
পৃ. ২ ; বরো, *ওয়র্কস*, পৃ. ১৮৯ ; বুনিয়ান, বর্তমান গ্রন্থের পৃ২৯৪-৫পরিশিষ্ট ২-এ উদ্‌ধৃত।
৫১. এইচ. কেয়ার্নে, *স্কলারস অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান* (১৯৭০) পৃ. ৭৬। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের ২১৫-১৮, ১৪ অধ্যায়।
৫২. পি. ডব্লিউ টমাস, *স্যার জন বার্কেনহেড*, ১৬১৭-১৬৭৯ (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৬৯) পৃ. ১০০-৩, ১২০, ১৩৩-৬, ১৪৩, ১৬৮-৭০, ১৯৩, ২০৮-৯। এটি অবশ্যই একটি ইওরোপীয় আন্দোলন, যদিও আমি এখানে শুধু ইংলণ্ডের কথাই বলেছি।
৫৩. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৪৯, ৯ অধ্যায় এবং পৃ ২৪৪-৬, ১৪ অধ্যায়।
৫৪. ব্লেক, *কমপ্লিট পোয়েট্রি অ্যাণ্ড প্রোজ* (নানসাচ সংস্করণ) পৃ. ৭৬৭।
৫৫. দ্র.—*এস. অ্যাণ্ড পি.*, পৃ. ২৪৯-৫০ ; এখানে নৈতিকতার নামে ভণ্ডামির অন্যান্য উদাহরণ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে।

খানিকটা পরিমাণে দায়ী তাদের ওপর জবরদস্তি প্রোটেস্টান্ট নৈতিক আদর্শ চাপানোর চেষ্টা এবং তাদের আমোদ-প্রমোদ উৎসবের প্রতি পিউরিটানদের বিরূপ মনোভাব।[৫৬] যতদিন পিউরিটান নিয়মশৃঙ্খলা চালু রাখা সম্ভব ছিল ততদিন বিশপদের বিকল্প অস্তিত্ব ছিল অপরিহার্য। ১৬৬০ নাগাদ রিচার্ড বাক্সটারও বিশপতন্ত্রকে শৃঙ্খলারক্ষার একমাত্র উপায় হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত।[৫৭] প্রকৃতপক্ষে, ঠিক ১৬৪০ সালের আগের মতো, ১৬৬০ সালের পরেও ধর্মীয় আদালত এবং তাকে ধর্মচ্যুত করার হুমকি নিম্নবর্গের লোকের কাছে ততো ভীতপ্রদ নয়। ১৬৮৭ সালের পরে তো সে-সব একেবারে শূন্যে বিলীন। যেটুকু নিয়মশৃঙ্খলা মানা হতো তা ছিল নেহাৎই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকজনদের নিজেদের মধ্যেই।[৫৮] এটাই জনগণের স্বাধীনতার পক্ষে এক নিরুৎসব জয়। অবশ্য শহরের নারী-পুরুষ ১৬৪০ সালের আগের চেয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করত যা তারা আগে পারে নি। এতটা কিন্তু চল্লিশের দশকে প্রেসবিটারীয়রা আশা করতে পারে।

নিচুতলার লোকদের নৈতিক শিক্ষাদানের ভার পড়ে জে. পি.-দের ওপর।[৫৯] সেটাও শহর অথবা গোচারণভূমি অধ্যুষিত শিল্পাঞ্চলের চেয়ে কৃষিপ্রধান জেলাগুলিতেই বেশি কার্যকর হয়েছে। রবিবারে গরীবলোকেদের চার্চে হাজিরা দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করা যাবে কি-না এ নিয়েও সংশয় রয়েছে। ১৬৫০ সালে যখন চার্চে হাজিরা দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং ধর্মীয় আদালতগুলি নিশ্চল হয় নি তার আগেও কিন্তু সকলকে চার্চে হাজির করানো সম্ভব হয় নি।[৬০] লণ্ডনের বহু ধর্মপল্লীতে চার্চে ভক্তমণ্ডলীর সকলের জায়গা দেওয়া সম্ভব হতো না এবং গির্জাঘরের আসন ভাড়া দেওয়ার রেওয়াজ হওয়ার ফলে বহু গরীব মানুষ উপাসনায় যোগ দিতে পারত না।[৬১] কয়েকটি গ্রামীণ-ধর্মপল্লীতে অ্যাডিশনের স্যার রজার দ্য কোভারলি চার্চে গিয়ে 'ভক্তমণ্ডলীর মাথা গুণে দেখতেন'—'তাঁর সব প্রজা এসেছে কি-না।'[৬২] ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে হার্টফোর্ডশায়ার গ্রামের চার্চ-ওয়ার্ডেনরা হিসেব রাখত, এবং জানত 'কয়েকজন বাসিন্দা নিয়মিত চার্চে আসে'।[৬৩] বিভিন্ন সময়ে রাজকীয় প্রশ্রয় ও সর্বশেষে ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে পরমত-সহিষ্ণুতার আইন পাশ হওয়ার ফলে চার্চ অফ ইংলণ্ডের একচেটিয়া প্রাধান্য লুপ্ত হয়। অতএব র‍্যান্টার প্রভাবমুক্ত 'ইতর জনতা' এখন নিজের পথ নিজেই খুঁজতে থাকে। এবং অচিরেই আত্মপরায়ণ ভণ্ড মধ্যবিত্তদের বিরুদ্ধে সমাজের উপরতলা ও নিচেরতলার খিস্তিবাজ মানুষদের মধ্যে একধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয়।

১৬৪৬ সালে ওভারটন রচিত 'শ্রীযুত নির্যাতনের' বন্ধুরা তাঁর বিরুদ্ধে বিচারের সময় জুরির তালিকায় কাঠখোট্টা লোকের একজন তথা শয়তান, খ্রিস্টবিরোধী একজন ও স্যার জন প্রেসবিটারকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।[৬৪] এই জগাখিচুড়ি আঁতাত যে শুধু চার্চ ও রাজার

৫৬. [অজ্ঞাত] *সালুস পোপুলি সোলুস রেক্স* (১৬৪৮) ব্রেলসফোর্ড উদধৃত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪৬ ; টমাস হল, *ফুনেব্রিয়া ফ্লোরিয়া* (২য় সং. ১৬৬১) শিরোনাম-পাতা ও পৃ. ১৯ ; *রেলিক্যুইয়া বাক্সটেরিনা*, খণ্ড ১, পৃ. ৩২-৩, ৪৪।

৫৭. বাক্সটার, *আ সারমন অফ রিপেন্টেনস (১৬৬০)* পৃ. ৪৩।

৫৮. জি. ভি. বেনেট, 'কনফ্লিক্ট ইন দ চার্চ', *ব্রিটেন আফটার দ গ্লোরিয়াস রেভোলিউশন, ১৬৮৯-১৭১৪* -এর (সম্পা. জি. হোমস, ১৯৬৯) পৃ.১৫৬-৬৩-এ।

৫৯. *এস. অ্যাণ্ড পি.*, পৃ. ৩৩১-২, ৩৬৩-৫।

৬০. উদাহরণের জন্যে দ্র.—টমাস, *রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক*, পৃ. ১৬১. এবং সি. ডব্লিউ. চাকলিন, *সেভেনটিনথ-সেঞ্চুরি কেন্ট* (১৯৬৫) পৃ. ২২৪।

৬১. *এস. অ্যাণ্ড পি.*, পৃ. ৪৫৮, ৪৬৯, ৪৮৪ ; আমার *ইকোনমিক প্রব্লেমস অফ দ চার্চ*, পৃ. ১৭৫-৮২ ; জে. ওয়াডিংটন, *কনগ্রেগেশনাল হিস্ট্রি* (১৮৭৪) পৃ. ৬১৫-১৬।

৬২. *দ স্পেকটেটর*, ১১২ (৯ জুলাই ১৭১১)।

৬৩. কাপ, *দ ফিফথ মনার্কি মেন*, পৃ. ১৯৫।

৬৪. [আর.ওভারটন] *দ অ্যারিজেনমেন্ট অফ মি. পারসিকিউশন* (১৬৪৫) হালার-এর *ট্রাকটস অন লিবার্টি*-র খণ্ড ২. পৃ. ২১৩-য়।

অনুগামীদের সংখ্যা বাড়াল তা নয় তারা মজাদার ইংলণ্ড, মেপোলস মদ ও পিঠে প্রভৃতি ঐতিহ্যলালিত কৃষিভিত্তিক মেলা ও উৎসবাদি পুনঃপ্রবর্তন করে বিজয়ী বুর্জোয়া নীতিবোধের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করে। সাহিত্যেও তার প্রতিফলন দেখা যায় যখন দিনের আলোয় প্রকাশ্যে ডাকাতির নায়ক হয় কল্পকাহিনীর নায়ক। রাজকীয় বাহিনীর প্রাক্তন সৈন্য, যে নিঃস্ব হওয়া সত্ত্বেও কঠোর শ্রমভিত্তিক জীবিকায় বিশ্বাসী নয় এহেন ব্যাক্তিটি হয়ে ওঠে গল্পের চরিত্র। কারণ, সে বড়লোকদের সর্বস্বান্ত করে কিন্তু গরীবদের কোনো ক্ষতি করে না।[৬৫] নব্য রাজতন্ত্রের যুগে আদালতের বিচার কাহিনীর পাশাপাশি র‍্যাণ্টারসুলভ মজাদার সরস গালগল্পও কদর লাভ করে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, স্যামুয়েল শেপার্ড র‍্যাণ্টারদের *মজাদার নাবিক* (*The Joviall Crew*) নাম দিয়েছেন।[৬৬] (র‍্যাণ্টার ও প্রথমযুগের কোয়েকাররা ছাড়া যাদের কেউ মানুষ বলে ভাবত না) সমাজের তলানি বলতে যাদের বোঝায় তারা অন্তত একশ বছরেরও বেশি প্রতিবাদী লোকজনদের রুচি-বিকৃতি ঘটায়। এভাবেই হয়তো তাদের প্রতি অবহেলার প্রতিশোধ নিল তারা।

নব্য রাজতন্ত্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা সাফল্যমণ্ডিত। সেনাবাহিনীর বৃহত্তম অংশটি ছাঁটাই করে দিয়ে কয়েকটি বাছাই ও পরিশোধিত রেজিমেন্টকে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে দুর্গরক্ষী হিসেবে মোতায়েন করা হয়। প্লাইমাউথের বাসিন্দারা এর আগে রাজদ্রোহে মেতেছিল অতএব সতর্কতার খাতিরে সেখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করা হয়।[৬৭] আর পৌর আইনের বলে শহরের সরকারি অফিসগুলি থেকে র‍্যাডিকালদের ছাঁটাই করা হয়। গণ দরখাস্তের বিরুদ্ধে আইন পাশ, সেন্সর ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার অবসান প্রভৃতি কারণে রাজনৈতিক আন্দোলনের সুযোগ থেকে র‍্যাডিকালরা বঞ্চিত হয়। বুনিয়ান সমগ্র পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ বিবৃত করেছেন তাঁর অতুলনীয় রচনায় : 'এখন দুঃখপীড়িত মান্‌সুল শহরের সৎ বাসিন্দারা' ঘরের কোনায় কুঁকড়ে রয়েছে আর অন্যদিকে 'লাল কালো উর্দি পরা সৈন্যরা রাস্তায় দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা অনবরত ঈশ্বরের নিন্দা করছে আর শয়তানদের পাহারা দিচ্ছে।'[৬৮] একদিকে গির্জার বেদী থেকে উচ্চারিত স্তোকবাক্য ও অন্যদিকে সামরিক নিপীড়নএই দুয়েমিলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকজনদের রাজনীতির আঙিনা থেকে দূরে হটিয়ে দিল। তারা হয়ে গেল গোবেচারা শান্তিবাদী। যাদের বাগ মানানো যাচ্ছে না তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হলো অথবা নির্বাসনে পাঠানো হলো। এসব কড়া দাওয়াই দিয়েও কিন্তু পরিস্থিতি বেসামাল-ই রয়ে গেল। কিছুকাল পর অর্থাৎ ১৬৮৭ সালে গিলবার্টের ধারণা জন্মেছে যে, কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ করার সময় উপস্থিত—যদিও তিনি [উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ] তার নেতৃত্ব নিতে অনিচ্ছুক।[৬৯] সময়মতো বিত্তবানেরা উইলিয়মকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পেশাদার সৈন্য নিয়ে ইংলণ্ডে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে যার ওপর নির্ভর করা যায় না সেই দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসনচ্যুত করে। সুতরাং গণবিদ্রোহের আশঙ্কা আর রইল না।

যেভাবেই হোক শান্তিশৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রইল যাতে কৃষিপণ্ডিতেরা চাষ-আবাদ বাড়াতে পারে। বন ও গোচারণভূমি সঙ্কুচিত হয়ে আবাদযোগ্য জমির আয়তন বৃদ্ধি পেল। সাধারণের অরণ্য বিনাশ, জলাভূমি নিষ্কাশন, সাধারণের জমিতে বেড়াদান ও মূলধনের বিনিয়োগের ফলে ইংলণ্ড

৬৫. দ্র.—আমার *রিফর্মেশন টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন*, পৃ. ১৯৬, ২৭৯ ; *পি. অ্যাণ্ড আর.*, পৃ. ৩৮২। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৩৫-৬. ৩ অধ্যায়।

৬৬. এস. এস., জেন্ট, *দ জোভিয়াল ক্রিউ, অর দ ডেভিল টারনড় র‍্যান্টার* (১৬৫১)। র‍্যান্টাররা তার কাছে কৌতূকের পাত্র—যারা প্রচণ্ড পরিমাণে মদ তামাক খায় (এমনকি মেয়েরাও) আর যৌন-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ২৯৭-৮, পরিশিষ্ট ২।

৬৭. আর. এ. জে. ওয়ালিং, *দ স্টোরি অফ প্লাইমাউথ* (১৯৫২) পৃ. ১৩৮-৯। অন্যান্য উদাহরণের জন্যে দ্র.—স্যার জন রেরেসবির *মেমোয়ার্স*-এর নানাস্থান।

৬৮. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৫১।

৬৯. এম. অ্যাশলে কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *জন ওয়াইল্ডম্যান* (১৯৪৭) পৃ. ২৬৮-৯।

কৃষিসম্পদে অগ্রগণ্য এক সমৃদ্ধ দেশে *পরিণত* হয়। জমিহারা স্থায়ী এক জন-মজুর শ্রেণীর মানুষের চাহিদাও তার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় যদিও এই শ্রেণীর মানুষের স্বাধীনতাও খুব কম। ১৬৯০ সাল নাগাদ স্থানান্তরে গমনাগমনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।[৭০] অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে, পেছিয়ে পড়া উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলেই অর্থনৈতিক প্রগতি জোরদার হয়ে ওঠে। তার কারণ, বেড়া দেওয়ার ফলে একদা অনুর্বর জমিতে গবাদি পশুর উপযোগী খাদ্যের ফসল বাড়ানো সম্ভব হয় সস্তায় মজুর পাওয়া যাচ্ছে বলে কলকারখার মালিকদেরও এসব অঞ্চল পছন্দসই। নতুন নৌ-পরিবহন আইনের দৌলতে অবহেলিত বন্দরগুলির কদর বাড়ে। বেশ কিছু কোয়েকারও ব্যবসা ও শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়ে ; অর্থাৎ তারাও নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগাতে উৎসুক।

জন এভলিন ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে বহু সমৃদ্ধশালী অরণ্যের বিনাশ দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তার জন্য তিনি বৈপ্লবিক দশকের অত্যধিক করের চাপ, পার্লামেন্টের দেউলে নীতি এবং গ্লাস তৈরির কারখানা ও লোহা গালাই প্রভৃতিকে দায়ী করেন। বর্তমানে তিনি সুখী : কারণ তাঁর আশা যে, জমিতে বেড়াদানের ফলে নতুন করে বনসৃজন প্রক্রিয়া শুরু হবে।[৭১] কৃষিবিদ লেখক জন হাউটনের মতে, সাধারণের জমিতে বেড়াদান ও পশুশিকার বন্ধ করা—এই দুটি-ই, 'নব্য রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' অন্যতম সুফল।[৭২] ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম পেটি মন্তব্য করেন যে, জলাভূমি উদ্ধার, জলসেচ, বন ও সাধারণ জমির উন্নয়ন এবং পতিত ও অনুর্বর জমিতে গরু-ভেড়ার ঘাস উৎপাদন প্রভৃতির দৌলতে বিগত চল্লিশ বছরের মধ্যে ইংলণ্ডের শক্তি ও সম্পদ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।[৭৩] ড. কেরিজের মতে ১৭০০ সালের মধ্যে ইংলণ্ডের মোট জমির তিন চতুর্থাংশে বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়।[৭৪] মোজেস ওয়ালের মতো একজন র‍্যাডিকালও ১৬৫৯ সালে বলেন যে, 'আমাদের পণ্যোৎপাদন, শিল্পোৎপাদন, মৎস্যচাষ, জলাভূমি, অরণ্য, সাধারণের জমি, সামুদ্রিক বাণিজ্য—সবদিকে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।' এর ফলে গোটা জাতি যে খেয়ে-পরে সুখে থাকবে তা নয়, 'স্বাধীনতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি'র পথও প্রশস্ত করবে।[৭৫] অলিভার ক্রমওয়েল রাজসভার জল নিষ্কাশন প্রকল্পের বিরুদ্ধে জলাভূমির বাসিন্দাদের একজোট করার মাধ্যমে বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটান। আর বারফোর্ডে লেভেলার রেজিমেন্টের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পটপরিবর্তন সূচিত হয়। এবং তারপরেই জলাভূমিকে জলশূন্য করার আইন পাশ হয়। পরিশেষে সেজমুরের জলাভূমিতে দক্ষিণ-পশ্চিম কাউন্টির আটপৌরে মানুষ ও কারিগরদের পরাজয় বরণের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটে যবনিকা নেমে এল।

৭০. পি. স্টাইলস, 'দ ইভোলিউশন অফ দ ল অফ সেটেলমেন্ট', *ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহাম হিস্টোরিকাল জার্নাল*, খণ্ড ৯ (১৯৬৩) পৃ. ৩৩-৬৩।

৭১. জে. ইভলিন, *সিলভা* (১৬৬৪) পৃ. ১-২, ১১১-১২।

৭২. ডব্লিউ. টেট কর্তৃক উদধৃত, 'দ অ্যাগরারিয়ান প্রব্লেম অ্যাণ্ড দ পিউরিটানস', *চার্চ মিলিটান্ট*, ৮ জুন ১৯৩৭, পৃ. ৫ ; তু.—জে. অব্রে, *রেমেইনস অফ জেন্টিলিজম অ্যাণ্ড জুডাইইজম* (১৮৮১) পৃ. ২৪৭-৮।

৭৩. হাল, *ইকোনমিক রাইটিংস অফ সার উইলিয়ম পেটি*, খণ্ড ১, পৃ. ৩০২-৩।

৭৪. কেরিজ, *দ এগ্রিকালচারাল রেভোলিউশন*, পৃ. ২৪।

৭৫. মোজেস ওয়াল থেকে জন মিলটন, মে ১৬৫৯ ; ম্যাসন কর্তৃক উদধৃত, *লাইফ অফ মিলটন*-এর খণ্ড ৫, পৃ. ৬০২-এ।

১৮ উপসংহার

যুগবিপ্লব প্রায়ই পরিত্যক্ত সত্যকে পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়—যার ফলে জাতির অবস্থার আরো অবনতি ঘটে।

জে. মিলটন, *অ্যারিওপ্যাজিটিকা* (১৬৪৪), *কমপ্লিট প্রোজ ওয়র্কস*, খণ্ড ২, পৃ ৪৯৩-এ

১ সৃজনোন্মুখ স্বাধীনতা

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দার্শনিক টমাস হবস মানসিক সক্রিয়তা উদ্দীপিত করার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের গুরুত্বের ওপরে জোর দিয়ে বলেন : 'কেবল একটা বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং কোনো বিষয় সম্পর্কে সচেতন না থাকা দুইই প্রায় সমান।'[১] ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মর্মোপলব্ধি আলোচ্য যুগের অন্যতম মহৎ কীর্তি। বৃহত্তর সামাজিক শক্তিগুলির সক্রিয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি হবসের *বেহেমথ*, মারভেলের *হোরেশিয়ান* ওড, হ্যারিংটনের *ওসিয়ানা* এবং উইনস্ট্যানলির রচনাবলীতেও প্রতিভাত।[২] রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে এই ইতিহাস চেতনা হারিয়ে যায় এবং পরবর্তী শতকের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই বিশিষ্ট উপলব্ধির ছাপ পড়েই নি বলা চলে। বৈপ্লবিক দশকে যে অসামান্য উদ্দীপক শক্তিটির অভিঘাতে এক প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক শক্তির স্ফূরণ দেখা দিয়েছিল এই বই-এ আমি তার ওপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করেছি। গৃহযুদ্ধ, নতুন ভাবধারায় দীক্ষিত নিউ মডেল আর্মি ও তার সেনাপরিষদ, রাজরক্তপাত, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড জয়, ডাচ ও স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ, মানুষের একক ও সামাজিক চলমানতা, সম্ভাব্য সব বিষয় নিয়ে একটানা অজস্র পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে আলোচ্য যুগের বিপুল ও বিচিত্র কর্মোদ্দীপনার প্রকাশ ঘটে।

অন্তত অল্প কিছুদিনের জন্য সাধারণ মানুষ চার্চ ও সমাজ প্রভুদের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়েছে। যা আগে কখনো সম্ভব হয় নি পরে হয়তো হয়েছে কিন্তু সে অনেক অনেকদিন পরে। সৌভাগ্যক্রমে কি নিয়ে তারা আলোচনায় মেতে ছিল তার নথি-প্রমাণাদির প্রায় সবটাই আমাদের জন্যে মজুত রয়েছে। তারা পৃথিবীর আশু অবসান ও আসন্ন স্বর্গরাজ্য নিয়ে জল্পনাকল্পনা করেছে। আদমের পাপের জন্য সমস্ত মানব জাতিকে অনন্তকাল ধরে শাস্তি দেওয়াটা ভগবানের উচিত কাজ কি-না এই প্রশ্নও তাদের মনে জেগেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নরকের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করেছে। ভগবান হয়তো সকলের পরিত্রাণের পক্ষপাতী এবং আমরা সকলেই ভগবানের অংশ বিশেষ—এই চিন্তাও তাদের মনে ঠাঁই পেয়েছিল। নতুন চিন্তাধারা প্রচারের জন্য তারা নতুন সব

১. হবস, এ. উলফ কর্তৃক উদধৃত, *আ হিস্ট্রি অফ সাইন্স, টেকনোলজি অ্যাণ্ড ফিলসফি ইন দ সিক্সটিনথ অ্যাণ্ড সেভেনটিনথ সেঞ্চুরিস* (১৯৩৫) পৃ. ৫৬৫।

২. আর. নেভো, *দ ডায়াল অফ ভার্চু : আ স্টাডি অফ পোয়েমস অন অ্যাফেয়ারস অফ স্টেট ইন দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি* (প্রিন্সটন ইউ. পি., ১৯৬৩) পৃ. ১৩৬-১৪৬। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৩৪, ৮ অধ্যায়।

গোষ্ঠী তৈরি করে। আবার কারো কারো মতে, প্রকৃতিই সব সৃষ্টিকর্তা, ভগবান বলে কেউ নেই। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধর্মবিৎ, আইন ব্যবসায়ী ও চিকিৎসাবিদ্ প্রমুখ সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। তারা সাধারণভাবে শিক্ষা কাঠামো ও বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রীতি-পদ্ধতির সমালোচনা করে এবং শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য অবারিত করার দাবি জানায়। নরনারীর সম্পর্ক ও প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার বিভিন্ন আপত্তিকর দিক সম্পর্কেও তারা আলোচনা করে।

এসব আলোচনায় যেভাবে অবলীলাক্রমে সাধারণ কারিগর শ্রেণীর মানুষরাও যোগ দিত তা সত্যিই অভাবনীয়। মেষপালক ফক্স, মেরামতকারী বুনিয়ান ও মধ্যচাষী নেইলার প্রমুখ কয়েকজনের নাম আমরা ছাপার অক্ষরে দেখতে পাই। আমরা তাদের মেনে নিয়েছি। কিন্তু এরকম অনেকের নামই যে হারিয়ে গেছে এমনকি তাদের মধ্যে আবার অনেক নারী-পুরুষের নাম ছাপার অক্ষরেওপাওয়া গেছে। আর যারা লেখে নি তারাও কিছু কম যায় না। ১৬৫০ সালে কভেন্ট্রির জেলখানায় কোপ্-কে যারা দেখতে গিয়েছিল, 'তাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও কথার ধার' দেখে শত্রুপক্ষের লোকেরাও চমকিত।[৩] তাই মিলটন সঙ্গত কারণেই 'এই মহান ও শক্তিশালী জাতি নিয়ে' গৌরব বোধ করতেন, 'যে-জাতি নিদ্রাভঙ্গের পর একজন শক্তিমান পুরুষের মতো তার কেশর ঝাঁকাচ্ছে··· যে জাতি মোটেই অলস ও নির্বোধ নয় অদ্ভুত উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন আলাপ-আলোচনায় সূক্ষ্ম ও বলিষ্ঠ মনোভঙ্গির অধিকারী এবং মানুষের ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছোবার ক্ষমতা রাখে, সে-এই ইংরেজ জাতি।'

মিলটন আস্থার সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, ভগবানের বরপুত্র ইংরেজদের বেশকিছু তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলার আছে এবং 'যথেচ্ছাচারী নির্বোধ' বিশপেরা তাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছে। ভবিষ্যতে যদি সেন্সর করার চেষ্টা হয় সেটা শুধু সাধারণ মানুষদের অপমান করা হবে না গোটা জাতিকেই খাটো করা হবে এবং তার চরিত্রহনন করা হবে।[৪] প্রায় সকলেই এ-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে, এক সময়ে অর্থাৎ ১৬৫০ ও ১৬৬০-এর দশকে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে মিলটন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন ·তথাপি তিনি তাদের অবদান সম্পর্কে যথেষ্টই সজাগ। *অ্যারিওপ্যাজিটিকা* প্রকাশের দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে যখন মিলটনের আশাভঙ্গ ঘটেছে তখন হ্যালিফাক্সবাসী হেনরি পাওয়ারের রচনায় মিলটনের প্রত্যয়সিদ্ধ উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে :

> এই হচ্ছে সেই-যুগ যখন মানুষের আত্মা প্রবলভাবে আলোড়িত। বদ্ধ জলাভূমি থেকে সদ্যোমুক্ত জ্ঞানস্পৃহা এখন স্বচ্ছন্দবিহারী। মনে হয় দেখতে পাচ্ছি, কিভাবে বন্যা এসে সব জমানো জঞ্জাল ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছে এবং ধ্বসিয়ে দিচ্ছে যাবতীয় জরাজীর্ণ সৌধমালা। অধিকতর মহিমামণ্ডিত দর্শনের ভিত্তি তৈরির দিন এসেছে যাকে কেউ কখনো টলাতে পারবে না।[৫]

এর থেকে কি সিদ্ধান্ত টানা যায়? মুদ্রণ-স্বাধীনতা থাকা যে উচিত, একথাটা আজ নিশ্চয়ই কাউকে বোঝাতে হয় না। কারণ অনেক লড়াইয়ের পর সে অধিকার অর্জিত হয়েছে যদিও মুদ্রণশিল্প এক মূলধনী কারবারে পরিণত হয়েছে বলে আমরা অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু আমরা অবাক হচ্ছি তারা এ-ধরনের উদ্দীপিত ভাবনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছে বলে নয় তাদের মাথায় এ-ধরনের চিন্তা-ভাবনা এল কি করে এই ভেবে। এবং সেটা উপলব্ধি করতে হলে

৩. *লেবোর্ন-পোফাম এম এস এস.* (এইচ. এম. সি.) পৃ. ৫৭।

৪. মিলটন, *অ্যারিওপাজিটিকা, কমপ্লিট প্রোজ ওয়র্কস*-এর খণ্ড ২ পৃ. ৫৫৮, ৫৫১-য় : তু.—হবস, উদ্ধৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৭৫, পরিশিষ্ট ১-এ।

৫. এইচ. পাওয়ার, *এক্সপেরিমেন্টাল ফিলজফি* (১৬৬৪) পৃ. ১৯২। পাওয়ার তার গ্রন্থখানি লিখতে শুরু করেন ১৬৫৩-য়। একেবারে শুরুর শব্দটি হলো 'আমার ধারণায় আমি দেখছি', একি একেবারেই মিলটনের *অ্যারিওপাজিটিকা*র শুরুর শব্দগুচ্ছের সচেতন প্রতিধ্বনি?

আমাদের সেই অবিস্মরণীয় দশকগুলিতে ফিরে যেতে হবে যখন মনে হয়েছিল দুনিয়ার ওলট-পালট ঘটতে পারে।

এতটা সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও তাদের রচনাবলী এখনো সজীব মনে হয়। ঐতিহাসিকরা হয়তো তাদের চিন্তার উৎস খুঁজতে গিয়ে ইতালীয় নয়া-প্লেটোবাদী বা জার্মান আনাবাপতিস্ত মতবাদের ছায়া দেখবেন কিন্তু বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে সমসাময়িক ইংলণ্ডের বৈপ্লবিক দশকের মানুষের জীবন ও মননের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কালের মালিন্যের ছোঁয়া লাগে নি তাদের রচনায়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো ধার করা কিন্তু রচনার অন্তর্নিহিত আবেগ একান্তই নিজস্ব। অনেক র‍্যাডিকালই দাবি করেছেন যে, বই পড়ে বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে নয় বরং স্বয়ং ভগবানের কৃপায় অথবা নিজের আত্মিক শক্তির কল্যাণে তাঁরা সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন বাতাসে বাতাসে সেদিন যে ভাবনা-চিন্তার ওড়াউড়ি তাদেরই তাঁরা রূপে-রসে সাজিয়েছেন। তার রূপ ও আকৃতি তাঁদেরই সৃষ্টি যার রসদ তাঁরা, জন ওয়ার কথিত 'সৃজনোম্মুখ স্বাধীনতা' পরিব্যাপ্ত বছরগুলিতে ইংলণ্ডের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করেছেন।

আমরা নিশ্চয়ই ভাবপ্রবণতার খাতিরে কেবল সেরা দৃষ্টান্তগুলি বাছাই করছি না। সেদিন যাদুবিদ্যা ও নানাবিধ অন্ধ সংস্কার মানুষের মন জুড়ে ছিল; ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে সাফোক-এ ডাইনি নির্যাতনের বাড়াবাড়ি যার উদাহরণ। আলোচ্যযুগে অনেক আজেবাজে কথা বলা ও লেখা হয়েছে। তবুও যদি ঐযুগে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সহিষ্ণুতা নিয়ে দুটি বিতর্কসভা, ডিসেম্বর, ১৬৪৮ ও জানুয়ারি, ১৬৪৯-এর হোয়াইট হল্ বিতর্ক এবং ডিসেম্বর ১৬৫৬-র নেইলার বিতর্ক সংক্রান্ত কার্যবিবরণী পাঠ করি তাহলে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখতে পাবো। প্রথমোক্ত বিতর্কে অংশগ্রহণকারী নিউ মডেল আর্মির প্রতিনিধিবৃন্দ, লণ্ডনের লেভেলার মতাবলম্বী কয়েকজন এবং র‍্যাডিকাল শাস্ত্রবিদ্ প্রমুখ সবাই পরমত সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন যা সে-যুগের পক্ষে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। ওয়াইল্ডম্যান বলেন আকাশের চন্দ্র-সূর্য-ই তো ভগবান। তিনি এবং আরো কয়েকজন মনে করেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটদের কোনো ক্ষমতা দেওয়া অনুচিত। জেনারেলরা জোরের সঙ্গে কিছু বলতে পারছেন না এবং আয়ারটন অস্বস্তি ভরে জানতে চাইলেন যে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নামে কি যে কেউ যে কোনো জিনিস ধর্ম বলে চালাতে পারে?[৬]

প্রোটেক্টরেটের আমলের দ্বিতীয় পার্লামেন্টের সভায় বিচারাসনে বসেছিল ভদ্রলোকেরা, দেশের বিশিষ্ট আইনজ্ঞরা ও কয়েকজন বড়ো ব্যবসাদার। আসামী ইয়র্কশায়ারের একজন মধ্যচাষী, যে নাকি গাধার পিঠে চড়ে ব্রিস্টলে প্রবেশ করেছে। যে উন্মত্ত বর্বরতার পরিচয় সেদিনের থেকে পাওয়া গিয়েছে তথাকথিত বিচারকদের আচরণে, তার সঙ্গে হোয়াইট হল্ বিতর্কসভার পরিবেশের কোনো সাদৃশ্য খোঁজা নিরর্থক। সেনাবাহিনীর কয়েকজন সাহসী অফিসার অবশ্য নেইলারের পক্ষ সমর্থন করেন। কর্নেল সিডেনহ্যাম ঘোষণা করেন যে, 'তাঁর অভিমত প্রোজ্জ্বল সত্যের কাছাকাছি।' কিন্তু নেইলার না মরা পর্যন্ত বহু পার্লামেন্ট সদস্যের বিবেক শান্তি পেতে পারে না। যদিও নেইলারকে পার্লামেন্টের আদৌ সাজাদানের অধিকার আছে কি-না এ-নিয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এবং প্রায় এক মাস ধরে বিতর্ক চলার পর নেইলারকে যথেষ্ট দয়ার্দ্র সাজা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। এবং সেটা কি? তাঁকে লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে তপ্ত লোহা দিয়ে তাঁর জিভ্ ছ্যাদা করা হবে তাঁর কপালে ছ্যাকা দিয়ে দাগানো হবে। তারপর দ্বিতীয়বার চাবুক মারার জন্য ব্রিস্টলে পাঠানো হবে। এবং পরিশেষে পার্লামেন্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসাপেক্ষে তাঁকে জেলে বন্দী করে রাখা হবে।[৭] মানুষের মনোবল চূর্ণ করার জন্য খুঁটিতে বেঁধে চাবুক মারার ব্যবস্থা—যা সবসময়

৬. উডহাউস, পৃ. ১২৮, ১৪৩, ১৬১।

৭. বারটন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ১, পৃ. ৬৯, ৮৬, ১৫৮ ; তু.—পৃ. ৭৬। শেষ অংশটিতে নিঃসন্দেহে ক্রমওয়েলকে সমর্থন করা হয়েছে নেইলারের মুক্তির জন্য। সেপ্টেম্বর ১৬৫৯-এ টিকে থাকা লং পার্লামেন্টের সাহায্যে তিনি মুক্ত হন।

কার্যকর এবং একমাত্র ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে লিলবার্নের বেলায় ব্যতিক্রম। সমস্ত দর্শক একযোগে সমবেদনা জানিয়েছিল সেদিন এবং জল্লাদেরও হাত কেঁপে উঠেছিল তা দেখে। কিন্তু যখন একটা ছিন্নভিন্ন আন্দোলন পিছু হটার মুখে, তখন বৈরী জনতা এ-ধরনের সাজা অনুমোদন করে থাকে। নেইলার বীরোচিত সহিষ্ণুতা নিয়ে সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন কিন্তু শারীরিকভাবে আর কখনো খাড়া হতে পারেন নি। তিনি তার তিন বছর পর মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে মারা যান।

১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের সদস্যরা ম্যাজিস্ট্রেট ও যাজকদের ক্ষমতা কোয়েকারদের দ্বারা বিপন্ন ভেবে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাদের ধারণা, রাষ্ট্রীয় চার্চ ও সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলার স্থায়িত্ব বুঝি বিপদগ্রস্ত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে ডিগার নির্যাতনকারী ক বহ্যামের জমিদার ফ্রান্সিস ড্রেক।[৮] আর ১৬৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে যখন হোয়াইট হল্ বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হয় তখন বিপ্লব এক সন্ধিক্ষণে উপনীত। রাজা প্রথম চার্লসের বিচার ও তাঁর সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ড ঘিরে সংকটের আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। ঐ আলোচনাসভায় যোগদানকারীদের মধ্যে কয়েকজন রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত ও নিহত। ক্রমওয়েল ও আয়ারটনের নিষ্প্রাণ দেহ কবর খুঁড়ে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়। অনেককেই তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় অজ্ঞাতবাস অথবা নির্বাসনে দিন গুণতে হয়। বিতর্ক চলাকালীন তাঁরা জানতেন যে, এক বড়ো রকমের ঝুঁকি তাঁরা নিতে চলেছেন। সুতরাং, যদি কারও আতঙ্কজনিত স্নায়বিক বৈকল্য ঘটে, তাহলে তাঁদেরই, ১৬৫৬ সালের পার্লামেন্ট সদস্যদের নয়। প্রথমোক্তদের যুক্তি ও প্রজ্ঞার ওপর আস্থা ছিল ; তারা জানত যে, মানুষ মাত্রই ভালো, যদিও পরবর্তীকালে তাদের ধারণা অতি সরল ও অবেগজাত বলে প্রমাণিত। কিন্তু শেযোক্তরা বর্বর বর্বরতা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে স্বার্থ-সংরক্ষণের রাস্তা তাদের জানা ছিল না।

১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে ক্লিম্যান্ট ওয়াকারের উক্তিতে তাদের মনোভাব বেশ ভালোভাবে ব্যক্ত হয়েছে : 'সেনাবাহিনীর র‍্যাডিকালরা বিতর্কের সূচনা ঘটিয়ে সামাজিক অবাধ্যতা উস্কে দিয়েছে। কিন্তু রহস্যময়তার ঘেরাটোপ ছাড়া কোনো সরকারই তো চলতে পারে না। অজ্ঞতা, যার উৎস তথাকথিত শ্রদ্ধা, সেই অজ্ঞতাই নাগরিক ভক্তি ও আনুগত্যের উৎস।'[৯] ১৬৫৬ সালের ডিসেম্বরে মেজর জেনারেল স্কিপ্‌টেন সরাসরি পার্লামেন্টকে জানান : বেশি স্বাধীনতা মানে অনেক বেশি নষ্টামি। লুক রবিনসনও তাঁর সঙ্গে একমত হন, 'আমি লোকদের নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে দিতে চাই না।'[১০]

আমি কুশীলবদের অল্প-বয়সজনিত খানিক আবেগ ও উত্তেজনার কারণ মনে করি। বিপ্লব চলাকালীন একজন প্রতিভাবান যুবকের শিখর আরোহনের সুযোগ থাকে। আমি ইতিমধ্যে যুব সম্প্রদায়ের কাছে র‍্যাডিক্যাল ধর্ম ভাবনার প্রগাঢ় আকর্ষণের কথা বিস্তৃত আলোচনা করেছি।[১১] ব্রেইলসফোর্ড দেখিয়েছেন ১৬৪৭ সালে প্রচারকদের বয়স কত কম ছিল।[১২] সেনাবাহিনীর উপরতলায়ও অল্পবয়সীদের প্রাধান্য। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে ফেয়ারফ্যাক্স নিউ মডেল আর্মির প্রধান সেনাপতির পদলাভ করেন। ঐ একই বয়সে লাডলো হলেন আয়ারল্যান্ডের সামরিক প্রশাসক। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে, ১৬৫১ সালে, হেনরি আয়ারটন মারা যান। জন ল্যাম্বার্ট যখন মর্যাদার দিক থেকে গোটা রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী তাঁর বয়স তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ। আর একচল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক জীবন সমাপ্ত যদিও কারাভ্যান্তরে আরো তেইশ বছর তিনি প্রাণে বেঁচে ছিলেন। প্রতিভাবানদের জন্য নিউ মর্ডেল আর্মির দরজা খোলা।

৮. *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ১, পৃ. ৫৫-৬।

৯. ওয়াকার, *হিস্ট্রি অফ ইনডিপেনডেন্সি*, ভাগ ১, পৃ. ১৪০-১। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ৫৫, ৪ অধ্যায়।

১০. বারটন, *পার্লামেন্টারি ডায়েরি*, খণ্ড ১, পৃ. ২১৮, ২৭২। স্কিপন ছিলেন নেইলারের একজন প্রবলতম শত্রু আর রবিনসন তার কাছে পেয়েছেন পক্ষপাতিত্বমূলক ক্ষমা।

১১. দ্র. বর্তমান গ্রন্থের পৃ১৪০-১৯ অধ্যায়।

১২. ব্রেলসফোর্ড, *পূর্বোক্ত*, অধ্যায় ১০।

কিন্তু খোলা ময়দানে বিভিন্ন প্রতিবাদী সংস্থার নেতাদেরও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে হয়েছিল এবং দেখা যাচ্ছে যে, কর্মজীবনের শুরুতে তাঁরা সবাই অল্পবয়সী। ১৬১৬ সালে বিডলের জন্ম, ১৬১৭ অথবা ১৬১৮ সালে নেইলার, ১৬১৯ সালে কোপ্, ১৬২৩ সালে ফক্স, ১৬২৭ সালে জন রোজার্স ১৬২৮ সালে রিচার্ড হুবারথ্রোর্ন এবং ১৬৩৪ সালে জন্মেছিলেন এডওয়ার্ড বারো। যখন গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে তখন এদের সকলেরই বয়স তিরিশের নিচে। ১৬৫৬ সালে জেমস্ পার্নেল যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স কুড়িও হয় নি। আসলে পৃথিবীটা ছিল তখন একেবারে তরতাজা তরুণদের।

২ অ ভি জ্ঞ তা

র‍্যাডিক্যাল চিন্তা-পদ্ধতির সঙ্গে দুটি সূত্র গ্রথিত। তার একটি হলো অবিরাম দিব্যদর্শনের মাধ্যমে সত্যের উন্মোচন। ১৬২০ এ তীর্থযাত্রীদের প্রতি জন রবিনসন বিদায়ী-ধর্মোপদেশ বক্তৃতায় এই তত্ত্বের অবতারণা করেন।[১৩] সুতরাং ধরে নেওয়া যায় নতুন জগত আবিষ্কারের সঙ্গে বিশ্বাসেরও ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। এই প্রসঙ্গ টেনে ১৬৪২এ জন গুডউইন যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন যে, আমেরিকার মতো প্রকাণ্ড ভূখণ্ড যদি বহু যুগ ধরে বাইরের পৃথিবীর অজ্ঞাত থাকতে পারে, তাহলে অল্পকিছু কেন, বহু গুরুত্বপূর্ণ সত্য এখনো আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে।'[১৪] টমাস গুডউইন ঘোষণা করলেন : 'এক নতুন সম্পদশালী ভারত (Indies) যখন আবিষ্কৃত হয়েছে··· তখন আরো নিশ্চয়ই অনেক অনাবিষ্কৃত দেশ রয়েছে।'[১৫] লর্ড ব্রুক ও ওয়েস্ট মিনিস্টার রাজ্যসভার পাঁচজন প্রতিবাদী চার্চের সদস্য সংস্কার আন্দোলনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার পক্ষপাতী।[১৬] জন সল্টমার্শ, ওয়াল্টার ক্র্যাডক ও অন্যান্যরা দেখতে চান, হাজার ফুল ফুটেছে, কারণ, এটা আত্মিক শক্তির জাগরণের যুগ।[১৭] *অ্যারিওপ্যাজিটিকা* ও জনৈক অজ্ঞাতনামা রচিত *দ এনশেন্ট বাউন্ডস* (১৬৪৫)-এর ছত্রে ছত্রে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা বলা হয়েছে। এবং আরো জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, বিবেকের স্বাধীনতা ছাড়া সত্যের উদ্‌বোধন অসম্ভব। একটি সত্যের পথ রোধ করার চেয়ে বরং অসংখ্য ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া শ্রেয়।'[১৮] মিলটন বলছেন, চার্চের পক্ষে আধ্যাত্মিকতার হঠাৎ ঝলকানির চেয়ে আলোকিত সত্যের দৈনন্দিন ক্রমবিকাশ বাঞ্ছনীয়।'[১৯] বিশ্বাসীদের কাছে নতুন নতুন সত্যের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমেই কেবল বনেদী খ্রিস্টধর্ম নতুন যুগের দাবি পূরণের সামর্থ্য অর্জন করে। পরিবর্তিত সময়ের চার্চের পরম্পরাগত ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান বা প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদির চেয়ে শাশ্বত সুসমাচারের বানী অনেক সহজে ও দ্রুত উপযোগী হয়ে ওঠে।[২০] অতএব সত্যের সার্বিক উন্মোচনের লক্ষ্যে সূচিত হয় ইতিহাসের ক্রমান্বয়িক অগ্রগতি।

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, নতুন সত্য কাকে বলে? কথা নয়. বেকনপন্থীরা বস্তুর ওপর গুরুত্ব আরোপ করার পক্ষপাতী; বিজ্ঞানীরা সবকিছুকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই করতে চান। উভয়েই কিন্তু একই পথের পথিক। হবস্ মধ্যযুগীয় শাস্ত্রকারদের মতো প্রাচীন ঊষর ধ্যান-ধারণাগুলিকে আপ্তবাক্যের মর্যাদা দিয়ে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির বিরোধী। তিনি বলছেন, 'শূন্য কুম্ভের মধ্যে যদি কিছু না থাকে তাহলে সেটা একজন কৃষকও দেখে বুঝবে যেমন বুঝবেন

১৩. জে. রবিনসন, *ওয়র্কস* (১৮৫১) খণ্ড ১, পৃ. [৪৪]।
১৪. জে. গুডউইন, *ইমপিটেটিও ফিডেই* (১৬৪২) মুখবন্ধ।
১৫. টি. গুডউইন, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৪, পৃ. ২৩৭।
১৬. হালার, *ট্রাকটস অন লিবার্টি*, খণ্ড ২, পৃ. ১৬০, ৩১৮-১৯, ৩৩১।
১৭. ন্যুটাল, *দ হোলি স্পিরিট*, পৃ. ১০৪-৭, ১১৫-১৭, ১২৬-৩০।
১৮. উডহাউস, পৃ. ২৪৭।
১৯. মিলটন, *ক্রিশ্চিয়ান ডকট্রিন*, *ওয়র্কস*-এর (কলম্বিয়া সংস্করণ) খণ্ড ১৪, পৃ. ৯।
২০. জে. গুডউইন, *হেজিওম্যাসটিকস* (১৬৪৬) মুখবন্ধ।

মধ্যযুগীয় পণ্ডিত।'[২১] অতএব সাধারণ নরনারীর সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনা একত্রিত করে প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলি এক সার্বিক অভিজ্ঞতার রূপ দিতে চান এবং তাকে যাচাই করে দেখতে চান। একটাই শুধু শর্ত, ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া দরকার এবং তাকে অন্যদের কাছে গ্রহণীয়রূপে ব্যক্ত করার ক্ষমতাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির থাকা চাই।

এবার আমরা র‍্যাডিকাল দ্বিতীয় নীতিসূত্রের প্রসঙ্গে আসছি। তাঁদের কাছে অন্যের মাধ্যমে প্রাপ্তপরম্পরাগতসত্যের চেয়ে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা নির্ভর বিবেকজাত সত্য বেশি নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া সত্যোদ্‌ঘাটন অবিচ্ছিন্ন থাকতে পারে কিভাবে? মিলটন, ডেল, উইনস্ট্যানলি, বুনিয়ান, র‍্যান্টার ও কোয়েকার প্রমুখ সকলেই এই একই পদ্ধতির ওপর জোর দিয়েছেন। র‍্যাডিকাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা কিছু ঐতিহ্যগত—তাই পরিত্যজ্য। বিপ্লবের সময়ে মানুষ সচরাচর চরম মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে এবং অন্যদের কাছেও এই আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গি যথার্থ ও ঈশ্বরদত্ত হিসেবে গৃহীত হয়। অভিজ্ঞতাকে ঢালাওভাবে ইতিহাস ও বাইবেলের বিরুদ্ধে খাড়া করা হয়। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে পুটনিতে সৈন্যদের কাছে ধর্মোপদেশ দানের সময় টমাস কোলিয়ার, তাঁর বক্তব্যবিষয় জোরদার করার জন্য বাইবেল থেকে উদ্‌ধৃত করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে 'আমি আপনাদের কাছে পরীক্ষিত সত্য ছাড়া আর কিছু নিশ্চয়ই বলব না।'[২২] কোপিন বলেন, 'অভিজ্ঞতার স্থান সব কিছুর ঊর্ধ্বে।'[২৩] অ্যান্টিনোমীয়বাদী হেনরি পিনেলের মতে, 'পুস্তকলব্ধজ্ঞান ও নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ নিশ্চয়তার উপলব্ধি'—'এই দুটো পথই একেবারেই বিপরীতমুখী।'[২৪]

অবিচ্ছিন্ন সত্যোপলব্ধি ও পরীক্ষালব্ধ সত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপের ফলে চিন্তার রাজ্যে অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব মানুষকে আর হকচকিয়ে দেয় না বরং সেগুলি বাঞ্ছনীয়ই মনে হয়। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে উইনস্ট্যানলি লিখছেন : 'আমি খননের ব্যাপারে যা কিছু লিখেছি সে-সব আমি বই পড়ে বা কারো মুখে শুনে লিখি নি। আমার অন্তরের উপলব্ধি থেকেই সে-সব লিখেছি।'[২৫] তিনি নতুন বিষয়বস্তু হিসেবে ন্যায়পরায়ণতার নিয়মের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন। মৌলিকতার দ্বারাই কেবল আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতার যাচাই সম্ভব। 'মানুষ শুধু নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলবে ভাবনাচিন্তার কথা নয়।' তিনি যাজকদের বলেন, 'এই প্রশ্নের উত্তর কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে মিলবে না এর উত্তর পেতে হবে ন্যায়পরায়ণতার নিয়মের মাধ্যমে··· যা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।'[২৬] শয়তান মানুষকে বোঝাতে চায় যে, অভিজ্ঞতালব্ধ যে কোনো অভিনব চিন্তাধারা ভ্রান্তির লক্ষণযুক্ত জন উইলকিনসের এই বক্তব্যের সঙ্গে উইনাস্ট্যানলিও একমত।[২৭]

শুধু কথা নয়, অভিজ্ঞতা ও বস্তুর ওপর গুরুত্ব আরোপকে কেন্দ্র করে নানা চিন্তাধারার উদ্ভব। র‍্যাডিকাল প্রোটেস্টান্ট মত অনুযায়ী তুমি তোমার অনুভূতিকে বিশ্বাস করবে, অন্যের বক্তব্যকে নয়। এ-প্রসঙ্গে টিন্ডাল বলছেন : এটা অন্যের মুখে, শোনা কাহিনীকে সত্যমিথ্যা যাচাই না করে অন্যকে বলার মতো অর্থাৎ যিনি বলছেন সে-সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কোনো অভিজ্ঞতা নেই।[২৮] তার একশতক পর পিউরিটান টমাস টেলর লিখছেন : 'খ্রিস্ট সম্পর্কে প্রকৃত অভিজ্ঞতা পরীক্ষিত

২১. হবস, *ইংলিশ ওয়র্কস*, খণ্ড ৫, পৃ. ৩৯৭-৮। তু.—র‍্যালে, *আই.ও.ই.আর*-এর পৃ. ১৮২-তে উদ্‌ধৃত।
২২. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ১, পৃ. ৩৯২ ; উডহাউস, পৃ. ৩৯০।
২৩. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬২, ৯ অধ্যায়।
২৪. হিউয়েন কর্তৃক উদ্‌ধৃত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯।
২৫. উইনস্ট্যানলি, *সেভারেল পিসেস গ্যাদারড ইনটু ওয়ান ভল্যুম*, ভূমিকা : তু.—*দ সেইন্টস প্যারাডাইস*, পৃ. ১০২।
২৬. স্যাবাইন, পৃ. ১২৫, ১৮৫, ২৮৯ ; তু.—৩১৫, ৫৬৪, ৫৭৯।
২৭. *ঐ*. পৃ. ৫৬৪-৬ ; *আই. ও. ই. আর.*, পৃ. ১১০।
২৮. ডাব্লিউ. টিন্ডাল *ডকট্রিন্যাল ট্রিটাইসেস*(পার্কার সোসাইটি, ১৮৪৮) পৃ. ৫৫-৬ ; *অ্যান আনসার টু স্যার টমাস মোর* (পার্কার সোসাইটি, ১৮৫০) পৃ. ৫১-২, ৫৫।

সত্যনির্ভর। কোনো বই পড়ে বা অন্যের মাধ্যমে নয় এই উপলব্ধি পুরোপুরি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর।'[২৯] লর্ড ব্রুক *আ ডিসকোর্স ... অফ এপিসকোপাসি*-তে শুরুতেই জানাচ্ছেন : কথা নয় বস্তুই আমার উপজীব্য।' এ-ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এক সমান্তরাল বিকাশধারা গড়ে ওঠে। উইলিয়ম গিলবার্ট সেইসব সত্যিকারের দার্শনিকদের প্রশংসা করেছেন, যারা 'জ্ঞান-অন্বেষণে আগ্রহী' এবং 'শুধু বই পড়া নয়, তার সঙ্গে বাস্তবভিত্তিও খোঁজেন।'[৩০] বেকনীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সমগ্র অবস্থা সম্পর্কে জন উইলকিনস্ চাইছেন, 'সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধতর করার জন্য বিশেষজ্ঞদের অভিমতের ওপরে শুধু নির্ভর না করে, আমাদের নিজস্ব দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে।'[৩১] শিক্ষার অন্যতম নীতিসূত্র হিসেবে 'শিক্ষার্থী বালক-বালিকাদের সঙ্গে নিছক শব্দের পরিবর্তে বিভিন্ন বস্তুর পরিচয় ঘটাতে চান জন হল।'[৩২] এ-বিষয়ে তিনি শুধু কোমেনীয় নন বেকনীয় মতেরও সমর্থক। হেনরি স্টাবের মতে বেকনই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি ইংরেজদের মনে 'অভিনবত্বের প্রতি এমন আকর্ষণ জাগরূক করেন ; আর এর ফলে তারা প্রচলিত চার্চ ও রাষ্ট্রের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয় এবং সে-অর্থে তিনি গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী।'[৩৩]

সত্যের ক্রমবিকাশ অথবা শাশ্বত সুসমাচারের ধর্মীয় তত্ত্বেরও একই পরিণাম। 'আমরা কি করে অজ্ঞাত সত্যের সন্ধান পাবো বা নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবো যদি অভিনব কিছু দেখলে বা শুনলে তার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠি?'—এই বলে অনুযোগ করেন উইলিয়ম ডেল। তিনি আরো বলছেন, 'মানুষের তৈরি তত্ত্ব ও শৈশব থেকে অদ্যাবধি যা কিছু শিখেছি, সব কিছুই বর্জন করতে হবে।' 'এভাবে পরিশোধিত অবস্থায় আমরা অন্তর দিয়ে যিশুর বাণী গ্রহণ করতে পারব যা নিশ্চয়ই বর্তমান ও পূর্ববর্তী যুগের যাবতীয় ধ্যানধারণার বিরোধী হবে না।'[৩৪] আমরা জানি, উইনস্ট্যানলির দৃষ্টিতে ভগবান ও যুক্তি বুদ্ধি দুইই এক। আমাদের অন্তরাশ্রয়ী খ্রিস্ট স্বয়ং ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্‌গাতা।

সময় সময় কিন্তু বিবেকও প্রবঞ্চক। পরাজয়ের মুহূর্তে এবং বিপ্লবে যখন ভাঁটার টান তখন বিবেকের কণ্ঠস্বর নীরব অথবা শান্তিবাদী হয়ে পড়ে। তখন তাকেও খ্রিস্টবাণী বলে সকলে মেনে নেয়। নেইলারের ব্রিস্টল শহরে প্রবেশ অথবা র‍্যান্টারসুলভ ঈশ্বরনিন্দিত আচরণের মাধ্যমে আর ভগবানকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয় না। একটা দল যখন এভাবে চলার কথা ভাবে তখন অন্যরাও এমন কিছু বলে না বা করে না যাতে সমাজে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে অসুবিধে হয়।[৩৫] র‍্যাডিকাল কণ্ঠস্বর এখন পুরোপুরি স্তব্ধ। জানি না তারাও মিলটনের মতো কিভাবে বিচ্ছিন্ন

২৯. টি. টেলর, *ওয়র্কস* (১৬৫৩) পৃ. ৪১১।
৩০. ডব্লিউ. গিলবার্ট, *ডি ম্যাগনেটি* (১৬০০) ভূমিকা ; তু.—লিন থ্রনডাইক, 'নিউনেস ইন সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি সায়েন্স', *জার্নাল অফ দ হিস্ট্রি অফ আইডিয়াজ*, খণ্ড ১২, পৃ. ৫৮৫-৯৮।
৩১. *আই. ও. ই. আর.*, পৃ.১১৪-১৫ ; তু.—বেকন, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৪, পৃ. ১৪।
৩২. জে. হল, *অ্যান হামবেল মোশন ... কনসার্নিং দ অ্যাডভানস্‌মেন্ট অফ লার্নিং* (১৬৪৯), পৃ. ৩৪। বিজ্ঞানীরা এবং কিমিয়াবিদ্‌রা যেরকম জোর দিয়েছেন পরীক্ষার ওপর তেমনি ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞতার ওপর—সমধর্মিতার এরকম বেশ কিছু উদাহরণ আমি *আই. ও. ই. আর* থেকে সংগ্রহ করেছি।(পৃ. ১১২-১৫, ১২১, ২৯৫-৭) ; তু.—সি. ওয়েবস্টার, 'ইংলিশ মেডিক্যাল রিফর্মারস অফ দ পিউরিটান রেভোলিউশন', *পূর্বোল্লিখিত*, খণ্ড ১৪, পৃ. ২৬-৭।
৩৩. স্টাব, *দ লর্ড বেকনস রিলেশন অফ দ সোয়েটিং সিকনেস একজামিনড* (১৬৭১) মুখবন্ধ।
৩৪. ডেল, *সেভারেল সারমনস*, পৃ. ২৯৮, ৪২৮। দেকার্ত এবং লক দর্শনের ক্ষেত্রে একই ধরনের খোলামেলা মনের পরিচয় দিয়েছেন, যদিও তাদের পথ ছিল ভিন্ন। শাশ্বত সুসমাচারের জন্যে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১০৯-১১, ৭ অধ্যায়।
৩৫. তু.—জন লিউইস, ১৬৫৬ সালে যিনি ওয়েলস-এর ধর্মীয় র‍্যাডিকালদের কাছে আর্জি জানান, পুরোনো প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বা চার্চের প্রতি কুসংস্কারচ্ছন্ন ওয়েলসবাসীর ভক্তিপ্রচারের বিরুদ্ধে খুব দ্রুত বা খুব কার্যকর আক্রমণাত্মক পন্থা না-নেওয়ার জন্যে (*সাম সিজনেবল অ্যাণ্ড মডেস্ট থটস*, ১৬৫৬, পৃ. ১১-১৭) ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১৮২-৮, ১০ অধ্যায়।

অবস্থায় কালাতিপাত করেছে। উইনস্ট্যানলির কি হলো, তাও আমাদের জানা নেই। র‍্যান্টারদের রমরমার দিনে তাদের যে-সমস্ত আমোদস্ফূর্তি বিকল্প সংস্কৃতির জায়গা নিতে যাচ্ছিল সে-সব এখন বুর্জোয়া সংস্কৃতির সংসারে ঠাঁই নিয়েছে। তার পোষকরা কেবল নিজেদের মতো করে থাকতে চায় এবং তাদের ব্যাপারে অন্যদের নাক গলানোও পছন্দ করে না তারা।[৩৬] বিবেকের বাণী যা শুধু এতদিন সন্তপুরুষদের পরোৎকর্ষ সাধনের কথা শুনিয়েছিল তা এখন অনবরত পাপের কথা শোনাচ্ছে। না, এরজন্য জর্জ ফক্স বা অন্য কারো নষ্টামিকে দায়ী করা চলে না। ফক্স নিমিত্তমাত্র, তাঁর জায়গায় নেইলার বা বারো থাকলেও একই ভূমিকা নিতেন। ধর্মকে হৃদয়গ্রাহী করা ও বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনা এ-সবই মানুষের পরিবর্তিত মেজাজ, সমাজের দাবি এবং আবেগ-বিহ্বলতা প্রসূত। সে-সময় সেটা ছিল চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবের বাহন এবং আজ তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা। মানিয়ে চলার মনোভাব থেকে সমাজ প্রভুদের 'সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে' মেনে নেওয়া হলো। ডেভেন্যান্ট জানাচ্ছেন, 'অনুপ্রেরণা' বলে কথিত 'বিপজ্জনক শব্দটি আজকাল যুতমতো কেউ কেউ ব্যবহার করে থাকে।'[৩৭] প্রায় এক শতকেরও বেশি কালের জন্য শব্দটি অশ্রুতই রয়ে যায় এবং আদর্শের দ্যোতক রূপে অব্যবহৃতই থাকে যতদিন না রোমান্টি-কতার পুনরুত্থান ঘটছে।

৩ ঐ ক্যে র যো গ সূ ত্র

সে-সময় অন্তরের দীপ্তি এই কথাটি বাইবেলের স্বকীয় ব্যাখ্যার মতোই সর্বজনগ্রাহ্য হয় প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলির নিছক অভিজ্ঞান নয়।[৩৮] প্রচলিত সমাজ-সংস্থা ও বিশেষ ধরনের শাসনের প্রতি বিরূপতা থেকে অতীতের নথিপত্রাদির খোঁজ-খবর শুরু হয়েছিল (তা সে ম্যাগনা কার্টাই হোক বা বাইবেলই হোক্) পবিত্র শাস্ত্রীয় বচনের সঙ্গে যেগুলি বেখাপ্পা মনে হবে, তাই এখন সেগুলি বর্জনীয়। মাতৃভাষায় বাইবেল প্রকাশিত হওয়ার আগের অবস্থায় যেমন ছিল, ঠিক তেমনি 'পুরোহিত' ও পণ্ডিতরা বাইবেল ব্যাখ্যার একচেটিয়া অধিকার শিক্ষিত সমাজ ও বিদ্বান গোষ্ঠীর কুক্ষিগত রাখতে আগ্রহী। সেই প্রসঙ্গে র‍্যাডিকালদের দাবি ছিল যে, বিবেকমহিমা বর্জিত যে কোনো সিদ্ধান্তের চেয়ে ভগবানের প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তিবিশেষ নিজের আন্তর-অভিজ্ঞতার কল্যাণে ভগবানের বাণী বেশি হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ। লুথার সমস্ত বিশ্বাসীকে পৌরোহিত্যের অধিকার দান করে, শাস্ত্রকারদের নিজেদের চালেই তাদের মাত করেছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতকীয় ইংলিশ র‍্যাডিক্যালরা শাসকশ্রেণী পরিপোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ধর্মশাস্ত্রজ্ঞদের দুরহঙ্কারের জবাবে হৃদয়ের ধর্মতত্ত্ব খাড়া করেন।

নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী উন্মার্গগামিতার চর্চাকে রোধ করার জন্য ভক্তমণ্ডলীর সমাবেশে বাইবেলের ব্যাখ্যাকে সর্বজনসম্মত করার ব্যবস্থা হয় এবং সেটা সমস্ত গোষ্ঠীর পক্ষে বলবৎ হয়। আমাদের বর্তমান বহুধাবিভক্ত সমাজে বিবেকের স্বাধীনতা ও শিল্পীর অধিকার শেষপর্যন্ত সমাজ বহির্ভূত নৈরাজ্যে পরিণত হতে বাধ্য। কিন্তু সপ্তদশ শতকে বিবেকের দীপ্তি সকলের মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র ছিল কেননা ভগবান ভক্তমণ্ডলীর অন্তর্গত সমস্ত মিস্ত্রী-কারিগরদের কানে একই বাণী শুনিয়েছেন। বারো বলছেন, 'যে আলোর স্পর্শে আমরা সবাই ধন্য সে আলো পরম বোধি অর্জনের দিকে আমাদের মন ও হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে।'[৩৯] কোনো পুরুষের মধ্যবর্তিতা ছাড়াই সবাই নিঃশব্দে ঐকমত্যে উপনীত হলো। সমস্ত ধরানের 'বাহ্যিক ধর্মোপদেশ

৩৬. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ২৬৫-৯, এই অধ্যায়।
৩৭. ডি. এফ. গ্লানডিশ সম্পা.—*স্যার উইলিয়ম ডেভেন্যান্টস গোন্ডিবার্ট* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৭১) পৃ. ২২ : তু.—পৃ. ৪৯।
৩৮. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের প. ৭২-৩, ৬ অধ্যায়।
৩৯. বারো. *ওয়র্কস*।

দানের প্রথা' বিলোপ করার কথা ভাবতে থাকেন উইনস্ট্যানলি, আররেরি ও ফক্স।[৪০] শান্ত নীরবতার সঙ্গে উইনস্ট্যানলি প্রভুর অবকাশের অপেক্ষায় রইলেন। 'সবকিছু দেখে যাওয়া এবং কিছু না বলার' সদিচ্ছায় পেয়ে বসল জোসেফ সলমনকে।[৪১]

চার্চ ও রাষ্ট্রের পুরোনো শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সমাজের বিভিন্ন পথ ও মতের লোকেরা একজোট হয়েছিল। সেই সংহতি নষ্ট হওয়ার পরও ঐসব গোষ্ঠী প্রভাবিত শ্রেণীগুলির মধ্যে বোঝাপড়ার অস্তিত্ব বজায় ছিল। উইনস্ট্যানলি কল্পনা করেন সৌভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে জাতীয় অনৈক্য দূর করা সম্ভব তার সঙ্গে কিন্তু কতকগুলি বিশেষ ধরনের চার্চকে 'টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলতে হবে।'[৪২] তাঁর কাছে অন্তরের আলো ও যুক্তিবিচার বোধের অর্থ হচ্ছে অন্যের কাছ থেকে যে-ব্যবহার তুমি আশা কর তুমিও তার প্রতি সেই ব্যবহার করবে এই শিক্ষালাভ। অর্থাৎ প্রত্যেকে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। একমাত্র তিনিই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম সমষ্টিবাদের যাবতীয় দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়ে যৌথ চাষ ও পারস্পরিক সহযোগিতাভিত্তিক সমবায় সমাজের কল্পনা করেছেন। কিন্তু ঐক্যের আগ্রহ র্যান্টারদের মধ্যেও ছিল।[৪৩] কোয়েকাররা শেষ পর্যন্ত নানা মতের লোকের সঙ্গে সমঝোতা করে ঐক্যের আবেগকে সংগঠনের রূপ দেয়।

র্যাডিক্যাল্‌দের আসল ট্র্যাজেডি হচ্ছে, তারা বিপ্লব চলাকালীন রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের যাবতীয় উত্তুঙ্গনীতি ও আদর্শ শেষপর্যন্ত বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্যামুয়েল ফিশার যদিও ১৬৬০-এ জন আওয়েনকে উপহাস করে বলেন যে, আগে আপনি আমাদের মতান্ধ বলতেন, এখন তো আপনাকে তাই বলা হয়—কিন্তু তাতেই বা কি এসে যায়।[৪৪] সব এলোমেলো হয়ে যাবার পর মুদ্রাকর গাইলস্ কালভার্টের ছাপাখানাটাই বোধহয় র্যাডিকালদের একমাত্র মিলনকেন্দ্র। বিরোধীরা বলে, 'এই শয়তানের যন্ত্রশালা থেকে বছরের পর বছর ঈশ্বরনিন্দায় ভরা, মিথ্যা ও কুৎসায় টইটম্বুর কত পুস্তিকাই না দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল!'[৪৫] শ্রীযুত মর্টনের মতে, সকলকে এক জায়গায় আসার ক্ষেত্রে কালভার্টের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। হেনরি নিক্‌লেস এবং জ্যাকব বোহেমির অনুবাদ, সল্টমার্শ, ডেল ও কয়েকজন লেভেলার প্রণীত গ্রন্থাদি, উইনস্ট্যানলির অধিকাংশ রচনা, ওয়েলিংবরোর প্রচারপত্র, বহু র্যান্টার ও কোয়েকারদের লেখা প্রচারপত্র এবং পরিশেষে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজহন্তারকদের শেষ ভাষণ সবকিছুই কালভার্টের ছাপাখানায় মুদ্রিত। তার দু-বছর পরও কালভার্টকে রাজদ্রোহাত্মক রচনাবলী মুদ্রণকার্যে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীও এই একই কাজ করে যেতে থাকেন। ১৬৪৯ সালে ক্লার্কসন যখন র্যান্টারদের সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁকে তখন গাইলস্ কালভার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়।[৪৬]

৪ সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা

ধর্মবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞদের একাংশকে ধর্মপ্রচারের কাজে প্রাক্তন হুল্লোড়বাজ র্যান্টার ও কাজটা দুরূহ এবং লাগিয়ে ফক্স এক সুশৃঙ্খল সম্প্রদায় সৃষ্টি করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

৪০. স্যাবাইন, পৃ. ২২৩-৪ ; আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ২৬৩-৫ ; ৩৩৭-৮ ; ফক্স, *জার্নাল*, খণ্ড ১, পৃ. ৪২৫।

৪১. স্যাবাইন, পৃ. ২৩১-২ ; সলমন, দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৬০-১, ৯ অধ্যায়।

৪২. উইনস্ট্যানলি, *দ ব্রেকিং অফ দ ডে অফ গড* ; স্যাবাইন, পৃ. ৪৪৫-৬ ; তু.—আরবেরি, বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৪৪, ৯ অধ্যায়-এ উদধৃত।

৪৩. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের প.১৫০-১, ৯ অধ্যায়।

৪৪. এস. ফিশার, *টেস্টিমনি*, পৃ. ৫৪৮।

৪৫. টি. হল., *ভিনডিসিয়া লিটেরেরাম*, পৃ. ২১৫।

৪৬. মরটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮, ১০৬, ১৩২-৩ ; অ্যাশলে, *জন ওয়াইল্ডম্যান*, পৃ. ১৯৪-৫। আমি ভাবি নি যে, অধ্যাপক কোহন—কালভার্টকে একজন র্যান্টার হিসেবে ধরে শেষোক্ত ঘটনাটির বিশ্লেষণ করবেন (*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬৪)।

সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর অসুবিধেও জড়িয়ে রয়েছে অসুবিধের কথা ওঠায় আমাদের মনে প্রথম প্রশ্ন জাগে : বাপতিস্ত, র‍্যান্টার, কোয়েকার প্রমুখ এসব ভ্রাম্যমান প্রচারকদের খাওয়াপরা জুটত কি করে? তাদেরও তো বেঁচে থাকতে হতো এবং সেই গলাকাটা প্রতিযোগিতার বাজারে তাদের সংখ্যাও তো নেহাৎ কম ছিল না। সুতরাং *কিছু* সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ-ব্যাপারে র‍্যান্টাররা একেবারেই ব্যর্থ এবং হয়তো তারা সংগঠন-বিমুখ। মনে হয়, লরেন্স ক্লার্কসন এক দুর্লভ সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের কল্যাণে বড়লোক হতে পেরেছিলেন যদিও তিনি নেতার নির্দেশে শেষপর্যন্ত মগলটনীয় বনে যান।[৪৭] ফক্স এবং অন্যান্য কোয়েকার যাজকরা হয়তো খানাখন্দে অথবা খড়ের গাদায় শুয়ে ঘুমোতেন; কিন্তু তাঁর বেলায় একজন হোথাম বা ফেল জুটে যায়, যাঁরা তাঁকে জমিদার বাড়িতে ঠাঁই দেন। আমি এর আগে ভ্রাম্যমান প্রচারকদের নিরাপত্তাহীনতা ও তাদের জন্য আর্থিক প্রলোভনের ফাঁদ সম্পর্কে কোপের খেদোক্তি উদ্ধৃত করেছি।[৪৮] প্রতিটি গোষ্ঠীর ওপরই বিত্তবান মানুষদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার চাপ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং তারজন্য তাদের সময়মতো খেসারতও দিতে হয়। আলোর সন্তানেরা যখন পৃথিবীতে ওলটপালট ঘটাতে কৃতসংকল্প তখন পৃথিবীও তাদের জন্য অনেক চোরাগোপ্তা ফাঁদ পেতে রাখে।

শেষমেশ সম্ভবত সংবিধানপন্থী লেভেলাররা যেমন সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার বিশ্বাস খর্ব করতে চায় নি [৪৯] তখনই কোয়েকাররাও পৃথিবীকে উলটে দেওয়ার উৎসাহ হারিয়ে বসে। তবে তারাও সৎভাবে এবং ভালোভাবে বাঁচার পথ খুঁজে নেয়। বাজার চলতি দরকষাকষির পথে না হেঁটে হ্যাঁ মানেই হ্যাঁ এবং না মানেই না—এই নীতিসূত্র অবলম্বন করে। এরকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্তবাচক আধুনিক ব্যবসায়িক আচরণ তারাই প্রবর্তন করে যার উদাহরণ বুনিয়ানের *শ্রীযুত বডম্যান*। এটাও একধরনের বিপ্লব, যা বুঝতে হলে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে আজকের দিনের তফাত বুঝতে হয়। এরজন্য কোয়েকারদের বাহবা জানাতে হয়। তারা সুখের মুখ দেখে, যদিও ফক্সের মৃত্যুর আগে তাদের যথেষ্ট নির্যাতন সইতে হয়েছিল কিন্তু এটা তো ডিগার বা র‍্যান্টারদের প্রত্যাশিত পৃথিবীকে উলটে দেওয়া নয়।

ফেনস্টানটন, ওয়ারবয়েজ ও হ্যাক্সামে সমবেত খ্রিস্টীয় চার্চগুলির প্রতিনিধি সভার সংরক্ষিত বিবরণ (Records of the Churches of Christ gathered at Fenstanton. Warboys and Hexham.)-এ বিধৃত চমকপ্রদ সব সংলাপ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি কিভাবে দানা বেঁধেছিল। শতাব্দী লাঞ্ছিত সনাতনী সংস্কৃতির জগদ্দল পাথর হটিয়ে দিয়ে আটপৌরে নারী-পুরুষ কিভাবে নিজেদেরকে ব্যক্ত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার খবরও সেখান থেকে পাই আমরা। যারা অতিমাত্রায় আবেগতাড়িত হয়ে অপ্রিয় কথাবার্তা বলতে থাকে তাদের নিরস্ত করার জন্য সংগঠকরা অবশেষে বাইবেলের দোহাই পাড়ে। তবুও তারা লেভেলার প্রতিনিধি হেনরি ডেনি ওরফে 'জুডাস ডেনি'-র পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো তেমন কিছু বিদ্যাবত্তার ছাপ রাখতে পারে নি।[৫০] আজো বাইবেল-বিদ্যাকে অন্যের মুখবন্ধ করার কাজেই লাগানো হয় ; তবে 'বাইবেল এই বলেছে'—আজকের দিনে এভাবে বললে কাজ হবে না ; বলতে হবে তা আরো পরিশীলিত ভাষায়।

সংগঠকদের সমস্যা দ্বিবিধ। ফেনস্টানটন আলোচনাসভায় আপসকামীদের চাপ তো ছিলই তার ওপর জমিদারদেরও চাপ আসতে থাকে। তারা চায়, লোকেরা যে-যার ধর্মপল্লীতে ফিরে যাক। তাছাড়া যারা বাস্তববাদী তারা রাষ্ট্রীয় চার্চের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য দেখিয়ে নিজের মনোমতো পথ ধরে চলতে চায়। বাপতিস্তরা কিন্তু তা হতে দেবে না। তারা এমন সব কড়া অনুশাসন প্রবর্তন করতে চায়, সাধারণ মানুষের পক্ষে যা অনুসরণ করা অসম্ভব। যতদিন

৪৭. মরটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৮-৪২। ৪৮. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৩৭, ১৬ অধ্যায়।
৪৯. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৯১-২, ৭ অধ্যায়।
৫০. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৫৩, ৪ অধ্যায় পৃ. ১৬৭-৮, ৯ অধ্যায়।

পৃথিবীর অবসান আসন্ন মনে হয়েছে, ততদিন এই মানসিক টানাপোড়েন ও নৈতিক চাপ সহনীয় ছিল। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তা সম্ভব নয়। এবং যখন রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের পর ভয়ংকর নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হলো তখন কট্টর বিশ্বাসীরা ছাড়া সবাই গিয়ে রাষ্ট্রীয় চার্চের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিল। অতএব সম্প্রদায়গুলি মুষ্টিমেয় এলিট, স্থানীয় সমর্থকদের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে রইল। তাদের অবস্থা অনেকটা ১৯৩০-এর দশকের ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির মতো যার প্রাক্তন সদস্যদের সংখ্যা যে কোনো রাজনৈতিক দলের চেয়ে বেশি ছিল। তেমনি সপ্তদশ শতকীয় সব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের প্রাক্তন সদস্য সংখ্যাও বিপুল। তার অন্যতম কারণ যা আমরা আগেও আলোচনা করেছি—বিশপদের টানে না হলেও কেক ও মদের আকর্ষণে সবাই গিয়ে পুরোনো চার্চে ফের ভিড় জমিয়েছে।

তবুও ঐসব সম্প্রদায় সমাজসেবার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ধনতন্ত্রের গোড়ার যুগের নির্দয় পরিবেশে তার সদস্যদের অন্তত টিকে থাকার ব্যবস্থাটুকু করে।[৫১] ফেনস্টানটন বাপতিস্তরা দরিদ্রদের জন্য ত্রাণসামগ্রী বিলি করে ও তাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম-রূপে ব্যবহার করে। 'নিজেকে ও ছেলেপুলেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য' একজন নারী ধর্মপল্লীর চার্চে যেতে বাধ্য হয় এবং স্বীকার করে যে, অনুতাপ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করার জন্য সে সাত শিলিং পেয়েছে।[৫২] বিশ্ব যখন বিমুখ তখন গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব সাংগঠনিক রীতিনীতিও কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। আর সদস্যদের জন্য সৃষ্টি হয় নতুন সব সামাজিক বিধিনিষেধ। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে চার্চ ঠিক করে যে, ধর্মমণ্ডলীর সদস্যরা আর ধর্মমণ্ডলীর লিখিত অনুমতি ছাড়া একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতে পারবে না। অতএব বিবেকের নির্দেশে মুক্তমনা যাজকদের ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য আর তখন চোখে পড়ে না। তার দু-বছর পর তারা স্থির করে যে, উপার্জনক্ষম কন্যাদের বাড়িতে বসিয়ে রেখে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। পিতামাতাকে 'এই পাপের জন্য' কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করা হয় এবং মেয়েদের কাজে নিযুক্ত করার জন্য বলা হয়।[৫৩] ১৬৭০-এর দশকে বুনিয়ানের চার্চ, যে-সব সদস্য ঋণ পরিশোধ করে নি, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করে। বুনিয়ান নিজে আলস্যকে নিরুৎসাহিত করতে, দরিদ্রদের ত্রাণ-সামগ্রী ব্যবসায় বিনেয়াগের জন্য ডীকনদের পরামর্শ দেন।[৫৪] এটাও অন্যতম কারণ—কেন সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলি শহরের গরীবদের মধ্যে আসর জমাতে পারে নি। কারণ, টিকে থাকার জন্য গরীব মানুষদের সারাদিন জীবিকার ধান্ধায় ঘুরতে হতো এবং তাছাড়া উঠতি বড়লোকরা চটতে পারে এমন কিছুতে তারা আর জড়িয়ে পড়তে চায় নি।

সুতরাং, এটা আপাতবিরোধী ঘটনা হলেও সত্যি যে, শেষপর্যন্ত সম্প্রদায়গুলিও যে-সব গরীবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে তাদের ওপর তারা এক ধরনের শ্রম-শৃঙ্খলা আরোপ করতে বাধ্য হয়। বাইরের থেকে প্রেসবিটারীয় শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা যা করতে পারে নি, তারা কিন্তু তা বেশ ভালোভাবেই পেরেছিল। অর্থনৈতিক অবস্থা যতো ভালোর দিকে যেতে থাকে অনশনে মৃত্যুর মতো ঘটনাও তত কালেভদ্রে ঘটতে থাকে। অধ্যাপক জর্ডনের লোকজন এবার দাতব্যখাতে ব্যয় কমিয়ে তাদের উদ্বৃত্ত টাকা উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে থাকে; কারণ তারা জানে যে, গরীবরা একেবারে না-খেয়ে মরবে না। রাষ্ট্র অথবা সম্প্রদায় কেউ না কেউ তাদের দেখাশোনা করবে। সমাজ সেবামূলক কাজ যতই প্রশংসনীয় হোক, সম্প্রদায়গুলি যে এই অসাম্য ভরা জগত পুরোপুরি মেনে নিয়েছে এটা অবধারিত সত্য। লেভেলাররা একসময় দাবি

৫১. তু.—এস. অ্যাণ্ড পি., পৃ. ২৮৬-৭, ৪২৮।
৫২. ফেনস্টানটন রেকর্ডস, পৃ. ১৭-১৯, ৮৫।
৫৩. ঐ, পৃ. ১৫৬, ২১০। স্বামীটি আদেশনামা মেনে নিয়েছিল ; কিন্তু তার স্ত্রী মানে নি।
৫৪. জি. বি. হ্যারিসন সম্পা.—, দ চার্চ বুক অফ বুনিয়ান মিটিং, ১৬৫০-১৮২১ (১৯২৮), পৃ. [১০] ; বুনিয়ান, ওয়র্কস, খণ্ড ২, পৃ. ৫৮২-৩ ; তু.—ভালজার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫।

জানিয়েছিল যে, যেহেতু দাতব্য ভাণ্ডার তছরুপ করা হয়েছে অতএব গরীবদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। ডিগাররা দাবি জানিয়েছিল, সমস্ত সাধারণের জমি গরীবদের জন্য দখল করা হোক। ডিগার ও র‍্যান্টাররা সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রীর সমবন্টনের দাবি জানিয়েছিল। র‍্যাডিক্যালরা আর দুনিয়া ওলট-পালট ঘটানোর আশা করে না। চলতি দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য তারা পরস্পরের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রদায় হয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদী।

অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত টানতে পারি যে, তাঁর সোসাইটির স্বার্থে র‍্যান্টারদের চেয়ে কোয়েকারদের প্রাধান্য দিয়ে হোথাম ঠিক কাজই করেছেন। একদল নামহারা অসংগঠিত মানুষের জটলা থেকে 'সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডসে'-র মতো দায়িত্বশীল সুশৃঙ্খল সংগঠনের সৃষ্টি বড় কম কথা নয়। আর তারা তাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ক্রমশ বেশি করে বুর্জোয়াসুলভ ভদ্র আচরণের দিকে ঝুঁকতে থাকে। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত তথাকথিত 'র‍্যান্টার পার্লামেন্টে' গরীবদের পক্ষ থেকে বহু প্রশ্ন তোলা হয়। যেমন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যেখানে সরে পড়ছে তাহলে গরীবদের সেখানে কি গতি হবে? তার উত্তরে বলা হয় 'তারা টাকা ধার করবে এবং আর কখনও তা ফেরত দেবে না।'[৫৫] এই পরামর্শ সত্যিই গরীবদের দেওয়া হয়েছিল কি-না প্রমাণাভাবে তা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু সমস্যাটা অত্যন্ত বাস্তব—'গন্যমান্য'দের সহায়তা ছাড়া গরীবদের সমর্থনই বা কতদিন টিকিয়ে রাখা যায়? আর একটা সম্প্রদায় যদি বিত্তবানদের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মূল আদর্শে তারা কতদিন স্থির থাকতে পারে? সে অর্থে র‍্যান্টাররা কোনোদিনই সম্প্রদায় পদবাচ্য ছিল না। তারা নিজেদের মধ্যে সুসঙ্গত ঐক্য বজায় রাখতে যেমন ব্যর্থ তেমনি ব্যর্থ তাদের দরিদ্র ভক্তদের জন্য কোনো সংস্থান তৈরির বেলায়ও। অবশ্য সে-পথে তারা যদি যেত তাহলে তাদের র‍্যান্টার বলে চেনা যেত না।

উইনস্ট্যানলি ও আরবেরির বিশ্বাস যে, অতিরিক্ত কথা ও আলোচনা শেষ পর্যন্ত কেবল বিভেদ সৃষ্টি করে।[৫৬] একের পর এক গোষ্ঠী গজিয়ে ওঠার ফলে যেটুকু ঐক্য র‍্যাডিকালদের ছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে সমস্ত রকমের মতবাদের সমর্থকেরা মিলে সাচ্চা লেভেলার আখ্যা দিয়ে লেভেলারদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে। এমনকি কোপ্ পর্যন্ত 'তরবারির সাম্য' ও 'খননের সাম্য' মেনে নিতে অস্বীকার করেন। কোপ্, জন স্পিট্‌ল্‌হাউস, জন ওয়েবস্টার, নেইলার ও কোয়েকারদের লেভেলার পরিচয়ের অভিযোগকে খণ্ডন করতে হয়েছে।[৫৭] উইনস্ট্যানলি র‍্যান্টার নিন্দায় মুখর হন; আবার তাদের ওপর অত্যাচার করারও বিরোধী তিনি। র‍্যান্টাররা ডিগার উপনিবেশগুলিকে তছনছ করে দিয়েছে। বাপতিস্তরা র‍্যান্টার ও কোয়েকারদের ধর্মচ্যুত বলে ঘোষণা করেছে এবং তার জবাবে কোয়েকাররা বাপতিস্ত ও র‍্যান্টারদের খ্রিস্ট বিরোধী বলে গালাগালি করে। চার্চের পুরানো বইপত্র ঘাঁটলে দেখা যায় যে, ধর্মচ্যুত করাটাই সবচেয়ে বড়ো সাজা এবং সেটা একে অন্যের বিরুদ্ধে অবলীলাক্রমে গোষ্ঠীগুলি প্রয়োগ করত। আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা রক্ষার বাড়াবাড়ির ফলে ঐক্য নষ্ট হয়; আবার আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা রক্ষা ছাড়া একটা গোষ্ঠী কখনো টিকে থাকাতে পারে না। এই সমস্যারও সহজ সমাধান বলে কিছু নেই। অবশ্য ধর্মকর, রাষ্ট্রীয় চার্চ ও তার যাজক সম্প্রদায়, চলতি আইন ও ভোটাধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রশ্নের বিরোধিতায় সব গোষ্ঠীই একজোট। কিন্তু ধর্মসংক্রান্ত

৫৫. *দ র‍্যান্টারস ডিক্লারেশন .... পাবলিশড বাই এম· স্টাবস, আ লেট ফেলো-র‍্যান্টার* (১৬৫০), ; কোহ্‌ন-এর *পূর্বোক্ত*, গ্রন্থের পৃ. ৩৩৪-এ।

৫৬. স্যাবাইন, পৃ. ২২৩-৪ ; আরবেরি, *টেস্টিমনি*, পৃ. ১৩৭।

৫৭. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৮৯-৯২, ৭ অধ্যায়, পৃ. ১৫৩-৪, ১৬১, ৯ অধ্যায়, পৃ. ১৭৫, ১৭৯-৮১, ১৭৯-৮০; ১০ অধ্যায়, পৃ. ২২০ ১৪ অধ্যায় ; জে. স্পিটলহাউস, *আন আনসার টু ওয়ান পার্ট অফ দ লর্ড প্রোটেক্টরস স্পিচ : অর, আ ভিনডিকেশন অফ দ ফিফথ-মনার্কি মেন* (১৬৫৪), পৃ. ১। ১৬৯১ সাল নাগাদ রিচার্ড বাক্সটার অনুভব করলেন যে, যখন তিনি ধনীদের অসংযত আচরণের সমালোচনা করেছিলেন সে-সময় সমানাধিকারের ব্যাপারটা তিনি মানেন নি। (*দ পুওর হাসব্যাণ্ড'স আডভোকেট টু রিচ র‍্যাকিং ল্যাণ্ডলর্ডস*. ১৬৯১, *দ রেভা. রিচার্ড বাক্সটার'স লাস্ট ট্রিটাইস*, সম্পা. এফ. জে. পোউইক. ১৯২৬. পৃ. ৪৬-এ)।

বিষয়ে—যেমন, খ্রিস্টের সম্ভাব্য দ্বিতীয় আবির্ভাবের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতবিরোধের উদ্ভব হয়।

এই অনৈক্যের ফলে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে তারা ভগবানের আদর্শ রক্ষার জন্য একযোগে বড় কোনো আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে নি। এবং ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে তার ফলে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সূচিত হয়, অভাবনীয় তার কদর্যতা। তারই সঙ্গে ভোল পাল্টাতে থাকে একের পর এক গোষ্ঠী। অন্যকে বামমার্গী বলে নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজে যে কতো নিরীহ ও সম্ভ্রান্ত, সেটা প্রমাণ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।[৫৮]

কিন্তু এই প্রতিকূল পরিবেশে নিছক টিকে থাকার জন্য আভ্যন্তরীণ-শৃঙ্খলা ও সংহতিকে আঁকড়ে থাকা ছাড়া গোষ্ঠীগুলির আর উপায়ান্তর কি! অহংকারী কোয়েকার, র‍্যান্টার, পেরট্ ও স্টোরি, এবং উইলকিনসনের দলত্যাগের ফলে কোয়েকারদের ক্রমবর্ধমান শক্তি নিঃসন্দেহে হীনবল হয়। কিন্তু দল থেকে ওদের তাড়িয়ে না দিলেই কি 'সোসাইটি অফ ফ্রেণ্ডস্' আদৌ টিকে থাকতে পারত? তাহলে কি তারা উইলিয়ম পেন ও রবার্ট বার্কলে-র মতো মানুষের সমর্থন পেত? আর এদের সমর্থন ছাড়া তাদের আর্থিক সঙ্গতির সুরাহা হতো কি করে?[৫৯]

৫ পরাজয়েও যার বিনাশ নেই

অবাধ চলাচল ও অপ্রতিহত চিন্তার স্বাধীনতা এখন অতীতের বিষয়বস্তু। এক মহান যুগের অবসান ঘটেছে। কুড়ি বছর ধরে মানুষ ক্লান্ত পায়ে গোটা গ্রেট ব্রিটেনের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত কখনো সৈনিকের বেশে কখনো কাজের খোঁজে আর কখনো বা ধর্মপ্রচারক হিসেবে করে চলেছে অবিশ্রান্ত পরিক্রমা। তার মাধ্যমে চেনা-অচেনা মানুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান প্রভূত পরিমাণে ঘটেছে। রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিউ মডেল আর্মির অফিসাররা আবার তাদের সাবেকী পেশায় ফিরে গেছে।[৬০] প্রচারক মিস্ত্রীরাও আবারো গ্রামে ফিরে যায় অথবা বুনিয়ানের মতো কারাবাস করতে থাকে। ডিগার, র‍্যান্টার ও পঞ্চম রাজতন্ত্রীরা রাতারাতি নিরুদ্দিষ্ট কোথাও তাদের চিহ্নমাত্র রইল না। নিজের নাম পাল্টে ফেলে কোপ্ এখন একজন চিকিৎসক। সলমন, পেরট্ এবং এই রকম অনেকে দেশত্যাগী হলেন। নেইলার ও বারো প্রয়াত এবং ফক্স কোয়েকারদের শৃঙ্খলার আওতায় নিয়ে এলেন এবং তারা প্রোটেস্টান্ট নীতিশিক্ষার কাছে নতি স্বীকার করল। বিশপরা আবার রাষ্ট্রীয় চার্চে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্মকর এর পুনরাধিষ্ঠান ঘটে। সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা এখন সম্মানিত। মেয়েদেরও তাদের জায়গায় ফেরত পাঠানো হলো। প্রকৃতঅর্থে গ্রেট ব্রিটেন এখন উন্মাদের ভুবন যেখানে বিভ্রান্ত ভগবানও মানুষের কাছে হার স্বীকার করেছে। গ্রেট ব্রিটেন এখন ইউরোপের অবাধ বাণিজ্যের বৃহত্তম কেন্দ্র ; কিন্তু সেখানে চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ-কারবার আদৌ অবাধ নয়। মিলটনের 'ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টাদের জাতি' এখন দোকানীদের জাতিতে পরিণত হলো।

র‍্যাডিকালদের চূড়ান্ত পরাজয় যখন অবধারিত, এ-সময় আরবেরি ও সলমন নীরবতাই শ্রেয় মনে করলেন।[৬১] কোপ্ অনুতাপ প্রকাশ করলেন কোয়েকার হয়ে গেলেন লিলবার্ন এবং মগ্‌লটোনীয় মতবাদের আশ্রয় নিলেন ক্লার্কসন। শেষ পুস্তিকার উপসংহারের মাধ্যমে পরাজয় মেনে নিলেন উইনস্ট্যানলি :

৫৮. দ্র.—বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ৬১৫।
৫৯. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৮৪-৮৮, ১০ অধ্যায় ; ক্যারল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮-৯, ৯২।
৬০. পেপিস, *ডায়েরি*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩১৫।
৬১. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৪৩-৪, ১৫৯-৬০, ৯ অধ্যায়।

সত্যের জ্যোতিতে চারিদিক যখন আলোকময়,
তখন কেবল মিথ্যারই রাজত্ব।
এও সম্ভব হলো দেখে   আমার প্রতিটি মুহূর্ত শোকার্ত।
বিপথগামীদের পথ দেখাবে যে শক্তি   সে আজ কোথায়?
এসো তুমি শক্তি, পরিবর্তিত কর, মনুষ্যহৃদয়   সত্যকে সে যেন বরণ করে নেয়।

মৃত্যুর মাধ্যমে বস্তুতে মিশে যাওয়ার শেষ ইচ্ছে জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন :

মরণ, ওগো মরণ—কোথায় তুমি আজ? তোমার দূত কি আসবে না?
প্রিয় বন্ধু, আমি তোমার পথ চেয়ে বসে আছি,
এসো নিয়ে যাও এই নশ্বর দেহ   ছড়িয়ে দাও চারদিকে
আমি যেন পরম শান্তির আশ্রয়ে একাত্ম হতে পারি।[৬২]

কিন্তু কোনো কিছুরই নিঃশেষ-মৃত্যু নেই। সত্যাশ্রয়ী র‍্যাডিকাল চিন্তাধারা বর্জন করে সপ্তদশ শতকের গ্রেট ব্রিটেনের মানুষ নিঃসন্দেহে ক্ষতি করেছে নিজেদের। কিন্তু সদর্থক চিন্তাধারা কখনো শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে না ; যেমন লোলার্ডদের পরাজয়ের এক-শ বছর পরেও তাদের ভাবধারা ইংরেজ রিফর্মেশনে আবার দেখা যায়। সুতরাং ইংরেজ বিপ্লবের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা র‍্যাডিকাল প্রোটেস্টান্ট চিন্তাধারার রেশও মুছে যাবার নয়   পুনরাবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে। সে-কাজ ইতিহাসের গবেষকদের ; কারণ ইংরেজ র‍্যাডিকালদের কাছে পরবর্তী প্রজন্মের ঋণ এখনো শোধ হয় নি। *দুনিয়া বদলের মহাকল্লোল* (*The World is turned upside down*).[৬৩] ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত এই গাথা-সঙ্গীতটি অষ্টাদশ শতকে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ যখন আমেরিকার বিপ্লবীদের কাছে ইয়র্কটাউনে আত্মসমর্পণ করেন   গানটি সময়োচিতভাবে, ঠিক তখন গাওয়া হয়। যিনি রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও জমির ব্যক্তি-মালিকানার ঘোর বিরোধী এবং জমির ওপর গ্রাম সমাজের যৌথ মালিকানার পক্ষপাতী   সেই টমাস স্পেন্স ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে *দুনিয়া বদলের মহাকল্লোল* (*The World turned upside down*) নামে আর একখানি আক্রমণাত্মক গাথা-সঙ্গীত রচনা   করেন।[৬৪] যারা আমেরিকায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মাধ্যমে শাশ্বত সুসমাচার প্রচারে নিয়োজিত'   সাকারস নামে পরিচিত ল্যাঙ্কাশায়ারের সেই গোষ্ঠীটি কথাগুলি ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে আবার উচ্চারণ করে। কারিগর, শ্রমিক ও গৃহভৃত্যদের নিয়ে গঠিত এই গোষ্ঠীর ধারণা, খ্রিস্টের সহচর হিসেবেই তাদের আবির্ভাব ঘটেছে   তাই পাপের উর্ধ্বে তাদের জীবন। সে কারণে নৃত্য গীত ও যথেচ্ছ ধূমপানে তারা মেতে থাকত।[৬৫]

আমাদের কাছে এসব চিন্তাধারার জাত-গোত্রের পরিচয় একেবারেই অবান্তর। আমরা জানি, শুধু লোকের মুখে মুখে নিতান্ত সঙ্গোপনে এ-জাতীয় চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ত এবং এভাবেই দীর্ঘকাল বেঁচে ছিল। আজ হয়তো তার চিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। উইলকসকীয়

৬২. স্যাবাইন, পৃ. ৬০০। 'চার'-এর অর্থ হলো চারটি উপাদান।
৬৩. মরটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।
৬৪. দ্র.—*পি. অ্যাণ্ড আর.*, পৃ. ১০৫-৭, এবং এর সূত্রও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজ সন্ত-সাইমন জে. ই. স্মিথ ১৮৩৩-এ বলেছেন, একজন সত্যিকারের খ্রিস্টান সে-ই 'যে দুনিয়াটাকে ওলটপালট করে দেয়' (ডব্লিউ. এইচ. জি. আরমিটেজ, *হেভেনস বিলো*, ১৯৬১, পৃ. ১৩৪)।
৬৫. ই. ডি. অ্যান্ড্রুজ, *দ পিপল কলড সাকারস* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৩) বিশেষত পৃ. ১৩-২০, ২৭-৮। মগলটোনিয়ানদের মতো সাকাররাও বিশ্বাস করত যে, দু-জন সাক্ষী এসেছিল (পৃ. ২৩)। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন বিদ্রোহী ব্যক্তি 'সাকার' নামকরণ করেন (*আ স্কটিশ মিস্ট ডিসপেল'ড*, পৃ. ১৭) এবং পরে এটি কোয়েকারদের জন্য ব্যবহার করা হতো।

[পরিচালিত] সংস্কার আন্দোলন, আমেরিকার বিপ্লব, টমাস পেইন এবং ১৭৯০ এর দশকে ইংলণ্ডে নিম্নবর্গীয় র‍্যাডিকাল মতবাদের পুনরাবর্তন প্রভৃতির ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতকীয় র‍্যাডিকাল মতবাদের কোনো প্রভাব ছিল না একথা বলা একেবারেই অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু ঘটনা এই যে, অসম্ভব না হলেও সেটা প্রমাণ করা বেশ শক্ত। অনেক কিছু অলিখিত থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা স্যামুয়েল ফিশারের বাইবেল পর্যালোচনার সন্ধান পেয়ে যাই।[৬৬] শেষ পর্যন্ত হয়তো তাও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। এভাবে আমরা দ্বিতীয় জেমসের রাজত্বকালীন 'লুব্বারল্যাণ্ড' নিয়ে রচিত বিদ্রূপাত্মক ছড়ার সন্ধান পেয়েছি যার বক্তব্য বিষয় র‍্যাডিকালদের মতো কিন্তু র‍্যাডিকালপন্থী কি-না সুনির্দিষ্টভাবে বলা শক্ত। লুব্বারল্যাণ্ডে

আইন আর আইনজ্ঞদের দক্ষিণা থাকবে না
লোকে যা খুশি তাই করবে
জজ থাকবে না, জুরী থাকবে না
জমিদার নেই তাই খাজনাও নেই
সবাই জমির মালিক।[৬৭]

মনে হয় ডিফো এখান থেকেই রসদ সংগ্রহ করেছেন যখন তিনি লেখেন :

এতদিন যে-সব জমির মালিক আমরাই ছিলুম
সবাইকে মেরে ধরে তারা সে-সব জমি লুট করেছে ...
বংশ মর্যাদার যত ভড়ং শুধু সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য।
এসবই স্যাক্সন দস্যুদের হানাদারির ফল ...
ছলে বলে কৌশলে তারা আমাদের সর্বস্বান্ত করেছে।
সময় কখনো অপরাধের বোঝা লঘু করে না
বলবানের দিকেই ধর্মের যতো পক্ষপাতিত্ব।[৬৮]

উইনস্ট্যানলির রচনা সম্ভবত ডিফো পাঠ করেন নি এবং তাঁর চিন্তাধারাও নিঃসন্দেহে হ্যারিংটনের দ্বারা প্রভাবিত। যদিও হ্যারিংটন যা লিখেছেন তার চেয়েও বেশি কড়া ওপরের কথাগুলি। এবং ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত মনমাউথ বিদ্রোহের অংশীদার ছিলেন ডিফো।

এ-প্রসঙ্গে অন্যান্য কবিদের কথাও ওঠে। লেভেলারদের সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন অলিভার গোল্ডস্মিথ। আর সপ্তদশ শতকের র‍্যাডিকালদের কাছে ব্লেক যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী।[৬৯] ডায়োনিসাস ভজনা ব্রিটেনে আবার চালু করা সত্যিই কঠিন, 'বার্লকর্ন' নামেই এখানে তাঁকে সকলে চেনে। কিন্তু স্কট কবি বার্নস র‍্যাডিকাল ঐতিহ্যের নামের পথ ধরেই হাঁটতে থাকেন। তাঁর কবিতায় 'র‍্যান্ট' ও 'র‍্যান্টিং' শব্দ দুটির ছড়াছড়ি এবং তিনি একবার 'র‍্যান্টার র‍্যাব' বলেই নিজের নাম স্বাক্ষর করেন। ঝাঁঝালো রকমের যাজক-বিরোধিতা, সৎ দারিদ্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন (ভিখারীদের সৎ, অনৈতিক জীবনযাত্রাসহ) সপ্তদশ শতকের র‍্যাডিকালদের যাবতীয় সদর্থক ভাবনা তিনি তাঁর কবিতায় আত্মস্থ করেছেন। সমাজের 'প্রধান চালিকা শক্তি' হিসেবে রাজা, অভিজাত ও বিচারকদের তিনি চিহ্নিত করেছেন এবং তথাকথিত পবিত্র-আত্মাদের আত্মতৃপ্ত ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। নরকের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন (সামাজিক নৈতিকতা ছাড়া—

নরক ভীতি হতভাগাদের ঠাণ্ডা করার
এক কড়া দাওয়াই),

৬৬. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের ১১ অধ্যায়।
৬৭. জে. অ্যাশটন সম্পা — হিউমার, উইট অ্যাণ্ড স্যাটায়ার অফ দ সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি (১৮৮৩) পৃ. ৩৭। দ্বিতীয় পঙক্তিতে 'তারা' অর্থাৎ স্যাকসন আক্রমণকারীরা।
৬৮. ডি. ডিপো, জুরে ডিভিনো (১৭০৬) পৃ. ২০৬-১৭। দ্র.—আমার সেঞ্চুরি অফ রেভোলিউশন, পৃ. ১৬৮।
৬৯. মরটন, দ ম্যাটার অফ ব্রিটেন ; বিশেষত পৃ. ১০৪-২১ ;

বাইবেলের মধ্যেও তিনি নোংরা কথাবার্তা খুঁজে পেয়েছেন এবং ভয়ংকর স্বাধীনতা প্রেমী ছিলেন (যদিও পানাসক্তির পরিচয়ও মাঝে মাঝে দিয়েছেন।) এবং বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে সৎ, এবং সেই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ একদিন আসবেই। তাঁর যৌন জীবনে প্রথাসিদ্ধ বিবাহ-ইত্যাদির কোনো স্থান নেই।[৭০]

আরো খোঁজখবর করলে আরো তথ্য ও যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে। ব্রন্টে-ভগিনীদের সৃষ্টি 'হাওয়ার্থ' গ্রিণ্ডেলটোনীয়দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁদের মতে, উনিশ শতকের গোড়ার যুগ পর্যন্ত ইতিহাস ঘাঁটলে অলিভারের যুগকেই স্বর্ণযুগ বলা চলে। [৭১] শ্রীযুত কে.ভি. টমাসের মতে, অন্তর্বতীকালীন যুগের র‍্যাডিকালদের সক্রিয় চিন্তাধারা নব্যরাজতন্ত্রের যুগে নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ সমাধানেরও যে রাজনৈতিক সূত্র পাওয়া যায়, এই ধারণাটিকে সহজে টলানো যায় না'। [৭২] যে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি টমাস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তার সঙ্গে বিলীয়মান যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসের মধ্যে ব্যবধান র‍্যাডিকালদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের মৌলনীতি দিয়ে ভরাট করা সম্ভব। [৭৩] তাছাড়া এই প্রজন্মের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, এমন সমাজও তৈরি করা সম্ভব যা ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটাবে এমন বিকল্প সংস্কৃতি সৃষ্টি করা সম্ভব যা প্রোটেস্টান্ট নীতি–বোধকে অকেজো করে দেবে। অষ্টাদশ শতকের রক্ষণশীল ধর্মীয় চেতনার ধ্বজাধারী বলে যিনি কীর্তিমান সেই মিলটন ও বুনিয়ানের রচনায় এহেন মারাত্মক চিন্তাভাবনার রেশ তখনো রয়ে গেছে।[৭৪]

এই বইয়ের পাতায় বারবার আমরা লক্ষ্য করেছি, সপ্তদশ শতকের র‍্যাডিকালরা যেন সময়ের আগে আগে চলেছে। তারা বাইবেলের পৌরাণিক আখ্যান নিয়ে নানান চর্চা করেছে যদিও তার তুলনায় পরবর্তীকালের বাইবেল চর্চা ও নৃবিদ্যা অনেক বেশি অর্থবহ। সুলভ ও সহজলভ্য গর্ভনিরোধক পন্থার উদ্ভবের ফলে মুক্ত প্রেমের চিন্তা আরো পরিষ্কার হয়েছে। আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়েছে। আর আধুনিক নৃ-বিদ্যার কল্যাণে সমাজ-বিজ্ঞান এখন আর গ্রহ-নক্ষত্রাদির মর্জি নির্ভর নয়। আধুনিক যন্ত্রণাবিহীন সন্তান জন্মদান তত্ত্বের সঙ্গে মানুষের পতন সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় বচন আদৌ সম্পৃক্ত নয়। বিবর্তন সম্পর্কিত জ্ঞানের ফলে জগৎসৃষ্টির সনাতনী ধারণাও বাতিল হয়ে গেছে।[৭৫] প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতি এখন কর্মহীনতার অনিবার্যতা দূর করেছে; তাই ব্যক্তি মালিকানা, জাতীয় শক্তি এমন কি গড় জাতীয় আয় সম্পর্কিত ধারণারও উর্ধ্বে স্থান দেওয়া চলে 'সুন্দর সুঠাম কমনওয়েলথের ধারণা। যেহেতু তারা 'সমসাময়িককালেও এগিয়ে' অতএব তাদের পিঠ চাপড়ে দাও—এটা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নয়। এসব রিক্ত শব্দগুচ্ছ অলস ঐতিহাসিকদের জন্য তোলা রইল। আমি বলতে চাই, বহু ক্ষেত্রে, চিন্তাভাবনার দিক থেকে তাঁরা আমাদের থেকে অনেক অনেক এগিয়ে। আর, তাদের অন্তর্দৃষ্টি বিশেষত কবিসুলভ কল্পনাশক্তি আজো যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

৭০. এই উদ্ধৃতিগুলো নেওয়া 'ভালোবাসা' ও 'স্বাধীনতা' কবিতা থেকে,কেন আমরা আমাদের উদ্দেশ্যকে অলসভাবে নষ্ট হতে দেব?, এক তরুণ বন্ধুকে এপিস্টেল ; এছাড়াও দ্র.—তৃতীয় এপিস্টেল থেকে জে. লাপ্রেইক, গ্লেনকর্নারের জেমস টেন্যান্টকে, পবিত্র হোয়াইল-এর প্রার্থনা, হোয়াইল নিকল-এর 'ঘোড়ার ডিম' প্রসঙ্গে এলগি, সৎ দারিদ্র বলে কিছু আছে নাকি? দেখ দৈখ!, স্বাধীনতার বৃক্ষ, লেখকের দুর্দম কান্না আর প্রার্থনা। বার্নের কবিতা হলো তার যাবতীয় আবেগের জ্যাকোবীয়বাদ—সোলেম লীগ আর কোভেন্যান্টরা বরং যথেষ্ট ইতিহাস জ্ঞানসম্পন্ন ; 'ইয়ে জ্যাকোবাইটস' নামের গানটি ডিগারদের গানের মতোই ঐ একই সুরে গাওয়া হতো।

৭১. শ্রীমতী গ্যাসকেল, *লাইফ অফ চারলোটি ব্রোনটি* (ওয়র্ল্ডস ক্লাসিক), পৃ. ১২।

৭২. টমাস, *রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড দ ডিক্লাইন অফ ম্যাজিক*, পৃ. ৬৬১।

৭৩. শ্রীযুত আরথার ক্রেগ তার *ফায়ার ইন দ বুশ* কবিতায়ও এই মত জ্ঞাপন করেছেন (ব্রেকথ্রু ব্রডসীট, ১৯৭১) : তু.—টমাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫৬-৭, এবং বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২২০-১, ১৫ অধ্যায়।

৭৪. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২।

৭৫. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১৩৪, ৮ অধ্যায়, পৃ. ২০৮-১০, ১৪ অধ্যায়, পৃ. ২২৮-৯, ১৫ অধ্যায়, পৃ. ২৬৬, এই অধ্যায়।

৬ তখন ও এখন

বিপ্লবকে দেখার দুটি দিক আছে। একটি হলো ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে যাওয়া যেমন, প্রথম চালর্সের বিবর্ণ মুখের সামনে স্যার জন হোথামের হাল্ শহরের দরজা বন্ধ করা, লাইম্ রেজিসে মেয়েদের গোলাবারুদ বয়ে আনা, গাধায় চড়ে ব্রিস্টেলে নেইলারের আসার পথে মেয়েদের তালপাতা বিছিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। আর একটা হচ্ছে মানুষের মানস লোকে ধীরে অতিধীরে অথচ গভীরে যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া চলেছে তার খোঁজখবর রাখা। তা না ঘটলে কিন্তু যাবতীয় বী রত্বের আস্ফালন পণ্ডশ্রম মাত্র। আমরা যদি ঘটনার আবর্তে হাবুডুবু খাই তাহলে চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ছবি আমাদের নজর জড়িয়ে যাবে। সুতরাং পরিবর্তনের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের একটু দূর থেকে বিপ্লবের শুরু ও শেষ অনুধাবন করতে হবে। হয়তো ভাসাভাসাভাবে এও বলা যায় যে, বিপ্লব তো চিরন্তন তার শুরুই বা কি আর শেষই বা কি! সময়ের দূরত্বকে অতিক্রম করে এটুকু অন্তত বলা যায় ' আধুনিক পৃথিবীতে ইংলণ্ডের এই প্রাধান্য অর্জনের জন্য আমরা সেই সব অনামী র‍্যাডিকালদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা অবশ্য এই পৃথিবীর কথা কল্পনায়ও আনেন নি। তাঁদের ভবিষ্যৎ কল্পনা ছিল আরো মহান এক ওলটানো জগতের জন্য এবং যার জন্যে তারা প্রাণপাত করেছেন।

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে র‍্যাডিকালদের পরাজয়ের পর এবং ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে সনাতনী রাজতন্ত্রের পুরো অবসান ঘটার পর ইংলণ্ডের শাসকবর্গ যে বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তার টিকে থাকার ক্ষমতা অপরিসীম। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত যাবতীয় চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে প্রেটেস্টান্ট নৈতিকতার লক্ষণীয় দাপটের জন্য। এই সমাজ বহু স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ও কবির জন্মদাতা এমনকি উপন্যাসেরও স্রষ্টা। নিউটন ও লক্ বুদ্ধিজীবিদের শিরোমণি। এক শক্তিশালী সভ্যতার নিদর্শন এই সমাজ এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা আগের তুলনায় অনেক ভালো। কিন্তু যে জগতে কবিরা পাগল বলে প্রতিপন্ন হয় সঙ্গীত ও কবিতা লকের কাছে বিভীষিকা হয়ে ওঠে এবং নিউটনেরও গোপন এমন সব অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা রয়েছে যা তিনি প্রকাশ করতে সাহস করেন না; কি করে তাই আমরা বলি যে, সে-জগতের সব কিছুই ভালো ও স্বাভাবিক![৭৬]

ব্লেকের মতে, লক্ ও নিউটন অবদমনের প্রতীক। হয়তো তিনি ঠিকই বলেছেন। যে-সমাজ তাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে সেই স্যার আইজাকের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই হয়তো রয়েছে সমাজ-ব্যধির লুকোনো চাবিকাঠিটি। তাই ডিন্ সুইফট যিনি স্বর্ণ-লোলুপ বর্তমান জগতের সমালোচক, সেই প্রাচীন স্বর্ণযুগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন যখন সোনা ও অবদমন দুটোই অজ্ঞাত ছিল।[৭৭] যে-সমাজের উপরতলা এত মসৃণ ও সুসমঞ্জস সেখানে সবচেয়ে ভালো হতো যদি এতটা ছিমছাম না দেখাত তাদের,এবং যাবতীয় দ্বন্দ্ব লোকচক্ষু ও সজীব মনের অন্তরালে নির্বাসিত না হতো।[৭৮] প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতা যখন মধ্যশ্রেণীর ভাব-জগত ঘিরে রেখেছে আর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শনের কুক্ষিগত, তখন ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে লাইসেন্স প্রথার অবসান ঘটানো হলো। র‍্যাডিকালদের অবাধ স্বাধীনতার নীতিসূত্রের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য এই আইনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। নিউটনের মতো সমাজের জনমত সৃষ্টিকারীরাও নিজেদের ওপর লাগাম পরিয়ে দিলেন। সম্পত্তিবানরা বিক্ষুব্ধ হয় এমন কিছু আর ছাপানো হতো

৭৬. 'সংগীত প্রায় বারুদের মতোই সাংঘাতিক, আর এর দেখভালের দাবি ছাপাখানা বা টাকা ছাপার যন্ত্রের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।' এই কথাগুলো জেরেমি কোলিয়ারের, যিনি লক-এর সঙ্গে রাজনীতি ও ধর্মের ব্যাপারে একেবারে প্রায় উল্টোদিকে অবস্থান করেন (*আ সর্ট ভিউ অফ... দ স্টেজ*, পৃ. ২৭৮)।

৭৭. দ্র.—এন. ও. ব্রাউন, *লাইফ এগেনস্ট ডেথ* (১৯৫৯) অধ্যায় ১৩ এবং অন্যত্র।

৭৮. দ্র.—আমার '"রিজন" অ্যাণ্ড "রিজনএবেলনেস" ইন সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি ইংল্যাণ্ড', *ব্রিটিশ জার্নাল অফ সোসিওলজি*, খণ্ড ২০, পৃ. ২৪৮-৯, এর সূত্রোল্লেখও ওখানেই করা হয়েছে।

না। যা কিছু আত্মগোপন করল তার হদিশ আমাদের অজানা নয়। কয়েকজন কবি তবুও বেসুরো পঙক্তিতে কবিতা ভাঁজতে লাগলেন যা নিয়ে কারো কিছু যায় আসে না। আত্মসমীক্ষার অন্য নাম যেন আত্ম-অবলুপ্তি।

উল্টানো ব্যাপারটাই এক আপেক্ষিক ধারণা। ওপর থেকে দেখলে সব সময় এটাকে কিম্ভূত মনে হতে পারে। মার্কস যেমন বলেছেন যে, হেগেল মাথার ওপর ভর করে উল্‌টোভাবে দাঁড়িয়ে। হেগেল কিন্তু তা মনে করতেন না। মার্কসের ধারণায় তদানীন্তন প্রাশিয়া এক উল্‌টানো জগতের নিদর্শন।[৭৯] যে ধারণার কল্যাণে নিচের অংশ আসবে ওপরে বা প্রথমাংশ যাবে শেষে এবং শেষের অংশ আসবে প্রথমে অর্থাৎ এমন এক সমাজ তৈরি হবে যাতে খ্রিস্টীয় বা বিশ্বজনীন প্রেমে অভিষিক্ত মনে করা হবে যেখান থেকে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা শয়তানী অথবা লোভের নিদর্শন হিসেবে নির্বাসিত হবে এবং মনের আভ্যন্তরীণ বন্দিদশা (লোভ, অহংকার, ভণ্ডামি, ভয়, হতাশা ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা)-রই বহিঃপ্রকাশ মানুষের একের দ্বারা অন্যের শোষণেরই প্রতিফলন মাত্র বলে ধরা হবে।[৮০] এ-ধরনের চিন্তাধারা শুধু প্রচলিত সমাজ-সংস্থার বিরোধীই নয় নতুন সমাজ ব্যবস্থারও জনক। আমরা বিগত তিনশো বছর ধরে সব কিছু ওপর থেকে দেখতেই অভ্যস্ত কিন্তু সপ্তদশ শতকের চিন্তানায়কদের প্রতি সুবিচার করার তাগিদে এখন অন্যান্য সম্ভাব্য পথগুলিকেও আমাদের খতিয়ে দেখা দরকার। অন্তত আমরা এ-বিষয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

এডওয়ার্ড বারো সর্বশক্তিমান নব্য রাজতন্ত্রীয় সরকারের উদ্দেশে বলেছিলেন : তোমরা যদি এসব পাত্র চূর্ণ করো তবুও তোমরা আমাদের আদর্শের আগুন নেভাতে পারবে না। তারা চিরদিনই জ্বলতে থাকবে এবং অন্যদের শরীর আশ্রয় করে তাদের বাঁচার পথ তৈরি হবে তাদের মননে বাক্যে ও কর্মে উদ্দীপিত করবে।[৮১] র‍্যাডিকালরা বিশ্বাস করত যে কথার চেয়ে কাজের দাম বেশি। উইনস্ট্যানলির মতে, কথা বলা ও বই লেখার তেমন কোনো দাম নেই। এগুলি সবই হারিয়ে যাবে। জীবন কর্মময় ; যদি তুমি কাজ না কর তাহলে তুমি কিছুই করছ না। সপ্তদশ শতকের র‍্যাডিকালদের সম্পর্কে যারা পড়েছেন এবং যাঁরা লিখছেন কথাগুলি তাঁদের সকলেরই ভেবে দেখার মতো। বুনিয়ান তাঁর প্রজন্মের লোকদের প্রশ্ন করেছিলেন : তোমরা কি শুধু কথাই বলবে কাজ করবে না? উত্তর দিচ্ছ না কেন *তোমরা* ?

৭৯. মার্কস, *ক্যাপিটাল*, খণ্ড ১ (সম্পা.—ডোনা টোর, ১৯৪৬) পৃ. [৩০] ; মার্কস-এঙ্গেলস *গেসামাৎআউসগেব*, খণ্ড ১, ভাগ ১, পৃ. ৫৬৩।
৮০. স্যাবাইন, পৃ. ৪৯৩, ৫২০।
৮১. বারো, *ওয়র্কস*, পৃ. ৬৭৭।
৮২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.২৯১, পরিশিষ্ট ২।

পরিশিষ্ট ১

হব্‌স ও উইনস্ট্যানলি : যুক্তি ও রাজনীতি

মানুষে মানুষে বিভেদ ও যুদ্ধের জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত আদিম প্রকৃতি—যা নিয়ে প্রতিটি মানুষ জন্মায়—কেউ কেউ তাকেই দায়ী করে থাকেন।
অরাজকতা দেখা দিলে অন্ধকারাশ্রয়ী সেই নিগূঢ় প্রকৃতি মানুষকে মন্ত্রণা দিল, তোমাদের সকলের ওপরে একজনকে রাজা বানাও। তিনি যে আইন তৈরি করলেন সে আইন যেন সবাই মেনে চলে।
উ ই ন স্ট্যা ন লি, *ফায়ার ইন দ বুশ* (১৬৫৩) এবং *দ ল অফ ফ্রিডম* (১৬৫২)। *স্যাবাইন*, পৃ· ৪৯৩, ৫৩১।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান গ্রন্থে টমাস হব্‌সের জায়গা হওয়ার কথা নয় ; কারণ র‍্যাডিকাল পিউরিটানদের বামপন্থী অংশ সংক্রান্ত আলোচনাই বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু। হব্‌স পিউরিটান নন তাঁকে রাজতন্ত্রী অভিজাত ক্যাভেন্‌ডিশ পরিবারের পোষ্য বলা চলে। ১৬৪০ সালে তিনি ইংলণ্ড থেকে পালিয়ে যান এবং গৃহযুদ্ধের সময়টা বিদেশেই কাটান। কিছুকালের জন্য তিনি নির্বাসিত রাজকুমার চার্লসের গৃহশিক্ষক ছিলেন। কমনওয়েলথের যুগে র‍্যাডিকালরা অবদমিত হওয়ার পর ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তাঁর মতে যে বিপ্লব আদৌ ঘটতে দেওয়া উচিত হয় নি সেই বিপ্লবেরই কীর্তি ও সাফল্য সম্পর্কে তাঁর মনের কোণায় একধরনের সম্ভ্রম স্থান পেয়েছিল। একদা তিনি বলেছিলেন, 'স্থানের মতো সময়েরও যদি উচ্চ-নিচ বিভাজন চিহ্নিত করা সম্ভব হয় তাহলে যথার্থই আমি মনে করি, ১৬৪০ ও ১৬৬০ সালের মধ্যবর্তীকাল, সময়ের বিচারে উচ্চতম।'[১] হব্‌স যেহেতু সমানাধিকার ও গুণের প্রকৃত কদরে বিশ্বাসী, তাই রাজতন্ত্রী আর্ল অফ ক্ল্যারেণ্ডনের চোখে তিনি একজন লেভেলার ছাড়া আর কিছু নন। যাদের অন্নে তিনি লালিত-পালিত সেই অভিজাতদের প্রতি হব্‌সের বিদ্বেষ প্রবণতাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন আর্ল মহোদয়।[২] বুদ্ধির দিক থেকে হব্‌স প্রায়শই র‍্যাডিকালদের পক্ষাবলম্বন করতেন।

হব্‌স ও উইনস্ট্যানলির মধ্যে মেরুপ্রমাণ ব্যবধান। হব্‌সের দর্শন প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার ধর্মনিরপেক্ষ সংস্করণ বিশেষ। প্রকৃতির কোলে স্থান পেয়েছে হব্‌স কথিত যে মানুষটি, সে আসলে ক্যালভিনের আদিম মানুষ যে নাকি স্বার্থপর, প্রবৃত্তিতাড়িত ও নিঃসঙ্গ মানুষ।

১. হব্‌স, *ইংলিশ ওয়র্কস*, খণ্ড ৪, পৃ. ১৬৫।
২. ক্লারেনডন, *আ ব্রিফ ভিউ অ্যান্ড সারভে অফ ....মি. হব্‌সে'স বুক এনটাইটেলড লেভিয়াথান* (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৬৭৬) পৃ. ১৮১-২।

প্রোটেস্টান্ট মতবাদ মানুষের অপরাধবোধ ও পাপবোধের প্রতিষেধক হিসেবে উদ্যম, মিতব্যয়িতা ও অধ্যাবসায়ের নীতিশাস্ত্র খাড়া করেছে। যুক্তিনির্ভর মননশীলতায় আস্থাশীল হব্স লাভক্ষতির অংক কষে একই লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছেন। নরকভীতির তাড়না নয় উপযোগবাদই তাঁর ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎস এবং প্রধান চালিকা শক্তি। হবস্‌কে সঠিকভাবেই প্রতিযোগী-ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্‌গাতা রূপে চিহ্নিত করা হয়। তিনি ধনবাদী সমাজের মূল চরিত্রকে অনাবৃত করেছেন এবং যুক্তিবাদী মানুষের কাছে বিস্বাদ মনে হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক বিশ্বাস্য ভাষ্য উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। সমষ্টিবাদী ধারণার ভিত্তিতে উইনস্ট্যানলিও অনুরূপ প্রয়াসে উদ্যোগী হন। হব্‌সের মতো তাঁর উপস্থাপনাভঙ্গি ততটা তীক্ষ্ণধার যদিও নয় তথাপি তিনি এক যুক্তিনির্ভর রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পরিকাঠামো নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, সমস্ত যুক্তিবাদী মানুষের কাছে তার সুফল স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হবে। [৩] কিন্তু গোড়া থেকেই উইনস্ট্যানলি একদিকে শাস্ত্রকারদের 'পাপ' অভিধাটি এবং অন্যদিকে হব্‌সের প্রতিযোগী-ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ উভয়কেই বর্জন করে চলেছেন।

উইনস্ট্যানলি ও হব্‌স উভয়েই কিন্তু অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির দিকে গুরুত্ব না দিয়ে রাজনীতির শেকড় ধরে টান দিয়েছেন। যে-সমাজের তাঁরা বাসিন্দা, সেই প্রতিযোগিতামূলক সমাজের যাবতীয় খুঁটিনাটি উভয়েরই নখদর্পণে। অদ্ভুত মনে হলেও তাই অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে পথ নির্দেশক হিসেবে বাইবেলের অস্তিত্ব উভয়ের কাছেই সমান গুরুত্বহীন। এবং তাঁরা দুজনেই বাইবেলকে এমন ভাষায় সমালোচনা করতেন যা তাদের দুঃসাহসের পরিচয় দেয়। [৪] নরকের অস্তিত্ব সম্পর্কে উভয়েই সংশয়ী। হব্‌স সম্ভবত ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু খ্রিস্টান কিনা বলা মুশ্‌কিল। তিনি বরং যে দেশে বাস করেন সে দেশের রাজার ধর্ম হিসেবে খ্রিস্টধর্মকে সমীহ করতে ইচ্ছুক। তাঁরা দুজনেই যুক্তির মাধ্যমে উপনীত সিদ্ধান্তকে জোরদার ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য বাইবেলের আখ্যানভাগকে কাজে লাগানোর পক্ষপাতী। কবিতাশ্রয়ী সত্যের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে, উইনস্ট্যানলি বাইবেলের অন্তর্গত পৌরাণিক কাহিনীগুলির প্রতি আগ্রহী হন। অন্যদিকে হব্‌সের এ-জাতীয় কোনো আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতিরাজ্য বিবৃত করার প্রসঙ্গে কিন্তু তিনিও পুরাণের দ্বারস্থ হন। উভয়েই ভয়ংকর যাজক-বিরোধী ; কারণ যাজকরা, হবস্ কথিত সার্বভৌম মানুষ ও উইনস্ট্যানলির নর-নারীর অন্তরাশ্রয়ী খ্রিস্ট এই উভয় তত্ত্বেরই বিরুদ্ধবাদী। দু-জনেই ধর্মীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তার ওপর হব্‌স নিজে দিব্যদর্শন অথবা ঐশী প্রেরণা এসব একদম পছন্দ করতেন না। তাঁরা কেউই অ-জাগতিক কোনো শক্তির হাত ধরে মোক্ষলাভের প্রত্যাশী ছিলেন না। মুক্তির জন্য হব্‌স লেভিয়াথানের (অতি মানবিক শক্তি) মুখাপেক্ষী এবং বিচারবুদ্ধি ও মানবদেহী খ্রিস্টই উইনস্ট্যানলির ভরসাস্থল। দুজনেই সাম্যে বিশ্বাসী এবং তাঁদের ধারণায় 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি সার্বভৌম ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ এবং তারই সৃষ্টি।' ধর্ম নিয়ে পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী উভয়েরই চক্ষুশূল ; কারণ, উইনস্ট্যানলির মতে, পদার্থের অন্তর্নিহিত গতিচঞ্চলতা এবং ভগবানও যে এক চলমান সত্তা তা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্বীকার করে না। আর হব্‌সের মতে, গতিই জীবন এবং গতির ধর্মই তো বিশ্বজনীন দর্শনের প্রবেশ দ্বার। উভয়েই মনে করেন যে, প্রকৃত আদর্শ ভিত্তিক কমনওয়েলথ গঠিত হয় নি এবং এই ত্রুটি দূর করার জন্যই তাঁরা কলম ধরেছেন। [৫]

হব্‌সের দৃষ্টিতে, সমানধিকারভোগী ও প্রতিবেশী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সমাজে যদি

৩. স্যাবাইন, পৃ. ৫১৩, ৫৮১।

৪. এখানে ব্যবহৃত হবস সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রমাণ পেয়েছি *পি. অ্যান্ড আর.*পৃ. ২৭৫-৯৮ থেকে (এছাড়া অন্যগুলি মূল থেকে নেওয়া)। উইনস্ট্যানলির জন্য দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের অধ্যায় ৭।

৫. হবস, *লেভিয়াথান* (পেঙ্গুইন সং.) পৃ. ২৩৪, ১৮, ২৮ ; *ইংলিশ ওয়র্কস,* খণ্ড ১, পৃ. [৮] ; স্যাবাইন, পৃ. ৫৬৫, ৫৬৭।

সার্বভৌম শক্তির উদয় না ঘটে এবং শেষ অবলম্বন হিসেবে চূড়ান্ত ক্ষমতা-কেন্দ্র সৃষ্টি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অরাজকতার প্রবণতা অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। র‍্যাডিকালদের মধ্যে খুব কম লোকই রাজনৈতিক তত্ত্বের এই কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ রাষ্ট্র ও ব্যক্তিমালিকানার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। লেভেলারদের কখনো এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় নি। এবং পুটনি বিতর্কসভায় আয়ারটন যখন বলেন যে, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিমালিকানার সহাবস্থান শেষপর্যন্ত ধোপে টেঁকে না এই বক্তব্যের মোক্ষম জবাব তাঁরা দিতে পারে নি।[৬]উইনস্ট্যানলিই একমাত্র ব্যতিক্রমী র‍্যাডিকাল যিনি হব্‌সের সমস্যা ধরতে পেরেছিলেন এবং সমাধান হিসেবে তার বিকল্পের কথাও ভেবেছেন। বর্তমান পরিশিষ্টের শীর্ষলেখে উদ্‌ধৃত উইনস্ট্যানলির বক্তব্যে হব্‌সের কথা উল্লেখিত। *লেভিয়াথান* প্রকাশিত হওয়ার একবছর আগে অর্থাৎ ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে উইনস্ট্যানলি এসব কথা লিখেছেন যদিও হব্‌সের অভিমত ১৬৪০ সাল থেকেই নানা মহলে প্রচারিত। যদিও আয়ারটন বা উইনস্ট্যানলি হব্‌সের রচনা পড়েছেন কি-না আমাদের জানা নেই এবং সেটা বড় কথাও নয়। তদানীন্তন সমাজই হব্‌সের চিন্তধারার আসল জনক। [৭] আবার উইনস্ট্যানলি যখন মানুষকে স্বভাবসিদ্ধ প্রতিযোগী বলে ভাবতে অস্বীকার করেন তখন তিনি নিছক একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নন সমাজেরই প্রতিভূ। আবার তিনি হবস্ কথিত আদিম প্রকৃতির অস্তিত্বকে স্বীকার না করে পারেন না যখন তিনি লিখছেন : যেখানে ভয় নেই সেখানেও কাল্পনিক ভয়ের অধিষ্ঠান। সে অন্যদের ধ্বংস করতে উদ্যত হয় এই ভয়ে যে, পাছে অন্যরা তাকে ধ্বংস করে। অন্যের দ্বারা অত্যাচারিত হতে হবে এই ভয়ে সে অন্যদের ওপর অত্যাচার করে পাছে অভাবগ্রস্ত হতে হয়, আর এই ভয়ে সে অন্যদের শ্রমার্জিত জিনিস জোর করে কেড়ে আনে। কল্পনার দৌরাত্ম্যে 'তোমার মন ভয়-শঙ্কা-সংশয়, ঝঞ্ঝাট, দুশ্চিন্তা ও অসন্তোষে কানায় কানায় ভরা। সে-কারণেই তুমি যুদ্ধ ভেদাভেদ ও লোলুপতার বশবর্তী।' যতদিন কল্পনাশক্তির দৌরাত্ম্য চলবে ততদিনের জন্য অন্তত একটি সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্র অপরিহার্য সেটা হবে হয়তো 'ডাকাত সর্দারদের সরকার'। তাই সম্পত্তি ও প্রতিযোগিতার কবল থেকে মুক্তির জন্য যুক্তির শাসন কায়েম করা দরকার। [৮]

হব্‌সের প্রতি উইনস্ট্যানলির জবাব আসলে পুরাণ কথিত শাশ্বত সু-সমাচারের (Everlasting Gospel) রূপান্তরিত সংস্করণ।[৯] তৃতীয় যুগ, উইনস্ট্যানলির ধারণায়, তাঁর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছে, যখন ঘরে ঘরে মানুষের পুত্র-কন্যাদির মধ্যে খ্রিস্ট আবির্ভূত হয়ে 'সঠিক পথে সঠিক লক্ষ্যে মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে পরিচালিত করেছেন'। তিনি সকলকেই সৎমানুষে পরিণত করবেন অর্থাৎ 'সকলেই স্বেচ্ছায় জাগতিক ধ্যানধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই জগতে যৌথ জীবন-যাপন করবেন।' তারা প্রকৃতির নিয়ম মানবে এবং বিবেক-বুদ্ধিই হবে মানুষের প্রধান চালিকাশক্তি এবং জাগতিক নিয়মও বটে।[১০] কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রবণতার পুনরুত্থান রোধ করা ছাড়া, রাষ্ট্রের আর দমনমূলক কোনো কর্তব্যকর্ম থাকবে না।

প্রকৃতি রাজ্যের নিয়মের সূত্র অবলম্বন করে হব্‌স রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত তৈরি করেন এবং তাঁর মতে, প্রকৃতির নিয়মের মধ্যেই মানুষের কর্মবিধি ও সাধারণ নিয়মাবলী নিহিত তা যুক্তি দিয়েই বোঝা যাবে। মানুষ যদি বুঝত যে, প্রকৃতির নিয়ম সমাজের বেলায়ও প্রাসঙ্গিক তাহলে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য তা থেকে যুক্তিগ্রাহ্য শিক্ষা নিত। অন্যথা কাঁটাঝোপে খালিপায়ে লাথি মারা বা জলকে ওপরের দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টার মতো পণ্ডশ্রমই হবে শুধু। মানুষের মন, হব্‌স বলছেন, একাধারে আত্মপরায়ণ ও প্রতিযোগিতা-প্রবণ। অতএব, এক সার্বভৌম শক্তির

৬. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৮৮, ৭ অধ্যায়।
৭. কিউ. স্কিনার, 'দ ইডিয়োলজিক্যাল কনটেকসট অফ হবসে'স পলিটিক্যাল থট', *হিস্টোরিক্যাল জার্নাল*, খণ্ড ৯, পৃ. ২৮৬-৩১৭।
৮. স্যাবাইন, পৃ. ৪৫৬-৭, ৪৫২, ৫২৯।
৯. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১১০, ৭ অধ্যায়। ১০. স্যাবাইন, পৃ. ১০৫, ১১১-১২।

কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণেই মানুষের মঙ্গল। তাঁর যুক্তিশৃঙ্খল এতই মজবুত যে, গোড়া ধরে টান দিতে না পারলে এবং তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ খুঁজে না পেলে তাকে টলানো যায় না। এবং উইনস্ট্যানলি সেই যুক্তিই হাজির করেছেন যা এই অধ্যায়ের শীর্ষলেখে বিধৃত অনুচ্ছেদের পরের অংশে রয়েছে। তাঁর মতে, মানুষমাত্রেই সামাজিক জীব। 'সদ্যজাত এক শিশুর দিকে তাকাও; দেখ, বড় না হওয়া পর্যন্ত সে কেমন নিষ্পাপ, নির্দোষ, বিনীত, সহিষ্ণু, ভদ্র, অল্পে সন্তুষ্ট ও অসূয়ামুক্ত।' বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিযোগিতামূলক সময়ে ও সমাজে মানুষের পতন ঘটে এবং লোভেরও বশবর্তী হয়। কিন্তু এটা অনিবার্য অথবা চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়। আমাদের সকলের মধ্যে বিচারবুদ্ধি বর্তমান এবং এই বিচারবুদ্ধির জোরেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুষঙ্গ—এই লোলুপতা রোধ করা সম্ভব। মানব সমাজের অস্তিত্বের অপরিহার্যতার তাগিদে বিচার বুদ্ধি দাবি জানায় সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার। 'বিচারবুদ্ধির কল্যাণে একজন মানুষ প্রতিবেশীর চৌহদ্দিতে অনধিকার প্রবেশ করে না—তবে অন্যে যদি করে, তাহলে সেও করবে। কারণ বিচারবুদ্ধি তাকে শিখিয়েছে যে, প্রতিবেশী যদি অন্নহীনও বস্ত্রহীন হয় তাহলে তাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করা উচিত কারণ একদিন যখন তোমারও সেই হাল হবে, প্রতিবেশীও তখন তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে।'[১১] এরই পরিণতিতে, উইনস্ট্যানলি তৃতীয় যুগ অর্থাৎ আত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ যুগের কথা ভেবেছেন। সেটা ধর্মপ্রাণ জেহাদীদের যুগ নয়—একথা বলাই বাহুল্য। সেদিন খ্রিস্ট স্বয়ং নরনারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে শেখাবেন যে, যৌথ জীবনযাত্রা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বিশ্ব-বিধানেরই অংশবিশেষ, সেদিন কেউ আর কাঁটা ঝোপে লাথি মারবে না।

হবসের ধারণা, প্রকৃতির বিধান সম্পর্কে সবাই অবহিত কিন্তু কেউ তাকে মানে আবার কেউ মানে না ; এ সবই যার যার নিজস্ব হিসেব। না-মানলে তার পরিণাম কিন্তু তার নিজের ও সমাজের পক্ষে ভয়াবহ। বল্গাহীন স্বার্থপরতা সার্বিক সংঘাতের রূপ নেবে এবং অবশেষে যুদ্ধ ডেকে আনবে। অতএব যে কোনো এক সার্বভৌম শক্তি খাড়া করে তাকে মান্য করতে হবে। যাই হোক, হবসের বিশ্বাস, বেশ কিছুকালের জন্য বহুলোকের বিশ্বাসযোগ্য এক রাষ্ট্রবিজ্ঞান তিনি সৃষ্টি করেছেন। যে বিজ্ঞানানুসারে সার্বভৌম শক্তির কাজ হবে বুদ্ধিভ্রংশ মুহূর্তে করে ফেলা, বুদ্ধিহীন কাজের কর্তাকে সাজা দেওয়া। তাঁর দেওয়া ধারণা, তাঁর কলম ধরার আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সুদৃঢ় নীতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠার কোনো প্রশ্নই ওঠে নি।

উইনস্ট্যানলি কৃত বিচারবুদ্ধি পর্যালোচনায় যেন রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা'র (General Will) পূর্বাভাস প্রতিভাত। সব মানুষের মনেই তার আভাসটুকু মেলে ; কিন্তু পুরোপুরিভাবে কোনো মানুষই তার দ্বারা প্রভাবিত নয় : সবাই সুযোগ পেলে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার ও তাকে ধ্বংস করার ফিকির খোঁজে। 'অনেক সময়ই মানুষ বিবেকবর্জিত কাজ করে থাকে ; যদিও সে মনে করে যে, বিচারবুদ্ধি মতোই সে তার কাজ করেছে।' রাজশক্তির আওতায় এটাই রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তন ঘটবে যখন বিচারবুদ্ধি 'সবাইকে এককাট্টা করবে এবং একে অন্যের পৃষ্ঠপোষক হয়ে সকলে মিলে সমষ্টির স্বার্থরক্ষা করবে।' যারা কম স্বার্থপর, যাদের শুভইচ্ছার প্রতি অনুরাগ আছে তারাই বিচারবুদ্ধির কল্যাণে 'সব মানুষের বোধবুদ্ধিকে সঠিক পথে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত করবে।' কারণ, মানবসমাজ এক ও অখণ্ড। উইনস্ট্যানলির বিশ্বাস যে, নর-নারীর অন্তরাশ্রয়ী খ্রিস্ট সকলের মধ্যে এ-বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করবে যে, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতাতেই সকলের লাভ। এমন কি ধনীরাও উপলব্ধি করবে যে, আপাতত তাদের লোকসান ঘটলেও শেষপর্যন্ত সাম্যবাদী সমাজে তারাও লাভবান

১১. ঐ পৃ. ৪৯৩ ; *দ সেইন্টস পারাডাইস*, পৃ. ১২৩-৪ ; তু.—স্যাবাইন, পৃ. ১১১, ১২৫, ১৯৭, ২৩৫, ২৬১-২ ; মার্কিউস, *অ্যান এসে অন লিবারেশন*, পৃ. ১৯।

হবে এবং এটাই *স্বাভাবিক*। হবসের দর্শন মেনে নেওয়ার চেয়েও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এটা একটা বড় বিপ্লব। 'মনুষ্য হৃদয়ে এ হেন পরিরর্তন অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতার নিয়মে সবাইকে ··· দীক্ষিত করে তুলে ন্যায়পরায়ণতার দিন ঘোষিত হবে। এবং প্রতিটি নর নারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হবেন এক একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক। '[১২] তাঁর *স্বাধীনতার অনুশাসন (The Law of Freedom)* গ্রন্থটির অন্যতম পরিচ্ছেদ *প্রকৃত ম্যাজিস্ট্রেটের পুনরাবর্তন (True Magistracy Restored)*-এ বলা হয়েছে যে, পরিবর্তন নিচের থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হব্‌সের বুদ্ধিগ্রাহ্য র‍্যাডিকাল মতবাদ দ্বিতীয় চার্লসের সভাসদদের ভাবনাচিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। [১৩] কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ইংলণ্ডের প্রভাবশালী নব্য রাজতন্ত্রীযুগের মান্যগণ্য সম্পত্তিবান লোকেদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় নি। কারণ হব্‌সের দর্শন অতিমাত্রায় যুক্তিগ্রাহ্য। হব্‌স ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও বিশপতন্ত্রের আঁতাত ও তার দ্বারা সৃষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় ভড়ং অনাবৃত করে দেখিয়েছেন। ১৬৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে সম্পত্তির মালিকেরা মাথার ওপর এরকম একজন দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে দেখতে চেয়েছে। কিন্তু সমাজ যখন পুরোনো দিনের মতো আবার স্বাভাবিক শিথিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তখন হব্‌সের কঠোর রাজনৈতিক দর্শনের জায়গা নিল লক-এর চিন্তাধারা। প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতাশ্রয়ী হব্‌সের চিন্তাধারার তুলনায় লক-এর চিন্তাধারা শিথিল যুক্তিসম্পন্ন, ঢিলেঢালা ও সনাতনী মানুষদের কাছে কম আপত্তিকর। সে যুগে রাজা দৈবাধিকার বলে রাজত্ব করলেও, সম্পত্তির মালিকদের অপছন্দসই কাজ কর্ম করলে তাকেও তাড়ানো যায় এবং চার্চ মানুষের জন্য স্বর্গের দিশারী হলেও বিশপ কিন্তু রাজনীতিবিদ্‌দের দ্বারা মনোনীত হন; আর এহেন যুগের পক্ষে লক-এর মতবাদ অত্যন্ত যুতসই।

১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে হব্‌স যখন সনাতনী দৈবাধিকার, বংশ কৌলীন্য ও ধর্মীয় স্বীকৃতি বাদ দিয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অপরিহার্যতার প্রসঙ্গ তুললেন তখন তাঁর চিন্তাসূত্র ছিল পুরোপুরি নির্ভুল। তাঁর দৃষ্টিতে, সার্বভৌম ক্ষমতার অনুষঙ্গ শুধু বৈধতার নয়, এ-প্রসঙ্গে তার কার্যকারিতাই প্রধান বিবেচ্য। *কার্যকর ক্ষমতা* তত্ত্ব (*de facto*) উদ্ভবের ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রয়াসের মধ্যে হব্‌সের অবদানই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। [১৪] এই তত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে, সার্বভৌম ক্ষমতা কার হাতে সেটা বড় কথা নয় এই প্রতিযোগিতামূলক আত্মকেন্দ্রিক সমাজের বন্ধন অটুট রাখতে ঐ ক্ষমতাধারী সক্ষম কিনা সেটাই প্রধান বিচার্য বিষয়। উইনস্ট্যানলি কিন্তু *কার্যকর ক্ষমতা* তত্ত্ব-এর গোড়া ধরে টান দেন এবং দেখান যে, যদি প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তি-মালিকানা সম্পর্কের অবসান ঘটে তাহলে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নই গৌণ হয়ে যায়। যেমন পাপ থেকে সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে নি বরং ঘটেছে ঠিক *উল্টো* । সুতরাং সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দমনমূলক রাষ্ট্রতন্ত্র ও পাপের ত্রাণকর্তা ধর্মপ্রচারক উভয়ের অস্তিত্বই তখন অবান্তর মনে হবে। কারণ, উভয়েই সম্পত্তি রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ। হব্‌স নিশ্চয়ই উইনস্ট্যানলিকে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, তাঁর বক্তব্যের আসল দুর্বল জায়গাটা কোথায়! উইনস্ট্যানলি ধরেই নিয়েছেন, সব মানুষের বিচারবুদ্ধি সকলকে একই কথা শেখাবে ও একইদিকে পরিচালিত করবে ; যেমন রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' প্রসঙ্গে একই কথা প্রযোজ্য। এঁদের এহেন ধারণা প্রসঙ্গে হব্‌সের উত্তর হচ্ছে : 'বিতর্কের উদ্ভব ঘটলে যে খাঁটি বিচারবোধ বিতর্কের নিরসন করবে বলে তাঁরা বলছেন, সেটা আসলে তাঁদের নিজস্ব বিচারবোধ।' [১৫] এই উভয়সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে উইনস্ট্যানলির পথ আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত, যেটা রুশোর বেলায় বলা যাচ্ছে না। রুশো আশা করেন যে, যোগ-বিয়োগ করে কিছু একটা শেষপর্যন্ত দাঁড়াবে। আর উইনস্ট্যানলির প্রত্যাশা যে,

১২. স্যাবাইন, পৃ. ১০৫, ২০৬, ২২২, ২৬১ ; *দ সেইন্টস প্যারাডাইস*, পৃ. ৭২।
১৩. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.২৮৭-৯০পরিশিষ্ট ২।
১৪. স্কিনার, 'দ ইডিয়োলজিক্যাল কনটেকসট অফ হবসে'স পলিটিক্যাল থট', নানাস্থান দ্রষ্টব্য।
১৫. হবস, *দ এলিমেন্টস অফ ল* (সম্পা:—এফ টৌনিস, কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯২৮) পৃ. ১৫০।

প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে শেষবিচারের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিরাজমান। কিন্তু সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা সম্পর্ক রাষ্ট্রশক্তি ও তার আনুষঙ্গিক মতাদর্শের নিজের জোরে টিকে থাকার ক্ষমতা যে অপরিসীম, হব্‌সের মতে, তাঁরা উভয়েই সেটাকে অত্যন্ত খাটো করে দেখেছেন।

এক সংবেদ্য রচনায় কার্ল মার্কস লিখেছেন, হব্‌সের অবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বেকনীয় বস্তুবাদের লাবণ্য ঝরে গেল। বিজ্ঞান হারিয়ে বসল আনন্দ, উদ্দীপনা ও সজীবতা। যুক্তি শুধু লাভক্ষতির হিসেব কষার মধ্যেই পাক খেল। হব্‌সের দৃষ্টিতে যুক্তি বলতে বোঝায়, শুধু বাজারচলতি যোগের,অবশ্য একই সঙ্গে বিয়োগেরও হিসেব,যার মধ্যে আমাদের যাবতীয় চিন্তার সাধারণ অভিজ্ঞান মিশে গেল।[১৬] কিন্তু যুক্তি বলতে উইনস্ট্যানলি বোঝেন প্রেম। যুক্তি বলতে বোঝায় ঈশ্বরের সন্ততির মধ্যে খ্রিস্টের পুনরুত্থান। সুতরাং বিজ্ঞান ও ভগবানের পরিচ্ছদ এই পৃথিবীতে আবার লাবণ্য ফিরে পাবে। হব্‌সের চিন্তাধারায় মিশে থাকা বিমূর্ততার একেবারে বিপরীত মেরুতে উইনস্ট্যানলির পৌরাণিক ও কাব্য গুণান্বিত দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান। তাছাড়া মানুষের স্বভাবজাত স্বার্থপরতা ও প্রতিযোগিতাপ্রবণতা সম্পর্কিত ক্যালভিনীয় ধারণা উইনস্ট্যানলির মতে নিতান্তই ভ্রান্ত। হব্‌সের ধারণা যে, মানুষ মূলত মৃত্যুভয় তাড়িত। আর উইনস্ট্যানলি চান মানুষ বাঁচুক এবং প্রাচুর্যের মধ্যে বেঁচে থাকুক। অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে—উইনস্ট্যানলি প্রেম বলতে কি বোঝাতে চান ডেভেন্যান্ট সেটাকে ব্যক্ত করেছেন :

> 'প্রেমের মুক্ত আঙিনায় সব শক্তিই সমান।
> ভয় নয়, সেখানে ভালোবাসারই রাজত্ব।' [১৭]

১৬. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস., *দ হোলি ফ্যামিলি* (১৮৪৪), *মার্কস অ্যাণ্ড এঙ্গেলস অন রিলিজয়ন*-এর (মস্কো, ১৯৫৭) পৃ. ৬৪-৫ ; হবস, *লেভিয়াথান* (পেঙ্গুইন সং.) পৃ. ১১১।

১৭. স্যার ডব্লিউ. ডেভেন্যান্ট *গোনডিবার্ট* (সম্পা:–গ্লাডিস) পৃ. ২৩৫।

প রি শি ষ্ট ২

মিলটন ও বুনিয়ান : র‍্যাডিকালদের সঙ্গে সংলাপ

তাই আমরা হতাশকে ভয় করি না ; আর তাকিয়ে থাকি, প্রতীক্ষা করি প্রত্যাশা ভরে মুক্তির পথের।
বু নি য়া ন, *দ হোলি ওয়ার* (১৬৮২), *রচনাসমগ্র*-এর খণ্ড ৩, পৃ· ৩৫৩-য়।

১ মি ল ট ন

যদি তাঁর কাব্যশক্তির মহিমায় অভিভূত না হতাম, তাহলে বহু আগেই মিলটনকে আমরা র‍্যান্টারদের পূর্বসূরী বলে চিনতে পারতাম। ১৬৪১-এ তিনি নিজে থেকেই 'ফ্যামিলিপন্থী বলে কথিত লোকদের' সঙ্গে আদি খ্রিস্টানদের তুলনা করতে শুরু করেন। এটা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার ; কারণ তখনও পর্যন্ত লর্ড ব্রুক ফ্যামিলিপন্থীদের নিন্দাবাদ করেন নি ; আর তার আগে লেভেলার ওয়ালউইনও তাদের সপক্ষে কোনো কথা বলেন নি। মিলটন ইতিমধ্যেই র‍্যাডিকালদের মতো আসন্ন স্বর্ণযুগ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন।[১] তিনি *গ্যাংগ্রীনা*-র পাতায় বিবাহবিচ্ছেদের পৃষ্ঠপোষক বলে চিহ্নিত হন। মিলটনও এর প্রতিশোধ নিয়েছেন 'অবিবেচক এডওয়র্ডস আর স্কচ দুবৃত্ত-র অতিরঞ্জিত কথা' (? বেইলি)-র তুলনা করে। তিনি রিচার্ড ওভারটনের *মানুষের নশ্বরত্ব* (*Mans Mortallitie*) গ্রন্থে বিবৃত আত্মার ঘুম পাড়ানিয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। *অ্যারিওপ্যাজিটিকা* (*Areopagitica*)-য় তিনি প্রকাশনার পূর্বশর্ত হিসেবে সেন্সর প্রথার সমালোচনা করেন। কারণ তাঁর মতে আত্মপ্রকাশ সবসময় প্রগতিশীল যেহেতু ১৬৪০-এর দশকে বিশ্বাসীদের কাছে নতুন নতুন সত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।[২] ক্লিমেন্ট রাইটার তাঁকে পুরোপুরি সমর্থন জানান। শিক্ষা সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ *ট্রিটাইজ অফ এডুকেশন*-এ মিলটন আশা প্রকাশ করেন যে, শিক্ষার ফলে পতনজনিত পরিণাম থেকে মুক্তিলাভ এবং 'আমাদের আদি পিতামাতার বিড়ম্বনা' খানিকটা সহনীয় করা সম্ভব। এই আশাই তিনি *প্যারাডাইজ লস্ট*-এর শেষ পঙ্‌ক্তিগুলিতে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এ-জাতীয় মতামতগুলির সঙ্গে ফ্যামিলিপন্থী চিন্তাধারার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। মিলটনের বিবাহবিচ্ছেদের প্রতি

১. মিলটন, *কমপ্লিট প্রোজ ওয়র্কস*, খণ্ড ১, পৃ. ৭৮৮ ; তু.—খণ্ড ২, পৃ. ২৭৮। ব্রুকের বিষয়ে দ্র.—হালার, *ট্রাকটস অন লিবার্টি*, খণ্ড ২, পৃ. ১৩৪। ডি. এম. উল্‌ফ-এর *মিলটন ইন দ পিউরিটান রেভোলিউশন* গ্রন্থে র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে মিলটনের কথোপকথন সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো আলোচনা করা হয়েছে। (১৯৪১)
২. এডওয়র্ডস, *গ্যাংগ্রীনা*, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪ ; রাইটার, *দ জুস ডিভিনাম অফ প্রেসবিটারিয়ানিজম*, পৃ. ৮০-৪ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৮ অধ্যায় পৃ. ১২৮, ৮ অধ্যায় পৃ· ২৬৫, ১৮ অধ্যায়

সমর্থনের আসল কারণ হলো, তিনি কেবল প্রেমজ বিবাহেই বিশ্বাসী। এবং এ-বিষয়ে ক্লার্কসনের যৌনতা সম্পর্কিত মন্তব্যও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। ক্লার্কসনের মতে, 'ভগবান সৃষ্ট প্রথার প্রতি অঙ্গীকার অক্ষুণ্ণ রেখে ও স্বীয় বিবেকের অনুমোদন পেলে যে কোনো মানুষ পত্নী ত্যাগ করতে পারে।' ঈশ্বর মনোনীত মানুষেরা বিবাহ বন্ধনসহ যাবতীয় বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে। [৩]

মানুষের অন্তরাশ্রয়ী ভগবানই মিলটনের আরাধ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি বাইবেলকে বিচার করেছেন এবং বিশ্রাম দিবস উদ্‌যাপন প্রথা বর্জন করেছেন। মিলটনের *অ্যারিওপ্যাজিটিকা* ও তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত পুস্তিকা সমুদয় সেই সাক্ষ্য বহন করছে। তিনি বলছেন, খুশির মারফত মানুষের কাছে প্রেরিত ঈশ্বরের দশটি নির্দেশের অন্যতম যে বিশ্রাম দিবস পালন সেটা তাঁর জানা। কিন্তু বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করাকে তিনি পাপ ও আইনবিরুদ্ধ কাজ বলে মনে করেন। [৪] এই উক্তির মধ্যে বোথামলি-র মনোভাবের প্রতিধ্বনি শোনা যায় যার কথা আমি এর আগে বলেছি। [৫] উইনস্ট্যানলি, কোপ, *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভার্ড*-এর লেখক ও জেমস নেইলারের মতো মিলটনেরও 'দ্রুত অপসৃয়মান এবং মঠবাসীসুলভ নীতিবোধে' কোনো আস্থা নেই। যে-আদর্শ মানুষকে জনহিতকর কাজে উদ্বুদ্ধ করে সে-সবের প্রতিই তাঁর বিশ্বাস। তাঁর কাছে 'বিশ্বাসের সক্রিয় ভূমিকাই একমাত্র বিবেচ্য।'[৬] যে কোনো র‍্যাডিকালের মতোই পুরোহিত, প্রথাসিদ্ধ চার্চ ও তার যাবতীয় রীতি-নীতি-অনুষ্ঠানাদি এবং ধর্মকরের তিনি ভয়ংকর রকম বিরোধী। তিনি যাজক ও গৃহী-ভক্তের মধ্যে ভেদরেখা টানার বিরুদ্ধে। তাঁর মতে, একজন দীনহীন অখ্যাত কারুশিল্পীও ধর্মোপদেশদানে কৃতবিদ্য হতে পারে। [৭] অনেকটা র‍্যান্টারদের মতোই তিনি যাজকদের 'কাল্পনিক জুজু হিসেবে পাপকে' প্রাধান্য দেওয়ার অপচেষ্টায় খেদ প্রকাশ করেন।[৮] যদিও মিলটন ভক্তের অন্তরাশ্রয়ী খ্রিস্টের অস্তিত্বে *বিশ্বাসী* (*believers*), তবুও কিন্তু তিনি *অ্যারিওপ্যাজিটিকা*-য় সেন্সরপ্রথাকে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে অপমানজনক বলে চিহ্নিত করেছেন। *কম্যুস্* (*Comus*) পুস্তিকায় তিনি সমস্ত জাগতিক দ্রব্যের সমবন্টনের কথা বলেছেন ; এবং আরো পরে ১৬৫৯ সাল নাগাদ তিনি 'সমস্ত পতিত ও সাধারণের জমির ন্যায়সঙ্গত বন্টনের পক্ষে' বক্তব্য রাখেন। [৯] রাজহত্যার পক্ষে তাঁর দর্পিত যুক্তি অনেকটা র‍্যাডিকালদের মতো। তিনি বলেন, কোন্ সে নির্বোধব্যক্তি যে জানে না যে, সব মানুষই আজন্ম স্বাধীন। আর রাজা এবং ম্যাজিস্ট্রেট, এরা তো সব জনপ্রতিনিধি। এর ব্যতিক্রমী চিন্তা তো 'মানব সমাজের মর্যাদাবোধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার' সামিল। [১০] লেভেলারদের বিরুদ্ধে কলম ধরার জন্য কাউন্সিল অফ স্টেটের নির্দেশ কখনো তিনি মান্য করেন নি ; যদিও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কমনওয়েলেথের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ব্যবহার করেছেন।[১১] পৃথিবীর অন্য যে-সব দেশ বহুকাল স্বাধীনতা-হারা, তারাও স্বাধীনতা ফিরে পাবে এই আন্তর্জাতিকতাবাদী আশাবাদের তিনিও একজন শরিক। [১২]

শুধু গদ্যে লিখিত পুস্তিকাতেই যে র‍্যাডিকালদের সঙ্গে মিলটনের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে তা নয়, মিলটনের কবিতাই আসলে ধ্বংসাত্মক যা কখনো কখনো তাঁর বিশ্বাস ও সচেতন

৩. মিলটন, *কমপ্লিট প্রোজ ওয়র্কস*, খণ্ড ২, পৃ. ৩৬৬-৭, ৬৭০। তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১২১, ৮ অধ্যায়।
৪. মিলটন, *ওয়র্কস* (কলম্বিয়া সং.) খণ্ড ১৭, পৃ. ৭-৯ ; তু.—খণ্ড ১৬, পৃ. ১১২-৬৩।
৫. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১৬২, ৯অধ্যায় ; তু.—পৃ. ২৭২।
৬. মিলটন, *কমপ্লিট প্রোজ ওয়র্কস*, খণ্ড ২, পৃ. ৭৫০ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৪৪, ১৬ অধ্যায়।
৭. মিলটন, *ওয়র্কস* (কলম্বিয়া সং.) খণ্ড ৬, পৃ ৯৮।
৮. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১২০, ৮ অধ্যায়।
৯. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৫১, ১৭ অধ্যায়।
১০. মিলটন, *কমপ্লিট প্রোজ ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ১৯৮-৯, ২০৪।
১১. তু.—*ঐ*, খণ্ড ৫, ৪২১, লেভেলারদের সঙ্গে একই অবস্থানে থেকে শরিক হওয়ার জন্যে।
১২. *ঐ*, খণ্ড ৪, পৃ. ৫৫৫।

মনকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। তিনি মানসিক দ্বন্দ্ব অথবা ভালো কাহিনী বুননের তাগিদে উইনস্ট্যানলির মতো পুরাণকথিত নরক এবং শয়তানকেও উপজীব্য করেছেন। ধ্রুপদী কাহিনী ও বাইবেলাশ্রয়ী পুরাণ এই দুটোকেই তিনি সমানভাবে ব্যবহার করেন কিন্তু আক্ষরিকভাবে অবশ্যই নয়। তাঁর মতে, মানুষের মনই নরকের আবাসভূমি আর স্বর্গ পৃথিবীরই রূপক, কল্পনা মাত্র। *প্যারাডাইজ লস্ট*-এর এক সংকট মুহূর্তে যখন আদম জানতে পারল যে,ঈভকে সে হারাতে চলেছে যেহেতু সে আপেল খেয়েছে তখন আদম হাহাকার করে ওঠে :

তুমি ছাড়া জীবনের স্বাদ
তিক্ততায় পরিপূর্ণ
তোমার মধুর ভাষ্য-ভালোবাসার
স্মৃতি সাথে নিয়ে
একা আমি, অসম্ভবের
মুখোমুখি।
রক্তে দেহে এক হওয়া
দুই হৃদয়ের দুঃখ, সুখভোগ
অমৃতলোকের
অভিন্নতার শাশ্বত স্বাদ।

এক্ষেত্রে মিলটনের মধ্যে উভয়বলতা লক্ষণীয়। অধ্যাপক ওয়ালডক সঠিকভাবেই বলেছেন, এটি একটি মূল দ্বন্দ্ব। কবিতা যা বোঝাতে চাইছে, তার সঙ্গে কবিতা পাঠের পর পাঠক যা অনুভব করল তার মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধেছে।[১৩] দার্শনিক মিলটন ভগবানের অভিপ্রায়ের অনুগত। তিনি মনে করেন, নিয়ম, শৃঙ্খলা, বশ্যতা এসব অপরিহার্য। কিন্তু তাঁর হৃদয়, সংকটাপন্ন আদমের জন্য আপ্লুত,যে নাকি প্রেমের বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত। কবিতাটির মর্মবস্তুর চেয়ে তার আবেগের ফল্গুধারা আরো মারাত্মক।

মিলটন যদি 'জেনেসিস' অথবা অন্যান্য ভাষ্যকারদের অনুসারী হতেন তাহলে তিনি বলতেন অহংকার অথবা বুদ্ধিজীবীসুলভ কৌতূহলই আদমের পতনের জন্য দায়ী। না, তিনি তা বলেন নি। তাঁর মতে, প্রেম এবং একজন নারীর জন্য প্রেম বোধই এই পতনের মূলে। সততার সঙ্গে নির্জনবাসের চেয়ে একজন নারীর সঙ্গকামনাই অনেক শ্রেয়। এবং *প্যারাডাইজ লস্ট*-এর শেষ কথা হচ্ছে : 'স্বর্গের অস্তিত্ব তোমারই মধ্যে রয়েছে এবং তা পুরাণকথিত স্বর্গের চেয়ে অনেক সুখকর।' এই বক্তব্যের মধ্যে কোপিনের চিন্তাধারা (অজ্ঞাতসারে হলেও) নিহিত। এবং র‍্যাডিকালরা তো এ-কথা বারবার বলেছে যে, মানুষ এই পৃথিবীর বুকেই ত্রুটিমুক্ত জীবনযাপন করতে পারে।[১৪] যাই হোক, নারীর প্রেমের জন্য এহেন আর্তির পক্ষ সমর্থন মিলটনের মতো একজন ন্যায়পরায়ণ প্রোটেস্ট্যান্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধ্বজাধারীর পক্ষে কি ভাবা যায়! প্রথা-বিরুদ্ধভাবেই মিলটন দেবদূতদের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে দেহ প্রবণতা ও তাদের ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি আসক্তির কথা বর্ণনা করেছেন। এগুলিকে আমাদের অদ্ভুত মনে হবে না, যদি র‍্যাডিকাল দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর মধ্যে ভগবানের অস্তিত্বকে অনুধাবন করতে পারি। র‍্যাডিকাল তত্ত্বের শেষ কথা হচ্ছে, মর্ত্যের মাটিতে বেঁচে থাকাই সব এবং তাকে ভালোভাবে উপভোগ করতে জানতে হয়।[১৫] মিলটন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে আদম ও ঈভের পতনপূর্ব

১৩. এ. জে. এ. ওয়ালডক, *প্যারাডাইস লস্ট অ্যান্ড ইটস ক্রিটিকস* (কেমব্রিজ ইউ. পি., ১৯৪৭) পৃ. ২৩-৪।
১৪. তু.—*প্যারাডাইস রিগেইনড*-এর শুরু এবং শেষ হলো—'স্বর্গোদ্যান উত্থিত হলো সেই বিশাল বিপুল বনভূমি থেকে' : 'একটা সুস্থ সুন্দর স্বর্গ এখন পাওয়া গেল।' কোপিন বিষয়ে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৬৪, ৯ অধ্যায়।
১৫. মিলটনের *ক্রিশ্চিয়ান ডকট্রিন*. প্যান্থেইজম-এর প্রতি প্রবণতার জন্যে দ্র.—সৌরাট. *ব্লেক অ্যাণ্ড মিলটন*. পৃ. ১৪৫-৮।

নরকভাকে মহিমান্বিত করেছেন এবং তাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যমিলন সংঘটিত হয়েছিল, এ-বিষয়েও তিনি নিশ্চিত। উইনস্ট্যানলি অথবা অ্যাবেজের মতো তিনিও, যে-সব ভক্তরা কৃতজ্ঞতার কথা বলে তাদের ওপর খাপ্পা। তাঁর মতে, এ-সব ভক্তরা সাধুতার আড়ালে মিথ্যাচারে অভ্যস্ত। ভণ্ডামিই হচ্ছে, 'সেই পাপাচার যা ভগবান ছাড়া সকলেরই দৃষ্টির বাইরে'। মিল্টন জোর দিয়ে বলেন যে, পতনের পূর্বে সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। শ্রম কখনো অভিশাপ হতে পারে না। পতনের পূর্বে স্বর্গে থাকাকালীন আদম পরিশ্রমী ছিল এবং পতনের পরও আলস্য তার দৃষ্টিতে অত্যন্ত মন্দ।[১৬]

মিল্টন বেশ কুশলতার সঙ্গে প্যারাডাইস লস্ট ও প্যারাডাইস রিগেইনড রচনায় অবিধর্মীয় মতবাদের কথা অব্যক্ত রাখেন। এবং যে মতবাদের মর্মার্থ ১৮২৫ সালে ডি ডকট্রিনা ক্রিশ্চিয়ানা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কাপকারেরাও বুঝতে পারেন নি মিল্টনের অভিপ্রায়। তারপর থেকে অনেক সূত্র ও সংকেতের সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। মানুষও খ্রিস্টেরই মতো ভগবানের অন্যতম সন্তান যা উইনস্ট্যানলিও বিশ্বাস করতেন। যখন বহু বাধা-বিঘ্ন পার হয়ে অনন্তকাল ধরে ভ্রাম্যমান মানুষকে যিশু বিশ্বাসের স্বর্গে নিয়ে এলেন তখনই ঘটল স্বর্গে পুনঃপ্রবেশ। কি করে সম্ভব হলো সেটা? মানবসমাজের প্রতিনিধি হয়ে যিশু ক্রুশ-বিদ্ধ হয়েছিলেন বলে নয়। সম্ভব হলো একজন মাত্র মানুষ সমস্ত প্রকার প্রলোভন উপেক্ষা করে লক্ষ্যপথে স্থির ও অবিচল ছিলেন বলে। সেই 'খাঁটি লোকটি' যে কেউ হতে পারে—নোয়া অথবা স্যামসন অথবা খ্রিস্ট এবং (কারো কারো মতে) হয়তো মিল্টন স্বয়ং। এ-সবই খ্রিস্টীয় পৌরাণিক কাহিনীকে রূপকের মাধ্যমে, র‍্যাডিক্যাল তত্ত্বের উন্মোচন। যেখানে প্রতি বিশ্বাসীর ভেতরের অহর্নিশ দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাসের চেয়ে কাজের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুই সরকারের [কমনওয়েলথ ও নব্য রাজতন্ত্রের] মধ্যবর্তী সময়ে পতন নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার সূত্রপাত এভাবেই ঘটে।

প্যারাডাইস রিগেইনড রচনায় রাজনৈতিক সমস্যার অকাল-সমাধান বর্জিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে 'মানুষের দুর্বলতার কাছে শয়তানের শক্তি পরাভূত হবে'—এ-কথার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে অ্যাবেজের ও কোয়েকারদের উক্তি। খ্রিস্টের রাজত্ব যে পার্থিব ঘটনা নয় এই ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ আসলে মিল্টন (এবং র‍্যাডিক্যালদের) নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই অনুবৃত্তি। চার্চ ও রাষ্ট্রশক্তির একীকরণ এবং রাষ্ট্রশক্তির হাতে বিবেকী স্বাধীনতার লাঞ্ছনা ভোগ এ দুটি ক্ষেত্রে মিল্টন সারাজীবন এক আপসহীন যোদ্ধা। খ্রিস্ট পার্থিব রাজ্যপাট চান এটা তো শয়তানের বাসনা। তিনি বলেন, ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টের রাজত্ব কায়েম হবে 'কিভাবে হবে তা তোমার জানার কথা নয় আর আমারও তোমাকে বলার কথা নয়।' এ-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে কোয়েকার বিশ্লেষণের খুব কাছাকাছি।[১৭] কিন্তু স্যামসন অ্যাগোনিস্টেসপাঠে মনে হয়, মিল্টন রাজনৈতিক কাজের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন কিন্তু কিভাবে সেটা ঘটতে পারে তা ছিল তাঁর অজানা। তাঁর প্রজাতন্ত্রের পতাকা তিনি উড়িয়ে দিলেন *দ রেডি অ্যাণ্ড ইজি ওয়ে টু এস্টাব্লিশ আ ফ্রি কমনওয়েলথ*-এর মাস্তুলের ওপর অর্থাৎ এই সাহসী রচনাটিতে যেন তাঁর গভীর প্রজাতন্ত্রী বিশ্বাসের বিস্ফোরণ ঘটেছে। অথচ তিনি এসব লিখেছেন নব্য-রাজতন্ত্রী সেন্সর প্রথার আওতায় এবং তিনি নিজেও ছিলেন একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি। এসব সত্ত্বেও তাঁর পরবর্তী কবিতাগুলিতে নানারকম শব্দের কারিগরির মাধ্যমে তিনি প্রজাতন্ত্রী ভাবধারা ব্যক্ত

১৬. দ্র.—উইনস্ট্যানলির ধারণায়, আদমের বদলে পোকল হলো পাপ—পৃ. ১২০, ৮ অধ্যায়। তত্র দ্র.—কে. ভি. টমাস, 'ওয়র্ক অ্যাণ্ড লেইসার ইন প্রি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি,' পৃ. ৫৬-৭, মিল্টনের এই ধারণার পিছনে আছে দীর্ঘ মধ্যযুগীয় পরম্পরার ঐতিহ্য।

১৭. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৫৩, ১৭ অধ্যায়।

করেছেন। তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থখানি, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এটা [illegible] পোলিশ-নৃপতি জন সোবিয়েস্কির প্রতি স্তুতি জ্ঞাপনের জন্য রচিত কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এটা স্তুতি নয়, ব্যাজস্তুতি। প্রথমত, সোবিয়েস্কির আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্রনীতির পাশাপাশি দ্বিতীয় চার্লসের পররাষ্ট্রনীতি অতিশয় ম্লান। দ্বিতীয়ত, জন সোবিয়েস্কির আদলে তৈরি দ্বিতীয় চার্লসের প্রতিমূর্তির আবরণ যখন লণ্ডনের টোরিপন্থী লর্ড মেয়র উন্মোচন করেন তখন উভয় নৃপতির মধ্যে বেশভূষা সবাইকে এক ধরনের অম্ল-মধুর স্বাদ যোগায়। এই প্রতিমূর্তির সৌজন্যে কবি মার্ভেল ও(সম্ভবত)রোচেস্টার কবিতা রচনার জন্য অনেক রকমের খোরাক পান।[18]

আমার বক্তব্য এই নয় যে, মিল্টন একজন প্রচ্ছন্ন র‍্যান্টার। এবং তিনি যে র‍্যাডিকালদের সঙ্গে বহু বিষয়ে একমত, সেটাও বলছি না। বরং বলা যেতে পারে যে, প্যারাডাইস রিগেইনড-এর মূল সুর র‍্যান্টার বিরোধী। সঠিক মিথ্যা জানি না কিন্তু এ-প্রসঙ্গে এলউডের বক্তব্য হচ্ছে যখন এই কাব্যটি রচিত হয়, মিল্টন তখন কোয়েকারদের সঙ্গে মেলামেশা করছিলেন। আর কোয়েকারদের মতিগতিও তখন পেটি ও অন্যান্যদের কল্যাণে র‍্যান্টারদের মতো। খ্রিস্ট যখন একাকী নির্জনবাস করছেন, শয়তান তখন তাঁর সামনে খাদ্য ও পানীয় এনে হাজির করলে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। আর যখন দেবদূতরা তাঁর জন্য আহার্য এনে দেন তিনি সেগুলি তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেন। খ্রিস্টের এই আচরণের মাধ্যমে র‍্যান্টারীয় তত্ত্ব — নিজে পবিত্র হলে সব কিছুই পবিত্র—কিন্তু নস্যাৎ হয়ে গেল। ১৬৬৭ সাল নাগাদ কোয়েকাররা যেমন মধ্যপন্থী হয়ে উঠেছিল, মিল্টনও তাদের মতো একজন বিচক্ষণ মধ্যপন্থীর মতো আচরণ করতে থাকেন। তিনি কোয়েকারদের মতোই বিশ্বাস করেন যে, 'পবিত্র হৃদয়ে — আত্মিক সত্যের বিকাশ ঘটবে' এবং মানুষের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

> মানুষের অন্তরেই 'সত্যের দৈববাণী শোনা যাবে।[19]

একজন অবসর-ভোগী বুদ্ধিজীবী-মনিবের রক্তচক্ষুর সামনে মেহনত করা কাকে বলে, মিল্টন তা জানেন না।[20] ১৬৪৫ সালের পর থেকে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, গদ্যে লিখিত পুস্তিকায় তাঁর যে-সব ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রতিভাত সেগুলি অন্তরালবাসী ফ্যামিলিপন্থীদের র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার প্রভাবজাত। এবং র‍্যান্টাররাও মিল্টনের মাধ্যমে সেগুলি আত্মস্থ করে। ঈসিয়ে সরাৎ আমায় মার্জনা করবেন (*Pace*)। বোহ্‌মের গ্রন্থটি মিল্টনের পড়া থাকলেও অন্যান্য সূত্র থেকেও ফ্যামিলিবাদীদের গোপন চিন্তাধারা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা খুবই সম্ভব। তাছাড়া তিনি বোথামলি-র ভগবানের আলো আঁধারি রূপ (*Light and Dark Sides of God*) পড়লেও বুঝতে পারতেন যে, পাপের জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই আলো/আঁধারির দ্বন্দ্ব অন্যান্য র‍্যাডিকালদের মতো মিল্টনের চিন্তার জগতেও অনেকখানি জুড়ে রয়েছে।[21]

আমার মতে মিল্টনের মধ্যে অভিজাতসুলভ সামাজিক সংস্কার ও র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবীসুলভ বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছিল। যেমন অলিভার ক্রমওয়েলের মধ্যে অকৃত্রিম র‍্যাডিকাল ধর্মীয়

১৮. মার্ভেল, পোয়েমস অ্যাণ্ড লেটারস, সম্পা.—এইচ. এম. মার্গোলিয়থ (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯২৭) খণ্ড ১; পৃ. ৩০০-৩ ; রোচেস্টার, পোয়েমস (সম্পা. পিন্টো, ১৯৫৩) পৃ. ১১১।
১৯. এটি অবশ্যই প্যারাডাইস রিগেইনড-এর একটি ছোট্ট দিক মাত্র। অন্যদিকটি হলো বিশ্বব্যাপী বিদেশনীতি বাতিল করা, বড় শক্তির সঙ্গে আঁতাত যেটি পরিষ্কারভাবে প্রোটেক্টর সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা।
২০. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৫৭, ১৬ অধ্যায়।
২১. ডি. সরাৎ, মিল্টন, ম্যান অ্যাণ্ড থিংকার (১৯৪৪) ভাগ ৪ ; দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ.১৬৩, ৯ অধ্যায়।

বিশ্বাসের পাশাপাশি টিকে ছিল মফঃস্বলের জোতদারসুলভ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা যদি মনে করি যে, মিলটনের সঙ্গে র‍্যাডিকালদের অবিরাম ভাববিনিময় ঘটেছে এবং র‍্যাডিক্যালদের সমস্ত ধ্যানধারণার সঙ্গে তিনি একমত না হলেও তাদের কতকগুলি মতামতের দাম দিয়েছেন তাহলে তাঁর মহৎ কাব্যকে বুঝতে আমাদের সুবিধে হয়। রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর কোয়েকারদের সঙ্গে যে তাঁর অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়, তা আমাদের জানা। আবার আমরা একথাও জানি যে, (আরবেরির মতো) তিনি কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে পাকাপাকিভাবে যুক্ত ছিলেন না।

উইলিয়ম এম্পসনের এক অসাধারণ চিত্তাকর্ষক ও বিতর্কিত রচনা *মিলটনস্ গড*-এর যুক্তি সমুদয় অনুধাবন করতে গিয়ে মিলটন বিচারের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাছে সঠিক মনে হয়েছে। আকর্ষণীয় হলেও এম্পসনের গবেষণাপত্র মনে সন্দেহ জাগায়, যখন তিনি বলতে চান যে, কবি মিলটন যে-সত্যের সন্ধানে রত তা ধর্মবিৎ মিলটনের অন্বিষ্ট সত্য নয়। প্রেমের শক্তি-জাতীয় আবেগজাত সত্যই নয় শুধু, ভগবানের প্রকৃতি সংক্রান্ত দার্শনিক সত্যের সঙ্গেও ধর্মবিৎ মিলটনের মতানৈক্য বিদ্যমান। তাঁকে যদি নির্বোধ অথবা পুরোপুরি বিভ্রান্ত মনে না করি তাহলে তিনি নিশ্চয়ই, তাঁর এহেন চিন্তাধারা সংকলিত করতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি এবং নির্বোধ বা ভীমরতিগ্রস্তও নন তিনি। যদি তাঁর সঙ্গে র‍্যাডিকালদের অবিরাম মত বিনিময় ঘটে থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে, যেগুলি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না বা বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে করেন না সেগুলি নিশ্চয়ই তিনি বাতিল করে দিতেন। উইনস্ট্যানলি, আরবেরি বা অন্য পাঁচজন র‍্যান্টারের মতো তিনিও যদি মনে করতেন যে, যে-ভগবানের পূজা এতদিন খ্রিস্টানরা করে আসছে সে-ভগবান নষ্ট ও দুষ্ট প্রকৃতির তাহলে তাঁর গোটা জীবনের ছকই বদলে যেত। ফিলিস্তানিদের মন্দির ভেঙে পড়ার মতো তাঁর মাথার ওপরও ধ্বস নামত। তাঁর জীবনের ছন্দ ও তাঁর দৃষ্টিহীনতাকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করার জন্য লোকের কাছে তাঁকে ভগবৎ বিধানকেও ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করতে হয়েছে। কোনো র‍্যান্টারের পক্ষে *প্যারাডাইজ লস্ট* লেখা সম্ভব নয়। সেই সুতীব্র ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা অন্য কারো পক্ষে অসম্ভব। 'যারা ভগবান কী বস্তু জানে না', তাদের ছাড়া আর সকলের কাছেই ভগবানের অভিপ্রায় বোধগম্য। অন্যরা, যারা কেবল 'ভগবানের বিধান সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে তারা তাদের নিজেদের উদ্‌ভ্রান্ত মন দিয়ে তাঁকে বোঝার চেষ্টা করে ও কেবলই খেই হারিয়ে ফেলে। তারা শুধু অনিশ্চয়তায় ভোগে অথচ কোনো সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌঁছতে পারে না।' আর তাদের জন্য :

অচেতন পরধীনতায়
পরাভূত যুদ্ধবন্দী
বিশ্বাসের স্বর্গচ্যুত হয়ে
অনিশ্চয়ের দিকে অবিশ্বাসের বুকে
আশ্রয়ের অন্বেষায় ফেরে

বিপ্লবীরা যে পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে, ভগবান ঠিক সময় মতো সেই পরিবর্তন সাধন করবেন—এই আস্থাটুকু না থাকলে ইতিহাস অর্থহীন হয়ে পড়ে ; ভবিষ্যৎ বলেও কিছু থাকে না। *প্যারাডাইজ লস্ট* এর শেষ দুটি অংশে ভগবানের প্রত্যক্ষ নির্দেশে প্রেরিত মাইকেল স্বর্গচ্যুত আদমকে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পূর্বাভাস জানিয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। যারা ভগবানের মতিগতি সম্পর্কে আস্থাশূন্য কথাগুলি তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক :

নিরুত্তাপ, নিরুত্তর প্রত্যাঘাতে ;
লুপ্ত ধর্মবোধ,
সুপ্তি মনন চিন্তনে ;
বিধ্বস্ত আঘাতে আঘাতে।

আবিষ্ট কোনো এক স্বৈরাচারের
মহাঘোরে
নিরন্তর দ্বন্দ্ব সংঘাতে।
নীতিহীন, ভিক্ষাবৃত্তি
ঠেলে দেয় অধঃপতনে
তবুও চূড়ান্ত নয়
অবিমৃষ্য স্বেচ্ছাচারিতা।
নিয়ত দ্বন্দ্ব বেদনার অন্য এক বোধে
আশাহত ফিরে পায়
হৃত আশা লোক ;
নিচেষ্ট চেষ্টা করে যায়
মানবিক পুনরুজ্জীবনে।
অমৃতের দ্বার খোলে
আকাঙ্ক্ষার নব উত্তরণে ।

আমার ধারণায়, *প্যারাডাইজ লস্ট*, *প্যারাডাইজ রিগেনইড* ও *স্যামসন অ্যাগোনিস্তেস* রচনায় বিপ্লবের ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের প্রয়াসই মুখ্যত নজরে আসে। এবং এই ব্যর্থতার জন্য যারা দায়ী তাদের চিহ্নিত করা ও পরাজয় থেকে উত্তরণের চেষ্টা· এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিউ মডেল আর্মির মতো স্যামসনও জনগণের প্রতিভূ :[২২]

'আমি স্বয়ম্ভু নয়—
কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান
আর আমার দেশকে মুক্ত করার জন্য
আমি স্বর্গ থেকে আদিষ্ট।'

নিজের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে — ড্যালাইলার এই অভিযোগ স্যামসন মেনে নেয়। এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যে, ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেনারেলদের উদ্দেশে মিলটনের সতর্কবাণী ছিল যে, যদি তারা লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জন করতে না পারে, তাহলে তারা একদিন নিজেরাই রাজতন্ত্রী বনে যাবে।[২৩] বিদ্রোহী দেবদূতদের সম্বন্ধে ভগবানের উক্তি :

আমি তাদের মুক্ত অবস্থা দান করেছি—
তারা মুক্তই থাকবে যদি না তারা স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করে।

তারা 'নিজেদের প্রলুব্ধ করেছে এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে।' পরিণতিস্বরূপ, শয়তান আর মুক্ত নয়, সে নিজের কাছে নিজে বন্দী। সবই ঘটেছে প্রয়োজনের খাতিরে।

২২. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১১৭, ৭ অধ্যায়।
২৩. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৪৯, ১৭অধ্যায়। *স্যামসনঅ্যাগোনিস্তেস* লেখা হয়েছিল পুনরুত্থানের যুগের আগে, এই যুক্তি মানতে আমি নারাজ। ফলত বেশ কিছু পরোক্ষভাবে উল্লিখিত বিষয় ১৬৬০-এর পরের ইংলণ্ডের সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই খাপ খেয়ে গেছে। তবে এটা না ভাবা শক্ত যে তখন, নিদেনপক্ষে এর কিছুটা পুনরলিখন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৬৫০-এর শেষের দিকে এসে মিলটন দেখলেন যে, শাসক জেনারেলদের সঙ্গে রাজভক্তদের তফাৎ খুব সামান্য। তু.—অ্যান্টস ওরাস, 'মিলটন'স ব্লাঙ্ক ভার্স অ্যাণ্ড দ ক্রনোলজি অফ হিজ মেজর পোয়েমস', *এসেজ অন জন মিলটন* (সম্পা. জে. এন. প্যাটরিক, ফ্লোরিডা ইউ. পি., ১৯৫৩), পৃ. ১২৮-৯৫।

অলিভার ক্রমওয়েল ও শয়তানের একই যুক্তি এবং সেটা আসলে 'স্বৈরাচারীর অজুহাতমাত্র।'

এম্পসন সঠিকভাবেই বলেছেন, যে কোনো সময় ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটতে পারে এটা মিলটনের জানা ছিল। তিনি না জেনেশুনে শয়তানের পক্ষ সমর্থন করেন নি। তাঁর মধ্যে তার প্রতি প্রশ্রয়ের মনোভাব ছিল। বিপ্লবী মিলটনের চোখে শয়তানের অনেক বৈশিষ্ট্যই প্রশংসনীয়। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পতনের মুহূর্তে তিনি আদমকেও সাদরে গ্রহণ করেছেন। মিলটনের মধ্যে যে অপ্রতিহত রোমান্টিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবাবেগ চোখে পড়ে সেটা মার্লো এবং র‍্যান্টারদেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু মিলটনের মতে, এহেন ভাবাবেগ যদি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয় তাহলে সেটা সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক। এক মহৎ আদর্শ কিভাবে বিকৃত ও পথভ্রষ্ট হয়, শয়তানের পথ তারই উদাহরণ। এই একই কাজ উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেনারেল অথবা উচ্ছৃঙ্খল সাধারণ সেনাদের দ্বারাও সম্ভব। ব্লেক, শেলী ও বায়রন-এর আবির্ভাব এবং বৈপ্লবিক রোমান্টিকতার পুনরাবর্তনের ফলে, এটা লক্ষণীয় যে, শয়তানকে *প্যারাডাইজ লস্ট*-এর প্রকৃত নায়ক বলে চিহ্নিত করাটাও রেওয়াজে পরিণত হয়।[২৪] আমরা প্রশংসা না করে থাকতে পারি না যখন টেনিসন-এর ইউলিসিস বলেন :

যদিও অপহৃত অনেক কিছুই
তবু বাকি আরো ;
যদিও আমরা আর
নই আগের আমরা
যা ছিলাম কোনো এক কালে,
মর্ত্য-স্বর্গ কম্পিত আমাদের দর্পিত পদক্ষেপে—
তবুও আমরা যা, আমরা তাই-ই ;
বীর হৃদয়ের সেই একই প্রবণতা ;
দুর্বল হয়েছে শুধু সময়ের ঘাতে
আর ভাগ্যের হাতে
তবুও শক্তিশালী ইচ্ছা আমাদের
জানার, দেখার, আর
জয় করবার।
অবিরাম—অবিরাম অন্বেষা।'

মিলটনের শয়তানের মুখে একই ধরনের উক্তি কিন্তু আমাদের মুগ্ধ করে না :

'ভূমি যদি হৃত হয় হোক
সব কিছু যায় নি হারিয়ে ;
রয়েছে অদম্য ইচ্ছা ;
প্রতিহিংসা-স্পৃহা আর
কালজয়ী ঘৃণা,
অদম্য সাহস যা অনবনত
আছে কি এমন কিছু
সাধ্যাতীত জয় করা তাকে?
চির অপ্রাপণীয়, অপরাজেয়?

মিলটনের মতে, স্বাধীনতা সম্পর্কে শয়তানের ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত :

২৪. ড্রাইডেনের ধারণা অনেক বেশি যুক্তিসিদ্ধ।

স্থিতিশীল, সৃজনীর
দৃঢ়াধার মন
স্বীয় শক্তিবত্তায়
তারই মাঝে গড়তে পারে—
স্বর্গকে নরক
আর নরককে স্বর্গ ;
নরকের রাজত্ব সেও শতগুণে ভালো,
স্বর্গের দাসত্বের চেয়ে।'

অথচ কথাগুলি অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি ও উনিশ শতকের গোড়ার যুগের রোমান্টিক নৈরাজ্যবাদীদের একেবারে মনের মতো কথা। কিন্তু মিলটন জানতেন, লাগামছাড়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিণাম কি হয়। *প্যারাডাইজ লস্ট*-এর উপসংহারও এ-ধরনের বক্তব্য দিয়েই শেষ বলে মনে হতে পারে—কিন্তু ঘটনা আদৌ তা নয়। আদম 'নিজের মধ্যে প্রকৃত এবং আরো সুখকর স্বর্গের সন্ধানে' স্বর্গত্যাগ করে চলে গেল। যে কারণে এবং যার জন্যই ঘটুক না কেন, পতনের পরিণাম শেষ পর্যন্ত কিন্তু মঙ্গলজনক। কিন্তু আদম তখনই স্বর্গ খুঁজে পাবে যদি সে :

> কাজকে যদি জ্ঞানের আজ্ঞাবহ করে এবং তার সঙ্গে নৈতিক উৎকর্ষ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও প্রেম যুক্ত করতে পারে।

এটা রোমান্টিক আবেগজাত নিজস্ব উপলব্ধি নয় বরং এটা হলো এক পার্থিব বাস্তবতা এবং মানুষের জন্যে যে ভগবানের অনুশাসন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসমাত্র। দ্বিধাদ্বন্দ্বজাত যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা এড়িয়ে কোয়েকাররাও সরাসরি মানিয়ে চলার রাস্তায় চলতে শুরু করে ; আর সেই একই যন্ত্রণাবোধ থেকে জন্ম নেয় মিলটনের কাব্য। চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখোমুখি ডিগার, র‍্যান্টার এবং লেভেলারদের কণ্ঠস্বর যখন স্তব্ধ এবং কোয়েকাররা রাজনীতির রাস্তায় আর হাঁটছে না, মিলটন তখন র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবিদের কীর্তিগুলি ব্লেক ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর তাই মিলটন স্ব-মহিমায় ভাস্বর।

২ বুনিয়ান

বুনিয়ানেরও আত্মপ্রকাশ র‍্যাডিকাল ভাব-পরিমণ্ডলে। মিলটনের মতো কিন্তু তিনি তাদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করেন নি ; বরং তিনিই র‍্যাডিকালদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ফক্স, উইনস্ট্যানলি ও অন্যাদের মতো বুনিয়ানও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের হতাশা, প্রলোভন ও নাস্তিকতায় আলোড়িত হয়েছেন। র‍্যান্টার ও কোয়েকারদের সঙ্গে বাদানুবাদের মাধ্যমে তাঁর ধর্মচিন্তার উদয়।[২৫] মিলটন যেখানে র‍্যাডিকালদের সঙ্গে চিন্তাগত মিল সত্ত্বেও বংশ-কৌলিন্যের কারণে তাদের থেকে নিজেকে তফাতে রাখতেন, বুনিয়ান সেখানে তাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকতেন। এবং তিনি র‍্যাডিকালদের রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির শরিক হলেও ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে এবং তার পরেও বহুবার তিনি রাজতন্ত্রী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রবল নিন্দাবাদ জানিয়েছেন।[২৬]

তাঁর মতে, 'পুরোনো আইন অর্থাৎ ম্যাগনা কার্টা দেশের সরকারের একমাত্র কষ্টিপাথর হওয়া উচিত।' যেহেতু ক্ষুদে ভদ্রলোকেরা তার ওপর খাপ্পা সেজন্য তাকে বাতিল করা সঙ্গত

২৫. দ্র.—পৃ. ১৩৯-৪০, ১৬১, ১৬৪, ১৯০-১। তু.—জ্যাক লিন্ডসের বিশেষ গবেষণা *জন বুনিয়ান* (১৯৩৭)।
২৬. টিন্ডাল, *জন বুনিয়ান*,পৃ. ১৩৮।

নয়।'[২৭] *দ হোলি ওয়ার* গ্রন্থে 'বুড়ো কুসংস্কার বাবুকে লাথি খেয়ে কাদায় লুটোপুটি খেতে দেখে তিনি খুব মজা পেয়েছেন।'[২৮] বিত্তবান পিউরিটানদের আচরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা তিনি *পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস* গ্রন্থে সঙ্গতকারণেই স্থান দিয়েছেন এবং আমার মতে নব্যরাজতন্ত্রী যুগ সম্পর্কে এটা সবচেয়ে জোরালো ও লাগসই মন্তব্য। বিশ্বাসীর প্রশ্ন, 'তুমি কি জান না তোমাদের অঞ্চলের এক "ক্ষণস্থায়ী" (Temporary) মাত্র দশ বছর আগে ধর্মের ব্যাপারে নেতাগিরি করেছে?'[২৯]

নব্যরাজতন্ত্রের যুগে মিস্ত্রী-কারিগরদের যে-যার পেশায় ফেরৎ পাঠানোটা অন্যতম লক্ষ্য হয়।[৩০] কিন্তু বুনিয়ানের স্মৃতিতে বৈপ্লবিক দশকের অনেক কিছুই তাজা রয়েছে। তিনি লিখছেন, 'মনিবরা নয় চাকররা ; জমিদার নয় প্রজারাই স্বর্গরাজ্যের আসল উত্তরাধিকারী।' ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি লেখেন, ভগবানের 'আপন লোকদের মধ্যে বেশিরভাগই গরীব।' ভদ্রলোকদের মতো তারা তো 'পন্টিয়াস পাইলেটের [যিশুর বিচারক] সঙ্গে হিব্রু, গ্রীক বা লাতিন ভাষায় কথা বলতে পারে না।' বুনিয়ানের মতে, 'তাদের দুরবস্থার জন্য প্রধানত ধনী লোকেরাই দায়ী।'[৩১] বুনিয়ানের জগত তাঁরই সৃষ্ট রূপকাশ্রয়ী চরিত্রে জনাকীর্ণ। যেমন সর্বশ্রী, 'ঘোরতর সংসারী', 'কেতাদুরস্ত', 'ভণ্ডামি', 'খ্রিস্ট বিরোধী' প্রমুখ—এরা সব ভদ্রলোক। মেয়েদের মধ্যে—শ্রীমতী 'বুদবুদ' নিজেকে 'জগতের অধিশ্বরী ভাবলেও' একজন সুশীলা মহিলা। অনুরূপভাবে শ্রীমতী 'রঙ্গপ্রিয়াও' একজন সুশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। শ্রীযুত 'গুপ্ত মতলব'—যদিও সমাজপতি, যাজক ও ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা—তবে তিনিও একজন গুণসম্পন্ন সজ্জন ব্যক্তি। অন্যদিকে, তীর্থযাত্রীরাই যতো ছোটোলোক আর অশিক্ষিত মানুষ। কয়েকজন অভিজাত ও শহরের বেশিরভাগ ভদ্রলোকদের নামে কুৎসা রটাবার অভিযোগে শ্রীযুত 'বিশ্বাসী'-কে আনা হলো লর্ড 'ঘৃণাপ্রবণ'-এর এজলাসে। (রচনার এক প্রান্তে বুনিয়ানের লিখিত মন্তব্য : 'পাপী মানেই লর্ড বা ঐ ধরনের ব্যক্তিরা'।)[৩২] *দ হোলি ওয়ার* গ্রন্থে বুনিয়ান শয়তান সদৃশ সমাজপতি ও ভদ্রলোকদের এক দীর্ঘ তালিকা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শ্রীযুত 'কামুকবাবু' একজন উচ্চ বংশজাত মানুষ। (আর তিনি ভবঘুরেদের একাংশকেও 'শয়তান সদৃশ'দের দলভুক্ত করেছেন।)তাঁর মতে, শয়তানদেরও বেশ সহবত জ্ঞান আছে। তারা পরস্পরকে বেশ ঘটা করে সম্মান জানায়।[৩৩] শ্রীযুত 'মন্দলোক'ও 'একজন গুণবান মানুষ।' কেইন পরিবারের লোকেরা যেন 'সমাজপতি অথবা শাসক' হওয়ার জন্যেই জন্মেছে।[৩৪] এমন কি দৈত্যাকৃতি পোপও একজন নাইটের অস্ত্রবাহী।'তাঁর হাতের দণ্ডটিই যেন কুলমর্যাদা জ্ঞাপক ঢাল।'[৩৫]

বুনিয়ানের পিতামাতা ঝোপড়িবাসী। তাঁর স্ত্রী তাঁকে 'টিনের সাধারণ মিস্ত্রী' বলে বর্ণনা করেছেন। সে-কারণে তিনি কেবল 'অবজ্ঞা কুড়িয়েছেন এবং কখনো সুবিচার পান নি।'[৩৬]

২৭. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ১, পৃ. ৬০০।
২৮. *ঐ*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৮২।
২৯. *ঐ*, খণ্ড ৩, পৃ. ১৬০। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বুনিয়ান এটি রচনা করেছিলেন পুনরুত্থান যুগের দশ বছর পরে।
৩০. *ঐ*, খণ্ড ১, পৃ. ৫১-৬ ; তু.—আন্ডারডাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫৩।
৩১. *ঐ*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৯৪, ৬৭৬, ৬৯৫-৬।
৩২. *ঐ*, খণ্ড ৩, পৃ. ১৩০।
৩৩. *ঐ*, খণ্ড ৩, পৃ. ৮৯-১৬৭ ও নানাস্থান, ৩১১, ৩২২, ৩৪৮। তারা ছিল অবশ্যই র‍্যান্টার—দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৭৪, ১০ অধ্যায়।
৩৪. *ঐ*, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯১ ; তু.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৫৩, ৯ অধ্যায় এবং পৃ. ১০৯, ৭ অধ্যায়। অংশত এই ভাবনা পরম্পরাগত : *দ আইল অফ ম্যান* (১৯২৭)-এ রিচার্ড বার্নার্ড ধর্মের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ভদ্রলোকদের, এবং তিনি স্যার ওর্য়ল্ডলিওয়াইস, স্যার লুক ওয়ার্ম, স্যার প্লাসিবল-সিভিল এবং অন্যান্যদেরও এর মধ্যে ফেলেছেন (পৃ. ৭০-১, ৭৭-৮, ১২৮-৯)।
৩৫. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ১, পৃ. ৩৬২।
৩৬. টিন্ডাল, *জন বুনিয়ান, মেকানিক প্রীচার*, পৃ. ১০৫-৬।

বুনিয়ানের কাছে বিপদের অন্য নাম ঝোপড়ি থেকে উৎখাত হওয়া। তাঁর দৃষ্টিতে ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্র ভিখারিকে 'খোস-পাঁচড়া' ছাড়া আর কিছু ভাবে না।[৩৭] তাই *পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস* এহেন সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য রচিত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল এবং ভ্রাম্যমান ভাগ্যান্বেষীদের মহাকাব্য বলে চিহ্নিত। 'এক জনবসতিহীন অঞ্চল দিয়ে চলতে চলতে' বুনিয়ান এক গুহায় ঢুকে 'আলো জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করলেন'; ঠিক যেমন ফক্স ও অন্যান্য ভ্রাম্যমান প্রচারকরা এর আগে করেছেন। এবং সেই গুহায় বুনিয়ানের স্বপ্নে *পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস* এসে ধরা দিল।[৩৮]

রাজা-রাজড়ারা বড় একটা তখন ঘুরে বেড়াতেন না আর যত হাঁটা চলা যেন গরীবদের জন্য। বুনিয়ানের এই মহাকাব্যের অনুপ্রাসযুক্ত শিরোনামের সঙ্গে আমরা এত বেশি পরিচিত যে, আমাদের মনে তাই প্রশ্ন জাগে, এই তীর্থযাত্রী কি একজন রাজা? এখানে আমাদের মনে পড়ে যে, ভিক্ষুককে দান করার সময় কোপিন বলেছিলেন : 'আমি একজন রাজা, তাই আমি একাজ করেছি।'[৩৯] তীর্থযাত্রীর পিঠের বোঝাটি একজন দীন-হীন ছন্নছাড়া মানুষের প্রতীক ; আবার বুনিয়ানের তীর্থযাত্রী একজন ছন্নছাড়া মানুষের মতোই বাধাবন্ধনমুক্ত। মানুষটার জমি নেই। সে যেখানে খুশি যখন খুশি চলে যেতে পারে। যদি তার স্ত্রী-র ইচ্ছে হয় তো সে তার সঙ্গ নিতে পারে। এটাই তো প্রকৃত মুক্তির পথ যা শুধু ওপরওয়ালার ইচ্ছানির্ভর গরিবগুর্বোদের জন্য নয়, যারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করতে চায় তাদের জন্যও এপথ খোলা। তারা বিশ্বাস করে যে, যদি তারা স্ব-নির্ভর হয়, ভগবানও তাদের সহায়তা করবে।

আমরা বুনিয়ানকে কালভিন ভক্ত বলে জানি কিন্তু তাঁর কালভিনবাদ একেবারে অন্য ধরনের। তিনিও উইনস্ট্যানলির মতো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের পক্ষে। তিনি বলেন, 'শেষ বিচারের দিন ভগবান প্রশ্ন করবেন : 'তুমি কি কাজ করেছ, না শুধু কথাই বলেছ?'[৪০] স্বর্গ শ্রমলব্ধ সম্পদ। তার পাশাপাশি কট্টর কালভিনবাদী স্যামুয়েল হিয়েরনের বক্তব্য হচ্ছে, 'স্বর্গ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার জিনিস। গুণপনার জোরে বা চাকর ভাড়া করার মতো বা ক্রয়যোগ্য পণ্যের আকারের মতো স্বর্গ সহজলভ্য নয়। একমাত্র সৎ পুত্রেরাই তার যোগ্য।'[৪১] বিত্ত কৌলিন্য ও বংশ কৌলিন্যে যারা ভাগ্যবান, হিয়েরনের শাস্ত্রীয় বচন তাদের কাছে উপভোগ্য। আর বুনিয়ানের চিন্তাধারায় চলমান ক্ষুদে কারিগর ও ভবঘুরে সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত। সমাজবন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে ; এবং সপ্তদশ শতকের শেষাশেষি কালভিনবাদসহ সমস্ত ধরনের ধর্মচিন্তায় জনবসতিশূন্য অঞ্চল ও নানা বৃত্তি ও পেশার উপস্থিতি লক্ষণীয়। খ্রিস্টমতাবলম্বী বলছে : 'ব্যবহারিক জীবনই ধর্মের মর্মবস্তু।'[৪২]

সিব্বেস্ প্রমুখ পূর্বগামী লেখকদের সঙ্গে তুলনায় বুনিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি পিউরিটানদের কাছাকাছি। এম. টেলনের মতে, তাঁকে কখনো নাস্তিকের পর্যায়ে ফেলা যায় না।[৪৩] এবং তিনিও কিন্তু উইনস্ট্যানলি, কোপ্ ও *টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভার্ড*-এর লেখকের মতো কর্মে বিশ্বাসী। বুনিয়ানের বিধ্বংসী ক্ষমতার মূলে তাঁর গল্প বলার নিরলঙ্কার ভঙ্গি ও বাস্তব জীবনের চিত্রায়ন। দ *পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস*-এর নায়ক একজন সাদামাঠা লোক, যে জানে, আইন-আদালতের কাছ থেকে সে কখনো সুবিচার পাবে না। এই আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী আরো মারাত্মক রূপ নেয় যখন এই ছোটোলোক ভবঘুরে নায়ক 'টিপক্যাট' (ক্রিকেট জাতীয় খেলা) খেলতে গিয়ে প্রলোভনের পাল্লায় পড়ে। আর পেটি-বুর্জোয়া শ্রীযুত 'মন্দলোকে'র মতো এমন আটপৌরে খলনায়কের অস্তিত্ব একেবারেই নেই ; যদিও *প্যারাডাইজ লস্ট*-এর শয়তানের মতো অন্যান্য ধর্মপ্রাণ

৩৭. বুনিয়ান, ওয়র্কস, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯৩, ৬৯৫।
৩৮. ঐ, খণ্ড ৩, পৃ. ৮৯।
৩৯. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৪২, ১৬ অধ্যায়।
৪০. বুনিয়ান, ওয়র্কস, খণ্ড ৩, পৃ. ১২৩। দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ২৪৪-৫, ১৬ অধ্যায়।
৪১. এস হিয়েরন, *সারমনস* (১৬২৪) পৃ. ৩৭৩।
৪২. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ১২২।
৪৩. এইচ. টেলন, *জন বুনিয়ান* (১৯৫১) পৃ. ২৭৬।

সচ্চরিত্র ব্যক্তিদের চেয়ে এই মানুষটি যেন অধিকতর জীবন্ত। তার প্রেম ও দ্বিতীয় বিবাহের কাহিনী ও বর্ণনাভঙ্গী যেন ডিফোর রচনা সৃষ্টির কথা মনে করিয়ে দেয়।[৪৪]

কুড়ি বছর আগে মেরি ক্যারি ভাষায় ও ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছিলেন : উল্‌টে যাওয়া জগতে, বুনিয়ানের তীর্থযাত্রীর ভ্রমণকাহিনী যে-রকম বাস্তবানুগ ও বস্তুনিষ্ঠ বিপ্লবের কয়েক শতক আগেও যেমন তা মেলে নি তেমনি সেই জগতের দেখা আজো আর মিলবে না। ছন্নছাড়া মানুষেরা এখন দায়িত্বের বোঝা পিঠে বইবার জন্য আমাদের জগতে ফিরে এসেছে। মেরি ক্যারি ও অন্যান্যরা যে-সমাজ উৎখাত করতে উঠে পড়ে লেগেছিল সে-জগতের সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। জর্জ ফক্স যেমন পাপ স্বীকার করে নিয়েছেন, *অ্যারিওপ্যাজিটিকা*-র চেয়ে *প্যারাডাইজ লস্ট*-এ যেমন পাপের বেশি দাপট তেমনি *দ পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস*-এ (*প্যারাডাইজ লস্ট*-এর মতোই) এক বিশেষ ধরনের আর্তি, কল্পনা ও বাস্তবের তীব্র সংঘাত থেকে উদ্ভূত। উলটানো জগত ও বাস্তব জগতের মধ্যে যে ব্যবধান দুস্তর! আর তাই মিলটন নিজেকে এই বলে বুঝিয়েছেন যে, পতনের পরিণাম মঙ্গলজনক। আমার মতে, বুনিয়ান কখনো সে-কথা বলতে পারেন না। তিনি যে শ্রীযুত 'মন্দলোকে'র গোলকধাঁধার জগত, অবাধ বাণিজ্যের অর্থনীতি ও দোকানদারী নৈতিকতার সংকীর্ণতা প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। তাঁর পিঠের বোঝা যে অনেক বেশি ভারী। মিলটন তো কোনোদিন মেহনত করা কাকে বলে জানেন নি ; তিনি তো বাবার সুদের কারবারের দৌলতে আয়েশ করে দিন কাটিয়েছেন। এ-সব সত্ত্বেও কিন্তু উভয়েই পতিত মানুষকেই উপজীব্য করেছেন এবং আধ্যাত্মিক পথে মানুষকে তার লক্ষ্যাভিমুখে নিয়ে গিয়েছেন। মিলটনের বেলায় সেই লক্ষ্যবস্তু হলো মানুষের অন্তরাশ্রয়ী স্বর্গ যা পৌরাণিক স্বর্গের চেয়েও অনেক বেশি সুখপ্রদ। আর বুনিয়ানের ক্ষেত্রে সে-লক্ষ্যবস্তু হলো অপরাহত আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন যা মৃত্যুকেও জয় করতে পারে। কারণ অকালমৃত্যুই ভবঘুরেদের অবধারিত পরিণাম।

জাগতিক সব কর্তব্য সমাপনান্তে বুনিয়ানের 'খ্রিস্ট ভক্ত' যখন সংসার ত্যাগ করে ক্রুশ হাতে তুলে নিল তখনই তার পিঠের বোঝা খসে পড়ে। না, তার জন্য তাকে বিশেষ কোনো চেষ্টা করতে হয় নি। তাই একজন সাধারণ মানুষ যদি নিজের চেষ্টায় তার পিঠের বোঝা ঝেড়ে ফেলতে পারে তাহলে সে তো একদিন এভাবে ভগবানকেও ঝেড়ে ফেলবে। মানুষ যখন ভগবান তৈরি করে নি ; রাজা ও পুরোহিতেরা মিলে যখন শেখায় নি যে, অসাম্য নয় পাপ-ই সব নষ্টের মূল, সে তো তখন সেই সাম্যের যুগেই ফিরে যাবে। মুক্তি তো একজন বহিরাগত ভগবানের খেয়াল-খুশির দান। এবং পতন তো খেয়ালি ভগবানের স্বেচ্ছাচারমূলক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের পরিণাম মাত্র।

অবশ্য তাঁর মতে, যে কোনো সমাজ-বিরোধী আচরণ পাপের পর্যায়ভুক্ত। বুনিয়ান, যে-সব স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদে ভদ্রলোক পুরোনো অনুশাসন বাতিল করতে চায়, তাদের অত্যন্ত অপছন্দ করেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়, দরিদ্ররাও যেমন থাকবে তেমনি থাকবে এহেন ভদ্রলোকেরা। এবং এভাবেই পৃথিবীটা চলবে।

৩ আরো কয়েকজন

বর্তমান গ্রন্থে আমার বিশ্লেষণ-প্রচেষ্টা যদি সার্থক হয়ে থাকে, তাহলে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধের সাহিত্য নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার কথা। আমার মতে, মিলটন ও বুনিয়ান সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেন নির্জনতার পরিমণ্ডলের উপযোগী করে নির্মিত হয়েছে। যে-পরিবেশে রবিনসন ক্রুশো আপেক্ষিকভাবে স্বচ্ছন্দ, সে অনন্য নির্জনতায় মিলটন-বুনিয়ানের মানস সন্তানেরা যাবতীয় সমাজ বন্ধন-মুক্ত জীবনের শরিক। তারা যেন হব্‌স কল্পিত

৪৪. বুনিয়ান, *ওয়র্কস*, খণ্ড ৩, পৃ. ৬১৮-২১, ৬৫৪-৫।

প্রকৃতি-রাজ্যের বাসিন্দা।[৪৫] তাই দেখি *কমুস*-এর নায়িকা গহন অরণ্যে হারিয়ে যায়। নির্জন পথ বেয়ে আদম আর ঈভ স্বর্গ থেকে নেমে আসে ধরনীতে। নির্জন মরুবুকে খ্রিস্ট একাকী শয়তানের মুখোমুখি হন। ভগবানের মন্দিরে শত্রু পরিবৃত স্যামসন নিজেকে একেবারেই নিঃসঙ্গ বলে ভাবতে থাকেন। মুক্তির সন্ধানে অভিযাত্রী বুনিয়ানের তীর্থযাত্রী স্ত্রী-পুত্র তাঁকে ত্যাগ করেই পথে বেরিয়েছে। রবিনসন ক্রুশোরও আগে রচিত হয়েছে হেনরি নেভিলের *দ আইল অফ পাইনস* ।[৪৬] জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে লেখক এমন একটা আবহ সৃষ্টি করেছেন যেখানে মানুষকে চিরাচরিত রীতি-নীতি-বিধিনিষেধ তুচ্ছ করেই মুক্তির রাস্তা খুঁজতে হয়েছে। এবং সেখানে সে একাকী ঈশ্বরের মুখোমুখি। এই বিশ্লেষণী আলোয়, মানুষের একাকী চলার প্রবণতার সঙ্গে র‍্যান্টারসুলভ সামাজিক রীতিনীতির প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাব অথবা লক্ কথিত *ট্যাবুলা রাসা* বা সংস্কারের মালিন্যমুক্ত মানসিকতার সাযুজ্য খুঁজে পেতে পারি।[৪৭] সমকালীন সাহিত্যে যে র‍্যাডিকাল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী অন্তদৃষ্টি-তত্ত্ব প্রতিভাত হয়েছে—এটা তারই নিদর্শন।

প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার প্রতি যে র‍্যান্টার ও রাজতন্ত্রীরা সমানভাবেই বিরূপ, সে-কথা আমি এর আগে বলেছি।[৪৮] রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরও এই ধারা অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয় চার্লসের সভাসদরা এক ক্রমবর্ধমান বণিকসুলভ সামাজিক আবহে নিতান্ত অস্বাচ্ছন্দ্যে কাল কাটাচ্ছিল। মর্যাদার দিক থেকে যদিও তারা সমাজের শীর্ষেই ছিল, কিন্তু সে-সমাজ তাদের কাছে তো একদম অচেনা। এবং তারা যেন বহিরাগত *আগন্তুক (épater)*। তাই তারা প্রাণপণে *বুর্জোয়াদের* সর্বতোভাবে নকল করার চেষ্টা করত। এই উদ্দেশ্যে তারা র‍্যাডিকাল ভাবধারা অথবা হব্সের চিন্তাধারাকেও তারিফ জানিয়েছেন। একমাত্র রাজসভার চৌহদ্দিতেই এসব বিপজ্জনক বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা সম্ভব ছিল কারণ বাইরে তখন কঠোর সেন্সর প্রথার দাপট। কাজেই এই সুযোগে স্যামুয়েল বাটলার বলে বসলেন : সতীত্বই কেন নারীত্বের একমাত্র মাপকাঠি হবে! নারীর নৈতিকতা কি শুধু যৌন-জীবনের বিশুদ্ধতা অথবা স্খলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? তাঁর মতে, এটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি আরো বলেন যে, যাজকরা স্বর্গরাজ্যকে নীলামে চড়িয়ে দিয়েছে এবং তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে তারা মর্ত্যে ভূ-সম্পত্তি বাড়াবার ফিকিরে রয়েছে। তাঁর মতে, চার্চের পাণ্ডারা এক একজন যেন ভাড়াটে সৈন্য—যে বেশি টাকা দেবে, তার হয়েই তারা যুদ্ধ করবে। তিনি পুরোহিত ও আইনজ্ঞদের ছলচাতুরীর নিন্দা করেন। তাঁর মতে 'আদালতের অভ্যন্তরে অপরাধের সাজাদানের চেয়ে বেশি অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়।' তিনি মনে করেন, যুক্তির স্থান বিশ্বাসের ওপরে।[৪৯]

অষ্টম অধ্যায়ে উদ্‌ধৃত অস্‌বোর্ন, স্টিলিংফ্লিট, বার্নেট ও অন্যান্যদের মন্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, 'নাস্তিকতা' ও পুরোহিততন্ত্রের প্রতি বৈরিতার ধারা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগে ও পরে আগাগোড়াই অব্যাহত ছিল।[৫০] প্রসঙ্গত বলা যায়, ফরাসীদেশ থেকে আমদানিকৃত পিউরিটান মতবাদের পরিপন্থী এক অভিনব 'নব্যরাজতন্ত্রী ভাবধারা' সৃষ্টি হয়েছিল বলে যে ধারণাটি চালু তা একেবারেই ভিত্তিহীন। 'নব্যরাজতন্ত্রী ভাবধারা' বলে যদি কিছুর অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে সেটাও 'পিউরিটান বিপ্লব' ও তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফসলমাত্র। পিউরিটান ভাবধারার প্রতি বিরুদ্ধতা মূলত র‍্যাডিকাল বামপন্থী পিউরিটানদেরই অবদান। নব্যরাজতন্ত্রী যুগে

৪৫. দ্র.—*পি. অ্যাণ্ড আর.*. পৃ. ৩৮১-২, যেখানে আমি আরো উদাহরণ দিয়েছি।
৪৬. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২২৭, ১৫ অধ্যায়।
৪৭. লক-এর বিষয়ে দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৬৭, ১৮ অধ্যায় ; তু.—আমার '"রিজন" অ্যাণ্ড "রিজনএবেলস" ইন সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি ইংল্যাণ্ড', *ব্রিটিশ জার্নাল অফ সোসিওলজি*, খণ্ড ২০, পৃ. ২৪৪।
৪৮. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৯২-৩, ৭ অধ্যায়, পৃ. ১৪৯, ৯ অধ্যায়, পৃ২৪৫-৬, ১৬ অধ্যায়, পৃ. ২৪৯, ১৭ অধ্যায়, পৃ. ২৭০, ১৮ অধ্যায়।
৪৯. বাটলার, *ক্যারেকটারস অ্যাণ্ড প্যাসেজেস ফ্রম নোটবুকস*. পৃ. ৭৪-৫, ১৬৮, ৩০৮, ৩১০, ৩১৮-২২, ৩৪১, ৪৭৯ ; *পোয়েটিক্যাল ওয়র্কস* (এডিনবরা, ১৮৫৪) খণ্ড ২, পৃ. ২৫৯-৬১।
৫০. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ১৩২, ৮ অধ্যায়।

যে গদ্যসাহিত্য ও কমেডি নাটক সৃষ্টি হয়েছে তার আঙ্গিক ও মান অংশত বিপ্লবের সময়কার র‍্যাডিকাল ও রাজতন্ত্রী পুস্তিকা লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত। অতএব নব্যরাজতন্ত্রী নাটকের শিকড় বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার গভীরেই নিহিত। এ-প্রসঙ্গে ওটোয়ে রচিত সীমাহীন স্বাধীনতার দ্যোতনা সমৃদ্ধ পঙক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। যেমন

> বিবেক! সে তো রাষ্ট্রেরই তৈরি ফাঁদ। এটা তাদেরই আবিষ্কার যারা ক্ষমতায় থাকতে চায় আর নিজেদের তৈরি আইন অন্যকে দিয়ে মানিয়ে নিতে চায়। যার কাছে এই প্রতারণার রহস্য ফাঁস হয়েছে সে জানে কি করে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা সদ্ব্যবহার করতে হয়। সে আত্মা আত্মাই নয় যে নিজেই নিজের কাছে দাস। বিবেকের দোহাই দিয়ে যে নিজেকে বঞ্চিত করে, সে কিছুই করে উঠতে পারে না বরং অন্যকে ভাঁওতা দেয়।[৫১]

আমরা শ্রীযুক্ত আফ্রা বেনের কথাও জানি, যাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি বিবাহ বন্ধনের তোয়াক্কা না-করে অন্যের শয্যাসঙ্গিনী হতে রাজি। তাঁর নিজস্ব জীবনযাত্রাও র‍্যান্টারদের জগতের সঙ্গে মানানসই। তাঁর বিধবা র‍্যান্টার মহিলাটিও বড় কম যায় না। সে মদ ধূমপান ও লাম্পট্যে অতুলনীয়া। এবং প্রয়োজন পড়লে, *রোরিং গার্ল*-এর মতো তরবারির সাহায্যে আত্মরক্ষা করতেও সে পারে।[৫২] ডিউক অফ বাকিংহাম রচিত *দ মিলিট্যান্ট কাপ্‌ল*-এর নায়ক বলছে : প্রজাদের যেমন স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার আছে তেমনি স্বামীদের বিরুদ্ধে স্ত্রী-রাও বিদ্রোহের অধিকারিণী।[৫৩] ক্লিমেন্ট রাইটার ও স্যামুয়েল ফিশারের অনুসরণে ভ্যানব্রুগের নায়িকা লেডি ব্রুট-ই একমাত্র বাইবেল সমালোচক নন।[৫৪] নব্যরাজতন্ত্রী কমেডি নাটকের বিরুদ্ধে যখন সমালোচনা মাথা চাড়া দেয়, তার মুখপাত্র কিন্তু একজন অ্যাংলিকান চার্চের প্রতিনিধি জেরেমি কোলিয়ার যিনি কোনো অর্থেই পিউরিটান নন। তিনি তথ্য প্রমাণ সহ দেখিয়েছেন যে নাটকের মূলসুর যাজক-বিরোধী যেহেতু নাট্যকার নিজে একজন অধার্মিক ব্যক্তি। তাছাড়া 'একেবারে কুলি কামিনদের ভাষায়' ঐ নাটকে সামাজিক সাম্যের কথা বলা হয়েছে।[৫৫]

আর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, রোচেস্টার স্বয়ং যিনি নরক, শয়তান ও অমরত্বের ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

> আবোল তাবোল গল্প,
> অলীক কল্পনা ও অবাস্তব স্বপ্ন বলে'
> কর্মময় জীবনই সকল সুখের উৎস।
> তার বাইরে যারা চিন্তা করে তারা গাধা।

তিনি ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতার সঙ্গে অমঙ্গলের ধারণাকে মেলাতে পারছেন না। অলৌকিকত্ব সম্পর্কে তিনি সন্ধিহান এবং ওল্ড টেসটামেন্ট-এ বর্ণিত নৈতিক অনুশাসনের বেশির ভাগটাই তাঁর কাছে অবান্তর। তিনি সৃষ্টি ও পতন সংক্রান্ত ঘটনাগুলিকে 'রূপক-কাহিনী' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। তিনি উইনস্ট্যানলির 'কর্মই জীবন'-তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন

৫১. টি. ওটোয়ে, *অ্যালকিবিয়োডেস*, অঙ্ক ৩, দৃশ্য ২।
৫২. *দ ওয়র্কস অফ মিসেস আফরা বেন*, সম্পা.—এম. সামমারস (১৯১৫) খণ্ড ১, পৃ. [২৫] ; খণ্ড ৪, পৃ. ২৮৮-৯০, ৩০৩। বেহেমনীয় শাকাহারী টমাস ট্রায়ন-এর একজন অনুগামী ভক্ত ছিলেন শ্রীমতী বেন (*ঐ*, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৭৯-৮১))। শ্রীমতী বেন-এর তীক্ষ্ণ মন্তব্যের কারণে তাকে কোয়েকার ও ডিগারদের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ; দ্র.—জি. উডকক, *দ ইনকমপারেবল আফরা* (১৯৪৮) পৃ. ১৫০-২, ২২৯ ও ভাগ ৬, নানাস্থান দ্রষ্টব্য।
৫৩. জি. ভিলার্স, ডিউক অফ বাকিংহাম, *ওয়র্কস* (১৭৭৫) খণ্ড ২, পৃ. ১৩৪।
৫৪. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের ১১ অধ্যায়।
৫৫. জে. কোলিয়ার, *আ সর্ট ভিউ অফ ইমমরালিটি অ্যাণ্ড প্রোফানেনেস অফ দ ইংলিশ স্টেজ* (৪র্থ সং. ১৬৯৯) পৃ. ১৭৫, ১০১ ; তু.—পৃ. ৯৫-৬, ১২৯, ১৪৩-৫, ১৯০।

> মননই কর্মের চালিকা শক্তি।
> কর্মহীন মনন-ক্রিয়া অপ্রাসঙ্গিক।[৫৬]

রোচেষ্টারের সঙ্গে বার্নেটের মজার আলোচনার প্রসঙ্গ উঠলে র‍্যান্টার ও কোয়েকারদের মধ্যে মত বিনিময়ের কথা মনে পড়ে। বাইবেলের অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার বিরুদ্ধে রোচেস্টার রাইটারের ও ফিশারের কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি করেন। তার মানে এই নয় যে, তিনি তাঁদের থেকে ধার করা কথাগুলিরই পুনরুক্তি করেছেন। তিনি মনে করেন যে, সব কিছুই প্রকৃতিজাত ; অনন্ত নরকবাদের অস্তিত্বে তিনি অবিশ্বাসী এবং একগামিতা তাঁর পক্ষে অসহ্য। তিনি মনে করেন, এই প্রথা মানুষের স্বাধীনতার পথে অন্তরায়। তিনি পুরোহিতদের বুজরুকির বিরুদ্ধে বার্নেটের কাছে নালিশ জানান। তাঁর প্রশ্ন কেন একজন লোক আমায় বলছে যে, আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কথায় বিশ্বাসী না হলে আমার মুক্তি নেই এবং তার জন্য তাকে টাকাও দিতে হবে? এবার বার্নেটের পালা এলে তিনি বলেন যে রোচেস্টারের 'জগৎ সংস্কার দর্শন' দূর কল্পনামূলক। (মিলটন ও কোয়েকারদের মতো) তিনি নিয়তিবাদের ওপর কম গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বেশি বলেন খ্রিস্টীয় নৈতিক শিক্ষামালার বিষয়ে।

তাঁর মতে, রোচেস্টারের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী সংশয়াচ্ছন্ন চিন্তার থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে নিজের মধ্যে এক বিশিষ্ট নিয়মনিষ্ঠার অনুভূতি জাগানো। তাঁর যুক্তিতে, রোচেস্টারের মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারী বিহার এক জাতের সমাজবিরোধী প্রবণতা। তার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া সত্ত্বেও রোচেস্টার খ্রিস্টধর্মের নিন্দা থেকে বিরত থাকতে সম্মত হন।[৫৭]

রোচেস্টারের স্ব-বিরোধিতা নিয়ে অধ্যাপক পিন্টোর পর্যালোচনা, অন্তর্বর্তীকালীন র‍্যান্টারদের ভূমিকা প্রসঙ্গে আমাদের বিশ্লেষণের কাছাকাছি। তাঁর মতে, রোচেস্টার এমন একটা জগত থেকে পলায়নের পথ খুঁজছেন যে-জগত রাতারাতি বিজ্ঞানীরা গাণিতিক নিয়মের অধীন এক বিশাল যন্ত্রে পরিণত করেছেন। সৃষ্টির আদি কারণস্বরূপ ভগবানের অস্তিত্ব সেখানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এবং মানুষও সেখানে অকিঞ্চিৎকর যুক্তিবাদী ইঞ্জিনে পরিণত। এই জগত 'দেকার্ত-নিউটনের জগত ; যেখানে সুরুচি, কাণ্ডজ্ঞান ও যুক্তিবাদী শহুরে জীবনযাত্রা জাঁকিয়ে বসেছে।' আমার মতে, রোচেস্টার প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার কবল থেকেও মুক্তি চেয়েছেন ; সে কারণে ব্লেকের সঙ্গে পিন্টো যখন তাঁর তুলনা করেন—সেটাকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। অধ্যাপক পিন্টো রোচেস্টারের সামনে তিনটি বিকল্প আদর্শের প্রস্তাব রাখেন : ১. পুরোপুরি এক নান্দনিকতাসর্বস্ব নায়কের আর্দশ..... যেটা একেবারেই আত্মকেন্দ্রিক ; ২. নীতিবাদী নায়ক যিনি পুরোপুরি সব বিষয়ে মোহমুক্ত ও তীক্ষ্ণধী পর্যবেক্ষক ; ৩. ধার্মিক নায়ক যিনি দরিদ্র গৃহহীন পতিতদের পুণ্যের আধার মনে করে মেকী সামাজিক জীবন বর্জন করে ভবঘুরে অথবা ঝোপড়িবাসী হবেন।[৫৮]

রোচেস্টারের প্রজাতান্ত্রিক ভাবনা সম্পর্কে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া যায়, সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। তবে প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে এর চেয়ে জোরালো ভাষার ব্যবহার বোধ হয় আর নেই।

> জুয়াচোররা মিলে দৈত্যদানবদের 'পবিত্র' আখ্যা দিয়েছে। তারপর তারা তার পায়ের কাছে ক্রীতদাসের মতো লুটিয়ে পড়ে। রাজাদের মধ্যে দেবত্ব কোথায় বলো তো এরা যে সব নেকড়ে, ছাগল, ভেড়া অথবা শূয়োর। অতএব হে পবিত্র মহামহিম তোমাকে বিদায় জানাই। এসো, আমরা এইসব স্বৈরাচারী পশুদের টেনে নামাই আর পরিয়ে দিই

৫৬. রোচেস্টার, *পোয়েমস*, পৃ. ৪৯, ৭২, ১২১।

৫৭. জি. বারনেট, *সাম প্যাসেজেস অফ দ লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ অফ... জন, আর্ল অফ রোচেস্টার, দ লাইভস অফ...হেল, রোচেস্টার অ্যাণ্ড কুইন মেরী* (১৭৭৪)-এর পৃ. ১৮, ২২, ৩৫, ৪৭, ৫৮।

৫৮. তু.—১৬৭০-এ, গ্লস্টারশায়ার-এর কিংসউড চেস-এ রোচেস্টার 'সাধারণ মানুষ ও ঝোপড়িবাসী'দের পক্ষ নেন। (ভি· দ সোলা পিন্টো, *এনথুসিয়াস্ট ইন উইট*, ১৯৬২, পৃ. ১৪৬)।

> সব মানুষের মাথায় রাজমুকুট যাতে জন্মলগ্নে স্বাধীন মানুষ স্বাধীনভাবেই বাঁচতে পারে। আমি বাগাড়ম্বরকারী ফরাসী রাজ থেকে শুরু করে ব্রিটেনের আহাম্মক রাজা সব রাজা ও রাজসিংহাসনকে ঘৃণা করি।[৫৯]

আমরা জানি না রোচেস্টার কোথা থেকে তাঁর চিন্তার রসদ সংগ্রহ করেছেন। ১৬৬০ সালের মতো এক উত্তেজক বছরে তিনি ওডহ্যামের মতো এক রোমাঞ্চকর কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই অক্সফোর্ডে শুধু মদ খাওয়াই শেখেন নি হব্‌সের রচনাও পাঠ করেছেন আর কি কি যে পড়েছেন তা আমরা জানি না।

আমরা টমাস ত্রেহার্নের মতো নিষ্পাপ অ্যাংলিকান যাজকের লেখাতেও বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু রহিত র‍্যাডিকাল চিন্তাধারার নিদর্শন পেয়ে যাই। যখন অক্সফোর্ডের স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র তখন যে তিনি নানা সংশয়ে ভুগছিলেন সে-খবরও আমাদের জানা।[৬০] পরে সংশয়মুক্ত হলেও—তিনি সব কিছুতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী রয়ে যান। বাস্তব জগতকে চেনানোর মাধ্যমে বিজ্ঞান যে আমাদের ভগবানের সন্ধান দেয় এই ধারণাও তিনি পোষণ করেন।[৬১] ত্রেহার্নে হার্মেটিক দর্শনের একজন মনোযোগী ছাত্র এবং তিনি 'প্রকৃতির রহস্য' জানার জন্যে আগ্রহী। এবং, তাঁর মতে, এক ক্ষুদ্র বালুকণাতেও অসীমের অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়।[৬২] তিনি জীবনকে গতির সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তাঁর মতে 'নিরন্তর অনুশীলনই জীবনের' সার কথা। 'বড় কথা নয়, বড় কাজই হলো দার্শনিকদের স্ব-ধর্ম।' উইনস্ট্যানলির মতো ত্রেহার্নেও বিশ্বাস করেন যে, মানুষ নিষ্পাপ অবস্থাতেই জন্মায় পরে যে সমাজে সে বড় হয়ে ওঠে, তার লোভার্ত পরিবেশের গুণে তার মধ্যে পতনের সূচনা দেখা দেয়। তথাপি সব মানুষের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টের অংশবিশেষ কিছু না কিছু থাকে।[৬৩] কিন্তু ত্রেহার্নের সাম্য ভাবনা আদৌ উইনস্ট্যানলির মতো নয়।

> যেসব প্রতারক ও শয়তান
> স্বর্গকেও কলুষিত করেছে—
> তারা সমস্ত সম্পত্তির ওপর লোভার্ত
> দৃষ্টিপাত করেছে এবং সেগুলি আত্মসাৎ করেছে।......
>
> অথচ সব সম্পত্তিই একদিন আমার ছিল।[৬৪]

'এসবই আমার' — এ কথা উচ্চারণের মাধ্যমে ত্রেহার্নে নিশ্চয়ই ডিগারদের কাছাকাছি চলে আসেন নি। যদিও ডিগারদের আশা ছিল যে, একদিন গোটা মানবজাতি সমানাধিকার অর্জন করবে। র‍্যান্টাররাও বলত : 'সবই আমাদের।' ত্রেহার্নে নিশ্চয়ই তাদের মতো করে ভাবেন নি। মার্কিউস লিখছেন : 'এক মহান ঐতিহাসিক বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণে নতুন সামাজিক নৈতিকতা ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ভূমিকায় অল্পকালের জন্য মানুষের কল্পনা অবারিত হয়। এবং পরে জরুরি যুক্তিবাদী প্রয়োজনে সেটা বলিপ্রদত্ত হয়।'[৬৫] কিন্তু শেষপর্যন্ত উলটানো জগত নয়, যুক্তির যুগের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাদের কাহিনী সমাপ্ত করতে হলো। ইংরেজ বিপ্লবের অন্তর্নিহিত 'সৃজনোন্মুখ স্বাধীনতা' মানুষের কল্পনাকে অবারিত করেছিল এবং অন্তত অল্প কিছুকালের জন্য তাঁর প্রতিটি পুত্র ও কন্যার মধ্যে খ্রিস্টের আবির্ভাব অনুভূত হয়েছিল।

৫৯. রোচেস্টার, *পোয়েমস*, পৃ. ১০৭-১৩, ১৩৭ ; তু.— পৃ. ১১৭। পৃ. ১৩১-এ 'নতুন র‍্যান্টর'-এর সূত্র সম্ভবত একটি কবিতা যেটির রচয়িতা রোচেস্টার কিনা সন্দেহ আছে।

৬০. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১২৮, ৮ অধ্যায়। ৬১. দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের প. ১০৪, ৭ অধ্যায়।

৬২. টি. ত্রেহার্নে, *পোয়েমস, সেঞ্চুরিজ অ্যাণ্ড থ্রি থ্যাংকসগিভিংস*, সম্পা.—এ. রিডলার (অক্সফোর্ড ইউ. পি., ১৯৬৬) পৃ. ২৮৪, ২৪৪।

৬৩. *ঐ*, পৃ. ১০, ২২৪, ২৬৭-৭১, ২৮৪, ৩২৭, ৩৬৩।

৬৪. ত্রেহার্নে, *পোয়েমস, সেঞ্চুরিজ অ্যাণ্ড থ্রি থ্যাংকসগিভিংস*, পৃ. ৮।

৬৫. মার্কিউজ, *অ্যান এসে অন লিবারেশন*, পৃ. ৩৭।

নাম-শব্দ-সূচী

অক্সফোর্ড, ৪৫, ৭৭
অক্সফোর্ডশায়ার, ৩৬, ৮২
অক্সফোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, ৮২, ১৮৯, ২১৯-২১, ২৫০, ৩০০
অক্সহোম, দ্বীপ, ৩৭, ৯১
অনুসন্ধান দপ্তর সংস্থা, ১০২, ২১০, ২১৬
অফিসার কাউন্সিল, ১৭৮
অব্রে, জন, ৩৭, ৬৭, ২০২
অরণ্য নিধন/বিনাশ, ৩৫, ৪০-২, ২৬৩-৪
অল সোল্‌স কলেজ, অক্সফোর্ড, ১৬৬
অলসটেড, জে· এইচ·, ৭২
অসবোর্ন, শ্রীযুত বি·, ৪১
অসবোর্ন, ফ্রান্সিস, ২৭, ১৩১-২, ১৯৬, ২১১, ২৯৭
অস্টিন, শ্রীমতী উইলিয়ম, ১৬৯
অংকশাস্ত্র, ৬১, ২১৩

আইজাক, ১০৭, ১৬২
আওয়েল, জন, ১২৩, ১৩০, ১৯৪, ২০২, ২৬৯
আটাওয়ে, শ্রীমতী ৭৯, ১২৯, ১৩৯, ২২৭
আবেল, ১০৮, ১৫৫, ১৬২
আমস্টারডাম, ২২, ২৩৬, ২৪
আমেরিকা, ৩৮, ২৬৫, ২৭৪
আয়ারটন, কমিশারি জেনারেল, হেনরি, ৫১-২, ৮৯, ১১০, ১৯৮, ২৩৯, ২৬৩-৪, ২৮১
আয়ারল্যাণ্ড, ১৭, ৩৮, ৪৬, ৫৬, ৮২, ৮৫, ৮৯, ২৪৩, ২৬১
আয়ারস, লেফটেন্যান্ট-কর্নেল উইলিয়ম, ৫২
আংলো স্যাক্সন, ৯৯, ১১৭, ২৭৫ টী.,
অ্যাকুইনাস, টমাস, ১৯৯, ২১৬
অ্যাটাকিনসন, ক্রিস্টোফার, ১৭৫
অ্যাডামস, টমাস, ২৫, ৪২, ২৩৫
অ্যাডামস, মেরি, ১৮২
অ্যাডিসন, জোসেফ, ২৫৮
অ্যান, ইংলণ্ডের রানী, ৩৩
অ্যান্টিনোমীয়/অ্যান্টিনোমীয়বাদ, ১১৯-২০, ১৩৭-৮, ১৪০, ১৪৭, ১৫৯, ১৭৫, ২৪২, ২৪৭, ২৬৬
অ্যামিস্, উইলিয়ম, ২৩৭
আইজাক, ১০৭, ১৬২
আইন, সাধারণের ১৪, ৫৪, ৯৯, ১০০, ১১৬, ১২ অধ্যায় নানাস্থান দ্র·, ২১৭, ২৬২, ২৭২, ২৯৫
আইনজীবী/আইনজ্ঞ/আইন ব্যবসায়ী/আইনবিদ, ৪২, ৬৬, ৭০, ৭৩, ৭৭, ৮৬, ১০৯-৩, ১৪৩, ২১৮, ২২৬, ২৩৩, ২৬২, ২৯৭
আইন-জানা কবি, ১৩৯ টী., ২২৭, ২৫৯

আইভার, বাকিংহামশায়ার, ৯৩-৪
আদম, ২৮, ১০৭-৮, ১১০, ১১৬-৭, ১২৩-৪, ১২৮, ১৭১. ১৯১, ২২৪, ২৩০, ২৩২, ২৬১, ২৮৭, ২৯২-৩, ২৯৭
আন্ডারডাউন, অধ্যাপক ডি· ই·, ১৩, ৬০ টী., ২০৩
আন্ডারহিল, ক্যাপ্টেন, ৯৪
আনাবাপতিস্ত, ২২, ২৯, ৮৬, ৯০, ১১৫, ১১৯, ১২৮, ১৩৭-৪১, ১৭৫-৬, ২১১-২, ২৫১, ২৬৩, এছাড়াও দ্র·—বাপতিস্ত
আরবেরি, উইলিয়ম, ৩৭, ৪৫, ৫০, ৫৩, ৫৬-৭, ৬১, ৬৪, ৭৭, ১১৭, ১৩০, ১৩৭, ১৩৮ টী., ১৪০-৬, ১৫৭, ১৬০, ১৬৬, ১৯১, ১৯৪, ১৯৬, ২০৫, ২১১, ২২০, ২২৭, ২৪৯, ২৫৩, ২৬৯, ২৭২-৩, ২৮৮, ২৯০
আরবেরি, ডোরকাস, ১৮২
আর্ডেনের অরণ্য, ৩৬-৭
অর্থিংটন, হেনরি, ১৮১
আর্নল্ড, রিচার্ড, ৫২-৩
আর্মিনীয়বাদ-পন্থী/আর্মিনীয়, ১১৭, ২৪৭, ২৫৫
আয়ারস্, লেফট্যানেন্ট কর্নেল উইলিয়ম, ৫২
আরিয়ুসীয়, ২০৮, ২৮৮
অ্যালকেমি/অ্যালকেমিবিদ/কিমিয়াবিদ, ১৫, ৬১, ৬৭, ১২১, ১৪ অধ্যায় নানাস্থান দ্র·, ২৬৭ টী.
অ্যালিসবেরি, বাকিংহামশায়ার, ৯৪
অ্যাবট, রবার্ট, ১৪০
অ্যাস্টন স্যার টমাস, ২৫১
অ্যাশমোল, ইলিয়াস্, ৬৭
অ্যাশলে কুপার, অ্যান্টনি, দ্র·—শাফ্টসবেরির আর্ল
অ্যাশফোর্ড, কেন্ট, ১৮৯

ইয়র্কটাউন, ২৭৪
ইয়র্কশায়ার, ১৮, ২১, ৩৭, ৫৭-৬৪, ১৮৭, ২২৩, ২৬৩
ইয়র্ক, ৬২, ৮১, ৯১, ২১৮, ২২৭
ইয়েটস্, ড· ফ্রান্সেস, ১৫
ইটন, বার্কশায়ার, ২৯
ইতালীয়/ইতালী, ১৬৫, ২২৪, ২৬৩
ইভানস্, অ্যারাইজ, ৬৬, ১৮২, ২০৩
ইলফোর্ড, এসেক্স, ৫৩
ইলি, ধর্মপ্রদেশ, ২৩ ; দ্বীপ, ২৩ টী., ৩৭, ৪৪, ১৬৮
ইসলাম ধর্মাবলম্বী, ১৯৪
ইসাউ, ১০৯, ১৬২
ইস্ট অ্যাংলিয়া, ২৩, ২৪৩
ইহুদি/-জাতি, ৪৫, ১০৮, ১৪৩, ১৮২, ২০৭

ঈভ, ২২, ২৮, ১০৭, ২২৪, ২৩২, ২৮৭, ২৯৭
ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ, ২৩, ১৫৮, ১৬৩, ১৮৮
ঈশ্বর মনোনীত ১১৩, ১১৮, ১৯০, ২৪৭

উইগলসওয়র্থ, মাইকেল, ১২৭
উইগন, লাঙ্কাশায়ার, ৮৫
উইদার, জর্জ, ৪৪, ৭৩
উইনচেস্টার, ২২৯
উইনথ্রপ, জন, ৬৩, ১৪৭
উইনস্ট্যানলি, জিরার্ড, ১৪, ৩০, ৪৩, ৪৬, ৬১, ৭৮, ৭ অধ্যায় নানাস্থান, ১২০, ১২২, ১২৭-১৩৫, ১৪৭, ১৫২, ১৫৮ টী., ১৬০ টী., ১৬৯, ১৭১, ১৭৬, ১৮১, ১৮৮, ১৯০-৮, ২০০-১, ২০৪, ২০৭-৮, ২১০-২০, ২২৬, ২৩১-২, ২৩৯-৪৬, ২৪৯-৫০, ২৫৩, ২৬১, ২৬৬-৭, ২৬৯, ২৭২, ২৭৩-৫, পরিশিষ্ট ১, ২ নানাস্থান
উইন্ডহ্যাম, জজ (বিচারক), ১৫৩ টী.
উইন্ডসর, বাকিংহ্যামশায়ার, ৫৩
উইন্ডসর, অরণ্য ৮৩
উইলকিনস্, জন, চেস্টারের বিশপ, ৬৭, ২২১, ২৬৬-৭
উইলকিনসন, জন, ১৯২
উইলকিনসন, জন, দ্র·—স্টোরি-উইলকিনসন মামলা, ২৭৩
উইলিয়ম ৩, ইংলণ্ডের রাজা, ২৫৯
উইলিয়মস, অধ্যাপক সি· এম·, ৪৬ টী.
উইলিয়মস, রজার, ৬৪, ৭৬, ১৪১, ২১৯-২০, ২৩৯
উইলটশায়ার, ৩৭, ৫৯, ৮২, ১৬৭-৮, ১৭৫
উদাল, জন, ৮৪
উন্মাদাগার/উন্মাদের ভূবন, ২০২-৩, ২০৬, ২৭৩
উরস্টার, ১৯৩
উরস্টারের যুদ্ধ, ২০৮
উরস্টারশায়ার, ৩৬, ৫৭-৯, ৬১
উশহার, জেমস, অরমহের আর্চ বিশপ, ৭০
উনচল্লিশ দফা আচরণ-বিধি, চার্চ অফ ইংলণ্ড প্রবর্তিত, ১১৫

এক্‌জিটার, ২১
এচার্ড, জন, ১৪৭
এডওয়ার্ডস/এডওয়ার্ডস, টমাস, ৩৭, ৫৭, ৭৪, ৮৭, ৯৩, ১১২, ১২৯, ১৩২, ১৩৮-৯, ১৪২, ১৪৭, ১৯০, ২২৫, ২৪৩, ২৫৫ টী., ২৮৫
এডওয়ার্ড ষষ্ঠ, ইংলণ্ডের রাজা, ২৩, ৮৭, ১৫৪
এডওয়ার্ড, স্বীকারোক্তি গ্রহণকারী পুরোহিত, ২১২
এথেরিংটন, জন, ১৩৬
এনশেন্ট বাউন্ডস, দ, ২৬৫
এনফিল্ড, মিডলসেক্স ৯৩-৪, ২৫০
এভার্ড, জন, ১৩৬, ১৯১, ১৯৩, ২৩৬
এভার্ড, উইলিয়ম, ৫২, ১৬৬, ১৮১, ২০৭-৮
এভার্ড, রবার্ট, ১৬৬, ১৮১, ২০৭-৮
এভারিট, অধ্যাপক, এ·, ৩৬-৭, ৪৪
এভলিন, জন, ২৬০
এম্পসন, অধ্যাপক উইলিয়ম, ২৯০, ২৯২
এলউড, টমাস, ১৪০, ১৮১-২, ২১৩, ২৮৯

এলিজাবেথ প্রথম, ইংলণ্ডের রানী, ২২-৩, ৩৪, ৭৮, ১১৯-২০, ১২৯, ১৩৬, ২১৯, ২২৫, ২৩৫
এসেক্স, ১৯, ৩৭, ৯৩ টী.
এসেক্স, রবার্ট ডেভেরাক্স, দ্বিতীয় আর্ল, ১১৮; রবার্ট ডেভেরাক্স, তৃতীয় আর্ল, ২০৮

ওএটস, টিটাস, ২১২ টী.
ওটোয়ে, টমাস, ২৯৮
ওডল্যাণ্ড, জন, ১৭৯
ওফলে, এলিজাবেথ, ১৬৯
ওফলে, জন, ১৬৯
ওভারবিউরি, স্যার টমাস, ১৭৯
ওভারটন, রিচার্ড, ২৬, ৩০, ৪৯, ৬৭, ৮২, ৮৬, ৯০, ১১২, ১২৮, ১৫৮, ২০০, ২১১-১২, ২২০, ২৫৮, ২৮৫
ওলডেনবার্গ, হেনরি, ১৯২
ওয়রবয়েজ, হানটিংডনশায়ার, ৯৫, ১৬৪, ১৯৩, ২৭০
ওয়র্ড, শেঠ, আলিসবেরির বিশপ, ২২১
ওয়র্ড, রেভা· জন, ১৭৬
ওয়াইক, অ্যান্ড্রু, ১৯২
ওয়াইজম্যান, রবার্ট, ১০৯
ওয়াইট, সারা, ১২৬, ২৩০
ওয়াকার, ক্লিম্যান্ট, ৪৮, ৫৫, ৫৮, ২৬৪
ওয়াপিং, মিডলসেক্স, ২৫৬
ওয়াডহ্যাম, কলেজ, অক্সফোর্ড, ৩০০
ওয়র্ডস, কোর্ট অফ, ১৭৯-৮০, ২২৩
ওয়াইল্ড, সার্জেন্ট জন, ৮৫, ১৫৩ টী.
ওয়াইল্ডম্যান, জন, ৫১, ৮১, ৮৬, ৮৮, ৯২, ১২২, ২০১, ২৬৩
ওয়ার, জন, ১২ অধ্যায়—নানাস্থান দ্র·, ২৬৩
ওয়ারউইক, ১৫৪
ওয়ারউইকশায়ার, ২৪১, ৬০
ওয়াল, মোজেস, ২৬০
ওয়ালউইন, উইলিয়ম, ২৯, ৪৯, ৬১, ৭৭, ৮২, ৮৬, ৯০ টী., ১০৭, ১২২, ১২৪, ১২৭, ১৬০, ১৩৩, ১৪৪, ১৯১, ২২০, ২৪৩, ২৫০, ২৮৫
ওয়ালজার, অধ্যাপক মাইকেল, ৩৮
ওয়াল্টন-অন-টেমস, ৮৩-৪, ১৪০, ২৫৩
ওয়ালডক, অধ্যাপক এ· জে· এ· ২৮৭
ওয়াল্ডেনসিয়ানস, ২৪৩
ওয়েকফিল্ড, ইয়র্কশায়ার, ২১
ওয়েট, শ্রীমতী পল, ১৬৯
ওয়েব, টমাস, ১৬৬-৭, ২০৬
ওয়েবস্টার, শ্রীযুত চার্লস, ১৫, ৭১, ২৭১
ওয়েবস্টার, জন, ৪৫, ৫৩, ৬১-২, ৬৪, ১৩০, ১৩৭, ১৪১, ১৪৫-৬, ২১০-১, ২১৭, ২২০, ২৭২
ওয়ের, হার্টফোর্ডশায়ার, ৫২, ৫৪, ২০৮
ওয়েল্ড, ৩৭, ৯৩ টী.
ওয়েল্ড, টমাস, ২৩৫
ওয়েলস/ওয়েলশবাসী,
ওয়েলস, সামারসেট, ১৬৮
ওয়েলিংবরো, নর্দাম্পটনশায়ার, ৫৩, ৮৪ টী. ৯৩-৫, ১৬৯, ২৬৯

ওয়েস্টমিনিস্টার, ১৯, ১৬০, ১৭৮
ওয়েস্টমিনিস্টার ধর্ম সম্মেলন, ১২৩
ওয়েস্টমিনিস্টার ২, আইন ৪২
ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড ৫৬, ৬৪, ১৬৮
ওয়েস্ট রাইডিং, ইয়র্কশায়ারের ৫৯-৬০, ১৫৯, ১৬৮, ১৭২

কক হিল, কেন্ট, ৯৩ টী.
কগস্যাল, ৯৩ টী.
কটন, জন, ৭৮
কবহ্যাম, কবহ্যাম হীথ, ৯৪, ১০০, ২৬৪
কভেন্ট্রি, ওয়রউইকশায়ার ৩৬, ১৬১, ১৬৮, ১৯২, ২৬২
কমন্স, হাউস অফ, ২৫, ৪০, ৪৪, ৫৮, ৭৫, ৮২, ১১৯, ১৭০, ১৮০, ২৩৬, ২৪৯, ২৫৩
কমনওয়েলথ, ইংরেজ, ৮৭, ৯২, ৯৮, ১০০, ১১২, ১৪৪-৫, ১৯৮, ২০৩, ২৪৬, ২৭৯, ২৮৬
কর্কবুশ ফিল্ড/ময়দান, ওয়েরের কাছাকাছি অঞ্চল, ৫২-৩
কর্নওয়াল, ৬১, ৯১, ১২৭, ১৬৮, ২১৮
কর্নওয়ালিশ, চার্লস, আর্ল, ২৭৪
কর্পোরেশন/পৌর আইন, ১৬৬১, ২৫২, ২৫৯
কলনব্রুক, বাকিংহ্যামশায়ার, ২৪, ৯৫
কলচেস্টার, এসেক্স, ২৪
কাউন্সিল অফ স্টেট/ রাষ্ট্রীয় পরিষদ, ৪২, ৮৫, ২০৬, ২৮৬
ক্যাম্বারল্যান্ড, ৩৮, ৫৬, ৬০, ৬৪, ৭৯, ১৬৮
কাপ, ড· বেনার্ড ১৫, ৬১, ৭৩, ১৯২
কার্ডিফ, ১৪২
কালপেপার, নিকোলাস, ২১৬-১৭
কার্লাইল, ৫৯, ১৭২
কালভার্ট গেয়র্গ/গাইলস, ১৬, ২৬৯
ক্যালভিনবাদ, কালভিনপন্থী, ৩৩, ৬৩, ১১৪-৮, ১২০-২৩, ১৩৪, ২৩৬-৮, ২৪২, ২৪৬-৭, ২৫৫, ২৯৫
কিনস, জন মেনার্ড, লর্ড, ২১৭
কিফিন, উইলিয়ম, ১২৬
কিরবি ম্যালহাম, ইয়র্কশায়ার, ৬২
কিরবি, শ্রী ডেভিড, ২৫০ টী.
কিল্ডউইক, ইয়র্কশায়ার, ৬২
কিংস্টন, সুরে, ৫২, ৮৪-৫, ১০৫
কিংস্টন চেস (অরণ্য), ২৯৯
কুইন, অধ্যাপক ডি· বি·, ১২৮ টী.
কুক, জন, ৮৩, ৮৯ টী., ২১৭
কুপার, টমাস, উইনচেস্টারের বিশপ,
কুপার, কর্নেল টমাস, ১৭০
কৃষকবিদ্রোহ, ১৩৮১, ৮৮
কৃষি আইন সংস্কার/কৃষি-সংস্কার, ৮৭, ৯৭
কেইন, ১০৫, ১০৮, ১২:, ১৬২, ২৯৪
কেট-এর দস্যু, ১৫৪৯, ২০, ৮৮
কেন্ট, ৯৩-৪
কেন্ট, শ্রীমতী রবার্ট, ১৬৯
কেপলার জোহান, ৬৭, ২১৩
কেমব্রিজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ২২০-১, ২৫০
কেরিজ, ড· এরিক, ২৬০
কেস, টমাস, ৭৫
কেসি, মেজর-জেনারেল টমাস, ১৫৩ টী., ১৬৪
কোক, চার্লস ১৯৮
কোকেনের রাজ্য, ১৪, ২৪৫
কোটস, জন, ৯০ টী.
কোপ, অ্যাবাইজার, ৫৩, ৮৩, ৮৭, ১০৩, ১০৬, ১০৯, ১২৫-৬, ১৪১, ১৪৮-৯, ১৫২, ১৫৪-৭, ১৬৭-৮, ১৯১-২, ২০০, ২০৬-৭, ২১৭, ২২৮, ২৩৮, ২৪০-২, ২৪৪-৫, ২৬২, ২৬৫, ২৭২-৩, ২৮৬, ২৯৪-৫
কোপারনিকাস, নিকোলাস, ২১৫
কোপিন, রিচার্ড, ১২২, ১৩১, ১৪১, ১৪৭, ১৫৮, ১৬২-৪, ১৬৭, ২১৯-২০, ২৬৪, ২৭২, ২৮৭
কোভেল, উইলিয়ম, ৯৪, ১০৯, ২০৫, ২৫০
কোম্বার, টমাস, ১৭৬
কোমেনীয়, ১২১, ২১০, ২২১
কোমেনিয়াস, জন অ্যামোস, ১২১, ২১০, ২১৬, ২১৮
কোরান, ১৯৪
কোল, অধ্যাপক ডব্লিউ· এ·, ১৭, ৮৯
কোলিয়ার, জেরেমি, ২৭৭, ২৯৮
কোলিয়ার, টমাস, ৪৫, ৫৩, ৫৭, ১৪০, ১৭৪, ২৬৬
কোস্টার, রবার্ট, ৯৬
কোয়েকার, ৪৩-৪, ৩৮-৯, ৫৪-৬০, ৬৩-৪, ৭১, ৭৩, ৭৯, ৮৪, ৯৩-৫, ১০৭, ১১০, ১২৯-৩১, ১৩৪-৫, ১৩৮-৪১, ১৪৮, ১৫০, ১৬৮, ১০ অধ্যায় নানাস্থান, ১৮৯, ১৯৫-৮, ২০৫-৭, ২১১, ২১৩, ২১৮
কানি, জন, ২২০
ক্যান্টারবেরি, কেন্ট, ১৬০
ক্যাভালিয়ার্স দ্র·—রাজতন্ত্রী
ক্যাভেনডিশ্ পরিবার, ২৭৯
ক্যাম, জন, ৬৪
ক্যারি, মেরি, শ্রীমতী র‍্যান্ডে, ২১১ টী, ২৩২-৩, ২৪৫, ২৯৬
ক্যারিউ, জন, ৬১
ক্যালভিন, জ্যাঁ, ৬৪, ১০৭, ১১৫, ১১৯, ১৫৯, ২৭৯
ক্যালামি, এডমণ্ড, ২৬, ৭৯
ক্রমওয়েল, অলিভার, লর্ড প্রোটেক্টর, ১৩, ২৬, ৩৬, ৪১, ৪৪-৫২, ৫৪, ৫৬, ৬৬, ৭২-৩, ৮২, ৮৫, ৯২, ১০১, ১৪১, ১৪৩, ১৫৪, ১৭৩, ১৮২, ১৮৩, ১৯৭-৮, ২০০, ২০৩
ক্রমওয়েল, রিচার্ড, লর্ড প্রোটেক্টর, ২৫
ক্রমওয়েল, হেনরি, ১৮০
ক্রাডক ওয়াল্টার, ৩৯, ৬১, ২৬৫
ক্রানফিলড, লাইওনেল, মিড্লসেক্স-র আর্ল, ১৯
ক্র্যাব রজার, ৭৬, ১২৩, ২২০, ২২৬ টী, ২৪২
ক্রাশাউ, উইলিয়ম, ১১৭
ক্রাশাউ, রিচার্ড, ৬১
ক্রিসবা, টোরিয়াস, ১৩৭, ১৫৯
ক্রুক, জন, ১২৭, ১৩৯, ১৭৭, ২০০
ক্লারেন্ডনের আর্ল, এডওয়ার্ড হাইড, ২৫, ৫৯, ১৭১, ২৭৯

ক্লার্ক, শ্রী ও শ্রীমতী পিটার, ৩৯, ৯৩
ক্লার্ক, লরেন্স
ক্লার্কসন, শ্রীমতী ৪০, ১৫৯
ক্লিথেরো, ল্যাংকাশায়ার, ৬২
ক্লীভল্যাণ্ড, ইয়র্কশায়ার, ৬২, ১৬৮, ১৭৫, ১৮৭
ক্রেগ, আরথার, ২৭৬
কক্স হল, কেন্ট, ৯৩ টী.
কক্স হিল, কেন্ট, ৯৩ টী.
কক্স হীথ, কেন্ট, ৯৩ টী.

খ্রস্ট-বিরোধী, ২৪, ২৭, ২৯-৩০, ৭০, ৭৫, ৭৮, ১০৮, ১১০-১, ১১৮, ১৪৩-৪, ১৬০, ১৮০, ১৯০, ১৯৩-৪, ১৯৮, ২১১, ২১৯, ২৪২, ২৫৭-৮, ২৭২ ২৯৩

গ'ইনি, ম্যাথু, ৬১
গগ, উইলিয়ম, ২৯, ২২৪, ২৩৭
গণতন্ত্র, ৫৩-৪, ৯৬-৭, ৯৯, ১১০, ২৫০, ২৮৯
গণবাণী (Vox Pleb.is) ১২১
গাউডেন, জন, উরস্টারের বিশপ, ২১১
গারমেন্ট, জোসুয়া, ১৬৮
গার্ডেনার, এস· আর·, ৫০
গ্যাডবেরি, মেরি, ৩৯, ১৮২, ২২৯
[গ্রাম্য] লাটিয়াল, ২১, ৫৯, ২২৯
গিলবার্ট, উইলিয়ম, ২৬৭
গিগগেলসউইক, ইয়র্কশায়ার, ৬২
গুডউইন, জন, ৩৪, ৭৭, ১২৬, ২৪৭, ২৬৫
গুডউইন, টমাস, ৩০, ১১৮, ১২৭, ২২৪, ২৬৫
গুডম্যান, গডফ্রে, গ্লচেস্টারের বিশপ, ৭৪, ১২৪
গুডাল, চার্লস, ২১৬
গেল, রবার্ট, ১৭৩
গোল্ডস্মিথ, অলিভার, ২৭৫
গোষ্ঠী/সম্প্রদায়, ২০, ৩৪-৫, ৫৭-৮, ৬৩, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮৭, ১২০, ১৩৮-৯, ১৬৬, ১৭৩, ১৯২, ১৯৯, ২০১, ২১৫, ২২৫-৬
গৃহযুদ্ধ,/গৃহযুদ্ধ (দ্বিতীয়) ১৪, ১৯, ২৭, ২৯-৩০, ৩৬, ৫০, ৫২, ৫৬, ৬৭-৮, ১১৯, ২৪৯, ২৬১, ২৭৯
গ্রিন্ডেলটোনীয়, ৫৯, ৬২-৫, ৭২, ৭৭ টী. ১২১-২, ১২৬, ১৩৭, ১৫৯, ২১২ টী., ২৭৬
গ্রিন্ডেলটোন, ইয়র্কশায়ার, ৬২-৩
গ্রিন্ডাল, এডমণ্ড, ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ, ৩৪, ৭৮ টী.
গ্রীন, সার্জেন্ট. ১৫৩ টী.
গ্রেশ্যাম কলেজ, ২১১
গ্রেট ট্যু, অক্সফোর্ডশায়ার, ২৯
গ্রেট ইয়ারমাউথ, নোরফোক, ১২৯
গ্রেট মার্লো, বাকিংহ্যামশায়াব, ১৮
গ্ল্যামারগন, ৫৭
গ্লিন, সার্জেন্ট জন ১৫৩ টী.

চান্ডোস, লর্ড, ৮৪
চাম্বেরি, ১৯৬, ১৯৯
চার্চ অফ ইংলণ্ড, ৭৪, ৮৬, ১১১, ২১৫, ২৫৬, ২৫৭-৮
চার্চ, কর্পোরাল, ৫৩
চার্চ, রাষ্ট্রীয়/সরকারি/জাতীয়, ২২, ২৯-৩০, ৩৪, ৪৫, ৫৪, ৭৪-৫, ৭৮, ১৩১, ১৪৪, ২২০, ২৫৭, ২৭০, ২৭৩
চার্লস, প্রথম, ইংলণ্ডের রাজা, ১৩-৬, ১৮, ২০, ২৭, ৩৪, ৪৭-৫৪, ৬৭, ৭৩-৪, ৮২-৩, ৯৯, ১০২, ১০৫, ১৪২-৩, ১৫০, ১৭২, ২০০, ২০২-৩, ২৩২, ২৪৯, ২৫১, ২৫৫-৬, ২৬৪
চার্লস, দ্বিতীয়, ইংলণ্ডের রাজা, ১৮৭, ১৯৮, ২০৫-৬, ২৩১, ২৪৫, ২৫৬, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৯, ২৯৭
চিডলে, শ্রীমতী ক্যাথারিন, ২৩০
চিলিংওয়র্থ, উইলিয়ম, ৭২, ২৩৮
চিলেনডন, ক্যাপটেন এডমণ্ড, ২০৫, ২০৬ টী., ২২০
চিকিৎসক-কলেজ, ২১৬-১৭
চেম্বারলিন, জন, ২২৪
চেম্বারলিন, পিটার, ৪২, ৮২-৩, ৮৭, ১৯৭
চেম্বারলিন, এডওয়ার্ড, ২৫৬
চেমসফোর্ড, এসেক্স, ৩০
চেশায়ার, ৫৯, ১৭৩
চ্যালিয়ার, জোসেফ, ১৮২
চ্যাপম্যান, জর্জ, ১২০

ছন্নছাড়া মানুষ, ১৭, ৩ অধ্যায় নানাস্থান দ্রষ্টব্য, ৬৫
ছিনেল, ফ্রান্সিস, ৭৭

জক, ব্রড স্কটল্যাণ্ডের, ১৫৪
জনগণের চুক্তি, ৫১-২, ৭৭, ৯১, ১২২, ১৪৩, ২০৮
জন, বাপটিস্ট, ৫৬, ৯২
জনস্টন, ওয়ারিস্টনের স্যার আর্চবোল্ড, ১২৭
জর্জ, অধ্যাপক সি· এইচ·, এবং শ্রীমতী কে·, ২৩৫, ২৩৯
জরডন, অধ্যাপক ডব্লিউ· কে·, ৭৭, ১৩১, ২৭১
জলাভূমি/জমি, ৪১, ৪৩
জয়েস, কর্নেল/কর্নেট, জর্জ, ৪৭, ৯৪ টী.
জার্মানি, ২০, ১১৯, ১২৮
জার্মিন, জজ, ১৯৮
জাস্টিস অফ পিস (জে· পি·), ৩৯, ৪১, ৪৩, ১৫৩, ১৭২, ১৭৯, ১৮৮, ১৯৬, ২০৫, ২৩১, ২৪৭, ২৫২-৩, ২৫৮
জ্যাকব, ১০৯, ১৬২
জ্যাকবিন, ৩৮
জ্যাকসন, লেফটেন্যান্ট উইলিয়ম, ৮৭, ১৫৪, ২৩০
জুবেবস, লেফটেন্যান্ট কর্নেল জন, ৭৩
জেনি, উইলিয়ম, ১৩৯, ২২৫
জেনেভা, ১১৯, ২৪৩
জেমস, ড· মার্গারেট, ১০৬ টী.
জেমস, প্রথম, ইংলণ্ডের রাজা ২৬, ৪০, ৬২, ৬৭, ৭২, ১৩৭
জেমস, দ্বিতীয়, ইংলণ্ডের রাজা ১৮৫, ২৭৫
জেরুজালেম, ১২৯, ১৫২, ১৬৯, ১৭৫, ১৯০, ২১১
জেরুজালেম, নতুন, ৯২, ২৩২-৩
জেসি, হেনরি, ৬১
জোনস, ইনিগো, ৬১

জোসেলিন, শ্রীমতী এলিজাবেথ, ২৩৫
জোসেলিন, রালফ, ৭০, ৭৩, ৮৩
জ্যোতির্বিজ্ঞান, ২১৫, ২২১
জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতিষী ১৫, ৬৬-৯, ১৪ অধ্যায় নানাস্থান দ্রষ্টব্য
জ্যোতিষী সংস্থা/সমিতি, ৬৭, ১৫০

টড মেরি, ১৭৫
টমসন, কর্নেটি, উইলিয়ম টম্পসনের ভাই, ৫৩
টমাস, ড· পি· ডব্লিউ·, ২৫৭
টমাস, শ্রীযুত কে· ভি·, ১৫-১৬
টম্পসন, উইলিয়ম, ৫২-৩, ৯২-৩, ৯৫ টী., ১৬৫, ২০৮
টম্পসন, শ্রীযুত জে· এ· এফ· ৫৯
টরসেল, স্যামুয়েল, ২২৫
টাইরেনিপোক্রিট ডিসকভার্ড, ৮৭, ৯২, ১২৩, ১২৭-৮, ২৩৭-৮, ২৪২-৩, ২৪৯, ২৮৫, ২৯৫
টাউনটন, সামারসেট, ৫৭
টাউনে, রবার্ট, ৬৪, ১৫৯
টাউনেলে গোষ্ঠী, ৬২
টার্নার, শ্রীমতী জেন, ১২৭
টার্নার, উইলিয়ম, ৬১
টাসকানির গ্রাণ্ড ডিউক, কাসিমো দ মেদিচি, ২৩৩, ২৫৬
টিন্ডাল, উইলিয়ম, ২৬, ২১৯, ২৬৬
টুন, শ্রীযুত পিটার, ১৫, ৭৩
টেনিসন, আলফ্রেড লর্ড, ২৯২
টেমস, নদী ৮৪
টেম্পল, স্যার উইলিয়ম, ২৩৭
টেলর, টমাস, কোয়েকার, ১৪১
টেলর, টমাস, পিউরিটান ২৩৭, ২৬৭
টোঙ্গ ইসরায়েল, ২১২
ট্যানি, টানি, জন (থেরোজন) ১৩০, ১৫০, ১৬৭, ১৮০, ১৮২, ১৯১, ২০৩, ২০৬
ট্যালন, এম· হেনরি, ২৯৫
ট্রটস্কি, লিও, ১৪৯ টী., ১৭০
ট্রায়ন, টমাস, ২৯৮ টী.
ট্রাপ, জন, ১৩৮
ট্রাপনেল, আনা, ১২৬, ১৫৬, ২৩০
ট্রিনিটি কলেজ, অক্সফোর্ড, ১৮৯
ট্রেভর-রোপার, অধ্যাপক এইচ· আর·, ২১২ টী.

ডরসেট, ৫৯, ১৭৫
ডাইনিবিদ্যা, ডাইনি/ডাকিনী, ৩৮, ৬৬-৭, ৯৫ টী., ২১৫
ডাউনেম, জন, ১১৮
ডাওডেসওয়েল, রিচার্ড, ২০-১
ডাচ (ওলন্দাজ) দ্র·—নেদারল্যাণ্ড/হল্যাণ্ড
ডাডলি, উরস্টারশায়ার, ৩৬
ডানবারের যুদ্ধ, ৭৭
ডানভার্স, হেনরি, ৬১
ডানস্টেবল, বেডফোর্ডশায়ার, ৯৩, ৯৫
ডানিয়েল, কর্নেল উইলিয়ম, ১৮০
ডার্বি, ১৭২
ডার্বিশায়ার, ১৬৮
ডি 'ইউস, স্যার সাইমণ্ডস, ২০, ২১৮
ডিউসব্যারী, ২১
ডিউসবেরি, উইলিয়ম, ৫৪, ১২৭, ১৪১, ১৫৩, ১৭৭, ২০৫
ডিকেন্স, অধ্যাপক এ· জি·, ২১, ৫৯
ডিক্সন, হেনরি, ১৩২ টী., ১৫৪ টী.
ডিগবি, স্যার কেনেলম, ৬৭
ডিগার (সাচ্চা লেভেলার) ১৩-১৫, ৩৪, ৪২, ৫৪, ৬১, ৭ অধ্যায় নানাস্থান, ১২৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৮৭, ১৯৮, ২০৮, ২৪৪, ২৫২, ২৫৪, ২৭০-৩, ২৯৩, ২৯৮, ৩০০
ডিফো, ডানিয়েল, ২৭৫, ২৯৬
ডী, জন, ৬২
ডীনের বনাঞ্চল, ৩৭, ৪০, ৪২, ৫৯
ডুরহ্যাম, ৬০ টী.
ডুরহ্যাম কলেজ, ২১২, ২১৮
ডেনি/ডেন হেনরি ৩৪, ৫৩, ৭৯, ৮৬, ৯৫, ১২২, ১২৪, ২২০, ২৭০
ডেনি, অ্যাডমিরাল রিচার্ড, ২০৬ টী.
ডেভন, ৬০, ২৩১
ডেভিস, স্যার জন, ১১৬
ডেভিস, জন, হারফোর্ডের, ৬১
ডেভিস, লেডি ইলিয়ানর, ৯৫, ২০২-৩, ২৩৩ টী.
ডেভিডসন মরিসসন ৯৫ টী.
ডেভেন্যান্ট, স্যার উইলিয়ম ২২৩, ২৬৮, ২৮৪
ডেরিং, স্যার এডওয়ার্ড, ২৮, ৭৫
ডেল, উইলিয়ম, ৩০, ৩৪, ৪৫, ৫৩, ৭১, ৭৫-৭৯, ১৩৬, ১৩৯, ১৪৭, ১৯৫, ২১৭, ২১৯-২০, ২৩৬, ২৪৩, ২৪৯, ২৬৬-৭, ২৬৯
ডেল, শ্রীযুত এডমণ্ড ১০০
ডোভার, ৯৩ টী.
ডোন, জন, ৬১
ড্রগেডাযুদ্ধ ২৪৩
ড্রাইডেন, জন, ২৫৭, ২৯২ টী.
ড্রামন্ড উইলিয়ম, ২১
ড্রেক, ফ্রান্সিস, ২৬৪

তামাক, ১৪৬-৯
তুরস্ক/তুর্কী, ৭৩, ৭৬, ৯৯, ১৪৬, ১৬৫, ২৫০
ত্রয়ী/ত্রিত্ব, ১৩২, ১৩৮, ১৭৩
ত্রেহার্নে, টমাস, ৬১, ১৩৪, ১২৭, ১৩৮, ২৯৯-৩০০

থার্স্ক, ড· জোয়ান, ৩৬-৭, ৪৪, ৫৯, ৯৭, ১০৯, ২৩৬
থিওলজিয়া জার্মানিকা, ১৩৭

দীক্ষাস্থান, ২১, ২৪, ৭৫
দেবদূত, ১০৬, ১৩২ টী.
দেকার্ত, রেনে, ২১২, ২৬৭ টী., ২৯৯

ধর্মকর/টাইথি, ২৫, ২৯, ৫৮, ৭৩-৪, ৭৭-৮, ২৮৬
ধর্মসভা/-আদালত ২২, ২৯, ৭৬

ধর্মপ্রচারক, কারিগর/মিস্ত্রী, ২৭

নক্স, জন, ৬৯, ২৩২
নটিংহাম, ৯৫ টী. ১৮৬
নটিংহ্যামশায়ার ৯৩, ৯৫, ১৬৮, ১৭৫
নরউইচ, ২১৮, ২২৭
নরউড, রবার্ট, ১৩০, ১৬৬, ২১৯
নরক, ২২-৩, ৮ অধ্যায় নানাস্থান দ্র·, ১৩৭, ১৫৫, ১৫৮, ১৬২-৩, ১৬৭-৮, ১৭৩, ২৩৭, ২৪৫, ২৬১, ২৭৬, ২৮০, ২৮৭, ২৯২, ২৯৯-৩০০
নর্ডেন, জন, ২৩১
নর্থ, দ· অনা· জন, ২৫৫
নর্থটোনাস, চ্যাম্পিয়ানাস, ১০৯
নর্দাম্পটন, ১৮৯
নর্দাম্পটনশায়ার, ২০, ৩৭-৮, ৪০, ৭৬, ৮৪ টী., ৯৩-৫
নর্দাম্ব্যারল্যাণ্ড, ৫৬, ৬০ টী., ৬১, ৯১
নর্দাম্ব্যারল্যাণ্ড-এর ডিউক, জন ডার্ডাল, ১১৮
নর্মান বিজয়/শাসন/য়োক, ৪২, ৫০, ৯৯, ১০৮, ১৬৭, ১৯৭-৮
নস্ত্রাদামুস, ৬৮
নাশে, টমাস, ১০৭ টী.
নিউ ইন হল, অক্সফোর্ড, ১৮৯
নিউকাম, হেনরি, ২৪২ টী., ২৫১
নিউক্যাসেল-টাইনের তীরে, ১৮, ৫৮, ৬০, ১২৭, ২০৮
নিউ মডেল আর্মি, ১৩, ২১, ৩১, অধ্যায় ৪ নানাস্থান, ৫৯, ৬২, ৬৫, ৭৫, ৭৭, ৮১-২, ৮৭, ৯০, ৯৬, ৯৮, ১১৭-৮, ১৪২-৪, ১৫৪, ১৫৭, ১৭২, ১৭৭-৮, ১৮৩, ১৯৬, ২০৬, ২০৮, ২১০, ২৩২, ২৩৭, ২৪৯, ২৫০-১, ২৫৩, ২৬১-৫, ২৭৩, ২৯১
নিউ মার্কেট, সাফোক, ৪৭, ৫১
নিউটন, স্যার আইজাক, ৬৮, ৭০, ২১১, ২১৩, ২১৬, ২৭৭, ২৯৯
নিউ ফরেস্ট, ৩৭
নিউ ইংলণ্ড, ৯৫ টী., ১২৭, ১৪৭, ২২৫, ২৩৫, ২৪৬
নয়া-প্লেটোবাদী, ২৬৩
নিউস্টাব, জন, ২২
নিউগেট, ১৫৬
নিকলেস, হেনরি, ২২, ১৩০, ১৩৬, ২৬৯
নিকলসন, বি·, ১৭৯
নিবলে, গ্লস্টারশায়ার, ৯৪
নিরীশ্বরবাদ/নাস্তিকতা/নাস্তিক, ৭৪, ৭৮, ১৩২, ১৫১, ১৮৫, ২১৫, ২৩১, ২৪৫, ২৯৩, ২৯৭
নাস্তিকতা, যান্ত্রিক, ২১৫
নীডউড-এর অরণ্য/বণ্যভূমি, ৪২
ন্যাটাল, ড· জি· এফ·, ৭৩
নেলি, রিচার্ড, ইয়র্ক-এর আর্চ বিশপ, ৫৭
নেইলার, জেমস, ৫৪, ৬১, ৬৪, ৮৪, ১২৫ টী., ১৩০, ১৫০, ১৭০-৫, ১৭৭-৮৭, ২০৩, ২২০, ২২৯-৩০, ২৩৬, ২৪২, ২৫০, ২৫৪, ২৬২-৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৭২-৩, ২৭৭, ২৮৬
নেডহ্যাম, মার্চমন্ট, ৪৬
নেভিল, হেনরি, ২২৭, ২৯৭
নেপিয়ার, জন, ৭০, ৭২, ২০৯
নেসবীর যুদ্ধ, ৬৮
নেদারল্যাণ্ড/হল্যাণ্ড/ডাচ, ২৩, ৭৩, ৭৮, ৮৭, ১১৯, ২০০, ২২৩, ২৩৬, ২৪৩
নোলয়স/নোরফোক/নরফোক, ৮৮, ১০৯, ২৫৩
নোলয়স হ্যানসার্ড, ৮৯
নৌ-পরিবহন আইন, ২৬০

পঞ্চম রাজতন্ত্রীবাদ, পঞ্চম রাজতন্ত্রী, ১৩, ৫৩-৪, ৬১, ৬৮, ৭৩, ৭৪, ৮২, ৯৬, ১০৯, ১২৬-৭, ১৩১, ১৪৪, ১৫০, ১৭৬, ১৮০, ১৯২, ১৯৮, ২২৬, ২৩৮, ২৪৭, ২৫১, ২৭৩
পটস, স্যার জন, ২০
পতিত জমি, ৪০-৪৩, ৯৬-৭, ২৫০, ২৫২, ২৮৬
পরীক্ষা [-নিরীক্ষা] (বৈজ্ঞানিক) গবেষণা, ২১০, ২১২, ২১৫, ২২০, ২৬৫-৭
পাইন, কর্নেল, ৪৩
পাওয়ার, হেনরি, ৬২, ২৬২
পাওয়েল, ভাবাসোর, ১৫, ৬১, ১২৫ টী., ২৪৯
পাগেট, ড· ১৬০
পাট্টা জমি, ৪৩
পাদরি, সেনাবাহিনী-র, ৪৫-৬
পানশালা, ১৪৬-৪৮
পামার, হার্বার্ট, ৫৮
পাপ/আদি-পাপ, ৩০, ৫৩-৪, ৭৪, ৯১, ৮ অধ্যায় নানাস্থান দ্র·, ১৩৮-৯, ১৫২-৫, ১৫৮-৯, ১৬২-৪, ১৬৮-৯, ১৮৪-৮৮, ২১৫, ২২৬-৯, ২৪৬-৭, ২৫৩-৪, ২৭৯, ২৮২, ২৯৪-৭
পারকার, স্যামুয়েল, অক্সফোর্ডের বিশপ, ২১৫, ২৫৫
পার্কার, হেনরি, ৮৯ টী., ১১৬, ১৯২
পার্লামেন্ট, বেয়ারবোন, ১৩০, ১৪৫, ১৭২, ১৯৮, ২০৬, ২৩১
পার্লামেন্ট, ১৫৭৬, ২২৫
পার্লামেন্ট, ১৬৪০, ১৩
পার্লামেন্ট, ১৬৫৬, ৪৩, ৮০ টী. ১৭৩, ১৮৩, ২২৯, ২৬৩-৪
পার্লামেন্ট, ১৬৬০, ২৫২
পার্লামেন্ট, লং ১৩, ১৯-২০, ২৬-৮, ৪৩, ৪৬, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬৮, ৭১, ৭৪, ৭৫, ৮১, ৮৪, ৯৩, ৯৮-৯, ১১৮, ১২১, ১২৩, ১৩৯, ১৪৩, ১৬৭, ১৭১-২, ১৮২, ২০০, ২০৩, ২১০, ২৩২, ২৫৭, ২৬৩
পার্লামেন্ট, লং, অক্সফোর্ডের, ৬৮
পার্লামেন্ট, র‍্যাম্প, ৪৩, ১২৩, ১৫৬, ১৭২, ১৯৮, ২২৭
পার্লামেন্ট, সর্ট, ১৯
পার্কিন্স/পারকিনস, উইলিয়ম, ২৩, ২১৫, ১১৭-৮, ২০৯, ২২৪
পারকিনস, করপোরাল, ৫৬
পিউরিটান/পিউরিটানবাদ/-পন্থী, ৩৭, ৫৬-৭, ৫৮, ৫৯, ১১০, ১১৭, ১৪৬, ১৪৮-৯, ১৭০-২, ২১৫, ২২২-৮, ২৩০-১, ২৩৩, ২৩৫-৬, ২৩৯, ২৪২, ২৪৪-৭, ২৫১, ২৫৭, ২৭৯

পিটার, হিউ, ১৮, ৪৫, ৫০, ৫৭, ৬১, ৭৩-৪, ৮৩, ১০৯, ২১০, ২২০, ২২৫, ২২৭, ২৩৭, ২৯৪-৫, ২৯৭-৮
পিনেল, হেনরি, ৪৫, ৫৩, ১৩৮ টী., ২১২, ২৬৬
পিন্টো, অধ্যাপক ডি দ সোলা, ২৯৯
পিয়ার্সন, অ্যান্টনি, ১৩৯, ১৭২ টী., ১৭৪, ১৭৯
পিটন, হার্টফোর্ডশায়ার, ৯৫
পীক জেলা, ডার্বি, ১৬৮
পীকক, টমাস, ১৭২
পিম/পীম, জন, ১৬, ৩৩, ৮১, ১১৬, ২১২ টী.
পুটনি (বিতর্ক), ৩১, ৫৩, ৮৯, ১২০, ২০৮, ২৩৯, ২৬৬, ৩০১
পুনরজাগরণ, ১৪, ১৫৭, ১৭ অধ্যায় নানাস্থান
পুনরুজ্জীবন/পুনরুত্থান, ২১, ২৩, ১০৭-৮, ১৫১, ১৫৮, ১৭৪, ২৪৫
পুরকাস, স্যামুয়েল, ১২৩
পুলহ্যাম, নোরফোক, ১৫৭
পুলে, এলিজাবেথ, ২০৩
পুলে, ডরসেট, ৪৩, ১৬৮, ১৭৫
পেইন, টমাস, ২৭৫
পেগিট, এফ্‌রিম, ৫৭, ১৫১, ১৬৭
পেটি, স্যার উইলিয়ম, ১০২, ২১০, ২১৭-৮, ২২৭, ২৩৫
পেটি, ম্যাক্সিমিলিয়ন, ৮৮
পেন, উইলিয়ম, ১৮৫-৮, ১৯৮, ২১৩, ২৪৪, ২৭৩
পেন্ডেল, পাহাড়ী অরণ্য, ৪৪, ৬২, ৬৪
পেনিংটন, আইজাক, ১২৬, ২০৫-৬
পেপিস, স্যামুয়েল, ২৩১, ২৫৬
পেরট, জন, ১৮৬, ১৮৮ টী., ১৯১-৯৩, ২৭৩
পোপ, ৭৩, ৭৫, ১০৮, ১১০, ১১৫, ১৬০, ১৬৫, ১৮৬, ১৮৯, ২৯৪
পোপ, আলেকজাণ্ডার, ২৫৭
পোদার্জ, জন, ১৩০, ১৬৫-৬, ২০৭-৮, ২৩০
পোলিশ নৃপতি, জন সোবিয়েস্কি, ২৮৯
পোস্টমাস্টার, ১০২
প্যারাসেলসীয়, ৬৮, ১৪ অধ্যায় নানাস্থান
প্রকৃতি রাজ্য/প্রকৃতির আইন, ১১১, ২৭৯-৮১
প্রচারক, ৪ অধ্যায় নানাস্থান, ৮২, ৮৪, ১৮২
প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠান, ২১৮, ২২৪
প্রাইন, উইলিয়ম, ১২৫, ২১৮
প্রাইস, জন ২৫৪
প্রাইডের বহিষ্কার, ৫২
প্রিভি কাউন্সিল/কাউন্সিলর, ২৪, ৩৬
প্রেসবিটার/প্রেসবিটারীয়, ৩০, ৩৩, ৪৬, ৫৮-৬১, ৭৭, ৮৪, ৮৬, ১১৬-৭, ১১৯, ১২৩, ১২৮, ১৪১-২, ১৮৯, ২১০, ২৩৭, ২৪২, ২৪৭, ২৫০, ২৫৮
প্রেস্টউইচ, শ্রীমতী মীনা, ১৯
প্রেস্টন জন, ৬৭, ১৩৭, ২০৯
প্রেস্টন, ল্যাঙ্কাশায়ার, ৬১, ১৫৭
প্রোটেক্টরেট, অলিভার ক্রমওয়েল, ১৩, ২৬১-৫
প্রোটেস্টান্ট-মতবাদ/-ধর্ম, ৬৭, ১১৩-৪, ১১৯, ১২১, ১৯৪, ২৭৯
প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতা, ১৪-৫, ১৬ অধ্যায় নানাস্থান, ২৪৬, ২৭৭, ২৮৩
প্লাইমউথ, ২৫৯
প্লাট, জন, ৮৫, ১০৫
প্লাখয়, 'পিটার করনেলিয়াস', ২৫০

ফকল্যাণ্ড বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ২৯
ফরডাম, '—', ১৬৯
ফর্মার, আংগাস, ১৮০
ফক্স, জর্জ, ৬০-২, ৬৪, ৭১, ৭৯, ৮৪, ৯৫ টী., ১০৯, ১২৩-৫, ১২৯, ১৩১-২, ১৪৮-৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৬২, ১৭০-৮১, ১৮৩-৮, ১৯৩, ১৯৭-৮, ২০৪, ২১১-৩, ২১৮-২০, ২২৫-২৭, ২৩১, ২৩৩, ২৩৮, ২৪২, ২৬২, ২৬৪, ২৬৮-৭০, ২৭৩, ২৯৪-৯৬
ফক্স, জর্জ, (ছোটো) ১৭৭, ১৯৭
ফক্স, মার্গারেট, দ্র· ফেল মার্গারেট
ফক্স, 'টিংকার', ২১, ৩৬
ফস্টার, জর্জ, ৯৫, ১৩০, ১৬৪-৬৫, ২০৩, ২০৬, ২৪৫
ফক্সি, জন, ২৭, ৪৯, ৭২
ফাউসলে, নর্দাম্পটনশায়ার, ৮৪ টী.
ফারনেস, ১৭৯
ফার্থ, স্যার সি· এইচ·, ৩৬
ফার্নসওয়র্থ, রিচার্ড, ২২০
ফারলে, কোয়ার্টার-মাস্টার, ১৮০
ফেয়ারফ্যাক্স, স্যার টমাস উইলিয়ম, লর্ড, ৩৫, ৪৬-৫৩, ৮২, ৮৪, ১০০, ১৬৫, ১৮১, ২০৭, ২৬৫
ফোচেৎ, '—', ৮৩
ফোর্ড, জন, ১২৯ টী.
ফিক, ক্রিস্টোফার, ২৮-৯, ২৫১
ফিশার, স্যামুয়েল, ৭৫, ১০৭, ১২৫, ১৫১-২, ১৭৬, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৯-৯৫, ২২০, ২৩৩, ২৬৯, ২৭৫, ২৯৮-৯
ফিল্মার, স্যার রবার্ট, ১১৬
ফিওর, ইতালি, ১১০
ফেনি ড্রেয়ট্রন, লিস্টারশায়ার ৯৫ টী.,
ফেনস্টানটন, হানটিংডনশায়ার, ৩০, ৯৫, ১৬৮, ১৯৩, ২৫৩, ২৭০-১
ফেলটন, জন, ১৮, ৮৪
ফেল, টমাস জর্জ, ২৭০
ফেল, মার্গারেট [পরে ফক্স], ৩৪, ১৮৮, ২২৬, ২৪৪
ফ্যামিলি অফ দ মাউন্ট, ২৩, ৮৬, ১২৯
ফ্যামিলি/বাদ/-স্ট/-পন্থী, ফ্যামিলি অফ লভ, ২২-৪, ২৯, ৩৬
ফ্যুলার, টমাস, ৬৮, ৮৮, ১২৪, ১৩২, ১৭৬, ১৮১, ২২৭
ফ্রাংকলিন/ফ্রাঙ্কলিন, উইলিয়ম, ৩৯, ১২৬, ১৩২ টী., ১৫৪ টী., ১৮২, ২২৯
ফ্রান্স/ফরাসী, ৭৩, ৯৯, ২২৭, ২৪৩, ২৯৯
ফ্রিম্যান, ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস, ১৪১, ১৪৭-৮
ফ্লুড, রবার্ট, ৬২, ৬৭, ২০৯, ২১৬

বগিস, জন, ১২৯
বন সংরক্ষণ আইন, ২৫৩
বনাঞ্চল/অরণ্য, ৩ অধ্যায় নানাস্থান, ৪৪
বন্ড, ডেনিস, এম· পি (পার্লামেন্ট সদস্য) ১৭১
বন্ড উইলিয়ম, ১৬৮
বক্সলি, কেন্ট, ৯৩ টী.
বরো, আইজাক, ২৫৪, ২৫৬
বারো, হেনরি, ২০,২, ২৩৬
বরো-পন্থী, ২১৯
বলশেভিক, ৩৮, ১৪৯ টী.
বয়েল, রবার্ট, ৬৮, ১৩২, ২০৯-১০
বস্ত্র [কাপড়]-ব্যবসায়ী/ -শিল্প, ২০, ৩৫, ৬৬, ৭৩, ৮৫
বাইবেল, ২৩, ২৭, ৬৩, ৬৮-৭২, ১০৬-১০৭, ১০৯, ১১৯-২০, ১২৭-১৩০, ১৩২, ১৩৪, ১৩৭, ১৪০, ১৪৯, ১৫২, ১৬০, ১৬২-৪, ১৬৭-৯, ১৭৩-৪, ১৮০-১, ১৮৯-৯৫, ২০০, ২০৪, ২০৯, ২১২, ২১৬-৭, ২৩৪, ২৩৭, ২৪২, ২৬৬, ২৬৮, ২৭০, ২৭৪-৬, ২৮০, ২৮৬-৭, ২৯৯
বাইবেল, জেনেভা, ৩২ টী., ৩৪, ৭০, ১১৯, ২৪১ টী.
বাইবেল প্রচার সমিতি, উত্তরাঞ্চল, ১৭৩
বাইবেল প্রচার সমিতি, ওয়েলস, ১৭৩
বাউডেন, অধ্যাপক পি· জে·, ১৮
বাওলেস, এডওয়ার্ড, ৪৪
বাকিংহ্যাম, জর্জ ভিলার্স, প্রথম ডিউক, ১৮, ৬৭, ১১৮
বাকিংহ্যাম, জর্জ ভিলার্স, দ্বিতীয় ডিউক, ২৯৮
বাকিংহ্যামশায়ার, ১৯, ২০, ৮২, ৮৮, ৯৩, ৯৫
বাক্সটার, শ্রীমতী মার্গারেট, ১২৭
বাক্সটার, রিচার্ড, ৩৬, ৪৬, ৫৬, ৬১, ৭৮, ১২৪, ১২৭, ১৩০, ১৩৯, ১৪১, ১৫১, ১৬৬, ১৭৪, ১৯৪, ১৯৮, ২৩৪, ২৩৮, ২৩৯, ২৫১, ২৫৩, ২৫৭-৮, ২৭২ টী·
বাপতিস্ত, ১৩-৪, ৩৪, ৩৯, ৫৩, ৫৬-৭, ৬০, ৭৩, ৭৫, ৭৯, ৯৫, ১৩৮, ১৪৬, ১৫৭, ১৬৪, ১৬৮-৯, ১৭৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯১, ১৯৩, ২০৫, ২২৬, ২২৯, ২৭০-২, এছাড়াও দ্র—আনাবাপতিস্ত।
বাটলার, স্যামুয়েল, ২৫৬, ২৯৭
বার্কেনহেড, স্যার জন, ২৪৫
বার্নস্ট্যাপল, ৫৯
বার্নস, রবার্ট, ২৭৫
বার্টন, রবার্ট, ১২৬
বার্টন, হেনরি, ২১৮
বারনেট, গিলবার্ট, সলিসবেরির বিশপ, ১৩২, ২৫৪, ২৬৩, ২৯৬, ২৯৮
বার্নেট, হার্টফোর্ডশায়ার, ৯৩
বার্ফোর্ড, অক্সফোর্ডশায়ার, ৫৩, ৮২-৩, ৯২, ৯৪-৫, ১০৩, ২০৮, ২৪৯, ২৬৪
বার্বুর, অধ্যাপক এইচ·, ৫৯
বারবার, এডওয়ার্ড, ৭৯
বারবাডোজ, ৮৩, ১৬১, ১৮৬ টী.
বারাক্লু, অধ্যাপক জি·, ১৫
বার্কলে, বরার্ট, ১৮৭, ২৭৩
বার্কশায়ার, ৫২, ৯৫, ১৬৬
বার্গ, অধ্যাপক এস· এ·, ৮৮, ৯১ টী.
বার্গলে, এডওয়ার্ড, ১৭৮
বার্নার্ড, রিচার্ড, ২৯৪ টী.
বার্নেস ধর্মপল্লী, সুরে, ১৫৮
বার্মিংহ্যাম, ২১, ৮৪
বারেনস, এল· এইচ·, ৯৫ টী.
বারো, এডওয়ার্ড/এডওয়ার্ড, ৫৭, ৭৮, ৮৫, ১২৭, ১৭২, ১৭৫, ১৭৭-৮৩, ১৯৩, ১৯৭, ২১২, ২৪৪, ২৫৩, ২৬৫, ২৬৮-৯, ২৭৮
বায়রন, জর্জ গর্ডন, লর্ড, ২৮৬
বাস্টউইক ড· (চিকিৎসক), জন, ২১৮
বিগস, নোয়া, ২২০
বিজ্ঞান, ৬১, ৬৪, ৬৮, ১০৬, ১৪ অধ্যায় নানাস্থান, ২৫৭, ২৯৯
বিডল, জন, ৬১, ১২৩, ১৩০, ১৫৪, ২৬৫
বিপ্লব, আমেরিকার, ২৭৪-৫
বিপ্লব, ইংরেজ, ৫৩, ৭১, ৯২, ১২১-২, ১৩৮, ১৮৩, ২১৫, ২১৮, ২২২, ২২৬, ২৩২, ২৩৮, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৫, ২৬৪, ২৬৯, ২৭৪, ২৭৭-৮, ২৭৯, ২৯৬, ২৯৮
বিপ্লব, ফ্রান্স/ফরাসী, ১৮১, ২১৩, ২৪৭-৮
বিপ্লব, শিল্প, ২২১, ২২৫, ২৩৭, ২৪৬
বিপ্লব, রুশ, ১৭০
বিপ্লব, যৌন, ২২২-৮
বিশ্ববিদ্যালয়, ২৬, ৭৪, ৭৮, ৮২, ১৯৭, ২১৭-২১, ২৩৩, ২৪৪, ২৬২, ২৭৩
বিয়ে/বিবাহ, ২৫, ১০২, ১৫ অধ্যায় নানাস্থান, ২৭৬, ২৮৯, ২৯৮
বিবাহ-বিচ্ছেদ, ১৫ অধ্যায় নানাস্থান, ২৮৯-৯০
বিলিং, এডওয়ার্ড, ১৭৭-৮
বিয়ারড, টমাস, ৬৭
বুথ, ক্যাম্বারল্যান্ড, ৭৯
বুনিয়ান, জন, ৫৪, ৭১-৩, ১০৯, ১১০, ১২৫, ১২৮, ১৩১, ১৪৮-৯, ১৫১, ১৭৪, ১৯১, ১৯৪ টী· ২১২ টী·, ২২৭, ২২৯, ২৪০, ২৫৩, ২৫৯, ২৬৬, ২৭০-৩, ২৭৬, ২৭৮, ২৯৩-৭
বুলিংগার, হেনরি, ১২৬, ২২৪
বুশেল মামলা, ২০২
রেইলি, বরাট, ১৩৮, ২৮৯
বেকন, স্যার ফ্রান্সিস, লর্ড ভেরুলাম/বেকনীয় মতবাদ, ২৩, ৬৭-৮, ২২১, ১৯০, ২০৯-১০, ২১৫, ২৬৫, ২৬৭, ২৮৮
বেডফোর্ডশায়ার, ৯৩-৪
বেলি, জন, অসলের বিশপ, ২২২
বেন, শ্রীমতী আফ্রা, ২৯৮
বেনডউইচ, শ্রী, ৩৫
বেল, অ্যালে বাপতিস্ত চার্চ, লণ্ডন, ৭৯
বেস, জোসো, ৯৪
বেড়া-দান/দেওয়া, ১৭, ৩৫, ৪০-৩, ৪৮, ৭৬, ৮২ ৮৯-৯১, ৯৪-৯৭, ১৩৮
বোথামলি, জ্যাকব, ৫৩, ১২৭, ১৩২, ১৫০, ১৫২, ১৫৪, ১৬২, ১৯২-৩, ২১৭, ২৮৬, ২৮৯

বোর্ন, বেঞ্জামিন, ২১২
বোলটন, রিচার্ড, ১৩৭-৮, ২৩৫
বোসওয়র্থ, লিস্টারশায়ার, ৯৩
বোস্টন, মাসাচুসেটস, ৭৮
বোহেমি, ফ্রেডারিক রাজা, ১৮
বোহেমি, জ্যাকব, ১১০, ১৩০, ১৪২, ১৬৬, ২১৩, ২৯৬
বোহেমীয়, ২১০-১, ২৯৮ টী. এছাড়াও জ্যাকব বোহেমি দ্রষ্টব্য
ব্যানক্রফট,. রিচার্ড, লন্ডনের বিশপ ও ক্যান্টারবেরির আর্চ বিশপ, ২৬, ৮৩, ২৩৬
ব্যানক্রফট, টমাস, ৬১
ব্যাবিলন/ব্যাবিলনীয়, ১৪২, ১৪৫, ১৯৪, ২০৫
ব্যারিয়েরে, ১৮১
ব্রন্টে -ভগিনী/ -পরিবার, ২৮০
ব্রুক-পরিবার, ৯৩
ব্রুক, রবার্ট গ্রিভিলে, লর্ড, ৫৬, ২২০, ২৬৫, ২৬৭, ২৮৫
ব্রুনো জিওর্দানো, ৫০-১, ৭২, ৮৬, ২০৮
ব্রেইলসফোর্ড, এইচ· এন·, ৪৮, ২৬৪
ব্রেথওয়েট, ডব্লিউ· সি·, ১৭০
ব্রোম, রিচার্ড, ৩৮
ব্রোমালি, টমাস, ১৬৬ টী.
ব্রাইটম্যান, টমাস, ২৪, ৭০, ৭২
ব্রাইডওয়েল, ২০৭, ২০৮
ব্রাউনপন্থী, ৬৩ টী., ২১৯
ব্রাহে, টাইকো, ৬৭, ২০৯
ব্রাডফিল্ড, বার্কশায়ার, ১৬৬, ২০৮
ব্রাডফোর্ড, ইয়র্কশায়ার, ৬২
ব্রিয়ার, টমাস, ২০৩ টী.
ব্রিগস, হেনরি, ৬১
ব্রিজ, উইলিয়ম, ৪৬
ব্রিয়ারলি, রজার, ৬২-৫, ১৩৭, ২১২ টী.
ব্রিস্টল, ৫৭, ৭৩-৪, ৯১, ১৭৯, ১৮৩-৪, ১৮৬, ১৯২, ২১৮, ২৬৩-৪, ২৬৭, ২৭৭
ব্লাকউড, শ্রী বি· জি·, ৬০ টী.
ব্লিথ, ওয়াল্টার, ৬০, ৮৩, ৯২, ৯৩ টী.
ব্লেক, অ্যাডমিরাল রবার্ট, ২০৬ টী.
ব্লেক, উইলিয়ম, ১০২, ১,৫, ১০৭, ১২৯-৩০, ১৬৭, ২৩৩, ২৪৫, ২৭৫, ২৭৭, ২৯২, ২৯৯

ভদ্রলোক/ -অভিজাত ৪১, ৭৩, ৮৮, ৯১, ৯৮, ১০৩, ১১১
ভন, টমাস, ৬২
ভন, হেনরি, ৬২
ভবঘুরে, ১৭, ৩১-২, ৬৫
ভবঘুরে বিরোধী আইন, ৩৯
ভবিষ্যদ্বাণী, ৬৮-৭০, ৮৫, ২০৬-৭, ২৫৬-৭
ভলত্যার, ফ্রাঙ্কেইজ-মেরি, ২১
ভারতীয় ২৪
ভাটিখানা/শুঁড়িখানা, ১৯, ৩৯, ৭০, ৯৪, ১৮৬
ভার্জিনিয়া, ১৮
ভার্নি পরিবার ২০
ভার্নে, এডমণ্ড ২২৩
ভিট্টেলস, ক্রিস্টোফার ২২
ভিলেনীয়, ৯৩ টী.
ভিকো, জিয়ামবাতিস্তা, ১০৭
ভিয়াল, শ্রীযুত ডোনাল্ড, ২৩১
ভেনার, টমাস ১০৯, ১৭৬
ভেন, স্যার হেনরি, ১৫, ১৩০
ভের্নে, রালফ ৮৮
ভ্যানবুগ, স্যার জন, ১৯৫, ২৯৮

মগলটন লোডোউইক, ১২৮, ১৩০-১, ১৪৭-৮, ১৫৬, ১৬৪, ২০৭
মগলটোনীয় ১৩, ১৪১ টী., ১৬০, ১৬৭-৮, ২২৮-৯, ২৭০, ২৭৩-৪,
মডারেট, দ ৯০, ১৬২
মনক, জেনারেল জর্জ, অলবেমার্লের ডিউক, ১৭, ২০৬ টী., ২৫০
মন্টেগু, অ্যাডমিরাল এডওয়র্ড, ২০৬ টী.
মন্টেগু, লেডি ১৮৮
মরটন, টমাস, ২৪৬
মরটন, শ্রীযুত এ· এল·, ১৫, ১৫০, ১৫৭, ১৬৮, ২৩৩, ২৬৯
মর্লি, কুমারী আইরিশ, ১৫
মহম্মদ, ১২৮
মাতব্বর, ৭৮, ৮৪
মানুষের পতন, ২২, ১০০, ১০৬, ১০৮-৯, ৮ অধ্যায় নানাস্থান, ১৬৩, ১৬৬, ২১৩-৪, ২৩৩, ২৭৬, ২৮০, ২৮২-৪, ২৯১, ২৯৭
মারকিউরিয়াস ব্রিটানিকাস, ৪৯
মারকিউরিয়াস পলিটিকাস ৫৮, ২০০
মার্চেন্ট, ড· আর· এ·, ২১৭
মারপ্রিলেট, মার্টিন, ৩৪, ৮৪, ১৮৯
মার্লো, ক্রিস্টোফার, ১২৯, ১৬৭, ২৯২
মার্শাল, স্টিফেন, ২৮, ২২৬ টী.
মার্কস, কার্ল, ২৭৮, ২৮৪
মার্কিউস, হার্বার্ট, ১০৩, ৩০০
মার্কুইস, ৬২
মার্টিন, হেনরি, ৫২, ৬২, ১৯৮
মার্ভেল, অ্যান্ড্রু, ৬১, ৬৪, ১০৮, ১৩৫, ২৬১, ২৮৯
মিডলটন, টমাস, ৩২, ২২৪, ২৩২
মিডলটন, মেরি, ১৪৮
মিডলসেক্স, ৪১, ৯৩, ৯৫
মিলটন, জন, ১৫, ২৭, ২৯, ৭২, ৭৬, ১০৪, ১০৭, ১০৮, ১২০, ১২৮, ১৩৪, ১৪১, ১৬২-৩, ১৭৮, ১৯২-৩, ২০১, ২২০, ২২৪, ২২৭, ২৩৩, ২৩৬, ২৪২ টী·, ২৪৬-৭, ২৪৯, ২৫১, ২৫৪-৫, ২৬২, ২৬৫-৬-৭, ২৭৩, ২৭৬, ২৮৫-২৯৩, ২৯৬
মিশর, ৭১, ২৪৫
মিড, উইলিয়ম, ১৯৮
মুনৎসের, টমাস, ৭২
মুনস্টার, ২২, ৯০, ১১৯
মুর, জন, ৪০ টী.
মুর, আডাম, ৪০

মুর লেন, লণ্ডন, ১৪৮
মেক্ষাম, উলইটশায়ার ১৬৮
মেডস্টোন, কেন্ট ৯৩ টী.
মেডি, জোসেফ, ৭০, ৭২
মেপোলস, ২৪৬, ২৫৯
মেরিওনেৎশায়ার, ৬৬
মেরি প্রথম, ইংলণ্ডের রানী, ৭৯
মেরি, স্কটল্যাণ্ডের রানী, ৬৯
মেরিমাউন্ট, ২৪৬
মেলি এডওয়র্ড ও শ্রীমতী, ১৬৯
মোজেস, ১৫৮, ১৬৭, ১৯২
মোর, স্যার টমাস, ৮৭
ম্যাক্‌ক্যালম্যান, শ্রীযুত ইয়ান ৪৬ টী., ৫৮ টী.
ম্যাকলিয়র, শ্রীযুত জে· এফ· ৭৭
ম্যাক্‌গ্রেগর, শ্রীযুত ফ্রাঙ্ক,
ম্যাগনা কারটা,
ম্যাক্‌ফারলেন, ড· অ্যালান, ৬৬
ম্যাক্‌ফারসন, অধ্যাপক সি· বি·, ৯১, ২০২ টী.
ম্যাশন, জন, ১৪৭
ম্যাসিংগার, ফিলিপ ৩৬

যুক্তি, ৯৮, ১০৩, ১০৫, ১০৮, ১১০-১, ১৩১, ১৫২, ১৯৯-২০০, ২০৭, ২২৬, ২৬৭, ২৮০-৪, ২৯৭, ২৯৯
যুক্তির যুগ, ৩০০
যাজক দ্রোহী/-বিরোধী, ২১, ২৩, ২৮-৩০, ৭৭, ১০৪, ১১৭, ১১৯, ১২২, ১৩২, ১৫৮, ১৬৭, ১৭৮-৯, ২৮০, ২৮৬, ২৯৮-৯
যন্ত্রাশ্রয়ী দর্শন, ১৪ অধ্যায় নানাস্থান, ২৪৬, ২৫৭
যুবক/-সম্প্রদায়, ১৩৯, ২২০, ২৩৩, ২৬৪

রকিংহ্যাম অরণ্য, ১৯
রজার্স, ড্যানিয়েল, ২২৪
রোজার্স, জন, কর্নওয়ালবাসী, ১২৭
রোজার্স, জন, পঞ্চম রাজতন্ত্রী, ১৫, ৭৩, ১২৬-৭, ১৯৮, ২২৬, ২৬৫
রবিনহুড, ৩৫, ৩৭, ৩৯
রবিনস, জোয়ান, ১৬৭-৮, ২২৮
রবিনস, শ্রীমতী জোয়ান, ১৮২, ২২৮
রবিনসন ক্রুশো, ২৯৭
রবিনস, জন, ১৫০, ১৬৭-৮, ২২৮
রবিনসন, জন, উলরিচের বিশপ, ৭৮, ২৬৫
রবিনসন, লক, ২৩৬, ২৬৪
রয়্যাল সোসাইটি, ৬৭, ২১৫, ২২১, ২৫৭
রসায়ন শাস্ত্র/বিদ্যা, ২১১, ২১৩-৪, ২৭৬
রাইটার, ক্লিমেন্ট, ১০৭, ১৪১, ১৯৪-৫, ২৮৫, ২৯৮-৯
রাউটিং অফ দ র‍্যান্টারস, দ, ২৩২
রাজপক্ষীয়, ১৩, ১৯-২১, ২৫, ২৯, ৩০, ৩৩
রাদারফোর্ড, স্যামুয়েল, ১৩৬, ২৩৬, ২৪৩
রাবোলিয়াস ফ্রাঙ্কেইস, ১৮৯
রাসায়নিক-চিকিৎসক সংস্থা, ২৩৩ টী·
রাসেল, শ্রীযুত কনরাড ১৭ টী·
রিচ রবার্ট, ১৮৬ টী·
রিচার্ডসন, ড· আর· সি· ৫৯, ৬২
রিচার্ডসন, স্যামুয়েল, ২২২
রিডিঙ, বার্কশায়ার ১৬৬, ২০৭-৮
রিফর্মেশন অফ এক্লেসিয়াসটিক্যাল লজ, দ, ২২৫
রিভস, ব্রুনো ৩০
রী-হাউস ষড়যন্ত্রকারী ৩৬
রীভ, জন, ১৪৭, ১৬০, ১৬৮
রুশদেশ/দেশীয়, ৪৮, ১০২
রুশো, জ্যাঁ-জক, ২৮২-৩
রেইনবরো, মেজর উইলিয়ম, ৫০, ৮৪, ৮৮, ১৬০
রেইনবরো, কর্নেল টমাস, ১৬০
রেকর্ডে, রবার্ট, ৬২
রোচেস্টার, কেন্ট, ১৩৮, ১৬৪
রোচেস্টারের আর্ল, জন উইলমট, ২৫৫, ২৮৯, ২৯৮-৯, ৩০০
রোম, চার্চ, ২৩, ২৭
রোম, নগরী, ৭৩, ১০৮, ১৬০, ১৭৭
রোমান ক্যাথলিক, ৬৭, ১৬৪ টী· ২৪৭
রোজেনডেল-অরণ্য, ৪৪
র‍্যান্ড, উইলিয়ম, ২৩৩ টী·
র‍্যান্ড, জন, ২৩৩ টী·
র‍্যান্ড জেমস, ২৩৩ টী·
র‍্যান্ডাল গাইলস, ১৪৭ টী· ২০৫
র‍্যান্ডে, শ্রীমতী মেরী, দ্র·—ক্যারি মেরি
র‍্যান্ট, আলেকজান্ডার, ২৩৩
র‍্যান্টার, ১৩, ১৪, ৩৬, ৩৯, ৫৩, ৫৪, ৬১, ৮৩, ৮৭, ৯৪, ১০১, ১০৬-৭, ১১৯, ১২৩-৭, ১৩০, ১৩২, ১৩৪, অধ্যায় ৯ ও ১০ নানাস্থান, ১৮৯-৯২, ২০৬, ২১১-২, ২২২, ২২৬-৩৩, ২৩৫, ২৩৯-৪০, ২৪৫-৭, ২৫৪, ২৫৭-৮, ২৬৬-৭৩, ২৭৫, ২৮৫-৬, ২৮৯-৯৪, ২৯৭-৯, ৩০০
র‍্যান্টাসি, অধ্যাপক পি· এম·, ১৫
র‍্যালে, স্যার ওয়াল্টার, ৬৭, ৭২, ১০৪, ১০৭ টী·, ১২০, ১২৩, ১২৮-৯

লক, জন, ৬৭, ৯১, ১১৭, ২৩৮, ২৫৫, ২৬৭ টী·, ২৭৭, ২৮৩, ২৯৭
লকিয়ের, রবার্ট, ৫৩, ৮৬, ১৬৫
লকিয়ের, লায়োনেল, ২৪০
লড উইলিয়ম, ক্যান্টারবেরির আর্চ বিশপ, ২৪, ১৩৭
লর্ডসভা, ৫৩, ৮২, ১৭৮
লন্ডন, নগরী, ১৭-৯, ২৫, ২৯, ৩২-৮, ৪৮, ৫৩, ৭০, ৭২, ৮২-৩, ৮৬, ৯৩, ১০২, ১৩৬, ১৩৯, ১৬৬, ১৮২, ২০৪, ২০৭, ২১৮, ২৩৭, ২৫৫, ২৫৭-৮, ২৬৩, ২৮৯
লয়েড মর্গান, ৬১
লাইম রেজিস, ডরসেট, ২৭৭
লাইট শাইনিং ইন বাকিংহ্যামশায়ার, মোর লাইট লাইনিং ইন বাকিংহ্যামশায়ার/বাকিংহ্যামশায়ারে আলোর ঝলকানি, বাকিংহ্যামশায়ারে আরো আলোর ঝলকানি, ৮২, ৮৮-৯, ২৩৯

লাইসেন্স-প্রথা, ১৬৯৪, ২৭৭
লাডলো মেজর-জেনারেল এডমন্ড ২৬৪
লাডলো প্রুফশায়ার, ২১৮
লিউইস, অধ্যাপক, সি· এস·, ২২৩
লিউইস, জন, ২৬৭ টী·
লিচফিল্ড, স্টাডোর্ডশায়ার, ২০৪
লিংকনশায়ার, ৪২
লিন্টন, কেন্ট, ৯৩ টী·
লিলবার্ন, জন, ৩০, ৪৭-৫০, ৫২, ৬১, ৭৫, ৭৭, ৮২, ৮৬-৯, ৯১-২, ১১২, ১৩৯, ১৬৭, ১৭৬, ১৮১, ১৯৮, ২০৪, ২১১, ২১৬, ২৬৪, ২৭৩
লিলি, উইলিয়ম, ৪৯, ৬৮-৯, ২১১
লিস্টারশায়ার, ৯৩, ১৬২, ১৬৮, ১৭৫
লী· রেভা· জোসেফ, ৯৮, ২৩৮
লুক, স্যার স্যামুয়েল, ২০৮
লুথার, মার্টিন, ৬৯, ৭২, ১১৩, ১১৫, ১১৯, ১৫৯, ১৮৪, ২৬৮
লুণ্ঠিত যাজকদের সমিতি, ১৬৭
লুব্বারল্যাণ্ড, ২৭৫
লেন, রিচার্ড, ১৩৬
লেনথাল, উইলিয়ম, লং পার্লামেন্টের স্পীকার, ৭১
লেফ, গর্ডন, ৬৯
লেভেলার, ১৩-১৬, ২৯-৩১, ৩৭, ৪৩, অধ্যায় ৪ নানাস্থান, ৬০-১, অধ্যায় ৭ নানাস্থান, ১০৯-১১০, ১২২-৩, ১৪৬, ১৫০, ১৫৫, ১৫৭, ১৬২-৩, ১৬৭, ১৭৩, ১৭৫-৬, ১৭৮, ১৮০, ১৮২-৩, ১৮৭, ১৯৮-৯, ২০০, ২২১, ২৪৬, ২৫০, ২৫৪, ২৫৬, ২৬০, ২৬৩, ২৬৯, ২৭১-২, ২৭৫, ২৭৯, ২৮১, ২৮৫-৬, ২৯৩
লেভেলার, সাচ্চা, দ্র·—ডিগার
লেসিস্টার, ৮৮, ১৬২, ১৯২
লেসিস্টারের আর্ল, রবার্ট সিডনী, ৯০
লেসিস্টারের আর্ল, রবার্ট ডাডলি, ১১৮
লোকক, টমাস, ৭৫
লোলার্ড, ২১-৩, ২৭, ৫৯, ৬৫, ১১৯, ১৫৪, ২০২, ২৭৪
ল্যাকক, উইলটশায়ার, ১৬৮
ল্যামন্ট, শ্রীযুত· ডব্লিউ·, ১৫, ৭২
ল্যাম্পায়ার, টম, ১৬৮
ল্যাম্ব, ড· জন, ৬৭, ১৩৭ টী·
ল্যাম্বার্ট, মেজর-জেনারেল জন, ৬২, ২৬৮
ল্যাঙ্কাশায়ার, ৪৪, ৫৮, ৬২-৪, ৯১, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৮, ১৭২, ২৭৪
ল্যাংলে বারহিল, উইলটশায়ার, ১৬৭

শ জর্জ বার্নার্ড ১৫
শয়তান, ২২, ৯২, ১০৫, ১০৮, ১২৮-৯, ১৩৩, ১৬২, ২১৫, ২৪৫, ২৮৭-২৯২, ২ ৫, ২৯৭
শটিলওয়ার্থ, কর্নেল, ৪৫ টী·
শার্লেটিন, ওয়াল্টার, ১৩২
শাশ্বত বিধান, ৬৪, ১২৩, ১২৫, ১২৮, ১৯৪, ২৪২
শাশ্বত সুসমাচার, ১১০, ১৯৫, ২৬৯, ২৭৮ ২৮৫

শিক্ষা/শিক্ষাদান, ১০২, ২২৪-৫, ২৩০, ২৬৬
শিক্ষানবীশ, ৩৪, ১০২
শিক্ষানবীশ আইন, ১৫৬৩, ৩৩
শেকসপীয়ার, উইলিয়ম, ১৬, ৮৬, ৮৮, ২০২-৩, ২২২
শেপার্ড, উইলিয়ম, ১০৯
শেপার্ড, স্যামুয়েল, ২৫৯
শেরউড অরণ্য, ৩৭
শেবরোর্ন, ডরসেট, ১২৯
শেলি, পার্সি বিশ্, ২৯২
শেষ বিচারের দিন, ২৮৭, ৭৬, ১০৮, ১৬৩
শ্রুফশায়ার, ৬০
শ্রুসবেরি, ২১৮

সবাৎ, ২৮৯
সময় পরিষদ, ৪৭, ৫০, ৮৪
সলমন জোসেফ, ৫৩, ১০৬, ১৩২, ১৪১, ১৪৯, ৫৩, ১৫২, ১৫৪, ১৬০-২, ১৬৭, ১৮৬ টী· ২০৫-৬, ২৬৯, ২৭৩
সলসব্যারি, উইলটশায়ার, ৯২
সল্টমার্শ, জন, ৪৫, ৫৩, ৬১, ৭৮, ১২৬, ১৩৬, ১৪১, ১৪৪, ২৬৫, ২৬৯
সংশয়বাদ, ২১, ২৩, ৬৭, ৭৪, ১২২, ২৯৯
সংস্কার/রিফর্মেশন, ৬৯, ১১২, ১১৯, ২৭৪
সাউথওয়ার্ক, সুরে, ৩৩ টী· ৬১, ৮৪, ১৩৮, ১৫০, ২০৪, ২৫৬
সাকার, ২৭৪
সাধু/সন্ত পল, ৭১, ১৭০, ২০৫
সাধারণ [-মানুষ], ৩৫, ৪০-৪, ৯৩-৪, ৯৬-৭, ২৫০-১
সাফোক, ৭৭, ১৪৬, ২৬৩
সামারসেট, ৯১
সামারসেট, এডওয়ার্ড, উরস্টারের মার্কুইজ, ৬২
সাসেক্স, ১৭৫
সাম্যবাদ/সাম্যবাদী/সাম্য, ১৫, ২২, ৩১, ৮২-৯০, ৯২, ৯৭-১০৩, ১৫৫, ২৪৬, ২৮২, ৩০০
সিডেনহ্যাম, কর্নেল, উইলিয়ম, ২৬৩
সিব্বেস, রিচার্ড, ১৩৭, ২১২, ২২৪, ২৩৫, ২৩৭, ২৯৫
সিম্পসন, সিড্রাক, ১৪৬
সীকার, ১৩, ৬৪, ৭২, ১৩৬-৭, ১৪১-২, ১৫৭, ১৮৪, ২১৭
সুইজারল্যান্ড, ২৯
সুইফট, জোনাথন, ১১০ টী·, ২৭৭
সুরে, ৮৪-৫, ৯৩-৫, ১৫৭, ২৫৬
সেকশবী/শেকসবী, এডওয়ার্ড, ৫৪, ৮৮, ৯২
সেজমুর, ৪০
সেনসর -ব্যবস্থা/-প্রথা, ২৭, ২৯
সেনা পরিষদ, সাধারণ, ৪৮-৫১
সেভার্ন উপত্যকা, ৮২
সেলডেন, জন, ২৬, ৬৯, ২০৯, ২৩৮
সেন্টগাইলস, ক্রিপল্গেট, ১৪৮
সেন্টজর্জ পাহাড়, ৮৩, ৮৪-৫, ৮৮-৯, ৯১, ৯৬, ৯৮, ১০০, ১০৩, ২০৮
সেন্টজর্জ ময়দান, ১৬৭

সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, ১৪৬
সেন্ট পিটার, ৭৩
সেন্ট বার্থোলোমিয়ার হাসপাতাল, ২১৬
সেন্ট বেনেট ফিঙ্ক, ৭৯
সোবিয়েস্কি, জন, পোলিশ-নৃপতি, ২৮৯
সোসিনীয়বাদ/সোসিনীয়, ১২৩, ১৪৩, ১৫৪, ১৭৫, ২০৮, ২১১
স্যানিয়াল, ১৮১
স্যান্ডিস, এডউইন, ইয়র্কের আর্চবিশপ, ২৪
স্যাপ্টসব্যুরির আর্ল, অ্যান্টনি অ্যাশলে কুপার, ৩৩
স্যামসন, ২৮৮, ২৯১, ২৯৭
স্কট, টমাস, ২৮
স্কটল্যান্ড, স্কট, ১৮, ২০, ২৫, ৩৬, ৭২, ১১৬, ১৩৫, ১৫৪, ২৩০, ২৩২, ২৮৫
স্কিপন, মেজর জেনারেল ফিলিপ, ১৭৩ টী., ২৬৪
স্টাউটন জন, ২২৭ টী.
স্টাফোর্ডশায়ার, ৪২, ৪৪, ৬০-১
স্টাব, হেনরি, ২৮, ২২০
স্টার, শ্রীমতী, ১৫৯
স্টার্কি, টমাস, ৪১
স্টিফেনস, নাথানিয়াল, ৯৫ টী.
স্টিলিংফ্লীট, এডওয়ার্ড, উরস্টারের বিশপ, ১৩২, ২৯৭
স্টোন, অধ্যাপক লরেন্স, ৫৮
স্টোরি-উইলকিনসন বিবাদ/মামলা, ১৮৬, ১৮৮, ২৭৩
স্ট্রটন, জেন, ১৩৮
স্পিটেলহাউস, জন, ৫৩, ৭৩, ৭৮, ১৯৭, ২৭২
স্পেন, স্পেনীয়, ৭৩, ২০০, ২৪৩
স্পেন্স, টমাস, ২৭৪
স্পেনসার, এডমণ্ড, ৮৬
স্প্রিগ, উইলিয়ম, ১০৯, ২১২, ২৫০
স্প্রাট, টমাস, রোচেস্টারের বিশপ, ২০৩, ২৫৭
স্বর্ণযুগ, ১১২, ১৩৯, ২৭৭
স্বাধীন, স্বাধীন-চার্চ, ২৭, ৪৬, ৫৭, ৭৪-৭, ৯০-২, ৯৬, ১৩৮, ১৪১, ২১০, ২৫০
স্বাভাবিক/প্রাকৃতিক অধিকার, ৮৯, ২২৬
স্মিথ, অ্যান্ড্রু, ১৮০
স্মিথ, জন, ৯৪
স্মিথ, জে. ই. ২৭৪
স্লিমব্রিজ, গ্লচেস্টারশায়ার, ৯৪
স্লিংশবী, স্যার হেনরি, ৩৪

হতাশ, নৈরাশ্য, ১১৩, ১২৮, ১৩৩, ২৩৭, ২৭৮, ২৯৩
হপকিনস, ম্যাথু, ১২৭
হরোকস, জেরোমিয়া, ৬২
হল, এডমন্ড, ২২৭
হল, জন, ২২০, ২২৭, ২৬৭
হবস, টমাস/হবসীয় ২৬, ৬৯-৭১, ১১১, ১১৬-৭, ১২৮, ১৩০, ১৩৩, ১৩৫, ১৬১, ১৮৫, ১৯৫, ২২০, ২৩৬, ২৬১, ২৬৫, পরিশিষ্ট ১ নানাস্থান, ৩০০
হবসন, পল, ৫৭
হবি, জোয়ান, ২৪
হাইড, এডওয়ার্ড, ১৫২
হাই-ওয়াইকোম্ব, বাকিংহ্যামশায়ার, ১৮
হাইল্যাণ্ড, স্যামুয়েল, ৬১
হাউটন, জন, ২৬০
হাও, স্যামুয়েল, 'মুচি', ২২০
হাওগিল, ফ্রান্সিস, ৬৪, ১৪১, ১৭৭, ১৭৯, ১৯৭
হাওয়ার্থ, ইয়র্কশায়ার, ২৭৬
হাকনে, লণ্ডন, ১৩৮
হাকেট, জন, কভেন্ট্রি ও লিচফিল্ডের বিশপ, ৬৮
হাচিনসন, শ্রীমতী লুসি, ২৩৫
হাচিনসন, শ্রীমতী অ্যান, ৬৩, ২৩৫
হাডসন, অধ্যাপক ডব্লিউ. এস., ৯৬
হানটিংডন, হেনরি হেস্টিংস, আর্ল, ৩৪
হ্যানটিংডনশায়ার, ১৬৮
হানস্লো হীথ, ৯৫
হান্ট, শ্রীযুত ডব্লিউ. এ., ২০৬ টী., ২৪৫ টী.
হার্ভে, জন, ১৬৯
হাল, ৫৭, ৯১, ২৭৭
হার্টফোর্ডশায়ার, ১৭, ৪১, ৯৩, ৯৫-৬, ২৫৮
হাটফিল্ডচেস, ৯৪
হারফোর্ডশায়ার, ২৭৬
হারলে, স্যার টমাস, ৫৮
হার্টলে, উইলিয়ম, ৯২
হার্টলিব, স্যামুয়েল, ৪০-১, ১০২, ২১০-২, ২১২ টী. ২১৬, ২৩৩ টী.
হার্বার্ট, জর্জ, ৬১
হার্বার্ট, লর্ড এডওয়ার্ড শেরব্যুরির, ৬১
হিককর্নহিল, এডমন্ড, ১৬৯
হিপকিন, শ্রীমতী জি. এম., ৪২
হিরন, স্যামুয়েল, ২৯৫
হিবর্ড, টমাস, ১৬৮
হুপার, জন, গ্লচেস্টারের বিশপ, ২২৫
হুকার, টমাস, ১১৪, ১১৭
হুকার, রিচার্ড, ১৮, ২৪, ২৬, ১১৬
হুনেডাস, হানস, ২১১
হুবারথোন, রিচার্ড, ১৭৭
হেকউইল, জর্জ, ১২১
হেস্কাম, নর্দাম্বারল্যান্ড, ১৬৯, ১৯৩, ১৭০
হেগেল, জি. ডব্লিউ. এফ., ২৭৮
হেডন, জন, ২১৭
হেনরি, ফিলিপ, ৭৬
হেনরি, ৭ম, ইংলণ্ডের রাজা, ৬২
হেনরি, ৮ম, ইংলণ্ডের রাজা, ৬২
হেরিক, রবার্ট, ২২৮
হেরিং স্যামুয়েল, ১৩০, ২১৩, ২১৬
হেল, স্যার ম্যাথু, জজ, ১৫৩
হেলস, জন, ২৯, ২৩৮
হেলউইস, টমাস, ১২৬-৭
হোথাম, চার্লস, ১৩০
হোথাম, বিচারক, ১৩০, ১৭২-৩, ১৮৮, ২৭০
হোথাম, স্যার জন, ২৭৭
হোমস, নাথানিয়াল, ৯২

হোরকস, জেরোমি, ৬২
হোল ডিউটি অফ ম্যান, দ·, ১৩২, ২৫০, ২৫৪
হোল্যান্ড, জন, ১৫২, ২৩০
হোল্ডারনেস, ইয়র্ক, ১৬৮
হোয়াইট, মেজর ফ্রান্সিস, ৪৯-৫০
হোয়াইটলক, বুলস্ট্রোড, ১৮০
হোয়াইটহেড, জন, ১৭৭
হ্যানকক, রেভা· টমাস, ৯৫ টী·
হ্যাম্পশায়ার, ৪২
হ্যারিসন, মেজর-জেনারেল টমাস, ৬১
হ্যারিস, জন, ৪৮
হ্যারিংটন, জেমস, ৯২
হ্যারিয়ট, টমাস; ১০৭ টী·, ১২৮
হ্যারো-অন-দ-হিল, মিডল্‌-সেক্স, ৯৫
হ্যালহেড মাইলস, ২৬০
হ্যালিফাক্স, ইয়র্কশায়ার, ৫৭, ৬২

অক্সফোর্ডের বলিয়ল কলেজের শিক্ষক ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার হিল বেশ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের রচয়িতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'গড'স ইংলিশম্যান : অলিভার ক্রমওয়েল অ্যাণ্ড দ ইংলিশ রেভোলিউশন', এবং 'রিফর্মেনান টু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন'। তাঁর এই গ্রন্থটি অর্থাৎ 'দ ওয়র্লড টার্নড আপসাইড ডাউন' হলো রড়নি হিলটন সম্পাদিত জনপ্রিয় গণবিদ্রোহের ইতিহাস সিরিজের প্রথম বই। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য গবেষণা সমৃদ্ধ বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : 'অ্যান্টি-ক্রাইস্ট ইন সেভেনটিনথ-সেঞ্চুরি ইংলণ্ড', 'ইনটেলেকচুয়াল অরিজিনস অফ দ ইংলিশ রেভোলিউশন', 'সোসাইটি অ্যাণ্ড পিউরিটানিজম ইন প্রি-রেভোলিউশনারী ইংলণ্ড', 'দ সেঞ্চুরি অফ রেভেলিউশন', 'পিউরিটানিজম অ্যাণ্ড রেভোলিউশন', 'ইকোনমিক প্রব্লেমস অফ দ চার্চ', 'লেনিন অ্যাণ্ড দ রুশিয়ান রেভোলিউশন', 'দ ইংলিশ রেভোলিউশন, ১৬৪০' ইত্যাদি।